৩১২৭

রাজকন্যার গুপ্তকথা।

প্রণেতা—শ্রী দেড়ে বাবাজী।

এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল।

৫২ নং নিমুগোস্বামীর লেন,

কলিকাতা।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

৩১১৭

উদাসিনী রাজকন্যার

গুপ্তকথা।

প্রণেতা—শ্রী দেড়ে বাবাজী।

PUBLIC
সাধারণ পুস্তকা
সন ১২৯৩
Estd. 188

প্রকাশকগণ,

এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল।

৫২ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

নূতন সংস্করণ।

শীল প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল

মূল্য ৩ তিন টাক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।
জপসা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ জপসা, (ফরিদপুর)।
বং

৩১১৭

স্বত্ব পরিত্যাগ।

মহামহিম

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রকুমার শীল।

মহাশয়!

আমি আপনাকে আমার প্রকাশিত "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" ৩ পর্ব্বে সম্পূর্ণ। ইহার কাপিরাইট ১১৫৲ একশত পনর টাকায় বিক্রয় করিলাম ইহাতে আমার বা আমার উত্তরাধিকারীগণের কোন দাবী দাওয়া রহিল না। যদি দাবী দাওয়া করি বা করে, তাহা বাতিল ও না মঞ্জুর। এতদর্থে সুস্থ শরীরে এই বিক্রয়নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ সাল ২৩শে পৌষ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৯৮।২ নং অপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা কলিকাতা।

৯২১৭

প্রথম পর্ব্ব।

মুখবন্ধ।

পুঁথি লিখ্‌তে গেলেই উপক্রমণিকা—গ্রন্থসূচনা—মুখবন্ধ প্রভৃতি গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে হয়—এ দোকানদারিটী অনেক দিন হতে চলে আস্‌ছে,—সুতরাং আমরাও ছাড়ি কেন? হরিদাসের গুপ্তকথা—গুপ্তলিপি প্রভৃতি কত—রকমেরই গুপ্তরহস্য নিয়ে কত গ্রন্থকার সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা ভাঙ্গা আসরে আজ "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" নিয়ে পাঠক ও পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছি। রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন, অমৃত—হলাহল, লক্ষ্মী উচ্চৈশ্রবা, কৌস্তুভ মুণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্তকাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা, নানা কারখানা দেখ্‌তে পাবেন। শরৎকালের মেঘার্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করার কোন ফল নাই, বেলফুলের মালা, সখের জলপান ফেরিওয়ালাদের মত পথে পথে চীৎকার করে খদ্দের ডাকার ন্যায় প্লাকার্ড ও বিজ্ঞাপন বিতরণ করারও একটী রীতি আছে,—আমরা তাও অবলম্বন করতে বিমুখ হই নাই, ফল কথা এখনকার ধরণ বজায় রাখ্‌তে সকল প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। মুখবন্ধে সকল বিষয় লিখ্‌তে হলে গল্প লাট হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হতে বিদায় হই! কাঁসারী পাড়ার সংয়ের ন্যায়—ভগ্নপাইক দূতের মত মধ্যে মধ্যে এসে পাঠকগণের মনস্তুষ্টি করতে ত্রুটি করব না!

শ্রী—দেড়ে বাবাজী—

39. Harrison Road. Calcutta.

উদাসিনী রাজকন্যার

গুপ্তকথা।

প্রথম স্তবক।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

"দেখিয়া দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ ধূপ দানে পুড়ি,
আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুবত্তি
কুসুম বাসের সহ।"

আজ বৈশাখীর পূর্ণিমা তিথি—পূর্ণিমার অমল চন্দ্রদেব ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে, গগনপটে শোভা দিচ্ছেন ও বিমল কৌমুদীরাশি অকাতরে ঢেলে দিয়ে সংসার উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত কচ্ছেন। যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকই আনন্দময়,—মস্তকের উপর নৈশ গগনের অপূর্ব্ব শোভা, এদিকে পৃথিবী আশ্চর্য্য শ্রীধারণ করেছে—বৃক্ষ লতা সকল জ্যোৎস্নায় স্নান করে অভিনব বেশে শোভিত হয়েছে,—মৃদুল পবন পুষ্পের পরিমল হরণ করে তস্করের ন্যায় ধীরে ধীরে যাতায়াত কচ্ছে—বঙ্গকুলবালার ন্যায় নির্জ্জন দেখে কাননে অসংখ্য পুষ্প সমূহ মুখের ঘোমটা খুলে দশদিক আলো করেছে,—দুই একটী পাপিয়া প্রাণ খুলে মধুরতানে পঞ্চমস্বরে ধ্বনি কর্ত্তে কর্ত্তে গগনসাগরে সাঁতার দিচ্ছে,—ঘর আলোকরা বোয়ের পাশে খাঁদা বোঁচা বোয়ের মত দুই একটী তারা চাঁদের পাশে মিট মিট কচ্ছে—কি আকাশে কি ধরাতলে সকল স্থানে যেন শান্তিলেপা,—কোন গোলযোগ কি সাড়া শব্দ নাই।—কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী রাত্রিচর পাখি এই

শান্তিময় সময়ের শান্তভার ভঙ্গ করে ইতস্ততঃ উড়ে যাচ্ছে—বেওয়ারিস গ্রাম্য দুই একটী কুকুরের কণ্ঠস্বর কচিৎ শোনা যাচ্চে,—পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ, বোধ হচ্চে সমস্ত দিন যেন কার্য্য কর্ম্ম করে এখন অঘোর—নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে, জনমানব কেহ কুত্রাপি দেখা যাচ্চে না, এমন সময় আমি একাকী ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে বিল্ববৃক্ষতলায় মৃগচর্ম্মে বসে আছি। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে নববধূর ন্যায়—চন্দ্রমা উঁকি ঝুঁকি দিচ্চেন,—স্থানে স্থানে চাঁদের আলোতে চমৎকার শোভা হয়েছে,—আবার মধ্যে মধ্যে পবন তাড়নে শাখা সঞ্চালিত হওয়াতে শোভাটী নড়ে নড়ে বেড়াচ্চে,—ভুবনেশ্বরের ধবল মন্দিরে, চাঁদের ধবল আলো পড়ে ধবলগিরির ন্যায় আরো ধবধবে হয়েছে,—মন্দিরের বাহিরে কোন কোন স্থানে সন্ন্যাসীদিগের দুই একটী ধুনি জ্বলছে—বৃক্ষতলে,—মন্দিরের চারি দিকে নানা স্থানের নানা দেশীয় সন্ন্যাসী সকল অকাতরে ঘুমচ্চে,—বৃক্ষ শাখায় মন্দিরগাত্রে তাদের জপমালা,—ঝুলি লম্বিত রয়েছে, কোন স্থানে এক একটী কমণ্ডলু, কোথাও বা এক একটী লম্বা চিম্‌টা পতিত রয়েছে। এই গভীর রজনীতে সকলেই শান্তিসুখ ভোগ কচ্চে,—নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সকলেই শায়িত,—এমন সুখের সময়—এমন শান্তির সময়—আমিই কেবল একমাত্র জাগরিত,—নিদ্রাকুহুকিনী অনেক সাধ্য সাধনা করেও আমাকে অচেতন কর্‌তে পারে নাই। আমি দণ্ডকারণ্যে শ্রীরাম-চন্দ্রের কুটীরের দ্বারস্থ লক্ষণের ন্যায় বসে আছি। নানা প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ এসে আমার অন্তঃকরণে প্লাবিত কচ্চে, সংসারের সুখ, দুঃখ বাল্য-কালের নির্ম্মল ক্রীড়ার অস্ফুট ছবিগুলি এক এক বার মনে আস্‌চে—পিতা মাতা ভাই ভগ্নী বন্ধুগণের মূর্ত্তি,—অকৃত্রিম স্নেহমাখা কথা সমূহ যখন মনে উপস্থিত হচ্চে,—তখন পালশূন্য নৌকার ন্যায় মন একবার দেশের দিকে একবার ভুবনেশ্বরের পানে আসা যাওয়া কচ্চে। এক এক বার নয়ন মুদ্রিত করে চিন্তায় মগ্ন হচ্চি। দিবসে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে সকল ঘটনা,—যে সকল কার্য্য দেখেছি, মধ্যে মধ্যে তাও ভাব্‌ছি, কেন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে এই উড়িষ্যা রাজ্যে এসে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়েছি, এইরূপ অসম্বন্ধ চিন্তার নেশায় অজ্ঞান আছি। এমত সময়—"বেটা জিতা রহ" এই শব্দ সহসা আমার কর্ণকুহর চুম্বন কল্লে, আমি মুখতুলে, চেয়ে দেখি অদ্ভুত ব্যাপার! আমার সম্মুখে এক

আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পূর্ণ যৌবনে বিকসিত,—একটী যুবতী,—মাফিকসই চেহারা,—হাড়ে মাসে জড়িত,—নিতান্ত খর্ব্বও নয়—অধিক দীর্ঘাকার নয়,—মৃণালের ন্যায় সরল বাহুযুগল, মুখ খানি অসাধারণ সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল কচ্চে,—ওষ্ঠ দুখানি পাতলা গোলাপী রঙ্গে টস্ টস্ কচ্চে—চোক দুটী যদিও পটলচেরা না হোক,—কিন্তু প্রায় কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তুলি দিয়ে টানার ন্যায়—ভ্রূযুগল ধনুকের মত ক্রমে কুঞ্চিত হয়ে সরু হয়ে এসেছে,—মুখে কুটিলতার লেশ মাত্র দেখা যায় না,—দৃষ্টি প্রশান্ত,—স্থির চিন্তাশীল,—যেন কোন বস্তু দেখবার জন্য পিপাসিত। রং দুধে আলতার ন্যায় উত্তম;—নাসিকাটী যেন বিধাতা যত্ন করে বসে বসে গড়েছেন;—মস্তক আলুলায়িত,—কেশপাস জটার আকারে পরিণত হয়ে ভুজঙ্গের ন্যায় কতক পশ্চাৎদিকে কতক নিতম্বের উপর কতক দুই স্কন্ধে বাহুযুগলের সম্মিলন স্থলের উপর দিয়ে হেলে দুলে পড়েছে—রূপের ঢেউ দেহ সরোবরে ক্রীড়া কচ্চে।—গৈরিক বসন পরিধানা, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে কমণ্ডলু, একটী ঝোলা স্কন্ধে লম্বিত,—উদাসিনী এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। হটাৎ এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে কিছু স্থির করতে না পেরে,—আসন হতে উঠে—প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়,—চিত্রিত ছবির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকলেম। কত রকম চিন্তা এসে আমার মস্তিষ্ক এমনি উল্টে পাল্টে দিলে যে আমি কিছুই স্থির করতে কি বলতে পারেম না। ক্ষণকাল পরে হৃদয় হতে যেন একটী প্রবল ভক্তি স্রোত উঠে আমার সমুদায় শরীর রোমাঞ্চিত করে তুল্লে,—আমি তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বল্লেম, মাতঃ! এই মৃগচর্ম্মে উপবেশন করুন, উদাসিনী কিছুই না বলে সেই আসনে বসলেন,—কিন্তু তাঁর চক্ষু ভ্রমরযুক্ত শতদলদলের ন্যায় আমার প্রতিই ন্যস্ত। বাল্যকালে কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যে পড়েছিলেম, হরকোপানলে মদন ভস্ম হলে—মহাদেবকে প্রসন্ন করবার জন্য পর্ব্বতদুহিতা পার্ব্বতী শিরীশ কুসুম সুকোমল দেহে,—তরুণবয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে—ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিতেছিলেন। আজ বুঝি কালিদাসের সেই চিত্রিত ছবি জীবিত হয়ে ভুবনেশ্বরকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত এই ব্রত আশ্রয় করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। নতুবা এরূপ যৌবনে যোগিনী হবার ত কোন কারণ দেখছি না। ইনি কি কোন ছদ্মবেশী হবেন? এই নবীন

বয়স,—রূপের তুলনা নাই,—একাকিনী তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে ইনি কোথা হতে এলেন? কথা শুনে জানা গেল,—পশ্চিম দেশে ইহার নিবাস। কত দেশ ভ্রমণ কল্লেম,—কত ঘটনা বিদ্যুতের ন্যায় চোকের উপর দিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল—কিন্তু এ আশ্চর্য্য ব্যাপারের গূঢ় কথা কিছুই বুঝিতে পাচ্চি না। উদাসিনীর চেহারা দেখে বোধ হচ্চে,—ইনি মূর্ত্তিমতী সরলতার প্রতিমা—এঁর হৃদয় অতি পবিত্র,—পবিত্র আধারে বিধাতা পবিত্র পবিত্র পদার্থ দিয়ে থাকে—চন্দ্রের সুধা,—পুষ্পে পরিমলের ন্যায় এঁর অমায়িক ভাব, বাল্যকালের নির্ম্মলতা,—মুখে দ্বিগুণ শোভাবিকাশ হচ্চে। এই উত্তম সময়—সন্ন্যাসীগণ সকলেই নিদ্রিত,—রাত্রিও অধিক নাই,—প্রভাতে নানা স্থান হতে বহু লোক এসে গোলযোগ করবে, অতএব এই সময় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে মনের ঔৎসুক্য নিবারণ করি। এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে—কর যোড় করে জিজ্ঞাসা কল্লেম মাতঃ! আপনার দর্শনে এ দাস চরিতার্থ হয়েছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আপনার পরিচয়,—এখানে আগমনের কারণ এবং এই অল্প বয়সে এই কঠিন ব্রত অবলম্বনের উদ্দেশ্য কি জানতে ইচ্ছা করি। আমার বাক্য শেষ হলে তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অল্প হেসে বল্লেন "শূলপাণির ইচ্ছা।"—উদাসিনীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হাসির কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে মনে মনে ভাব্‌লেম এর অন্তরে কোন গোপনীয় ভাব আছে। পুষ্পে কীট প্রবেশের ন্যায়, অমৃতে হলাহল যোগের ন্যায় কোন চিন্তাকীট এঁর হৃদয় কমলে প্রবেশ করেছে। আমার আর কিছুই জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।—

অনন্তর আমি তাঁর সম্মুখে বসে কত রকম চিন্তা কচ্ছি, এমন সময় উদাসিনী বল্লেন, "বৎস!—আমার পরিচয় জান্‌তে তোমার নিতান্ত ঔৎসুক্য দেখ্‌ছি। আমি পরিচয়ের মধ্যে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি,—আমার ব্রতের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যদি এ রক্তমাংস শরীরে তা সাধন কত্তে পারি, তবে এই রসনা সে সঙ্গীত তোমাকে কেন, ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলকে শুনাতে পারে। আর রাত্রি নাই,—প্রভাতিক উপাসনা ও স্নানাদির সময় উপস্থিত।

দ্বিতীয় স্তবক।

ভুবনেশ্বর দর্শন।

অগম্যূঢ় বিশ্বনাথ তথ্যোব গচ্ছতি স্বয়ং জগদীশ
লিঙ্গাত্মকো হর চরাচর বিশ্বরূপিন।

সুধামৃত লহরী।

এইরূপ বাজে কথায় রাত্রি শেষ হলো। ঊষাসুন্দরী গোলাপী বসন পরে পূর্ব্ব আকাশে রূপের ছটা প্রকাশ কচ্ছে,—পাখী সকল অন্ধকার কারাগার মোচন হোল দেখে,—জেলমুক্ত কয়েদীর ন্যায় আনন্দে কোলাহল করে চারিদিক পরিপূর্ণ কচ্ছে,—কাক সকল রাত্রিতে কোথায় গাছের গায়ে লুকিয়ে ছিল, এখন সময় পেয়ে লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে লাগ্‌ল,—নলিনী আপন রূপে বিভোর হয়ে আকণ্ঠ নিমগ্ন যুবতীর ন্যায় জলে ভাস্‌তে লাগ্‌ল;—মধুকরগণ গুণ গুণ স্বরে লম্পট যুবার ন্যায় নলিনীর কাণে কাণে কত মিষ্ট কথা বল্‌তে লাগ্‌ল।—মলিনীর অধর প্রান্তে টিপি টিপি হাঁসি রেখে কুমুদিনী নয়ন মুদ্রিত করতে লাগ্‌ল,—বন উপবনে নবোদিত সূর্য্যের রক্তাভ আভা পড়ে অপূর্ব্ব শ্রী হয়ে উঠল। সুপ্তোত্থিত শিশুগণ জননীর বক্ষঃস্থলে উঠে স্তন পান কর্‌তে লাগ্‌ল,—পৃথিবী যেন আবার নূতন জীবন পেয়ে নূতন উৎসাহে জেগে উঠল,—প্রভাত সমীর মন্দ মন্দ হিল্লোলে চারিদিকে সঞ্চালিত হতে লাগল।

মন্দিরে প্রাভাতিক আরতি ধ্বনি বেজে উঠল। শঙ্খধ্বনি, সন্ন্যাসীগণের হর হর মহাদেব ধ্বনিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে সে স্থান তোলপাড় কর্ত্তে লাগল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করে নানা ঢংয়ের—নানা রকমের সন্ন্যাসী এসে আমাদের চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল। কাহার বা কৃত্রিম জটার বোঝা মাথায় চাপান,—সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা,—কাহারও ঊৰ্দ্ধ বাহু অনেক যত্ন করে,—অনেক কষ্ট করে লোকের নিকট বাহাদুরী নিবার জন্য এক খানি হাত শুষ্ক করেছেন,—কেহ বা প্রায় উলঙ্গ, মোটা এক গাছি দড়া কোমরে জড়িয়ে—মূর্ত্তিমান্ অসভ্যতার চেহারা করে,—মুচিরাম দত্তের

ষাঁড়ের ন্যায় হেলে দুলে বেড়াচ্ছে,—কেহ গাঁজায় দম কসে—চোক দুটী জবাফুলের মত লাল টক্‌টকে করে—হাতে একটা বড় চিম্‌টে নিয়ে—ভোল ফিরিয়েছে,—আকার দেখ্‌লে ঢালা পিটা গড়নে—কটা কটা চুলে—কটমটে চাউনীতে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে,—কোন বদমাহিসি করে, পিনাল কোডকে কলা দেখিয়ে—বিশ্বেশ্বরের ষাঁড় হয়ে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কোচ্ছে। সন্ন্যাসীদিগের অধিকাংশই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দোবে চোবেদের বংশধর এই সঙ্গে দুই একটী প্রাচীন সন্ন্যাসীও এসে জুটলেন,—তাঁদের দেখে বাস্তবিকই ভক্তিভাব উদয় হয়। প্রশান্ত শরীর,—তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তকতক কচ্ছে,—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দেহ কান্তি—লাবণ্যের ছটা দেখা যাচ্ছে,—বেদব্যাসের ন্যায় পাকা দাড়ী,—প্রশস্ত ললাট—দৃষ্টি স্থির এবং গম্ভীর, দেখলেই বোধ হয় যেন শঙ্করাচার্য্য সংসারবাসনা ত্যাগ করে বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ কচ্ছেন। এই সকল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দুই একটী পূর্ব্ব বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠিকানা ও মালিকের খোঁজ না পাওয়া অনেক ডাক ঘরে ঘুরে বেড়ান্ চিঠির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের মোহর দেগে নানা স্থান ঘুরে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য পুরুষোত্তমধামে রত্ন বেদিতে—জগবন্ধুকে দেখে মনের জ্বালা,—প্রাণের পিপাসা—গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা, জুয়াচুরী, ফেরেবী সকল পাপ মোচন কর্‌বেন। বাবাজীদের প্রায় সকলেরই চেহারা মোটা সোটা—নধর ইস্‌কাবনের গোলামের মত গাঁট্টাগোঁট্টা গলায় তুলসী মালা—পেঁচে পেঁচে জড়ান,—হাতে মালা ঘুরুচ্চে আর খাবি খাওয়া মাছের মত ঠোঁট নড়্‌ছে,—গলার মালায় জুয়াচুরীর গুদম নানা রঙ্গের নেকড়া দিয়া সিলাই করা বেণে পুঁট্‌লির মত এক একটী ঝুলি ঝুল্‌ছে। মাথা নেড়া—বেলের মত,—যেন সিমেণ্ট দিয়া মাজা,—একটুও জল দাড়ায় না—তাতে আফগানিস্থানের তরমুজের বোঁটার ন্যায় আর্কফলা ঝুল্‌ছে,—কাহার কাহার টিকি পাতলা, তৈল অভাবে উস্ক খুস্ক—সকালবেলার রসিক বাতাস এক এক বার এসে তাতে ফুঁ দিচ্ছে—আর ফুরফুর করে উড়্‌ছে। কাহার বা টিকি অপেক্ষাকৃত মোটা—অগ্রভাগে গের বাঁধা—তিনি যখন মাথা নাড়্‌ছেন, তখন যগুরে লেঠা মাছের ন্যায় সেটীও মাথার উপর লাপ ঝাঁপ দিচ্চে। বাবাজীরা কেহ আমাদের কাছ ঘেঁসে বস্‌লেন; কেহ কেহ নিকটে দাঁড়িয়ে রইলেন। মোটা মোটা ভেকধারী বাবাজীরা এক এক বার রাঘব বোয়ালের

মত—কুমীরের ন্যায় হাঁ করে হাঁই তুল্‌ছেন,—আর অর্দ্ধমুদ্রিত নয়ন করে, হাতে তুড়ি দিয়ে বল্‌ছেন "প্রভো! তোমারই ইচ্ছে।"

উদাসিনী কাহারও দিকে ফিরেও চাইলে না। কেবল পরিণত বয়স্ক দুই একটি প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীদের সহিত সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্রের কথা বার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। উদাসিনীকে দেখে পূর্ব্বরাত্রি হইতেই আমি ত আশ্চর্য্য হয়েছিলেম, তখন তাঁর সংস্কৃত ভাষায় কথা শুনে ও শাস্ত্রা-লাপে আরও বিমোহিত হলেম। এইরূপ কিছুকাল কথা বার্ত্তার পর উদাসিনী আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই প্রবীন সন্ন্যাসীদের সহিত ভুবনে-শ্বরের মন্দির মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। মন্দিরটী অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত কত যুগ যুগান্তর অতীত হয়েছে—কত রাজাবিপ্লব ঘটেছে,—যবনদের অত্যাচার ঝটিকায় কত শত দেবালয় উৎপাটন করেছে,—কিন্তু এত অত্যাচারের মধ্যেও এই মন্দিরটী অক্ষুণ্ণভাবে আছে। মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বরের পাষাণময় মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরমধ্যে ভালরূপ আলো প্রবেশ কর্‌তে পায় না, এজন্য সর্ব্বদা অন্ধকারময়—সেই অন্ধকার সরো-বরে কাল পাথরের ভুবনেশ্বর কালিন্দীর কালজলে কাল কাল কৃষ্ণঠাকুর যেমন ডুব দিয়েছিলেন, সেইরূপ ডুবে আছেন অন্ধকূপ নামক কারা-গারমধ্যে কয়েদীরা যেমন ছিল, সেই রকম ভুবনেশ্বর চব্বিশঘণ্টা আটক আছেন। পাথরের গঠন, পাথরের শরীর বলেই রক্ষে,—প্রাণী হলে দুদণ্ডকাল তার মধ্যে থাকা ভার। আবার যখন কোন যোগ উপস্থিত হয়, যাত্রীর বেশী আমদানী হতে থাকে,—তখন যে কি ভয়ানক কষ্ট হয়,—তা বলে বুঝান যায় না।

আমরা ভুবনেশ্বর দর্শন করে যোগেশ্বরের মন্দিরে ঢুকলেম।—এই রূপে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি দেবালয় ও বিগ্রহ দর্শন করে জন্ম সার্থক কল্লেম। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, দেব দর্শনে কি অন্য কোন কথা-বার্ত্তায় কিছুতেই আমার মনে তৃপ্তি হচ্চে না। উদাসিনীর গুপ্ত কথা শুন্‌বার জন্য আমার মন এরূপ চঞ্চল হয়েছে,—যে কিছুই ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই ঐ চিন্তায় মন তোলাপাড়া হতে লাগ্‌ল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম,—হাজার বিপদ হোক,—হাজার কষ্ট হোক, হাজার নিবারণ করুন,—কিছুতেই উদাসিনীর সঙ্গ ছাড়িব না।

তৃতীয় স্তবক

—:•:—

দিন যায়।

যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!
সকলিত যায়, কেবল দুঃখের
জীবন না যায় রে?

রঙ্গমতী।

এইরূপে দেখতে দেখতে কদিন কেটে গেল। রাত দিন চন্দ্র সূর্য্য পালা ক্রমে আসা যাওয়া কচ্ছে। রাত্রির পর দিন দিনের পর রাত্রি নাগর দোলার ন্যায় একবার আসছে একবার যাচ্ছে।—চন্দ্র সূর্য্য পাহারাওয়ালার ন্যায় মধ্যে মধ্যে বদল হচ্চে। তিলভাণ্ডেশ্বর মহাদেব যেমন দিন তিল তিল বাড়্‌তে থাকেন, সেইরূপ আমার প্রতি উদাসিনীর স্নেহ মায়া দিন দিন বাড়্‌তে লাগল। আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ ভগবতীর ন্যায় ভক্তি করতে আরম্ভ কল্লেম। এই ভক্তির দুইটি মতলব ছিল, এক তাঁর প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা জন্মে; দ্বিতীয়তঃ যোগজ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি এই জ্ঞান দ্বারা অনেক বিষয় গণনা করে এরূপ সটীক বল্‌তে পাত্তেন, তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়! পূর্ব্বকালে, যোগীগণ, ঋষিগণ যে ধ্যান প্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের খবর দিতেন,—এখন বুঝলেম তা আর কিছুই নয়, এই যোগজ্যোতিষ বলে, আমার নিতান্ত ইচ্ছা তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর কাছে এই গণনা শিখে পুনর্ব্বার সংসারে এসে এক ঘর গৃহস্থ হব।

একদিন উদাসিনী আমাকে বল্লেন "বৎস! অদ্য আমি খণ্ডগিরি দর্শনে গমন করব। এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি যে উদ্দেশে এই ব্রত অবলম্বন করেছি,—এখানে থাকলে তার কিছুই সিদ্ধ হবে না বোধ হয়,—এদের মধ্যে অনেক গুলির অতি কদর্য্য চরিত্র—যদিও এরা ধর্ম্মের ভাণ করে সাধু সেজে বেড়াচ্ছে,—কিন্তু ওদের মুখা-

কৃতিতে যেন বদমায়িসের গাঢ় প্রলেপ মাখা রয়েছে, চঞ্চল মনে কখন ইষ্টদেবের উপাসনা হয় না।"

তাঁর কথা শেষ হলে আমি করযোড় করে বল্লেম, মাতঃ! এ দাস প্রস্তুত,—আপনার অনুগমন কর্তে এ দাস রণে, বনে, মরণে কোথাও বিমুখ নয়। আপনি যেখানে যাবেন, আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ কর্ব না। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে না লয়েন, তা হলে আপনার সাম্নে এই মুহূর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করব।

আমার কথা শেষ হলে উদাসিনী বল্লেন, "দেশ ভ্রমণ বড় কষ্টের বিষয়, তোমরা বাঙ্গালী সুখ প্রিয়;—অতএব অগ্র পশ্চাৎ ভেবে আমার অনুগমন কর। আমি পুনরায় বল্লেম, যত কেন কষ্টকর হোক না আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। উদাসিনী বল্লেন, "তোমার বাক্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম। আমরা যে অদ্য এখান হতে গমন করব এ কথা কেও যেন না জান্তে পারে।"

আমি ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা কল্লেম,—অন্তে জান্তে পাল্লে আমা-দিগের ক্ষতি কি?

উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন, "স্ত্রীলোকের শত্রু পদে পদে! দুষ্ট লোক সকল কত কু অভিসন্ধিতে সংসারে ভ্রমণ করে, তার স্থির নাই।—পথে সাব-ধান হয়ে চলাই সৎপরামর্শ।"

আমি তখন বল্লেম, "তবে অদ্যই যাওয়া স্থির?"

উদাসিনী। "অদ্যই নিশ্চয়।"

আমি বল্লেম, বেলা অনেক হয়েছে, এ সময়ে যাত্রা কল্লে পথিমধ্যে কষ্ট হবে। বিশেষ এ ভয়ানক গ্রীষ্মকাল,—বৈশাখ মাসের রৌদ্র অসহ্য! উদাসিনী আমার কথা শুনে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন,—মুখের ভাব দেখে বোধ হোল, কোন বিষয় চিন্তা কচ্ছেন। আমি তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় মুখপানে চেয়ে রইলেম। এইরূপে কিছু সময় অতীত হলে তিনি বল্লেন,—"অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখান হতে যাত্রা করব—তুমি এখন স্নানাদি সমাপন কর।"

এই কথা বলে উদাসিনী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলায় বসে চক্ষু মুদ্রিত করে কি চিন্তা কর্তে লাগলেন!

তাঁর মুখে চিন্তার ভাব দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কত্তে ইচ্ছা

হোল না; আমি মনে মনে ভাবতে লাগলেম, কত তীর্থ, কত সন্ন্যাসী কত যোগী দেখেছি;—কিন্তু এঁর মত নূতনতর আর কখন দেখি নাই। এত মিষ্ট কথা, এত দয়া মায়া, এত স্নেহ, এত ভালবাসা সংসারে অতি দুর্লভ। যাহা হোক, এঁকে প্রসন্ন কল্লে অবশ্যই আমার আশা পূর্ণ হবে। এখন আর কোন কথা বলে ধ্যান ভাঙ্গাব না,—আমি স্নানাদি করে পুনরায় এখানে আসব। এঁর দর্শন পেয়ে পর্য্যন্ত স্নানাদিতে আর আমার ইচ্ছা হয় না,—সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়, এখানে বসে এঁর উপদেশ গুলি শুনে জ্ঞান তৃষ্ণা চরিতার্থ করি,—এখন বেলা হয়েছে, আর বিলম্বের কাজ নাই, শীঘ্র স্নানাদি সমাপ্ত কোরে আসি। এই বলে আমি আমার মৃগচর্ম্ম ও ঝুলিটী রেখে স্নানে গমন কল্লেম।

চতুর্থ স্তবক।

একাকিনী।

"কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি;
বজ্র নাদে করিতাম আকুল বিলাপ।"

রুদ্রচণ্ড।

উদাসিনী আজ ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটে বসে,—কি ভাবছেন? তাঁর মুখ চিন্তার রেখায় অঙ্কিত, নয়ন দুটী মুদ্রিত যেন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। সংসারে মনের কথা—আন্তরিক ভাব প্রকাশ করবার স্থান না দেখে যেন, হৃদয়ের সহিত পরামর্শ কচ্ছেন। হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে না, এমন পৃথিবীতে কেহই নাই। যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন,—মায়া মোহের বন্ধন মুক্ত হয়েছেন, স্বদেশ, আত্মীয় স্বজনের মূর্ত্তি হৃদয় হতে পুছে ফেলেছেন,—তাঁর আবার সংসারের প্রতি চিন্তা কি? কিন্তু পাঠক! আজ যদি আপনাকে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পর্শ্বে নিয়ে যেতে পাত্তেম,—তা হলে দেখাতেম,—যোগী বল,—ঋষি বল, উদাসিনী বল,—সংসারে থেকে কেও সংসার ত্যাগ করতে পারে না। মধ্যাকর্ষণ যেমন জগতের

প্রত্যেক পদার্থকে প্রত্যেক পরমাণুকে নিয়ত আকর্ষণ কচ্ছে,—সংসারও সেইরূপ প্রতি নিয়ত প্রত্যেক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে রেখেছে। এই মধ্যাকর্ষণ বলে মেঘরাশি হতে জল বিন্দু পতিত হয়, আবার ঐ দেখ,—সাংসারিক আকর্ষণ বলে উদাসিনীর চক্ষের কোণ হতে বড় একটা মুক্তা ফলকের ন্যায় এক বিন্দু জল গণ্ডস্থলে এসে ক্রমে ক্রমে বক্ষস্থলে পতিত হোল। উদাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে চক্ষু উন্মীলন কল্লেন,—নিশার শিশির পূর্ণ কমলদলের ন্যায় চোক দুটি জলে টল টল কর্ত্তে লাগল রক্তিম গণ্ডস্থল গোলাপদলের ন্যায়, লাল মুক্তার সূর্য্যের আভা, পতিতের ন্যায় আরো লাল হয়ে উঠল,—চিন্তার বেগ সম্বরণ কত্তে না পেরে বলতে লাগলেন,—তাই ত, অনেক দিন হলো,—গুরুজীর কোন পত্রাদি পেলেম না। তাঁর ত কোন অশুভ ঘটে নাই?—আমিও যেমন দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে কিছুই অনুসন্ধান কত্তে পাচ্চি না। তিনিও কি আমার মত নিরাশ হয়েছেন? আর কতকাল এরূপ অবস্থায় থাকতে হবে?—আশা মরীচিকাময় আর কত দিন প্রতারিত হব?—বিধাতা সংসারকে সুখের পদার্থ দিয়ে সাজাতে ত কম করেন নাই। যার যে পদার্থে সুখ—তার জন্য সেই পদার্থ প্রস্তুত রয়েছে। রাত্র হলে চন্দ্র হাসে, পৃথিবীকে হাসায়, কুমুদিনীও হাস্যমুখী হয়,—হাসি দেখে কাননে অসংখ্য ফুল কুলও হাসতে থাকে। আমি এক দিন এই হাসিতে যোগ দিয়ে কত হেসেছি, নদীর স্রোতের ন্যায় আনন্দ স্রোত হৃদয় হতে নিয়ত প্রবাহিত হয়েছে,—এখন আর সেরূপ হয় না কেন? চন্দ্রন সেই রূপই হাসতে হাসতে পৃথিবীকে হাসাচ্ছে কুমুদিনীও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে প্রাণ ভরে হাসতে থাকে। তবে আমি হাসি না কেন? সূর্য্য উদয় হলে সকল অন্ধকার ঘুচে যায়,—কৈ আমার ত হৃদয়ের অন্ধকার গেল না?—এখন চন্দ্র পৃথিবীকে হাসাতে পারে;—কিন্তু আমার হৃদয়কে হাসাতে পারে না।—সূর্য্য জগতের অন্ধকার নষ্ট করতে পারে;—কিন্তু আমার প্রাণের অন্ধকার ঘুচাতে পারে না?

যা হোক, গুরুজী গণনা করে বলেছেন, তোমার দুঃখের রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হবে।—তাঁর গণনা কি মিথ্যা হোল? তিনি যখন যা গণনা কত্তেন, তা ঠিক হোত,—তবে আমার কপালে কি এমন ঘটল; তাঁর দেখা পেলে পুনর্ব্বার গণনা করে দেখতেম,—কিন্তু তাঁর যে কোন উদ্দেশ্য নাই।—জ্বালামুখী তীর্থ হতে এসে শীঘ্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কথা ছিল।।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের যে সময় নিরূপিত ছিল, তাও প্রায় শেষ হোল।" আর কিছুদিন দেখ্‌বে, পুরুষোত্তমে, তার অপেক্ষাও কর্‌ব।—অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন তিনি কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। যখন এত দিন গেল—আর কিছু দিন দেখা যাক। ইষ্টদেব অবশ্যই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। এইরূপ চিন্তা কত্তে কত্তে পুনর্ব্বার তাঁর চোক জলে ছল ছল করে এল,—নীলোৎপলে আবার শিশির সঞ্চার হোল—বড় বড় মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু আবার গণ্ডস্থলের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে পৃথিবী চুম্বন কত্তে লাগ্‌ল। দুঃখের জোয়ার উথলে উঠল উদাসিনীর মুখকমল কর কমলের উপর স্থাপিত হোল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুল্লতা প্রকাশের ন্যায় আশা কুহকিনী প্রকাশ হয়ে উদাসিনীর হৃদয়ের ভাব সনিত কল্লেন, তরঙ্গাকুল তড়াগ স্থিরভাবে পরিণত হোল। তাঁর মনের দুঃখ মনের কথা মনের আগুণ মনেতেই মিশে গেল।

নারী চরিত্র ও দেবচরিত্র বুঝা ভার। আজ উদাসিনী যে কি ভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন, তার মর্ম্মভেদ করা কার সাধ্য? নারী হৃদয় অনন্ত, অতলস্পর্শ, গভীরতা সীমা পরিমাণ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। প্রবল ঝটিকায় পূর্ব্বে সমুদ্র—পৃথিবী অরণ্য—নদ নদী সকল যেমন স্থিরভাবে স্তম্ভিতভাবে নিস্তব্ধ থাকে; সেইরূপ নারী হৃদয় কোন প্রবল চিন্তায় ঝড় হওয়ার পূর্ব্বে স্থির শান্ত নিস্তব্ধ থাকে, মনুষ্যের চিন্তা নানা প্রকার; কোন কোন চিন্তা বিষের ন্যায় জীবন জর্জ্জরিত করে ক্ষণকাল মধ্যে চেতনা হরণ কোরে মানুষকে নূতন ভাবে পরিবর্ত্তন করে থাকে; আবার কোন কোন চিন্তা যদিও কষ্টকর যাতনাদায়ক কিন্তু তার মধ্যে সুখের ছবি দেখা যায়, সেই কষ্ট মিশ্রিত চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর জগতের অতি নিকট সম্বন্ধ বাহিরে যা ঘটে অন্তরেও তাই সর্ব্বদা হচ্ছে যেমন আকাশে এক সময় রোদ ও বৃষ্টি হয়, সেইরূপ এক হৃদয় হতেই এক সময় সুখ ও দুঃখ চিন্তা প্রকাশ পায়। আজ উদাসিনীর মায়া মোহ বর্জ্জিত অন্তঃকরণ এরূপ অভিভূত হোল কেন? তাঁর হৃদয়ে কোন সুখের ভিখারিণী? তাঁর হৃদয়ের সুখের ধ্রুবতারা আজ কোন মেঘে ঢাকা পড়েছে?

উদাসিনী এক এক বার চিন্তায় দুঃখে নিরাশায় আক্রান্ত হচ্ছেন, আবার মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় তাঁর অন্তঃকরণ পরিষ্কার হচ্ছে।

চিন্তার জোয়ার ভাটা মনে খেলা কচ্ছে। কখন মৃত্যু কামনা কচ্ছেন, কখন জীবনে কত রকম সুখের ছবি আঁকছেন, ছবি খানি নানা রঙ্গে নানা শোভায় নানা রকম মূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ করে ক্ষণকাল পরে আবার তৈয়ারী মূর্ত্তিটী ভেঙ্গে ফেলছেন,—তিলোত্তমা যেমন কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট হয়ে এক খৎ কাগজে মনের ফটোগ্রাফ আঁকতে ছিলেন। জনক নন্দিনী যেমন অশোক কাননে একাকিনী বসে নানা রকম কল্পনার হার গাঁথে ছিলেন, আজ আমাদের সখমুবর্ত্তিনী উদাসিনীও সেইরূপ নানা চিন্তা, নানা কল্পনা, নানা স্বপ্ন নিয়ে বালকের ন্যায়, বাতুলের ন্যায়, কবির ন্যায় ক্রীড়া কত্তে ছিলেন।

সংসারের নিয়ম—সংসারের ঘটনা—সংসারের কার্য্য—ভোজবাজীর ন্যায় কত মূর্ত্তি ধারণ করে, কত ভাবে উপস্থিত হয়, কে তাহা নির্ণয় কত্তে পারে? রমণী রত্ন সংসারের সার। সে রত্নের জ্যোতি না থাক্‌লে সংসার বল, রাজ্য বল, ধন বল, যৌবন বল, রূপ বল, সকলই মিথ্যা, সকলই মৃত, সকলই নীরস, সকলই অন্ধকার, আজ সেই রমণীরত্ন উড়িষ্যা রাজ্যে উদাসিনী-বেশে সংসারের নিকট বিদায় নিয়ে মূর্ত্তিমতী বিষাদ প্রতিমার ন্যায় বসে আছেন কেন?—তাঁর ঐ বিশাল চোক্—বিষাদ অশ্রু মোচন করে উড়িষ্যার মৃত্তিকা অভিষেক করবার জন্য কি বিধাতা এই যোগিনী বেশে এখানে উপস্থিত করেছেন?—এত কষ্ট, এত ক্লেশ, এত যাতনা, এত অশ্রুপাত, তবুও কি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?——এই নবীন বয়স—কোমল হৃদয় সংসারের আনন্দ পুত্তলিকা—নূতন প্রস্ফুটিত, এর উপর পরমেশ্বরের এত বিষ দৃষ্টি কেন?—যে পুষ্প পরিমল পূর্ণ—জগতের আলোক অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালী আপন রূপে আপন সৌন্দর্য্য ঢল ঢল কচ্ছে,—সেই নব প্রস্ফুটিত ফুলটি দগ্ধ মরু মধ্যে পতিত দেখলে কার, না হৃদয়ে ব্যাথা পায়? নির্ম্মল রত্ন মলিন আবরণে আচ্ছন্ন থাক্‌লে পরিষ্কার কত্তে কার না ইচ্ছা হয়?

আজ উদাসিনীকে রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায় চিন্তাক্রান্ত দেখে, কার না মন তাঁর দুঃখে দুঃখিত হচ্ছে? এ সংসার সুখের স্থান কল্পনা মাত্র। নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কোথাও দেখা যায় না। সংসারের যদি বিচার থাক্‌ত, গুণের যদি পুরস্কার হোত, তা হলে উদাসিনীর চোকের জলের সহিত আজ আমাদের অশ্রুবিন্দু যোগ দিত না?

পঞ্চম স্তবক।

—:০:—

পথি-মধ্যে।

"কে তুমি! যোগিনী বালা, আজি এ বিজন বনে।
বদনে না সরে বাণী, চলেছ আপন মনে॥"

বঙ্গসুন্দরী।

গ্রীষ্ম কালের শেষভাগ অতি মনোরম্য। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পৃথিবীকে দগ্ধ করে,—এখন যেন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছেন।—মধ্যাহ্ন কালের সে তেজ—সে গর্ব্ব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়ে আসছে,—ঝির ঝির করে বাতাস এসে কাণে কাণে বলে যাচ্চে,—লোকের অহঙ্কার আস্ফালন চির-দিন সমান থাকে না,—পরমেশ্বর সূর্য্যের অত্যাচার,—প্রাণী পীড়ন দেখে—মাথার উপর আকাশের মধ্যস্থানে যে উচ্চ আসন দিয়াছিলেন,—সে পদ হতে নাবিয়ে দিচ্চেন,—সেই অভিমানে দিনমণি পশ্চিম সাগরে গা ঢাল্‌ছেন, পৃথিবীর সে রৌদ্রমূর্ত্তি নাই—এই সময় দুইটী পথিক ধীরে ধীরে নানা-কথা বল্‌তে বল্‌তে গমন কচ্চেন। তাঁরা যে পথ দিয়ে যাচ্চেন—তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত মাঠ—এই মাঠ সকল এত বিস্তারিত যে সীমা দেখা যায় না—বোধ হয় আকাশ ক্রমশঃ নিম্ন হয়ে মাঠের প্রান্তভাগে সংযুক্ত হয়েছে।

এই প্রান্তর হতে খণ্ডগিরি দেখা যায়। দূর হতে খণ্ডগিরির অত্যন্ত শোভা,—দেখে বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী একটী উচ্চ বেদীর উপর নানা-বিধ তরু লতায় কুঞ্জ রচনা করে অবস্থিতি কচ্চেন। পরমেশ্বর যেন পশু পক্ষীদের জন্য একটী পান্থশালা রচনা করে রেখেছেন। খণ্ডগিরি একটী ক্ষুদ্র পাহাড়,—এক সময়ে এখানে লোকের বাস ছিল। বৌদ্ধদের রাজত্বকালে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকল এখানে বাস কর্‌ত, তার চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখন কেবল জঙ্গল পূর্ণ হয়ে, ভয়ানক স্থান হয়ে উঠেছে। সময় সময় নানা স্থানের সন্ন্যাসীগণ দল বদ্ধ হয়ে এখানে এসে থাকে। এই জঙ্গলে দুই একটী লোকর যাতায়াত করা বড় কঠিন।

এই নিস্তব্ধ জঙ্গল মধ্যে সন্ধ্যার সময় দুইটী পথিক প্রবেশ কল্লেন। পাঠক মহাশয়! বোধ হয় পথিক দুটীকে চিন্‌তে পেরেছেন,.. ভুবনেশ্বরের

মন্দিরে যে উদাসিনী ও বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন—এ বিজন বনে সেই দুই মনুষ্য মূর্ত্তি!

ক্রমে ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হয়ে উঠ্‌ল—অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না,—পৃথিবীর ভয়ানক মূর্ত্তি—মাথার উপর অনন্তবিস্তৃত নীল আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করে জ্বল্‌ছে—গাছ, পালা অন্ধকার সাগরে ডুবে রয়েছে। ঝিল্লীরবে বনখণ্ড পরিপূর্ণ হয়ে, রাত্রির ভয়ানক মূর্ত্তির ঘোষণা কচ্চে,—মনুষ্য কণ্ঠরব কি মনুষ্য গমনাগমনের কোন চিহ্ন লক্ষ্য হচ্চে না, কি ভয়ানক সময়!—কি ভয়ানক দৃশ্য! উদাসিনী ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, "উঃ! কি ভয়ানক অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না! আমরা যে কোন্ পথে গমন কর্‌ব, তার কিছুই নিরূপণ করা যাচ্চে না অন্ধকার এসে যেন আমাদের গতি রোধ কচ্চে।"

উদাসিনীর বাক্য শেষ হলে, তাঁর অনুগামী নবীন সন্ন্যাসী বলে উঠ্‌লেন, "মাতঃ! আর ভয় নাই,—ঐ দেখুন পশ্চাৎ দিকে অগ্নিশিখা দেখা যাচ্চে। বোধ হয়, পথিকগণ এই পথে আস্‌ছে—একটু অপেক্ষা করুন আমরা এই সঙ্গে নিরাপদে গমন কর্‌ব।" উদাসিনী পশ্চাৎ ফিরে দেখ্‌লেন, যথার্থই একটী অগ্নিশিখা বনের কতক ভাগ আলো করে, তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে। তাঁরা আর গমন না করে একটী বৃক্ষ মূলে আলোর অপেক্ষায় বস্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মশাল হস্তে কতকগুলি লোক তাঁদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হোল। আগন্তুকদের চেহারা দেখেই তাঁদের অন্তরাত্মা উড়ে গেল। এক একটী মূর্ত্তি পাঁচ হাত লম্বা—যেন পাথর দিয়ে গড়া—কাল মিস্ মিস্ কচ্চে—চোক রক্তবর্ণ—ঠিক যেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায়, ভয়ানক চাউনি—হাতে অস্ত্র শস্ত্র—যেন কালান্তক কালভৈরব, হুঙ্কার করে উপস্থিত হোল।

নবীন সন্ন্যাসী ভয়ে ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তোমরা কোথা যাচ্চ?"

দস্যুগণ।—তোমাদের বের বরযাত্র। দস্যুদের এই বক্র উক্তিতে উদাসিনী ও নবীন সন্ন্যাসী বিস্মিত হলেন।

উদাসিনী সেই কথা শুনে বল্লেন, "আমরা পথশ্রান্তি ও অন্ধকারে বড় কষ্ট পাচ্চি—অনুগ্রহ করে যদি এ অসহায় পথিকদের পথ দেখিয়ে দেন—তবে অত্যন্ত উপকৃত হই।"

দস্যুগণের মধ্যে কেও কেও বলে উঠল, সুন্দরি! তোমার জন্য আমরাও বড় কষ্ট পেয়েছি—যে দিন ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রথমে তোমার দেখা পাই—সেই দিন হতে আমাদের মন, প্রাণ, তোমার রূপের বর্ষিতে গাঁথা পড়েছে। এই কথা বল্‌তে বল্‌তে ব্যাধেরা যেমন নির্জ্জন বনে হরিণীকে ঘেরে ফেলে, সেইরূপ তাঁদের দুই জনকে ঘেরে দাঁড়াল।

উদাসিনী উর্দ্ধফণা কাল ভুজঙ্গিণীর ন্যায় মাথাতুলে বলতে লাগ্‌লেন, "নরাধম পিশাচ! তোদের মনে কি একটুও ধর্ম্মের ভয় নাই? বনের নৃশংস হিংস্র, পশু অপেক্ষাও তোরা নিষ্ঠুর—তারা ত আমাদের প্রতি কোন অনিষ্ট চেষ্টা করে নাই।—তোদের মনে কি দয়া ধর্ম্ম স্থান পায় না?

দস্যুগণ আরক্তচক্ষে বল্‌তে লাগ্‌ল, উঃ! কি ধর্ম্মের ধ্বজা রে! একটা বাঙ্গালী পেয়ে—পীরিতের মহিষমর্দ্দিনী সেজে কোথা যাচ্চ চাঁদ?

নবীন সন্ন্যাসী আর চুপ করে থাক্‌তে না পেরে, রাগের সহিত বল্‌তে লাগলেন, রে দস্যু! রে নরপিশাচ! তোদের জিহ্বা এই মুহূর্ত্তে খণ্ড খণ্ড হোক্। দস্যুদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌ল;—তাই তো সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকু সুখটুকু দুই আছে দেখছি যে, উদাসিনীর নিন্দে প্রাণে বড় বাজে দেখতে পাই। অপর এক জন দস্যু বল্লে,—বেটা ভণ্ড মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্‌ এই কথা বলিতে বলিতে কয়েক জন তাঁর হাত পা ধরে একটা গাছে বাঁধতে আরম্ভ কল্লে।

উদাসিনী কোন উপায় না দেখে মিষ্ট কথায় বল্‌তে লাগলেন, তোমরা কি জন্য আমাদিগকে আক্রমণ করেছ?—আমাদের সঙ্গে এমন কিছুই টাকা কড়ি নাই যে,—যার লোভে এত যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হয়েছ।

দস্যুগণ বলে উঠ্‌ল—আমরা টাকা কড়ির জন্য তোমাকে আক্রমণ করি নাই, সুন্দরি! একবার তুমি হাস মুখে আমাদের প্রতি ফিরে চাইলে লক্ষ লক্ষ—টাকা লাভ হয়।

উদাসিনী রাগের সহিত বল্‌তে লাগলেন, "কি আস্পর্দ্ধা! তোরা ইচ্ছা করে মৃত্যুকে ডেকে আন্‌ছিস্‌ নিরপরাধী—সংসারত্যাগিনী উদাসি[নীর] প্রতি-যেরূপ কদর্য্য কথা বল্‌তে সাহস কচ্ছিস,—শূলপাণি এই মুহূ[র্ত্তে] তোদের মস্তকে বজ্রপাত করবেন।—তোদের রক্তে কি একটুও মনুষ[্যত্বের]

চিহ্ন নাই?—তোদের আকার যদিও মানুষের মত,—কিন্তু অন্তঃকরণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন,—তোরা যে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিস্—পরমেশ্বর তার সমুচিত প্রতিফল নিশ্চয়ই—দিবেন—”

দস্যু। উঃ! ছুঁড়ি যেন পাদরী—সাহেব রে! হাত নেড়ে বলছে ভাল। সুন্দরি! তুমি যাই বল,—ভবি ভুলিবার নয়। আমরা আজ—তোমাকে কিছু-তেই ছাড়ব না। অনে দিন পরে নদি জলে একটা হরিণ পড়েছে,—তা—কি ছাড়্তে পারি?

দস্যুগণ এই কথা বলতে বলতে নবীন সন্ন্যাসীকে দৃঢ় করে গাছে বেঁধে ফেল্লে। সুতরাং তিনি হাত—পা থাক্তেও নিরূপায়। চোকের সামনে একটী—নির্ম্মল স্বভাবা, অসহায়া উদাসিনীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার! কি জঘন্য দৃশ্য! মান্যে না পারে—এমন কাজ নাই। বিপন্নের কাতরতা—চক্ষের জল কিছুতেই—পাপীদের লোহার মন নরম্ করতে পারে না। দস্যুগণ উদাসিনীর প্রতি যে কত কটুক্তি কর্তে লাগল,—তা শুন্লে নিতান্ত যে কাপুরুষ—তারও শীতল রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে।

উদাসিনী মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কি বিপদ! কি উপায়ে এদের হাত হতে পরিত্রাণ পাই? মান্যোর বিপদ কি পদে পদে—এই রাত্রিকাল এই ঘোর অন্ধকার এই নিবিড় জঙ্গল,—এই নর-পিশাচগণের অত্যাচার নিকটে কোন জন মানবের গমাগম নাই। কি করি কে এই বিপদ হতে রক্ষা করবে? অনেক বিপদ—অনেক কষ্ট—অনেক যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এ অত্যাচার যে সহ্য হয় না। জগদীশ! একবার দাসীর প্রতি মুখ তুলে চাও,—তুমি ভিন্ন আর গতি নাই।

দস্যুগণ পরিহাস করে বলতে লাগল, সন্ন্যাসীঠাকরুণ! আর কেন? ধড়া চুড়া ত্যাগ কর,—নবীন বিদেশিনী সেজে দেশে দেশে বেড়াবে এ আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না—অমন চাঁপাফুলের মত রং—অমন গড়ন—অমন ঢং, অমন বয়স, অমন চেহারা এতে কি এই বেশ সাজে? তুমি আমাদের কথা শোন, আমরা তোমার প্রতি কোন অত্যাচার কর্ব না চিরকাল তোমার হুকুমের গোলাম হয়ে তোমার সেবা কর্ব।

উদাসিনীর অন্তঃকরণ কিছুতেই নরম হবার নয়, তিনি বলতে লাগলেন কষ্ট তারা নরকের কীট তোদের মন পাপে পরিপূর্ণ তোদের দিক বিদিক্ জ্ঞান নাই। তোরা যদি মানুষ হোতিস তা হলে এ পাপকার্য্যে রত

হোতিস না। আমি এখনও বলছি, আমাদের উপর আর অত্যাচার করে যন্ত্রণা দিস না

দস্যুগণ পুনর্ব্বার বল্লে ভটচাযিার মত আর মন্ত্র পড়তে হবে না। পুরুতঠাকরুণ বের মন্ত্র টন্ত্র কিছু জান কি?

উদাসিনী কোন উপায় না দেখে সজোরে বলে উঠলেন দস্যুগণ!—পিশাচগণ!—নরাধমগণ! কিছুতেই তোদের—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। অসহায়ের সহায়—অগতির গতি বিপদের বন্ধু—ভগবান অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন।"

দস্যুগণ। সুন্দরি! ভগবান মুখ তুলে না চাইলে এই নির্জ্জন—এই সুযোগে তোমাকে মিলাবেন কেন? এখন তুমি মুখ তুলে চাইলে, আমাদের সকল পরিশ্রম,—সকল চেষ্টা—সকল পরামর্শ সফল হয়। তুমি যদি সহজে আমাদের সঙ্গে না যাও,—তবে এই রজ্জু তোমার অঙ্গের ভূষণ হবে।—আমরা তোমাকে বেঁধে এই মুহূর্ত্তেই এমন স্থানে নিয়ে যাব, যেখানে ইহজন্মে যম ভিন্ন আর কেও তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে পার্‌বে না। আমরা এখনও বলছি, আমাদের কথার বিপরীত আচরণ করো না।

উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন "নরাধম! ক্ষত্রিয় শোণিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ শরীরে চলাচল থাক্‌বে—নিশ্বাস বায়ু যতক্ষণ নাসিকায় চিরদিনের জন্য রোধ না হবে,—ততক্ষণ তোদের বাক্য এ হৃদয়ে স্থান পাবে না,—তোদের পাপ হস্ত এ দেহ স্পর্শ কর্‌বার পূর্ব্বেই এই পিপাসিত ছুরিকা—অসহায়া ক্ষত্রিয় বালার শোণিত পান কর্‌বে। এই কথা বলতে বলতে—উদাসিনী অসুর নাশিনী ভগবতীর ন্যায়—ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে কটিদেশ হতে ধাঁ করে একখানি ছুরি বার্‌ কল্লেন।

ষষ্ঠ স্তবক।

——:০:——

আশ্চর্য্য ঘটনা!

আলোকিত হল বন অঙ্গের প্রভায়।
ঘোড়া চড়া ঘোড়া পরা,
হাতে অশ্ব বলগা ধরা,
নিশার সময় যুবা চলেছ কোথায়?

নবভারতী।

উদাসিনীর উগ্রভাব দেখে দস্যুগণ মন্ত্র মুগ্ধ সর্পের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য স্থির হোল,—যে পাপী—দোষী কুকার্য্যে রত—ধর্ম্মের তীব্র তিরস্কারে তারও মন ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাব ধারণ করে।

খণ্ডগিরির নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এইরূপ বামাকণ্ঠস্বর অন্ধকার ভেদ করে দূরে প্রবাহিত হচ্চে,—এমত সময় এক প্রৌঢ় বয়স্ক সন্ন্যাসী উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। তাঁর বয়স ৬০।৬৫ বৎসর—দেহ অত্যন্ত সরল দীর্ঘাকার—মাঠ মাঠ রং—মুখশ্রী আনন্দ—প্রকাশক—ললাট প্রশস্ত নাসিকা কিছু মোটা—চোকে দিব্য জ্যোতি—শ্বেত চামরের ন্যায় দাড়ি নাভিদেশ পর্য্যন্ত লম্বা—শরীরের উত্তম কান্তি—স্কন্ধ মাংসল—বক্ষঃস্থল বিস্তৃত—মস্তকের পক্ককেশ সমূহ স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত। নবাগত মহাপুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন "আরবিলা ভয়ের কোন কারণ নাই। এই আমি উপস্থিত।" এই কথা শেষ না হতে নিকটে কয়েকটী বন্দুক ধ্বনি শোনা গেল। এবং অনতিকাল মধ্যে মশাল হস্তে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক সঙ্গে—চারি পাঁচ খানি বয়েল গাড়ী—ও ঘোড়ায় একটী পুরুষ সে দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

দস্যুগণ গতিক খারাপ দেখে ছত্র ভঙ্গ হয়ে অন্ধকারে বনমধ্যে কে কোন্ দিকে পলায়ন কল্লে, কিছু দেখা গেল না। অন্ধকার পাপের আশ্রয় অধিকাংশ কুকার্য্য অন্ধকারে ঘটে থাকে। চুরী বল—ডাকাতি বল—খুন বল—ব্যাভিচার বল, এই ভয়ানক সময় সকলই সংঘটন হয়, অন্ধকার ঐ সকলের সহায়তা করে বলেই রাত্রিতেই নানা প্রকার মর্ম্মভেদী কাণ্ড ঘটে।

উদাসিনী বল্লেন "প্রভো! আপনার নাম যার যপমালা বিপদ ভঞ্জ দীননাথ যার এক মাত্র আশ্রয় তার আবার ভয় কি? এ হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও ভীত হয় নাই। ক্ষত্রিয় হৃদয় ভয়ের দৃশ্য কখন দর্শন করে নাই।

তাঁদের এইরূপ কথা বার্ত্তা হচ্চে,—ইতি মধ্যে অশ্বারোহী পুরুষ তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন এবং অনতিকাল মধ্যে গাড়ী প্রভৃতি এসে পঁহুছিল। লোক জনের গোল মাল বন্দুকের শব্দে বন পরিপূর্ণ হল; পথিকদের সঙ্গে আলোকে সে স্থান আলোকময় হওয়াতে, চারি দিকে পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। দস্যুদের ধর্‌বার জন্য ধর্‌ ধর্‌ মার্‌ মার্‌ শব্দে গাছের নিদ্রিত পাখী সকল পাখা নেড়ে জেগে উঠল। গোল-মালে পরস্পরের কথা বার্ত্তা শোনা যাচ্চে না। জিনি ঘরের গিন্নীর আঁচল ধরে রাম নাম কত্তে কত্তে রাত্রিকালে দুয়ার খোলেন—অন্ধকারে শিয়াল নড়লে হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিশ্বাসে এক লোটা জল উদরে অভিষেক করেন—ভূতের ভয়ে ঔষধের মাদুলী যাঁর কোমরে গাঁথা রয়েছ, দস্যুদের পলায়ন দেখে, তাঁদের আস্ফালনে পৃথিবী টল মল কত্তে লাগল।

অশ্বারোহী পুরুষটী দেখিতে সুশ্রী দেহে বীরত্বের পূর্ণ বিকাশ আগুল্ফ দাড়ী নধর শরীর, মাথায় গোলাপী রংয়ের পাগড়ী।

বৃক্ষে বদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁরা বুঝিলেন, দস্যুগণ এই বন্ধনের কারণ। অনন্তর সন্ন্যাসীর বন্ধন রজ্জু মোচন করে দিলেন।

পাঠকগণ! এখন অন্ধকারে আছেন, এই সকল ব্যক্তিদের পরিচয় কিছু জানতে পারেন নাই। মথুরায় বিশনজী শেঠ সপরিবারে পুরুষোত্তম-ধামে যাচ্চেন,—খণ্ডগিরি দর্শন জন্য এই পথে এসেছেন। অত্যন্ত রোদ,—এই নিমিত্ত দিবসের শেষ ভাগে রওনা হয়েছেন,—ঘটনা ক্রমে তাঁরা এই সময় এসে জুটলেন। শেঠজী অতি ভদ্র লোক;—ধর্ম্মে গাঢ় বিশ্বাস;—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মানকুমারী সঙ্গে,—মানকুমারী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী শেটজীর আনন্দের একমাত্র নব-পুত্তলিকা হয়েও পুত্র মুখ না দেখে সন্তান কামনায় শ্রীক্ষেত্রে যাচ্চেন। শেঠজী মানকুমারীকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন,—এক দণ্ড, এক পলও তাঁকে চোকের আড়াল করে স্থির থাক্‌তে পারেন না। তিনি যখন যা আবদার করেন,—শেঠজী হাসি-মুখে তা পালন কত্তে এক্‌টুও ত্রুটী করেন না।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সহজেই স্বামীর আদরের পাত্রী।—আবার যদি সুশ্রী হন,—তবে ত কথাই নাই। পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর গৃহিণী থাকে,—তা হলে সে আদরের পরিচয় অধিক দিতে হবে না। তিনি স্বামীর গৃহে পদার্পণ করেই ষোল আনা আদর একচেটে করে বসেন। স্বামী হাজার বিদ্বান হোন,—হাজার গুণবান হোন,—হাজার ধনবান্ হোন,—হাজার হুম্রো চুম্রো হোন না কেন—সেই আদরের মোট বইতে বইতে তাঁর মাথায় টাক পড়ে নাক ফোঁড়া বলদের মত তিনি গিন্নীর কায়দায় বদ্ধ থাকেন। সকল বিষয়েই তটস্থ,—কোন দিকে একটুও স্বাধীনতা থাকেন না। স্বামী তাঁর খেলার সামগ্রী যা ইচ্ছা তাই কত্তে পারেন,—সম্পূর্ণ এক্তার,—সম্পূর্ণ জোর,—সম্পূর্ণ আবদার স্বামীর উপরে। ছেলেরা যেমন কাদা নিয়ে নানা মূর্ত্তি তৈয়ার করে এবং ইচ্ছা হলে তৈয়েরি মূর্ত্তিটী ভেঙ্গে ফেলে;—সেই রকম কোন কোন স্বামী সোহাগিনী স্বামীকে ন কড়া ছ কড়া করে—সংসারের একমাত্র সার হয়ে বসেন। স্বামীর অন্ধকার ঘরে তিনিই একমাত্র গ্যাসের আলো—অভিমান তাঁর কথায় কথায়—তাঁর পান হতে চুণ খস্লে স্বামী বেচারী—দায়রার আসামীর ন্যায় সর্ব্বদা কুণ্ঠিত—সর্ব্বদা সঙ্কুচিত—সর্ব্বদা জড় সড়—যেন কতই চুরী করেছেন—কতই ডাকাতি করেছেন—কতই খুন করেছেন।

মানকুমারী যদিও শেঠজীর একমাত্র আদরের সম্পত্তি,—কিন্তু তাঁর উপর অন্যায় জুলুম ছিল না। তাঁর প্রসন্ন মুখ সদাই শেঠজীর উপর প্রসন্ন থাক্ত। তিনি এক মুহূর্ত্তে বিমর্ষ ভাবে থাক্তে জান্তেন না। সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদ, হাসি খুসি পরিহাস নিয়েই থাকেন। মানকুমারীর মন যেমন পরিষ্কার—যেমন আমোদমাখা; তিনি দেখ্তেও তেমনি রূপবতী, তাঁর রূপের আলোতে শেঠজীর ঘর ও মন সর্ব্বদা উজ্জ্বল;—মেয়েলী মেয়েলী গড়নে—হাসি হাসি মুখে ঢল ঢল রূপে অত্যন্ত মাধুরীভাব প্রকাশ;—বয়স আন্দাজ সতর আঠার বৎসর—মুখখানির এমনি সৌন্দর্য্য যে দেখ্লেই ভাল বাস্তে ইচ্ছা হয়,—আধফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত হাসির ছটা—অধরপ্রান্তে সর্ব্বদাই লেগে আছে—গণ্ডস্থল হতে বেদানার ন্যায় লাল আভা প্রকাশ হচ্চে—ললাট সুন্দর—নিটোল শরীরে দুই এক খানি গহনাও আছে।

মানকুমারী শেঠজীকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ব্যাপার খানা কি?

"এমন কিছুই নয় ডাকাতি।" মানকুমারী একটু কুণ্ঠিত হলেন,—বিশেষ ব্যস্ত হয়ে শেঠজীকে বল্লেন, "তবে এখন উপায়? তোমার ঘোড়া আমার গাড়ীর কাছ ছাড়া করো না।"

যার যেখানে ব্যাথা তার সেই খানেই হাত—মানকুমারী শেঠজীর গায়ে মশাটী বস্‌তে দিতেন না—সুতরাং এই ঘোর বনে ডাকাতের ভয়ে ভীত হয়ে যে শেঠজীকে সাবধান কর্‌বেন, এ অধিক আশ্চর্য্য নয়।

"ডাকাতেরা পলায়ন করেছে," এই শুভ সংবাদ বলে শেঠজী মানকুমারীর হৃদয় হতে আশঙ্কার রেখা পুঁছে দিলেন।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বন্ধন মুক্ত হয়ে, উদাসিনীর নিকট এসে দাঁড়ালেন। উদাসিনীর সম্মুখে সেই নবাগত প্রবীন মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন—কাহার মুখে কথা নাই—যেন তিনটী প্রতিমূর্ত্তি একস্থানে স্থাপিত!

ক্ষণকাল পরে উদাসিনী বিষণ্ণবদনে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "প্রভু! সকল মঙ্গল ত?"

এক কথা বল্‌তে বল্‌তে, তাঁর মুখে আরো বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ হতে লাগ্‌ল—শরতের চন্দ্রমা যেন একখানি পাতলা মেঘে আচ্ছন্ন হোল—অনন্তর তিনি একটী বড় রকম নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন,—আর কত কাল এরূপ অবস্থায় থাক্‌তে হবে?

"বৎসে আরবিলা! বোধ হয় আর অধিক দিন তোমাকে এরূপ অবস্থায় থাক্‌তে হবে না। ভগ্নোদ্যম হওয়া ক্ষত্রিয় বালার পক্ষে অত্যন্ত গ্লানিকর—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই বীজমন্ত্র কএকটী—তোমার হৃদয়পটে চিত্রিত রাখ্‌বে!"

তাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চল্‌ছে,—এমন সময় শেঠজী নিকটে এসে প্রণাম করে বল্লেন "প্রভু! ভয়ের কারণ দূরে পলায়ন করেছে। অতএব অদ্য রাত্রি এখানে যাপন করা যাক্‌, প্রভাত হলে আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাবে।

শেঠজী ভৃত্যদের প্রতি আদেশ কল্লেন, তাঁবু প্রভৃতি খাটিয়ে রাত্রি যাপনের উদ্যোগ কর। আজ আর অধিক দূর যাওয়া হবে না। তাঁর হুকুম পেয়ে লোক জন তাঁবু খাটাতে আরম্ভ কল্লে। তাঁদের সঙ্গে সকল রকম জিনিষপত্র ছিল, কোন বিষয়ের জন্য অন্যের মুখ চাইতে হয় না।

শেঠজী মানকুমারীর গাড়ীর মধ্যে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আজ সুখে এখানে বন বিহার করা যাক্‌।

মানকুমারী। "তোমার সঙ্গে থাক্‌লে বনই আমার স্বর্গ। কি বন—কি অট্টালিকা যেখানে তোমাকে দেখ্‌তে পাব সেই আমার সুখের স্থান।"

শেঠজী আহ্লাদের সহিত মানকুমারীর মুখখানি টিপে ধরে বল্লেন "আজ তবে বড় কষ্ট পেয়েছ? এই গরমের সময় গাড়ীর মধ্যে মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে।"

মানকুমারী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "রাত দিনই কেবল তুমি আমার শুক্‌নো মুখ দেখ? আমিতো আর ঘোড়ায় চড়ে রোদে পুড়্‌তে পুড়্‌তে আসি নাই যে আমার মুখ শুকোবে।"

শেঠজী। আমাদের কথা ছেড়ে দেও, আমরা সকলই সহ্য কত্তে পারি—রোদে পুড়ে—জলে ভিজে—শীতে আড়ষ্ট হয়ে যদি এই মুখখানি দেখ্‌তেপাই তা হলে কোন কষ্টই কষ্টবোলে বোধ হয় না। পরমেশ্বর আমাদের কষ্ট নিবারণ কত্তে এই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, এই বল্‌তে বল্‌তে মানকুমারীর ওষ্ঠখানি দুটী আঙ্গুল দিয়ে টিপে ধরে আস্তে আস্তে নড়াতে লাগলেন।

মানকুমারী। "এখানে বসে আর মুখের ব্যাখানা কর্ত্তে হবে না, সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সেবার বন্দোবস্ত কত্তে আজ্ঞা হোক্;"

শেঠজী। হাসি মুখে বল্লেন,—তবে আপনি বসুন, আমি আপনার হুকুম পালন কত্তে যাই।"

মানকুমারী। "আমি একবার উদাসিনীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

"আজ্ঞা" এই কথা বলে শেঠজী গাড়ী হতে নেমে সন্ন্যাসীদের নিকট গেলেন।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়
জগ্‌সা, বাবুর বাড়ী
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)

সপ্তম স্তবক

——:০:——

বুড় মঙ্গল।

হাস—রে যামিনী হাস প্রেমের হাসি—রে।
আজ পেয়েছি যারে, তারে ভাল বাসি—রে॥
মুচকে হাসি কুসুমকলি, মন হয়েছে খুলে বলি।
প্রাণ ভরে খাও সুধারাশি সুধার হাসি—রে॥

মায়াতরু।

আজ কাশীর ভারি জাঁক—ভারি ভিড়—সকলেই আমোদে উন্মত্ত—ঘরে বাহিরে হাটে বাজারে কেবলই আমাদের কথা—হিন্দুজাতির আমোদ কথায় কথায়—তেত্রিশ-কোটী ঠাকুরের পূজার আমোদে পেট ভরে না—তার আবার বুড় মঙ্গল নামে নূতন পরব—নূতন আমোদ—নূতন সখের এক বাহার বেরিয়েছে। এ পরবে কোন ঠাকুর কল্কে পান না—কেবল সৌখীন পুরুষ—নাচ তামাসা মদ এই গুলিই বুড় মঙ্গলের উপকরণ। গঙ্গার বুকের উপর—তর বেতর রকম নৌকায় বাহার—সাজ সজ্জার বাহার;—রাত্রিকালে দেখ্‌লে বোধ হয় ভাগীরথী আলোর মালা পরে অপূর্ব্ব বেশ করেছেন,—নদীর উপর সহর—বের-বাড়ীর ন্যায় শোভা ধরে—ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। কোকিলকণ্ঠা বাইজীগণের পেসয়াজের বাহার—মুখের শ্রী—রূপের চটকে কত লোকের মুণ্ড ঘুরে যাচ্চে। গঙ্গার ধারে লোকে লোকারণ্য—বাঁধা-ঘাটের সিঁড়ির উপর—নৌকার উপর লোক আর ধচ্চে না,—মেয়ে পুরুষ—ছেলেই বুড়ই গিস্‌ গিস্‌ কচ্চে—এত গোল—এত ভিড়—তবুও এর মধ্যে ফেরীওয়ালারা অশ্বমেধ ঘোড়ার ন্যায় খঞ্চীর জয় পত্র মাথায় নিয়ে তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। পানের দোনা—আতর গোলাপ—ফুলের মালার আজ ভারি দর। বাইজীদের কেহ কেহ ফুলের মালা পরে—ফুল সজ্জা করে চমৎকার শোভা ধরেছে। চাঁদের সাদা আলো গঙ্গার জলে—বালিরস্তরে—যুবতীদের মাথার ফুলে পড়ে দ্বিগুণ শোভা হয়েছে। আকাশে চাঁদের আলো—নৌকায় চাঁদবদনীদের চাঁদ মুখের আলোয় চারিদিকে চাঁদের হাট বসেছে,—গঙ্গারকূলে কত যুবতী ফুল ফুটে আজ কাশি

ানন্দকানন হয়েছে। যাত্রিগণ শত শত ঘৃতের প্রদীপ জ্বেলে জলে ভাসি৲ তেছে—আলোগুলি হেল্‌তে হেল্‌তে দুল্‌তে দুল্‌তে—নেচে নেচে চারি কে ছড়িয়ে পড়েছে,—গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় আলোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্চে—একটীর পর আর একটী—এইরূপে অনন্ত ঢেউ কখন কখন নৌকার পাশ কেটে—কখন কখন নৌকার নীচে দিয়ে যাতায়াত কচ্চে—জাহ্নবীর বুকে সুখের ঢেউ—যুবতীদের হৃদয়ে সুখের ঢেউ উঠে—চারিদিক্‌ সুখের তরঙ্গে মেতে উঠেছে।

আজ এই আনন্দের মধ্যে একটী যুবা অহল্যা বায়ের ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে কি দেখছেন,—তাঁর চোক এই সকল সৌন্দর্য্য ভেদ করে যেন কোন বস্তু অন্বেষণ কচ্চে। কোন আমোদ আহ্লাদ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌তে না পেরে, যেন সরে যাচ্চে—যুবাটীর মুখ প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় প্রভা শূন্য,—যদিও তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—কিন্তু তাঁর মন যেন চাঁদের আলো ভেদ করে—ফুলের সৌন্দর্য্য—জাহ্নবীর সৌন্দর্য্য ভেদ করে কোথায় চলে গ্যাছে, ভাগিরথীর অপূর্ব্ব শোভা—আলোর অপূর্ব্ব শোভা—চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা,—বাইজীগণের অপূর্ব্ব শোভা,—একসঙ্গে যেন পরামর্শ করে, তাঁর অন্তরে বিষম বিষ এনে ঢেলে দিচ্চে—পৃথিবী—এই লোক সমারোহ—এই জাঁক জমক—এই উৎসব তাঁর পক্ষে যেন কষ্টের আদর্শ—যন্ত্রণার প্রলেপ—মর্ম্মবেদনার লেশ স্বরূপ জ্ঞান হচ্চে। কিছুতেই তাঁর মন স্থির হচ্চে না—চিন্তাতরঙ্গে হৃদয় ভেসে যাচ্চে।

যুবা ভাগীরথরি কুলে দাঁড়িয়ে অকুল চিন্তাসাগরে ভাস্‌ছেন—তাঁর হৃদয়ের রক্ত কখন মৃদু গতিতে—কখন তীব্রবেগে সঞ্চার হচ্চে—কখন নৈশ বাতাসে তাঁর নিশ্বাস বায়ু যোগ দিচ্চে এইরূপ ভাবে যুবা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি কখন উর্দ্ধে কখন নিম্নে কখন সম্মুখে সঞ্চার হচ্ছে—দৃষ্টির সঙ্গে মনের ঐক্য নাই। পাগলের যেমন উদার দৃষ্টি—উদাসভাব—উদাস চেহারা যুবাও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে কথা নাই,—যেন পাগলের মূর্ত্তি পাথ-রের সিড়িতে স্থাপিত আছে।

এই গোলযোগের মধ্যে কে এসে যুবার হস্তে একখানি কাগজ গুজে দিয়ে কোথায় চলে গেল।

অষ্টম স্তবক।

——:০:——

একখানি পত্র।

— ! কেন ক্রোধ ? কেন অভিমান ?
এখনো রহেরে বক্ষে—চিরি দেখ প্রাণ।
কি দিয়াছি ! কি চেয়েছি ! কিবা আমার !
কোথা স্বার্থ' সে কি স্বার্থ, স্বার্থ নাম কার ?
চরণ হৃদয়ে ধরে ধূলায় পড়িয়া,
কি ভিক্ষা চাহিয়া ছিনু কাতরে কাঁদিয়া,
"দর্শন, স্পর্শন তব চাহিব না আর,
ভালবাসি বল সুধু মুখে এক বার !"

বঙ্গ দর্শন।

যুবা হাতের মধ্যে একখণ্ড কাগজ দেখে বিস্মিত হলেন—এই গোলযোগে—এই ভিড়ের মধ্যে—এই রাত্রিকালে কে তাঁর হাতে কাগজ দিয়ে গেল কিছু স্থির কত্তে না পেরে মনে কত ভাবনা—কত চিন্তা—কত তর্ক কত্তে লাগ্‌লেন। কাগজখানি জাহ্নবী তীরবর্ত্তী আলোতে ধরে দেখ-লেন—একখানি পত্র—কে কি উদ্দেশে পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে গেল জান্‌বার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হলেন। গোলযোগের মধ্যে লোক চিন্‌তে পাল্লেন না—এক একবার ভাবতে লাগ্‌লেন, কি আশ্চর্য্য—এ সংসারে আমাকে পত্র লেখে এরূপ কেহই নাই। যা হোক, পত্রখানি পড়ে দেখ্‌তে হোল।

এইরূপ কত রকম চিন্তা কত্তে কত্তে যুবা পত্রখানি নিয়ে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ঘাটের নিকট একটী অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। কিছু দিন হোল যুবা এই গৃহে এসে বাস কচ্চেন। তিনি একটী আলোর নিকট বসে পত্রখানি পাঠ কত্তে লাগ্‌লেন। শিরোনামায় তাঁর নাম দেখে আরো চমৎকৃত হলেন। যুবা এক মনে পত্র পাঠ কত্তে আরম্ভ কল্লেন।

অভিন্ন হৃদয়—

শ্রীযুক্ত কুমার বলদেব সিংহ।

প্রণয়াস্পদেষু।

"বলদেব!"

তোমাকে পত্র লিখব বলে আজ মনে ক চ্চি—কিন্তু কিছুতেই মনের ভাব প্রকাশ কত্তে পাচ্চি না। কত রকম চিন্তা—কত রকম ভাবনা এসে বুকের ভিতর যে কি এক প্রকার অব্যক্ত যাতনা দিচ্চে,—তা লিপে প্রকাশ করা যায় না! এ হৃদয়ের ফটগ্রাফ আঁকা আমার অসাধ্য। যদি অন্তঃকরণ খুলে দেখাবার জিনিস হোত—কিম্বা পত্রমধ্যে পাঠাবার উপায় থাকত—অথবা এ হৃদয় তুলে নিয়ে, তোমার হৃদয়ে বসাতে পাত্তেম তা হলে সে ভাব তোমাকে বুঝাতে সমর্থ হতেম। আমি বুক চিরে—হৃদ্‌পিণ্ড চিরে—শরীরের প্রত্যেক অস্থি চিরে তোমাকে দেখাতে পারি,—তোমার অভাবে কি অবস্থায় কাল কাটাচ্চি। আমি সংসারের সকল কষ্ট,—সকল ক্লেশ,—সকল যাতনা বুকপেতে সহ্য কত্তে পারি;—কিন্তু বলদেব! তোমার অভাব ক্লেশ এক মুহূর্ত্তে,—এক পল:এক অনুপল সহ্য কত্তে পারি না। যদি আমার ভাগ্যে কিছুমাত্র সুখ থাকে তোমা ছাড়া নয়, তুমিই আমার একমাত্র সুখের কারণ;—আবার তুমিই আমার একমাত্র দুঃখের জলন্ত অগ্নিরাশি—তোমাকে পেলে আমার সকল দুঃখ—সকল যাতনা—সকল অভাব মোচন হয়ে প্রাণে অমৃত যোগ হয়,—দুঃখের অমাবস্যা পূর্ণিমা বলে জ্ঞান হয়—এ পৃথিবী স্বর্গ অপেক্ষাও সুখের স্থান অমৃতধাম বলে বোধ হয়।

আবার তোমাকে না পেলে বুক ভেঙ্গে যায়—কষ্টের আগুন প্রাণের ভিতর জ্বলতে থাকে,—চারিদিক আঁধার দেখি। আজ যদি তুমি আমার অবস্থা—মনের ভাব, প্রাণের জ্বালা দেখ্‌তে, তা হলে কখনই এরূপ চোকের জলে এই পত্রখানি ভিজোতে হোত না। তোমাকে পত্র লিখতে বসে চোকের জলে চারি পাঁচখানি কাগজ নষ্ট করে এই পত্রখানি লিখেছি। মনে অনেক কথা আছে সে সকল পত্রে লিখে প্রকাশ করা যায় না। মনের সকল ভাব—সকল কথা—সকল যাতনা প্রকাশ করবার ভাষা আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং পত্রে সে সকল প্রকাশ চেষ্টা বৃথা।

অনেক দিন হতে তোমাকে পত্র লিখব মনে করি, কিন্তু যে কারণে লিখি না তা শুনলে তুমি যদি রহস্য:ভেবে না হাস তবে বলি শুন; পার্সি কবি সাদির একজন বিদেশস্থ প্রিয়বন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করেন "বন্ধু তুমি আমাকে পত্র লেখ না কেন?—সাদি উত্তর দেন পত্র বাহকের হিংসায় তোমাকে পত্র লিখি না। "সে কি বন্ধু?" তাহাতে

সাদি উত্তর করেন "আমি তোমাকে দেখ্‌তে এত উৎসুক যে বলে শেষ কত্তে পারি না। পত্র লিখলে পত্রবাহক আমার অগ্রে তোমাকে দেখবে তোমার হাতে পত্র দেবে তোমার সহিত কথা বার্ত্তা বলবে কিন্তু আমি যে তোমাকে দেখতে এত ভালবাসি, তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে মনে মন পরিতৃপ্ত কত্তে পারব না এই ভেবে তোমাকে পত্র লিখি না।

আর একটী কথা—তোমাকে পত্র লিখব বলে অনেক দিন হতে মনে কচ্ছি,—কিন্তু তুমি কোথায়,—কি ভাবে আছ,—পত্র পেলে বিরক্ত হবে কি না,—এবং আমার কথা যে তোমার মনে আছে তাহাই বিশ্বাস কি? এই সকল কারণে পত্র লিখতে সাহস কত্তে পারি নাই;—যদিও তোমার মন—তোমার ভাব,—তোমার কাজ জানি,—কিন্তু সময়ে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে,—সুতরাং তুমি এখন কি ভাবে আছ,—তা জান্‌তে পাল্লে এই পত্র লিখতে এত সন্দেহ কত্তে হোত না। যা হোক পাগলের মত কত কি লিখলেম মনে কিছু করো না,—যদি কোন দোষ দেখ মাপ করবে। আজ তবে বিদায় হই,—কিন্তু পত্র মুড়তে ইচ্ছা হচ্চে না,—আমি যেন দেখছি তুমি আমার পাশে বসে—হাসি হাসি মুখে গল্প কচ্চ,—আর আমি যেন তোমার মুখ পানে চেয়ে আছি,—আর কি সেই মুখ দেখে মন প্রাণ শীতল করব?—আজ আর লিখতে পাল্লেম না,—প্রাণ আকুল হয়ে চোকে হু হু করে জল এল।

শেষ ভিক্ষা এই যদি কোন আপত্তি না থাকে, এবং আমাকে যদি মন হতে পুছে ফেলে না দিয়ে থাকেন তবে পত্রের উত্তর অপেক্ষা করি।

তোমার——

আদরের

শ্রী——আমি—

পুঃ—অনুরোধ এই—পত্রখানি পড়ে ছিড়ে ফেলে দিবেন।

যুবা পত্র পড়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কোন বিষয় মীমাংসা কত্তে তাঁর হৃদয় সমর্থ হলো না। তিনি চোকে অন্ধকার দেখতে লাগলেন, রক্তের গতি তীব্র বেগে বইতে লাগল।—মধ্যে মধ্যে নাসিকা পথে উষ্ণ বাতাস সঞ্চার হতে লাগল।—ব্যাপার খানা কি? এ লেখা কখন দেখেছি কি?—আমার জন্য কার হৃদয় এত কাতর,—এত বিষণ্ণ,—এত যাতনাময়। পত্রখানি পড়ে ছিঁড়ে ফেলবার অনুরোধের কারণ কি?—অন্যে দেখ্‌লে দোষ কি?—দোষের কথা কিছুই ত দেখছি না।—যিনি আমাকে এত

ভালবাসেন, আমার জন্য যাঁর হৃদয় এত কাঁদে, যাঁর সুখ দুঃখ জীবন আমার সুখের উপর,—আমার ভালবাসার উপর—সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছে,—আমার নিকট তাঁর পরিচয় দিতে, তাঁর নাম প্রকাশ কর্ত্তে এত নিষেধ [illegible] ভালবাসি, আমার প্রাণ যার জন্য পিপাসিত, না [illegible] সংসার—সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই অন্ধকারময়, সকলই অসার বোধ হয়, তার নিকট গোপন থাক্‌তে ইচ্ছা করা স্বভাবের বিরুদ্ধ। যা হোক, পত্র নষ্ট করা হবে না, সময়ে অবশ্য এর মীমাংসা হবে।

নবম স্তবক

আরো অন্ধকার।

পলে পলে রাত্রি যায়, নিমেষ বৎসর প্রায়,
চক্ষেতে নাহিক নিদ্রা লেশ;
দুঃসহ এ দুঃখ ভার, সহে না যে প্রাণে আর,
জাগিয়া রজনী করি শেষ।

(বনমালা)

মনের সঙ্গে লোকের যত কথা হয়, সংসার মধ্যে এত কথা—এত পরামর্শ এত বন্দোবস্ত আর কারও সঙ্গে হয় না। মনের ভাব—মনের ভাষা—মনের কথা মনই বুঝ্‌তে পারে। অনেক সময়—মনোমধ্যে এমন ভাব উপস্থিত হয় যে, তাহা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজ কুমার বলদেব সিংহ মনের মত লোক না পেয়ে, আপন মনের সঙ্গেই নানা কথা—নানা তর্ক—নানা আলাপ কচ্ছেন। যে দিন হতে অহল্যা বায়ের ঘাটে গুপ্ত পত্র পেয়েছেন, সেই দিন হতে তাঁর মন যেন পৃথিবী—বন জঙ্গল নগর উপনগর—গ্রাম পল্লীতে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। উদাস মন আরো

উদাস হয়েছে—সংসার বল—ধনজন বল—মায়া দয়া বল কোন বিষয়ে তাঁর মন আর আকৃষ্ট নয়। সর্ব্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকেন—কারও সঙ্গে কথা বার্ত্তা—কি আলাপ পরিচয়—কি আমোদ প্রমোদ—কোন বিষয়ে সখ নাই; তাঁর হৃদয় যেন নিবিড় বিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন—একটীও সুখের নক্ষত্র প্রকাশ পায় না। আকাশে মেঘ হলে কিছুকাল সংসার অন্ধকার থাকে—জগতের চক্ষু সূর্য্য ঢেকে ফেলে—পৃথিবীর কেমন একটা মলিন ভাব উপস্থিত হয়; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ভাব—সে ঘোর অবস্থা—অধিক সময় ব্যাপে থাকে না। মেঘ রাশি দূরে—অনন্ত বিস্তারিত আকাশে কোথায় চলে যায়—আকাশ নির্ম্মল হয়—কত নক্ষত্রফুল ফুটে, চন্দ্র প্রাণভরা—হাসির তরঙ্গে—সংসার ভাসাতে থাকে—সুখের দিন—সুখের রাত্রি—কেও ছাড়্‌তে চায় না। কিন্তু সুখ কারও হাত ধরা নয়—সে রাজার প্রতাপ স্তাবকের স্তব—দস্যুর ভ্রুকুটী—কিছুতেই বসে থাকে না। আবদারে ছেলের ন্যায়—অভিমানী যুবতীর ন্যায়—পাগলের পাগলামীর ন্যায়—আপন খোস মেজাজে আসে ও যায়। সুখ একবার হৃদয় হতে চলে গেলে, তাকে ফিরান ভার। যে যায়—সে আর আসে না।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুড় মঙ্গলের সুখের রাত ভোর হল—কাশীর ঘাটে জাহ্নবীতীরে যে সুখের হাট বসেছিল—তা ভেঙ্গে গেল—আমোদ প্রমোদ সুখের যে এত ঢলাঢলি—এত বাড়াবাড়ি সকলই গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে, লোকজন সংসার চক্রে আবার পেষণ হতে আরম্ভ হলো। সংসার কার্য্যের দাস—সুতরাং কাজের বেড়ি আবার মানুষ্যের পায়ে উঠ্‌ল। সকলেই আপনাপন বিষয় কাজেই ব্যস্ত হলো। কিন্তু বলদেব সিংহের হৃদয় দিন দিন আরো মলিন—আরো বিষাদ পূর্ণ—আরো বিশৃঙ্খল হতে লাগ্‌ল। এত আমোদ প্রমোদের পরিবর্ত্তে—এত ঘটনা—কাশীর নিত্য নূতন বাহার—নূতন শোভা—কিছুতেই তাঁর মন ভুলে না। পত্রখানিই তাঁর জপমালা, পত্রের কথাই তাঁর একমাত্র চিন্তা—সর্ব্বদাই এই ভাবেন—গোপন ভাবে পত্রবাহক চিঠিখানি দিলে কেন? পত্রবাহকই বা কে? বোধ হয় সে আমার বিশেষ পরিচিত হবে,—নতুবা এই গোলের মধ্যে আমাকে চিন্‌তে পার্ব্বে কেন?

যা হোক—যখন কোন বিষয় মীমাংসা কর্ত্তে পাচ্চি না,—তখন আর কিছুকাল—কাশীধামে থাক্‌তে হবে। বিশ্বেশ্বর মুখ তুলে চাইলে—

সকল সন্দেহ—সকল ভাবনা—সকল মনকষ্ট—অবশ্যই নিবারিত হবে। আশুতোষ সহজেই সন্তুষ্ট, অতএব প্রতিদিন পবিত্র গঙ্গার—পবিত্র জল তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ কর্ব্ব, আর এখানে যত যোগী—যত সিদ্ধ পুরুষ—যত দণ্ডী—যত পরমহংস আছেন,—তাঁদের নিকট—প্রতিদিন ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন শুনে মনের জ্বালা শান্তি কর্ব্ব।

বলদেব সিংহ এইরূপ নানা কথা মনে মনে তোলপাড় কচ্ছেন এবং এক এক বার কক্ষ মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন—এমন সময় সম্মুখস্থ বাড়ীর দ্বিতল গৃহমধ্যে বামা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কাশীর গলিগুলি অতি সংকীর্ণ—গলির উভয় পার্শ্বের বাড়ী এত নিকটবর্ত্তী যে, তার মধ্যে কথা বল্লে, গলির অপর পার্শ্বস্থ গৃহ হতে, তা উত্তম শোনা যায়। বিশেষ রাত্রিকালের কথা—অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। রাত্রিও প্রায় দুই প্রহর। কণ্ঠ স্বরে জানা যাচ্ছে—দুইটী স্ত্রীলোক—কথাবার্ত্তা কচ্ছে। মেয়েদুটী যে বাঙ্গালী—তা তাদের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। বলদেব সিংহ—এই নিস্তব্ধ রাত্রে একাকী—গবাক্ষের নিকট দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন—তিনি বাঙ্গলা উত্তম জানতেন—কোন কথা বুঝ্তে ভাব্তে হোত না।

একটী স্ত্রীলোক অপরটীকে উদ্দেশ করে বলছে,—"তাই তো—আবার কোন্ মুখ নিয়ে কলিকাতায় যাবে?—সেখানে যেরূপ ঢলাঢলি করে—যেরূপ লোক হাসিয়ে—যেরূপ মুখে কালি চুন মাখিয়ে এখানে এসেছিস্—তা ভাব্তে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। তোর বুকের পাটা বড়—তা আবার যেতে চাইস্।" প্রত্যুত্তরে শোনা গেল, "কেন যাব না?—যতদিন এ দেহে প্রাণ থাক্বে—ততদিন সে আশা ছাড়্তে পার্ব্ব না। আবার দেশে যাব—আবার ছড়ান ফুল কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাঁথ্বো—আবার গলার মালা গলায় দিয়ে—নবীনা বিদেশিনী সেজে কুঞ্জের দ্বারে শ্যামের জন্য ঘুরে বেড়াব।"

"ও আশা ছেড়ে দে বোন! দেশের কথা আর তুলে নির্ব্বাণ আগুণ জ্বাল কেন? সে রাত্রের সে কাণ্ড মনে হলে, এখনও গা কেঁপে উঠে—রক্তে ঘর—থৈ থৈ কর্ত্তে লাগ্ল—এমন সর্ব্বনেশে খুন তো কখন দেখি নাই, এক গঙ্গা রক্ত! যেমন অন্ধকার রাত, তেমনি ভয়ানক ব্যাপার!!

"মেইজ দিদি! তোর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—যখন তখন ঐ কথা নিয়েই নাড়া চাড়া—সে কথা মনে করে লাভ কি বল দেখি? যাচ

যাত্তে গেলেই গায়ে কাদা লেগে থাকে—যে খানেই গুপ্ত প্রণয় সেই খানেই খুন—মারামারি—কাটাকাটি—আত্মবিচ্ছেদ—কলঙ্ক—লোক হাসা-হাসি—তা বলে কে কবে ও পথে কণ্টক দিয়ে পাষাণে বেঁধেছে হিয়ে!—তুই ভাই! সে সব কাহিনী ভুলে যা—যদি গৌর পাবি তো কাঁথা নে, আবার আমার সঙ্গে দেশে চল—ভাঙ্গা হাট আবার বসাব—পীরিতের খদ্দেরের অভাব নাই—বিশেষ কলিকাতা—ঘরে ঘরে পীরিতের ফোয়ারা—প্রণয়ের গ্যাসের আলো জ্বলছে,—কোন্ ঘরে—কি না হচ্ছে?—একটা কাণ্ড হয়েছে বলে কি—আর কালবরণ হেরবে না—কাল যমুনায় যাবে না—কাল কোকিলের প্রাণভরা মধুমাখা কুহুরব শুনবে না।”

ছোট বৌ। তুই যা বল্লি সব সত্য, কিন্তু দেশে যেতে আমার একটুও সাধ নাই। ঘরে ঘরে সবই হয়—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই কেও কাকে বল্‌তে ছাড়ে না। যার মুখ পোড়া সে যদি আয়নায় মুখ দেখে, লোক্‌কে বলে তা হলে অত দুঃখ হয় না।

তাঁদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চলছে। এমন সময় ঢং ঢং করে তিনটে বেজে গেল। সময় কারো অপেক্ষা করে না—নদীর স্রোতের ন্যায়—আপন মনে চিরকালই চলে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ রাত্রি—পৃথিবী যেন ঘুমায়ে আছে—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র টিপ টিপ করে জ্বলছে—মধ্যে মধ্যে শন্ শন্ করে, বাতাস এসে গাছের পাতা নেড়ে—খোলা জানালা দিয়ে লোকের ঘরে ঢুক্‌ছে—যে বাড়ীতে ছেলেই—বুড়ই—লোক জনে সারাদিন গিস্ গিস্ কর্ত্ত—এখন সে বাড়ী অসাড় জন মানবের কোন সাড়া শব্দ নাই—মধ্যে মধ্যে দুই একটি শিশু সন্তান ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে—পাহারাওয়ালারাও মাঝে মাঝে লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে প্রাণপণে ডাকাডাকি কচ্ছে—অন্ধকার মধ্যে কাশীর বড় বড় বাড়ীগুলি পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায়, ভাল মানুষের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে এই গভীর রাত্রি—রাত্রির চেহারা দেখলে মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হয়। কাশী পুণ্যধাম—পুণ্য কর্ম্ম কত্তে কত পুণ্যাত্মা লোক এখানে এসে বাস কচ্চেন, সংসা-রের মায়া মোহ স্ত্রীপুত্রের চাঁদমুখ ভুলে বিশ্বেশ্বর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আছেন। আজ কাল কাশীর আর সে পবিত্র কার্য্য সে পবিত্র লোক দেখা যায় না। নানা স্থানের নানা পাপ—নানা চাতুরী—নানা কুকার্য্য—

এসে সে পবিত্র ভাব নষ্ট কচ্ছে। নতুবা এই ঘোর রাত্রে—এই কক্ষ মধ্যে এরূপ কথা—শোনা যাবে কেন? যা হোক এদের কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনতে হবে।

বলদেব সিংহ মনে মনে ভাবতে লাগলেন কি আশ্চর্য্য! এ স্ত্রী দুটির কথাবার্ত্তার উদ্দেশ্য কি ভয়ানক। এরা কে, কেনই বা এই পবিত্রধামে এরূপ দূষিত কর্ম্ম করে, কলঙ্কিত কত্তে এসেছে। তিনি এইরূপ ভাবছেন, এমন সময় কএকটী কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন, "পত্র দেওয়া হয়েছে?" পত্র—এই কথা শুনে বলদেব সিংহ কাণ পেতে রইলেন, কার পত্র—কে দিয়েছে!

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হলো। বলদেব সিংহ আর কোন কথা শুনতে পেলেন না। ইতিমধ্যে দুইখান পাল্কী ও কতকগুলি বেহারা এসে যে বাড়ীতে ঐ স্ত্রীলোকদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, সেই বাড়ীর নীচের দুয়ারের শিকলী ঝন্ ঝন করে নাড়্তে লাগলো। একটী স্ত্রীলোক জানালা খুলে বল্লে, "কেরে বেহারা নাকি—দাঁড়া যাচ্ছি।" অন্ধকারে বলদেব সিংহ স্ত্রীলোকের চেহারা ভাল করে চিন্তে পাল্লেন না—তবে বয়স যে অল্প তা এক রকম বুঝ্তে পাল্লেন। স্ত্রী দুটী অনেকক্ষণ পরে নীচে নেমে এল—একটী পুরুষের কাণে কাণে কি কথা বার্ত্তা বলতে লাগল, বলদেব সিংহ সমুদায় ব্যাপার দেখতে ছিলেন। স্ত্রী দুটী পাল্কীতে উঠবার সময়—তবে আর দেরি কেন—যে উদ্দেশে এখানে আসা তা ত এক রকম হয়েছে, বলদেব সিংহের হাতেই চিঠিখানা দেওয়া হয়েছে। বলদেব আর স্থির থাক্তে পাল্লেন না। তিনি যা অনুসন্ধান কত্তে ছিলেন—তাঁর সম্মুখে সেই ঘটনা জানাবার উপায় বর্ত্তমান। এরা কে আমার নাম এবং পত্র উল্লেখ কচ্ছে—ব্যপোর খানা কি! যা হোক সুযোগ ছাড়া হবে না। নীচে গিয়ে জানতে হলো। বলদেব এই স্থির করে তাড়াতাড়ি নীচে এসে সদর দরজা খুল্তে গিয়ে দেখেন, বাইরের দিকে শিকল বন্ধ! কে দুয়ার বন্ধ করে গেল! অনেক চেষ্টা কল্লেন, কিছুতেই দোর খুল্তে পাল্লেন না। তিনি এইরূপ দোর নাড়া চাড়া কচ্ছেন—এর মধ্যে পাল্কী দুখানি নিয়ে বেহারারা শব্দ কত্তে কত্তে দূরে চলে গেল। তিনি কিছুই স্থির কত্তে না পেরে, পুনর্ব্বার উপরে উঠ্লেন এবং ছাদের উপর উঠে পাল্কী কোন্ দিকে গেল দেখ্তে গেলেন কিন্তু কিছুই দেখা গেল না।

বোধ হলো, বিশ্বেশ্বর মহল্লার দিকে বেহারাদের শব্দ হচ্চে। চারিদিকে অন্ধকার! তাঁর হৃদয় অন্ধকার! যদিও তাঁর হৃদয়ের অন্ধকার ভেদ কর্ব্বার সামান্য একটী আলোক রেখা দেখেছিলেন, তা আবার ঘোর আঁধারে ঢেকে গেল!

দশম স্তবক।

শূন্য পিঞ্জর!

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক্‌রে আবার ডাক্‌ পরাণ জুড়ায়।

কবিতাবলী।

সোণার কাশী আনন্দ কানন এতক্ষণ আঁধারে ঢাকা ছিল। লোকজন সকল যেন মহামায়া অন্নপূর্ণার মায়ায় অচেতন ছিল। উষা সুন্দরী এসে সকলের চেতন সঞ্চার কত্তে আরম্ভ কল্লেন, অন্ধকার রাশি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় মিশিয়ে গেল। আকাশে যে অসংখ্য হীরের প্রদীপ নক্ষত্র জ্বল্‌ছিল, একে একে সব নিবে গেল।—চন্দ্র সারারাত জেগে পাণ্ডুবর্ণ চেহারা করে—পাশ ঘেসে যেতে আরম্ভ কচ্চেন। প্রভাত সমীর বালকের ন্যায় পাতাটী নেড়ে,—ফুলটী কাঁপিয়ে—গাছের ডাল দুলিয়ে খেলা করে বেড়াচ্চে—পাখী সকল ঘাড় তুলে প্রাণ খুলে ললিত রাগে প্রভাবতী আলাপ কচ্চে,—পঞ্চগঙ্গা,—মণিকর্ণিকা—দশাশ্বমেধ প্রভৃতি ঘাট

সমূহে লোকে লোকারণ্য—আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রাতঃস্নান করে, দেবদর্শন করে বেড়াচ্ছে। সকাল বেলা কাশীর অতি পবিত্র ভাব;—এক এক সময়ে কাশীর এক এক ভাব উপস্থিত হয়, সকাল বেলা আনন্দ কানন—সকলেই প্রফুল্ল, সকলে ধর্ম্মকর্ম্মে রত—দেখ্‌লে বোধ হয়, হিন্দু-ধর্ম্ম সমস্ত ভারত ত্যাগ করে, এখানে বিরাজ কচ্চেন। দুপর বেলা শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় ছত্রে ছত্রে আহার,—কে কার অন্ন বিচার করে,—আর রাত্রিতে কাশী বৃন্দাবন তুল্য রাসলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠে। ধর্ম্মের আবরণে নানা প্রকার ঘৃণিত—দূষিত পাপ কাশীতে ঢাকা রয়েছে। নূতন লোকের চোকে কিছু প্রকাশ পায় না। বলদেব সিংহও কাশীতে নূতন এসেছেন,—সুতরাং তিনিও কাশীর বাহ্য চেহারা দেখে ভুলে গ্যাছেন।

আজ প্রভাতে বলদেব সিংহ জাহ্নবীতীরে একাকী ভ্রমণ কচ্চেন—এবং গত রাত্রিতে যে ঘটনা তাঁর চোকের উপর প্রকাশ পেয়েছে,—সে বিষয় মনে মনে চিন্তা কচ্চেন। তাঁর হৃদয় হতে যে কত চিন্তার তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তা কে গণনা করে স্থির কর্ব্বে? বাঙ্গালীর মেয়ে—কলিকাতায় বাস—তাদের মুখে আমার নাম ব্যাপারখানা কি: আর কোন বলদেব হবে কি? অন্যেই যদি হবে,—তবে অহল্যা বাইয়ের ঘাটে চিঠি দেওয়া "যে উদ্দেশে এখানে আসা তা এক রকম হয়েছে" এ সকল কথার ভাব কি! এ সমস্যা কার দ্বারাই বা মীমাংসা করি। তত রাত্রে পাল্কী করে তারা যে কোথায় গেল, তারই বা উদ্দেশ কে বল্‌বে! যা হোক পথে পথে এমন করে বেড়ালে তো কিছুই স্থির হবে না। আমি এখানে নূতন এসেছি। কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই যে কোন সন্ধান স্থির কর্ব্ব। তারা আমাকে পরিচয় দেবে, বলে বুঝি সকাল বেলা গঙ্গাতীরে আমার অপেক্ষায় বসে আছে—তাই আমি ভোর না হতে হতে এখানে এসেছি। আমি তো বড় নির্ব্বোধের কাজ করেছি। তারা যে বাড়ীতে ছিল, সেখানে কোন সন্ধান না নিয়ে এক নিশ্বাসে এখানে এসেছি কেন? মন এমন অস্থির হয়েছে যে কিছুই স্থির কর্ত্তে সমর্থ হচ্চি না—এখানে আর বিলম্ব কর্ব্ব না। যে বাড়ীতে তারা ছিল সেখানে গিয়ে দেখি।

এইরূপ স্থির করে বলদেব সিংহ সেই চিন্তার হার গাঁথে গাঁথে পুনরায় ত্রিপুরা-ভৈরবীতে যে বাড়ী সেই স্ত্রীলোক দুটী ছিল, সেই বাড়ী

প্রবেশ কল্লেন : বাড়ীখানি দেখতে তত সুশ্রী নয়। পুরাণ হয়েছে, তবে পাথরের গাঁথনী বলেই আজিও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে চারিদিক দেখতে লাগলেন; মানুষের কোন সাড়া শব্দ শোনা যায় না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার পার্শ্বেই উপরে উঠিবার [illegible]

পরের বাড়ী [illegible]

এইরূপ ভা[illegible] স্ত্রীলোক হন্ হন্ করে এসে বল্লে, "কে গা? কার খোঁজ কচ্চেন?"

বলদেব স্ত্রীলোকটীর আকার দেখে ভাবলেন, ইটী এ বাড়ীর চাকরাণী না কর্ত্রী। তার বয়স আন্দাজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর—দেখতে দোহারা,—রং কাল,—চোক বসা—কপাল উঁচু, তাতে উল্কীর মোহর আঁকা, মুখ খানি লম্বা ঢংয়ের, মাথার চুল পাতলা—স্থানে স্থানে টাক পড়েছে, হাতে বেলোয়ারি চুড়ি—দেহে লাবণ্যের কোন চিহ্ন নাই। কথা নীরস। "স্ত্রীলোকটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কল্লে, কার খোঁজ কচ্চেন? আপনার কি বাড়ী ভাড়া চাই?"

বলদেব বল্লেন, "এ বাড়ী কার? গৃহস্বামীর সহিত বিশেষ দরকার আছে।"

"গৃহস্বামী এখানে থাকেন না, তিনি গয়াতে আছেন। মা ঠাকুরাণীর উপর বাড়ীর সব বন্দোবস্তের ভার আছে। বলেন তো তাঁকে ডেকে দিই।"

তাঁদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চল্‌ছে,—এমন সময় আর একটী স্ত্রীলোক ধাঁ করে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটীর বয়স আন্দাজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর—খুব মোটা—রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—হাত পাগুলি থাট থাট—দুইহাতে সোণার তুলাছি অনন্ত—নাকে সরু গোছের একটী তিলক কাটা—হাতে হরিনামের মালার আসবাব—সাদা এক খানি ফিন্ ফিনে কাপড় পরা—দেখ্‌লে বোধ হয় যেন বড় মানুষের সখের পোষা কুনকী হাতী। চাল চলন—রকম সকম ওস্তাদী ধরণের, যেন খড়দহের মা গোঁসাই—কালীয়দমন যাত্রাদলের বিন্দে দূতী। চেহারা দেখে—ভাব ভঙ্গীর ঠমকে—বোধ হয় ইনি একটী বুড়া ময়না। কত কাণ্ড—কত কারখানা—কত জাহাজ ডুবিয়ে—কত চৌদ ঘেল বরে—মোটা ভুঁড়ে ছুঁচুন্দির ন্যায়—হাটখোলার

তিলক ধারী কুপো পেটা বাঙ্গাল মহাজনের ন্যায়—পাকাধরণের বুড় বয়সে কাশীধাম উজ্জ্বল কচ্ছেন। ভাবে বোধ হলো ইনি এই বাড়ীর মালিক।

বলদেবের অনুমান বাস্তবিক সত্য; তিনিই সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা কর্ত্রী। আর প্রথমে যার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন, সে চাকরাণী—নাম চাঁপা। কর্ত্রী বা গিন্নীর অনুরোধে বলদেব পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন। চাঁপা পথ দেখিয়ে আগে আগে নিয়ে গেল। তাঁরা সকলেই গিন্নীর ঘরে গিয়ে বস্‌লেন। গিন্নীর কথা খুব পাকা পাকা বারিষ্টারী ধরণের আট ঘাট বাঁধা। তাঁদের অনেক কথা বার্ত্তার পর বলদেব পূর্ব্ব রাত্রের সেই স্ত্রীলোকদের কথা উপস্থিত কল্লেন। তিনি ভেবে-ছিলেন, এখানে সমুদায় পরিচয় পেয়ে মনের অন্ধকার ঘুচাবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের পরিচয় লাভ তাঁর পক্ষে সহজ হলো না—যে প্রশ্ন করেন তারই উত্তর গোলযোগ পূর্ণ; সেই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কর্ত্রীর কোন সংস্রব আছে কি না তাও প্রকাশ পেলেন না। গিন্নী এই মাত্র বল্লেন, "কাশীতে যে কে কি মতলবে আসে, তা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরও জানেন না। মেয়ে দুটীর নিবাস কলিকাতায়—ভদ্রকুলে জন্ম—বেশ লেখা পড়া জানে—দেখ্‌তেও যতদূর সুশ্রী হতে হয়—আমাদের এই কুটীরে কি রাজা রাজড়া—কি বড় মানুষ—কি কুলবধু—কি ধর্ম্মের ভিখারী—কি প্রেমের ভিখারী অনেকেরই পদার্পণ হয়ে থাকে;—কিন্তু মশায় বল্‌তে কি তাদের দুটীর চেহারার মত ভুবন বিজয়ী রূপ কখন দেখি নাই। মেয়ে দুটীর চেহারাও যেমন—কথা বার্ত্তায় আবার তেমনি তৈয়েরী। খুব সেয়ানা—খুব চালাক—খুব ধড়ীবাজ—কোন বিষয়ে তাদের ঠকাবার যো নাই। সঙ্গে টাকা কড়িও বিলক্ষণ আছে, তিন দিনের জন্য তারা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। সারা দিন ঘরে থাক্‌ত—কোন স্থানে যাওয়া—কি কোন সখ দেখতেন না। রাত হলে সহরে বেড়াতে যেতো। আমরা পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে অল্প মুখ টিপে হেসে বলত, "সে কথায় আর কাজ কি? এক্ষণে কাশী বাস—পরম হংস হয়েছি।"

ভাল কথা মহাশয়! সে দুটী মেয়ের পরিচয় জান্‌তে আপনি এত ব্যস্ত কেন? আপনি দেখ্‌ছি হিন্দুস্থানী—চেহারা বড় লোকের মত—তারা বাঙ্গালী—তাদের সঙ্গে কি পূর্ব্বের আলাপ আছে?

বল্লেন। আলাপ পরিচয় থাকার কোন কথা হচ্চে না। এইটী জান্তে ইচ্ছা করি; তাদের সঙ্গে দেখা করবার কোন উপায় আছে কি না ?

গিন্নী। দেখার উপায় থাকা না থাকা নিজের হাত। চেষ্টা কল্লে—যত্ন কল্লে—পরমেশ্বরকে পাওয়া যায়—তা সামান্য দুটী মেয়ে মানুষকে পাওয়া যাবে না তার কোন মানে নাই। যত্ন কল্লেই রত্ন মিলে তা আপনি ব্যস্ত হবেন না,—আপনি যখন তাদের জন্য এত চঞ্চল—এত অধৈর্য্য—এত পিপাসিত—তখন তারাও আপনার জন্য সেইরূপ কষ্ট পেয়ে বেড়াচ্ছে তার কোন সন্দেহ নাই।

বল। আমি রত্নের ব্যবসায়ী নই যে রত্ন লাভের আশয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন একটী প্রশ্ন মীমাংসা করাই এত অনুসন্ধানের কারণ এবং সেই জন্যই এখানে আসা।

গিন্নী। আপনার আগমনে আমরা যতদূর সুখী—দুঃখের বিষয় আপনাকে ততদূর সুখী কত্তে পাল্লেম না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি বিশেষ চেষ্টায় থাকলেম—তাদের খোঁজ পেলেই আপনার আশা পূর্ণ কত্তে ক্রটি করব না।

বল। তাদের খোঁজ পাবার কোন উপায় আছে কি ? যে একবার উড়ে গ্যাছে—তাকে ধরা সহজ নয়। তবে যদি আপনাদের দ্বারা অনুসন্ধান হয়, চিরকাল এই ঋণে বদ্ধ থাকব।

চাঁপা এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করে কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে—তার মুখে কোন কথা নাই—সে মনে মনে ভাবছে—"বাবুটী যেরূপ চারে পড়েছে এই সুযোগে—এই দাঁয়ে কিছু হাত কত্তে পাল্লে হয়। কিন্তু কি করে যে হাত মারব তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। কাল এর একটুও টের পেলে বিলক্ষণ দশ টাকার যোগাড় করা যেত। যা হোক যখন জালে পড়েছে তখন ছাড়া হবে না।" চাঁপা মনে মনে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবছে এমন সময়ে গিন্নী তার পানে চেয়ে বল্লেন, "কি লো চাঁপা! তুই ত তাদের ঘরে টুক টুক করে ঢুকতিস কোন খোঁজ টোজ রাখিস কি ?"

চাঁপা। কতক কতক।

গিন্নী। কথার শ্রী দেখ—কতক কতক আবার কি! যা জানি পষ্ট করে বল্‌না।

চাঁপা। "যদি পষ্ট জান্‌তেম—তবে পষ্ট করেও বল্‌তেম। এই পর্য্য

বল্‌তে পারি তারা কাশীতেই আছে। বেশী দিন এখানে থাক্‌বে আমাকে বলে ছিল। কিন্তু কোথায় যে থাক্‌বে এবং কি জন্য এসেছে তা জানি নে। তবে আমাকে যদি কিছু দিন সময় দেও না হয় দিন কতক ফাঁদ পেতে পাখী দুটী ধরবার চেষ্টা দেখি।

বলদেব সিংহ চাঁপার কথা শুনে বল্লেন, "যদি তুমি তাদের অনুসন্ধান কত্তে পার—তবে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কৃত কত্তে ত্রুটি হবে না।" এই কথা বলে জামার পকেট হতে দশ টাকার এক খণ্ড নোট, তার হাতে দিলেন। চাঁপার আনন্দের সীমা নাই,—গিন্নী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "যা হোক মন্দ নয়—বায়না পত্র করা হলো দেখচি যে। চাঁপা তুই আজ থেকে দুই বাহু তুলে রাই রাই করে বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়া।" তাঁদের এইরূপ নানা কথা—নানা রসিকতা—নানা ভঙ্গী আরম্ভ হলো, বলদেব সিংহ বল্লেন, "এখন বেলা অধিক হয়ে উঠলো আমি বাসায় যাই, যেরূপ সন্ধান হয় আমাকে সংবাদ দিও,—আমার বাসা এই সম্মুখের বাড়ী।" এই বলে হাত বাড়িয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিলেন,—ইতিমধ্যে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে একটা খাঁচা হাতে করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্লে,— "ভিডিমা আমার পাখী কেমন করে উড়ে গ্যাছে! আ—মা—র পা—খী—ধ—রে—দে।" এই ধুয়ো ধরে ছেলেটী কেঁদে মহা গোলযোগ আরম্ভ কল্লে। গিন্নী কত করে বুঝুতে লাগলেন, সে কিছুতেই থামে না—টস্ টস্ করে তার চোকের জল পড়্‌তে লাগলো—কেঁদে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল! ছেলেটী দেখ্‌তে মন্দ নয়—হাত পাগুলি গোলাল গোলাল—রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—থকৃথকে শরীর—চোক মুখের বেশ গড়ন মাথার চুলগুলি কাল রেশমের ন্যায় চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে—আদ আদ কথা—কেমন একটী মাধুর্য্য ভাব যে দেখ্‌লেই কোলে নিতে ইচ্ছে হয়। গিন্নি কিছুতেই তাকে থামাতে না পেরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "চাঁপা যাতো—তুই দুটো পাখী ধত্তে যাচ্ছিস্—সেই সঙ্গে আমাদের ক্যাবলার একটা পাখী ধরে আনিস্।"

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়
জপ্‌সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)
নং

একাদশ স্তবক

বিশ্বেশ্বর দর্শন।

"তুলসী পিঁদ্‌নে হরি মেলে তো,
মেয়্‌ পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়।
পাত্থর পুজনে হর মেলে তো,
মেয়্‌ পুজে পাহাড়্‌॥

তুলসী দাস।"

মিষ্ট দ্রব্য দেখলে যেমন পিপীলিকা—মাছি এসে জুটে—সেই রূপ—কাশীতে নূতন লোক দেখলে—গঙ্গাপুত্র—যাত্রাওয়ালা—ভিখারী এসে যারপর নাই—জ্বালাতন করে তুলে। কাশী পুণ্য ক্ষেত্র—তেত্রিশ কোটী দেবতার বাস—নানা স্থানের নানা সাধু এসে বাস কচ্ছেন। পতিতপাবনী ভাগীরথী কল কলস্বরে কাশীর নীচে রজত রেখার ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছেন। এমন পবিত্র স্থান—এমন সুখের স্থান—এমন আনন্দের স্থান—এতেও পাপ—দুষ্কর্ম্ম—চাতুরী প্রবেশ করেছে! কাল-ভৈরব যমদণ্ড নিয়ে কি ঘুমিয়ে আছেন—যে কিছুই দেখতে পান না? দেবাদিদেব মহাদেব ভোলামহেশ্বর—তাতে আবার ভাংটুকু—গাঁজা ছিলিমটা আস্‌টা খাওয়া আছে সুতরাং তিনি সকল দিকে খোজ রাখেন না। মহাদেব যদি একটু ভাং সিদ্ধির মাত্রা কম কত্তেন, তা হলে তাঁর তিনটে চোকের উপর রাত দিন—এত বদ-মায়েসী—এত ফেরেবী—এত জুয়াচুরী—এত কারখানা হোত না। পূর্ব্বে যেমন খুন—বদমায়েসী করে লোকে ফরাসডাঙ্গায় পালিয়ে থাক্‌ত, সেই রূপ আজ কাল নানা দূষিত কর্ম্ম করে—দেশে মুখ দেখাতে না পেরে—আত্মীয় স্বজনের কলঙ্কের ভয়ে—যত পাপী—যত নরকী—যত পিশাচ—যত পিশাচী—যত দানব এখানে এসে সাধু সেজে বেড়াচ্ছে। বলদেব সিংহ প্রথমে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নাই। এখন যত কাশীর ভিতরে

খবর নিচ্চেন—ততই তাঁর হরিভক্তি উড়ে যাচ্চে। তিনি মনে মনে ভাব্‌ছেন, আমি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিছি—কিন্তু এখানে যত দুষ্কর্ম্ম হয় কোন স্থানে এরূপ দেখি নাই। যাত্রিদের ঠকাবার জন্য কাশীর চারিদিকে জুয়াচুরীর জাল পাতা রয়েছে। এখানকার মেয়ে পুরুষে—ছেলে ও বুড়ায়—আজ পরে কাল যে মরবে—সকলেই কুকর্ম্মে রত। জেতের মাথা খেয়ে—লোকলজ্জার মাথা খেয়ে—ধর্ম্মের মাথা খেয়ে—যত বাঙ্গাল—যত চাটগেঁয়ে—যত বড় ঘরের পোড়ারমুখী সকল এখানে এসে লোক হাসাচ্চে। কুমারী পূজা—সধবা ভোজন—দণ্ডী সেবা এর মধ্যেও কত কারখানা। বেশ্যা কন্যা কুমারী—বেশ্যা সধবা—মাতাল পুরোহিত—গাঁটকাটা বাড়ীওয়ালা—গুণ্ডা গঙ্গা পুত্র ও যাত্রাওয়ালা কাশীর অঙ্গ ভূষণ।

তাইতে নূতন নূতন কাশীর নূতন শোভা—নূতন লোক দেখে মনে যে আহ্লাদ হচ্চিল, আজ কাল লোকের ব্যবহার দেখে আর এখানে থাক্‌তে আদৌ ইচ্ছা হচ্চে না। ধর্ম্মের স্থানে—দেবতার স্থানে—তীর্থস্থানে এত পাপ চোকে দেখা যায় না। যা হোক আজ শুনেছি বিশ্বেশ্বরের সিঙ্গের বেশ হবে—ভারি জাঁক—ভারি ধুম—খুব লোকযাত্রা হবার কথা আছে। মন যেরূপ চঞ্চল—কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না—দেখি বিশ্বেশ্বর দর্শনে যদি মনের চাঞ্চল্য নিবারণ হয়। এত চেষ্টা কচ্ছি—এত যত্ন কচ্ছি—এত যোগাড় কচ্ছি—কিছুতেই তো উপায় কত্তে পাচ্চিনে। চাঁপা মধ্যে মধ্যে যে দুই একটী সংবাদ দেয়—তার তো মানেই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তার সকলই কি মিথ্যা;—গিন্নীর লোক—তাঁরও ভাব দেখে—কথার ধরণে মনের কথা—অন্তরের অবস্থা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। যথার্থ কথা বল্‌তে কি গিন্নীর যদিও বয়স হয়েছে—কথায় যদিও মিষ্টতা আছে—কিন্তু তাঁর চরিত্র তত ভাল হলো না। চাঁপা তাঁর টেলিগ্রাফ—সকল খবর—সকল পরামর্শ তার উপর। আমি নূতন লোক—কখন দেখা নাই—কোন সম্পর্ক নাই—এক জাতিও নয়—তবু আমার সঙ্গে তিনি যেরূপ স্বাধীন ভাবে কথা কইতে লাগ্‌লেন, তা গৃহস্থের মেয়ের পক্ষে দেখ্‌তে কি শুন্‌তে ভাল নয়। কাশীর সব গৃহস্থই কি গিন্নির মত! কত বাড়ী বেড়ালেম—কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কল্লেম—গিন্নীর ধরণেই অধিক বাড়ীর ব্যবহার দেখ্‌তে পাই।

ব্যাপার খানা কি! যে কাশী পুণ্যধাম বলে বোধ ছিল—এখন দেখ্‌ছি এ একটা প্রকাণ্ড গুপ্ত বৃন্দাবন। এখানে না হয় এমন কাণ্ডই নাই—ভ্রূণহত্যা বল—ব্যভিচার বল—রক্তারক্তি বল—কাটাকাটি বল—ঠকান বল—ইহকাল পরকালের জলাঞ্জলি দেওয়া বল—এখানে সর্ব্বদাই ঘটে থাকে। গঙ্গাপুত্র যাত্রাওয়ালাদিগকে এক একটী যমদূত বল্লেই হয়। এক একটী বাড়ী কামরূপ কামিখ্যা বল্লে দোষ হয় না।

বলদেব মনে মনে এইরূপ নানা তর্ক—নানা কল্পনা—নানা বিষয় আলোচনা কচ্ছেন, এমন সময় গোধুলী উপস্থিত হলো। সূর্য্যদেব সারাদিন তেতেপুড়ে পাটে বস্‌লেন—এয়োস্ত্রী ললাটে সিঁদুরের ফোঁটার ন্যায় গোধূলীর সিঁতেই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র শোভা পেতে লাগ্‌ল। ফুলেরমালাবিক্রেতা পথে পথে মালা ফেরী কর্‌তে আরম্ভ কল্লে। কাশীর ঘাটে লোকের বাড়ী অগুন্‌তি দীপ জ্বল্‌তে লাগল—বুড় বুড় বামণ সব গঙ্গার ধারে বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে এক মনে বিড় বিড় করে সন্ধ্যাবন্দনা কত্তে লাগল—দেবালয় সমূহে ঝাঁঝর ঘণ্টা সকল একতালে বেজে উঠে বিশ্রী গোলমাল করে তুল্লে—ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার এসে একে একে বাড়ী ঘর—গাছ পালা—ঢেকে ফেল্‌তে লাগল—দুই একটী করে আকাশে তারার দলে ছেয়ে ফেল্লে। চন্দ্রদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শোভা করে, যেন সভাসদ নিয়ে রাজকার্য্যে বস্‌লেন—সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে করে যুবতীগণ আকাশের দিকে চেয়ে নমস্কার কত্তে লাগল। প্রদীপের উজ্জ্বল শিখায় আভা যুবতীগণের কপোলদেশে পড়ে—রক্তিম গণ্ডস্থল আরো লোহিত বর্ণ হয়ে উঠল। এখন আর গোধূলী নাই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারি দণ্ড রাত্রি হয়ে পড়ল। পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লে গেল—মদের দোকানে জাঁক বাড়ল—এখন আর লোক জন জ্ঞানবাপীর পচা জল খায় না, বোতলেশ্বরীর প্রভাবে জ্ঞানবাপীর দর্প চূর্ণ হয়েছে। সকল স্থানের সকল পাপ মোচন কত্তে লোকে কাশী এসে থাকে। কিন্তু এখানকার পাপ যে কিসে মুক্ত হবে, তা কেহই একবার ভাবে না।

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে আরতি বাজনা বেজে উঠল, ক্রমে ক্রমে দুই একটী করে, নানা স্থানের মেয়ে পুরুষ এসে জুটতে

লাগল। সকল তীর্থেই দেখতে পাই পুরুষের ভাগ অপেক্ষা মেয়ের ভাগ বেশী। লোকের কেমন বোকামী যে, এই সকল তীর্থে কুলবধূ পর্য্যন্ত অনায়াসেই পাঠিয়ে দেয়। আমি নাট মন্দিরের এক ধারে দাঁড়িয়ে, আরতি দর্শন ও পাণ্ডাদের বেদ পাঠ শুনছি, এমন সময় দেখি, আমার কিছু দূরে একটী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, কাণে কাণে কি কথা বলাবলি কচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে আমার দিকে চেয়ে দেখছে। স্ত্রী দুটী দেখে প্রথমে আমার হিন্দুস্থানী বলে বোধ হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখ্‌লেম তারা বাঙ্গালী। কাশীতে বাঙ্গালীর মেয়েরাও হিন্দুস্থানীর ন্যায় ওড়না বা চাদর গায়ে দেয়—চাদরে সমুদায় অঙ্গ ঢাকা সুতরাং ভাল করে চেহারা দেখা গেল না। মুখের যত টুকু দেখা গেল, দেখে বোধ হলো—বয়স খুব কম—পূর্ণযৌবনা মুখের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ঢল ঢল কচ্ছে শরতের মেঘ ঢাকা চাঁদের ন্যায় মুখখানিও কাপড়ে আদ্ধ ঢাকা। আজ বিশ্বেশ্বরে সিঙ্গের বেশ, সুতরাং অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ আরতির সময় অধিক লোকের ভিড়—অধিক গোল অধিক জাঁক—অধিক আমোদ—পাহারাওয়ালায়া যদিও কড়াকড় পাহারা দিচ্ছে, তবু তার মধ্যে জুয়াচুরী হচ্ছে—যে রক্ষক সেই ভক্ষক, ভিড়ের মধ্যেও যাত্রিদের নিকট দুই একটী পয়সা নিয়ে পাহারাওয়ালা পকেট যাত্ত কচ্ছে।

আমি মনে মনে ভাবছি, যুবতী দুটীর কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, ওরা আমার দিকে বার বার চেয়ে দেখছে কেন? এরাই কি সে রাত্রে গিন্নীর বাড়ী পত্রের কথা বলেছিল! এদের আকার দেখে কুলবধূ বলে বোধ হচ্ছে—এরা কি সে সব কাজ কত্তে পারে! ভাল কথা পরিচয় বা কেমন করে জিজ্ঞাসা করব! অপরিচিত যুবতীর সঙ্গেও কাহাকেও দেখছি নে। কি করি! হঠাৎ গিয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, লোকেই বা কি বল্‌বে—এরাই বা কি ভাববে! যদিও আমার মনে কোন দুষ্ট ভাব—দুষ্ট অভিপ্রায় নাই। কিন্তু লোকের চোকে যে, দুষ্ট দেখ্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই। আমি এইরূপ মনে মনে ভাবছি—তাদের পরিচয় জান্‌বার সুযোগ দেখছি, এমন সময় একটী পাণ্ডা আমার

কাছে এসে, আশীর্ব্বাদ করে নানা কথা উপস্থিত করে। আমি বড় গোলযোগে পড়লেম, তার সম্মুখে—যুবতীদের দিকে যাইতেও পারিনে এবং কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার সুযোগও দেখতে পাই না। পাণ্ডা-ঠাকুরকে শীঘ্র বিদায় করবার জন্য দুটি টাকা তার হাতে দিলাম। তিনি টাকা পেয়ে শীঘ্র যাবেন কি আরও নানা কথা উপস্থিত করে—আমায় বিরক্ত কত্তে লাগলেন। যুবতী দুটি বিশ্বেশ্বর দর্শন না করে, বঙ্কিম-ভাবে আমার দিকেই বারম্বার চাইতে লাগল। তাদের দৃষ্টি যেন আমাকে ডেকে বলছে—তুমি নির্ভয়ে এখানে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।

দ্বাদশ স্তবক।

বনফুল।

"আসিলি জ্বলিতে কেন এ পাপ মহীতে?
কোন নিদারুণ বিধি, এমন পাষাণ হৃদি,
জানিয়া শুনিয়া দিল চিরদিন দহিতে,
অনলে কুসুম তোরে এত জ্বালা সহিতে?
জ্বলিবি?—জ্বলিতে তোরে বিধাতাই দিয়েছে;—
দিয়াছে জ্বলিতে যদি, জ্বল তবে নিরবধি,
হায়রে ফুলের তনু উনুইয়ে গিয়াছে।
অনলে কুসুম তোরে বিধাতাই দিয়াছে।

মণিকুন্তলা।"

আমরা কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়িছি; কোথায় উড়িষ্যা রাজ্যে খণ্ডগিরির নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে উদাসিনী—আর কোথায় বা কাশীধাম—অহল্যা বায়ের বাঁধা ঘাট—ত্রিপুরা ভৈরবী বিশ্বেশ্বরের লাট মন্দির! একেই লোকে বলে ধান ভানতে শিবের গীত। কিন্তু আমরা সরস্বতীর কৃপায় যে সঙ্গীত ধরেছি,—এতে সকল রাগ আলাপ হবে—সকল রসরঙ্গ খেলবে—সকল প্রকার

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হবে;—চণ্ডীপূজা হোতে ঢাক বাজান পর্য্যন্ত,—ধান ভানতে ভানতে শিবের গীত পর্য্যন্ত সকল কাজে—সকল ব্যাপারে—সকল কারখানায় হাত পড়বে। পাঠক ও পাঠিকা বলতে পারেন, এত বাড়াবাড়ি কেন?—আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর কেন?—কিন্তু আদায় যদি জাহাজ খানি হয় তবে অবশ্যই আমাদের অধিকার আছে। অনধিকারে পা দিলে পিনাল কোড যমদণ্ড তুলে আছে। তবে আর বাজে কথায় কাজ নাই। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার উড়িষ্যা রাজ্যে এসে আমাদের উদাসিনীর তত্ত্ব নিন। উদাসিনীর জীবন নদী কোন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত—তাঁর কামোর স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত—তাঁর হৃদয় কিসের জন্য লালায়িত। সংসারের নিকট—আত্মীয় স্বজনের নিকট—স্বদেশের নিকট—স্বজাতির নিকট—ধনসম্পত্তির নিকট—ঐহিক সুখের নিকট—বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন কেন? বিধাতা তাঁর অন্তঃকরণ সংসার ছাড়া কোন্ উপাদানে প্রস্তুত করেছেন যে, এ সংসারে তাঁর হৃদয়কে সুখী করতে সমর্থ হ'লো না;—এ সংসার সুখের স্থান—আনন্দের স্থান—আরামের স্থান কে বলতে পারে? সংসার প্রতিনিয়ত—বহুরূপের ন্যায় নানারূপ ধারণ ক'চ্চে—নানা মোহিনী মন্ত্রে লোক সকলকে প্রতারিত ক'চ্চে—সংসারের মায়া—সংসারের গতি—সংসারের ভাব কে বুঝতে পারে? সংসারের এত পরিবর্ত্তন কেন? সুখ দুঃখের এত জোয়ার ভাটা কেন?—সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কেন?—দিন ও রাত্রের ন্যায়—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়—বিষ ও অমৃতের ন্যায়—প্রাণের ভিতর—হৃদপিণ্ডের ভিতর—এই কঙ্কালময় দেহের ভিতর—ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয় কেন? সংসার যদি সুখের স্থান হয়—তবে মধ্যে মধ্যে এক একটী দুঃখের ঢেউ এসে প্রাণে আঘাত দেয় কেন?—নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় কেন?—আকাশের বুকে জগতের আনন্দস্বরূপ চন্দ্র শোভা পায়—সেই বুকে আবার বজ্রাগ্নি ছুটে কেন—এক একটী দিন যায়—এক একটী মাস যায়—এক একটী বৎসর যায়—একটী যুগ যায়—এক একটী ঘটনা যায়—আর বুকের ভিতর এক একটী দাগ দিয়ে চ'লে যায়। এমন কত শত দাগ পড়ে যে বিস্মৃতি জলে ধরা যায় না—সুখের প্রলেপে

তা ঢাকা যায় না—এরূপ হয় কেন?—নিবিড় মেঘ রাশির মধ্যে বিদ্যুল্লতা প্রকাশের ন্যায়—দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে আশার রেখা দেখা দেয় কেন? এ সংসার নাট্যশালায় অভিনয় কত্তে কি পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টি ক'রেছেন? এ অভিনয়ের উদ্দেশ্য কি?—সংসারের সমুদায় ব্যাপারই ছায়াবাজী—অস্থায়ী—চঞ্চল;—আর যা সুখপূর্ণ—কাল আবার তা দুঃখে অবসন্ন,—আর যে ফুলটী ফুটে সংসার মাতিয়ে তুলেছে—সৌরভে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে পর্যান্ত আমোদিত ক'রেছে—সকলের চোক যেরূপ সে সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য—পিপাসিত র'য়েছে—মধুকরগণ মধুর স্বরে তার চারিধারে গুণ গুণ ক'রে কত স্তব ক'চ্ছে,—আবার কাল দেখ সেই ফুলটীর সমুদায় সৌন্দর্য্য—সমুদায় শোভা—সমুদায় সৌরভ কে হরণ করেছে,—তার হৃদয় হ'তে পরিমল কে নিয়ে চলে গ্যাছে,—সে আপনরূপ—আপন ধন—আপন গরীমা হারিয়ে—শ্রীহীন হয়েছে—তার এ রূপ দেখতে কারো চোক রাজী নয়—তার সঙ্গে আলাপ কত্তে মধুকর আর সম্মত নয়—তাকে স্পর্শ কত্তে কারো হস্ত প্রসারিত নয়;—শিশু যাকে নিয়ে সর্ব্বদা খেলা করত,—যুবা নিয়ে বিলাসবাসনা পূর্ণ করত,—যুবতী বক্ষে ও মস্তকে রেখে রূপে রসাঞ্জন দিত,—বৃদ্ধ ভক্তির সহিত দেব চরণে অর্পণ করত,—আজ তার এরূপ অনাদর কেন!—আদরের—ভাল বাসার—যত্নের কি এই পরিণাম! সংসারের কি এই সুবিচার।

যদি সংসারের এই বিচার হয়—পরমেশ্বরের এই নিয়ম হয়—প্রণয়ের এই ফল হয়—তবে সংসারকে এমন শোভায় সজ্জিত করবার প্রয়োজন কি? এ সংসার পাষাণময় দগ্ধ মরুভূমি ভয়ানক অগ্নি ক্ষেত্র—তাই বিধাতা চিরদিন এখানে কাউকে রাখেন না। এ স্থান যদি এত কষ্টকর—এত যাতনাদায়ক—তবে এখানে আমার উদ্দেশ্য কি?—ভাবতে গেলে কিছুই স্থির হয় না—হৃদয়ের রক্তটুকু শুকিয়ে যায়—তাই বলি ও কথায় কাজ নাই, হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা কেন?—সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবা কেন?—ফলের লোভে গাছে উঠে পড়া কেন?—এই জন্যই চার্ব্বাক ব'লেছেন, "যাবৎ জীবেৎ সুখং" জীবেৎ—কিন্তু চার্ব্বাক ঠাকুরের কথায় আমরা ডিটো দিতে পাল্লেম না। তিনি সুখ কাকে বলেন?—সুখ আকাশ কুসুম—সুখ কবির কল্পনায়

ফক্কীকার শব্দ মাত্র। এ সংসারে যদি সুখ থাকত তা হ'লে চোকের উপর দুঃখের পট খুলা থাকত না—প্রাণের উপর সজোরে কষ্টের আঘাত পড়্‌ত না—হৃদয় শতদলে যাতনার সূচী বিদ্ধ হ'তো না।

এ সংসার যদি আমার প্রাণের ন্যায় সরল হ'তো—আমার কথা শুন্‌ত—আমার পরামর্শে কাজ কর্‌ত তা হ'লে এ পোড়া সংসারকে সোণার সংসার কর্‌তেম—এ দগ্ধ মরুকে রসাল আরাম স্থান কর্‌তেম—এই পৃথিবীতে বসে স্বর্গসুখ ভোগ কর্‌তেম ও সকলকে সেই সুখ প্রাণভরে বল্‌তেম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংসার আমার কথা শুনে না—হৃদয় আমার ব'সে থাকে না। আমি সংসারের ধার ধারি না—সুখ দুঃখের ভোজবাজী দেখ্‌তে চাই না—যদি আমার হৃদয় আমার মনের মত হয়। যে যন্ত্র নিয়ে গান কর্‌ব—আগে তার সুর বাঁধা আবশ্যক। সুর বোধ না হলে—যন্ত্র সকলের পরস্পর এক মিল না হলে—কখন গান ভাল হ'বে না—লোকে বেতালা বল্‌বে—নিজেও সুখী হব না—কাউকেও সুখী কর্‌তে পার্‌ব না। তাই বলি মন, প্রাণ, সংসারে—কার্য্য এই সকল যন্ত্রগুলি যদি এক তালে বাজে—এদের পরস্পর যদিও এক সুরে মিল হয় এবং মন খুলে গাওয়া যায় তবেই সুখের গুপ্ত ভাণ্ডারের কপাট খুলে যায়,—সংসার আনন্দে মেতে উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মানুষের কপালে ও সুখ ঘটে না,—যদি মানুষের ভাগ্যে বিধাতা—সুখের এই কলম ডালতেন,—তা হলে আমাদের উদাসিনী আজ উদাসিনী বেশে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কর্‌তেন না—তাঁর হৃদয় সময়ে সময়ে বিপদ মেঘে আচ্ছন্ন হতো না—এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি আপনাকে একাকিনী বোধ কর্‌তেন না।

পাঠকগণের স্মরণ থাক্‌তে পারে খণ্ডগিরির নিকটস্থ বনমধ্যে উদাসিনী সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে বিষণজী শেঠও নবাগত উদাসিনী কর্তৃক রক্ষা পান। দস্যুগণ পলায়ন কল্লে—চারিদিক শান্তিপূর্ণ হলে—মানকুমারী তাঁর নিকট গিয়ে আন্তরিক ভক্তির সহিত—প্রাণের ভালবাসার সহিত—অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রণাম ক'রে পাশে বস্‌লেন। তাঁদের দুজনে কত কথা—কত গল্প—কত হাসি হাতে লাগ্‌ল। আমরা অনেক দিন হতে উদাসিনীর মুখে এরূপ হাসি দেখি নাই;—এই ঘোর অন্ধকার মেঘ

ক'রে জ্যোৎস্নার আলো দেখা দিবে—মুকুলিত পুষ্প উড়িষ্যার বনমধ্যে প্রস্ফুটিত হবে ইহা মনে ছিল না। বনফুল বনে ফুটে আপন শোভায় বন আলো করে এবং সে শোভা মনুষ্যের চোকে পড়ে না—ফুলের শোভা ফুলে-তেই লয় পায়। আজ উদাসিনীর মুখপদ্ম বিকসিত;—হৃদয়ে সুখের সঞ্চার না হ'লে মুখে হাসি আসে না। তাঁর এ হাসির কারণ কি? সংসারত্যাগিনী উদাসিনীর এ ভাবান্তর কেন? যিনি মানব মন জানেন—সংসারের কুষ্টি গণনা কত্তে পারেন—তাঁকে এ হাসির কারণ বল্‌তে হয় না—তাঁর চোকের দূরবীক্ষণে হৃদয়ে দূতের প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়—তিনি অনায়াসে বল্‌তে পারেন—হৃদয় হৃদয়কে চায়—মনের মত লোক পেলে—প্রাণের কথা খুল্‌তে পাল্লে কার না এরূপ ভাব হয়? আজ মানকুমারীকে পেয়ে উদাসিনীর মনে অনেকটা পরিবর্ত্ত হ'য়েছে। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে মানকুমারীর মুখে সর্ব্বদাই হাসি মাখা থাক্‌ত—সে হাসি—সে শোভা—সে নির্ম্মলতা কথায় প্রকাশ হয় না—কলমে আঁকা যায় না—তুলিতে ফলান যায় না—ভাবুকের চিত্তমুকুরে প্রকাশ পায়—কল্পনার ফটোগ্রাফ দেখান যায়। ঢল ঢল হাসি মুখে—মধুর মধুরস্বরে—ভালবাসা মাখান কথায় উদাসিনীকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কত চেষ্টা কত্তে লাগলেন। মানকুমারীর ইচ্ছে উদাসিনীকে গৃহবাসিনী করেন;—তাঁর রুক্ষ জটা খুলে সেই কেশ রাশি উত্তম করে বিন্যাস করেন—তাঁর সেই গোলাপী ওষ্ঠ দুখানি তাম্বুল রাগে আরো উজ্জল—আরো চমৎকার করেন—ভস্মমাখা দেহ যষ্টি সুমার্জ্জিত করে—লাবণ্যের জয়পতাকা গৃহে উড়ান—ফুলের গায়ে ফুল বসালে যেমন অপূর্ব্ব শ্রীবিশিষ্ট তোড়া হয়—সেইরূপ তাঁর দেহে বিকসিত যৌবন কুসুমের উপর গহনা পরিয়ে সাধের তোড়া প্রস্তুত করেন—যে ফুলটী রাখ্‌বার জন্য পরমেশ্বর রমণীহৃদয় প্রস্তুত ক'রেছেন—সেই হৃদয়ে স্বামী পুষ্পটী দিয়ে ঘর আলো কর্‌বেন এইরূপ কত কথাই তাঁর মনে উঠতে লাগলো মানকুমারী উদাসিনার কাছে বসে এই রকম কল্পনার কত ফুল নিয়ে মালা গাঁত্তে ছিলেন। উড়িষ্যার বনমধ্যে আজ দুটী অপূর্ব্ব যুবতী—ফুল ফুটে বন আলো করে আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
রূপপুসা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

ত্রয়োদশ স্তবক।

আলাপ।

"জলদেরে নভোপরে হেরে তৃষ্ণা নিবাব!
পিপাসায় প্রাণ যায় ধরে তারে রাখিব।
ধরিবারে যাই তারে মন প্রাণ মাতিল।
হেনকালে মেঘ খুলে বুকে বাজ পড়িল।
শুনিলাম দেখিলাম পরাণ তো গেল না।
এজনমে প্রিয়তমে আমার সে হ'ল না!

মেদিনী।"

মানকুমারী এতক্ষণ উদাসিনীর নিকট বসে বিনাসূত্রই কল্পনায় যে হার গাথেছিলেন--উদাসিনীর বেশ মোচন ক'রে গৃহিনীর বেশ পরবার তরে যে মনন কর্‌তে ছিলেন তা প্রকাশ করে বল্লেন। মানকুমারীর মনোগত ভাব—মনোগত কথা—মনোগত চেষ্টা আর প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পাল্লেন না। তিনি অতি মধুরস্বরে উদাসিনীর নিকট এক এক ক'রে সমুদায় প্রকাশ কল্লেন। উদাসিনী অতি মনোযোগের সহিত—অতি আগ্রহের সহিত সমুদায় কথাগুলি শুন্‌লেন এবং কিছুক্ষণ স্থির থেকে—একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলেন।

"মানকুমারি! তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত সুখী হ'য়েছি, তোমার প্রত্যেক কথা—প্রত্যেক অনুরোধ—প্রত্যেক ভাব সরলতা মাখা—নির্ম্মল—আনন্দজনক; আজ হতে তোমাকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান কর্‌ব। তোমাকে দেখে আমার হৃদয়ের পিপাসা অনেকটা নিবারণ হ'লো। কিন্তু যে জন্য অনুরোধ কচ্ছো—সে অনুরোধ রাখ্‌তে আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অশক্ত। চিরকাল এইরূপ বেশে থাক্‌বার জন্য বিধাতা আমাকে এ সংসারে এনেছেন। যে ব্রত গ্রহণ করেছি,—অবশ্য তার উদ্‌যাপন করা চাই।"

মান। "এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি—?

উদা। "যদি কখন সময় পাই তবে প্রকাশ হ'বে।"

মান। "আর কতকাল সে সময়ের অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে?"

উদা। "বিধাতার লিখন—কে বল্‌তে পারে?"

উদাসিনীর কথার ভাবে মানকুমারী স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাল্লেন; এঁর মনের দৌড় অনেক দূর। এই নবীন বয়স—এই নবীন যৌবন বিকসিত—এ বয়সে—সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা যারপরনাই কষ্টকর। বিধাতা এ কষ্টের আগুণ—এঁর হৃদয়ে জ্বাল্লেন কেন? এ অমৃত সরোবরে বিষের সঞ্চার হ'লো কেন? এ নির্ম্মল চন্দ্র রাহুর গ্রাসে পড়্‌ল কেন? এমন অমায়িক ভাব—এমন মধুরস্বভাব—এমন অসাধারণ রূপ-রাশি কখন দেখি নাই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এ পুণ্যরাশির দর্শন ঘটে না।

মানকুমারীর যদিও বয়স অধিক নয় তথাপি ভাল মন্দ অনেক বিষয় বুঝ্‌তে পাস্তেন। উদাসিনীকে দেখে পর্য্যন্ত তাঁর মনে কেমন একটী ভাবের উদয় হ'য়েছে—তাঁকে গৃহবাসিনী কর্‌তে বড় সাধ হয়েছে। কিন্তু উদাসিনীর মনের দৃঢ়তা—ব্রত পালনে একান্ত চেষ্টা দেখে—আর কোন কথা বল্‌তে সাহস কর্‌তে পাল্লেন না। তিনি মনের কথা মনেই পুষে রাখ-লেন—ভাল বাসার স্রোত—অনেক কষ্টে নিবারণ কল্লেন। বুঝ্‌লেন তাঁর পিপাসা শান্তির সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; উদাসিনী কিছুতেই তাঁর অনুরোধ রাখ্‌বেন না।

মানকুমারী মনে মনে এইরূপ ভাবছেন, এমন সময় উদাসিনী পুনঃ-র্ব্বার বল্লেন, 'ভগিনী মানকুমারী! তোমার অনুরোধ রাখতে পারব না বলে মনে কিছু করো না। বিধাতা আমার কপালে সুখ লিখেন নাই; তিনি যদি এ ললাটে সুখ লিখতেন তা হ'লে আজ আমাকে এরূপ অবস্থায় থাক্‌তে হ'বে কেন? তুমি যদি আমার অবস্থা জান্‌তে কিম্বা শুন্‌তে তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, কি জন্য আমার এ অবস্থা হ'য়েছে—এ হৃদয়ে যা সহ্য হ'য়েছে এবং হচ্চে—সংসার তা সহ্য কর্‌তে পারে না—লোকের চোকে সে ছবি দেখাতে ইচ্ছে করি না। বুকের আগুণ বুকে বদ্ধ থাকুক—সে আগুণের শিখায় সংসার মধ্যে কাউকে দগ্ধ কর্‌তে চাই নে। যদি কখন সময় পাই—অকুলের কাণ্ডারী দীননাথ যদি

এ দাসীর প্রতি মুখতুলে চান, এ হৃদয়ের কপাট খুল্‌বার যদি শুভ তিথি সঞ্চার হয়—তবে আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ছবি আছে, সে সকল সংসারকে দেখাব। সংসার সে অবস্থা—সে চেহারা—সে ভাব—সে আগুণ দেখে হাস্‌তে হয় হাস্‌বে—সে জন্য আমি ক্ষুব্ধ নাই। ভগিনী আমার প্রতি যদি তোমার ভালবাসা থাকে—আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হতে যদি তোমার অন্তঃকরণ প্রস্তুত থাকে—তবে এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে না। এবং জিজ্ঞাসা কল্লেও উত্তর পাবে না।”

মানকুমারী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে যদিও এক রকম নিরস্ত হয়েছিলেন,—কিন্তু তাঁর কথা গুলি শুনে আর কিছু বল্‌তে সাহস পেলেম না। তাঁর মনে অনেক কথা ছিল—অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু বোবার স্বপ্নের ন্যায়—অন্ধের দেখবার ইচ্ছার ন্যায় তাঁর মনের বাসনা মনে থাকুক। এ আলাপে মানকুমারী সুখী হ’লেন না—তিনি ভেবে ছিলেন উদাসিনীর হৃদয়শতদল তাঁর নিকট প্রস্ফুটিত হ’বে—এখন দেখ্‌লেন সে কুসুম বিকাশ পেলে না—মুকুলিত কলিকা মুকুলিতই রহিল। আকাশের মেঘ সরে যাবে—শরতের চন্দ্র উদয় হ’বে—চাঁদের আলোতে সংসারের আঁধার ঘুচে যাবে, কিন্তু এখন দেখ্‌লেন সে মেঘ রাশি সরান কঠিন।

উদাসিনী মানকুমারীর মনের ভাব বুঝে, তাঁকে অন্যমনস্ক কর্‌বার জন্য—অন্য কথা এনে পাড়লেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। উদাসিনী যেমন নানা কথা তুলে মানকুমারীকে ভুলবার চেষ্টা করেন, তিনিও আবার সেই কথা এনে ফেলেন। বাস্তবিক মানকুমারীর কেমন একটা ভালবাসা জন্মে গ্যাছে যে, কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চান না।

উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন, “প্রিয় ভগিনী মানকুমারী! সংসার ত্যাগিনী উদাসিনীর প্রতি তোমার এত মায়া কেন? তুমি আমাকে কিছু দিনের তরে ভুলে যাও, মন হ’তে আমাকে একেবারে পুঁছে ফেল। তুমি যেমন হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর সহিত তীর্থে এসেছ আবার সেইরূপ হাস্‌তে হাস্‌তে গৃহে যাও। ঘরের আলো ঘরে জলুক।”

মান। “এ মাটির দেহ মাটি না হ’লে আপনাকে ভুলতে পার্‌ব না।

যত দিন এ দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আপনার ছবি অন্তরে আঁকা থাকবে।"

উদাসিনী মনে মনে ভাবতে লাগলেন—মানকুমারীর মন অতি সরল—নির্ম্মল ফুল নির্ম্মল ভাবে ফুটে আছে—সংসারের কোন ক্লেশের মুখ দেখে নাই। ননিরপুতুল আহ্লাদে ভেসে বেড়াচ্ছে। এর মনে কষ্ট দেওয়া হ'বে না। কিন্তু সে কষ্টই বা আমি কি উপায়ে নিবারণ করি? আমাকে গৃহবাসিনী করা মানকুমারীর একান্ত ইচ্ছে। এখনও তো সে ইচ্ছা পূর্ণ কর্বার সময় উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে পুনরায় বল্লেন, "প্রিয় ভগিনী মানকুমারি! সময় পেলে অবশ্য তোমার আশা পূর্ণ করিব। আমার এই বিশেষ অনুরোধ, আমার জন্য তুমি আর দুঃখিত হ'বে না। যদি আমার প্রতি তোমার আন্তরিক ভালবাসা থাকে, তবে আমাকে ভুল্বার চেষ্টা কর।"

চতুর্দ্দশ স্তবক।

—:০:—

ভালবাসা।

"জানিনে কেন যে ভালবাসি।
নয়নে যাতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
কি হলো বিফল আশা, বাসনা সাগরে ভাসি।

জি, সি, ঘোষ।"

এতক্ষণ পরে মানকুমারী বুঝ্লেন উদাসিনী যদিও তাঁকে আন্তরিক ভালবাসেন—তাঁর কথাগুলি মন দিয়ে শুনেন—তাঁর প্রতি ভালবাসা মাখা দৃষ্টি করেন—কিন্তু তিনি কখনই গৃহবাসিনী হ'তে প্রস্তুত নন। তাঁর উড়ো মন সংসার জালে বদ্ধ করা কিছু কঠিন। তিনি যে সাগরে সাঁতার দিয়েছেন কবে যে, তার কুল পাবেন তা পরমেশ্বর জানেন—কি কারণে তিনি যে নবীন বয়সে প্রবীণ বেশ ধরেছেন—সোণার অঙ্গে ছাই মেখেছেন—চুল রাশিতে জটা পাকিয়েছেন, মুখশশি চিন্তার মেঘে ঢেকে ফেলেছেন—বেশ ভূষা ত্যাগ করেছেন, তার তো কোন সন্ধানই পেলেন

না। রূপের প্রতি—চেহারার প্রতি—যৌবনের প্রতি—অলঙ্কারাদির প্রতি কোন যত্ন নাই—কোন আদর নাই—কোন সখ নাই—কোন তদ্বির নাই। আকাশের চাঁদ যেমন আকাশের কোলে উঠে—আপন রূপে—আপন শোভায়—আপন সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়,—বন ফুল যেমন বনে ফুটে; নিজের রূপে—নিজের গরিমায় বন আলো করে—সুগন্ধে দেশ মাতিয়ে তোলে;—অথচ কোন যত্ন নাই—কোন পাইট নাই—কোন চেষ্টা নাই। সেইরূপ উদাসিনীরও বিনা যত্নে রূপরাশি উত্থলে পড়্‌ছে—ভস্ম জটা গৈরিক বসন—তার মধ্য হতেও নির্ম্মুক্ত চাঁদের ন্যায়—পাতার মধ্যে লুকান ফুলের ন্যায়—আঁধার রাত্রে দীপশিখার ন্যায় রূপের জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। মানকুমারী মনে মনে ভাব্‌তে লাগলেন শুকবার জন্য কি পরমেশ্বর এ ফুল ফুটিয়েছেন?

মানকুমারী এইরূপ কত কথাই মনে মনে তোলপাড় কচ্ছেন এমন সময় উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন, "প্রিয়ভগিনী! যদি পরমেশ্বর দিন দেন; এ কপালের লেখা পুঁছতে পারি—দুঃখের রাত্রি ভোর হয়—তবে অবশ্যই তোমার সহিত দেখা করে তোমার আশা পূর্ণ করবো। তুমি আমার জন্য একটুও দুঃখ করো না। আমার অবস্থা প্রকাশ করে যে তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে পাল্লেম না, সে জন্য মনে কিছু কর্‌বে না।

তাঁদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চল্‌ছে এমন সময় একটী চাকরাণী এসে মানকুমারীকে বল্লে, শেঠজী তাঁকে কি জন্য ডাক্‌ছেন। দাসীর কথা শুনে অমনি তাঁর টনক নড়ল—রথের দড়িতে টান পড়্‌লো—যমুনা উজান বইল। তার মন ছিল আর কিছুক্ষণ উদাসীনর নিকট বসে তাঁর রূপ দেখেন—তাঁর মিষ্ঠ কথা শুনেন—তাঁকে সঙ্গিনী করে আপনি সুখিনী হন—কিন্তু মানকুমারীর ইচ্ছে থাক্‌লেও—যত্ন থাক্‌লেও—চেষ্টা থাক্‌লেও—সে আশালতার ফল ধল্ল না। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়্‌লেন—উদাসিনীকে দেখে পর্য্যন্ত—তাঁর কথা শুনে অবধি এক দণ্ডের তরেও তাঁকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে নাই—অথচ এদিকে শেঠজীর তলব। শেঠজী মানকুমারীকে এক মুহূর্ত্তও চোকের আড়াল করে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন না। সর্ব্বদাই তাঁকে চাকে চোকে রাখেন—বালককে যেমন চোকে চোকে রাখতে হয়—কোথাও রেখে স্থির থাক্‌বার যো নাই।—শেঠজী তাঁকেও সেইরূপ চোকে চোকে রাখ্‌তেন। এক দণ্ড না দেখ্‌লে যেন পিপাসায় তাঁর তালু

ফেটে যেত—পৃথিবী অন্ধকার বোধ হতো—বুকের ভিতর যেন কেমন একটা অব্যক্ত আগুন জ্বলে উঠত। শেঠজীর কথায় মানকুমারী—কাজে মানকুমারী—চিন্তায় মানকুমারী—সংসার মানকুমারী ময় দেখতেন। ফল কথা মানকুমারী তাঁর নিশ্বাসের বায়ু—পিপাসায় জল—রৌদ্রে ছায়া—হৃদয়ের রক্ত—নয়নের তারা—বিষয়ের সার—সংসারের আনন্দরাশি—গৃহের আলো—চিন্তার সখি—অসুখের শান্তি—প্রাণের এক মাত্র আশা ভরসা। সেই জন্যই তিনি একদণ্ড—এক পল—এক মিনিট চোকের অন্তর কর্তেন না। রাত দিন তাঁকে চোকের উপর রাখিতেন তবুও দেখার পিপাসা মিটত না—ইচ্ছা হতো রাত দিন প্রাণ ভোরে—চোক ভোরে—বুক ভোরে তাঁকে দেখেন—তাঁর মিষ্ট মুখের মিষ্ট কথা শোনেন।

এই যে লোকে বলে একহাতে কখন তালি বাজে না—এক পায়ে কখন ঠিক চলা যায় না—তা সত্য। শেঠজীই যে কেবল মাত্র মানকুমারীকে ভাল বাসতেন—যারপরনাই আদর কত্তেন এরূপ নয়; শেঠজী যে পরিমাণে তাঁকে ভাল বাসতেন—মানকুমারী আবার শত গুণে সহস্র গুণে—লক্ষ গুণে অধিক ভাল বাসতেন। তাঁর প্রাণের সকল ভালবাসা—সকল আদর সকল যত্ন শেঠজী এক চেটে করেছিলেন। স্ত্রী বাস্তবিক পুরুষের আদরমাখা সখের পোষা পাখী—আদর পেলে—ভাল বাসা পেলে—যত্ন পেলে সহজেই পোষ মানে—প্রণয়ের শিকল কাটতে চায় না। কিছুদিন আফিং খেলে যেমন একটা মৌতাত হয়ে যায়—আর কিছুতেই ছাড়া যবে না;—ছাড়্‌বার ইচ্ছে কল্লেও—প্রতিজ্ঞা কল্লেও—সহজে যেমন ত্যাগ করা কঠিন। তাকে ছাড়্‌তে হলে প্রাণে আঘাত লাগে—শরীর অবসন্ন হয়—পৃথিবী ঘুর্‌তে থাকে, সেইরূপ ভালবাসার মৌতাত হলে অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রাণ খুলে—মন খুলে যদি ভাল বাসা যায় তবে সে কখন তা ভুলতে পারে না—ভোলা দূরে থাকুক ভুলব মনে কল্লেও তার হৃদয় ফেটে যায়—বুকের ভিতর যেন শেল বিঁধে থাকে—মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। বাস্তবিক নির্ম্মল—অকৃত্রিম প্রণয় কি সুখের পদার্থ! এই প্রণয় যেখানে আছে সেই খানেই সুখ—সেই খানেই স্বর্গ—সেই খানেই শান্তি—সেই খানেই আরাম—সেই খানেই চির বসন্ত। সুখ কোথায়? সুখের জন্মভূমি কোন স্থানে?—সুখ বিশুদ্ধ প্রণয়ে—সুখ হৃদয়ে। মানুষ যদি এ জগতের হাটে এসে—হৃদয় দিয়ে হৃদয় কিনতে না

পাল্লে তবে তার আশা আর পশুর আশাতে প্রভেদ নাই—কোন ফল নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই। বুক খুলে—প্রাণখুলে—হৃদপিণ্ড খুলে যে অন্যকে ভাল বাস্‌তে জানে—কি ভাল বেসেছে—সেই প্রণয়ের মর্ম্ম—প্রণয়ের আস্বাদ জানে প্রণয় গাছে ফলে না—বাজারে বিক্রয় হয় না—রাজার ভাণ্ডারে পাওয়া যায় না। যদি রাজার ভাণ্ডারে প্রণয় থাক্‌ত তা হলে সাজাদাগণ পালে পালে বেগম এনে ভাণ্ডার পূর্‌তেন না। বিকারে রোগী যেমন যত জল পান করে ততই তার পিপাসা বাড়্‌তে থাকে, কিছুতেই শান্তি সুখ তার ভাগ্যে ঘটে না,—সেইরূপ বিশুদ্ধপ্রণয়ের থাকতি বশতই বাদসাগণ রমণী রত্নে প্রাসাদ পূর্ণ কর্‌তেন। যে উদ্দেশ্যে বিবাহের সৃষ্টি তাঁরা সে পথে যেতেন না। এই জন্যই তাঁদের সুখের মৌতাত ক্রমেই বেড়ে যেত। মানুষ্যের মন কটা যে তেত্রিশ কোটি গৃহ দেবতার চরণে সমান ভক্তি রাখে? ধর্ম্মের মধ্যেও যখন দেখা যায় এক হিঁদুয়ানীতে শাক্ত—বৈষ্ণব কত রকমের উপাসক রয়েছে, তখন যে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে প্রণয় বিভাগ হলে, তারও যে গোলযোগ ঘটবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক স্ত্রী পুরুষের যদি এক মন হয় তা অপেক্ষা সুখ আর কিছুতেই নাই;—এই জন্যই গ্রোসস্ বলেছেন,—মনের মত স্ত্রী—আর ভাল ভাল কেতাব পড়্‌তে পেলে মানুষ যে কোন কষ্টের অবস্থায় পড়ুক না কেন, তা অনায়াসেই সহ্য কর্‌তে পারে।

মানকুমারী ও শেঠজীর মন এক তারে গাঁথা হয়েছে—এক বোঁটায় যেন দুটি ফুল ফুটে রয়েছে—দুটি নদীর স্রোত যেন দুই দিক্ দিয়ে এসে এক স্থানে মিশেছে;—তাই এ মিলনে এত শোভা—এত চমৎকার এত পবিত্র ভাব।

মানকুমারী চাক্‌রানীর কথা শুনে চুপ করেই আছেন—চাক্‌রানী পাশে দাঁড়িয়ে আছে। উদাসিনী মুখ তুলে বল্লেন, "প্রিয় ভগিনি! তবে এখন এস, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সকালে যখন আমরা স্থানান্তরে যাব, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাব না। আজ তোমাদের দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। দস্যুগণ তোমাদের জন্যই মুখের গ্রাস ত্যাগ করেছে। এই কথা বলেই উদাসিনী উঠে দাঁড়ালেন, মানকুমারী প্রণাম করে দাসীর সঙ্গে সঙ্গে শেঠজীর কামরায় প্রবেশ করলেন।

পঞ্চদশ স্তবক।

—:০:—

নয়নে—লেগেছে—যারে !!

"প্রাণের মত পেলে পরে, প্রাণ কি কারো মানে মানা !
না পেলে প্রাণ বেঁচে না—ভালবাসা সে জানেনা॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখবো কেবল করি আশা,
পিপাসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা ?

মোহিনী—প্রতিমা।"

এতক্ষণ পরে আকাশের চাঁদ আকাশে উঠ্‌ল,—রোগের মত ঔষধ পোড়্‌ল, সুখের বসন্ত দেখা দিল,—আঁধার ঘর আলো হলো,—শেঠজীর গৃহলক্ষ্মী গৃহে এলেন। শেঠজীর মুখে হাসি আর ধরে না,—মনের মত রতন পেলে কার না হাসি এসে? কার না বুক দশ হাত হয়? কার না পৃথিবী স্বর্গ তুল্য বোধ হয়?

মানকুমারী হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্লেন, "বন্দিগি।"

"পাঁও লাগি— —"

মানকুমারী পুনর্ব্বার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "কি জন্য তলব হয়েছে? এখন হাজির আছি, হুকুম হোক্।" এই কথা বলে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লেন এবং তাঁর মাথার পাগড়িটী নিয়ে আপন মাথায় পর্‌লেন। শেঠজী হাসিমুখে তাঁর দিকে চেয়ে বল্লেন, "বেশ সেজেছে,—যেন রাধিকা রাজা হয়েছে। বাস্তবিক মানকুমারী যা সাজেন, তাই উত্তম দেখায়; যে স্বভাবত সুন্দর, তার সকলই সুন্দর,—সকলই মনোহর সকলই চমৎকার। বিশেষ শেঠজীর চোকে তা যে কত মনোহর দেখাত,—কত ভাল লাগ্‌ত—সে কথা অন্যকে বলে বুঝাতে হবে না। ভালবাসা চসমা চোকে দিলে সকলই ভাল বোধ হয়; যেমন গোলাপী কি অন্য কোন রংয়ের চসমা চোকে দিলে চসমায় যে রং থাকে,—সমুদায় জিনিসও সেই রংয়ের দেখা যায়,—সেইরূপ ভালবাসার চসমা চোকে থাক্‌লে সকলই ভাল দেখায়;

এই চস্মার বাবদ—বিড়ালাক্ষী তাম্রকেশীকেও অতি সুন্দর দেখায় আমার চোকে যা যৎকুৎসিৎ—তোমার চোকে হয় তো তাই জগতের সার;—যাকে আমি কাল বলি,—তোমার কাছে হয় তো সেই কাল—কাল মাণিক—কেলেসোণা নাম পেয়েছে।—তোমার হৃদয় কষ্টিতে সেই সোণা—সোণা বলে পরীক্ষা হয়েছে। আবার তুমি যাকে রক্ষাকালীর বাচ্ছা—গলার স্বরে কাল পেঁচা বলে থাক,—আঁধার রাত্রে একা দেখ্‌লে রামনাম উচ্চারণ করে দশ হাত তফাত হও—আমি হয় তো তাকে রূপের ডালি—কোকিলকণ্ঠী বলে প্রাণের সহিত জেনেছি। যখন তাকে না দেখলে প্রাণ হু-হু করে,—তার সেই কথা না শুনলে, কোকিলের কুহু রবও কর্কশ বোধ হয়,—তখন আমার পক্ষে সেই রূপই তোমার ঐ কার্পেট বুননী ননীর পুতুল অপেক্ষা—তোমার ঐ নভেল পাঠশীলা সখের চামেলী ফুল ফেন্সী—বাবু বৌ—অপেক্ষা শত গুণে ভাল্। তোমার আদরমাখা—আহ্লাদের চুবড়ী আমি চাই না,—ও রূপে ও সৌন্দর্য্যে ও বাহারে আমার চালসে ধরা চোক খরিয়ে যায়—রূপের অত ঝাঁজে চোক ভাল্ থাকে না—যথার্থ কথা বল্‌তে কি—ভাঙ্গা ঘরে—প্রদীপের মিটমিটে আলোতে ও রূপ শোভা পাবে না। আমি ও রূপের ভিখারী নই;—তাই বলি, যার চোকে যা ভাল লাগে—তার পক্ষে সেই অতি মিষ্ট—অতি উপাদেয়—অতি চমৎকার !!

এ সংসারে প্রণয়ের সওদা অতি ভয়ানক ব্যবসা;—অনেক কারবারী লোকও অনেক সময়—ঐ ব্যবসায়ে মূলধন জীবন পর্য্যন্ত খুইয়ে থাকেন। আবার কেও কেও এমন হিসাবে কারবার চালান যে,—তাঁর পাশায় প্রত্যেক হাত পোয়া বারো দান পড়ে। শেঠজীর কপালে সেই পোয়াবারোই দান পড়েছে;—নতুবা এমন আদরমাখা—এমন ঘর ও মন আলো করা—এমন সুখের ফুল—তাঁর ভাগ্যে ফুটবে কেন? এই যে লোকে বলে,—"কমবক্তার মাগ মরে"—কিন্তু শেঠজীর কপালে তার উল্টো ফল দেখ্‌ছি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু না হলে, তাঁর ঘরে এ শরতের চাঁদ উঠ্‌ত না—এ সুখের বসন্ত দেখা যেতো না—এ আনন্দময়ী উষা-সুন্দরী প্রকাশ পেতো না। তাই বলি শেঠজীর মত "কমবক্তা" গালি নয়,—গিন্নীর সম্মার্জ্জনীর ভয়ে মুখে না হোক, অন্তরে অনেকেই ওরূপ কমবক্তা হতে ইচ্ছে করে থাকেন।

পাঠকগণের মধ্যে যদি কারও প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকেন, তবে তাঁরা যেন এমন মনে না করেন, আমরা তাঁদের অকল্যাণ কামনা কর্‌ছি। স্ত্রী ঘরের লক্ষ্মী—ঘরের আলো—ঘরের শোভা—ঘরের সৌন্দর্য্য—কিন্তু এর মধ্যে একটী কথা আছে,—যদি তিনি মনের মত হন—স্বামীকে বাজার সরকার—আজ্ঞাধীন সেবক মনে না করেন। আজ কাল অনেক লক্ষ্মীর এরূপ গরম মেজাজ—এরূপ খোস মেজাজ—এরূপ ঠমক, যে কাছে যেতে ভয় হয়—এই আনন্দের ছবি ঘরে আন্‌তে আশঙ্কা হয়,—পাছে এঁর বাতাসে মা বাপ ভাই ভগিনী পর হন—সংসারে শনির দৃষ্টি পড়ে—স্বামী বেচারীর মাথায় উঠে বসেন। তাই বলি, কারো কপালে, কারো পুণ্যবলে অমৃতও বিষ হয় এবং বিষও অমৃত হয়। আগে জান্‌তে না পেরে অমৃত ভ্রমে অনেকে এই বিষ পান করে বসেন,—অবশেষে সমস্ত জীবন বিষের জ্বালায় জ্বর জ্বর হন,—মহাদেবের ন্যায় গলার বিষ গলায় থাকে। বিছানায় ছারপোকা থাক্‌লে শয়নে যেমন কষ্ট,—যেমন যাতনা,—গৃহদেবতা কর্কশ স্বভাবের হলেও সেইরূপ ক্লেশকর হয়ে উঠে। তাঁর এক একটী কথার কামড়ে—দাঁতের বিষে সর্ব্ব শরীর ঋ ঋ করে। সংসার ক্ষেত্রে তেতে পুড়ে এসে কোথায় ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা হবে—প্রণয়িনীর মধু মাখা কথা শুনে সর্ব্বশরীরে শান্তি জল পড়্‌বে—আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌বে—না ঘরে তিনি রাত দিন ফেঁত ফেঁত কচ্ছেন,—বিছুটি মাখা গায়ে জলের ছিটে দিচ্ছেন, এ অপেক্ষা কষ্টের—যন্ত্রণার ব্যাপার আর কি আছে?

শেঠজী মানকুমারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "উদাসিনীর সহিত দেখা হলো?"

"হু" হলো বাট—কিন্তু মনের তৃপ্তি হলো না?"

শেঠ। কারণ কি?

মান। "কারণ" জান্‌তে না—পারা।

শেঠ। কিসের "কারণ?"

মান। উদাসিনী হওয়ার।

শেঠজী পুনরায় বল্লেন, "ঠিক কথা আমি উদাসিনীকে দেখে পর্য্যন্ত। কিছু স্থির কর্‌তে পারি নাই। এত অল্প বয়সে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়া অতি আশ্চর্য্য! সকল কাজেরই এক একটী

সময় আছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকে অধিক বয়সেই করে থাকে। এঁর উল্টো দেখ্‌ছি।

মানকুমারী অল্প অল্প হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আমিও উদাসিনীর সঙ্গিনী হব;—দুই চোক যে দিকে যায় সেই দিকেই মন খুলে বেড়াব।"

শেঠ। "কোন্ দেশে মন খুলে বেড়াতে ইচ্ছে হয়?"

মান। কত দেশ আছে।"

শেঠ। আমরা কি শুন্‌তে পাই নে?

মান। বল্লে যদি যেতে না দেও?

শেঠ। যদি যেতে দিই?

মান। তবে কেন আপত্তি নাই।

শেঠ। তবে এখন বল?

মান। সে দেশ দেখ্‌তে চাও না শুন্‌তে চাও?

শেঠ। দেখ্‌তে পেলে আবার কে শুনতে চায়।

মানকুমারী আর কিছু না বলে দুই হাত বাড়িয়ে গলা ধরে শেঠ-জীর বুকের উপর মাথাটী রেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "এই আমার সেই দেশ—চিরকাল এখানে থাকতে ইচ্ছে হয়;—সময় সময় মন যখন বড় খারাপ হয়—এখানে থেকেও তৃপ্তি হয় না—তখন আবার ইচ্ছে হয় এর ভিতর গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে শিরায় শিরায়—হাড়ে হাড়ে এক হয়ে থাকি।

এতক্ষণ পরে শেঠজীর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল—তাঁর মনে যে কত চিন্তা হচ্ছিল, তা দূর হলো। তিনি এখন বুঝ্‌লেন—মানকুমারী যথার্থই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। শেঠজী মানকুমারীর মুখখানি হাতের উপর রেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "কুমা—" অত দূরদেশে যেতে হলে কিছু পথ খরচ আবশ্যক হয়—অতএব এই খরচ নেও—এই বলে তাঁর কপোলদেশ চুম্বন কল্লেন। শেঠজী মানকুমারীকে কখন মান—কখন মানময়ী শ্রীরাধে—কখন কুমারী—কখন কুমার—কখন বা কুমারসম্ভব—কখন বা কুমা বলে ডাক্‌তেন। শ্রীকৃষ্ণের যেমন সহস্র নাম—সেইরূপ শেঠজীর নিকটও মানকুমারীর সহস্র নাম ছিল। কোন্ নামটী ধরে ডাক্‌লে যে তাঁর তৃপ্তি হবে—তা তিনি বুঝ্‌তে পাত্তেন না—এমন একটী নাম বা শব্দ খুঁজে পেতেন না যা বলে ডাক্‌লে মনের

আকাঙ্ক্ষা মিটে। বাস্তবিক এ পোড়া দেশে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ডাকাডাকির কোন শব্দ নাই। ওগো—হেঁগো—তিনি প্রভৃতি শব্দে ডেকে কখনই মনের সাধ মিটে না। যার সঙ্গে জীবনাবধি এক সম্বন্ধ—সুখ দুঃখ পরস্পরের হাড়ে হাড়ে—মাংসে মাংসে—রক্তে রক্তে মিশামিশি—সেই মিষ্ট সম্পর্ক ব নামে—বা ব কলমে অথবা যথা নামে ডাকা বড় কষ্টকর। প্রাণ যাকে চায় জিহ্বার তারে যে নাম বাজ্‌তে উদ্যত—অভিধান মধ্যে যে শব্দটী সমান আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—নার দর বীণায় হরিনামের ন্যায় সেই মধুর—সেই সুখের—সেই আনন্দ-মাখা নামটি স্ত্রী পুরুষের মুখে বাজ্‌লে হানি কি! যদিও এখন অনেক বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনা দেখা যায় যে তাঁরা পরস্পর নাম নিতে কোন আপত্তি করেন না। কিন্তু দশের কাছে বল্‌তে হলেই চক্ষু স্থির! তখনই যথা নামে সার্‌তে হয়—সংসার তরুতে বসে সাধের বুলবুলি মুখ খুলে মিষ্ট বুলি বল্‌তে পারে না;—তাই বলি এ পোড়া দেশ সাধ করে সাধের নাম মুখে আনবার যো নাই। শেঠজী মানকুমারীকে বাস্তবিক সহস্র নামে ডেকে মনের সাধ মিটাতেন।

তাঁবুর মধ্যে তাঁদের দুজনে এই রকম কত মিষ্ট আলাপ হচ্ছে—কত সুখের তরঙ্গ উঠ্‌ছে—কত প্রাণের কথা বলাবলি হচ্ছে। শেঠজীর মনের কথা আর ফুরই না—তিনি মানকুমারীকে কি যে সোণার চোকে দেখেছেন তা কথায় বলে শেষ করা যায় না। মানষ্যের যদি এই রকমে দিন রাত কেটে যায়—তবেই মনুষ্যজন্মে সুখ—মনুষ্য জন্ম সার্থক—মনুষ্য জন্ম কামনার বস্তু। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এ সুখ ঘটে না বলেই কবিরা এ সংসারকে বিষময় বলে ডেকে থাকেন। স্ত্রী-পুরুষের যেখানেই এই সুখের মিলনের অভাব সেইখানেই হলা-হল। বিষ সাপের মুখে কে বলে? বিষ রমণী হৃদয়ে—বিষ রমণী মুখে—বিষ নারীর চোকে—বিষ সংসারের হাড়ে হাড়ে মাখা রয়েছে—যেখানে প্রাণে প্রাণে—মনে মনে—অন্তরে অন্তরে এক মিল নাই—সেই খানেই বিষের আকর।

এই যে লোকে বলে নয়নে যাকে লাগে তাই মিষ্ট বোধ হয়। কিন্তু শুভদৃষ্টি চোকে হয় না—প্রাণের চোকে—মনের চোকে—ভালবাসার চোকে যা দেখা যায়—তাই অতি মিষ্ট—অতি মধুর—অতি রসাল।

ভালবাসা নিরাকার—প্রণয়—মায়া—নিরাকার পদার্থ, সুতরাং চর্ম্ম চোকে—জড় নয়নে তার সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। নিরাকারে নিরাকার দর্শন—প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেওয়া—ভালবাসার বদলে ভালবাসা লাভ করা—মনের চোকে মন দেখা সঙ্গত। পছন্দ মনের, ভালবাসা মনের যাতনা মনের—দর্শনে সুখ মনের। মন প্রণয়ী—মন রসিক—মন ভালবাসার আকর। সেই জন্যই বলি মনে লেগেছে যারে—সেইরূপই রূপ—সেই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা—সেই প্রণয়ই খাঁটি প্রণয়—সেই সুখের সোণাই খাঁটি সোণা।

ষোড়শ স্তবক।

গুপ্তলিপি।

"নাইকো রাতি, নিবিয়ে বাতি, ঊষা সতী এল।
মলিন মুখে, মনের দুখে, আঁধার চলে গেল॥
সূর্য্যি মামা, রাঙা জামা, পরলো টেনে গায়।
রাঙা চোকে, থেকে থেকে, পাহাড় পানে চায়॥
এমন কালে, তমাল ডালে, থাক্‌লো কোকিলদল।
পালক নেড়ে, ফেলছে ঝেড়ে, নিশির শিশির জল॥"

ঘোড়ার ডিম।"

ঘুমন্ত পৃথিবী আবার জেগে উঠল—আঁধার পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেল বাসরঘরে অসংখ্য যুবতীর ন্যায় তারা সকল চন্দ্রের চারিদিকে ঘিরে ছিল। এখন দিন দেখে—লোকের গতায়াত দেখে সরে গেল—পৃথিবীর আঁধারের সঙ্গে মনের আঁধার ঘুচে গেল দেখে—পাখীদের আর আহ্লাদ মনে ধচ্চে না—তাই চারিদিকে মধুর তানে মাতিয়ে তুলেছে। শুখ তারা এখনও হীরার ন্যায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছে—ফুটন্ত ফুলের বাহারে দশ দিক্ আলো ক'রেছে—গোলাপদলের উপর একবার—ফুটন্ত

বেল মল্লিকার উপর একবার—ভ্রমর সকল উড়ে উড়ে বস্‌ছে—কচ্‌কে ছুঁড়ীর ন্যায় কামিনী যেন আহ্লাদে ফুটে ঢলে পড়্‌ছে—গাছ পালায় নূতন বাহার—নূতন শোভা—সকাল বেলার মধুর বাতাস, মধুর মধুর ভাবে এসে প্রাণে মধু ঢেলে দিচ্ছে—সূর্য্যদেব মুনি ঋষির ন্যায় গেরুয়া বসন পরে পূর্ব্ব সমুদ্র হতে যেন প্রাতঃস্নান ক'রে উঠেছেন। কুলবধূরা সুখের রাত ভোর হলো দেখে, বিরস বদনে শয্যা ত্যাগ ক'চ্ছে—বনে পাখীর কলরব—গৃহে শিশুদের কণ্ঠরব এক হয়ে একটা নূতন ভাব হ'য়েছে।

এই সুখে প্রত্যূষে উদাসিনী উঠে বস্‌লেন—ক্রমে ক্রমে আলো হ'য়ে পড়্‌ল। তাঁদের সে স্থান ত্যাগ কর্‌বার সময় উপস্থিত হলো! উদাসিনী যে স্থানে পূর্ব্ব রাত্রে শুয়েছিলেন—সেই স্থানে দেখেন, পেন্‌শিলে লেখা একখণ্ড কাগজ পড়ে আছে। তিনি কাগজখানি কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন নাগরী অক্ষরে তাঁর নাম লেখা। কি আশ্চর্য্য! এই জঙ্গলে আমাকে কে পত্র লিখেছে? এই ভয়ানক জঙ্গল—রাত্রিকালে কে এ পত্র লিখে এখানে রেখেছে? তিনি কিছুই স্থির কর্‌তে না পেরে পত্রখানি পড়্‌তে লাগ্‌লেন।

"প্রিয় বৎসে অরবিলা——

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অদ্য রাত্রেই আমি স্থানান্তরে চলিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা না কর্‌বার বিশেষ কারণ আছে। আমি তোমাকে আপন কন্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। তুমি আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাক। আমি সময়ান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বৎসে অরবিলা! সতীত্ব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ ইটী যেন মনে থাকে। সতী স্ত্রী রণে বনে সকল স্থানেই জয়লাভ করিয়া থাকে। মণি ভূষিতা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় সতী স্ত্রী সকলের ভয়ের পদার্থ। সতীত্ব! সতীত্ব!! সতীত্ব!!!

মঙ্গলপ্রার্থী

শ্রীবাপুদেব শাস্ত্রী।

উদাসিনী পত্রখানি পড়ে যারপরনাই বিস্মিত হ'লেন। ব্যাপার খানা কি? গুরুদেব আমার সঙ্গে দেখা না করে এরূপ ভাবে চলে গেলেন

কেন? আমি এমন কি দোষ ক'রেছি যে, তিনি আমাকে কিছুই না ব'লে নিরুদ্দেশ হ'লেন। "সতীত্ব" এই কথা বারম্বার লিখ্‌লেন কেন? তিনি কি আমার চরিত্রে কোন সন্দেহ করে চলে গ্যাছেন। যদি কোন সন্দেহই না কর্‌বেন—তবে সতীত্ব শব্দ পত্রের শেষ লিখ্‌বেন কেন? অনেক দিন পরে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হলো—কত কথা মনে আছে—কত বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌ব—কত সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌ব তার কিছুই হলো না। গত রাত্রে যখন কোন কোন বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেম—তিনি কোন উত্তর না দিয়ে বল্লেন, আমার শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে—সময়ান্তরে সকল কথা—বল্‌ব। তাঁর মনের ভাব তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তিনি কি আমাকে ঘৃণা করে চলে গেলেন? তাঁর মনের ভাব তাঁর সঙ্গেই চলে গেল,—আমাকে তো কিছুই ভেঙ্গে বল্লেন না। তিনি আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন—আমার প্রতি তাঁর অত্যন্ত মায়া—এত কাল পরে সেই মায়া ভুল্‌লেন নাকি? কোথায় যে গেলেন—কেনই বা গেলেন—আমাকে এরূপ ভাবে পত্রই বা লিখ্‌লেন কেন তার তো কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—পরমেশ্বর আমার কপালে যে কত দুঃখ লিখে রেখেছেন তা তিনিই জানেন। সংসারের এত অবিচার কেন? এ দুঃখের কি পার পাব না? রাবণের চিতার ন্যায় বুকের ভিতর কত কাল দুঃখের আগুণ জ্বল্‌বে? রক্ত মাংসময় শরীরে দুঃখ ভোগের জন্য এত বন্দোবস্ত কেন? এক একবার ইচ্ছে হয় এ দুঃখের জীবন ত্যাগ করি—দেহ পিঞ্জর হতে প্রাণ পাখিটী উড়িয়ে দিই—সংসারের সুখ দুঃখের হাত হ'তে নিস্তার পাই। যদি চিরকাল দুঃখে—চিন্তায়—আশায়—জীবন কাটাতে হলো, তবে এ প্রাণে দরকার কি? আমি প্রাণের মায়ায় প্রাণ রাখি নি—সংসারের ভেল্কী দেখ্‌ব বলে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি নে—প্রাণ যাকে চায়—মন যার জন্য লালায়িত সেই কারণ বেঁচে আছি। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি বাঁচায় কোন সুখ নাই—জীবনে কোন ফল নাই—শরীর ধারণে কোন প্রয়োজন নাই। আমি চারিদিকে আঁধার দেখ্‌ছি—সংসার যাতনায় জ্বলন্ত অগ্নিক্ষেত্র দেখ্‌ছি হৃদয়ে ভয়ের ভীষণ মূর্ত্তি দেখ্‌ছি। এখন কি করি—কোথায় যাই—কিসে প্রাণ সুস্থ করি।

উদাসিনীকে চিন্তাকুল দেখে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কিছুই ভেবে স্থির

কর্‌তে পাচ্চে না। পত্রের কথা তিনি কিছুই জান্‌তে পারেন নাই। মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন সহসা উদাসিনী এরূপ ভাব হলো কেন? সহসা ও বিরস ভাবের কারণ কি? নবীন সন্ন্যাসী এইরূপ সাত পাঁচ মনে মনে ভাব্‌ছেন--কিছুই কারণ ঠিক কর্‌তে পা্চ্ছেন না।

উদাসিনী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে কেবল পত্রের বিষয় ভাবছেন—গুরুজীর মনের ভাব কি? তাঁর মনে যদি কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়ে থাকে—তাই বা কেমন করে ঘুচাব। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে—তাঁর মনের কথা স্পষ্ট জান্‌তে না পার্‌লে--তাঁর গোপন ভাবে চলে যাবার কারণ বুঝ্‌তে না পাল্লে কি যে কর্‌ব তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। কি আশ্চর্য্য ঘটনা এক বিপদের--এক চিন্তার—এক ক্লেশের শেষ না হতে হতে আবার আর একটী ভয়ানক ঘটনার—ভয়ানক বিপদের—ভয়ানক ক্লেশের মুখে পড়্‌তে হবে না কি? সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি—সুখের ছবি হৃদয় হতে পুঁছে ফেলেছি—অকুল সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি—এতেও কি পরমেশ্বরের মানস পূর্ণ হয় নাই। আমি সকল ক্লেশ—সকল কষ্ট—সকল যাতনা সহ্য কর্‌তে পারি—কিন্তু চরিত্রের উপর কোন দোষের কথা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না—এ হৃদয় তা সহ্য কর্‌তে কখনই প্রস্তুত নয়। কেনই বা সহ্য কর্‌ব? নির্ম্মল প্রাণে--সরল প্রাণে—সাদা প্রাণে—কলঙ্কের কালি মাখ্‌ব কেন? কতদিন পৃথিবীতে বাঁচাতে এসেছি যে বুকের ভিতর কলঙ্ক পুষে রাখ্‌ব? গুরুজীর মনে যদি কোন সন্দেহ হয়ে থাকে তবে আমার বেঁচেই বা সুখ কি?

উদাসিনী এইরূপ খানিক চিন্তা করে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "কেনই বা ভাবনা করি? সংসার ত্যাগ করেছি—সুখ ত্যাগ করেছি—মায়া দয়া ত্যাগ করেছি—এখন কেবল মাত্র পুঁজি প্রাণ—তা এইবার ত্যাগ কর্‌তে পাল্লে সকল দুঃখ মিটে যায়। বেঁচে যে সুখ তা তো দেখ্‌লেম যদি এই সুখের জন্য লোকে বাঁচতে সাধ করে—ঈশ্বরের কাছে কামনা করে—শরীরে যত্ন করে তবে আমি সুখ চাইনে। বেঁচে থাকা কেবল কষ্ট ভোগ—যদি কিছু সুখ থাকে—যদি সংসারে শান্তি থাকে—যদি বিষময় সংসারে অমৃত থাকে তা মরণেতেই আছে; যারা মরে তারাই বেঁচে যায়—যারা বেঁচে থাকে তারাই মরণের কষ্ট ভোগ করে। মাথার উপর ঐ আকাশ যেমন শূন্য—শূন্য আকাশে আবার কোথা হতে

মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত হয়—মেঘে আকাশ ঢেকে ফেলে সেই রূপ এই হৃদয়ও শূন্য—মধ্যে মধ্যে কোথা হতে কুচিন্তা—কুঘটনা—কুবাতাস এসে হৃদয় ঢেকে ফেলে—সংসার আঁধার করে—প্রাণে যাতনা দেয়। যত দিন বেঁচে থাকা যায়, কেবল এই রকম কারখানা দেখ্‌তে পাই। হৃদয় শ্মশানময়—সংসার শ্মশানময়—এই শ্মশানে আর কত কাল থাক্‌ব। শ্মশানে যেমন চিতানল জ্বল্‌তে থাকে, সেইরূপ প্রাণের মধ্যে চিতাগ্নি রাত দিন হু হু করে জ্বল্‌ছে। এ চিন্তার আগুণ নিবতে বিধাতা কি কোন উপায় ক'রেন নাই? দেহ মহা শ্মশানে এ প্রাণ ও শ্মশানে আর কত দগ্ধ হবে? সুখ গ্যাছে, শান্তি গ্যাছে—আরাম গ্যাছে—তবে এ পোড়া প্রাণ যায় না কেন? দিনে দিনে—মাসে মাসে—বৎসরে বৎসরে কোথায় দুঃখ ঘুচবে—মনের আঁধার দূর হবে—প্রাণের জ্বালা শান্তি হবে—কিন্তু আমার কপালগুণে তা হওয়া দূরে থাক্, আবার নূতন ক্লেশ—নূতন যন্ত্রণা—নূতন চিন্তা এসে প্রাণে কষ্ট দিতে আরম্ভ হলো।

এখন কি করি—শ্রীক্ষেত্রে যাই—কি গুরুজীর উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াব? তাঁর সহিত দেখা না হলে আমার তো কোন কাজ মিটবার উপায় নাই। আমি এত দিন যে প্রাণত্যাগ করি নাই সে কেবল তাঁর কথার জন্য। তিনিই নানারূপ আশা দিয়ে আমাকে মরণে বাধা দিয়েছেন। নতুবা এত দিন সকল প্রশ্ন মীমাংসা হতো—এ মাটির দেহ মাটির সঙ্গে মিসে যেত—এ হৃদয়ের জ্বালা চিরদিনের জন্য নিবে যেত। উদাসিনী এইরূপ ভাবছেন এবং তাঁর চোক হতে মোটা মোটা জলের ফোটা পড়ছে।

উদাসিনীর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য মানকুমারী তাঁর চাক্‌রাণীকে পাঠিয়েছেন—তাঁর অনুমতি পেলে তিনি দেখা করেন। কিন্তু চাক্‌রাণী তাঁর ভাব দেখে কোন কথা বলতে সাহস কর্‌তে পাচ্ছে না—পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—বাঙ্গালী সন্যাসী নিকটের একটী গাছতলায় বসে মালা জপ কচ্ছেন।

চাক্‌রাণী মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল এ আবার কি! কাল এত হাসি খুসি—এত আমোদ—এত কথা বার্ত্তা—আজ আবার এরূপ ভাব কেন? কালকার সে চেহারা—সে সৌন্দর্য্য—সে আনন্দ ভাব মলিন হলো কেন! তাঁর প্রাণে এমন কি আঘাত লেগেছে যে চোক দিয়ে এত জল পড়ছে এত ভাব্‌ছেন। আমি যে জন্য এসেছি তা কি করে বলি। যা হউক আর একটু দাঁড়িয়ে দেখি।

চাক্‌রাণী এইরূপ ভাবছে, এমন সময় উদাসিনী তার মুখ পানে চেয়ে বল্লেন, মানকুমারীকে বলবে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে আমার মন বড় অস্থির—সে জন্য কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না। মানকুমারীকে, আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাকে দেখলে আমার মন অনেক্‌টা সুস্থ হয়। সুস্থ মনে মানকুমারির নিকট বিদায় হতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন দেখছি পরমেশ্বর সে আশা পূর্ণ কল্লেন না। যদি কখন দিন পাই—পরমেশ্বর মুখ তুলে চান—তবে মানকুমারীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব। এ দুঃখের সময় দেখা করে তাঁকে সুখী কর্‌তে পার্‌ব না। আমার দুঃখ দ্বারা অন্যের সুখ নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছে করি না। তুমি মানকুমারীকে আমার আশীর্ব্বাদ—ভালবাসা জানাবে।

চাক্‌রাণী তাঁর কথা শুনে বল্লে, "আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন—আপনার সঙ্গে দেখা না হলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।"

উদা। তা আমি বেশ জানি মানকুমারী আমাকে অত্যন্ত ভাল বেসে থাকে।

চাক। শুধু ভালবাসা নয়।

উদা। তবে আবার কি?

চাক। তিনি বলেন আপনি তার পূর্ব্বজন্মের কে ছিলেন। নতুবা একবার দেখা দেখিতে এত মায়া—এত ভালবাসা—এত স্নেহ হতে পারে না।

উদা। ভালবাসার মনে ঐরূপই বটে।

চাক্‌রাণী পুনরায় বল্লে, "তাঁর প্রতি আপনার যখন এত অনুগ্রহ তখন একবার দর্শন দিলে ভাল হয়। আবার যে পরস্পরের দেখা হবে তারও সম্ভব কিছুই বলা যায় না। আমাদের কপালে খুব পুণ্যের জোর ছিল, তাই আপনার দর্শন পেলেম।

চাকরাণীর কথায় বেশ লালিত্য আছে—সে নিতান্ত চাকরাণী নয়। কথাবার্ত্তায়—চেহারায়—ধরণ ধারণে অনেক ভদ্র ঘরের মেয়ে অপেক্ষা শত গুণে ভাল। মানকুমারী তাকে সামান্য দাসীর কাজে নিযুক্ত কর্‌তেন না; আপন ভগ্নীর ন্যায়—সমবয়স্কার ন্যায়—আত্মীয়ের ন্যায় মিষ্ট ব্যবহার কর্‌তেন। যদিও মানকুমারী অন্যায় ব্যবহার কাকে বলে, তা জান্‌তেন না—কিন্তু দাস দাসীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট

মায়া ছিল। তিনি সর্ব্বদাই হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কইতেন—সুতরাং তাঁর লোক জনও এক মুহূর্ত্ত তাঁকে ছেড়ে থাকৃতে পার্‌ত না। যে নিজে ভাল—তার সকলই ভাল জুটে। চাকরাণীও সেই রূপ তাঁর জুটে গেছে। মানকুমারীর বয়স আর তার বয়স প্রায়ই সমান। মুখের চেহারা দেখ্‌লে দুই এক বৎসর বেশী বোধ হতো। চোক, মুখ, নাক ও গড়ন নিতান্ত মন্দ নয়। রং উত্তম শ্যামবর্ণ—মুখ খানি কিছু গোল ঢংয়ের—ঠোট দুখানি পাতলা পাতলা—বাঁ গালের উপর একটী তিল আছে—থাট খোট আড়ার মানুষটী—হাতে সামান্য দুই একখানি গহনা আছে—বুকে কাঁচুলি আঁটা—তার উপর সবজা রঙের একখানি ওড়না—ঘাঘরা পরা—নাম বেলমতিয়া। বেলমতিয়া বাস্তবিক মানকুমারীর চাকরাণী নয়। সে একজন সামান্য গৃহস্থের মেয়ে—ছেলেবেলা তার বাপ মা মরে যায়—সেই অসহায় অবস্থায় শেঠ-জীর বাড়ীতে প্রতিপালিত হয় এবং সেই অবধি সে সংসারের কাজ কর্ম্মও কর্‌ত। মানকুমারী বেলমতিয়াকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভাব-তেন—মনের কথা—আমোদ প্রমোদ হাসি খুসি সর্ব্বদাই বেলমতি-য়াকে নিয়ে। মতিয়া তাঁর খেলার সাথী—পরামর্শে মন্ত্রী—আমোদ প্রমোদে অংশীদার ছিল। সামান্য চাকরাণীকে পাঠালে পাছে তারা উদাসিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কইতে না পারে—সে জন্য মতিয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে বিশ্বাস আছে মতিয়া গেলেই সকল কাজ মিটবে।

মতিয়া মানকুমারীর সঙ্গে উদাসিনীর দেখা কর্‌বার অনিচ্ছা দেখে কিছুই উপায় স্থির কর্‌তে পাচ্চে না। মতিয়া মানুষের মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ত—কি রকম করে মন নরম কর্‌তে হয়, কি ভাবে কথা কইলে কাজের সুবিধা হয়—সে বিষয়ে তার খুব দখল ছিল। মতিয়া উদাসিনীর কাছে বস্‌লো এবং এক এক করে নানা কথা তুলে তাঁর মন অনেকটা সুস্থ কল্লে। তাঁরা সকলেই এক তীর্থের যাত্রী—সুতরাং এক সঙ্গে যাতে সকলের যাওয়া হয়—মতিয়া সেই কথা স্থির কল্লে এবং মনে মনে ভাব্‌তে লাগল—এক সঙ্গে থাকলে অবশ্যই উদাসিনীর মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ব। উদা-সিনীর সঙ্গে দেখা করা মানকুমারীর একান্ত ইচ্ছা—সুতরাং তারও

উত্তম সুবিধা হলো। মতিয়া এই রকম কথাবার্ত্তা পাকা করে মানকুমারীর তাঁবুতে ফিরে এলো।

সপ্তদশ স্তবক।

—:০:—

প্রণয়।

Love ruls the court, the camp, the grove.
And men below, and saints above;
For love is heaven, and heaven is love.

SCOTT.

শেঠজীর তাঁবুতে বড় গোলমাল লেগে গেছে। লোক জনের ডাকাডাকি—মোট ঘাট বাঁধা—কাপড় নে—ওটা তোল—এই রকম নানা কাজে সকলে ব্যস্ত। এমন সময় বেলমতিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্লে—"সমুদায় ঠিক।"

মতিয়ার কথা শুনে শেঠজী বল্লেন, "মানকুমারী তোমার টেলিগ্রাফ উপস্থিত। কি খবর এল শোন।" মতিয়া বাস্তবিক মানকুমারীর টেলিগ্রাফ—সকল কাজ—সকল দরকার—সকল খবর মতিয়ার সঙ্গে।

মান। মতিয়া! উদাসিনীর মনের ভাব আজ কি রকম দেখ্‌লি?

মতি। সকলই নূতন।

মান। নূতন কি রকম?

মতিয়া এক এক করে বল্‌তে লাগল—"কালকার সে হাসি—সে চেহারা—সে ভাব নাই। যে ফুল ফুটে বন আলো করেছিল—যে চাঁদ আকাশের কোলে কাল হাসিতে ঢলে পড়ছিল—যে মুখ দেখে প্রাণ শীতল হচ্ছিল—আজ সে ফুল মুকুলিত—সে চাঁদ মেঘে ঢাকা—সে মুখখানি ঘোর বিষাদ মাখা। সে বড় বড় চোক দুটী জলেতে টস টস কচ্ছে—সে চেহারা ঘোর চিন্তাতে ঢেকে গেছে। সে হাসি রাশি

অধর প্রান্তে শুকিয়ে গেছে। উৎসিনী যথার্থই উদাসিনী ভাব ধরেছেন। আমি অনেক রকম করে দেখেছি কিছুতেই তাঁর মনের কথা পেলেম না।

মতিয়ার কথা শেষ হলে মানকুমারী বল্লেন, "মতিয়া! তুই যদি কোন উপায়ে উদাসিনীর মনের ভাব জান্‌তে পারিস, তা হলে আমার বড় উপকার করা হয়।"

শেঠ। উদাসিনীর জন্য তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন?

মান। যে যাকে ভালবাসে তার জন্য মাথা ধরে থাকে।

শেঠ। মাথা ধরার কষ্ট যদি ভালবাসার পুরস্কার হয়, তবে সে ভালবাসার পায়ে নমস্কার।

মান। যেখানে ভালবাসা সেইখানেই কষ্ট। ভালবাসা ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি ভিন্ন তো আর কিছুই নয়।

শেঠ। তবে লোকে এই ভালবাসার জন্য পাগল হয় কেন?

মান। "পাগল হয় কেন"—এ পাগলামীর উত্তর পাগলে বল্‌তে পারে।

এইরূপ পাঁচ রকম কথায় তাঁদের খানিক সময় কেটে গেল। মতিয়া তাঁহাদের কথা শুনে এক পাশে দাঁড়িয়ে টিপি টিপি হাস্‌তে ছিল—আর মনে মনে বল্‌ছিল—ওঁদের দুজনে হয় ভাল—একটী কথা পড়্‌লে কত কথাই যে উঠে তার সীমা নাই। আমি এলেম একটা কথা বল্‌তে—সে কথা গেল, এখন বাবুদের প্রণয়ের ঝগড়া উঠ্‌ল। প্রণয় যে কি, তা তো বুঝ্‌লেম না। সর্ব্বদা মুখমুখী হয়ে বসে থাকার নাম কি প্রণয়—না মুখ খুলে, প্রাণ খুলে—সংসার মাতিয়ে হাসির নাম প্রণয়—না আর এক জনের জন্য হৃদয় কাঁদাব নাম প্রণয়? প্রণয়ই ধর—ভালবাসাই বল—আর পাগলামই বল সকলেই পরের জন্য তুমি আমার মনের মত হও—আমি যা ভালবাসি, তুমি মনের সহিত তা ভালবাস—তোমার প্রাণ—আমার জন্য কাঁদুক—তা হ'লেই প্রণয় হ'লো। পরের ভালবাসার উপর যার গাঁথনি—পরের মন নিয়ে যার প্রাণ দান—তার জন্য এত কেন। পোড়া প্রণয় নিয়েই সংসার গেল—প্রণয়ের একদিকে সুখ—অপর দিকে দুঃখ—এক পিঠ অমৃত—অপর পিঠ বিষ মাখা—এক পিঠ শরতের পূর্ণিমা—অপর পিঠ ঘোর অমাবস্যা—

এক পিঠ আশা—অপর পিঠ নিরাশা—এক পিঠ স্বর্গ—অন্য পিঠ নরক এক পিঠ ইন্দ্রালয়—অন্য পিঠ মহাশ্মশান। এই প্রণয়শ্মশানে কে না শয়ন করেছে? এই প্রণয়ের খাতিরে, গোলকপতি নন্দের বাধা বইলেন—এই বিষের জ্বালায় সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গৃহ ত্যাগ কল্লেন—রোমিও জুলিয়েট বল—ক্লিওপেট্রা বল সকলেই এই শ্মশানে শয়ন করেছে। তাই বলি প্রণয়ে সুখের ভাগ চেয়ে দুঃখের ভাগ বেশী।

মতিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবছে, এমন সময় শেঠজী বল্লেন, বেলা অনেক হয়ে উঠল, আর ভালবাসার বিচারে কাজ নাই—আমি বাইরে গিয়ে যাবার উদ্যোগ করি—তোমরা প্রস্তুত হও। উদাসিনীকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছে হয়—তাতে আমার কোন আপত্তি নাই—বরং সুখী হব। তোমরা তাঁকে বিশেষ যত্ন করে সঙ্গে নেবে—কোন বিষয়ে যেন তাঁর প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয়। বেশ ভক্তির সহিত তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইবে।

এই কথা বলে শেঠজী তাঁবুর বাইরে গেলেন। মানকুমারী মতিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লেন, "কি গো হাসি যে মুখে ধরে না—ব্যাপারখানা কি? একা একা এত হাসি কেন? তোর মত পাগল তো আর দুটী নাই।"

"খুঁজলে অনেক পাওয়া যায়।"

মান। কৈ আমার চোকে তো পড়ে না।

"মতিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বলে উট্‌ল—এই যে ঠাকুর ঠাকুরাণীতে এতক্ষণ পাগলের এত জমা খরচ হচ্ছিল—এর মধ্যে কি একটিও খুঁজে পেলে না। আমি ভাবছিলেম লোকে বুদ্ধি থাক্‌তে প্রণয়ে—ভালবাসায় পাগল হয় কেন। পগেলে কি এত সুখ?"

মান। তবুও ভাল, এই জন্য কি এত হাসি? মতিয়া! তোর এক একটা কথা শুন্‌লে, হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ যায়।

মতি। হাস্‌তে দিয়েছে বিধি।
হাসি তায় নিরবধি।

আচ্ছা—বৌদিদি! তুমিও তো কাল উদাসিনীর সঙ্গে অনেক কথা-বার্ত্তা বলেছ—একটা কথা কথা‌ঃজিজ্ঞাসা উদাসিনী করি বল দেখি—উদাসিনী কিসের জন্য হয়েছেন?

মান। তোর সকলই অবাক সৃষ্টি আর কি। লোকের মনের কথা বল্‌তে পাল্লে ভাবনা ছিল কি! ভাল মতিয়া তুই তো যখন তখন আমার মনের কথা বলে থাকিস্—উদাসিনীর মনের ভাব কি বল্‌তে পারিস্?

মতি। না পার্‌বই বা কেন?

মানকুমারী ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "মতিয়া শীঘ্র বলনা লো, শুন্‌বার জন্য আমার মন বড় অস্থির হয়েছে।"

মতি। বল্লে আমায় কি দেবে?

মান। তোকে খুসি কর্‌ব।

মতি। কান মলে নাকি?

মান। না বল্‌না ভাই এত গুমর কেন?

মতি। তোমায় বল্‌তে ভয় হয়।

মান। কেন?

মতি। সে অনেক কথা।

মান। হলই বা শীঘ্র বল। কিসের ভয়।

মতি। তোমার পেটে কোন কথা থাকে না—তুমি যা শুনে এসো বাবুর কাণে তুলে দিয়ে তবে নিশ্বাস ফেল!

মানকুমারী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"এই ভয়—আচ্ছা একথাটী কখনই বল্‌ব না। তুই ভাই! শীঘ্র বল।"

মতিয়া হাসি মুখে—বল্‌তে লাগ্‌ল—এখন এত তাড়াতাড়ির মধ্যে সে কথা বলবার সময় নয়। সে অনেক কথা সময়ান্তরে বলব।

মানকুমারী জিদ করে, ঘাড় নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্লেন, "তা হবে না—তুই আগে বল।"

মতিয়া আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, তবে নিতান্তই বল্‌তে হবে? উদাসিনীর মনের ভাব আমি যা জান্‌তে পেরেছি তবে তা শোন—কিছুই তারপর দন্ত্য ন তায়ে একটা আকার।

"মরণ আর কি?" এই বলে মতিয়ার পিঠে একটি ছোট রকম কিল পড়্‌লো।

মানকুমারী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, যেমন খবর তেমনি বক্‌সিস। মতিয়া তোর সকল সময়ই আমোদ, পরমেশ্বর কি তোকে আমোদ দিয়ে তৈরের করেছেন।

মতিয়া আবার হাস্‌তে হাস্‌তে মানকুমারীর কাণের কাছে মাথাটী নিয়ে বল্লে, বৌদিদি! এতক্ষণ যে পাগলের কথা বল্‌ছিলে উদাসিনীকেও সেই পাগলামী রোগে ধরেছে। প্রণয় পাগল গো—বৌঠাক্‌রুন।

"দূর পোড়ার মুখ উদাসিনীকে ও কথা বল্‌তে আছে?

মতি। তবে তোমাকে বলি—তোমরা সকলে শোন—আমাদের বৌদিদি প্রণয় পাগল গো।"

মান। আমাকে আবার কেন ভাই?

মানকুমারীর কথা শেষ না হতে হতে শেঠজী পুনর্ব্বার তাঁবুতে এসে বল্লেন, "আর দেরি কিসের—গাড়ী প্রস্তুত—লোক জন সকলে দাঁড়িয়ে আছে—তোমরা গাড়িতে উঠ। সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে খবর দিলেন উদাসিনী তোমাদের অপেক্ষা কচ্ছেন—এক সঙ্গে যাবেন বলে—আমি বাহিরে চল্লেম। তোমরা এস। এই বলে তিনি তাঁবুর বাহিরে গেলেন।

এই গোলযোগে মানকুমারী ও মতিয়ার যে কথা হচ্ছিল তা বন্ধ হলো। তারাও যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন।

অষ্টাদশ স্তবক

—:০:—

দণ্ড ভাঙ্গা।

"নিতি নিতি আসি আমি নিতি পাই সুখ
হায় কল্লোলিনি! আজি কেন ভাবান্তর
চাহিয়া তোমার পানে পাই বড় দুখ,
কেন গো দহিছে এবে হৃদয় কন্দর?
তোমার সলিলময় শান্তবক্ষঃস্থল
কেন বা ঢালিছে হৃদে শোক হলাহল?"

আচার্য্য।

বেলা বেশী নাই;—পড়ন্ত রোদ গাছের মাথায় ঝিক মিক কচ্ছে—সূর্য্যদেব আকাশের গায়ে ডুবু ডুবু হয়েছে—পাখী সকল খাবার মুখে

করে বাসার দিকে উড়ে আসছে—গোরুর পাল গোটে গোটে মাঠ থেকে গ্রামের দিকে ফির্‌চে।—পৃথিবীর চেহারা পরিবর্ত্ত হলো,—ক্রমে ক্রমে দুই একটী করে নক্ষত্র আকাশের গায়ে উকি দিতে আরম্ভ হলো—সন্ধ্যার বাতাস পেয়ে ফুল সকল ফুটন্ত ফুটন্ত ভাব হয়েছে—ক্রমে ক্রমে আঁধার এসে পৃথিবী দখল করে নিয়ে বস্‌ল—সন্ধ্যার চাঁদ দেখে হাসি মুখে শিশুরা ধর্‌বার জন্য হাত বাড়াতে লাগ্‌ল—এখন দূরের দ্রব্য আর দেখা যায় না, গাছপালা—বাড়ী ঘর—লোকজন সকলই আঁধারে ঢেকে গেল। পথিকগণ রাৎ দেখে উর্দ্ধশ্বাসে আশ্রয় পাবার জন্য ছুটছে—দূরস্থ এক একটা গাছ আঁধারের পোষাক পরে ভয়ানক মূর্ত্তি ধরে লোকজনকে যেন ভয় দেখাচ্ছে—ক্রমে ক্রমে প্রায় এক প্রহর রাত হয়ে উঠ্‌ল—আঁধার আরো গাঢ়—আরো ভয়ানক হয়েছে—দিনের বেলায় যে আকাশ নির্ম্মল পরিষ্কার ছিল, এখন আর সে চেহারা সে ভাব নাই;—কারণ পশ্চিমদিকে আকাশের গায়ে একখানি মেঘ উঠেছে—মেঘখানি প্রথমে সামান্য ভাবে দেখা গেল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমুদয় আকাশ ঢেকে ফেল্লে—আর কিছুই দেখা যায় না—সন্ধ্যাকালে যে দুই একটী করে নক্ষত্র দেখা দিয়েছিল সে সকল লুকিয়ে আছে—চাঁদ ঢাকা পড়েছে—পৃথিবী ও আকাশ অন্ধকারে এক হয়ে আছে—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ সকল যেন আকাশের বুক চিরে রক্তবর্ণ রেখা দেখাচ্ছে—আকাশ মর্ম্মবেদনায় ভীষণশব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তুলছে—সন্ধ্যাকালে যে বাতাস গাছের কোলে লতার মাথায় ফুলটী নিয়ে খেলা কচ্ছিল—যুবতীর হাতে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখে ফুদিয়ে নিবিয়ে দিচ্ছিল—জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলিকে নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল—এখন সেই বাতাস গোঁ গোঁ শব্দে গাছপালা ভেঙ্গে চুরে অস্থির করে তুল্‌ছে লতাপাতা সকল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল্‌ছে কিছুই দেখা যায় না—কিছুই শোনা যায় না—কেবল বাতাসের শব্দ—কেবল অন্ধকার—কেবল ভয়ানক ভাব। ঝড়ের সঙ্গে আবার বৃষ্টি এসে জুটল। জল, বৃষ্টি, শিল, এক হয়ে যেন প্রলয় করে তুল্লে, কি ভয়ানক সময়, কি ভয়ানক ব্যাপার—কি ভয়ানক কারখানা। এ সময় মধ্যে মধ্যে এরূপ হয় বলেই লোকে বৈশাখ মাসকে কাল বৈশাখ বলে থাকে। কাল বৈশাখের শেষ বেলায় এইরূপ দুর্ঘটনা হয়ে থাকে বলে এ সময় স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নয়।

এই ঘোর আঁধারে, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একখানি নৌকা দণ্ড ভাঙ্গা

নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত। মাঝি মাল্লা সকল সামাল সামাল শব্দে চীৎকার কচ্ছে—কেও কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না—নৌকখানি টলমল কচ্ছে—আরোহীগণ ভয়ে—ভাবনায়—ত্রাসে ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে। কি উপায়ে রক্ষা হবে—পরমেশ্বর কি বিপদ হতে নিস্তার কর্বেন-এইরূপ ভাবনায় মনের ভিতর বিষম তোলপাড় হচ্ছে। কোন কোন নৌকার চাল ঝড়ে উড়ে নদীর জলে পড়্ছে—গতিক খারাপ দেখে কোন কোন মাঝিরা নৌকার কাছি কেটে দিচ্ছে—এমন সময় একটী যুবাপুরুষ মাঝিদের ডেকে বল্লেন, "খুব সাবধান এ বিপদ হতে উদ্ধার পেলে তোমাদের বিশেষ পুরস্কার হবে।

মাঝিরা বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাবু মশায়! আপনারা সাবধান হয়ে বসুন—কোন ভাবনা নাই, আমাদের প্রাণ থাক্‌তে আপনাদের বিপদ হবে না। তবে যদি পরমেশ্বর বিমুখ হন তবে বল্‌তে পারিনে।"

"খুব সাবধান বৈশাখের মাসের যেন এক সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যা না হয়।" এই কথা কএকটী মাঝিদের কাণে গেল কি না কে বল্‌তে পারে? কারণ জল ঝড়ের শব্দে কিছুই শুনা যাচ্ছে না। নৌকার চালের উপর শিলা-বৃষ্টির চড় চড় শব্দ—ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ বাড়্ছে, জলের ধারা তীরের ন্যায় গায়ে ফুটছে—দণ্ডভাঙ্গা নদীর আজ ভয়ানক চেহারা হয়ে উঠেছে। জল রাশি কেঁপে কেঁপে—ফুলে ফুলে উচু হয়ে উঠেছে। একটা ঢেউ—তার পর আর একটা—তার পর আর একটা এইরূপ করে অসংখ্য ঢেউ সকল গড়াতে গড়াতে এসে নৌকার গায়ে চড়াৎ চড়াৎ করে লাগছে, নৌকা খানি টলমল কচ্ছে। আর কক্ষতণ এরূপ হবে? বিধাতা তুমি স্থির নদীকে খেপিয়ে তুল্‌লে কেন? যে নদী ইতি পূর্ব্বে আনন্দবর্দ্ধন কচ্ছিল—কুল কুল রবে ধীরে ধীরে ভাল মানুষ্যের ন্যায় চলে যাচ্ছিল—সন্ধ্যাগগণের অপূর্ব্ব শোভা বুকে করে নৃত্য কচ্ছিল, সেই নদীর এখন এরূপ ভাব হলো কেন? সংসারের কি এই নিয়ম—প্রকৃতির কি এই খেলা—পরমে-শ্বরের কি এই অমোদ! যা সুখের—যা আমাদের—যা ভালবাসার—তার কি এই পরিণাম? যে জল যে বাতাস মানুষের প্রাণ রক্ষা কচ্ছে—আজ আবার সেই জলবাতাস প্রাণ নষ্ট কর্‌তে উদ্যত! সেই মৃদুবাতাসের এত শক্তি—সেই তরল জলরাশির এত বিক্রম।

গতিক খারাপ দেখে ঝড় জলের প্রবল অবস্থা দেখে নৌকাস্থ সকলে

মৃত প্রায় হয়েছে, কারো মুখে কোন কথা নাই—কি বল্‌বে—কি হবে—কি উপায়ে রক্ষা পাব, সকলেরই মন তাতে ব্যস্ত। ভয়ে ভাবনায় ত্রাসে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গ্যাছে। ইতি পূর্ব্বে যে শত শত বার—সহস্র সহস্র বার—কোটি কোটি বার মরণ কামনা কচ্ছিল, এখন মৃত্যু সাক্ষাৎ দেখে মনের আর সে ভাব নাই। লোকে কষ্ট পেলে মৃত্যুকে ডেকে থাকে—কিন্তু মৃত্যু যদি সেই সময় তার কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়, তবে আর সে কামনা—সে ইচ্ছা—সে ভাব থাকে না। মৃত্যুর চেহারা দেখে তার দিব্য জ্ঞান হয়। হাজার দুঃখ পেলেও এই দুঃখময় সংসার ছাড়তে ইচ্ছা করে না। সংসারের কেমন ভেল্কী লোকে কষ্ট পেয়েও আবার সেই পোড়া সংসারে থাকতে ইচ্ছা করে। লোকে মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন। ভয় কল্লে কি মৃত্যুর হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সংসার মৃত্যুর অধীন—প্রাণী সকল মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া আছে—যে মৃত্যু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে—সেই মৃত্যুর হাত হতে এ পর্য্যন্ত কেও নিস্তার পায় নাই। মৃত্যু সকলেরই সমান আত্মীয়—সে কাওকে ঘৃণা করে না—সকলকে সমান আদরে কোলে নিয়ে থাকে। রাজা প্রজা—পণ্ডিত মূর্খ—রোগী সুস্থ—সুরূপ কুরূপ সকলেরই সঙ্গে সমান ব্যবহার—সমান আদর—সমান দৃষ্টি! মৃত্যুর ন্যায় অপক্ষপাত ব্যবহার সংসারে আর কারো নাই। মৃত্যু আছে বলে সংসার স্থির অছে—মৃত্যু সুখের—মৃত্যু আনন্দের—মৃত্যু শান্তির আকর। রোগীর রোগ যন্ত্রণা—বৃদ্ধের অশক্ততা—শোকার্ত্তের শোক নিবারণ মৃত্যু ভিন্ন কে কর্‌তে পারে? তবে লোকে মরণে এত ভীত—এত বিষণ্ণ—এত চিন্তিত হয় কেন? মৃত্যুর পর কি হয়—মৃত্যু ইহ সংসার হতে সকল বন্ধন—সকল ঘটনা—সকল মায়া হতে দূরে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায়—কেন নিয়ে যায় তা কেও জানে না বলেই, বুঝি মরণে লোকের এত ভয়? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগে মৃত্যু প্রাণী সকলকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—যেখানে পূর্ব্ব পুরুষ—আত্মীয় স্বজন—শত্রু মিত্র—হৃদয়ের ধন পুত্র—বুকের কলিজা স্বামী—প্রাণের আরামদায়ী পিতা মাতা অথবা সংসারের আনন্দরাশি স্ত্রী প্রভৃতি চিরকাল—অনন্তকাল যেখানে যায়—সেখানে থাকে—মৃত্যু সেই দেশের নিয়ন্তা। সেই মৃত্যুর জন্য প্রাণ এত কাঁদে কেন? মৃত্যু নানা প্রকার আকার ধারণ করে, সংসারে বিচরণ করে। সেই এক একটী আকার দেখে, লোকের ত্রাস হয়,—হৃদয়ের রক্ত

শুকিয়ে যায়—শরীরের হাড় কাঁপতে থাকে—দৃষ্টি শক্তি অন্ধকার হয়—চারিদিকে শূন্য দেখায়। সেই জন্য এত আশঙ্কা।

এই যে মৃত্যু, ভয়ানক ঝড়ের চেহারা ধরে, দণ্ডভাঙ্গা নদীর গর্ভে উপস্থিত হয়েছে—এ ভাব দেখ্‌লে কার না মন কম্পিত হয়? পাঠক যদি কখন এরূপ অবস্থায় পড়ে থাক—রাত্রি উপস্থিত—চারিদিক আঁধার ভয়ানক জল—ঝড়—শিল—এক একটি ঢেউ উঠে নৌকা ডুবু ডুবু কচ্ছে—চারিদিকে মৃত্যু বিকট মুখে বিভীষিকা দেখাচ্ছে—আর সেই অবস্থায় নৌকা মধ্যে প্রাণের পুঁতুল ইহ জীবনের জুড়াবার স্থল—হৃদয়ের রক্ত—নয়নের তারা, সংসার কাননের সুখ বসন্তের প্রাণের পেষো পাখী অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী থাক্‌তে—তার মুখ দেখ্‌লে—তার ঐ উদাস চোকে উদাস দৃষ্টি—ঐ বিষণ্নভাব, ঐ কাতর চেহারা, ঐ মর্ম্মভেদী চঞ্চলতা দেখ্‌লে কার না বুক ভেঙ্গে যায়, কার না প্রাণের মধ্যে অব্যক্ত আঘাত লাগে—কার না শরীরের হাড়গুলি খসে পড়ে। সমুদায় আশা ভরসা, সমুদায় আমোদ প্রমোদ—সমুদায় সুখ চিরদিনের জন্য ত্যাগ কর্‌তে হবে। প্রাণের প্রতিমা—সংসারের আলো, জীবনের সুখতারা, শরীরের বল—হৃদয়ের রক্ত—বিষময় সংসারের অমৃত, তাকে জন্মের মত, চিরদিনের মত, ইহকাল পরকালের মত, অনন্তকালের মত এই দণ্ডভাঙ্গাগর্ভে—এই জল রাশিতে বিসর্জ্জন দিতে হবে। উঃ! ভাবলে শরীর অসাড় হয়ে যায়। এই ঘোর অবস্থায় যিনি পড়েছেন, তিনিই সেই অবস্থার কথার সেই অবস্থার ভাব—সেই অবস্থার যাতনা,—সেই অবস্থার মর্ম্মবেদনা বুঝ্‌তে পারেন।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের বিষয় তা বল্‌তে পারিনে; নৌকাস্থ লোকদিগকে আর অধিক্ষণ এই অবস্থায় থাক্‌তে হলো না, ঝড় আরো হতে লাগ্‌ল—মাঝিরা বলে উঠ্‌লো, "আর রক্ষা নাই—আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হলো।" মাঝিদের কথা শেষ না হতে হতে উড়ো ঘুঁড়ি সুত কেটে গেলে যেমন হেলতে দুলতে নীচে পড়ে—সেইরূপ করে নৌকাখানি ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে হেলতে দুলতে দণ্ডভাঙ্গা গর্ভে ডোবে ডোবে এমন সময় শেঠজী বলে উঠলেন, "মানকুমারী এই শেষ দেখা"—মানকুমারী শেঠজীকে যেমন জড়িয়ে ধর্‌বে,, এমন সময় উদাসিনী তাকে কি বলবার জন্য যেমন মুখ বাড়িয়েছেন, অমনি নৌকাখানি সেই অতল জলে টুপ করে ডুবে গেল।

ঊনবিংশ স্তবক।

—:০:—

দুটি রূপের ডালি।

"দিন্‌কা মোহিনী, রাৎকা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে
দুনিয়া সব বাউরা হোকে।
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥"

দোঁহাবলি।

তাইতো লো ঔষধের গুণ ধরেছে;—বলদেব সিংহের ঘুমন মন জেগে উঠেছে, সে দিন বিশ্বেশ্বরের নাট মন্দিরে তাঁর যেরূপ চেহারা দেখ্‌লেম যেরূপ চোকের ভাব—যেরূপ ব্যস্ততা—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ নিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যা হোক সহজে, খোঁজ দেওয়া হবে না। আগে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াই, তাঁর মনের কতদূর দৌড় তা আগে দেখি বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝি—তবে দেখা করার কথা।

ছোট বৌ। তোর মন বুঝ্‌তে এখনও বাকী আছে? আমি বুঝি সংসার মধ্যে মন বুঝা অতি সহজ কথা। মন যদিও কেও দেখ্‌তে পায় না, মন যে কি পদার্থ, তা বল্‌তে পারি নে—কিন্তু মনের কাজ দেখ্‌লেই মন ধরা পড়ে। মানুষ মন ঢেকে রাখ্‌তে পারে, কিন্তু তার কাজ কেও ঢাক্‌তে পারে না। সাত পুরু কাপড় ঢাকা দিলেও আগুণের ন্যায় পোড়া মন আগে বেরিয়ে পড়ে।"

"মেইজদিদি! তুমি যা বল্লে সকলই সত্য—কিন্তু সকলের পক্ষে মন বুঝা সহজ কাজ নয়। আমি এই জানি সকল কাজ চাইতে মানুষের মন বুঝা অতি কঠিন কথা। চিরকাল যাকে নিয়ে এক সঙ্গে কাল কাটালেম, কিছু দিন পরে আবার তার মন পাওয়া যায় না, মন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় কেবল টক্ টক্ ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক দণ্ড—এক পল যে স্থির নয় তাই বলি সংসারের সকল জিনিস চেনা যায়—কিন্তু পোড়া সংসারের পোড়া মন চিনা ভার।

এই কথা শুনে মেজো বৌ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "এ এখন তোমার মন চিনার এত পীড়াপীড়ি কেন? মন চিনতে সে আপনিই ধরা দেয়। তুমি মনের কথা ছেড়ে দেও—আমি পূর্ব্বেই বলেছি—এখনও বল্‌ছি আর এখানে থেকে কাজ নাই—দেশে ফিরে চল।

"তা হবে না—আমি সহজে কাশী ছাড়্‌ব না—যখন এখানে এসেছি—তখন একটা উপায় করা চাই।"

লক্ষী চৌতারায় একটী তেতালা ঘরে বসে তাঁদের দুইজনে এই রকম কথা বার্ত্তা হচ্ছে। লক্ষী চৌতারা কাশীর মধ্যে একটী পল্লী। এখানে বাঙ্গালীর প্রায় বাস নাই। কেবল হিন্দুস্থানী মহাজন ও গৃহস্থের বাস। সকলেই প্রায় ধনী—টাকায় কুমীর। পাথরের বড় বড় বাড়ী—সামান্য গলি রাস্তা সর্ব্বদাই লোক জনে গিস্ গিস্ কচ্ছে। একদণ্ড ভিড় ছাড়া নাই—হিন্দুস্থানী ছেলে গুলো—থাতায় থাতায়—দলে দলে—পলে পলে এক এক রেজিমেণ্টের ন্যায়—এক একটা যাত্রীদলের ন্যায় রাত দিন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঘাঘরা পরা—উড়না গায়ে—মুখ ঢাকা—নথ নাক করা রকম রকম মেয়ের দলও থাতায় থাতায় রাস্তা শোভা করে দেখা দিচ্ছে। ওড়নার বাহারে—চলনের ঠমকের—খোস চেহারায় মনের আঁধার ঘুচে যায়। স্ত্রীলোকদের রূপের তুলনা কর্‌তে হলে কাশীতে ভারি সুবিধা—টমাসের হাটে যেমন নানা স্থানের নীলের আমদানী হয়—সেইরূপ ভারতবর্ষের নানা স্থানের—নানা জেতের—নানা রকমের মেয়েমানুষ এখানে এসে থাকে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে—পুরুষগুলোর চোকে ধুলো দিয়ে—লোক লজ্জার মাথা খেয়ে—বাঙ্গালী—লাহোরী—গুজরাটী—কাশ্মিরী—মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি নানা জেতের স্ত্রীলোক এসে কাশীকে আনন্দ কানন করে তুলেছে—এই আনন্দ কাননে যে সকল ফুল ফুটে আছে—সে ফুলের সৌন্দর্য্য শোভা—বাহার দেখ্‌লে কত লোকের মুণ্ড ঘুরে যায়। যেখানে স্ত্রীলোকের এত আমদানী—এত বাহার—সেখানে সহজেই যে নানা প্রকার পাপ—নানা প্রকার অত্যাচার—নানা প্রকার বদমায়েসী—নানা প্রকার চুরী—নানা প্রকার ফেরেবী—নানা প্রকার গর্হিত কাজ ঘট্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি? কাশীর পাপ ও পুণ্য যদি ওজন করা যায়; তবে পুণ্য অপেক্ষা পাপের দিক ভারি হয়। শিবের ত্রিশূল মজবুত বেশী তাই এত পাপের, ভার সহ্য করিতে পারে।

মেজো বৌ ও ছোট বৌ যে ঘরে বসে কথা বার্ত্তা বল্‌ছিলেন সে ঘরটী রাস্তার উপর। পথের দিকে একটি জানালা আছে,—জানালাটি তখন খুলা ছিল। ছোট বৌ পান খেয়ে মুখ লাল করে—একবার জানালায় মুখ বাড়িয়ে পথে লোকজন যাতায়াত দেখ্‌ছে—এক একবার মেজো বৌয়ের পানে সেই পান খাওয়া লাল টুক্‌টুকে মুখখানি ফিরিয়ে কথার জবাব দিচ্ছে। তুটি বৌই অত্যন্ত সুশ্রী—যেন লক্ষ্মী সরস্বতী ঘর আলো করে বসে আছে! কার ঘরের প্রদীপ—প্রাণের প্রদীপ—ভাগ্যের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়ে এখানে জল্‌ছে? তাদের চেহারার কেমন একটি মাধুর্য্যভাব যে একবার দেখ্‌লেই আর সে দিক হতে চোক ফিরতে ইচ্ছে হয় না। ছোট বৌটী বড় লম্বাও নয়, নিতান্ত খর্ব্বও নয়, সচরাচর মেয়ে মানুষ যেমন মাথায় উঁচু হলে মানায় ঠিক সেইরূপ। রং কাপড় ফুটে বেরুচ্ছে—যেন কনক চাঁপা ফুটে রয়েছে—ষষ্ঠীর দিন যেন ভগবতীকে হলুদ মাখিয়ে রেখেছে—যেন কাঁচা সোণা টস্‌ টস্‌ কচ্ছে! যেমন রং তেমনি গড়ন তেমনি ভাব—ঠিক যেন পটে একখানি ছবি এঁকে রেখেছে অনেক মেয়ে মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন চোকের খুত—এমন চাউনী—এমন ভাব দেখি নাই। চোক তুটি ভাসাভাসা ডুবডুবে—যেন পটল চেরা—যেন কেহ তুলি দিয়ে আঁকা—কপালখানি নিটোল কোন খুঁত নেই—মুখের চেহারার ভাব যেন হাসি মাখা রয়েছে—গালের উপর গোলাপ দলের আভা বেরুচ্ছে হাস্‌লে তুই গালে তুটি টোপ খাওয়ার মত দাগ হয় দাঁতগুলি যেন মুক্ত বসিয়ে রেখেছে—ঠোঁটতুখানি পাকা তেলাকুচর মত বাঙা খুব পাতলা; এমন মুখ—এমন চোক—এমন নাক—এমন দাঁত—এমন ঠোঁট—প্রায় দেখা যায় না—যেমন রং—যেমন সরেস মুখ—তেমনি কাল মিসমিসে রেশমের মত চুল—কতক পীঠের দিকে—কতক ঘাড়ের উপর—কতক তুই গালের উপর দিয়ে বুকে পড়েছে—মেঘের মত কাল চুলের মধ্যে মুখখানি যেন মেঘের কোলে শরতের চাঁদ—কাল শেওলার মধ্যে যেন শতদল পদ্ম—ধনপাতার মধ্যে যেন ম্যারিরেডি গোলাপ ফুটে রয়েছে। থকথোকে গড়ন—গোলাল গোলাল হাত পা—নধর শরীর মিষ্ট চেহারায় পরীর মত রূপ ভেঙে পড়েছে,—পায়ের আঙ্গুল হতে—মাথার চুল পর্য্যন্ত কোন স্থানে—কোন অঙ্গে কোন খুঁত নেই—শরীর মোটা সোটা—কি বড় কাহিল তা নয়—হাড়ে মাসে জড়ান যেন [illegible]

চেহারা—তেমনি মিষ্ট কথা—কথার লালিত্যে কাণ জুড়ায়—যেন পরমেশ্বর যত মধু কথায় মাখিয়ে রেছেছেন। ছোট বৌয়ের নাম পূর্ণ-শশী—পূর্ণশশী যথার্থ পূর্ণ শশীই বটে।

ছোট বৌ অপেক্ষা মেজো বৌ যদিও কিছু বড়—কিন্তু দেখ্‌তে কোন অংশে তা চেয়ে নিকৃষ্ট নয়—তা বয়স এতই বা কি বেশী? তিন চারি বৎসর চাইতে বেশী বোধ হয় না। মুখখানি এখনও বেশ কাঁচা কাঁচা—রূপ যেন উথ্‌লে পড়্‌ছে। ছোট বৌ বা পূর্ণশশী অপেক্ষা কিছু মোটা—তবে মোটায় বেমানান নয়—বরং দোহারা গড়নে আরো এক রকম দেখ্‌তে ভালই দেখাচ্ছে। রঙ্‌ কিছু মাটো মাটো—তাই বলে শ্যামী বামীর ন্যায় মিসকালী—কিম্বা বসন্তের কোকিলের ন্যায় মিসমিসে বদ্ধ কাল নয়। হাত পাগুলি যেন ননী দিয়ে গড়া—গায়ে যেন হাড় নেই বিশেষ গলায় শাঁকের ন্যায় তিনটী দাগ—কোমরের উপর তিনটী থর নামাতে এক রকম চমৎকার ভাব দেখায়। পূর্ণশশীর চুল অপেক্ষা মেজো বৌয়ের চুল কিছু খাট তা বলে টিকটিকির লেজ নয়—একটা মাথা চুলে—হাসি হাসি মুখে—বড় বড় চোকে ইনিও একজন কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে কম নন। কথায় বেশ মিষ্টতা—বেশ ধরণ—বেশ বাঁধুনী—সর্ব্বদা শুন্‌তে ইচ্ছে হয়—এবং কথা কয়ে সুখ আছে—যোল আনা আঠোর আনা—কখন কখন পাঁচশিকে উত্তর পাওয়া যায়। খুব আমোদে খুব মজাড়ে—খুব গোলা—খুব মেসক। যে বড় শত্রু সেও যদি তার চোকের সুমুখে পড়ে ও কথা শুনে—তবে সে শত্রুতা ভুলে যায়। তার রূপ দেখে—তার কথা শুনে—সে আর সেখান হতে এক পাও নড়্‌তে চায় না। চুম্বকেরই যে কেবল আকর্ষণ শক্তি আছে এমন নয়—রূপের আকর্ষণ-কথার আকর্ষণ—প্রণয়ের আকর্ষণ আরো জোরাল। মেজো বৌয়ের রূপে খুব আকর্ষণ শক্তি আছে। রূপ দেখলে পোড়াচোক কেনই যে সে দিকে আকৃষ্ট হয়—পোড়া মন কেনই যে সেদিকে গড়াতে থাকে—তা বল্‌তে পারিনে। আগুণের শোভায় কীট পতঙ্গ ঝাঁপ দেয়—রূপের শোভায় মন পুটিয়ে পড়ে। এইরূপে কত প্রাণ—কত ধন—কত সম্পত্তি কত রাজ্য—কত পাণ্ডিত্য—কত বিদ্যা—কত প্রবীণতা—কত মান কত ধর্ম্ম যে নষ্ট হয়েছে—তা গুণে শেষ করা যায় না। এই রূপের আগুণে—সোণার লঙ্কা ছারখার হয়েছে ট্রয় ভস্ম হয়েছে—মুসলমান কর্তৃক রাজপুতানা

উচ্ছিন্ন হয়েছে। নারীর রূপের ভয়ানক শক্তি—ভয়ানক আকর্ষণ—ভয়ানক ক্ষমতা—ভয়ানক ধরণ। জলের মধ্যে যেমন বাড়বানল থাকে মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুতের আগুণ থাকে—জহরের মধ্যে যেমন প্রাণ নাশক বিষ থাকে—রূপের মধ্যেও সেইরূপ কারখানা দেখা যায়। মেজো বৌয়ের রূপের মধ্যে যে কি আছে তা মাথার উপর যিনি আছেন তিনিই জানেন। নতুবা রূপের—মনের ভালবাসার কথা—তার অন্ত—তার শেষ ফল কে বল্‌তে পারে? পরমেশ্বর যদি দুঃখের—আঁধারের মনের মালিন্য ঘুচতে এই রমণীরূপ সৃষ্টি করে থাকেন—তবে এর ভিতর এত অনর্থ ঘটে কেন? রূপ ফুলে—চাঁদে—বালকের মুখে রাখলেই তো কোন গোল হতো না—কোন রাজ্য যেতো না—এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে পৃথিবী কলঙ্কিত হতো না। রূপ রমণীর দেহে কেন? মাণিক পাপের মাথায়? প্রাণ নাশক অস্ত্র পাগলের হাতে কেন? অতুল ঐশ্বর্য্য মূর্খ পুত্রের হাতে কেন? কেশরের শোভা সিংহের ঘাড় কেন?

আমাদের কথা শুনে—পাগ্‌লামি দেখে—গাঁজাখুরি লেখা পড়ে—বোধ হয় অনেক রূপবতী পাঠিকা চটিতে পারেন। পুস্তকের এই পাতাটী সম্মুখস্থ ঐ দীপশিখায় আহুতি দিতে পারেন—এবং তিনি যদি চঞ্চলা হন, তবে আঙ্গুল মট্‌কে দুই একটি গালি দিতেও বঞ্চিত করিবেন না। কিন্তু এর মধ্যে একটি কথা আছে—রূপ যদি পবিত্রভাবে থাকে—রূপ যদি আপন ঘর আলো করে থাকে—রূপ যদি স্বামীর পায়ে লেগে থাকে—সেই রূপ অতি মধুর—অতি স্নিগ্ধ—অতি রমণীয়—অতি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ও সৌন্দর্য্য সকলের ভাগ্যে ফলে না। এ রত্নের জ্যোতি সকল স্থানে দেখা যায় না—এ পুষ্পের সৌরভ সকলের ভোগ হয় না। আমরা কেবল রূপের ভিখারী নই—শুধু রূপে প্রাণের পিপাসা—মনের আশা—সংসারের সাধ মিটে না। রূপ অল্প দিনের জন্য—রূপ অস্থায়ী—রূপ জোয়ারের জল; যে রূপ এত চঞ্চল—তার জন্য প্রাণের এত পিপাসা কেন?

রূপ ধুয়ে খাবার জিনিস নয়—রূপ পরকালের সম্পত্তি নয়—রূপ আয়রনচেষ্টে তুলে রাখ্‌বার পদার্থ নয়। ফুলের মত আজ ফুটে—আজ ব্যবহারে—আজ গৌরবে—আজ সৌরভে দেশ মাতিয়ে তুল্‌বে—পাড়ায় মধুপাড়ায় কত কর নিমন্ত্রিত হবে—বাতাস এসে তার বুক হতে পরিমল

নিয়ে চারিদিকে বিলতে থাক্‌বে। কিন্তু কাল যে তার কি দুর্দ্দশা হবে—কাল যে তার সে বাহার—সে চেহারা—সে সৌরভ—সে মধুকরের মধুর-ধ্বনি—সে বাতাসের মধুর মিলন—সে তরুশিরে—সে লতার কোলে বঙ্কিমভাবে হাসিমুখ লুকাতে আর পথ পাবে না। সে মনের দুঃখে—অভিমানে—লজ্জায়—শত্রুর হাসির গঞ্জনায়—মরমে মরমে খসে পড়্‌বে—মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাটি হবে। তাই বলি রূপ মিথ্যে—রূপ লোক ভুলবার—চোক ভুলবার ফাঁদ। রূপের আলোতে সংসারের যে কি লাভ হয় একাল পর্য্যন্ত কেও তো সে উপকার দেখ্‌তে পেলে না। মনুষ্যের রূপ—গুণ, যার গুণ আছে—তার গুণই রূপ।

এই যে দুটী রূপের ডালির আলোতে লক্ষ্মী চৌতারার পাথরের বাড়ী আলো করেছে—রূপের ঢেউ জানালা দিয়ে এক একবার বেরুচ্ছে। এ রূপের যে কি গুণ—কি শক্তি—কি আকর্ষণ—কি চটক তা কে বল্‌তে পারে? ঐ যে আকাশের কোলে—মেঘের বুকে চমৎকার বিদ্যুতের রূপ বেরিয়ে জগৎ মাতিয়ে তুল্‌ছে—চোক ঝাঁজিয়ে যাচ্ছে—ও রূপরাশি গুফাতে থাকাই ভাল—চোকে না দেখা আরো ভাল। তফাত হতে যে, চোক আরো ঝাঁজিয়ে তুল্‌ছে—যার শোভা সহ্য হচ্চে না—সে রূপ স্পর্শে নিশ্চয়ই মৃত্যু। সংসারের অনেক যুবতীরও সেইরূপ চোক ঝাঁজনে দগ্ধকারী রূপ আছে—সে রূপের পরিণাম অতি ভয়ানক—অতি যাতনা-দায়ক—অতি শোকজনক।

পূর্ণশশী ও মেজো বৌ দুইটিই রূপবতী। দুয়ের রূপে সে ঘরের আঁধার নষ্ট হয়েছে। পূর্ণশশী ও মেজো বৌ দুটিতে খুব ভাব—খুব বিশ্বাস—খুব আমোদ। মেজো বৌ কখন পূর্ণশশীকে ছোট বৌ—কখন পূর্ণশশী—কখন পূর্ণচন্দ্র বলে আদর করে ডাক্‌তো। পূর্ণশশী তাকে মেইজদিদি ভিন্ন নাম ধরে ডাক্‌ত না। মেজো বৌয়ের নাম প্রমোদকানন, প্রমোদ-কানন ও পূর্ণশশী বলদেবের কথা নিয়ে আনন্দ কচ্ছে। বলদেব তাদের জপমালা—বলদেবের মনোগত অবস্থা জানাই তাদের প্রধান দরকার। এই দরকারের জন্যই অহল্যাবায়ের ঘাটে গুপ্ত পত্র দেয়। বলদেব পত্র পেয়ে কিরূ অবস্থায় আছেন—আজ সেই কথা নিয়ে তাদের চিন্তা হচ্ছে। এ চিন্তায় সুখ কি দুঃখ তা পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননই জানেন—আর মাথার উপর পরমেশ্বর জানেন। লক্ষ্মী ও পূর্ণশশীতে স্ত্রী চারি

কে বুঝ্‌তে পারে? স্ত্রীলোক এক পক্ষে দেবী—এক পক্ষে পিশাচী—এক পক্ষে অমৃতের আকর—অন্য পক্ষে বিষের কলসী—এক পক্ষে স্বর্গ—অপর পক্ষে ঘোরতর নরক। যে রমণী-হৃদয় দয়া মায়ার জন্য সংসারে অতুল্য, সেই হৃদয় আবার নানা কুকার্য্য নানা চাতুরী—নানা পাপ কার্য্যের রঙ্গভূমি। স্ত্রী নিয়ে সংসার সাজান—স্ত্রী নিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল করা—স্ত্রী নিয়ে সংসারের আদর—স্ত্রী নিয়ে সংসারের সকলে স্থির থাকে—আবার লোকে সেই স্ত্রীর জন্য সংসারে দগ্ধ—দেশত্যাগী, সেই, স্ত্রীর জন্য হাড়ে হাড়ে হাড়ে জ্বালা—সেই স্ত্রীর জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন—সেই স্ত্রীর জন্য প্রাণে নানা দাগ—নানা কণ্টক—নানা আঘাত—নানা অসুখ। গৃহলক্ষ্মী যদি ঠাণ্ডা মেজাজের হন—মরণ পর্য্যন্ত তাঁর চরিত্র যদি নির্ম্মল থাকে—পবিত্রভাবে যদি সংসারের ঢেউ সহ্য কর্‌তে পারেন—তবেই স্ত্রী সুখের—আনন্দের মনুষ্য-জীবনের রত্ন বিশেষ।

আমরা রত্ন চিনি না—রত্নের ব্যবসায়ী নই—সুতরাং রমণীরত্নের চরিত্র আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজ যে দুইটি রমণীরত্ন পাঠক পাঠিকাদের সাম্‌নে পেশ কল্লেন—এরা দেবী কি পিশাচী—অমৃত কি হলাহল তা পাঠকবর্গ বিচার করুন।

পূর্ণশশী জানালায় বসে মধুরমুখে মধুরহাসি তুলে চুল খুলে বসে আছে। প্রমোদকানন ঘরের মেজেয় বসে তার কথায় যবাব দিচ্ছে। এমন সময় পূর্ণশশী হটাৎ পথেরদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বলে উঠ্‌লো, "মেইজ দিদি ঐ যায় লো"—এই কথা বলেই তার হাতে একটী পানের দোনা ছিল, সেইটী জানালা দিয়ে কাকে লক্ষ করে ফেলে মাল্লে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপ্‌সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

বিংশতি স্তবক।

—:০:—

আশা না পূরিল।

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরগতংপ্রয়াতি।
যচ্চেতসা ন গনিতং তদিহাভুপৈতি।"

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে মানুষের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল এবং একটী স্ত্রীলোক উপরে উঠে এলো। সে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "যা হোক মন্দ নয়—সেই রাত্রে চল্লে এলে আর কি দেখা দিতে নেই? তোমাদের মায়া দয়া কি এই রকম? আমরা আর ভেবে বাঁচিনে,—গিন্নী সর্ব্বদাই বলেন, "হেঁ লো চাঁপা! বৌ দুটোর আক্কেল কি? এমন নির্ম্মায়া শরীর তো কখন দেখিনি?"

চাঁপার কথা শুনে পূর্ণশশী ফিক্ করে হেসে বল্লে, আমার "কোন দোষ নাই চাঁপা!—ঐ মেইজদিদির জন্য যেতে পারি নাই।" এই কথা বলেই আবার সুর ফিরিয়ে বলে উঠল, "না লো মেইজদিদির কোন দোষ নাই। নানা গোলযোগে দেখা কর্‌তে পারি নাই—সে যা হোক, গিন্নী ভাল আছেন তো?"

চাঁপা। তিনি এক রকম ভাল আছেন। তোমরা কি সেই পর্য্যন্ত এখানেই আছ? তোমাদের দেখবার তরে না খুজেছি এমন স্থান নাই। যা হোক, আজ শিকল কাটা পাখী দুটি যখন পেয়েছি, তখন ছাড়্‌ব না।

প্রমোদ। এ পাখী ধরে তোমার লাভ?

চাঁপা। বিনা লাভে কে কোন কাজ করে থাকে?

পূর্ণ। লোকে তো দুই রকম লাভের আশায় পাখী ধরে, তোমার কি রকম লাভের ইচ্ছে?

চাঁপা। দু রকম লাভ কি কি?

পূর্ণ। ব্যাধেরা ধরে ধাড় ভাঙে, আর সৌখিন লোক সখ করে পোশে।

চাঁপা। এ সাধের পাখী পুষবার জন্য ফাঁদ পেতে বেড়াচ্ছি।

পূর্ণ। যদি পোষ না মানে?

চাঁপা। হাতের গুণে পোষ মান্তেও পারে।

প্রমোদ। কি লো চাঁপা দিদি! এত ঘটকালী কেন? এখন পাখী ধরা ব্যবসা হয়েছে নাকি?

চাঁপা। কি করি ভাই দরকারে সবই কত্তে হয়।

পূর্ণ। কার দরকার?

চাঁপা। একটী লোকের।

প্রমোদ। সে লোকটি কে?

চাঁপা। যাকে কলুর বলদের মত ঘুরুচ্ছ।

প্রমোদ। তোমার ভাই কথার ভাব কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

"বুঝন মানুষকে বুঝন বড় শক্ত কথা।" এই কথা বলে চাঁপা আস্তে আস্তে বল্লে "বলদেব সিংহ।"

"বলদেব সিংহ" এই নামটি শুনে পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন যেন শিউরে উঠ্‌ল, চোকের এক রকম নূতন ভাব হলো—শিরায় শিরায় রক্তের গতি বাড়্‌ল। বলদেব সিংহ যে আমাদের জন্য ঘুরে বেড়াচ্চে তা চাঁপা কেমন করে টের পেলে, আমরা চাঁপা কিম্বা গিন্নীকে তো কোন কথা বলি নাই—আর আমরা যে গিন্নীর বাড়ী ছিলেম—তাই বা বলদেব কার কাছে শুন্‌লে? তাঁরা দুজনে এইরূপ ভাব্‌ছেন, কারো মুখে কোন কথা নেই, এমন সময় চাঁপা হেসে বল্লে, "তোমরা এত ভাব্‌ছ কেন? বলদেব কি তোমাদের এত ভাবনার সামগ্রী?

চাঁপার কথা শুনে পূর্ণশশী আবার হেসে উঠ্‌ল, আবার শরতের চাঁদ যেন মেঘের ঢাকা হতে বেরুল—পূর্ণশশীর মুখে হাসির ফুল ফুটে ঘর আলো হলো। "ভাবনা" কিসের চাঁপা! এই উত্তর চাঁপার কাণে গেল। চাঁপা বলে উঠ্‌ল "কিসের ভাবনা তা আমি বল্‌তে পারিনে—তোমাদের মন বল্‌তে পারে। বলদেব তোমাদের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে—একটী ভদ্রলোককে পাগল করা কি উচিত—এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য আমি তোমাদের খুজে বেড়াচ্ছি।

চাঁপার কথা শুনে প্রমোদকানন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "পাগলের ওষুদ পাগলা গারদে মিলবে—সে জন্য এখানে কেন চাঁপা? বলদেব

(১২)

সিংহ পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে কেন—সে কথা শুনে আমাদের দরকার? আমরা তো আর পাগলের চিকিৎসা করতে কাশীতে আসি নাই যে, তাই তুমি রোগী জুটিয়ে এনেছ। অনেক দিনের পর এলে—কেমন আছ—দিদী কেমন আছেন সেই সব কথা বল। তাতে আমাদের দরকার। নতুবা আগডোম্ বাগডোম্ শুনে কোন ফল নাই।

প্রমোদকাননের কথা শুনে চাঁপার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হলো—তার মনে বড় সাধ বলদেবের সিংহের সহিত এদের দেখা করে দেবে—খুব পুরস্কার পাবে—এখন প্রমোদকাননের কথা শুনে তার সেই বড় আশায় ছাই পড়্ল। চাঁপা মনে মনে ভাব্তে লাগ্ল—এদের মনের ভাব কি? আমাকে গোপন করা কি এদের মতলব? আমাকে গোপন করা তো কোন ফল দেখ্ছি নে। যা হোক, সহজে ছাড়া হবে না। এই ভেবে চাঁপা পুনরায় বল্লে, "তোমরা যদি বলদেবকে না চেন—তবে আমাদের জন্য তিনি এত ব্যস্ত কেন? তবে এই হতে পারে—আমার কাছে সে সব কথা না বলতে পার। কিন্তু এ নিশ্চয় যেন আমাকে বলায় তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না। আমাকে তোমরা পর ভেব না। চাঁপা তোমাদের অপ্রিয় কাজ কর্‌তে কখন এখানে এসে নাই।

চাঁপার কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে, "রাগ কচ্ছিস নাকি? অনেক দিন পরে দেখা হলো—সংসারে কি আর কোন কাজ নেই—আর কোন কথা নেই, তাই ঐ কথা নিয়ে নাড়া চাড়া। আমরা বাঙ্গালী—বলদেব হিন্দুস্থানী—তাঁর কথা আমাদের কাছে কেন? তাঁকে যদি আমাদের কোন দরকার থাক্‌ত তা হলে তোকে ভাই এখনই বিদ্যেসুন্দরের মালিনীমাসী করে আদর কর্‌তেম—আমরা এসেছি তীর্থ কর্‌তে—বিশ্বেশ্বর দর্শন কর্‌ব—পঞ্চ গঙ্গায় স্নান করে মনের ময়লা দূর কর্‌ব—তার পর দেশে যাব। আমাদের ভাই সিংহ ব্যাঘ্রে দরকার কি? ও কথা ছেড়ে দেও! এদিকে কোথা যাচ্ছ?

একটী লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এই পথে যাচ্ছিলেম—এমন সময় তুমি পানের খিলি ফেলে ডাক্‌লে—তাই এখানে এসেছি।

পূর্ণ। যার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছো—তার নাম কি? আমরা কি জানতে পাই নে?

চাঁপা। না পাবার তো কারণ নাই।

পূর্ণ। তবে বল কেন শুনি।

চাঁপা। শুন্‌লে ভয় পাবে।

পূর্ণ। কেন লো—ভূত নাকি ?

চাঁপা। এক রকম বটে।

পূর্ণ। ভূতের সঙ্গে লোকে নাকি ইচ্ছে করে দেখা কর্‌তে যায় ?

চাঁপা। যদি না যায় তবে যাব কেন ?

পূর্ণ। সে ভূতটীর নাম কি চাঁপা বল্‌না।

চাঁপা। শুনলে ডরিয়ে উঠ্‌বে।

পূর্ণ। দিনের বেলায় ডরাব এমন কি নাম চাঁপা ?

চাঁপা। সে বড় ভয়ানক নাম।

পূর্ণ। তোর সকলই সৃষ্টিছাড়া কথা, নাম শুনলে নাকি আবার লোকে ডরায়।

চাঁপা। তোকে দেখ্‌লেম বলেই বল্‌ছি।

পূর্ণ। কি দেখ্‌লে।

চাঁপা। ডরাতে।

পূর্ণ। আমি ডরাব না—তুমি বল।

চাঁপা। "বলদেব সিংহ।"

এবার চাঁপার কথা শুনে প্রমোদকানন হেসে উঠ্‌ল। [illegible] কাপড় দিয়ে অল্প অল্প হাস্‌ছে—আর পূর্ণশশীকে বল্‌ছে—"পূর্ণচন্দ্র রায় নাম কর—গতিক খারাপ। চাঁপার এতক্ষণ এত ঘটকালী হচ্ছিল এই নামটী বল্‌তে বুঝি ?—আমরা বলদেবসিংহের কোন সংস্রব রাখি না—তবে কেন সেই নাম বারবার বলে বিরক্ত কচ্ছ ?

চাঁপার মনে আবার নিরাশার হাওয়া উঠ্‌ল—সে মনে মনে কত কথা ভাবতে লাগল—এর মানে কি—এক হাতে কখন তালি বাজে না—বলদেবসিংহ তত ব্যস্ত—তত পাগলের মত—আর এরা তাঁর নাম শুন্‌লে অন্য রকম কথা বলে উড়িয়ে দেয়—যা হোক, এরা নিশ্চয়ই আমাকে গোপন কচ্ছে। এদের কথায় বিশ্বাস করা হবে না—বলদেবকে এখানে আন্‌ব—পরস্পর দেখা দেখি হলে তখন বুজতে পারা যাবে—যথার্থ তাকে চেনে কি না। এদের কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—এরা আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এই বয়সে [illegible]

কত কারখানা আমার চোকের উপর রাত দিন ঘটছে—আমার কাছে আবার এরা উড়্‌তে পাখা মেলছে। ও আমার পোড়ার দশা! যা হোক, একদিনে সব কথা বেরুবে না।—পাঁচ দিন দেখা দেখি হলে সব কথা পাওয়া যাবে—চাঁপা মনে মনে এইরূপ স্থির করে বল্লে, "বৌঠাকুরুণ তবে আমি আজ চল্লেম—বিশেষ দরকারে যাচ্ছি। দেরি হলে যাওয়া বৃথা হবে।

পূর্ণশশী ও প্রমোদকান চাঁপার কথা শুনে বল্লে, "এতই কি কাজ—অনেক দিন পরে দেখা হলো—দুদণ্ড বোস—পাঁচটা কথাবার্ত্তা শুনি—না বস্‌তে বস্‌তে যাই যাই কচ্ছিস্‌ কেন লা।"

"বৌঠাক্‌রুণ—আবার এসে দেখা কর্‌ব—কিছু মনে করো না—কাজ না থাক্‌লে আরো খানিক বোসতেম। এই কথা বলে চাঁপা একেবারে উঠে দাড়াল—চাঁপা বৃথা কাজে এক মিনিট সময় নষ্ট করে না—যাতে তার লাভ আছে, সে কাজে তার খুব মনোযোগ।

প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী চাঁপাকে একান্ত যাওয়ার জন্য ব্যস্ত দেখে বল্লে, "তবে আর দেরি করে তোমার কাজের ক্ষতি কর্‌ব না। মধ্যে মধ্যে অবকাশ হলে দেখা দিস্‌—গিন্নীকে বল্‌ব—তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব—তুমি সর্ব্বদা তাঁর খবর দেবে।

"কেবল গিন্নীর খবর—আর কারো নয়?" এই কথা বলে চাঁপা আবার বেড়ানেক্ক গৃহস্থের মন বুঝিবারে চেষ্টা কল্লে, কিন্তু চাঁপার কপালের দোষেই হোক—অথবা যাত্রার ফেরেই হোক—তারা কিছুতেই সে কথাতে যোগ দিলে না—তারা যে বুলি ধরেছে—তা ফির্‌ল না—প্রথমেও যা—এখনই তাই—পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন কেনই যে চাঁপার কাছে বলদেবের কথা গোপন কল্লে—তার ভাব কে বুঝ্‌তে পারে? তাদের মনের কথা বুঝা বড় শক্ত—চাঁপা কিছুতেই কল্কে পেলে না। সুতরাং সে আর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সিঁড়িতে নামতে লাগ্‌ল—তারাও চাঁপার সঙ্গে সঙ্গে খানিক এগিয়ে এলো—তখন সে বল্লে, "তোমরা যাও আর আস্‌তে হবে না—আমি পথ চিনেছি—এই কথা বলে সে পথে দাঁড়াল। চাঁপা কোন্‌ দিকে যায় দেখ্‌বার জন্য পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন খানিক সেখানে দাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগল। কিন্তু ভাল দেখ্‌তে পেলে না। কারণ তখন বেলা অধিক ছিল না—আঁধার হয়ে আস্‌ছে—দূরের লোকজন ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখাচ্ছে—চাঁপা সেই

অল্প অল্প আঁধারে হন্ হন্ করে চলে গেল। কোন্ দিকে গেল—তার মনের ভাব কি—কি বুঝ্তে না পেরে তাঁরা সিঁড়ির কবাট বন্ধ করে উপরে উঠে এলো।

একবিংশ স্তবক।

এখন কি করি।

যেতে গেলাম প্রাণটী নিয়ে আন্তে করেম ভুল।
ফিরে গিয়ে চাইলে পরে,
ফোটা ফুলে হেঁসে মরে,
ব্যঙ্গ করে চোক ভরিয়ে উড়িয়ে দেয় ধুল।

মাধবী মুকুল।

চাঁপাকে বিদায় দিয়ে পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন উপরে উঠে এলো। এদিকে বেলাও অধিক নাই—সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চাঁদা হাসিমুখে আকাশে সাঁতার দিয়ে উঠ্ছেন—দুই একটী তারা উঁকি দিচ্ছে—আকাশের এক রকম নূতন শোভা হয়েছে;—বাতাস মিষ্ঠ লাগ্ছে—ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হচ্ছে—ফুল সকল মুখের ঘোমটা খোলে খোলে হচ্ছে—পাখী সকল বাসা নিয়েছে—গাছ পালা সকল ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখাচ্ছে—যুবতীগণ ছোট ছোট ছেলে কোলে নিয়ে কখন বা আকাশের পানে চেয়ে—চাঁদ আয়—চাঁদ আয় বলে—ছেলেটাকে চাঁদ ডেকে দিচ্ছে;—অবোধ শিশু যুবতীর কথায় বিশ্বাস করে যথার্থই চাঁদ ধর্ত্তে হাত বাড়াচ্ছে। বাগানে যেমন অসংখ্য ফুল ফুটে—বাগান আলো কচ্ছে—সেইরূপ সন্ধ্যাকালে কত স্বামীর ঘরে কত যুবতী ফুল ফুটে ঘর ও স্বামীর মন আলো করেছে। দেখ্তে দেখ্তে দুই এক দণ্ড রাত্রি হয়ে উঠ্ল, পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন কিছুই স্থির কর্তে পাচ্ছে না। চাঁপাকে সকল কথা ভেঙে বল্বে কি না—তা এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হয়ে উঠল না। তবে এ স্থির বুঝ্তে পাচ্ছে—বলদেব সিংহ অত্যন্ত

ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে। বলদেব কি ভাবে ব্যস্ত হয়েছে—তা বুঝা কঠিন। বলদেব গিন্নীর বাড়ী চার ফেলেছে—চাঁপা সেই চারের টোপ। তাই তো বলদেবকে গিন্নীর বাড়ী আমাদের সন্ধান কে বলে দিলে - পূর্ণশশী প্রমোদ-কাননকে এই কথা জিজ্ঞাসা কল্লে—প্রমোদ অল্প হেঁসে বল্লে—"কাওকে কোন কথা বলে দিতে হয় না—দরকার পড়্‌লে—বিশেষ খোজ নিলে সকল সন্ধানই পাওয়া যায়। বলদেব সিংহ যে কাশীতে আছেন—এ সংবাদ আমাদের কে বলে দিই ছিল ?"

পূর্ণ। তা ঠিক কথা—আমারও যেমন খোজ নিয়ে বলদেবকে পেইছি—বলদেবও সেইরূপ সন্ধান করে আমাদের তল্লাস নিয়েছে। সে যা হোক এখন কি করা উচিত ?

প্রমো। সেই তো বোন ! শক্ত কথা। ধরি মাছ না ছুই পানি—এরূপ হলেই তো সকল দিক বজায় থাকে।

পূর্ণ। মাছ মার্‌তে গেলেই গায়ে কাদা লাগে।

প্রমো। ভয় এই পাছে কাদা মাথাই সার হয়।

পূর্ণ। অতো ভাবতে গেলে কোন কাজ হয় না।

প্রমো। তা বলে কোন কাজেই ব্যস্ত বাগীশ হলেও চলে না।

পূর্ণ। কাজ বুঝে হওয়া চাই।

প্রমো। ছোট বৌ! সকল কাজেই তোর তাড়াতাড়ি—আমি রোজ রোজ বল্‌ছি একটু স্থির হ—সকল সুবিধা হবে।

"হু"—আমি বুঝি পথের লোকের গলা ধরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি" এই কথা পূর্ণশশী বল্লে। পূর্ণশশী একটু অভিমানী—সে অভিমান পাত্র বিশেষে কোন স্থানে রাগ, আবার সে রাগ সাধারণ রাগ নয়—আদর মাখা রাগ—আদুরে ছেলের আবদারের ন্যায়—ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙা ভাঙা সুরে—হাসি মাখা চেহারায় সে রাগ বা অভিমান প্রকাশ পায়। যে রাগকে লোকে চণ্ডালে রাগ বলে—যে রাগে দুই একটী যুবতী ছেলের পীঠে ভাদ্র মাসের তাল পড়ার শব্দ করেন—স্বামী বেচারীকে দাঁত ঝাড়ার শব্দে ভুত ঝাড়ান—পরিধান বারাণসী সাড়ীখানি হিরণ্যকশিপুবধের ন্যায়—খণ্ড খণ্ড করেন—অজাগরের ন্যায় রাগে ফুলে ফুলে উঠেন—এ—সেরূপ রাগ নয়। এ রাগে একটু মধুরতা আছে—একটু সৌন্দর্য্য আছে—একটু আমোদ আছে মিঠেকড়া গোছের—অম্ল মধুর গোছের—কম অল্প সোহাগী সোহাগ গোছের

এ আদর—অভিমান—হাসি—আমোদ মাখা রাগ—যুবতীর কাছে বড় শোভা হয়। এ রাগ একটু বেশী হলেই আর মিষ্টতা থাকে না—লবণ কিম্বা ঝালের ভাগ অধিক বোধ হয়—বেতালা হয়ে পড়ে। নিতান্ত মেদা গোছ যাকে বলে পূর্ণশশী সেরূপ নয়।

পূর্ণশশীর কথা শুনে প্রমোদ বলে উঠল "দূর পাগল রাগ কচ্ছিস নাকি!" আমি কি তোর মন জানিনে যে তাই লোকের গলা ধরে কাঁদবার কথা বলছি। তোকে কোন বিষয় ভাবতে হবে না, যে জাল ফেলা গ্যাছে তাতেই সব গুটিয়ে আস্‌বে। এজালে চুন পুঁটি হতে রাঘব বোয়াল পর্য্যন্ত কেউ এড়াই না—বলদেব তো বলদেব—দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্ত দেখ্‌লেম—কেও ফেঁসে গেল না। ভাল কথা চাঁপাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কত্তেও ভুলে গেলেম—বলদেব এখন কোন জায়গায় আছে?

পূর্ণ। সে যে ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল—আর খানিক থাক্‌লে খোঁজ পাওয়া যেত। চাঁপা বলবে বলেই তো এসেছিল।

প্রমো। তোর বুঝবার ভুল—চাঁপা যে কি মানুষ তুমি তো চিন্‌তে পার নি, সে যদি বলে রাম তবে ভাবছে রহিম—তার মুখে এক অন্তরে আর—তার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস নেই—সে চোরকে বলে চুরী কর্‌তে গৃহস্থকে বলে সারা রাত জেগে থাক্‌তে। আমি তাকে খুব চিনি।

পূর্ণ। তবে তাকে নিয়ে গিন্নি কেমন করে ঘর কচ্চেন?

প্রমো। বাজিকরেরা যেমন বনমানুষের হাড় নিয়ে ভেল্কি দেখায়—তেমনি গিন্নিও চাঁপাকে নিয়ে ভেল্কি দেখয়ে থাকেন।

পূর্ণ। বলদেবও বুঝি এই ভেল্কিতে পড়েছে।

প্রমো। না পড়াই আশ্চর্য্য।

পূর্ণ। চাঁপাকে আর একদিন ডাক্‌লে হয়।

প্রমো। ডাক্‌তে হবে না—অমনি ছাড়ান ভার—ডাক্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না। সে আপনিই ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে আস্‌বে।

পূর্ণ। বলদেবের কথা চাঁপা ও গিন্নী দুজনেই বোধ হয় জানে। কারণ চাঁপা যখন জেনেছে, তখন যে গিন্নী জান্‌তে পারে নাই—এ বিশ্বাস হয় না।

প্রমো। তবে তোমার মত কি; গিন্নীর সঙ্গে দেখা কর্‌বে কি?

পূর্ণ। আজ যেন চাপার কাছে সব কথা—লুকলে—কিন্তু গিন্নীর কাছে পড়্‌লেই তো সে সব জান্‌তে পার্‌বে। তবে চাপাকে না বল্‌বার কারণ কি?

প্রমো। কারণ আছে।

পূর্ণ। কি কারণ?

প্রমো। দেখ্‌তে পাবে।

পূর্ণশশী চাইতে প্রমোদ একটু চাপা—একটু ভারিকে—একটু হিসাবী। প্রমোদ যে কাজ করে আগে তার আগা গোড়া বেশ করে ভেবে দেখে।

প্রমোদের কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে মেইজ দিদি! আমি বলি কি গিন্নির বাড়ী আগে না গিয়ে বলদেবকে আর একখানি পত্র লিখ্‌লে ভাল হয় না? বলদেব যে আর কতদিন এখানে থাক্‌বে—তা তো হঠাৎ বলা যায় না। যদি এর মধ্যে এখান হতে চলে যায়—তবেই সব মিথ্যা হলো।

পূর্ণচন্দ্র! তুমি মানুষ্যের মন জান না তাই এ কথা বলছ—বলদেব যে গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকেছে সহজে বেরুবার পথ পাবে না। আচ্ছা তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি মানুষ্যের মন কিসে বুঝা যায়?

আমি ভাই এত বুঝ্‌তে পারি নে—যদি তাই বুঝতে পার্‌ব—তবে এত গোলযোগ কেন?

এই কথা বলে পূর্ণশশী হাস্‌তে হাস্‌তে আপন হাতখানি নিয়ে প্রমোদের হাতের উপর হাত দিয়ে বল্লে গনক ঠাকুর আমার মনের ভাব কি গুণে বল দেখি? আমি যখন ভাই! নিজের মনের কথা ঠিক করে গুছিয়ে বল্‌তে পারি নে, তখন যে অন্যের মন বুঝে বলা সে বড় কঠিন কাজ। পোড়া মনের যে কি কারখানা তা কে বলতে পারে? মন আর আদুরে ছেলে দুই সমান—দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে কত সক—কত আবদার—কত ঢেউ উঠে তা বুঝে উঠা ভার। তবে এই বল্‌তে পারা যায়—মন মনকে চায়। যার যেমন মন সে যদি সে রকম আর একটী মন সংসারে পায়—তবেই মনের সুখ মনের পিপাসা শান্তি হয়—আমি যদি তোমার মত মন চিনবার জহরী হতেম—তা হলে এখনই সকলের মনের কথা বলে দিতেম।

তাঁহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চল্‌ছে এমন সময় পাশের বাড়ীতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। সময় কারো কথা শুনে না—সে আপন মনে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে,—এই গোধুলী—এই সন্ধ্যা—এর মধ্যেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশটা বেজে গেল। পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন আজ বড় গোলযোগে পড়েছে—কোন বিষয়ই মীমাংসা কর্‌তে পাচ্ছি না—যে কাজ করা উচিত বলে এক একবার ভাব্‌ছে—সেই কাজে আবার দশবার পিছিয়ে যাচ্ছে। অনেক

তর্ক বিতর্ক—অনেক কথা বার্ত্তা—অনেক পরামর্শের পর ঠিক হলো বেণী রাত্রে গিন্নীর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

দ্বাবিংশতি স্তবক।

—:০:—

ভাবি এক—হয় আর।

"উড়ে যেতে চায় পাখী না পাড়ে উড়িতে,
বিপাকে পড়িয়ে পড়ে "রাধা কৃষ্ণ" নাম।
"দাঁড় হতে" আঁখি মুদি লাগিল ঝুলিতে,
প্রতিবেশী বলে বাবা পড়-আত্মা রাম॥

ব্রহ্মচারী।

চাঁপা অনেক অনুসন্ধান—অনেক চেষ্টা—অনেক তল্লাসের পর আজ পূর্ণশশী ও প্রমোদ কাননকে দেখে বড় খুসি হয়েছে। এত দিনের পর তার আশা পূর্ণ হবে—মোটা রকম বক্‌সিস পাবে—বলদেব সিংহকে ডবল ফুল তুলে দিবে। পূর্ণশশী ও প্রমোদ যদিও চাঁপার কাছে কোন কথা ভাঙে নি—তাদের মনের কথা মনেই রোখছে—ভাবভঙ্গী ধরণ ধারণ—কথা বার্ত্তা সকল বিষয়েই সাবধান হ'য়েছ, কিন্তু চাঁপা তাদের কোন কথাই বিশ্বাস করে নাই। সে ভারী ঝুন—ভারি জৈফী—ভারী খলিফা; বদমায়েসী—কুপরামর্শ—লোকের ঘর মন ভাঙ্গতে চাঁপার সিদ্ধ বিদ্যা। সে মানুষ চিনেছে—পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননের মনের ভাব অনেকটা বুঝে নিয়েছি—তবে কেন যে বলদেবের কথা প্রকাশ কচ্ছে না—সেটী বুঝ্‌তে পারিনি, চাঁপা তাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে হন হন করে ত্রিপুরা ভৈরবীতে ফিরে আস্‌ছে। আজকার খবর গিন্নীকে না বলে আগে বলদেব সিংহকে বলি—বলদেবের নিকট পুরস্কার নিয়ে তবে গিন্নীর কাছে যাব। এই কথা স্থির করে—সে মরে কি বাঁচে তার ঠিক নেই—এক নিশ্বাসে বলদেবের বাড়ীতে উপস্থিত।

কেমন ঘটনার ফের চাঁপাও যেমন গিয়ে পঁহুচেছে—তার একটু আগে বলদেব বেড়াতে বেরিয়েছেন। বলদেব বেড়াতে বেরিয়েছেন শুনে চাঁপা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বল্‌তে লাগল এমন পোড়া কপাল খান

যে তা আর লোককে বলবার নয়—এই একটী লাভের কথা নিয়ে যদি এলেম—এসে দেখা পেলেম না—কতক্ষণ যে আবার বসে থাক্‌তে হবে তারই বা ঠিক কি? যদি এখানে বসে দেরি করি—তবে গিন্নী শুনলেই বা কি বলবে? যা হোক বাপু—পরের মন রাখ্‌তে আর পারিনি—কথায় কথায় গিন্নীর আর নাক নাড়া সহ্য যায় না—একটু দেরি করে গেলে কত কথাই যে হবে—কোথা গিছিলি—কেন দেরি হলো—এতক্ষণ এলি না কেন—এই রকম কত জেরাই যে হবে। যা হোক এক কথায় সব উড়িয়ে দেব—যে বেশী বেশী পেড়াপীড়ি করে—তার চোকে বেশী ধূলা দেওয়া সহজ কথা।

বলদেবের সঙ্গে দেখা না করে চাঁপা বাড়ী যাবে না—ঠিক হলো। চাকর ও পাচক মহলে চাঁপার ভারি পসার—কেউ চাঁপা দিদি—কেও ফুল—কেও বান নানা রকমের সম্পর্কের ছড়াছড়ি। চাঁপার সেই চেহারা তাতেই রক্ষে নেই—খাতির কম নয়—কিসে সন্তুষ্ট হবে, সকলেরই সেই চেষ্টা। চাঁপার আগমনে—আজ তরকারীতে নুন ঝাল কম হয়ে গ্যাছে। কেন না—পাচকঠাকুর ইয়ারকিতে মন দিয়েছে। চাঁপা আসর জাঁকিয়ে নিয়েছে—চাকরেরা কাছ ঘুমিয়ে বসেছে—কত গল্প—কত আমোদ প্রমোদ—কত রঙতামাসা—কত ভাবভঙ্গী দেখা দিচ্ছে—চাঁপার নাক মুখ চোক দিয়ে যেন কথা বেরুচ্চে—চাঁপা কথার রাজা—তার বচে না আছে এমন কথাই নেই; পাচক ঠাকুরের ন্যায়—তীরে মালিনীর ন্যায়—সাক্ষাৎ কলির ন্যায় বসে আছে। বলদেবের যত না খাতির—আজ চাকর বামুনের কাছে চাঁপার তার চেয়ে শতগুণে—সহস্রগুণে আদর—খাতির—যত্ন। বলদেবের সঙ্গে চাঁপার যে দিন গিন্নীর বাড়ীতে দেখা হয়—সেই দিন হতে বলদেবের বাসায় তার পদধূলি পড়ত—সে মধ্যে মধ্যে এক একটা মিথ্যা কথা নিয়ে বলদেবের কাছে উপস্থিত হতো—একাল পর্য্যন্ত সে ছোট বৌ ও মেজো-বৌয়ের কোন খবর পায় নি—তবু বলদেবের কাছে সে বিষয় কিছু ভাঙত না—কত রকমসকম—কত ধরণে প্রকাশ করত যেন সকলই তার হাতের ভিতর।

এখন চাঁপা ভেড়ার পালের মধ্যে ভেড়া হয়ে বসেছে। কেও জিজ্ঞাসা কচ্ছে, "চাঁপা দিদি! আজ কি মনে করে?—কেও বলছে ব্যান আজ পথ ভুলে নাকি—বরং ডুমুরের ফুল দেখা যায়—তবু চাঁপা দিদির দেখা

পাওয়া ভার—দিদি যে ক দিন আমরা এখানে থাকি, এক এক বার পায়ের ধুল পড়ে না কেন ?

চাঁপার কোন কথাই ভাল লাগ্‌ছে না—সে গাঁতের ভাই—বলদেব সিংহ কখন আস্‌বেন—কি বক্‌সিস নেব—সেই চিন্তা তার মনে তোলপাড় কচ্চে। চোরের মন ভাঙা বেড়ার দিকে—এক এক বার ভাবছে—বলদেব সিংহ এক ক্ষণ বাড়ী থাক্‌লে—কতই বক্‌সিস মিল্‌তো। যা হোক বোধ হয়—আর বেশীক্ষণ বসতে হবে না—রাতও হয়ে পড়্‌ছে—না জানি গিন্নী কি বলবে বাড়ীর কাছে—গিন্নীর সঙ্গে দেখা করব না কি ? না—যদি বসেছি আর একটু দেখি। চাঁপা এই রকম ভাবছে—এদিকে চাকর ও পাচকদের কথা তার কাণে বিষবর্ষণ হচ্ছে। কি করে নিতান্ত চুপ করে থাক্‌লে তারাই বা কি ভাববে—সকলের মন রাখা চাই—এরা হাতে থাক্‌লে অনেক কাজের সুবিধে হবে। বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে যদি মিল থাকে, তবে ভাবনা কিসের ?—যা মনে ভাবা যায়—তৎক্ষণাৎ তা করা যেতে পারে। এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে—সে আর চুপ না করে—চাকর ও পাঁচকদের সঙ্গে নানা কথা—নানা আমোদ কর্‌তে লাগ্‌ল। আজ চাঁপার পাঠশালায় ভারি ঝোঁক! সে মনে কর্‌লে আজ বলদেবের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যেতে পারে।

চাঁপা চাকর বাকরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলছে—বটে কিন্তু আর আর দিন সে যত কথা—যত আমোদ করে—যত ভাবভঙ্গী দেখায়—আজ তাহাইতে চাপার ভাব অনেক নরম। চাঁপার ভাবান্তর দেখে—চাকরেরা বলতে লাগ্‌ল "কি দিদি! আজ এত নরম কেন ? কোন অসুখ হয়েছে নাকি ?—মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে—চেহারা কেমন দেখচ্ছ—ব্যাপার খান কি ? চাঁপা অল্প হেঁসে বল্লে—তা নয় ভাই! একটী লোক কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভাই! তুমি কাঁদছ কেন ? সে উত্তর কল্লে—"আমি কাঁদছি না আমার মুখখানিই ঐরূপ কাঁদ কাঁদ—আমারও ভাই তাই—ও শুক্‌ন মুখ আবার শুকবে কি ?—মুখ খানিই শুক শুক। চাঁপার কথায় কেও পারে না—কথায় সে হীরের ধার—আর আর দিন সে অনেকক্ষণ বসে আমোদ আহ্লাদ কর্‌ত—আজ তার মাথার উপর নানান কাজ কাজে কাজে সে কোন কথার পুর জবাব দিচ্ছে না থেকে থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কথা বলে আসর রেখেছে।

ত্রয়োবিংশতি স্তবক।

—:•:—

গঙ্গাতীরে।

——ভুলে যাও ভূত কথা
ভুলে নর স্বপ্ন যথা—নিদ্রা অবসানে!

মাইকেল।

যত দিন যাচ্ছে—বলদেবের মন ততই খারাপ হচ্ছে—এখন কি করি—চাঁপাও তো কোন বিশেষ খবর দিতে পাচ্ছে না—সে এক এক দিন এক একটা উড়োখবর নিয়ে কত আশা ভরসা দেয়। তার কথায় আর বিশ্বাস করা উচিত নয়। কোথায় বা যাই—কেই বা এই খোঁজ বলে দেবে? বিশ্বেশ্বরের নাট মন্দিরে যে দুটী যুবতী দেখেছি—তারাই যে সেই রাত্রে ত্রিপুরা ভৈরবী হতে চলে এসেছে—তা—এক রকম পাকা কথা। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্টই বোধ হয়েছে—তারা আমার সঙ্গে কোন কথা বলবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছিল—তাই যদি হবে, তবে এত দিন আমার সঙ্গে দেখাও তো করতে পারতে—আবার এও হতে পারে তারপর আমি কোন ঠিকানায় আছি তা বোধ হয় জানতে পারে নাই—হয় তো আমি যেমন তাদের খুঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তারাও হয় তো আমার জন্য সেই রকম ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতদিন তাদের সঙ্গে একবার দেখা না হবে—ততদিন কোন কথায় মিটছে না—গিন্নী বল—চাঁপাই বল কারো দ্বারা কোন উপকার হবে না!

বলদেব এইরূপ পাঁচ রকম ভাবতে ভাবতে পঞ্চগঙ্গার বাঁধা ঘাটে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ধারে চমৎকার শোভা হয়েছে, গঙ্গার জল তক্ তক্ কচ্ছে—ঢেউগুলি যেন আহ্লাদে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—গঙ্গার গর্ভে যে কত ঢেউ উঠছে—কেনই যে উঠছে—উঠছে যদি আবার লয় পাচ্ছে কেন কে তা চিন্তা করে? হে ভাগীরথি! কেবল যে তোমার গর্ভে ঐরূপ অসংখ্য ঢেউ উঠে লয় পাচ্ছে এরূপ নয়—মানুষের মনে রাত

দিন ঐরূপ কত ঢেউ উঠ্‌ছে—উঠে আবার লয় পাচ্ছে—তুমিও যেমন ঐ অসংখ্য ঢেউ উঠবার জন্য বুক পেতে রেখেছ—সেইরূপ মানুষেরও হৃদয় পাতা আছে—তাতে কত চিন্তার ঢেউ খেলা কচ্ছে—ঐ দেখ তোমার তীরে বসে একটী যুবা নিজের হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের মিল কচ্ছে।

বলদেব এতক্ষণ যা ভাব্‌ছিলেন,—ভেবে কিছুই স্থির কত্তে না পেরে উপরের সিঁড়ি হতে নিচের সিঁড়িতে নেমে এলেন—মনে মনে ভাবলেন গঙ্গার শীতল জলের কাছে বস্‌লে—শরীর ও মন শীতল হবে এই জন্যই নেমে এলেন। বলদেব গঙ্গার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এবং জলের চঞ্চলতা দেখ্‌ছিলেন—মাতঃ গঙ্গে! আজ আমি সংসারে দগ্ধ হৃদয় হয়ে তোমার সুশীতল আশ্রয়ে এসেছি—তুমি সকলের সকল সন্তাপ—সকল জ্বালা—সকল ক্লেশ দূর করে থাক—তাই আজ তোমার তীরে বসে মনের কথা বল্‌বে বলে স্থির করেছি—কিন্তু কি যে বল্‌ব তা ভেবে উঠ্‌তে পারি না—কত কথাই যে মনে হয়—কত চিন্তা যে এসে জুটে—কত কাজই যে সাধ যায়—এক এক করে তা প্রকাশ করা কঠিন। আমি মনের কথা মনেই পুষে রেখেছি—কিন্তু মা আর রাখ্‌তে পারি না—এ ক্ষুদ্র মনে আর ধরে না—বাসনার ইয়ত্তা নাই—কোথা হতে যে এ বাসনা এসে মানুষকে পাগল করে তা কে বল্‌তে পারে? মানুষের মনে যত রকম বাসনা উপস্থিত হয়—সেগুলি সব যদি লিখে রাখা যায়—তবে মহাভারত তার কোথায় লাগে—মহাভারতের আকার কতটুকু—এ মহাভারত আকাশ পাতাল প্রমাণ বড়—আমি যে কেন ভাবি—ভাবনা কেন এসে মানুষকে পাগল করে—রক্তমাংস হাড়নির্ম্মিত শরীরের মধ্যে নিরাকার ভাবনার এত প্রাদুর্ভাব কেন? আমি ভাবনা চাই না—ভাবনার জন্য আরাধনা করি না—ভাবনাকে অন্তঃকরণ হতে তাড়াবার চেষ্টা করি—তবু ভাবনা এসে উপস্থিত হয়—ভাবনার এরূপ স্বভাব কেন? যে ভাবনা এত অস্থির—এত কষ্ট-কর—এত যন্ত্রণাদায়ক—সময়ে সময়ে আবার সেই ভাবনা মিষ্ট লাগে—ভাবতে ইচ্ছে হয়—গ্রীষ্মকালে যে আগুনের তাত সহ্য হয় না—শরীর জ্বালা করে—তফাত থাকৃতে ইচ্ছে হয়—দুরন্ত শীতে সেই আগুন আবার অত্যন্ত মিষ্ট হয়—আগুনের কাছ ঘেসে বস্‌তে সাধ হয়, সেই রকম যে ভাবনা কষ্টকর—যাতনাদায়ক—সেই ভাবনা আবার সময়ে সময়ে মিষ্ট লাগে—ভাবনা ছাড়্‌তে ইচ্ছে হয় না—ইচ্ছে হয় প্রাণ খুলে তোমার তীরে বসে

মনের সাধে ভাবি—এ ভবেনা ইহজন্মে আর ত্যাগ কর্‌ব না—চিরদিন বুকের মধ্যে পুয়ে রাখ্‌ব—ভাবনা আছে বলে সময়ে সময়ে সুখী হই—মাতঃ! ভাবনার এরূপ বিচিত্রতা কেন? ভাবনা এসে মানুষকে কখন সুখী কখন দুঃখী করে কেন? ভাবনা কি পদার্থ—তাকে কেও চোকে দেখ্‌তে পায় না—তার রূপ জগতে কোন স্থানে আঁকা নেই—সে দিন দুঃখী হতে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে অনায়াসেই প্রবেশ করে—তার কাছে জাতিভেদ জ্ঞান নাই—পাত্রাপাত্র বোধ নাই—রাজা প্রজা প্রভেদ নাই—নীচ উচ্চ বিচার নাই—পরমেশ্বর ভাবনাকে এত ক্ষমতা—এত অধিকার—এত সাহস দিয়েছেন কেন? সে কারো খাতির করে না—কারে ভয় করে না—কারো অনুরোধ উপরোধ রাখে না—জোরে এসে আবার জোরে চলে যায়—তার জয়ডঙ্কা সর্ব্বত্র বাজে। মাতঃ ভাগীরথি! ঐ দেখ তোমার বক্ষে যেমন একটীর পর আর একটী—তার পর আর একটী এই রকম করে অগণিত ঢেউ সকল নাচ্‌তে নাচ্‌তে—দুল্‌তে দুল্‌তে নন্দগোপালের ন্যায় আসছে—সেইরূপ আমারও এই ক্ষুদ্র মনের যে ভিতর কত ভাবনার তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হচ্ছে—আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে! আমি এক এক করে যেমন তোমার ঢেউ গুণতে পারি না—সেইরূপ এক এক করে—ভাবনাও—গুণা যায় না। মা যখনই তোমার কাছে আসি—তখনই মনে মনে নানা কথা উপস্থিত হয়—তোমাকে দেখে কত কথা মনে পড়ে—তুমি যেমন ধীরে ধীরে আপন মনে চলে যাচ্ছ—আর ফির্‌বে না—তোমার মত আমরাও এ সংসার ছেড়ে চলে যাব আর আস্‌ব না—সংসারে কেও চিরদিন থাক্‌তে আসে নাই—তবে যে ক দিন থাকি তাতে এত কষ্ট কেন?—দয়াময় ঈশ্বরের সোণার রাজ্যে এত অবিচার কেন? এমন মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না—যে কোন না কোন ক্লেশ তাকে স্পর্শ করে নাই—যদি কষ্ট পেতেই সংসারে আশা—তবে তার জন্য এত ভাবনা এত চিন্তা—এত আপত্তি কেন? যাক্ ওসব কথা আর ভাব্‌ব না—ভেবে যখন কোন বিষয়ের কূল পাই নে তখন ভেবে ফল কি?—আমি ভাব্‌ব না বলে যত মন স্থির করি—অমনি ভাবনা যেন কোথা হতে এসে জুটে। এই গঙ্গাতীর এমন রম্য স্থানে এসেছি এখন ভাবনা?—

একা একা বসে বসে অনেক রাত হয়ে পড়েছে—বাসায় যাই—চাকর বাকরেরাই বা কি ভাববে, অনেক দেরি হয়েছে—কেমন ভুল মন হয়েছে তা

আর বল্‌তে পারি না। একটু বেড়িয়ে যাব বলে বাসা হতে বেরুলেম—এর মধ্যে এত রাত হয়ে পড়েছে। আর বস্‌ব না—মা ভাগীরথি! আজ বিদায় হই—সংসার যখন বড় কষ্ট বোধ হয়—তখনই তোমার কাছে একবার এসে মন স্থির করি—সংসারে তুমিই একমাত্র প্রাণ স্থির কর্‌বার—জুড়াবার স্থল এজন্য সকলেই তোমার কোলে শয়ন কর্‌তে চায়—তুমি পাপী তাপী নারকী সকলকে তরাতে কোল পেতে রেখেছ—তোমার মায়ার তুলনা নেই—এই কথা বলে বলদেব উঠে দাঁড়ালেন—চারি দিকে চেয়ে দেখেন ঘাটে আর লোক জনের সাড়া শব্দ নেই—সন্ধ্যার সময় কত দেশের কত লোক সিঁড়িতে বসে ছিল—এখন একটীও মানুষ দেখা যায় না—বড় বড় পাথরের সিঁড়িগুলি সাজান রয়েছে—নীচের সিঁড়িতে ছোট ছোট ঢেউ গুলি এসে আলিঙ্গন কচ্ছে—মা গঙ্গা হাস্‌তে হাস্‌তে ধীরে ধীরে কুল কুল শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছেন। বলদেবও বাসায় ফিরে আস্‌বেন বলে যেমন একটি সিঁড়িতে উঠেছেন—এমন সময় বোধ হলো একটা লোক সাঁ করে অন্য দিকের একটা সিড়ি হতে উঠে গেল—সে যে ভাবে চলে গেল—তাইতে একটু সন্দেহ হয়—নতুবা সন্দেহের কোন কারণ নাই—কত লোক আস্‌ছে—কত লোক যাচ্ছে—কত লোক আবার ঘাটেই শুয়ে পড়ে থাকে। এ লোকটা—ওরূপ ভাবে চলে গেল কেন? ও যেই হোক এবং যেখানেই থাক সে কথায় আমার দরকার কি—এখানে কত লোক যে কত মতলবে বেড়ায়—তা কেও বল্‌তে পারে না। যেখানে বেশী লোকের বাস সেই খানে নানা ঘটনা—নানা কারখানা—নানা ফিকির—নানা চাতুরী। এখানে সাধু অসাধু চিনা যায় না—দিনের বেলায় যারা মহা যোগী—তপস্বী—সিদ্ধ-পুরুষ—সংসার ত্যাগী—কাশীবাসী বোধ হয়—সেই সকল জানোয়ার—সেই সকল পিশাচ—সেই সকল বদমায়েস রাত হলে আর এক মূর্ত্তি ধরে—কত লোকের সর্ব্বনাশ করে—ধর্ম্মের মাথায় পদার্পণ করে বসে। আমি অল্প দিন এসেই যে ব্যবহার দেখ্‌ছি তাতেই আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে—আর এখানে এক দণ্ডও থাকতে সাধ নাই—তবে কেবল সেই গুপ্ত পত্রখানি জানবার জন্যই এখানে থাকা—সেই যুবতী দুটী কে—কেনই যে তারা আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কচ্ছে তা মীমাংসা হলেই—এখান হতে চলে যায়। মনে মনে এইরূপ বল্‌তে বল্‌তে এক এক করে ঘাটের উপরে উঠে এলেন। এখন কোন পথে বাসায় যাবে—ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে তাই ভাব্‌চেন।

চতুর্ব্বিংশতি স্তবক।

—:০:—

কি ভয়ানক গুপ্তকাণ্ড।

কেশর কমলগর্ভে, অহহ! তা' নহে,
কাল কূটোদর দংষ্ট্ররাজী ভয়াবহ
মহা ভোগী মুখ বিলে,—বলিলে কি সাজে?

ভার্গব-বিজয় কাব্য।

বলদেব পঞ্চগঙ্গা হতে ধীরে ধীরে বাসার দিকে আসতে আরম্ভ কল্লেন—রাত্রি অধিক হয়েছে দেখে গঙ্গার ধারে পথ ত্যাগ করে—বেণীমাধবের ধ্বজার নিকট দিয়ে আস্‌তে লাগলেন। পথে প্রায় কারো সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। লোক জন সকলে শুয়েছে—রাত্রি শাঁ শাঁ কচ্ছে—এই সকল পল্লী দিনের বেলায় সর্ব্বদা লোক জনে গিস্‌ গিস্‌ কর্‌ত—এখন সকল নিস্তব্ধ—কোন শব্দ বা সাড়া নেই—সকলেই যেন অকাতরে ঘুমচ্ছে—বাড়ী ঘরগুলি যেন জেগে রয়েছে—আকাশে তারা সকল মিট মিট কচ্ছে—শন্‌ শন্‌ করে বাতাস বচ্ছে—ভাল আলো নেই—গলির মধ্যে স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্ধকার—গলির দুপাশে সারি সারি বাড়ী—ক্রমাগতই বাড়ী—বাড়ীর পর বাড়ী—তার পর বাড়ী—এ ভিন্ন গাছ পালা কিছু দেখা যায় না। তিনিও দুই একটী বাড়ী পেরিয়েছেন—এমন সময়—একটী লোক—দেখতে কতক ভদ্রলোকের ধরণ—হিন্দুস্থানী পোষাক পরা—বয়স আন্দাজ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর—কাহিল শরীর—গোঁপদাড়ি মুখে নেই—সে হাতে দুই খানি কাগজ নিয়ে উপস্থিত হলো। বলদেবকে দেখে—সে অতি কাতরস্বরে—কাঁদ কাঁদ ভাবে বলতে লাগল "মহাশয়! আপনি এত রাত্রে কোথা যাবেন—আপনার দেখা পেয়ে আমার বড় উপকার হলো—আমি অত্যন্ত বিপদে পড়েছি—আপনি যদি একটু দয়া করেন তবে বড় উপকার হয়—আমি চিরকাল আপনার চরণে গোলাম হয়ে থাকি।"

বলদেব তার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কারণ কি? আমার দ্বারা আপনার কি উপকার

হতে পারে বলুন—যদি আমার সাধ্যমত হয় তবে এই মুহূর্ত্তে তা কর্‌তে প্রস্তুত আছি। আপনি অধিক ব্যস্ত হবেন না।”

সে ব্যক্তি হাতের কাগজ দুখানি বলদেবের হাতে দিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—চোকের জলে বুক ভেসে গেল।

“আপনি এত অস্থির কেন?—কি জন্য কাঁদ্‌ছেন—আমাকে না বল্লে তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমি এখনও বলছি—আমার দ্বারা যদি কোন উপায় হয় তবে এখনই তা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।”

বলদেবের আশ্বাস যুক্ত কথা শুনে পথিক একটু স্থির হয়ে বল্লে বোম্বাই সহরে আমার কারবার আছে—সেখানে আমার এক মাত্র পুত্র—এই কথা বলেই সে আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—বলদেব কিছুতেই তাকে থামাতে পারেন না—অনেক করে নিরস্ত করে জিজ্ঞাসা কল্লেন তার পর?

সে আবার বলতে লাগল—কাল ৪ টার সময় চিঠি পেইছি—তার অত্যন্ত পীড়া হয়েছে—জ্বরবিকার উপস্থিত—অত্যন্ত কাহিল—সে স্বভাবতই ভারি দুর্ব্বল—তার উপর এই কঠিন রোগ—আমার আর কেও নাই মহাশয়! আমি তার মুখ দেখে সংসারে আছি—আমার পাঁচটী পুত্র ছিল—তাদের বড় করে—এক এক করে যমের মুখে তুলে দিইছি—এখন সর্ব্ব কনিষ্ঠটীকে নিয়েই সংসারে থাকা—বিধাতা যদি তাতে আবার বাদ সাধেন—তবে আমার আশা ভরসা সকল ফুরাল।

বলদেব তার অবস্থা দেখে ও কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন বলদেব স্বভাবতই অত্যন্ত দয়ালু—কারো দুঃখের কথা শুন্‌লে—আগে তাঁর চোক দিয়ে জল পড়ে—মন গলে যায়—তার জন্য যদি আগুণে পড়তে হয়—কি জলে ডুবতে হয়—তাতেও তিনি বিমুখ নন।

এখন আমায় কি কর্‌তে হবে বলুন—এ কাগজ নিয়ে কি কর্‌ব?

পথিক বল্লে এই মাত্র এই টেলিগ্রাফ খানি এসে পঁহুচেছে—আমরা ইংরাজী জানি না—সুতরাং কি লেখা আছে—তা না পড়তে পারায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি লোক জন সকল ঘুমিয়েছে—নিকটে একজন আত্মীয়ের বাড়ী তিনি ইংরাজী জানেন—তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি তিনি শিকরোলের বাগানে নাচ দেখতে গ্যাছেন—সুতরাং হতাশ্বাস হয়ে ফিরে আসছি—বিশেষ আমার পরিবার আবার অত্যন্ত কাহিল—আজ দুদিন হলো—ওলাউঠা রোগে মৃত প্রায় হয়েছিলেন—অনেক চিকিৎসা দ্বারা আরাম হয়েছেন—কিন্তু

উঠবার শক্তি নেই—তিনি শয্যাগত—তার উপর আবার এই খবর—এখন টেলিগ্রাফ এসেছে শুনে—তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়েছেন—হায় হুতাস কচ্ছেন মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হচ্ছে—অতএব আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়ীতে গিয়ে এই টেলিগ্রাফটী পড়ে দেন ও গিন্নীকে শুনান তা হলে বাঁচি—নতুবা আজ রাত্রে নিশ্চয়ই স্ত্রী হত্যা হবে।

বলদেব এই কথা শুনে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে—তার পিছু পিছু চল্লেন এবং নানা আশা ভরসা দিয়ে—সান্তনা করতে লাগলেন। "আপনি ভয় করবেন না—পরমেশ্বর অবশ্যই রক্ষা করবেন—বিশেষ বোম্বাই সহরে ডাক্তারের অভাব নেই—আপনার অবস্থা নিতান্ত মন্দও নয়।"

পথিক বলদেবকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে—অনেক গুলি গলি ঘুঁচি ঘুরে ফিরে দুজনে একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। বাড়ীখানেই দেখলেই ভয় হয়—আঁধার যেন সেখানে আটকান রয়েছে—কোন দিকে—কি কোন ঘরে একটীও আলো নেই—কোন সাড়া শব্দ শুনা যাচ্ছে না—পথিক তাঁর হাত ধরে উপরে উঠতে লাগল—বলদেব মনে মনে ভাবছেন—কোথায় যাই—কোন পথে এলেম—কোন দিকে বাড়ী ইটী কাশীর কোন্ পল্লী কিছুই তো বুঝতে পাচ্চি না। ব্যাপার খানা কি? পথিক তাঁর হাত ধরে ক্রমে ক্রমে উপরে নিয়ে উঠল—সেখানে গিয়ে দেখেন—তফাতে একটী ঘরের কোণে একটী প্রদীপ মিট মিট কচ্ছে—কিন্তু লোক জন কি কোন রকম মানুষের চিহ্নও দেখতে পেলেন না—তবে পথিকের হাত ধরে যখন উপর তলায় উঠেছেন—তখন নীচের সদর দরোজা—যেখান দিয়ে তাঁরা বাড়ী ঢুকেছেন—সেই দরজাটি ভিতর হতে বন্ধ করার আওয়াজ তাঁর কানে গেল।

পথিক বলদেবকে দুই তিনটী ঘরের ভিতর দিয়ে—খুব গোপন—খুব কোণের একটী ঘরে নিয়ে বসালে।

বলদেব বল্লেন "আলো আনুন আপনার টেলিগ্রাফ পড়ে দেখি—কাগজ খানি বলদেবের হাতে আছে, পথিক বল্লে "আপনি অনুগ্রহ করে যদি এসেছেন—একটু বসুন—তামাক খান পরে পড়লে হবে—আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।

বলদেব বিস্মিত হলেন—যে ব্যক্তি টেলিগ্রাফ পড়াতে এত ব্যস্ত—এখন সে দেরি কচ্চে এর কারণ?

"রাত অনেক হয়েছে—আমাকে আবার শীঘ্র বাসায় যেতে হবে—আর দেরি কল্লে চলছে না—আমি টেলিগ্রাফ পড়ে শীঘ্র যাব।"

যাবেন বৈ কি—এ গরিবের কুটীরে কি থাকবেন—আমার তেমন কি অদৃষ্ট হবে—যে আপনার অবস্থিতি! আচ্ছা মহাশয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ রাতও অনেক হয়েছে—এত রাত্রে বাসায় না গেলেন—এখানেই জলযোগের উদ্যোগ করে দিই না কেন?

বলদেব ক্রমে ক্রমে আরও আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছেন—যে ব্যক্তি এখনই এত কেঁদে অস্থির হচ্ছিল—টেলিগ্রাফ পড়বার জন্য এত ব্যস্ত দেখাচ্ছিল—তার এরূপ ভাব কেন? এর মুখের চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

বলদেবকে ব্যস্ত দেখে—সে পুনরায় বল্লে আপনার বাসা কোন্ জায়গায়? আপনি এখানে কি কাজে এসেছেন! যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে বল্লে সুখী হই।

আচ্ছা আপনার সঙ্গে যখন আলাপ পরিচয় হতে চল্ল—তখন ক্রমে ক্রমে সকল কথাই হবে। আজ রাত অনেক হয়েছে—সে সব কথা এখন থাক—যে জন্য আমাকে এনেছেন—তার কি?

"যখন আপনার দর্শন পেইছি—তখন আমার আর ভাবনা কিসের? পরমেশ্বর মুখ তুলে না চাইলে আপনার মত মহাপুরুষ জুটিয়ে দেবেন কেন?"

বলদেব কিছুই ঠিক করতে না পেরে মনে মনে ভাবতে লাগলেন কি উৎপাত—রাতও অনেক হয়ে পড়েছে, বাসার সকলে অস্থির হয়েছে—আমি এ কি ঘোর অবস্থায় পড়লেম। এ ব্যক্তির মনের ভাব কি?—মুখের চেহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিষণ্ণ দেখছি না—এর টেলিগ্রাফ সত্য কি মিথ্যা তা পরমেশ্বর জানেন—টেলিগ্রাফ নাম করে আমাকে এই প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর পুরলে। তা পরমেশ্বর জানেন—টেলিগ্রাফের নাম করে আমাকে এই প্রকাণ্ড বাড়ী ভিতর আটক কল্লে কেন? এর মনের ভাব যাই থাকুক—কিন্তু কথাবার্ত্তায় দেখছি ভদ্রলোকের মত।

বলদেব পুনর্ব্বার বল্লেন, আমি আর কিছুতেই বিলম্ব করতে পাচ্ছি না—আপনার যদি টেলিগ্রাফ পড়ান দরকার বোধ না হয়—তবে আমি যাই—আমাকে একটা আলো দিয়ে পথ দেখিয়ে দিন—আমি যেন সদর রাস্তায় পঁহুছিতে পারি। যেরূপ অবস্থায় এখানে এসেছি—আলো না পেলে কোন রকমে যেতে পারব না।

বলদেবকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখে সে লোকটী বলে উঠল,—"আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন যখন—তখন আর বিলম্ব করে কাজ নাই—ঐ পাশের ঘরে চলুন—ওখানে আলো আছে—বিশেষ আমার পরিবার ওখানে শুয়ে আছেন—তাঁর উঠবার শক্তি নাই—আপনার মুখে টেলিগ্রাফের কথা শুনে সুস্থ হবেন।"

বলদেব তার কথা শুনে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—কি আশ্চর্য্য, এতবড় বাড়ী—কোন স্থানে কোন লোক জন কি কোন লোকের চিহ্ন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এর পরিবারই বা কোথায়? আবার ভাবলেন—রাত অনেক হয়েছে—কে কোথায় শুয়ে আছে—নতুবা এতবড় বাড়ী এ ব্যক্তি কখন একা থাক্‌বে না। অভাবপক্ষে চাকরবাকরও তো থাক্‌বে—ভাল কথা তাই বা কৈ—এতক্ষণ এসেছি—চাকর থাক্‌লে তারা অবশ্যই আস্‌ত। কোন রকম তল্লাস নিত। এই বাড়ী খাঁ খাঁ কচ্ছে—এতে একা থাকারই বা কারণ কি? যা হোক একটু পরেই সকল মীমাংসা হবে। বলদেব এইরূপ ভাবছেন—এর মধ্যে সে লোকটী তাঁকে সঙ্গে করে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটী খুব বড় নয়, অনেকদিনের পুরাণ স্থানে স্থানে জমাট ভেঙে পড়েছে—মাকসার জাল কোণ জুড়ে রয়েছে—আরসলা সকল দেওয়ালে রাজত্ব কচ্ছে—যে স্থানে প্রদীপটা জল্‌ছে—তার পাশের দেও-য়ালে হাতপুঁছা তেলে অত্যন্ত ময়লা—দুটী ছোট ছোট দোর আছে—তাও আবার দস্তুর মত বড় নয়—মাথা নীচু করে ভিতরে ঢুকতে ও বেরুতে হয়—ঘরে কাটের সম্পর্ক নাই—পাথরের দোর কবাট—দেওয়ালের এক ধারে একটী মহাবীর ও গণেশের পট আঁটা আছে। যেমন ঘরের চেহারা—যেমন সাজসজ্জা—সেইরূপ ঠাকুরের পট। যারা যেমন ধরণের—যেমন স্বভাবের—যেমন সভ্যের লোক—তাদের দেবতাও সেইরূপ। উড়েদের দেশে জগন্নাথ—আর দোবে চোবের রাজ্যে হনুমান ও গণপতির সমান পশার—সমান আদর—সমান ভক্তি। একটী আরসলা এসে গণেশের শুঁড়ের উপর বসে আছে। বলদেব ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চেয়ে এই সকল কারখানা দেখলেন।

যে স্থানে আলোটী টিপ্‌ টিপ্‌ করে জ্বলছে—তার নিকট একখানি আসন পাতা আছে। বলদেব মনে ভাবলেন বোধ হয় আমার জন্য আসন খানি পাতা রয়েছে। তিনি আলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে- সে লোকটী

বল্লে "আপনি ঐ আসনে বসে কাগজ খানি পড়ে শুনান—আমি পাশের ঘরে আমার পরিবারের কাছে দাঁড়িয়ে আপনার কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিই।"

এই কথা বলেই সে পাশের ঘরে চলে গেল—বলদেব আসনে গিয়ে বস্‌লেন। তিনি আসনে বসে যেমন টেলিগ্রাফের থাম খানি খুলবেন—সেই সময় একটী শব্দ তাঁর কাণে গেল। শব্দ শুনে যেমন উপর পানে ঘাড়ে তুলে চেয়েছেন—অমনি দেখেন যে আসনে বসেছিলেন—সেই আসন সমেত সেই স্থানের কতক অংশ তাঁকে নিয়ে নীচের দিকে নেবে আস্‌ছে। সেই ঘরের মেজেতে একটী চোরা সিঁড়ি ছিল—সিঁড়িটী ঘরের মেজের সঙ্গে বেমালুম আঁটা—নীচে একটী কল আছে—সেই কলটী টিপ্‌লে আস্তে আস্তে একেবারে নীচে নেমে আসে। বলদেব দেখ্‌লেন গতিক খারাপ—তিনি একেবারে নীচে একটী অন্ধকারময় ঘরে নেমে পড়েছেন—সেই সিঁড়িটী নেমে এসেছে অমনি পাঁচ সাত জন লোক তাঁকে ধরে সিঁড়ির তক্তা হতে নামিয়ে দিলে। বলদেব নামলেই সিঁড়িটী আবার পুর্ব্বের ন্যায় উপরে উঠে ঘরের মেজের সঙ্গে সমান হয়ে গেল।

পঞ্চবিংশতি স্তবক

—:০:—

নিশি যায়, কি করি উপায়।

মুরলীমোহন নাদে, না শুনিলে প্রাণ কাঁদে,
রাধাদাসী প্রেমফাঁদে উদ্ধ মুখে ধাইবে।
প্রিয়মুখ নিরখিয়া, শীতল হইবে হিয়া,
বারিমধু পান করি কত সুখ পাইবে।

চাতকী-বিলাপ।

পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন গিন্নীর বাড়ী যাবে—গিন্নীর সঙ্গে দেখা করে—মনের কথা—কাশী আসার মতলব—গিন্নীর মনের ভাব—সকল কথা বলবে ও শুনবে—এই আশায় একরকম ব্যস্ত আছে। ক্রমে ক্রমে বাড়ে

অনেক হয়ে পড়েছে—বেশী রাত্রে গেলে কোন গোলযোগ হবে না—কেও খোজ জান্‌তে পার্‌বে না—চুপে চুপে মতলব হাঁসিল হবে—এজন্য ইচ্ছে করেই রাত করেছে। রাত্রির গভীর চেহারা হয়েছে—অন্ধকার নিস্তব্ধতা একত্র হয়ে যেন তাল বেঁধে জমাট হয়ে রয়েছে। এ আঁধার দেখ্‌লে আর মনে হয় না যে এই আঁধারসাগর পার হয়ে আলো আবার দেখা দিবে।—যে আলো পৃথিবীর বুক জুড়ে দখল করেছিল—এখন সেই আলো কোথায় চলে গ্যাছে—আঁধারেরই রাজত্ব। চোকের সাম্‌নে এই আঁধারের রঙ কে মাখালে? দিনের বেলায় আঁধার কোথায় পালিয়ে ছিল এখন সময় পেয়ে রাজত্ব কচ্ছে। এই আঁধারে সংসারের সকল পদার্থ ঢাকা রয়েছে—কিন্তু আঁধারের বুকে বসে হাসিভরা মুখে ফুল সকল টিপি টিপি হাস্‌ছে কেন? এত হাঁসি কিসের জন্য? ফুল সকল আলোতেও হাসে—আঁধারেও হাসে—যার হাসা স্বভাব—তার হাসি কেউ রাখ্‌তে পারে না। প্রাণে সুখের ঢেউ না উঠলে মুখে হাঁসি পায় না—এ সংসারে যে হাঁসি নিয়ে এসে আবার হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে পারে সেই সুখী;—এই জন্য কোন সাধু বলে গ্যাছেন;—

"তুলসী যব্ জগমে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়সে কর্ণি কর্‌চলো কি,
তোম্ হসো জগো রয়্॥"

তাই বলি হাসা সকলের কপালে ঘটে না—এ সংসারে ক জন লোক প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে? ঈশ্বর যাকে হাসান—সেই হাস্‌তে পারে—তার মুখে হাঁসির মোহন মূর্ত্তি বিরাজ করে। হাঁসি স্বর্গের আলো—সুখের জ্যোতি—পরমেশ্বরের পবিত্রতা। হাসি ফুলে—বালকের মুখে—যুবতীর অধরে কি যে মনোহর—তা কে বল্‌তে পারে? যে মুখ দেখলে প্রাণে আহ্লাদ উথলে উঠে—তার উপর আবার হাসি যখন দেখতে থাকে—সে মধুরতা সে নির্ম্মলতা—সে ভুবনবিজয়ীরূপ দেখ্‌তে কার না প্রাণে পিপাসা হয়? প্রণয়িনীর মিষ্ট মুখের ছবি কে না হৃদয়ে আঁকতে ইচ্ছা করে? প্রণয়িনীর মুখে হাসি দেখলে—মনের আঁধার ঘুচে যায়। যে ঘরে এই হাসির ফুল ফুটে থাকে—সেখানেই চির বসন্ত বিরাজ করে। এ সংসারে প্রাণ ভরে কেহ হাসতে পারে না—তাই আজ এই আঁধারে ফুলের মুখে হাসির আলি-

রূপ দেখে—চোক সকল হচ্ছে। এই নিস্তব্ধ আঁধারে কেবল যে বাগানে হাসির ফুল ফুটেছে তা নয়—যিনি একবার এই সময় লক্ষ্মী চৌতারায় পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননের চাঁদমুখ দেখেছেন—তিনিই বল্‌তে পারেন—ফুলের মুখে হাঁসি—আর এই দুটি যুবতীর মুখে হাঁসি—কোন্ হাসি অধিক মধুর—অধিক মনোহর—অধিক প্রাণের তৃপ্তিকর। একে রূপ ভেঙে পড়্‌ছে—তার যৌবনের পুরোজোয়ার—তার উপর আবার মৃদু মৃদু—টিপটিপি হাসি—এ হাসি দেখলে কার না প্রাণ আকৃষ্ট হয়—কে না সংসার ছেড়ে—ঐ হাসি দেখ্‌বার জন্য উদাসীন হয়।

আজ পূর্ণশশী ও প্রমোদের এত হাসি কেন? হাসা স্বভাব বলেই কি এত হাঁসি—না বৌ বয়সের গুণের হাসি—না বাস্তবিক হাস্‌বার কোন কারণ উপস্থিত হয়েছে সে জন্য এত হাসি উথ্‌লে পড়ছে। আমরা যদি স্ত্রী লোকের মনের কথা বলবার অধিকার পেতেম—তবে এই হাঁসির কারণ বলতে সমর্থ হতেম। যুবতীর মুখে হাঁসি বড় ভাল কথা—দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়—না দেখলে প্রাণের ভিতর শত শত আগুণের শিখা জ্বলে— এ হাঁসির মধ্যে বিষ আছে—কি অমৃত আছে তা পরমেশ্বরই জানেন। পূর্ণশশী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "মেইজদিদি আর দেরি কত? রাত অনেক হয়েছে এই উপযুক্ত সময় আর বিলম্বে কাজ নাই।

প্রমো। যাব বলেই তো যাত্রা করে বসে আছি—কিন্তু কতদূর যে সফল হব তা পরমেশ্বরই জানেন। চাঁপা পোড়ার মুখী—বোধ হয় আমাদের কথা নিয়ে গিন্নীর কাছে কতই আমোদ—কতই রঙ—কতই কথা তুলেছে;—হয় যদি একখান—সে তাইতে ডালপালা দিয়ে কতখানাই যে কর্‌বে।

পূর্ণ। তার কথায় কি যায় আসে।

প্রমো। তা সত্য বটে—কিন্তু যত গোলযোগ না হয় ততই ভাল।

পূর্ণ। গিন্নীকে হাত কত্তে পাল্লে—চাঁপাও তখন আমাদের হবে।

প্রমো। গিন্নী খুব ভাল লোক, আমাদের জন্য সকল কাজই কর্‌তে প্রস্তুত আছেন।

পূর্ণ। গিন্নীর মত একজন পাকা মাঝি না হলে—এ সাগরের পাড়ী জম্‌বে না।

প্রমো। যখন সাগরে গা ঢেলেছি—তখন যে কোন উপায়ে হোক পাড়ী জমাতে হবে।

পূর্ণ। ভাল কথা—আচ্ছা মেইজদিদি! যদি পথের মধ্যে বলদেব আমাদের ধরে তা হলে কি হবে? এত গোপন ভাবে যাওয়া—এত পরামর্শ এত চক্র—এত মতলব—এত বন্দোবস্ত—এত ফিকির—সকলই প্রকাশ হয়ে পড়্বে! তখন কাশীর হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা হবে।

প্রমো। যদি তাই হয়—তবে তার ফিকিরও বেরুবে—কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়—সে জন্য তোমাকে ভাব্তে হবে না। একটা লোকের চোকে ধূল দেওয়া কিছু শক্ত কথা নয়।

পূর্ণ। পার্লে সকল কাজই সহজ - দেখো যেন বিরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা—ইঁদুরের পরামর্শ না হয়!

প্রমোদকানন পূর্ণশশীর কথা শুনে একটু হাঁস্লে—সে হাঁসিটুকু যেমন মেঘের ভিতর হতে বিদ্যুতের রেখা—শরতের চাঁদ যেন আকাশের বুকে একটু দেখা দিলেন—ফুলের দল সকল যেন একটু প্রকাশ হলো—সেই হাসিমুখে বল্লে"—ছোট বৌ তোর কথা শুন্‌লে হাঁসি পায়—তুমি নিজে যেমন ছেলে মানুষ—সেই রকম তোমার ছেলেমো বুদ্ধিও যায় নি—তোমার এত ভাবনা কিসের?—তুমি বল তো এই মিনিটে গিয়ে বলদেবের সঙ্গে দেখা করে আস্‌তে পারি—আমি এত দিন সকল কাজ মিটিয়ে ফেল্‌তেম—তবে যে দেখা করিনি—তার মানে আছে।

পূর্ণ। তুমি যে আমার জন্য প্রণপণে যত্ন কচ্ছ—তা আমি বেশ জানি—আমি যে কোন কাজ করি—তা তোমারই সাহসে। এখনও মনে বিশ্বাস তোমারই সাহসে—তোমারই হাত যশে মনের আশা পূর্ণ হবে। এখন কি কর্‌তে হবে বল—প্রস্তুত আছি।

প্রমোদ আবার হেঁসে বল্লে "তবে আর কোন কথা নেই—শ্রীহরি কর।—গিন্নীর বাড়ী যাওয়া যাক্।"

পূর্ণশশী জিজ্ঞাসা কল্লে "ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি?

"দোষ বা কি, চলুক না কেন।" রাত্রিতে বরং দু এক জন লোক সঙ্গে থাকা ভাল। বিদেশ তাই আবার কাশী—এখানে গুণ্ডার ভারি বিক্রম।"

পূর্ণশশী বল্লে "আমাদের যে হাবা ঝি, একে সঙ্গে নেওয়া আর না নেওয়া দুই সমান—বরং সঙ্গে না থাকাই ভাল—একটা কোন গোল বাদ্‌লে শেষকালে ওকে নিয়েই হাবুডুবু খেতে হতে হবে—বিশেষ সে দিন রাত্রে যে ভূতের গল্প ওকে শুনিয়েছি কার সাধ্যি যে ওকে রাত্রিকালে—এক পা ঘরের

বাহির করে। পূর্ণশশী সর্ব্বদা আমোদ নিয়ে থাক্‌তে ভাল বাসে—একে খেপান—ওকে ভয় দেখান তাকে ঠাট্টা এই রকম কাজে সারা রাতদিন বসিয়ে রাখ—তাইতেই কাটিয়ে দেবে—সে আমোদ ছাড়া একদণ্ড থাক্‌তে পারে না। ঝিকে নিয়ে নানা প্রকার ভূতের গল্প করে—সে জন্য রাতহলে তাকে নিয়ে কোন কাজ হয় না। পূর্ণশশীর কথা শুনে প্রমোদ বল্লে "তবে তার আশা ছেড়ে দাও, আমরাই যাই—আর রাত করা ভাল নয়। এই কথা বলে প্রমোদ ও পূর্ণশশী দুজনে নিচে নাম্‌ল।

ষড়বিংশতি স্তবক।

—:•:—

বিষম সমস্যা।

দেখি নাই, শুনি নাই, তদবধি আর,
দেখিব না, শুনিব না—জীবনে আমার
তবুও পরাণ কাঁদে কখন কখন,
লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে ক্ষিপ্ত হয় মন,
ফুরায়ে গিয়াছে সবি আমার জীবনে,
সুখের বাসনা আর নাহিক এ মনে,
দেখিতে বাসনা সুধু অন্তর তাহার,
কাঁদে কি না কাঁদে মোর দুঃখে একবার।

বঙ্গদর্শন।

প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী দুজনে ধীরে ধীরে সেই গভীর রাত্রে লক্ষ্মী চৌতাল হতে বেরুলো। রাত্রির ভয়ানক চেহারা—চারিদিক ঘোর আধার—কোথায় লোক জন দেখা যাচ্ছে না। পথে একা যেতে ভয় হয়, আঁধারে কে যেন পিছু পিছু আস্‌ছে। পৃথিবীর কোন সাড়াশব্দ নাই—মরা মানুষের মত সকলই স্থির—সকলই অচেতন—সকল অষাঢ়। আকাশের গায়ে নক্ষত্র সকল যেন লেপে রয়েছে—চন্দ্র যেন ইন্‌সলভেণ্ট নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। আকাশের কিছুই শোভা নেই। এই আঁধার রাত্রে তারা নির্ভয়ে যাচ্ছে;—কোন শব্দ বা কোন দিকে লক্ষ্য নাই—আপন মনে—আপন মেজাজে চলেছে। পথে যেতে যেতে তারা কত রকমই যে ভাবছে—

গিন্নীর সঙ্গে কি রকম পরামর্শ কর্ব—তিনি কি আমাদের কাজে গা লাগাবেন—তাঁকে যদিও হাত কর্তে পারি—কিন্তু চাঁপা চোকখাগীকে পারা ভার। তার কোন কথায় বিশ্বাস হয় না—তার মন বড় কুটিল—সে নিজের লাভের জন্য না কর্তে পারে এমন কাজই নেই—বদমায়েসী যেন তার হাড়ে হাড়ে মাখা—তাকে করেই ভয়—প্যাছে সকল কথা—সকল পরামর্শ—সকল সন্ধান বলদেবকে বলে দেয়। তার কথার ভাবে বোধ হলো—বলদেবের দিকে তার অধিক টান

তারা দুটীতে এই রকম ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে—খানিকদূর গিয়েও পড়েছে, এমন সময় আকাশ যেন আরো ঘোর করে এল। তারা যখন বাড়ী হতে এসে—সেই সময় আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিইছিল—সেই খানি ক্রমে ক্রমে ঘোরাল হয়ে এলো—একে আঁধার রাত—তাই আবার মেঘের সঞ্চার—সুতরাং পথে কিছুই দেখা যায় না। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাতাস স্থির ছিল—এখন তার জোর বাড়্তে আরম্ভ হলো—হাওয়াতে পথের ধূলগুলো নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক ফোটাও বৃষ্টি নাই—কেবল বাতাসের চোটে তোলপাড় কচ্ছে। পূর্ণশশী ও প্রমোদ মনে মনে ভাবাতে লাগল—আজ এসে ভাল করি নাই—এখন কি করি ফিরে বাসায় যাব নাকি? আকাশের গতিক খারাপ দেখছি—যদি আরো বেশী হয়ে উঠে—তবে পথের মধ্যে লণ্ড ভণ্ড হতে হবে। এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত।

আকাশের গতিক দেখে প্রমোদ পূর্ণশশীকে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি লো এখন কি কর্বি বল দেখি? এ অবস্থায় লোকের বাড়ী গেলে—তারাই বা কি মনে কর্বে—আর কেমন করেই বা যাবি? একে ভয়ানক মেঘ উঠেছে—কোন্ পথে যাব—তাও ঠিক করে উঠতে পাচ্ছিনে—কোথায় যে এসে পড়েছি তাও তো ঠিক কর্তে পাচ্ছিনে—আমার বোধ হচ্ছে—গলি হারিয়ে—আর এক গলিতে এসেছি।

পূর্ণ। তাই তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না—পথও ঠিক হচ্ছে না—এ অবস্থায় গিন্নীর বাড়ী যাওয়া মাথার উপর থাক—বাড়ী যেতে পার্লে প্রাণ বাঁচে।

প্রমো। আমার বোধ হচ্ছে—ঝড় ক্রমে গো—গো শব্দ করে যেরূপ কচ্ছে—কার সাধ্য যে এক পা সরে যায়?

পূর্ণ। আমোদ করে বল্লে—তবে সরে কাজ নাই—এখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি—আমরাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে—ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করি।

প্রমো। এ লড়াই সহজ কথা নয়—এখনই কীচক বধ কর্‌বে যে পাথরে রাস্তা—একবার এর উপর পড়্‌লেই হয়।

পূর্ণ। তবে এখন কি করে যাই—এরূপ ভবে থাক্‌লে তো আর কাজ মিটে না। রাতও অনেক হয়েছে, এই দুর্য্যোগের সময়—কোন দিকে গেলে সুবিধা হয়? এই যে লোকে বলে, এখন কাশী যাই—কি মক্কায় যাই, আমাদেরও দেখছি তাই হয়েছে।

প্রমো। তুই ভাল করে দেখ দেখি—তোর পথ ঠাওর হচ্ছে কি না আমি তো কিছুই ঠিক পাচ্ছি নে।

পূর্ণ। মেইজ দিদি! রও বলছি—আগে ভাল করে চোক জোড়াটা ধুয়ে দেখি—তুমি ভাই যে পথ চিনতে পাল্লে না—আমি আবার তাই চিনে—কানা মানুষের মত তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব।

ভেবেই বা কি করি—এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—গিন্নীর বাড়ী যাব কি? যখন বেরিয়েছি—তখন পথথেকে ফিরে যাওয়াটা ভল দেখায় না—যাওয়ার কথা মেইজ দিদিকে এখন বলা হবে না—আগে তার চোক ভাল হোক তার পর সে কথা—কোন কাজ সহজে মিটে না—কতখানাই যে বাধা জুটে তা আর বলবার নয়।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণশশীর কোন কথা না শুনে প্রমোদ বল্লে "কি লো ছোট বৌ ভাবছিস কি? আর কতক্ষণ এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? চল ফিরে বাসায় যাই—আর একদিন এসে গিন্নীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

সে তো পরের কথা, এখন গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা মাথায় থাক—বাসায় ফিরে যাবে বলছ—তাই বা কেমন করে যাবে? কোন পথ দিয়ে এসেছি তার তো কোন চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না—এখন গিন্নীর বাড়ী যাওয়া যেমন কঠিন—বাসায় ফিরে যাওয়াও তেমনি শক্ত কথা, সাঁকের করাতের মত যেতে কাটে—অস্‌তেও কাটে।

প্রমো। আমি তো সেই সময় বলেছিলেম—ঝিকে সঙ্গে নিতে—সে সঙ্গে থাক্‌লেও তবু অনেক সাহস হতো।

পূর্ণ। মেইজ দিদি! তোমার কথা শুন্‌লে—দুঃখের সময় হাসিও এসে—না হেঁসেও বাঁচিনে—এই অন্ধকারে—এই ঝড়ে—এই নিশিরাত্রে সে সঙ্গে থাক্‌লেই সোণায় সোয়াগা পড়ত—এই যে বলে যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে প্রবাস—সে সঙ্গে থাক্‌লে তাকে নিয়েই সর্ব্বনাশ হতো-

এখনই চীৎকার করে—কেঁদে গোঁগিয়ে মর্‌ত, তার সঙ্গে স্বর্গে যাওয়াও কিছু নয়।

পূর্ণশশী ও প্রমোদ এই রকম কথা বার্ত্তা কচ্ছে—এমন সময় মেঘ কড় কড় করে ডেকে উঠল—একটী বিদ্যুৎ যেন মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে পৃথিবী পানে একবার চাইলে—বিদ্যুতের চমকে, মেঘের ডাকে, তারা যেন কেঁপে উঠল। পূর্ণশশী বল্লে, মেইজদিদি! আর কেন, সাম্‌নে বাড়ী দেখা যাচ্ছে—চল ওখানে গিয়ে প্রাণ বাঁচাই? এরূপ অবস্থায় আর থাকা যায় না—বৃষ্টিরও বেশী দেরি নাই—তোমার চোক কেমন একটু নরম পড়েছে কি?

প্রমো। সামনের বাড়ীতে যেতে বল্‌ছ—এত রাত্রে কার বাড়ী যাবে—লোকে দেখলেই বা কি বলবে? আমার চোক অনেক ভাল।

পূর্ণ। যার বাড়ী হোক না কেন—আমরা তো আর চুরী ডাকাতি কর্‌তে যাচ্ছিনে—তার আবার ভয় কি?

প্রমো। ওখানে গিয়েই বা লাভ কি—এত রাত্রে তো সদর দরজা খোলা নেই যে ঘরের মধ্যে মাথা দিয়ে প্রাণ বাঁচবে। আজ কপালে দুঃখ আছে এস ভোগ করি।

পূর্ণ। তাই তো মেইজ দিদি! পোড়া দেবতা আবার যে ভেঙ্গে পড়বে তাই বা কে জানে?

প্রমো। ছোট বৌ আর ভাববার সময় নেই—যা কর্‌তে হয় এই বেলা—আর দেরি হলে চলছে না—বৃষ্টি হলে—আরো বিপদে পড়্‌তে হবে—বৃষ্টিও প্রায় এলো।

এই কথা বলে তারা দুজনে হাত ধরা ধরি করে সাম্‌নের বাড়ীর দিকে যেতে লাগল—ইটী যে কাশীর কোন্ গলি—এর নাম কি? আর কখন এ দিকে এসেছি কি না—সে সব কথা তারা কিছুই ঠিক কর্‌তে পাচ্ছে না—এখন বিপদের হাত হতে—কষ্টের হাত হতে— ঝড়ের হাত হতে—রক্ষে পেলেম এই মনে করে তারা দুটী সেই গলির মধ্যে সামনে যে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী দেখ ছিল—একবারে সেই বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে উপস্থিত।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপ্সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসা, (ফরিদপুর)।

সপ্তবিংশতি স্তবক।

—:•:—

বন্দিভাবে।

পিঞ্জরে বসিয়া শুধ মুদিয়া নয়ন,
কি ভাবিছ মনে মনে? অথবা তোমার
ভাবনায় বাস্তবিক আছে অধিকার;
পরাধীন বন্দিভাবে রয়েছে যখন॥

পদ্য পাঠ।

পূর্ণশশী ও প্রমোদ যখন সেই বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এমন সময় ভিতর হতে ধাঁকরে কএকটী লোক এসে কাপড় দিয়ে তাদের চোক জড়িয়ে বেঁধে—হাত ধরে বাড়ীর ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। পূর্ণশশী ও প্রমোদ কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পাল্লে না—এরা কে—এত রাত্রে আমাদের উপর এত অত্যাচার করে কেন—এই দুর্য্যোগে এর মধ্যে পাষণ্ডেরা এরূপ ভাবে আক্রমণ কল্লে কারণ কি? তারা বেশী ভাব্‌তে সময় পেলে না। তবে এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লে গতিক খারাপ—ডাকাতের হাতে পড়েছি—আর নিস্তার নাই—জল ঝড়ের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য এখন ডাকাতের হাতে উপস্থিত হলেম—ইচ্ছে করে বাঘের মুখে এসে পড়িছি—আর উপায় নাই। বদমায়েসেরা তাদের হাত ধরে একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর ঢুকল—সুতরাং তারা জড়ান কোথায় কিছু দেখতে পেলে না—কারণ তখন পর্য্যন্ত তাদের চোক খুলে দেয় নাই—পূর্ব্বের ন্যায় চোকে কাপড় আছে। বদমায়েসেরা তখন পর্য্যন্তও পরস্পর কোন কথাবার্ত্তা বলে নাই—পূর্ণশশী ও প্রমোদ অতি কাতর স্বরে বল্‌তে লাগল—আপনারা যিনিই হন—আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কচ্ছেন কেন? আমরা জল ঝড়ে বিপদে পড়েই আশ্রয় নিতে এখানে এসেছিলেম—আমাদের উপর দয়া না করে এরূপভাবে ধরে আনা কি আপনাদের উচিত?

এই কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠল—তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? আমরা তো তোমাদের প্রতি কোন অভদ্র ব্যবহার করি নাই যে, সে জন্য

তোমরা ভয় পেতে পার। তবে যে তোমাদের চোক বেঁধে এনেছি তার কারণ আছে। তোবরা কে—এত রাত্রে এরূপ ভাবে এখানে আস্‌বার কারণ কি? যে যে কথা জিজ্ঞাসা কল্লেম—যদি ঠিক উত্তর দেও—তবে কোন ভয় নাই—নির্ব্বিঘ্নে এখান হতে যেতে পার্‌বে—আর যদি মিথ্যা কথা হয়, এই গৃহ তোমাদের চিরদিনের বাসস্থান হবে।

প্রমো। প্রথমে কথা হচ্ছে এই আমাদের পরিচয়ে—আপনাদের দরকার কি! আর আমরা যা বলব—তার সত্য মিথ্যা আপনারা কিরূপে জান্‌তে পার্‌বেন? যদি আমাদের প্রতি বিশ্বাস করেন—তবে আমাদের কথার উপরও বিশ্বাস কর্‌তে হয়।

আমাদের হাতে এমন কল আছে—তোমরা সত্য কি মিথ্যা যা বলবে সমুদায় আমরা জান্‌তে পার্‌ব। যদি সে উপায়ই না থাক্‌বে—তবে পরিচয় জিজ্ঞাসাই বা কর্‌ব কেন?

পূর্ণশশী ও প্রমোদ মনে মনে ভাবতে লাগল বিষম বিপদে পড়লেম। পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এত পীড়া পীড়ি করে কেন? এদের মনের ভাব—উদ্দেশ্য কি? যদি ডাকাত—জুয়াচোর—বদমায়েস হবে তবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে কেন? এরা কেমন চেহারার লোক এখন পর্য্যন্ত তাও দেখতে পেলেম না—লোকের চেহারা দেখলেও তবু অনেক জানা যায়—কি রকম লোক—কি উপায়ে যে এদের হাত হতে উদ্ধার পাব—তা ভেবে স্থির হয় না। যে অকূল পাথারে পড়লেম—এর যে কূল পাব তা বোধ হয় না—জল ঝড়ের সময় পথে দাঁড়িয়ে মরা ভাল ছিল—মাথার উপর বজ্রাঘাত হলেও—প্রাণে এত ভয় হতো না—এখন ভয়ে বুকের ভিতরে কাঁপছে—সর্ব্বশরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে, পরস্পর দুই বোনে যে কথা বার্ত্তা কয়ে ক্লেশ কমার তারও যো নাই। কি কুক্ষণে যে বাড়ী হতে পা বাড়িয়েছি—তা আর বল্‌তে পারি নে! এতদিনের পর চাঁপার সঙ্গেই বা দেখা হলো কেন? যদি দেখা হলো তবে আবার গিন্নীর বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত কল্লেম কেন? শেষে এই রকম বিপদে পড়তে হবে বলে বুঝি এই সকল যোগাযোগ ঘটে গেল? কি আশ্চর্য্য একটী বিপদ পড়বার পূর্ব্বে কত রকম ঘটনা জুটে যায়। সময় সময় দুই একটী বিপদে পড়েছি বটে—কিন্তু এরূপ ঘটনা কখন হয় নাই। এই বিদেশ—তায় আমরা মেয়ে মানুষ—বিশেষ যে ভয়ানক রাত উপস্থিত,—এখন বুঝ্‌লেম ভয়ানক সময় ভিন্ন ভয়নেক কাজ হয় না। তারা দুটিতে এইরূপ কত কথা মনে

মনে তোলা পাড়া কচ্ছে, কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছে না—ভয়ে ভাবনায়, বিপদে শঙ্কায়—তাদের মুখ শুকিয়ে গ্যাছে, সেই যে বিশ্ববিজয়ী মুখের রূপ, সে মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়াছে। জোর করে যে এদের হাত হতে যেতে পার্‌ব—কিম্বা কোন রকম ফিকির করে যে পালাব—সে যোও দেখছি নে। এত রাত্রে শক্রেরা আমাদের জন্য যে এমন করে ফাঁদপেতে রাখ্‌বে—আর আমরা ইচ্ছা করে—সখ করে সেই ফাঁদে এসে পড়্‌ব—এ আমাদের সম্পূর্ণ দোষ, বিপদ বিপদকে ডাক দেয়—নতুবা এরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এত পীড়াপীড়ি কচ্ছে কেন? না জানি পরিচয় পেলে আবার কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে। আমাদের শক্র পায়ে পায়ে—দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি—এখনেও আবার শক্র! যা হোক সহজে পরিচয় দেওয়া হবে না—দেখি এদের দৌড় কত দূরে—যদি পরিচয় না দিই তবে এরা কি করবে? মিষ্ট কথায় অনুনয় বিনয় করে—হাতে পায়ে ধরে—গায়ের গহনা সকল খুলে দিয়ে—যদি পার পাই—আগে তার চেষ্টা কর্‌ব—যখন দেখ্‌ব কিছুতেই কিছু হবে না—তখন যা বুদ্ধিতে এসে—পরমেশ্বর যেমন মতলব দেন—কপালে যা ঘটে—তাই কর্‌ব—বিপদে কাতর হব না—এ সময় মনে জোর না থাক্‌লে কোন কাজ হবে না, আর এও দেখা উচিত—মিছে ভাবনায় লাভ কি, কেবল বসে বসে ভাব্‌লে বিপদের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সংসারে থাক্‌লে—নানা রকম বিপদ সহ্য কর্‌তে হয়। তারা মনে মনে এইরূপ পরামর্শ কচ্ছে। এমন সময় সেই লোকগুল আবার বল্লে কৈ তোমরা কোন কথা কও না যে—এতক্ষণ চুপ করে বসে রৈলে কেন? এ বসে থাক্‌বার স্থান নয়। আমরা তোমাদের কাছে বসে—রাত কাটালে চল্‌বে না—আমাদের হাতে আজ অনেক কাজ—তোমাদের একটা ব্যবস্থা হলেই, আর আর কাজ দেখ্‌তে সময় পাই।

প্রমোদ বল্লে "আমরা আপনাদের কোন কাজে তো বাধা দিচ্ছি নে—অনুগ্রহ করে আমাদের ছেড়ে দিন—আমাদের আটক করে কষ্ট দিয়ে তো আপনাদের কোন লাভ নাই।" এ পর্য্যন্ত পূর্ণশশী কোন কথা বলে নাই—প্রমোদই তাদের কথার জবাব কচ্চে।

প্রমোদের কথা শুনে—তারা বল্লে আমরা কি জন্য তোমাদের ধরে এনেছি—তা একটু পরেই জানতে পার্‌বে—সে কথা মীমাংসা কর্‌তে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে না। আমরা যা যা জিজ্ঞাসা করি, একে একে সকল কথার পরিষ্কার উত্তর দেও—কোন কথায় অন্যথা করো না—কল্লেও

আমাদের হাতে পরিত্রাণ নাই। এই কথা বলেই তাদের দুজনের চোকের বন্ধন মোচন করে দিলে।

প্রমোদ ও পূর্ণশশী এতক্ষণ ছিল ভাল—তাদের চোকের সাম্‌নে যে এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি বসে আছে—তাদের কাছে আবার পরিচয় দিতে হবে—তা বুঝ্‌তে পারে নাই—যে ঘরে তারা সকলে বসে ছিল—সে ঘরটী নীচের তলায়—চারিদিকে পাথরের দেওয়াল—দেওয়ালে একটীও জানালা নাই—ঘরটী দেখ্‌লেই মনে ভয় হয়। সেই ঘরে একটী মশাল জ্বলছে—ঘর দেখ্‌লেই বোধ হয়, এ যেন পৃথিবী ছাড়া বদমায়েসদের একটী ভয়ানক আড্ডা—দয়া ধর্ম্ম সে ঘরে প্রবেশ কর্‌তে পায় না। আর যে লোক সকল সেখানে বসে আছ—তাদের চেহারার কথা মনে হলে প্রাণ উড়ে যায়—বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়—শরীরের এক এক খানি হাড় খসে পড়ে—কি সর্ব্বনাশ! মানুষগুলো—পুর পাঁচ হাত লম্বা—তেমনি মোটা—ঝোঁক্‌ড়া ঝোঁক্‌ড়া চুল—দাড়ি গালপাট্টা পর্য্যন্ত—অসুরমিন্‌ষের মত বুক চাড়া দেওয়া—নাকের নীচে দুগাছা খেংরার মত কটা কটা গোঁপ—তামার সলার ন্যায় দাড়ীর চুল এই তো ভয়ানক চেহারা—তার উপর আবার মুখে কাল রং মাথান মুখ পোড়া বানরের মত দেখাচ্ছে;—তেলে সিঁদুরে এক সঙ্গে মাথালে যেরূপ রং হয়—সেই রঙ্‌ কপালে লেপা—হাতে এক এক থানি চক্‌চকে ছুরী ঝিক্‌ ঝিক্‌ কচ্ছে—দেখ্‌লেই বোধ হয়—কালান্তক যম—কি দৈত্য—কিম্বা ভূত প্রেত সকল শ্মশান হতে উঠে এসেছে।

কাপড় দিয়ে চোক বাঁধা ছিল বলে, এতক্ষণ পূর্ণশশী ও প্রমোদ তত ভয় পেইছিল না—এখন বুঝলে—আর রক্ষা নেই—মৃত্যু উপস্থিত যম স্বয়ং দল বল নিয়ে এসেছে—নতুবা এরূপ চেহারা মান্‌ষ্যে দেখা যায় না।

তারা সকলে সেই ঘরে বসে আছে, এমন সময় একটী লোক সেই ঘরে এসে, তাদের কাণে কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে—তারা তার কথা শুনে কি একটা ভাষায় কত রকম কথা কি ঘাড় মুখ নেড়ে বল্লে।

তাদের হাত মুখ নাড়া যেমন—চেহারা তেমনি—কি ভাষায় যে কি কথা বল্লে—পূর্ণশশী ও প্রমোদ সে কথা বার্ত্তার অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাক্‌ছে—ভাব্‌ছে কি উপায়ে উদ্ধার হব। এদের মনে যে দয়া ধর্ম্ম আছে এরূপ বোধ হয় না—কি ভয়ানক চেহারা—

যেমন চেহারা তেমনি মতলব। এদের মধ্যে ভদ্র লোকের মত একটীরও চেহারা দেখছি নে—হাজার কাঁদ্‌লে—হাজার খোসামোদ কল্লে—হাজার পায়ে ধল্লে এদের মনে যে দয়া হবে এরূপ বোধ হয় না। বরং বাঘের মুখ হতে রক্ষা পাওয়া যায়—যমের হাত হতে পরিত্রাণ আছে—কিন্তু এ পাষণ্ডদের হাতে রক্ষা পাওয়ার কোন আশা—কোন পথ—কোন উপায় দেখছি নে। এদের কর্ত্তা কিম্বা চাকর যে কে তা তো চেহারা দেখে—মান্য দেখে—ধরণ ধারণ দেখে কিছুই বুঝ্‌বার নাই। উপায় এরা কাশীতে কি করে! এই রকম ডাকাতি কর্‌বার জন্য—লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বার নিমিত্ত এখানে আড্ডা করে আছে। এরা যদি টাকা কড়ী নিয়ে ছেড়ে দেয়—তবে এখনই গায়ের সমুদায় গহনা না নিয়ে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বার কারণ কি?

পূর্ণশশী ও প্রমোদ এইরূপ কত থানাই যে মনে মনে ভাবছে তার ঠিক নেই—যে এরূপ অবস্থায় পড়েছে—সেই এ অবস্থার ক্লেশ—যাতনা ভাবনা বুঝতে পারে। একে স্ত্রীলোক—তায় ঘোরতর রাত—এই বিধাতার দুর্য্যোগ এর উপর আবার এই কারাগার—এই যমালয় এই নরক—এখানে এক মিনিট থাক্‌তে হলে প্রাণ যায়—কিন্তু দায়ে পড়লে—বিপদে পড়্‌লে বেঘো মায়ে সকলই সহ্য হয়। নতুবা তাদের কমলপ্রাণে এত যাতনা সইবে কেন? তারা দুটীতেই অবাক হয়ে গ্যাছে কোন কথার কি যে উত্তর দিবে তাও ভেবে ঠিক হচ্ছে না। ভয়েতে বুক ও মুখ শুকিয়ে এসেছে পাথা পুরছে চারিদিকে আঁধার দেখছে। না জানি এ পামরেরা কি দণ্ড দেবে—কি সর্ব্ব নাশ কর্‌বে। এ পর্য্যন্ত পূর্ণশশী ও প্রমোদ সাহস করে মুখ তুলে তাদের মুখ পানে চেয়ে কোন কথা বল্‌তে পারে নাই। চোকের কাপড় খোলা হলে একবার মাত্র সেই সকল লোকের মুখ পানে—ঘাড় তুলে দেখেছিল—এবং সেই দেখায় আর মুখ তুলতে পাচ্ছে না। মুখ মাটির দিকে নীচু হয়েই আছে মোটা মোটা চোক জলে টস্ টস্ কচ্ছে—ভয়েতে ভাল করে নিশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছে না—কাঠের মূর্ত্তির মত—ছবির মত—অবাক হয়ে আছে। ভাবনায় কত রকম ভয় উপস্থিত হচ্ছে—পালাবার যে সকল মতলব তাও এক একবার ভাবছে, কিন্তু কিছুই মনে লাগ্‌ছে না—যখন সেই ঘরের অবস্থা—বদমায়েসদের চেহারা ভাবছে তখন একেবারে অস্থির হচ্ছে। ভাবনা—চিন্তা—ভয়—যেন তাল বেঁধে বুকের কাছে জমাট হচ্ছে। আবার এক একবার ভাবছে—এরা যেরূপ ভাবের লোক হোক না কেন—কিন্তু

এ পর্য্যন্ত আমাদের উপর—কোন রূপ অসদ্ব্যবহার করে নাই, কেবল পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পীড়াপীড়ি করেছে, তাও আবার এদের যেমন চেহারা সে রকম বদমায়েসি ভাবে নয়। এদের মুখে যেরূপ রঙ মাথা—অসুরের মত চেহারা ডাকাতের সাজ আমাদের দেখেই যে এরূপ সাজ ধরেছে এরূপ বোধ হয় না কারণ এর আগে আমাদের সঙ্গে এদের দেখা হয় নাই, আর যদি দেখাই হবে, তবে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী দুটী ধরতে এ বেশ করবার কোন দরকার হয় না। বোধ হয় আমাদের ধরবার আগে আর কার কোন সর্ব্বনাশ করেছে—অথবা কার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছিল—এমন সময় আমরা সেই শীকারের মুখে পড়েছি। যে ঘরে আমাদের এনেছে—এ ঘরটী যে কয়েদী থাকে—তা এর অবস্থা দেখে বেশ বোধ হচ্ছে—এ ঘরে কয়েদ রাখা চাইতে গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া ভাল—একেবারে সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা সকল কষ্ট ঘুচে যায়। তাদের বিশেষ কষ্ট—এই যে—ডাকাতেরা সম্মুখে থাকায়—পরস্পর কোন কথা—কি কোন পরামর্শ করতে পাচ্ছে না;—সর্ব্বদাই ভাবছে এরা একবার উঠে গেলে তবু দুটো মনের কথা বলে কতক কষ্ট—কমাতে পারি। তারা এই রকম ভাবছে—এমন সময় বদমায়েসেরা আবার কাণে কাণে সেই পরামর্শ করে—পূর্ণশশী ও প্রামোদকে আর কোন কথা না বলে সকলেই উঠে দাঁড়ালো, যুবতা দুটী একবার তাদের মুখ পানে চেয়ে দেখলে—এমন সময় তারা আর কিছু না বলে এক এক করে ঘর হতে বেরিয়ে এলো এবং বাইরে এসে পূর্ণশশী ও প্রমোদকে ঘরে রেখে চাবি বন্ধ করে দিয়ে সকলে কোথায় চলে গেল।

অষ্টাবিংশতি স্তবক।

এর মানে কি?

ঘুরিল মস্তক চক্রের সমান।
বিঁধিল অন্তরে শত বিষবাণ॥
মস্তিষ্ক হইতে ব্রহ্মতালু ভেদী।
উঠিল বিশাল অনলের নদী। বীণা।

কি ভয়ানক অবস্থা—এই রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে—কোথাও একটীও সূচীপাতের শব্দ নেই—নির্ব্বান্ধবপুরী—যমদূতের ন্যায় চারিদিকে কে যকটী

ভয়ানক চেহারার বদমায়েস ; কারো হাতে ছুরী—কারো হাতে পিস্তল—কারো হাতে মোটা গোছের রুল। চারিদিকে এইরূপ ভাবের লোক—তাদের মধ্যে একটা যুবাপুরুষ অবাক হয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে—মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়্‌ছে—কি অপরাধে যুবার প্রতি এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে—চারিদিকে লোকজন সকল অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন ? এদের উদ্দেশ্য কি ? এরূপ গোপনভাবে কিসের ষড়যন্ত্র কচ্চে ? এই যে একটী লোকের হাতে লিখ্‌বার উপকরণ দুয়াত—কলম—কাগজ রয়েছে, অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে আবার লিখ্‌বার জিনিস কেন ?

যুবাপুরুষটী খানিক ভেবে বল্লেন—"তোমাদের মতলব কি ? আমাকে এরূপ ভাবে এ ঘোর কারাগারে বদ্ধ কল্লে কেন ?—তোমরা যে অতি নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ—যদিও তা বুঝতে পেরেছি—তোমাদের মনের ভাব—তোমাদের আকারে ও অস্ত্র শস্ত্রে প্রকাশ পাচ্ছে—তত্রাপি জান্‌তে ইচ্ছা করি—এরূপ ভয়ানক চক্রের উদ্দেশ্য কি ?"

দস্যুগণ বলে উঠ্‌ল—"আমাদের যে উদ্দেশ্য কি—কি জন্য তোমাকে এরূপ ভাবে আনা হয়েছে—সে কথা—সে বিচার—সে অনুসন্ধানে তোমার কোন দরকার নাই—আমরা যা বলি তা কর—যা করি তা দেখ—সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন কথার প্রয়োজন নাই। আমাদের কোন কথায় যদি কোন আপত্তি কর—কোন কাজ কর্‌তে যদি একটুও বিলম্ব কর—তবে নিশ্চয়ই জান্‌বে—মৃত্যু তোমার সম্মুখে উপস্থিত। এই যে ছুরী—কাল বিলম্ব না করে—তোমার বুকে প্রবেশ কর্‌বে—তোমার রক্তে ঘরের ধূলা কাদা হবে।"

বলদেব মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—কি ভয়ানক কাজ করেছি—আগা গোড়া না ভেবে—এই ঘোর রাত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশীয় লোকের কথায় বিশ্বাস করে—এস্থলে এসে ভাল করি নাই। সংসারে লোক চেনা ভার—কে যে কি মতলবে বেড়াচ্ছে—কার যে মনের ভাব কি রকম—তা জানা বড় কঠিন। আদ বুড় মিন্‌ষে ছেলের কঠিন পীড়া বলে—ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগল—তার এই কাজ ? মিন্‌ষের তিনকাল গেছে—এককালে ঠেকেছে—আজ পরে কাল মর্‌বে—এ সময়েও এরূপ পাপকার্য্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের কি একটুও পরকালের ভয় নাই—পরমেশ্বরকে কি একবারও ভাবে না—এ পাপের প্রায়শ্চিত্তে যে কি হবে তাহা একবারও মনে

হয় না—অসাড় মনে কি কোন অনুতাপের বেদনা লাগে না। অভাবনীয় —অচিন্তনীয়—সর্ব্বনাশের কারখানা—এদের মনে দয়া, ধর্ম্ম কি ভদ্রতা কি মায়া—মমতা স্থান পায় না—পাথর কিম্বা লোহা অপেক্ষা কঠিন পদার্থে এদের মন প্রস্তুত—সুতরাং আমি হাজার বিনয় করে—হাজার দুঃখ করে—হাজার হাতে পায়ে ধরে—হাজার ধর্ম্ম ভয় দেখিয়ে—হাজার সৎপরামর্শ দিয়ে—হাজার উপকার কর্‌বার আশা ভরসা বলে যে মন নরম কর্‌তে পার্‌ব—সে আশা নাই। কি কর্‌বে—কি বল্‌বে—তা পরমেশ্বরই জানেন। যখন এই সকল দুরাত্মা—পিশাচ—নরাধমেদের হাতে পড়েছি—তখন এবার যে সহজে উদ্ধার হবো—এ আশা করা বৃথা—এ অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই ঠিক হয় না—কোন বিষয় ভেবেও কূল দেখ্‌ছি নে—বিপদসাগরে পড়েছি—পরমেশ্বর যদি এখন বিপদ হতে উদ্ধার করেন—তবেই রক্ষা পাব।

বলদেব এইরূপ ভেবে তাদের বল্লেন—"আমি এখন তোমাদের হাতে পড়েছি—এ অবস্থায় তোমাদের কথা না শুন্‌লে যে নানা কষ্টভোগ কর্‌তে হবে—তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি—সুতরাং আমার কোন আপত্তি নাই—তোমাদের ধর্ম্মে যা কর্ত্তব্য হয় বল—পরোপকার কর্‌তে গিয়ে—যদি তার পরিণাম এই হয়—তবে পরমেশ্বর তার বিচার কর্‌বেন।

বদমায়েসেরা এতক্ষণ চুপ করে ছিল—কোন কথার জবাব করে নাই—যেন মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনছিল। এখন বলদেবের কথা শেষ হলে তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল—আমরা তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার আর বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন দরকার হচ্ছে না—এখন তুমি আমাদের কাছে কি চাও। যদি এ পিঞ্জর হতে মুক্ত হতে ইচ্ছে কর—তবে এই কাগজে আমরা যা বলি—বিনা আপত্তিতে সমুদায় লিখে দেও। যদি লিখ্‌তে অমত কর—তবে জান্‌বে যে এই ঘর তোমার চির বাসস্থান হবে—তোমার চোক আর চন্দ্র সূর্য্যের মুখ এ জন্মে দেখ্‌তে পাবে না—আমরা তোমার প্রাণের উপর আর কোন অত্যাচার কর্‌ব না—আর যদি কোন রূপ গোলযোগ—কিম্বা পলায়নের চেষ্টা কর—তবে নিশ্চয়ই জান্‌বে মৃত্যু! মৃত্যু !! মৃত্যু !!!

সেই ভীষণমূর্ত্তি—ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র, তার উপর আবার বারবার মৃত্যুর কথা শুনে—বলদেবের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে, বুকের ভিতর কেমন একটা কারখানা হচ্ছে—মাথা ঘুরে পড়ছে—ঠক ঠক করে গা কাঁপ্‌ছে—

জিহ্বা শুকনো—মুখ শুকনো—ওষ্ঠ শুকনো—চোকে আঁধার বোধ হচ্ছে—আগুনের মত গরম নিশ্বাস বচ্ছে,—যে যত কেন সাহসী হোক না,—এরূপ অবস্থায়,—এরূপ বন্ধন দশায়,—এরূপ যমদূতদের হাতে,—এরূপ ভাবে পড়লে কার না মনে ভয় উপস্থিত হয়! এখানে বীরত্ব প্রকাশের কোন উপায় নাই,—কারণ বলদেব একাকী—তাদের সংখ্যা অধিক—এরূপ স্থানে নম্রতাই প্রধান অস্ত্র। শত সহস্র তরবারে যে কাজ না হয়,—সময় বিশেষে নম্রতায় সেই কাজ হয়ে থাক। এইরূপ ভেবে বলদেব পুনরায় বল্লেন,—কাগজে কি লিখতে হবে,—তোমাদের অভিপ্রায় স্পষ্ট করে না বল্লে,—কিছুই বুঝিতে পাচ্ছি না।

এই কথা কয়েকটী বলেই বলদেব আবার মনে মনে ভাবছেন,—এরা আমাকে দিয়ে কি লিখিয়ে নেবে—এই লেখার জন্য কি এত ষড়যন্ত্র, না আর কিছু মতলব আছে—ভাল কথা—যদি লিখিয়ে নেয়াই অভিপ্রায় হয়,—তবে সে কথা কিছু সহজ নয়,—কারণ সহজ লেখা হলে,—তার উপায়ও সহজ হতো,—যে লেখার জন্য প্রাণবধ কর্ত্তে উদ্যত—এর ভাব কি—এরা আমাকে চেনে না—আমিও এদের চিনি না,—তবে কিসের লেখা? একটা ভাবনা গিয়ে—আবার আর একটা অভাবনীয় ভাবনা এসে জুটল। এরা কি আমার গুপ্ত শত্রু—না কোন শত্রুর গুপ্ত চর সকল এই ভয়ানক কাজ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, কৈ, আমি তো কারো কোন শত্রুতা করি নাই।—তবে কেন লোকে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কচ্ছে। জগদীশ্বর তিনিই জানেন,—আমি কোন পাপে—কি কোন কুমন্ত্রণায়—কি সংসর্গে থাকি না,—স্বপ্নেও পরের অনিষ্টে হাত দিই না—তবে কেন আমার অদৃষ্টে এরূপ ঘটল। আমি তো এখানে এই ভয়ানক অবস্থায় পড়লেম—এদের হাত হতে যে জন্মের মধ্যে উদ্ধার পাব—তারও তো কোন আশা দেখছি নে—না জানি,—বাসার লোকজন সকলে কি ভাবছে—তাদেরই বা উপায় কি হবে—কি কুক্ষণে যে কাশী এসেছিলেম,—তা বলতে পারি নে। সেই এক চিঠি পেয়ে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি—তার উপর আবার এই ব্যাপার—এর উপর আবার কি লিখিয়ে নেবে—লেখার কথা শুনেই আমার প্রাণ উড়ে গেছে,—এই ঘোর বিপদে পড়েছি;—আবার এ হতে কোন বিপদে ফেলবে—কি করি যদি লিখতে কোন আপত্তি করি—তবে প্রাণের আশা ত্যাগ করতে হয়—আর যদি লিখি—তবে বিপদে পড়তে হবে—এখন এ দুটীর মধ্যে কোনটী করা উচিত?—ভাল কথা এদের যেরূপ কাজ—সেরূপ

চেহারা—তাতে যে এদের লেখা পড়ায় কোন দখল আছে, তা বোধ হয় না—তবে আমাকে দিয়ে কি লিখে নেবে যে আমি এত ভেবে অস্থির হচ্ছি—এ লেখা পড়ায় উদ্দেশ্য কি—পরে আমার নামে কোন মোকদ্দমা কর্ব্বে নাকি—মোকদ্দমা তো পরের কথা—আপাততঃ কোন গতিকে এদের হাতে পরিত্রাণ পেলে বাঁচি—এরূপ অবস্থায় ক্ষণকালও থাকা যায় না,—কখন যে কি কর্ব্বে—এরূপ ভাবনায় প্রাণ অস্থির হচ্ছে।

ঊনত্রিংশতি স্তবক।

—:•:—

এত অনুগ্রহ কেন।

কেন ভাবি অবিরত ?
কেন মিছে আশা করি ; শুধু শুধু দুঃখে মরি,
আশার ছলনে কেন হয়ে প্রলোভিত ?
জনমের তরে যাহা, গিয়াছে দেখিতে তাহা,
কেন আঁখি সদা মোর এত লালায়িত ?
———ভাবি পাগলের মত!

সুখের দিন ?

সেই ভয়ানক কারাগার মধ্যে—বলদেব এক মনে চিন্তা কচ্ছেন—বদমায়েসেরা চারিধারে ঘিরে আছে—এ দিকে রাতও ভোর হয়ে এসেছে—সারা রাত এই রকম গোলমালে কেটে গেল। রাত্রি প্রভাত হয়েছে দেখে—বদমায়েসেরা বল্লে—"আচ্ছা, লেখা পড়া এখন থাকুক—তুমি বিশ্রাম কর—আজ রাত্রে লেখা শেষ করা যাবে। এই কথা বলে, তারা সে ঘর হতে বেরিয়ে এলো,—বলদেব একাকী সেই কারাগারে আবদ্ধ রইলেন।

বলদেব এখন একাকী,—কি কর্ব্বেন—কি উপায়ে নিষ্কৃতি পাবেন—কেমন করে বাসায় ফিরে আস্‌বেন,—এই চিন্তায়—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছেন—কিছুই ভাল লাগছে না—মনে কত থানা উদয় হচ্ছে—এতক্ষণ বসে ছিলেন—এখন উঠে দাঁড়ালেন—ঘরের চারিদিকে তন্ন তন্ন করে দেখ্‌লেন,—দেখে ... যে আশা করেছিলেন—তা ত্যাগ কর্ত্তে হলো—ঘর ভয়ানক মজবুত—

পাথুরের দেওয়াল—কোন দিকে জানালা—কিম্বা কোনরূপ ফাঁক নাই। দিন হয়েছে—যদি এখান হতে চীৎকার করি—তাহলে পথের লোকজন যে জান্‌তে পার্ব্বে, তারও উপায় দেখছিনে। এ ঘরটী রাস্তার ধারে—কি কোন জায়গায় তাও বুঝা কঠিন। চীৎকার কল্লে—দলের মধ্যে বদমাইসের টের পেয়ে—আরো ভয়ানক কষ্ট দেবে। যা হোক কোন গতিকে এদের মন খারাপ করা হবে না। আমি যেন সম্পূর্ণ এদের অনুগত—এদের মুখ চেয়ে আছি—সেইটীই দেখাতে হবে। কি আশ্চর্য্য এরূপ অরাজকতা—আজিও দেশ মধ্যে আছে—এদের শাসন হওয়া—একান্ত আবশ্যক—আমি যদি কোন রকমে একবার—এখান হতে পরিত্রাণ পাই—তবে এ রোগের উপযুক্ত ঔষধ দেব। না জানি আমার মত কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে—এইরূপ কাজ করা—বুঝি এদের ব্যবসা—সহরের বুকে বসে যেরূপ কাজ কচ্চে—তা ভাব্‌তে গেলে, বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়,—আইন—আদালত—পুলিশ—এরা সকলের চোকে ধূলো দিয়েছে—পুলিশ কেবল ভদ্রলোক—ভাল মানুষের উপর বিক্রম প্রকাশ কর্ত্তে পারে,—এই সকল গুপ্ত কাণ্ডে দন্তস্ফুট কর্ত্তে সমর্থ নয়। সে যা হোক আমাকে যদি এরূপ অবস্থায় থাকতে হয়—তবে এর চাইতে মৃত্যু ভাল—মরণ হলে—একবার সকল দুঃখ—সকল ক্লেশ—সকল বিপদের হাত হতে চিরদিনের জন্য পরিত্রাণ হয়,—বেঁচে থেকে,—মানুষের রক্ত শরীরের ধারণ করে—বিনা দোষে—ঘোরতর অপরাধীর ন্যায়—এ যমপুরীতে—এ নরকে—এ পিশাচদের আড্ডায় বাস করা—এঁদের পাপোপার্জ্জিত অন্ন-পানে জীবনধারণ করা অপেক্ষা নীচ কাজ আর কি আছে?—আমি জন্ম জন্মান্তরে যে পাপ করেছিলেম,—সেই জন্য এরূপ অবস্থায় পড়্‌তে হলো। আমি কেমন করে এদের অন্ন জলে ক্ষুধা পিপাসা শান্তি কর্ব্ব—এ দূষিত অন্ন জলে শরীরের পবিত্র রক্ত কলঙ্কিত কর্ব্ব।

বলদেব এইরূপ ভাব্‌ছেন,—এমন সময় কপাট খুলার শব্দ তাঁর কাণে গেল,—খানিক পরেই একটী লোক সেই ঘরের প্রবেশ কল্লে। যে লোকটী ঘরে এলো, সে মানুষ—কি ভূত—কি প্রেত তা জান্‌বার যো নাই। এক রকম কাল রং তার সর্ব্বাঙ্গে মাখা—সমুদায় শরীর কাল মিস্‌মিস্‌ কচ্চে—মাথায় একটী কাল টুপি আঁটা—শরীরের রং চাইতে মুখের রং আরো গাঢ়—আরো ঝিকমিকে—খর্ব্বাকার গড়ন—তা গড়নে কি করে—রংয়ে মেরে রেখেছে—ঘাড়ে গর্দ্দানে এক—খুব হৃষ্টপুষ্ট,—খুব সবল শরীর—দেখলে বোধ

হয় যেন লোহা পিটিয়ে—কিম্বা পাথরে কুঁদে মানুষটী তৈয়ার করা হয়েছে—ফরমাইজ ভিন্ন এ রকম আড়ার—এ রকম ধরণের—এ রকম গড়নের লোক পাওয়া যায় না—লোকটীর যে রকম চেহারা—তার মত ভয়ানক কাজেই প্রবৃত্ত হয়েছে?

বলদেব তাকে ঘরে আস্‌তে দেখেই ভাবলেন—এইবার বুঝি প্রাণ যায়—ঘাতুক এসেছে—কি ভয়ানক ভাবের লোক। যা হোক এইবার অন্য কিছু ভাবব না—এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করি—আর ভেবেই বা কি হবে!

সেই ভয়ানক চেহারার লোকটী ঘরে এসে বলদেবকে কিছু না বলে—তাঁর আহারের উপযুক্ত দ্রব্যাদি—সেই ঘরে রাখতে আরম্ভ কল্লে,—সে এক এক করে—বাইরে আস্‌চে—আর এক একটী দ্রব্য নিয়ে ঘরে সাজাচ্ছে—এই রকম করে—বলদেবের ব্যবহার উপযুক্ত সমুদায় দ্রব্য সেখানে সাজিয়ে তাঁর হাতে একখানি কাগজ দিয়ে সে বেরিয়ে এলো—পূর্ব্বের ন্যায় আবার ঘরের চাবি বন্ধ করে চলে গেল।

বলদেব এতক্ষণ আশ্চর্য্য বোধে কোন কথা—কি কোন রকম ভাবভঙ্গী কিছুই প্রকাশ করেন নাই—এখন সেই কাগজ খানি দেখে—ভাব্‌তে লাগ্‌লেন এ আবার কি ব্যাপার—আমাকে এ অবস্থায় পত্র দিলে কেন?——এখন আর কাল বিলম্ব না করে কাগজখানা পড়ে দেখি।

"যে ব্যক্তি তোমার আহার নিয়ে যাচ্চে—এ সদ্বংশে জাত—জাতিতে ব্রাহ্মণ—কোন রকম সন্দেহ না করে অনায়াসেই আহার কর্ত্তে পার। আমরা যদিও এই খারাপ কাজ কচ্চি—কিন্তু যাতে লোকের ধর্ম্মের কোন হানি হয়—এরূপ কাজ আমাদের দ্বারা কখন ঘটে না—এ বিষয় আমাদের কোন চাতুরী—কি প্রবঞ্চনা নাই। আমরা শপথ করে বলছি,—তুমি স্বচ্ছন্দে আহার করে—বিশ্রাম কর তোমার আহারাদি সম্বন্ধে কোন কষ্ট হবে না—যখন যা দরকার হবে, চাইলেই পাবে।

বলদেব অল্প হেসে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এ ব্যাপার মন্দ নয়—ফাঁসীর আসামীকে যেমন ইচ্ছেমত খেতে দেয়,—আমার প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ না কি? এ নূতন ধরণের বদমায়েস দেখছি আর কি? বিলাতী কেতাবে—এই রকম বদমায়েস—ডাকাতের কথা দেখা যায়—কেতাবে যা দেখেছি,—লোকের মুখে যা গল্প শুনেছি—স্বপ্নেও যা একদিন ভাবি নাই—আজ সেই অবস্থায় উপস্থিত।

ভাবনার কূল নেই—অকূল ভাবনার সাগর—আর কত ভাবব—ভেবেও কোন উপায় দেখ্‌ছি না। এখন আর ভাব্‌ব না—আহারাদি করে প্রাণ বাঁচাই—কাল রাত হতে—আহার নেই—ঘুম নেই—তার উপর আবার এই দুরন্ত ভাবনা। যত মনে প্রতিজ্ঞা করি—মিছে ভেবে শরীর ও মন খারাপ করব না—ততই ভাবনা এসে জুটে। ভেবে ভেবে শরীরে একটুও শক্তি নেই—যেন কত কাল উপস করে—কত রোগ ভোগ করে—পত যথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এদের হাতে যদি মৃত্যু হয়—তবে বড় একটী দুঃখ থেকে গেল—সেই গুপ্ত পত্র—সেই যুবতী দুটী কে—তা এ জন্মে জান্‌তে পার্‌লেম না—এইটী জান্‌তে মনে বড় সাধ ছিল—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার মনের কথা আমার সঙ্গেই চললো—মনের সাধ মনেই লয় পেলে—সংসারে এসে—প্রাণ খুলে—অন্তরের কথা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লেম না। এইরূপ ভাবতে ভাব্‌তে বলদেব খাদ্যদ্রব্যের নিকট এসে বস্‌লেন—দেখেন ভদ্রলোকের ব্যবহার মত—খারাপ সকল প্রস্তুত—হায়! এতদিনের পর ডাকাতের উপার্জ্জন খেয়ে—বাঁচাতে হলো—যে অবস্থায় পড়েছি না খেয়েই বা কি কর্‌ব—এক দিনের কথা নয়—কতকাল যে এখানে—এরূপ অবস্থায় থাক্‌তে হবে—তারই বা ঠিক কি? হয় এদের অন্নজলে জীবন ধারণ—নতুবা এদের হাতে প্রাণত্যাগ এভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখ্‌ছি না।

বলদেব আহারে বস্‌লেন বটে—কিন্তু আদৌ কিছুই খেতে পার্‌লেন না—যার অন্তরে এত ভাবনা—এত চিন্তা—এত গোলযোগ—এত কষ্ট তার কি আহারে রুচি হয়—বলদেব আহার করে উঠ্‌লেন—সেই ঘরে একখানি খাটিয়া—তাহাতে একটী বিছানা—বিছানার উপর একখানি তুলসীদাসের রামায়ণ রয়েছে—বলদেব এখন একাকী—সময় কাটাবার কোন উপায় নাই—বিশেষ কষ্টের সময় আবার আরো দীর্ঘ—আরো কষ্টকর—আরো বিষময় বোধ হয়—কখন শয়ন—কখন রামায়ণ খানি পাঠ—কখন পালাবার উপায় চেষ্টা দেখেন। একবার ভাব্‌লেন—যে লোকটী খাবার দিতে এসেছিল—তাকে যদি হাত কর্‌তে পারি—খুব টাকার আশা দিয়ে—খুব করে বলে—যদি কাজ গুছাতে পারি—তবেই পরিত্রাণের আশা—নতুবা এ জন্মে সকল সাধ—সকল মতলব—সকল চেষ্টা ফুরাল।

তিনি এইরূপ কত খানাই মনে কচ্ছেন—কিন্তু সকল চিন্তা চাইতে এখন

কেবলই মনে হচ্ছে—কখন রাত্রি উপস্থিত হবে—রাত্রে যে আমার নিকট হতে কি লিখে নেবে বলেছে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে লেখা শেষ না হচ্ছে—ততক্ষণ মন স্থির হচ্ছে না—বদমায়েসেরা আমার নিকট আর কিছু দাবি দাওয়া না করে—প্রথমেই লেখার কথা বলেছে—এরই বা মানে কি? লেখাতে ওদের কি বিশেষ লাভ হবে—যাতে ওদের লাভ হবে সে লেখা পড়ায় যে আমার ক্ষতি হবে—তার আর সন্দেহ নেই। যদি লেখার মধ্যে কোন গুরুতর কথা থাকে—আর যদি তা না লিখে দিই—তবেই সর্ব্বনাশ—প্রাণ নিয়ে টানাটানি যখন এই যমালয়ে কয়েদ হয়েছি—তখন যে একটা গুরুতর অনিষ্ট হবে তা বলা বাহুল্য। বিপদ পড়্‌লে বিপদ উপস্থিত হয়—বিপদ কখন একা এসে না—যে বিপদে পড়েছি আরো যে পাঁচরকম বিপদ এই সঙ্গে ভোগ কর্‌তে হবে—তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। বলদেব সেই খাটিয়া খানায় শুয়ে শুয়ে এইরূপ ভাব্‌ছেন—ভাবতে ভাবতে—তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে এল—ক্রমে ক্রমে চোকদুটী আস্তে আস্তে নিমীলিত হয়ে পড়্‌ল—তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

ত্রিংশতি স্তবক।

আশ্বাস।

দেখিবে তখন হৃদে আছে কত বল,
অবাক হইয়া সবে দেখিবে এমনে;
বলিব তখন লোকে, ছিল কি সম্বল,
না কমে, বেড়েছে কত সংসারের রণে।

হৃদয়োচ্ছাস।

এতদিন পরে সকল পরামর্শ—সকল সাধ—সকল চেষ্টা ফুরালো—এতক্ষণ গিন্নীর সঙ্গে দেখা করে—কত কথা—কত গল্প—কত আমোদ করতেম—এখন সব সাধ গেল—যে অবস্থায়—যে সকল লোকের হাতে পড়েছি আর উপায় নেই—এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কখন যে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে—কি মতলবে যে জেলে কয়েদ কল্লে—তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই

জানেন। উঃ! বদমায়েসদের যে ভয়ানক চেহারা—যে ভয়ানক ভাবগতিক—যে ভয়ানক রকমের কথাবার্ত্তা—তা ভাবতে গেলে প্রাণ উড়ে যায়—বুকের রক্ত শুকিয়ে—সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। ওরা প্রথমে চোক বেঁধে নিয়ে এলো কেন—বাঘে যেমন হরিণ ধরে—সেই রকম করে—ধরে একেবারে এই ঘরে পুরলে। এ ঘরের যেরূপ চেহারা—বোধ হয় লোক জন কয়েদ রাখবার জন্য এই কারাগার তৈয়ের করেছে—না জানি আমাদের মত কত মেয়ে পুরুষ—এই ভয়ানক, স্থানে—ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে—তেমন ঝড়—তেমন দুর্য্যোগ—তেমন আঁধার—সে সময় লোকজন কেও ঘর হতে বেরুতে পারে না—বদমায়েশেরা তেমন অবস্থায়ও এরূপ করে লোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছে। পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন দুটীতে সেই কয়েদ অবস্থায় এইরূপ ভাবছে—ভাবনায়—চিন্তায়—নানা রকম আশঙ্কায়—মনের কষ্টে—তাদের আর সে চেহারা নেই—রোদে যেন শতদল পদ্ম মলিন হয়ে গেছে—মুখে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে—সেই মোটা মোটা—পটলচেরা চোক আর সেরূপ ভাবে নেই—চোকের গতিক—মুখের ভাব দেখলে—যে নিতান্ত পাষণ্ড—যার মন লোহা দিয়ে—কি পাথরে গড়া—তারও বুক ভেঙে যায়—দুটী যেন আনন্দের ছবি—ননীর পুতুল—সোহাগের লতা—যত্নের পাখী—সখের কমলফুল—রূপের ডালি—আদরের রত্ন—এদের কপালে এত কষ্ট কেন? সাধের পাখী—স্বামীর হৃদয়ে উড়ে বেড়াবে—সোণার হরিণ প্রেম কাননে বিচরণ কর্ব্বে—তারা এরূপ ব্যাধের হাতে কেন? যে ফুলে সৌখীন লোকে তোড়া বাঁধবে—দেবপূজায় উৎসর্গ হবে—বালক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আদর কর্ব্বে—সে ফুলে কীট কেন?—এ সংসারের কি বিচার নেই—যে চাঁদমুখ দেখলে—প্রাণে আহ্লাদ ধরে না—বুক দশ হাত হয়—দুর্ব্বলের বল হয়—সংসারের কষ্টে কষ্ট বোধ হয় না—পৃথিবীতে বসে স্বর্গ সুখ বোধ হয়—ঘরে বসে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া যায়—সে মুখ দেখেও তাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার! পশুর ন্যায়—দানবের ন্যায়—রাক্ষসের ন্যায়—পাষণ্ডের ন্যায় এমন যুবতীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ—এই ভয়ানক কারাগার মধ্যে—শরতের চাঁদ—প্রফুল্ল পদ্ম—সংসারের সার যুবতী আবদ্ধ রাখা।

পূর্ণশশী অতি কাতরস্বরে বল্লে, "মেইজদিদি! এখন উপায়? ... প্রাণ ছিঁড়া সহজ কথা নয়—যে শিকল পায়ে দিয়েছে—সে ত হবে টিকা

করবে। চারিদিক আঁধার দেখছি ভেবে তো কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্ছিনে—এখন তো এই অবস্থায় আছি—পরে যে কি হবে—তা কে বলতে পারে। এ রাক্ষস পুরে—এমন কে আছে যে, আমাদের দুঃখে দুঃখিত হবে—আমাদের চোকের জলে তার হৃদয় ভিজবে—কে দয়া কর্ত্তে হাত বাড়াবে। যখন আগা গোড়া ভাবছি—তখন বুকের বাঁধন ছিড়ে যাচ্ছে—মাথা ঘুরে পড়ছে—চোকে আঁধার দেখ্‌ছি—প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ—এই ঘোররাত্রে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত—আপনার লোক—আত্মীয় স্বজন—বন্ধুবান্ধব—এমন একটি লোক নিকটে নাই যে—তার মুখ দেখে—তার আশ্বাসযুক্ত কথা শুনে দণ্ড স্থির হবো—প্রাণ যায়, তাতে তত দুঃখ নেই—কিন্তু এই সকল ভয়ানক লোকের হাতে—ভয়ানক রকমে যে প্রাণ যাবে—তাই ভেবে অস্থির হচ্চি।

প্রমোদকানন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল কোন উত্তর কি কোন কথা কিছুই বলে নি। সে সর্ব্বদা ভাব্‌ছে কি উপায়ে পালাব—এখন পূর্ণশশীকে অত্যন্ত চঞ্চল—অত্যন্ত কাতর—অত্যন্ত চিন্তিত দেখে আর চুপ করে থাক্‌তে পাল্লে না—প্রমোদ পূর্ণশশীকে অত্যন্ত ভালবাসত—তার চোকে জল দেখ্‌লে তার প্রাণ ফেটে যেতো—কিসে সে সুখে থাক্‌বে—কিসে তার আহ্লাদ হবে—কিসে সে হেঁসে হেঁসে বেড়াবে—প্রমোদের এই ইচ্ছে। প্রমোদ পূর্ণশশীকে ছোট বোনটির ন্যায়—সাধের পোষা পাখীর ন্যায়—আঁধার ঘরের আলোর ন্যায়—প্রিয়সখীর ন্যায় দেখ্‌তেন। যে সকল অবস্থায় পড়েছে—সহজে যে মুক্ত হবে, সে আশা নেই—চারিদিকে বিপদ—এই বিপদ দেখে পূর্ণশশী একে অস্থির হয়েছে—এখন যদি আবার বিপদের কথা বলি—তবে আরো অস্থির—আরো কাতর—আরো অধৈর্য্য হবে। নানা কথা পেড়ে নানা আশা দিয়ে—নানা রকম করে বুঝিয়ে স্থির কর্ত্তে হলো। এইরূপ মনে মনে স্থির করে, প্রমোদ বল্লে—"বোড় বৌ! এত ভাবছিস্ কেন লো—যদিও আমরা ডাকাতের হাতে পড়েছি—যদিও চারিদিকে বিপদ দেখা যাচ্ছে—কিন্তু এমন একটা ফিকির করে—এদের চোকে ধূল দিয়ে পালাব—কেউ জান্‌তেও পার্ব্বে না। তুমি এখন এত অস্থির হলে—কোন কাজ হবে না।"

প্রমোদের কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে—এ সময় চঞ্চল হলে অনেক অসুবিধা হবে, তা জানি—কিন্তু জান্‌লে কি করব—বুকের ভিতর যেন কোথা হতে

ভাবনা এসে উপস্থিত হচ্ছে—যতই ভাবনা বলে ঢুক বাঁ—ততই বুকের বাঁধন খুলে এসে—কিন্তু আমার মনে এ বিশ্বাস আছে হাজার বিপদে পড়ি হাজার দুর্ঘটনা হোক—হাজার কষ্ট পাই, তুমি যদি সঙ্গে থাক—তবে কোন বিপদে বিপদ জ্ঞান করিনে। এতদিন কাশী এসেছি, কত স্থানে যাতায়াত করেছি, কত রকম লোক দেখেছি কিন্তু কাশীর মধ্যে যে এ রকম ভয়ানক ডাকাত আছে এরূপ বদমায়েস আছে—এরূপ জোয়াচোর আছে—তা জান্তেম না—এরা না কর্‌তে পারে এমন কাজই নেই—মায়া দয়া, ভদ্রতা এদের শরীর স্পর্শ করে নি। এরা যে সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে এরূপ বোধ হয় না।

প্রমো। যদি সহজে ছেড়ে দেবে তবে এরূপ ভাবে ধরবে কেন?

পূর্ণ। এখন উপায়?—এ রকম ভাবে আর কতক্ষণ থাক্তে হবে?

প্রমো। বেশীক্ষণ যাতে থাক্তে না হয় তার উপায় কচ্ছি।

পূর্ণ। এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই। তা এখান হতে ফিকির করে পালান কিছু সহজ কথা নয়।

প্রমো। সহজতো নয় তা জানি কিন্তু কঠিনকাজে কঠিনরূপ উপায় কর্‌তে হবে।

পূর্ণ। আমার বুদ্ধিতে তো এর উপায় কিছুই দেখ্‌ছি নে। যার উপায় আছে—সে কাজ হাজার কঠিন হলেও সহজ মনে কর্‌তে হয়।

প্রমো। কোন উপায় না ভেবে কি তোমাকে স্থির হতে বলছি।

পূর্ণ। তা হলে তো বাঁচি—আর যেন তাদের সেই ভয়ানক মুখ দেখতে না হয় সে মুখের সে চেহারা—সে রঙ মাখা—সে কথা ভাব্‌তে গেলে আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হয়ে এসে। যখন তারা আমাদের চোকের কাপড় খুল্লে তখনই আমার প্রাণ উড়ে গ্যাচিল। ডেকরারা আবার আমাদের পরিচয় চায়—আ মরণ আর কি—ওদের সঙ্গে যেন কুটুম্বিতে কর্‌তে হবে—তাই পরিচয় দেও—চৌদ্দপুরুষের নাম বল—প্রাণ গেলেওতো পরিচয় দেওয়া হবে না; ভাল কথা মেইজদিদি। ওরা আমাদের পরিচয় চাইলে কেন? আমাদের পরিচয়ে ওদের লাভ কি? আমাদের গায়ের গহনাপত্র আছে—তা না নিয়ে—কোন রকম অত্যাচার না করে—পরিচয় জাস্তে এত পীড়াপীড়ি কল্লে কেন? তুমি এর কিছু ভাব পেয়েছ কি?

প্রমো। দু এক কথায় কি লোকের মনের ভাব বুঝা যায়—পরিচয় জিজ্ঞাসা করবার অনেক কারণ থাক্‌তে পারে।

পূর্ণ। তা তো বুঝি কারণ না থাকলে জিজ্ঞাসাই বা কর্বে কেন? পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমার আরো ভয় হচ্ছে—এদের মনে অন্য কোন মতলব থাক্‌বে।

প্রমোদের ইচ্ছে কোন রকমে পূর্ণশশীকে বিপদের ভাবনা ভুলিয়ে রাখবে পূর্ণশশী যতটা ভয় পেয়েছে—প্রমোদকাননও তা চাইতে কম ভয় পাই নি। সে যে কতখানা ভাবছে তা সেই জান্‌ছে। তবে সে বড় চাপা—বড় হিসেবী—সেই জন্য তত ব্যস্ত হচ্ছে না। সে নিজের অন্তরের ভাব গোপন করে—হেসে বল্লে "ছোট বৌ! তোর ভাই! সকল কাজেই ভাবনা—পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছে—তার জন্য আবার ভাবনা কিসের? জিজ্ঞাসা কল্লেই যে ঠিক উত্তর দেব—তা তুমি জান্‌লে কি-করে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন করে উত্তর দেব যে যথার্থ কথা বল্লেও কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি বেশী ব্যস্ত—কি বেশী চিন্তিত—কি বেশী কাতর হোয় না"

প্রমোদ কাননের কথা শুনে পূর্ণশশী অনেকটা সুস্থ হলো—যে ফুল শুকিয়ে আসছিল—তা আবার বিকাশ পেতে লাগল—যে শরতের চাঁদ মেঘে ঢাক্‌ছিল—তা আবার মেঘ মুক্ত হতে আরম্ভ হলো—যে দীপ নির্ব্বাণ হচ্ছিল—তা আবার উজ্জ্বল হয়ে এলো—যে বিদ্যুত অপ্রকাশ ছিল—তা আবার দেখা দিলে—পূর্ণশশীর মলিন মুখ আবার পূর্ব্বের মত উজ্জ্বল হলো—সেই রাঙা টুকটুকে গোলাপি ওষ্ঠে আবার হাঁসি নাচতে লাগলো—সেই বিষন্নতার কালী মাখা চোক দুটী—আবার হেঁসে উঠল। যখন মেইজদিদি বলেছে—তখন যে আর কোন ভাবনা—আর কোন ভয়—আর কেন বিপদ নেই—তার মনে সে বিশ্বাস পাকা হয়ে দাঁড়াল। সে সকল বিপদ ভুলে গেল—সকল কষ্ট মন থেকে পুঁছে ফেল্লে—যে আনন্দের পুঁতুল—যে সুখের পায়রা—যে বসন্তের কোকিল—যে শরতের চাঁদ সেই চাঁদ হয়ে আঁধার ঘর আলো করে বসল। এ রূপরাশি যেখানে বসাও—সেই থানই উজ্জ্বল হয়; বনে রাখলে বনদেবী কিম্বা বনফুল—ঘরে রাখলে ঘরের লক্ষ্মী কিম্বা ঘরের আলো—জলে রাখ্‌লে শতদল পদ্ম-হৃদয়ে বসালে কণ্ঠহার কিম্বা হৃদয়ের কৌস্তুভ মণি—কি বুক ভরা রত্ন। এ রত্ন যার ঘরে নেই—এ চাঁদ যার হৃদয় আকাশে নেই—এরূপ যার নয়নে গাঁথা নেই—হাঁসি যার কপালে জোটে না, তার গৃহ মহাশশ্মান তার হৃদয় দগ্ধ মরু—তার অদৃষ্টে ঘোর অমাবস্যার আঁধার লেপা—তার জীবন বৃথা তার এ সাধের সংসারে আশা

ধুলা খেলা, সে পৃথিবীর নগদা মুটে—বৃথা মোট বশেই তার প্রাণ গেল; সে সংসারে সুখ ভোগ কর্ত্তে পাল্লে না। রত্নাকরে নেবে রত্ন লাভ হলো না, প্রস্ফুটিত কাননে গিয়ে পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও পরিমল ভোগ কপালে ঘটল না, তার এ সংসারে আসা কেন? যদি অমৃতলাভ না হলো, তবে গাঁজাখোর শিবের ন্যায় বিষের জ্বালায় জ্বলি কেন? তাই বলি এ সংসারে এসে সকলের অদৃষ্টে সমান ফল লাভ হয় না। এ পাশা নিয়ে খেল্‌তে গিয়ে, কারো বা প্রতিহাতে পোয়া বারই দান পড়ে, এক তাস খেল্‌তে গিয়ে কারো বা কি হাতে রঙ দেখা দেয়—কারো বদরঙ পড়ে কেন? সেইরূপ এ সংসারে কেও সুখে—আমোদে কাটিয়ে যায়—কারো ভাগ্যে সংসারই আবার মহা ক্লেশের অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠে—এ সমস্যা কে কর্ব্বে?

একত্রিংশতি স্তবক।

—:০:—

চিন্তা।

—— দেবি, ভাব দিবানিশি,
বিশুষ্ক হইয়া কেন নিরাশ জীবন
মৃত্যুর শীতল অঙ্কে, হায় এত দিনে
না হয় পতন? কত কত বনফুল
ফুটিল, ঝরিল, দেবি, এই কত দিনে;
কিন্তু আমি অভাগিনী, না ফুটি না ঝরি,
অনন্ত জীবন জ্বালা সহি কি কারণে?

বান্ধব।

প্রমোদকানন যদিও মুখে পূর্ণশশীকে নানা প্রকার আশ্বাস দিচ্ছে, নিজের মনের ভাব, নিজের কষ্ট, নিজের চিন্তা ঢেকে রেখেছে—কিন্তু মনে মনে বড় ভাবনা হয়েছে, বড় ভয় হয়েছে, বড় ক্লেশ হয়েছে—রাতও অনেক হয়েছে, অজানিত পুরীর মধ্যে আছি, কোন দিকে বাড়ী, কোন দিকে পথ তারও কিছুই ঠিক নেই—কেমন করে যে যাব, তাবই বাউ পায়

কি? যে রকম গতিক দেখ্‌ছি, এদের হাতেই প্রাণ যাবে—বিশেষ আবার ঘরের চাবি বন্ধ—কোন গতিকে যে একবার বাইরে বেরিয়ে সন্ধান নেব—তারই বা পথ কৈ? ঘরের চাবি খোলা থাকলে, কোন না কোন রকম ফিকির করা যেতো। এখন দেখ্‌ছি, একটী উপায় আছে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা বের কর্ব্বার মত—জল দিয়ে জল বের কর্ব্বার মত—ডাকাতদের মধ্যে কাউকে হাত করে—যদি পালাতে পারি—তবেই হয়—কিন্তু তাও সহজ কথা নয়—তারা যেরূপ ভয়ানক লোক—তারা যে আমাদের কথায়—কান দেবে যাদের মনে দয়া ধর্ম্ম আছে—যাদের মনে মনুষ্যত্ব আছে—যাদের মনে হিতাহিত বোধ আছে—তাদের কাছে সকল কথা খাটে—তারা লোকের দুঃখে দুঃখিত হয়—অন্যের কষ্টে তাদের মনে ব্যথা লাগে;—পরের দুঃখে যে দুঃখিত হয়—পরের সুখে যে সুখী হয়—সেই তো মানুষ—তার কাছে আবার ভয় কিসের—কিন্তু সে রকম মানুষ যে এদের মধ্যে একজনও আছে,—তা বোধ হয় না। যদি তাই হবে—তবে এরা এ রকম নীচ জঘন্য—পাপ কার্য্যে মন দেবে কেন?—কি ভয়ানক চেহারা—উঃ! সে কথা মনে হলে—কে আশা কর্ত্তে পারে—এদের হাতে রক্ষা পাব? এরা যদি আমাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে ছেড়ে দিত, তা হলে আমাদের একবিন্দুও দুঃখ হতো না। এখন কি উপায়ে পূর্ণশশীকেই বা ভুলিয়ে রাখি—আর কি উপায়েই বা আমরা বাসায় ফিরে যেতে পারি—এসব কথা ভাবতে গেলে চারিদিকে আঁধার দেখ্‌তে হয়, পোড়া মেয়ে মানুষের প্রাণে যে কত ভয়—কত আশঙ্কা, তা বল্‌বার নয়—বিধাতা! আমাদের এমন দুর্ব্বল করে সৃষ্টি করেছিলেন কেন? পদে পদে কি আমাদের বিপদ—পুরুষের চোকে উপস্থিত হলেই অমনি নানা ভাবনা এসে জুটে। আজ যদি আমরা পুরুষ মানুষ হতেম, তা হলে এত ভাবনাই বা হবে কেন? দুর্ব্বলের উপরই সকল জোর—সকল অত্যাচার—সকল জুলুম। দুরন্ত বাতাসে সহজে গাছের কিছু কর্ত্তে পারে না—কিন্তু লতাটীর দুরাবস্থা কর্ত্তে খুব মজবুত। প্রমোদকানন গালে হাত দিয়ে বসে এইরূপ সাত পাঁচ ভাব্‌ছে—প্রমোদকে ভাব্‌তে দেখে পূর্ণশশী বলে উঠ্‌লো—"মেইজদিদি! তুমি আমাকে ভাব্‌তে বারণ কচ্ছ—কিন্তু তুমি ভাবনার সাগরে পড়ে ভাস্‌ছ কেন? আমরা এখানে এইরূপ অবস্থায় আটক থাক্‌লেম—পরে যে কি হবে, কপালে যে কি আছে—তারও ঠিক নেই। বাসার সকলে যে ভেবে অস্থির হবে—তাদের উপায় কি হবে—আমার সেই বড় ভাবনা হয়েছে।"

পূর্ণশশীর কথা শুনে প্রমোদ তুলে একবার চাইলে সে চাউনির যে কি অর্থ তা কে বলতে পারে!—প্রমোদ একবার পূর্ণশশীকে বুঝাচ্ছে—একবার পালাবার উপায় ভাব্‌ছে—এক এক বার ভয়ে, ভাবনায় মনে মনে অস্থির হচ্ছে। কত প্রকার মতলব ভেবে ভেবে আন্‌ছে—কিন্তু কোনটাই মনে লাগ্‌ছে না—যে ফিকিরটী একবার ভাল বলে বোধ হচ্ছে—খানিক পরেই আবার—তার মধ্যে কত দোষ—কত গোলযোগ—কত বিপদ—কত আশঙ্কা দেখছেন। ডাকাতদের ভাব গতিক দেখে—প্রমোদের মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে—এরা পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে কেন! চোর ডাকাতের কাছে পরিচয় ঘটকালী কেন! তারা কি ভাবের বদমায়েস তাও তো ভাল করে বুঝতে পাল্লেম না—পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়াই বা আবার হটাৎ উঠে গেল কেন! যে লোকটী এসে কাণে কাণে ফিস্ ফিস করে কি বল্লে তাও তো ভাল করে বুঝতে পাল্লেম না।

প্রমোদ পূর্ণশশীকে বল্লে—"ছোট বৌ! বোধ হয় আর রাত বেশী নেই—দিনের বেলা যদি বদমায়েসেরা এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—তুমি কোন কথার জবাব দিও না—যা বলতে হয় আমি উত্তর দেব।"

পূর্ণ। ভাল মেইজ দিদি! ওরা আমাদের কি পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে? প্রমোদ পূর্ণশশীর কথা শুনে হাসি মুখে বল্লে—"কি পরিচয় যে জিজ্ঞাসা কর্‌বে তা তো দিদি আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেনি যে বলব!"

পূর্ণশশী প্রমোদকাননের কথা শুনে একটু অপ্রতিভ হলো—মুখখানিতে একটু অভিমানের লক্ষণ দেখা গেল। প্রমোদ পূর্ণশশীর মন জানতো, কি রকম কথা বল্লে তার মনে আহ্লাদ হয়—কি রকম কথায় দুঃখ হয় সে সেই রকম কথা বলত—তবে যখন তার মন বড় খারাপ দেখত—সেই সময় আমোদ করে—কখন রাগাতো—কখন হাসাতো—এখন হেসে বল্লে—"কিলো ছোট বৌ! মুখখানি ভার ভার দেখ্‌ছি যে—তোর ভাই একটুতেই অমনি মান—অমনি রাগ।"

পূর্ণ। না মেইজদিদি! আমি রাগ করিনি—তোর মাথা খাই—যদি মিথ্যে বলি। এ কি মনে কর্‌বার জায়গা—না আমোদ কর্‌বার জায়গা—মান বল—আমোদ বল—হাসি বল—রাগ বল সব জায়গার গুণে হয়। যে অবস্থায় পড়েছি—আমোদ আহ্লাদ সব ভুলে গেছি—এখন এই মনে পরমেশ্বরকে ডাকছি—কি উপায়ে তিনি এ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করবেন।

সেই কারাগারের মধ্যে তাদের দুটীতে এই রকম কথা বার্ত্তা হচ্ছে—কারো চোকে এক বিন্দুও ঘুম নেই—বসে বসে—ভেবে ভেবে—রাতটে কাটিয়ে দিলে। লোকে বিপদে পড়্লে—কি রোগে পড়্লে বলে—কালরাত্রি কেটে গেলে বাঁচি—প্রমোদকানন ও পূর্ণশশির পক্ষে কাল রাত্রি কাট্‌ল কি না তা পরমেশ্বরই জানেন। পৃথিবী হতে আঁধার সরে গেল—গত রাত্রির ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ—সব পরিষ্কার হয়েছে—পৃথিবী আবার দেখা দিচ্ছে—জীব জন্তুদের ঘুমের ঘোর ভেঙ্গে গ্যাছে—সকল জিনিসই আবার যেন নূতন মূর্ত্তি ধরেছে—কিন্তু প্রমোদকানন ও পূর্ণশশি যে ঘরে আছে—সে ঘরের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই বর্ত্তমান আছে—আলো সে ঘরে ঢেকে পথ পায় না—রাত দিনই ঘোর অন্ধকার এই অন্ধকার কারাগারে—খোপরে পাখী দুটী বন্ধ আছে। লোকে খুন করে—দাঙ্গা করে—ভয়ানক অত্যাচার করে যেরূপ জেল ভোগ করে—এদের কপালে সেই ভয়ানক দণ্ড কেন?

যেমন শিবের গুরু রাম—রামের গুরু শিব—সেইরূপ পূর্ণশশির জুড়াবার বুঝাবার স্থল প্রমোদ কানন এবং প্রমোদের একমাত্র সুখ দুঃখের স্থল পূর্ণশশি। দুজনে পরস্পর যে সকল কথা বার্ত্তা হচ্চে—তার উদ্দেশ্য পালন না এখন হতে পরিত্রাণ পাওয়া। এ স্থানটী তাদের দুজনের পক্ষেই নিতান্ত ভয়ঙ্কর—নিতান্ত দুঃখদায়ক হয়েছে—কোন উপায় নেই বেঁধে মার্‌লে সকলই সইতে হয়। বড় দুঃখের মধ্যে পড়েও তাদের মনে একটু সুখ এই—দুটীতে এক সঙ্গে আছে—বাস্তবিক মানুষের যদি মনের মত লোক পাওয়া যায় তা হলে সকল স্থানেই সুখ হয়। মানুষের যত রকম কষ্ট আছে তার মধ্যে মনের কথা প্রকাশ কর্‌তে না পাবার মত কষ্ট আর নেই—হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ কর্‌তে পাল্লেও অনেক কম বোধ হয়—বুক হাল্কা হয়। তাইতে লোকে বলে একা স্বর্গে যাওয়াও কিছু নয়—পাঁচ জন নিয়ে নরকে যাওয়াও ভাল। মানুষ কখন একা সুখী হতে পারে না—নিজের সুখ অন্যের উপর নির্ভর করে—সেই জন্য মানুষ মানুষের অধীন হতে ইচ্ছা করে—প্রাণ খুলে অন্যকে প্রাণ সঁপে। নিজের প্রাণ নিজের বুকে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না—দামোদরের জল যেমন বাঁধ ভেঙ্গে জোরে বেরুতে থাকে—সেইরূপ প্রাণ হৃদয় ভেদ করে—অপরের ভালবাসার দিকে গড়িয়ে পড়ে—সে ভালবাসার স্রোতকেও রোধ কর্‌তে পারে না। দুই হৃদয়ের মিল অতি পবিত্র সঙ্গম—গঙ্গা যমুনার ন্যায় প্রমোদ ও পূর্ণশশির হৃদয়ের স্রোত এক হয়ে মিসেছে—তাই দুজনে

এত ভাব—এত ভালবাসা—এত মিল—এত প্রণয়। প্রণয় গাছে [illegible] না যে, যে সে পেড়ে আন্‌বে—প্রণয় সংসারের সার—প্রাণের আনন্দ [illegible] প্রণয় পাত্রাপাত্র বিচার করে না—জাতি ধর্ম্মের [illegible] সমাজের ভ্রুকুটীতে ভয় করে না—কারো উপরোধ অনুরোধ [illegible] প্রণয়ীর মন—প্রণয়ীকে চায়—সেই জন্য মানুষ একা থাক্‌তে পারে [illegible] অন্যের জন্য অন্তকরণ ঝুরে ঝুরে কাঁদে—লোক প্রণয়ে পাগল হয় [illegible] ত্যাগ করে। পূর্ণশশি ও প্রমোদের অন্তর এক প্রণয়ে [illegible] সেই জন্য একটীর দুঃখে অন্যটি মলিন হয়—একটীর [illegible] অন্যটী প্রফুল্ল হয়ে উঠে। প্রমোদ যদিও পূর্ণশশিকে নানা রকম [illegible]—কিন্তু তার মন কিছুতেই স্থির হচ্চে না—দুরন্ত ভাবনা [illegible] ভেসে বেড়াচ্চে—কোথাও কূল পাচ্চে না।

পূর্ণশশি বল্লে—"মেইজ দিদি! যখন সমুদ্রে সজ্জা—তখন [illegible] কি। যে বিপদে পড়েছি—এ চাইতে আর কি বিপদ হতে পারে [illegible] জন্য অস্থির হব—যখন ভেবে কোন উপায় হবে না দেখ্‌ছি—তখন [illegible] কোন দরকার নেই—যা কপালে আছে—তাই হবে।"

প্রমো। যা কপালে আছে—তা [illegible] তো জানি—কিন্তু [illegible] কে কবে চুপ করে বসে থাকে?

পূর্ণ। চুপ করে না থেকেই বা কি কর্‌বে?

প্রমো। যা কর্‌বো তা সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাবে। [illegible] তা মনে মনেই গড়্‌ছে।

পূর্ণ। তুমি যাই বল—কিন্তু আমার মনে তো কোন প্রত্যয় হয় না যে এ হতে উদ্ধার হব।

প্রমো। তুমি আর খানিক [illegible] করে থাক—দেখতে পাবে কেমন করে এদের চোকে ধূল দিয়ে পালাব।

প্রমোদ। তাতে তো তবু বোঝাই না। যদিও সে দেখ্‌তে পাচ্চে—বড় কঠিন অবস্থায় পড়েছি—সহজে উদ্ধারের কোন উপায় দেখ্‌ছি নে—তত্রাপি পূর্ণশশিকে এক মুহূর্ত্তের তরেও ভাব্‌তে দিচ্চে না—নানারূপ আশা ভরসা দিয়ে তাকে অন্যমনস্ক কচ্ছে। দুজনেরই অন্তর দারুণ বিষাদ পূর্ণ—দারুণ বিষমাখা—দারুণ—অগ্নিকুণ্ড হয়েছে—[illegible] মন [illegible] গ্যাছে—কখন যে সুখে ছিলো [illegible]

আশা পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে না। মন হুহু কচ্ছে—মনেরই বা অপরাধ কি—এরূপ অবস্থায় পড়্‌লে—কোন কথাও মনে থাকে না। পাষণ্ডেরা কেনই যে এমন কনক পদ্মদুটীকে—এমন আনন্দের ফটোগ্রাফ দুটীকে—এমন প্রাণভরা রূপের ছবি দুটীকে—এমন হাঁসিমাখা ফুটন্ত গোলাপ দুটীকে—এমন আনন্দের পুতুল দুটীকে—এমন রত্ন দুটীকে এরূপ অবস্থায় রেখে—কেমন করে—কোন প্রাণে স্থির আছে? এই কারাগার কি এদের বাসের উপযুক্ত—এই কষ্ট কি ননীর পুঁতুলের সহ্য হয়? এমন রূপের ডালির প্রতি—এমন যৌবনের বজরার প্রতি—এমন যুবতীর প্রতি—এরূপ ক্লেশ দিতে পারে—তার অসাধ্য কোন কাজই নাই—সে গোহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—লোকের সর্ব্বনাশ সকল কাজই কর্‌তে পারে। সে পিশাচ—সে নরাধম—সে পাষণ্ড—সে দানব সে রাক্ষস। তার হৃদয় ঘোর নরককুণ্ড—তার জীবন পাপের রঙ্গভূমি—তাকে দেখ্‌লে পাপ হয়—তার নাম লোপ হওয়াই দরকার।

পূর্ণশশি ও প্রমোদকানন ঐ সকল পাষণ্ডের হাতে পড়ে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলছে—চিন্তার বিষে জর জর হচ্ছে—তাদের দুটীর হৃদয় খুলে দেখ—কোন স্থানে আর কিছুই দেখ্‌তে পাবে না—কেবল হৃদয়ময় চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা এই চিতা ধুধু করে জ্বল্‌ছে। চিন্তার এই আগুন তার বুকে পুরে সেই কারাগার মধ্যে অবস্থিতি কচ্ছে। পরে যে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে—তা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরই জানেন।

দ্বাত্রিংশতি স্তবক।

—:০:—

এ ফুল এখানে কেন?

বিকশিত শত দল! আরো ধর পরিমল,
আরো ধর প্রফুল্লতা, আরো ধর হাসি
আরো ধর পরিমল মধুব্রতারাশি।

নারী সুষমণ্ডল।

আজ ভারি জাঁক—পথে ঘাটে মাঠে—লোকের বাড়ীতে কেবল লোক জন গিস্ গিস্ কচ্ছে—নানারকম শব্দ এক সঙ্গে মিশে কেমন একটা অব্যক্ত শব্দ কাণে আস্‌ছে—কত দেশের—কত রকমের লোক একত্র হয়েছে—বাঙ্গালা—পশ্চিম—বোম্বাই—মাদ্রাজ—নানা স্থান হতে পালে পালে মানুষ এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে—এমন ভিড়—এমন গোলযোগ—এমন কারখানা দেখা যায় না। আজ উড়িষ্যা নূতন চেহারা—নূতন শোভা ধরেছে। শ্রীক্ষেত্র—আজ কুরুক্ষেত্রের রণস্থলের ন্যায় লোকে পরিপূর্ণ,—দোকানী পশারী—যাত্রী—পুলিশ প্রভৃতিতে চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে। যে দিকে যাও—যে দিকে, চোক দেও—কেবল লোক ভিন্ন আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। উড়েদের সম্বৎসরের আশা ভরসা—জুয়াচুরী—বদমায়েসীর মতলব আজ হাসিল কর্‌বে—আজ জগবন্ধু শ্রীমন্দির ত্যাগ করে—রত্ন বেদী হতে গা নেড়ে রথে উঠবেন। রথে তাঁর বামনরূপ হেরে—যাত্রীদের সকল পরিশ্রম—সকল কষ্ট—সকল পাপ ঘুচে যাবে। পাপ মোচনের এমন সহজ উপায় থাক্তে—নানা দেশদেশান্তর হতে লোক সকল না আসবেবাই না কেন?—হিন্দুজাতির যেমন পাপ কথায় কথায়—সেইরূপ পাপ হতে উদ্ধার হবার উপায়ও আবার কি হাতে হাতে। তুমি গোহত্যা কর—ব্রহ্মহত্যা কর—লোকের গলায় ছুরী দেও—আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেও—তোমার নাবালক ভাইপো—বোকা সহোদরকে ফাঁকী দেওয়ার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা কর—পাড়ার রাঙা রাঙা বৌ ঝি দেখলে তাদের সর্ব্ব-

নাশ কর—সে জন্য কোন ভয় নেই—একবার কাশী গয়ায় যাও—বাড়াতে দুর্গোৎসব কর—শ্রীক্ষেত্রে রথে বামন রূপ দেখ—তোমার সকল পাপ—সকল দুষ্কৃতি ঘুচে যাবে। সকল লোক তোমাকে ধন্য ধন্য করতে থাক্‌বে—তোমার জন্য গোলোকধামে বৈকুণ্ঠ পদের জায়গা প্রস্তুত হতে থাক্‌বে—তোমার আর ভাবনা কিসের? স্বর্গে পাঠাবার ভার—তোমার পরকালের ভাল করবার ক্ষমতা—উড়ে পাণ্ডাদের হাতে। যেমন লোক তেমনি ঠাকুর;—সুভদ্রা রূপসী মধ্যস্থলে—দুপাশে বড় বাবু ও ছোট বাবু—আসর জমকে বসে আছেন;—রূপের চটকে—নয়ন ভঙ্গিতে সুদৃশ্য গড়নে—কি করে যে লোকের মন ভুলে—তা আজিও বুঝতে পারলেম না। এত বয়স হয়েছে, যৌবনের ভোগ পড়ে গ্যাছে—মাথার চুল শাদা হয়েছে—তবু বুঝ্‌তে পারলেম না—এই সকল খোস চেহারা দেখে—কেন যে মনে বিশ্বাস হয়—কেন যে ভক্তির উদয় হয়—তা বলতে পারি নে। লোকে ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসে না করতে পারে এমন কাজই নেই—কাশী বল—গয়া বল—শ্রীক্ষেত্র বল—কোথায় গেলে কিছু হয় না যদি মন না পরিষ্কার হয়। পুণ্যের জন্য দেশ দেশান্তর বেড়াতে হয় না—গাছ পাথর—নদ নদী কি মানুষ—কিম্বা হাতের গড়া সংপৃক্ত বা পুঁতুল করতে হয় না—সকল তীর্থই অন্তঃকরণ মন পরিষ্কার কর তবে তোমার গঙ্গাস্নানের ফল হবে—হৃদয় নির্ম্মল হোক—যে পুনঃ জন্মের জন্য ভয় পেতে হবে না। কি আশ্চর্য্য—এই যাত্রী সকল দলে দলে—খাতায় খাতায়—বেড়াচ্ছে—মাগীগুলো যেন মত্ত যেন মানুষের ন্যায়—ভগদত্তের হাতীর ন্যায়—অসুরনাশিনী, মহিষমর্দ্দিনীর ন্যায়—কোমরে আঁচল জড়িয়ে—এই লোকের মধ্যে যেরূপ ভাবে বেড়াচ্ছে—স্বাধীন ভাবে হাটে—বাজারে—রাজ পথে ঘুরছে—এতেই কি ধর্ম্ম হয়? ধর্ম বুঝি সকল স্থান ত্যাগ করে উড়িষ্যায় বাস কচ্ছেন—জগবন্ধু এমন সোণার ভারতে ভালরূপ সহর না পেয়ে যমের দক্ষিণ দুয়ার—উড়িষ্যা রাজ্যে এসে রাজধানী করেছেন। পোড়া পাপ এখানেও এসে জুটেছে—যেখানেই বেশী লোকের আমদানী—যেখানেই কিছু স্বাধীনতা—যেখানেই তীর্থ—সেই খানেই কি জুয়াচুরী—বদমায়েসী—ফেরেবী—ব্যভিচার এসে আড্ডা নিয়েছে।

(কাশীর কারখানা দেখে ভেবেছিলাম—বুঝি আর কোন তীর্থে এমন পাপ নেই—কিন্তু এখন দেখছি পুরীও কম পাপ পুরী নয়। চেহারা উল্কী-

পরা চাঁদবদনীদের ভাব ভঙ্গী, রং তামাসা দেখ্‌লে গায়ে জ্বর এসে—মনে ঘৃণা হয়—রাগে সর্ব্বশরীর জ্বল্‌তে থাকে। এক একটা পরব এসে—আর তার সঙ্গে পাপের স্রোত হইতে থাকে—লোকে অনায়াসেই কুলের বৌ—ঝি—এমন স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। ধন্য হিন্দুধর্ম্ম—যাতে পাপ—কলঙ্ক পরকাল নষ্ট—সে সকল কাজ কর—কোন কথা নেই;—আর যা যুক্তি সঙ্গত—ঈশ্বরের নিয়ম—প্রকৃতির সাক্ষাৎ আদেশ—সে বিষয়ে কেও চোক দেয় না—কান দেয় না—মন দেয় না। লোকে যাই কেন বলুক না—এই সকল তীর্থ স্থানে সরমের লতা আবরুর ডালি অনাঘ্রাত পুষ্প স্বরূপ যুবতীগণকে পাঠান—এ চাইতে গর্হিত কাজ আর কিছুই নাই। যে কোন তীর্থ স্থানে দুই এক দিন থাক্‌লে—তার ভিতর কার বদমায়েসীর বৃত্তান্ত জানা যায় না—এই সকল স্থানে প্রবঞ্চনার যে কত ফাঁদ পাতা আছে—ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বার যে কত কারখানা আছে—যিনি কিছু দিন এখানে থাকেন—যিনি এর ভিতরের অবস্থা দেখেন—তিনিই জানেন—এই সকল গুপ্ত বৃন্দাবন—এই সকল বদমায়েসীর আড্ডায়—না হয় এমন ব্যাপারই নাই।

কত দেশের—কত রকমের মেয়ে পুরুষে—ছেলেই বুড়োই পুরী গুলজার করে তুলেছে—পুরুষোত্তমধাম—যেন আনন্দধাম হয়েছে—হিন্দুজাতির যেন একটি সজীব ভাব দেখা যাচ্ছে নানা স্থানের লোক এক সঙ্গে মিশাতে একটা নূতনতর শোভা হয়েছে—এত লোক জন—এক সঙ্গে মিশেছে বটে কিন্তু এর মধ্যে উড়ে বাবাজীদের চেহারা কাহার সহিত মিশ খাচ্ছে না। যত উড়ে দেখ—বোধ হচ্ছে যেন সকলগুলিই এক ছাঁচে তৈয়েরী—সেই মাথা কামান ফোঁটা কাটা—গুয়া পত্র মুখে—উড়ের দল—কি কট মট করে বক্‌ছে, কার বাপের সাধ্য যে তাতে দন্তস্ফুট করে! যেমন রূপ, যেমন চেহারা—তেমনি ভাষা—তেমনি দেশ—তেমনি ঠাকুর! এ পৃথিবীতে এক স্থানে এত গুলি যোগাযোগ এক সঙ্গে দেখা যায় না)

আজ পুরুষোত্তমের এইরূপ জাঁক—এইরূপ আমোদ—এইরূপ বাহার—এইরূপ বেশ;—রথ দেখতে লোক জন সকল রাস্তায় বেরিয়েছে—পঙ্গপালের মত—পিঁপড়ের সারির মত চারিদিকে লোক সকল ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—কেও না রথের দড়া গাছটায় একবার হাত দিবে বলে—কত কষ্ট—কত ফিকির—কত উপাসনা কচ্ছে—লোকের ঠেসা ঠেসিতে চেপটা

হচ্ছে—পিপাসায়—ঘর্ম্মে—লোকের গরমে প্রাণ বেরুচ্চে—তবু একবার রথের দড়া ছুঁতে হবে।

এত আমোদ প্রমোদ—এত বড় তামাসা না দেখে—একখানি সামান্য ঘরে একটী পরমাসুন্দরী রূপবতী যুবতী বসে বসে কি ভাবছে—এমন কনক-চাঁপার ন্যায় যার চেহারা—তার এত ভাবনাই বা কেন? উড়িষ্যায় এ ফুলটী কে নিয়ে এল? দশ চক্ষে এ রূপের বাহার দেখলে—চোকে সাধ মিটে না। রূপ অনেক রকম আছে—কিন্তু এমন মাধুর্য্য—এমন লাবণ্য—এমন ভঙ্গীর রূপ শতকরা হাজারকরা এক শ জনের মধ্যে এক জন চোকে পড়ে কি না সন্দেহ।

যুবতীটীর চেহারা দেখলে—বোধ হয় যেন কোন গুরুতর চিন্তায় মগ্ন আছে;—এক মনে কি ভাবছেন—মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে—চোকের কোণ হতে—ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে আসছে। যুবতী-টীর যেরূপ চেহারা—এবং যেরূপ ভাবনার কারখানা—তাকে দেখেই বোধ হয়—আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণ চিনে পেরেছেন। আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা উদাসিনী। উদাসিনী আজ—পুরুষোত্তম ধামে এসে—কোথায় শ্রীমন্দিরে—রথে জগবন্ধুকে দেখে—মন প্রাণ সফল করবেন—মনুষ্য জন্মের পাপ সকল ধুয়ে ফেলবেন—তা না করে—এরূপভাবে কি ভাবছেন? উদাসিনীকে পূর্ব্বে যেরূপ ভাবতে দেখাগিছিল—এখনও সেইরূপ ভাবনায় কাতর—এঁর ভাবনায় কি পার নেই চিরকালটা ভেবে ভেবেই কি কাটাবেন? কি আশ্চর্য্য যার হৃদয়ে এত ভাবনা—তার বাঁচার সুখ কি?

উদাসিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—"অতল জলে ডুবেছিলেম—পরমেশ্বর তা হতে বাঁচালেন কেন—আমার বাঁচায় দরকার কি—সেই জল ঝড়—ভয়ানক সময় দণ্ডভাঙ্গা মধ্যে নৌকাখানি টুপ করে ডুবলো—যদি ডুবলো—তবে তা হতে—আমাকে তুলা কেন? যে মহাপুরুষটী নৌকা নিয়ে ছুটে এসে আমাকে তুলেছিলেন—তিনি কে? তাঁর এরূপ অযাচিত দয়ার প্রয়োজন কি—তা তো বুঝতে পারলেম না—মনে বড় সাধ ছিল—তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করব—তিনি দয়া প্রকাশ করে কোথায় চলে গেলেন—যে সময় আমাকে জল হতে তুলা হয়—তখন অচেতন ছিলেম—কিছুই জানি না—কিছুই মনে নাই—কোথা ছিলাম—

কিরূপ চেষ্টায়—কিরূপ যত্নে—কিরূপ উপায়ে রক্ষা পেয়েছি। আমার প্রাণের মানকুমারীই বা কোথায়—তাদের কি অবস্থা হয়েছে—যদি আমি রক্ষা পেলেম তবে ঈশ্বর তাদের রক্ষা কল্লেন না কেন? একাকী এদেশে আস্‌ছিলেম—পথের মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা হলো কেন—যদি দেখা হলো—তবে এরূপ ভালবাসা জন্মিল কেন—যদি ভালবাসাই জন্মিল—তবে এরূপ দুর্ঘটনা হলো কেন? আমার কপালে যা কিছু ঘটবে—সবই কি দুঃখ ভোগের জন্য? মানকুমারী যে রকম সুখের পুঁতুল—সে যে সেই বিপদে বেঁচে আছে—এ মনে বিশ্বাস হয় না। সে শোভার ফুল—অল্প কষ্টে শুকিয়ে যায়—সে ননীর পুঁতুল—অল্প তাতে গলে যায়—সে সাধের পাখী অল্প আঘাতে মর্ম্মবেদনা পায়—সে সোণার হরিণী—সামান্য শরে হত হয়—সে লজ্জাবতীলতা অন্যের স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়—সে শেঠজীর ঘরের প্রদীপ—সামান্য বাতাসে নিবে যায়—তার কপালে কি ঘোটল। আজ মানকুমারীর জন্য—আমার সকল সুখের আশা ফুরালো—তার কথা মনে হলে—প্রাণ উড়ে যায়—সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়—চোকে আঁধার দেখি—এই শূন্য পৃথিবী আরো শূন্য বোধ হয়। এখন কি করব—কার নিকটেই বা সন্ধান পাব—এক দুঃখে দিবানিশি জ্বলছি—এক বিষে সর্ব্বদা জর জর হচ্ছি—এক আগুণে রাত দিন পুড়ছি—এক যাতনায় প্রাণ ছট্ ফট্ কচ্ছে—তার উপর আবার এই একটী কষ্ট—এই একটী মর্ম্মবেদনা এসে জুটলো। মানুষ কেনই সে সংসারে আসে যদি আসে তবে এত কষ্টভোগ করে কেন—এমন মনোহর ফুলে এ দুরন্ত কীট কেন—এমন উজ্জ্বল সোণায় খাদ কেন—এমন প্রাণের পাখীর পায়ে শিকল কেন—এমন মধুর বাতাসে ম্যালেরিয়ার বিষ কেন—এমন শরতের চাঁদ দুর্জ্জয় রাহুর মুখে কেন—এমন সুকোমল দেহে রোগ কেন—এমন রমণী চোকে হলাহল কেন—এমন রূপে শুষ্কতা কেন—এমন পুত্রে মূর্খতা কেন—এমন পণ্ডিতে স্বার্থপরতা কেন—এমন রাজ্যে অবিচার কেন?—তাই বলি এ পোড়া সংসারে লোক আসতে চায় কেন?—সুখের ঘটনা—সুখের মিলন সুখের অবস্থা কজনের অদৃষ্টে ঘটে; এ সংসারে দিল্লীর লাড্ডু—এর মধ্যে সুখ কৈ—কেবল সুখের লোভে ঘুরে মরা—ভেবে দেখলে কেবল ঘুরাই সার। এখন ভাবছি আমি ছিলেম ভাল—একটী কষ্ট বুকে পুষে রেখে ছিলেম—এখন যে শত শত কষ্টে—শত শত যাতনায়—শত শত শেলে কলজে

ফেটে যাচ্ছে—বুকের বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে—চোকে যেন আঁধার ঢেলে দিচ্ছে—এখন কি করি। ভেবে চিন্তে—কিছু তো কুল পাইনে—এ ভাবনা পারে কে নিয়ে যাবে—এ কষ্টের আগুণে কে জল ঢেলে দেবে—এ ঘায়ে কে ঔষধ দিবে—এ বিষ কে নির্ব্বিষ কর্ব্বে। মানকুমারীকে দেখে পর্য্যন্ত আমার কেমন যে একটা ভালবাসা জন্মে গ্যাছে—সে ভালবাসা কথায় বলে প্রকাশ করতে পারিনে—কোনরূপ ভাব ভঙ্গীতে দেখাতে পারিনে—কলমে কালী দিয়ে আঁক্‌তে পারিনে—সে প্রাণের কথা বল্‌তে পারে—সে হৃদয়ের ভাব হৃদয় বুঝতে পারে—সে ভালবাসার সুখ—সেই ভালবাসার সুখের সঙ্গেই তুলনা হতে পারে—মনের পুরো ভালবাসা কোনকালে কে প্রকাশ করে বল্‌তে পেয়েছে—আজ আমি তাই প্রকাশ করব—ভালবাসা বুক চিরেও দেখান যায় না—কারণ সে ভালবাসা রক্তে রক্তে—মাংসে মাংসে—হাড়ে হাড়ে—শিরায়—শিরায়—মজ্জায় মজ্জায়—ধমনীতে ধমনীতে—কৈশিকায় কৈশিকায়—শরীরের দৃশ্য অদৃশ্যভাগে লেপা থাকে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্তপদ শরীরের সর্ব্বাঙ্গে ভালবাসার ফোয়ারা। যাকে ভালবাসা যায় তাকে দেখলে সুখ—তার কথা শুন্‌লে সুখ—তাকে বুকে কল্লে সুখ। তাই বলি ভালবাসা কেবল বুক চিরে দেখান যায় না—ভালবাসা অন্তরের অন্তরে মাখান থাকে।

এ সংসারে ভালবাসা নানাপ্রকার আছে কিন্তু ভেবে দেখলে জানা যায় যত রকম ভালবাসা আছে—তার মূল এক—তবে পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম, এক জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখলে—পৃথক পৃথক আকার দেখায়—অথচ মূল সেই একমাত্র জল—সেইরূপ এক ভালবাসা—ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রীকেই ভালবাসুক—আর স্ত্রী স্বামীকেই ভালবাসুক বাপ ছেলেকে ভালবাসুক আর ছেলে বাপকেই ভালবাসুক গুরু শিষ্যকেই ভাল বাসুক—আর শিষ্য গুরুকেই ভালবাসুক বড় ভাই ছোট ভাইকে ভাল বাসুক আর ছোট ভাই বড় ভাইকেই ভালবাসুক সকলেরই মূল এক—একজনের হৃদয় আর এক জনের জন্য কাঁদা—এক জনের কষ্ট দেখে আর এক জনের কষ্ট বোধ হওয়া—এক জনের সুখে আর এক জনের মন সুখেতে নাচা। তা ছাড়া ভালবাসা আর কিছুই নয়।

এই ভালবাসায় মানুষ পাগল হয় কেন—ভালবাসার স্রোতে কুল বল—শীল বল—লোকলজ্জা বল—মান বল—অপমান বল কোথায় যে ভেসে যায়

কে তা ঠিক করতে পারে? মরা কোটালের টানের ন্যায় ভালবাসার টান—পদ্মার আকর্ষণের ন্যায় ভালবাসার আকর্ষণ—চুম্বকের লোহা টানার মত ভালবাসার মিলন ইচ্ছা—এই টানে যে পড়ে—সে আর স্থির থাকতে পারে না কতবার ভাবি অন্তকরণ হতে এই ভালবাসাটা ধুয়ে মুছে ফেলব—হৃদয়ে এ ছবি আর রাখব না—সংসারের দিকে ফিরেও চাইব না: কারণ প্রণয়ে লোকে না পড়লে—মনে ভালবাসা জন্মে না—পোড়া ভালবাসার যে কেমন ভেল্কী—কেমন আকর্ষণ—কেমন জোর তা বলবার নয়—হাজার মন বাঁধ—হাজার বুক বাঁধ—হাজার প্রতিজ্ঞা কর কিছুতেই ভালবাসার হাত এড়াবার যো নেই—তুমি মানুষকে ভাল না বাস—লোকালয়ে থাকতে ইচ্ছে না কর—বুক বেঁধে—চোক চেয়ে লোকালয় ত্যাগ করে নিবিড় বনে যাও—সেখানেও গাছপালাটা—পশু—পক্ষীটের উপরেও তোমার ভালবাসা উতলে পড়বে—তাদের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদবে—তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া কল্লে—তোমার বুক শীতল হবে। এই জন্য সে কালে সংসারত্যাগী মুনি ঋষি সকল সংসারের মায়া—ভালবাসা ভুলে বনে গাছ পালার উপর—ছেলে মেয়ের ন্যায় ভালবাসা ছড়াতেন। যত দিন মানুষ বেঁচে থাকে, ততদিন কেউ ভালবাসার নিকট বিদায় নিতে পারে না ভালবাসা প্রাণের একটী ধর্ম্ম, যেমন ক্ষুধা পিপাসা সেইরূপ ভালবাসাও, রক্তমাংসময় দেহের নিয়ম, কেনই যে এ ভালবাসা জন্মে, কোথা হতে যে এ ভালবাসা এসে, তার ভালবাসার উদ্দেশ্য যে কি তা তো বুঝতে পারলেম না, আমি সংসার ত্যাগ করেছি, সুখের বস্তু সকল ত্যাগ করেছি, দেশের মায়া কাটিয়েছি কিন্তু ভালবাসা তো ত্যাগ করতে পারলেম না।

বাস্তবিক সংসারে ভালবাসা যে কি পদার্থ তা তো বুঝতে পাল্লেম না, এবং লোককেও এক কথায় বুঝাতে পাল্লেম না, এই ভালবাসার খাতিরে না হয় এমন কাজই নাই;—তুমি যে সংসারের শিকল পায়ে দিয়ে নগনা মুটের ন্যায় সারা দিন খেটে মর, গিন্নীর একটু অসুখ দেখলে যে পৃথিবী আঁধার দেখ গিন্নীর আঁচল ছেড়ে বিদেশে যেতে হলে যে মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে, আর রাত্রি শেষে তোমার যাত্রার সময় দেখে, যখন তোমার প্রাণের পুঁতুল ষোড়শী যুবতী গিন্নী, ছল ছল চোকে, আধ আধ স্বরে, এক রকম নূতন মূর্ত্তি ধরে, তোমার বুকের উপর মাথাটি রেখে. খুন খুন করে

যখন গাইতে থাকেন———"যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও।
প্রবঞ্চনা কর তবে এ অধিনীর মাথা খাও।"

এই কএকটী কথায় যে কত শক্তি, কত ক্ষমতা, কত মিষ্টতা তা অন্তকে বুঝাতে হবে না, যিনি এই অবস্থায় পড়েছেন, তাঁর হৃদয়ে যে এই রকম কত আঘাত লেগেছে, তাঁর চোক যে কত কেঁদেছে, তাঁর বুক যে কত সহ্য করেছে, তা বলে লোকালয়ে আর রট হওয়ার দরকার নেই, মনে মনে সকলেই জান্‌ছেন, তবে যে মনের কথা প্রকাশ করে, সে পাগল, লোকে তাকে নিয়ে হাঁসে হাঁসুক তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আমি মনের কথা ঢাক্‌তে ইচ্ছে করি নে, প্রাণের কথা, ভালবাসার কথা প্রাণ খুলে, মুখ খুলে, রাত দিন বল্‌তে থাক্‌ব। ভালবাসার ঠিক হিসাব, ঠিক জমাখরচ, ঠিক ছবি যদিও না দিতে পারি, কিন্তু প্রাণ হতে ভাল-বাসা ছাড়্‌তে ইচ্ছে হয় না, ভালবাসার সুখ ভুল্‌তে কষ্ট বোধ হয়, যে ভালবাসায় বুক পুড়ায়, লোকে আবার সেই ভালবাসাকে বুকে না রেখে স্থির থাক্‌তে পারে না। এই ভালবাসার হাতে পড়ে আজ উদাসিনী এরূপ কাতর, এরূপ শোকাকুল হয়েছেন। আজ তাঁর কথায় মানকুমারী, কাজে মানকুমারী, অন্তরে মানকুমারী, বাইরে মানকুমারী, মানকুমারী যেন তাঁর মনে লেপা রয়েছে, তাঁর রূপ যেন তাঁর চোকে মাখা রয়েছে, তাঁর কথা যেন কাণে পুরা রয়েছে, তিনি একে উদাসিনী, তার উপর মানকুমারী যেন আরো উদাসিনী করেছে, মানকুমারীকে যে একবার চোক ভরে দেখেন, এইটী তাঁর মনে মনে বড় সাধ। সাধের পাখিটীকে নিয়ে আবার খেলা করেন, আবার নাড়া চাড়া করেন, আবার যত্ন করেন, আবার চোকে চোকে রাখেন, আবার মুখে মুখে বসে তার কথা শুনেন, এইটী তাঁর অন্ত-রের ভাব।—

বাস্তবিক মানকুমারীকে যে একবার দেখেছে, যে একবার তার হাঁসি হাঁসি মুখের কথা শুনেছে, যে একবার সেই চোকের সামনে পড়েছে, সে আর কখন সে রূপরাশি—সে আনন্দরাশি, সে সৌন্দর্য্যরাশি, সে অমৃতের কারখানা ভুলতে পারে না। ভোলা দূরে থাকুক, ভুলতে ইচ্ছে করলেও তার মনে কষ্ট হয়, যোগী হোক, গৃহী হোক, সংসার ত্যাগী হোক, অরণ্য বাসী হোক, সভ্য হোক, অসভ্য হোক, মেয়ে হোক, পুরুষ হোক, বালক হোক, বৃদ্ধ হোক, যুবা হোক, সন্ন্যাসী হোক যে একবার তাকে দেখেছে

তার মনে যেন সে ছবিখানি আঁকা রয়েছে। এমন আহ্লাদ মাখা, হাঁসি হাঁসি ধরণের মুখের ভাব প্রায় দেখা যায় না। আমরা যদিও মানকুমারীকে কখন চোকে দেখি নাই, কিন্তু তার রূপের কথা পড়ে, তার গুণের কথা শুনে এমন ভালবাসা জন্মে গ্যাছে জলে ডুবার কথা শুনে অবধি বুক যেন ভেঙ্গে যাচ্চে, চোক ফেটে জল পড়ছে। বিধাতা কেনই যে তার কপালে এমন কষ্ট লিখেছিলেন, তার সোণার ঘর এমন করে ভাঙ্‌লেন, শেঠজীর প্রাণে দারুণ বিষ ঢেলে দিলেন তা কে বল্‌তে পারে? মানকুমারীর জন্য যখন আমরাই এত দুঃখিত, এত ব্যথিত, তখন উদাসিনীর অন্তরে যে বিশেষ আঘাত লাগ্‌বে তার আর সন্দেহ কি?

আজ উদাসিনীকে দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন একটী চিন্তার ছবি বসে আছেন। তাঁর হৃদয়ে যেন মানকুমারী খেলা কচ্চে। উদাসিনীর এইরূপ দুঃখের চিন্তার মধ্যে—আর একটী নূতন চিন্তা উপস্থিত হয়েছে—দণ্ডভাঙ্গা হতে কে যে তাঁকে বাঁচিয়েছেন—কেনই যে বাঁচিয়েছেন—বাঁচালেন যদি তবে অজ্ঞানাবস্থায় দেখা দিয়ে চেতন সঞ্চার হলে—তিনি তফাৎ হলেন কেন? যে দণ্ডভাঙ্গা নদীর গর্ভে শুয়েছিলেম—সেখানে চির দিন থাকলেম না কেন? যে মহাপুরুষ আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন—তাঁর দেখা পেলে মানকুমারীর কথা জান্তে পেতেম—আমি সেই দণ্ডভাঙ্গা নদীতীরে চির দিন হা মানকুমারী করে বেড়াতেম।

উদাসিনী মানকুমারীর শোকে যারপরনাই কাতর—তাঁর প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে—দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে কাটা ঘায়ে যেন নুন পড়্‌ছে—প্রাণের দুঃখ আর চেপে রাখতে পাচ্ছেন না—মন একেবারে উদাস হয়ে গ্যাছে—মনের কষ্টে—সে লাবণ্য—সে চেহারা—সে জ্যোতি কোথায় যেন শুকিয়ে গ্যাছে—প্রাতঃকালের শিশির স্নান—সে ফুলের আর সে সৌন্দর্য্য দেখা যাচ্ছে না—মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে যেন ফুলটী শুকিয়ে উঠেছে—ফুলের কমল প্রাণে—এত তাপ—এত আগুণ সহ্য হবে কেন? পুরুষোত্তম-ধামে আজ এত আনন্দেও উদাসিনীকে আনন্দিতা কর্‌তে পারে নাই—যার অন্তরে দারুণ আগুণ জল্‌ছে—যার অন্তরে দারুণ কীট দিবা-নিশি দংশন কচ্ছে—তার আবার প্রফুল্লতা—তার আবার সৌন্দর্য্য—তার আবার মাধুরী কে কোথায় দেখেছে? চিন্তার ন্যায়—ভালবাসার ন্যায় সংসারে আর নেই—এই শত্রু যার বুকে বসেছে তার সকল সুখ—সকল সাধ ফুরি-

য়েছে। যা সাধ করা যায়—তা যদি ভোগ হয় তবেই সাধের দ্রব্যে সুখ—সাধের বস্তু কামনা করতে ইচ্ছে হয়—নতুবা কেবল কষ্টের জ্বলন্ত আগুণ বুকে পুরে রাখা মাত্র।

যে মানকুমারী উদাসিনীর এত আদরের—এত ভালবাসায়—এত যত্নের ধন—আজ সেই মানকুমারীর জন্য তাঁর বুকের ভিতর যে কি হচ্চে—তা বলবার নয়। মানকুমারীর এক একটী কথা তাঁর মনে হচ্ছে—আর তাঁর বুকের বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে—মানকুমারীকে পেয়ে তাঁর মনে নানা আশা—নানা বাসনা ছিল পাছে মানকুমারী তাঁর মনের ভাব জাস্তে পারে—এজন্য তিনি মানকুমারীর সঙ্গে কোন কথাই প্রকাশ করেন নাই—মনের কথা—মনের ভাব—মনে চেপে রেখেছিলেন, যদি কখন সময় পাই তবে সে সাধ মিটোব এইটীই তাঁর অন্তরের কথা। এমন দেখছি বিধাতা তাঁর সকল সাধে বাদ সাধলেন। উদাসিনী এক একবার ভাবছেন আমি যেমন রক্ষা পেইছি—হয় তো মানকুমারী ও শেঠজীও সেইরূপ রক্ষা পেয়ে থাক্‌বেন, ঈশ্বর এত অবিচার কর্‌বেন না—এমন সুখের প্রতিমা ভাঙবেন না অবশ্যই সে ফুল জল হতে তুলে নিয়েছেন—যে সংসারে কুটিলতা—প্রবঞ্চনা—চাতুরী কিছুই জানে না—আনন্দের ছবি কেবল আনন্দ নিয়েই আছে—সেরূপ নির্ম্মল সরল জীবন এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট কর্‌বেন কেন? যদি নষ্টই কর্‌বেন—তবে ছবি আঁক্‌লেন কেন? যদি অকালে তার জীবন কেড়ে নেবেন—তবে সে দেহে প্রাণ সঞ্চার হলো কেন? যদি তার পরিণামে এই হয়—তবে সংসার মিথ্যে—ঈশ্বর মিথ্যে—সকলই মিথ্যে। বিনা দোষে—বিনা পাপে—বিনা কারণে এমন সর্ব্বনাশ হয় কেন?

আমি এ ব্যাপারের আগাগোড়া কিছুই যে ভেবে ঠিক কর্‌তে পারি নে। যখন আমি বেঁচেছি—তখন সেই আনন্দরাশির চিরবিসর্জ্জন হয় কেন? এক যাত্রায় ভিন্ন ফল এর কারণ কি? আবার এও তো হতে পারে—আমি যেমন সেই বিপদ হতে রক্ষা পেয়ে—এই অবস্থায় আছি—তারাও হয় তো সেইরূপ কোন উপায়ে রক্ষা পেয়ে কোন স্থানে আছে। কিছুই তো অসম্ভব নয়। আমি যখন বেঁচেছি—তখন সে না বাঁচবেই বা কেন? তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে—আমার বাঁচায় কেবল দুঃখ—কেবল যাতনা—কেবল কষ্ট—তার বাঁচায় কেবল সুখ—কেবল আনন্দ—কেবল আহ্লাদ। সেই জন্যই বুঝি তার কপালে এরূপ ঘটেছে—আর যে আমি বেঁচেছি—এর

মানে আছে—আমার অদৃষ্টে যে সকল দুঃখ ভোগ—যে সকল যাতনা—যে সকল যন্ত্রণা আছে—এখনও বুঝি তার ভোগ ফুরই নি—সেই জন্য আমি বেঁচে আছি—যখন জলে ডুবলেম—তখন ভেবেছিলেম এইবার বুঝি সকল কষ্ট—সকল দুঃখ—সকল যাতনার হাত হতে জন্মের মত—চিরদিনের মত মুক্তিলাভ কর্‌লেম। কষ্টের গণ্ডি পার হলেম—দুঃখের সাগর সাঁতার দিয়ে কূল পেলেম—দুরন্ত আগুণ একেবারে নিবলেম—এখন দেখছি যে আমারই ভুল—কপালে যা লেখা আছে—কে তার অন্যথা করে ?

বিধি লিপি কেও খণ্ডাতে পাবে না—তাই আমি এই দুঃখ সাগরে পড়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। উদাসিনী যে মানকুমারীকে এতদূর ভাল বাসতেন—ফাল্গু নদীর ন্যায় যে তাঁর ভালবাসার স্রোত অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত ছিল—তিনি যে মানকুমারীর মায়ায় এত জড়িত হয়েছিলেন—মানকুমারীর জন্য যে তাঁর প্রাণ এতদূর কাঁদে তা আমরা আগে জান্তেম না। ভালবাসার স্রোত যে কখন কোন্ দিকে ঢলে পড়ে তা কে বল্‌তে পারে ? ভিতরে ভিতরে যে এতদূর হয়েছে তা বাইরে প্রকাশ ছিল না। এত দিন উদাসিনী মনের ভাব গোপন করেছিলেন, কিন্তু আজ মানকুমারীর শোকে তাঁর প্রাণ ফেটে—ভালবাসার স্রোত দেখা দিচ্চে—কি যে করবেন—কোথায় যে যাবেন—গিয়েই যে কি ফল লাভ হবে তা ভাল করে বুঝতে পারেন নাই। কত রকম ভাব্‌ছেন—কত রকম কল্পনার ছবি আঁকছেন—কত রকম আশার স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। তাঁর ভাঙা মন আরো ভেঙ্গে গ্যাছে—একবার জন্মের মত—চিরদিনের মত—ইহকাল পরকালের মত মানকুমারীকে দেখেন একটীই মনে বড় সাধ। দুঃখের বিষয় মানুষে যা সাধ করে—এ সংসারে তা হয় না—তা ঘটে না—তা দেখা যায় না। এই যে লোকে বলে স্যাকরা যা গড়্‌বে—তা মনে মনেই গড়ছে—বিধাতার যা ইচ্ছে—তা তুমি চেষ্টা কর বা নাই কর তা হবেই—কেও তা অন্যথা কর্‌তে পারে না। বিধাতার এ নিয়ম চিরকালই সমান দেখা যায়। দিন যায় রাত্রি আসে—রাত্রি যায় দিন আসে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এক একটী ঋতু চলে যায়—আবার কোথা হতে ঘুরে ফিরে দেখা দেন—যারপর যার আসার দরকার—যারপর যার দেখা দেওয়ার নিয়ম—যারপর যার ঘটনার কথা—হাজার চেষ্টা কর—হাজার যত্ন কর—হাজার নিবারণ কর—কেও সে নিয়ম—সে ঘটনা—সে আসা যাওয়া বন্ধ কর্‌তে পারে না। যদি সে নিয়ম রদ কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের হাতে থাক্‌ত তবে আর ভাবনা কিসের ? তবে আর সংসারে

কষ্ট কিসের? তবে আর লোকের এ সংসারে দুঃখ কিসের! মন যা চায় তা মানুষের কপালে ঘটে না বলেই সংসারে এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা—এত অসুখ—এত অনর্থ—এত গোলযোগ—এত বিষের ঢলাঢলি। সকল জিনিসে—সকল বিষয়ে—সকল ঘটনায় বিষ ও অমৃত মাখা আছে—তবে ভাগ্যক্রমে কোথাও বিষে জর্জ্জরিত—কোথাও অমৃতে মাখা মাখি দেখা যায়। যার হাতে দান পড়ে—সে কি হাত পেকে যায়—আর যার বদ পড়্তা পড়ে—তার হাতে কি হাত বদ রঙ দেখা যায়—তার খেল্তে যাওয়া অসুখের জন্য। সুখ সকলের কপালে ঘটে না—সকলের পক্ষে সুখের দ্বার উদ্ঘাটন হয় না—সুখের নির্ম্মল মিলন ক জনের প্রাণে দেখা যায়;—সুখের সঙ্গে আলিঙ্গন ক জনের হৃদয়ে হয়ে থাকে? তাই বলি এ সংসারের ভেস্কীতে মানুষকে নাক ফোঁড়া বলদের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দিন যায়—যুগ যায়—কিন্তু মানুষের প্রাণের কষ্ট যায় না—ক্লেশ যার প্রাণে একবার দংশন করেছে, নিরাশার তুফান যার হৃদয়ে একবার দেখা দিয়েছে, শোকের আগুণ যার বুকে একবার ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে তার সুখ কোথায়, তার শান্তি কোথায়, তার আরাম কোথায়, তার বিশ্রাম কোথায়, তার ঔষধ কোথায়, তার প্রাণে সুখের সম্মিলন পবিত্র প্রয়াগ তীর্থ কোথায়?

উদাসিনীর প্রাণে একে তো সুখের ছবি পুঁছে গ্যাছে, তার উপর যদি আবার মানকুমারীকে নিয়ে সুখের ছবি আঁকবার চেষ্টা হচ্ছিল—কেবল চেষ্টাই সার হোল—ফুল না ফুট্তে কে যেন সে আদফুটন্ত ফুলের ডালটী ভেঙে শত্রুতা কর্‌লে—ফুলটী সম্পূর্ণ ফুট্তে না ফুট্তে কেবল ফোটে ফোটে ভাবটী হয়েছিল কেবল দলটী হেঁসে হেঁসে ফুলে ফুলে উঠ্বার উপক্রম হয়েছিল—কেবল মাত্র সুখের ভাণ্ডারের কপাট খুল্‌ছিল—এমন সময় প্রমাদ ঘট্‌ল। সেই আদ ফুটন্ত ফুলে দুরন্ত কীট প্রবেশ কল্লে ফুলটীর আর বিকাশ হলো না।

ত্রয়োত্রিংশৎ স্তবক

—— :॰: ——

এ আবার কে ?

বর্ষা জলেষু কুমুদং কমলঞ্চ মগ্নং,
দৃশ্যৌ ন চাত্র নচ সম্প্রতি চন্দ্র সূর্য্যৌ।
অম্ভোধরান্ধতমসেন নভো বিভাগে,
গ্রস্তে কিমস্তি রজনী দিবস প্রভেদে।

দক্ষ যজ্ঞ কাব্য।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা শেষ হয়ে এলো—পথের লোক সকল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো—লোকের গোলমালে একটা বিশ্রী শব্দ হয়ে উঠ্‌লো—বর্ষার মেঘ গর্ভবতী যুবতীর ন্যায় মন্থর গমনে আকাশের উপর দেখা দিলে—বাতাস বন্ধ হয়ে এসেছে—দারুণ গ্রীষ্মে লোকের বিষম কষ্ট হচ্ছে—লোকের মুখে কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়্‌ছে—যুবতীদের অলকার চুল সকল কাল রেসমের ন্যায় ঘামের সহিত কাণের কাছে দল লেগে গ্যাছে—কারো বা নাসিকার উপর বিন্দু বিন্দু দাঁড়িয়েছে—তার এক রকম শোভা দেখা যাচ্ছে—যাত্রী সকল মেঘ দেখে ছুটাছুটি কচ্চে—দোকানী পশারী সকল আকাশের গতিক খারাপ দেখে—জিনিস পত্র সামাল কর্‌তে ব্যতিব্যস্ত—ছোট ছোট ছেলেগুলো—নানান রকম খেলা ও খাবার নিয়ে নাচতে নাচতে রাস্তায় এদিকে ওদিকে দৌড়ে যাচ্ছে এ দিকে তার গর্ভধারিণী এক এক বার বিষম তাড়া দিয়ে রেগে—তাড়কার ন্যায় মূর্ত্তি ধরে পথিমধ্যে এক রকম অভিনয় দেখাচ্চে—দলে দলে—থাতায় থাতায় লোক সকল আপন আপন আড্ডার দিকে আস্‌তে আরম্ভ হয়েছে, আর দণ্ডটা দেরিতে বৃষ্টি হলে লোকগুলো কষ্ট পেতো না, কিন্তু কে তা শুনে—কোথা হতে যেন আকাশ ভেঙে পোড়লো অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—একে বেলা শেষ হয়ে এসেছে—তার উপর আবার মেঘ গাঢ়-তর হয়ে—একেবারে চারিদিক আঁধার করে তুল্লে।

উদাসিনীর মনে যে আশা ছিল তা যেন শুকিয়ে এলো—এক দিন হলো যুবা সন্ন্যাসী আজিও ফির্‌লেন না কেন? মানকুমারী ও শেঠজীব তল্লাসে অনেক দিন হোল বেরিয়েছেন—বোধ হয় কোন সন্ধান পান

নাই—যদি সন্ধান হতো, তবে এত দিন দেরি কর্‌বার কারণ কি? গুরুজীরও কোন উদ্দেশ নাই—একে একে সকলেই কি আমাকে পরিত্যাগ কল্লেন? আচ্ছা দেখ্‌ব—যত রকম দুঃখ আছে, সকলের সঙ্গে আলিঙ্গন কর্‌ব—লোকে সুখ নিয়ে সুখের সঙ্গে আলিঙ্গন করে সংসারে থাকে, আমি দুঃখ নিয়ে—দুঃখকে সঙ্গী করে—এ হৃদয়ে দুঃখকে পুষে কাল কাটাব,—দুঃখের সহিত আমার চির সম্পর্ক—দুঃখই আমার আত্মীয়—যে কদিন সংসারে থাক্‌ব—দুঃখ নিয়েই কাল কাটাব। যুবা সন্ন্যাসী শীঘ্র আস্‌বেন কথা ছিল—কৈ এ কাল পর্য্যন্ত তাঁর তো কোন উদ্দেশ—কোন সন্ধান—কোন খোজ পেলেম না—তাঁর দেরি দেখে একবার মনে হচ্চে—তিনি কোন একটা খোঁজ না নিয়ে ফির্‌বেন না—কিন্তু যেরূপ বিলম্ব দেখছি—তাতে মনে নানা সন্দেহ হচ্চে—গুরুজী যে কি ভাবে চলে গেছেন—তা তো ভাল করে বুঝতে পাল্লেম না—যত দিন যাচ্ছে ততই মনের ভিতর নানা রকম ভাবনা—নানা রকম চিন্তা—নানা রকম সন্দেহ—নানা রকম তর্ক—নানা রকম কথা উপস্থিত হচ্চে। আমার প্রতি তাঁর তত স্নেহ—তত মায়া—তত দয়া—তত ভালবাসা—সকলই কি ফুরিয়ে গেল; তিনি আমাকে আপন কন্যার ন্যায় ভাল বাস্‌তেন—আমিও তাঁকে পিতার ন্যায় ভক্তির চোকে দেখতেম—এ সংসারে তিনিই আমার—এক মাত্র আশ্রয় স্থল—এক মাত্র সান্ত্বনার স্থল—এক মাত্র আদরের স্থল—একমাত্র কাঁদবার স্থল—একমাত্র ভালবাসার—স্থল। গুরুজী যে ভাবে আমাকে সেই রাত্রে—সেই বিজন বনে—সেই অবস্থায়—সেই ঘটনার পর—পরিত্যাগ করে চলে গ্যাছেন—তাতে বোধ হয়—তাঁর মনের ভাব বড় ভাল নয় তিনি আমার প্রতি কোন সন্দেহ করে আমার মায়া কাটিয়ে আমাকে চির দিনের মত বিসর্জ্জন দিয়ে—আমার প্রতি বাম হয়ে চলে গ্যাছেন। আমি যে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে—তাঁর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—তাঁর মুখ দেখেই—বেঁচে আছি—তিনি যে নানা রকম আশা দিয়ে—নানা রকম উপদেশ দিয়ে—নানা রকম কথা বলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—তা তো তিনি বেশ জানেন—জেনে শুনেও তবে আমাকে পরিত্যাগ কল্লেন কেন? যত দিন তাঁর দেখা না পাব—যত দিন তাঁর অন্তরের ভাব বুঝ্‌তে না পার্‌ব—যত দিন তাঁর শ্রীচরণে মনের কথা খুলে না বল্‌ব—তত দিন মনের কষ্ট—মনের জ্বালা—মনের খেদ—মনের দুঃখ—কিছুতেই যাবে না।

উদাসিনী এইরূপ নানা রকম মনে মনে ভাব্‌ছেন—এদিকে ভয়ানক বৃষ্টি—অন্ধকার সঙ্গে করে উপস্থিত হলো—আর কিছুই দেখা যায় না—কিছুই শোনা যায় না—কেবল ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টির শব্দ। মধ্যে মধ্যে এক একটী বজ্রশব্দে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুল্‌ছে—গাছ পালা—লতা পাতা বাড়ী ঘর সকল স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে—সেই জলে ভিজ্‌ছে—জলের স্রোতে ভেসে যাচ্চে—এক একটী ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে—সেই জলে মনের সুখে খেলা কচ্চে—চারি দিকে ব্যাঙ সকল গান্ধার রাগে সুর বেঁধে ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে। ঘরের বাইরে যায় কার সাধ্য! কলার পাতে জল ধরা পড়ে এক প্রকার মধুর গোছের টুপ্ টাপ্ শব্দ হচ্চে—অন্ধকার—বৃষ্টি—মেঘের ডাক—ব্যাঙের শব্দে পৃথিবীর এক প্রকার নূতনতর ভাব নূতনতর অবস্থা—নূতনতর চেহারা—নূতনতর কারখানা হয়ে উঠেছে। আবার যে আকাশ পরিষ্কার হবে—আবার যে জল থাম্‌বে—আবার যে পৃথিবী হেঁসে দেখা দিবে তা আর মনে হচ্চে না। বোধ হচ্চে, আজিই যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে—বরুণদেব সংসার জলে ভাসিয়ে দিবেন—লোক জন জলে আর বাঁচবে না। কি ভয়ানক অবস্থা—কি ভয়ানক সময়—কি ভয়ানক ঘটনা। উদাসিনী একাকিনী সেই ঘরে নানা রকম ভাব্‌ছেন—ক্রমে ক্রমে প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি হয়ে এসেছে;—আকাশ, পৃথিবী কেবল অন্ধকারময়। ঘরে একটী প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করে জ্বল্‌ছে—কারো সাড়া শব্দ নাই—চারি দিক নিস্তব্ধ—জমাট অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্চে না। এমন সময় কে যেন এসে সেই ঘরের কপাটে শব্দ করতে লাগ্‌লো। বৃষ্টির শব্দে প্রথমে সে শব্দ বুঝা যাচ্ছিল না—এখন স্পষ্ট জানা গেল বাইরে কে যেন শব্দ কচ্চে—উদাসিনী সেই শব্দ শুনে—ঘরের দোর খুলে দিলেন, দোর খুলবা মাত্রেই একটী লোক ঘরে ঢুক্‌লো।

উদাসিনী সেই লোকটীর চেহারা দেখেই অবাক হয়ে গেলেন—সহসা কোন কথা বল্‌তে তাঁহার সাহস হলো না—জীব জড়িয়ে আসতে লাগ্‌ল, বুকের ভিতর কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—চোকে আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—মনে কেমন একটা অব্যক্ত ভয় উপস্থিত হলো। ভাবলেন এ আবার কি—যমদূত পথ ভুলে এখানে উপস্থিত হোল নাকি—এর এখানে আসার মতলব কি—কি ভাবে—কি দরকারে—কি কাজের জন্য—এই রাত্রিকালে—এই আঁধারে—এই বৃষ্টিতে—একাকী এই ঘরে এলো। লোকটী ঘরে ঢুকে

প্রদীপের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তার যে কি বিশ্রী চেহারা—তা না দেখাই ভাল—পাঠক ও পাঠিকাদিগের মধ্যে কেও যদি ভূতের ভয় করে থাকেন—তবে রাম নাম করতে থাকুন—লোকটী হাতে পুরো পাঁচ হাত—পা দুখানি বে-আড়া লম্বা—অথচ সরু—কোমর হতে গলা পর্য্যন্ত খাটো—কিন্তু বেজায় মোটা—পেট্‌টা যেন একটী মশক কিম্বা ঢাকাই জালা—বুকপুরা চুল—যেন একখানি কম্বল গায়ে দেওয়া, বুকের মাঝখানে অত্যন্ত খাল—এমন কি এক কলসী জল ধরে—গলা ও ঘাড় জিনের বোতলের মত চাপা, তার উপর একটী গলগণ্ড চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে—মুখখানি যে কিসের মত তার তুলনা নাই। প্রকাণ্ড হাঁ, লোকের আকর্ণ চক্ষু থাকে—এ আকর্ণ হাঁ, দাঁতগুলি এক একটী মূলোর মত, তা আবার ওষ্ঠের কবাটে ঢাকা পড়ে না, উপরিকার দাঁতের কার্ণিস বেরিয়ে থাকে—দুই গাল বসা, চোক দুটী আছে কি না সন্দেহ। চোকের মণি কটা, ভ্রূতে আদৌ চুল নেই—নাকটী খুজে পাওয়া যায় না, কপাল বিষম চেটালো—কাণ দুটী হাতির কাণের ন্যায়, যেন দুখানা কুলো লাগান রয়েছে। মাথাটী যেন বড় একটা হেঁড়ে তাল, তার উপর কটা কটা চুল সজারুর কাঁটার মত উঁচু হয়ে রয়েছে। রং অত্যন্ত কাল যেন আলকাতরা মাথা কাফ্রির ন্যায়, একখানি লাল সালু কাপড় পরা, ভীমের গদার ন্যায় হাতে এক গাছি লাঠি। এমন কদাকার, এমন জঘন্য চেহারা, এমন কুৎসিত ভাবের লোক প্রায় দেখা যায় না। পরমেশ্বর যে কি ভাবে কাকে সৃষ্টি করেন তা বুঝা ভার। ও যে রকমের চেহারার লোক—এর দোসর সংসারে আর মিলে না—একাধারে এতগুলি যোগাযোগ প্রায়ই ঘটে না—ও মানুষ না জানোয়ার—না ভূত—না পিশাচ? শরীরের গঠন, রঙ, ধরণ, ধারণ, ভাবভঙ্গী, সকলই সৃষ্টি ছাড়া—এমন বেঢব—বে আড়া—বে সঙ্গত লোক কোথা ছিল? তাকে দিনের বেলা দশ জনের মধ্যে দেখলেও ভয়ে—আতঙ্কে প্রাণ উড়ে যায়—ছেলের কথা দূরে থাক্,—ছেলের বাপ মা দেখ্‌লেও তাদের আত্মাপুরুষ উড়ে যায়;—রাত্রের বেলার তো কথাই নাই—অন্ধকারে একাকী দেখ্‌লে, মনে যে কি আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তা আজ উদাসিনীই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।

চতুস্ত্রিংশৎ স্তবক।

—–:•:–—

যাব কি না?

সুখের সময়, শীঘ্র পায় ক্ষয়,
দুঃখকাল দীর্ঘ হয়।
বিরল বিরল, তিমির কুন্তল,
ধরি রাত্রি পরিণত।
নক্ষত্র নয়ন, করি নিমীলন,
লোকান্তরে হয় গত॥

নিবাত-কবচ বধ।

উদাসিনী ও সেই লোকটী দুজনেই নিস্তব্ধ—কারো মুখে কোন কথা নেই—কেও কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছে না—পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছে—দুজনেই বাক্‌শূন্য। উদাসিনী যে তাকে কি বলে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করবেন—তা তাঁর বুদ্ধিতে, জোগাচ্ছে না। চেহারা দেখেই তাঁর বুদ্ধি লোপ হয়েছে। এই রাত্রিকালে—এই দুর্য্যোগ—আমি একাকিনী—নিকটে কেহ নাই—এরূপ অবস্থায়—এই বিষম ভয়ানক মূর্ত্তির লোকটী কেনই যে এখানে এসে উপস্থিত হলো—এর অভিপ্রায় কি—আমার নিকট এর কি প্রয়োজন,—কি কাজের জন্য এ ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে? আমি একে পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই—এর সঙ্গে কোন আলাপ পরিচয় নেই—এরূপ নূতন ধরণের লোক—এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে—কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে এসেছে? লোকটীর চেহারা দেখে মনে কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হচ্চে—এরূপ চেহারার লোক কখন ভাল মানুষ হয় না। এ লোকটী আমার কোন অনিষ্ট করবার জন্য কি এখানে এসেছে—না—এর মনে আর কোন অভিসন্ধি আছে—কৈ এ পর্য্যন্ত আমাকে তো কিছুই বলচে না—কেবল আমার মুখ পানে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে—ব্যাপার খান কি? যা হোক, এরূপ অপরিচিত ভয়ানক ধরণের

লোকের সামনে অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়—সংসারে কত রকম লোক আছে—কে যে কি অভিপ্রায়ে বেড়াচ্চে তা স্থির করা কঠিন ব্যাপার—এর মনে যাই অভিপ্রায় থাকুক, এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে হচ্চে। এইরূপ স্থির করে তিনি যেমন তাকে জিজ্ঞাসা করবেন—এমন সময় সে লোকটী হি হি করে হেঁসে বল্লে, "তোমার জন্য যেরূপ কষ্ট পেয়েছি—এরূপ ক্লেশ মানুষের কপালে ঘটে না—কত অনুসন্ধান—কত যত্ন—কত ফিকির করে আজ এই ঘরে তোমার দেখা পেলেম।"

উদাসিনী। আমার অনুসন্ধানে কি প্রয়োজন—আমার জন্য কষ্ট করবারই বা কারণ কি?

"কারণ অনেক আছে।"

উদা। যদি বলতে বাধা না থাকে তবে শুনতে ইচ্ছে করি।

"তুমি কত কাল এরূপ অবস্থায় থাকবে?"

উদা। যদি অনুসন্ধানের এইটীই কারণ হয়, তবে আর কোন কথা শুনতে ইচ্ছে করি না।

সে লোকটী আবার হি হি করে হেঁসে উঠ্‌ল।

উদাসিনী একে তার চেহারা দেখেই হতজ্ঞান হয়েছেন,—তার উপর আবার সেই হাঁসির ঘটা দেখে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন—লোকটা পাগল নাকি—কি ভাবে কথা বলছে—মধ্যে মধ্যে অকারণ হাঁসেই বা কেন? এ উৎপাত আর কতক্ষণ আমায় জ্বালাতন করবে?—আমি নিজের ভাবনায় অস্থির হচ্চি, তার উপর আবার এ যন্ত্রণা কেন?

উদাসিনীর কথা শুনে সে লোকটী পুনরায় বল্লে—"আমার কথায় বিরক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই—আমি তোমার শত্রু কিম্বা অনিষ্টকারী নই,—তোমার ভাল করা আমার অভিপ্রায়—সেই জন্যে এখানে আসা।"

উদাসিনী তার কথা শুনে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছেন না—মনে মনে ভাবতে লগেলেন—"আমার ভাল করবে"—কিন্তু এর হাতে আমার ভাল কর্‌বার কি ক্ষমতা আছে? এ সমস্যার কিছুই যে অর্থ বুঝতে পারি না।

লোকটী আবার বল্লে—"তুমি আর কত দিন শ্রীক্ষেত্রে থাকবে? এখানকার কাজ কি শেষ হয় নাই? যদি শেষ হয়ে থাকে—তবে শত্রুর মুখের ভিতর থাকার কারণ কি।

উদা। এ কথার কোন মানেই তো বুঝতে পাল্লেম না—আমার আবার

শত্রু কে? সংসারে কারো সঙ্গে তো আমার বিবাদ নাই—তবে কে আমার অনিষ্ট কর্‌বে?

লোকটী আবার হেঁসে বল্লে—তোমার শত্রু—তোমার শরীরে বর্ত্তমান। স্ত্রীলোকের শত্রু যে কি তা আর জান না? তোমার ঐ—রূপই তোমার রন্ধ্রগত শনি। আজিও কি মনে পড়ে না—সেই "খণ্ডগিরি নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে যে শত্রুদল তোমাকে আক্রমণ করেছিল—তারা কিসের লোভী? সে শত্রুতার কারণ কি?"

একে উদাসিনী লোকটীকে দেখে ভয়ে কাঁপ্‌ছেন—তার উপর আবার সেই রাত্রের সেই ভয়ানক কাণ্ড মনে জাগিয়ে দেওয়াতে আরো ভয়—আরো ভাবনা এসে মনে উপস্থিত হলো—এক একবার ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—এই লোকটী কি সেই দলের—আচ্ছা যদি তাই হবে—তবে আবার আমার ভালর জন্য চেষ্টা কর্‌বে কেন?—আমার কোন অনিষ্ট কর্‌বার নিমিত্ত কি এখানে সন্ধান নিয়ে এসেছে?—এর কথায় বিশ্বাস করা উচিত কি না তাও তো বুঝতে পাচ্ছি না। লোকটীর চেহারা এক রকম—কথা এক রকম—মাঝে মাঝে হাসির ভাব এক রকম। যাহোক আগে বেশ করে এর মনের ভাব বুঝা যাক—মন না বুঝে সহসা কোন কথার জবাব দেওয়া হবে না। উদাসিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন "তুমি কি মতলবে—এই রাত্রিকালে এই দুর্য্যোগে এখানে এলে। আমি যে এখানে আছি তাই বা জান্‌লে কি প্রকারে?"

উদাসিনীকে ভাবতে দেখে সেই লোকটী বল্লে "তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে—তোমার মনে নানা রকম ভাবনা হচ্ছে—কিন্তু ভাবনার কোন দরকার নেই—আমাকে পর ভেবনা—আমি তোমার গুরুজী বাপ্‌দেব শাস্ত্রীর নিকট হতে আস্‌ছি—তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছে—তোমাদের নৌকা জলে ডুবেছিল শুনে তিনি সেই পর্য্যন্ত চিন্তিত আছেন—সেই পর্য্যন্ত তোমার কোন খোঁজ না পাওয়াতে—তাঁর মন বড় অস্থির হয়েছে—তিনি লোক পরম্পরায় শুনেছেন—তুমি পুরুষোত্তম ধামে এসেছ—সেখানে গেলে তোমার সন্ধান পাওয়া যাবে সেই জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন—তিনি আজিই এখান হতে রওনা হবেন—আজ সাত দিন হলো—তিনি বিজয় দ্বারের নিকট গুণ্ডি চামণ্ডপ নামক মন্দিরে আছেন। তাঁর সঙ্গে যদি দেখা করা আবশ্যক বোধ কর—তবে আর বিলম্ব না করে শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো।

তাঁর এখানে না আস্‌বার অনেকগুলি কারণ আছে—সেই জন্য তিনি নিজে না এসে আমাকে পাঠিয়েছেন—অপরিচিত লোক বলে আমাকে অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না কর—আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি থাকে বল আমি চলে যাই। তিনি আমাকে এই রাত্রে—এই জল কাদায়—এই অন্ধকারে পাঠিয়েছেন—তাঁর অনুরোধ বলেই আমি এত কষ্ট স্বীকার করে—এই অবস্থায় এসেছি।

উদাসিনী তার কথা শুনে বিষম বিপদে পড়্‌লেন—এখন কি করি- গুরুজী আমাকে ডেকেছেন—একে তিনি আমার উপর—নানা সন্দেহ করে—সেই রাত্রে—সেই অবস্থার পর—নিঃসম্পর্কের ন্যায় আমাকে ফেলে চলে গ্যাছেন।—পুনরায় যে তাঁর দেখা পাব—তিনি যে আবার আমাকে স্নেহ করে ডাক্‌বেন—তা মনে বিশ্বাস ছিল না! এ লোকটীর কথা কি সত্য? আমার জলে ডুবার কথা—বাপুদেব শাস্ত্রী যে আমার গুরুদেব তাই বা এ ব্যক্তি জান্‌লে কি উপায়ে, এর কথা—অবিশ্বাস কর্‌বার তো—কোন কারণ দেখ্‌ছি না—আবার এরূপ মনে হচ্চে—এই রাত্রিকাল—আকাশের এইরূপ অবস্থা—এই অবস্থায় এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত—দেখতে ভয়ানক ধরণের লোক—তার কথায় বিশ্বাস করে—তার সঙ্গে যাওয়া কি উচিত? স্ত্রীলোকের পদে পদে বিপদ—না জানি এর পরিণাম কি হবে? গুরুজী ডেকেছেন—তাঁর ডাকে—তাঁর প্রেরিত লোকের সঙ্গে যদি না যাই—তবে তিনিই বা কি মনে ভাববেন। গুরুজীর কথা শুনে যেমন যেতে ইচ্ছে হচ্চে—কিন্তু লোকটীর চেহারা দেখে এক মুহূর্ত্তও যেতে মন সর্‌ছে না। বিষম গোলযোগে পড়্‌লেম—ভাল কথা—গুরুজী এ লোকটীকে কোথায় পেলেন। তাঁর কি আর জুট্‌ল না? তাই এই যমদূত—এই ভূত—এই রাক্ষসের ন্যায় একটা লোক পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর এখানে না আসার কারণ কি? আর যদি সাত দিন এখানে আছেন—তবে আজ যাবার সময় আমাকে ডাকাইবারই বা কারণ কি? কোন কথারই মানে বুঝ্‌তে পাচ্চি না—কি যে করা উচিত তাও বুদ্ধিতে আস্‌চে না—এখান হতে বিজয় দ্বার ও গুণ্ডি চামণ্ডপ অনেক দূর—তত দূর যাওয়া সহজ নয়।

তিনি কিছুই স্থির কর্‌তে না পেরে—আবার সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করেন—গুরুজীর সহিত তোমার আলাপ হলো কি প্রকারে—আর তিনি

যদি সাত দিন এখানে আছেন—তবে এত দিন আমার সঙ্গে দেখা না কল্লেই বা কেন ?

উদাসিনীর কথা শুনে লোকটী আবার হি হি করে হেঁসে বল্লে—"তোমার মনে এখনও দেখছি সন্দেহ আছে—তুমি সন্দেহ নিয়ে থাক—আমার প্রতি তাঁর যেমন আদেশ ছিল—তোমায় বল্লেম—এখন ইচ্ছা হয়—আমার সঙ্গে এসো—না হয় বল আমি চলে যাই। আমার এত জমা খরচে দরকার নেই। তিনি আবার এও বলেছেন—উদাসিনীকে বলবে—খণ্ড গিরি জঙ্গলের সেই ডাকাতের দল এখনও তার সঙ্গ ছাড়ে নাই—তারা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোন্ দিনে যে কি বিপদে ফেলবে—তার ঠিক নাই—অতএব সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে—দেরি না করে যেন আমার নিকট এসে। আমি পূর্ব্বেও বলেছি—এখনও বলছি—আমাকে পর ভেবো না—গুরুজী যেমন তোমার গুরু—সেইরূপ তিনি আমারও গুরু—তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় দেখে থাকেন—সেই জন্যই বিশ্বাসের কাজ আমা দ্বারা করান। আজ আমাকে বিশেষ করে বলায়—আমি এত কষ্ট স্বীকার করেও তোমার কাছে এসেছি। ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে পড়্ছে—আর দেরি করার সময় নেই—যাবে যদি তবে শীঘ্র এসো।"

তাই তো লোকটা অনেক বিশ্বাস যোগ্য কথা বলছে—যখন এত কথা বলছে—তখন একে অবিশ্বাস করিই বা কেন—গুরুজীর মনের ভাব যেরূপ—তাঁর নিকট গেলেই জানা যাবে। তবে কি এর সঙ্গে যাব। এর সঙ্গে যেতে মন দশ বার এগোচ্ছে—আর বিশবার পিছুচ্ছে—গুরুজীর আদেশে—না গেলে তিনিই বা কি বলবেন—আমাকে কি স্থির কর্‌বেন—তাঁর মন আরো খারাপ হবে—বড় বিষম অবস্থায় পড়্‌লেম—আমার ন্যায় কেও কখন এমন উভয় সঙ্কটে পড়ে না—কপালে যে আবার কি আছে তারই বা ঠিক কি! সহসা কিছুই মীমাংসা কর্‌তে পাচ্ছি না—দেরি কল্লেও আবার এ লোকটী চলে যেতে চায়—এই রাত্রে না গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—তিনি আজিই স্থানান্তরে যাবেন, এরূপ অবস্থায় না যাওয়াও অন্যায়—এই লোকটীর সঙ্গে গেলে যদি কোন দোষ হয় এরূপ সম্ভব থাক্—তবে তিনি একে আমার কাছে পাঠাবেন কেন? লোকটার হাঁসি দেখে পাগল বোধ হয় আবার অনেক কথা ঠিকও বলছে বোধ হয়—হাঁসা এর স্বভাব—নতুবা লোকটী দেখতে বা হোক—কিন্তু বদমায়েস নয়

তবে এর সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য। উদাসিনী মনে মনে এই রূপ স্থির করে—সেই লোকটীকে বল্লেন—"বিজয় দ্বার এখান হতে কত দূর।" দেখ তোমার ধর্ম্মের উপর—তোমার কথার উপর বিশ্বাস করে এই রাত্রি কালে গুরুজীর নিকট যাচ্ছি—পথে কোন রূপ বিপদ ঘটবে না তো।

তাঁর কথা শুনে সেই লোকটী হেঁসে বল্লে—আমি মহাপ্রভুকে সাক্ষ্য করে তোমায় বলছি—কোন ভয়—কোন বিপদ—কোন আশঙ্কা এক মিনিটের নিমিত্তেও মনে করো না—আমার জীবন থাক্‌তে—আমার হাত পা থাক্‌তে—তোমায় কোন ভয় নাই। জগন্নাথ সহায়—ধর্ম্ম যার বল—গুরুজী যার আদেশ কর্ত্তা—তার আবার ভয় কিসের? আমি নির্ব্বিঘ্নে তোমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাব, বোধ হয় তিনি পথ চেয়ে আছেন—আমাদের যেতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি কতই ভাবছেন—তার মন আমি বিলক্ষণ জানি—তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় ভালবেসে থাকেন—তাঁর ভালবাসার তুলনা নাই। সংসারত্যাগী গুরুজীর মন যে এত ভালবাসার অধীন—তাঁর যে এত মায়া—এত স্নেহ—এত ভালবাসা তা আগে জান্তেম না। যত অধিক দিন তাঁর সঙ্গে ব্যবহার কচ্ছি—যত তাঁর মন—তাঁর কাজ—তাঁর ব্যবহার দেখছি ততই তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে—পৃথিবীতে এমন সদ্‌গুরু আর কারো নেই—এবং কারো হবে না—যার পুণ্য বল অধিক—যার সাধনা অধিক—যার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অধিক সেই তাঁর শ্রীচরণের অনুগ্রহ ভোগ করে।

এইরূপ ভাবে অনেক কথাবার্ত্তার পর সেই লোকটীর সঙ্গে যাওয়াই উদাসিনীর মত হলো—তিনি তার কথায় এক রকম ভুলে গেলেন। তার প্রতি যে সকল সন্দেহ হয়েছিল—তার কথার ভাবে সব সন্দেহ গেল—তিনি তাকে যথার্থই বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রেরিত লোক স্থির কল্লেন। স্ত্রীলোক হাজার বুদ্ধিমতী হোক—হাজার লেখা পড়া শিখুক—হাজার চৌকস হোক—হাজার জ্ঞান লাভ করুক—হাজার বিবেচনা করুক। কিন্তু মিষ্ট কথা শুন্‌লে—একটু গুছিয়ে সুচিয়ে কথা বল্লে সহজেই মন গলে যায়। কিছুতেই অবিশ্বাস হয় না। তাতে উদাসিনী যে তার কথায় সম্মত হবেন এর আর আশ্চর্য্য কি! চতুরতা কাকে বলে—প্রবঞ্চনা—চাতুরী—মিথ্যা কথা কেমন করে সাজাতে হয়—কেমন করে লোকের মন ভুলাতে হয় তিনি তা জানেন না—তাঁর হৃদয় যার পর নাই সরল—সাক্ষাত সরলতা মাখা—তাঁর কথায়

সরলতা—কাজে সরলতা—ব্যবহারে সরলতা—দৃষ্টিতে সরলতা বোধ হয় যেন সরলতার প্রতিমা উদাসিনী দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন। উদাসিনীর বাহ্য চেহারা যেমন সুন্দর—যেমন মনোহর—যেমন আনন্দজনক—তার মনও তেমনি সুন্দর—তেমনি পরিষ্কার—একাধারে এমন রূপ ও গুণ প্রায় দেখা যায় না। উদাসিনী তার কথায় বিশ্বাস করে বাপুদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য বিজয় দ্বার যাবেন সমুদায় স্থির হয়েছে—কোন বিষয়ের আর কোন রকম আপত্তি থাক্‌লো না।

ত্রয়োচত্বারিংশৎ স্তবক

—:০:—

চলিতে চলিতে।

তোমা বিনা মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!
না দেখি নয়ন, ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দোঁহ!

বসন্ত রায়

ক্রমে ক্রমে রাত বেড়ে উঠ্‌ছে—আকাশের আঁধার এখনও ভাল পরিষ্কার হয় নাই। অন্ধকার মধ্যে নীল আকাশে এক একটী নক্ষত্র মিট মিট কচ্ছে—চন্দ্র অন্ধকার সাগরে ডুবে গ্যাছেন একে নীল আকাশ—তার উপর আবার কাল মেঘ ঢেকে পড়েছে—বিদ্যুত থেকে থেকে কালমেঘের ভিতর হতে নীলাম্বরীর ঘোমটার মধ্য থেকে—যুবতীর মুখের হাঁসির রেখার ন্যায়—উজ্জ্বল আলো প্রকাশ কচ্ছে—আকাশ পৃথিবী অন্ধকারে যেন এক হয়ে মিশে গ্যাছে—জোৎস্না পোকা সকল শত সহস্র হীরার ন্যায় গাছ পালার উপর শোভা পাচ্ছে—এই অন্ধকারে পৃথিবীর আর কোন সৌন্দর্য্য দেখা যাচ্ছে না—কেবল জোৎস্নার বাহার—বোধ হচ্ছে জোৎস্নার প্রাদু-র্ভাব দেখে চন্দ্রদেব আপন মান নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন—নীচের উঁচু

পদ দেখলে—বড় লোক আপন মান নিয়ে সরে যান। বাতাসের বড় জোর নেই—তবে মধ্যে মধ্যে রাত্রির নিশ্বাসের ন্যায় এক এক বার শোঁ শোঁ করে বচ্ছে। ফুটন্ত ফুল সকল আঁধারে ঘোমটা খুলে প্রাণ ভরে হাঁস্‌ছে—দুঃখের বিষয় সে হাঁসির ছটা—সে সৌন্দর্য্য—সে বাহার কারো চোকে পড়্‌ছে না—চারি দিক স্থির—কোন স্থানে কোন শব্দ কি কোন সাড়া শোনা যাচ্চে না—যে পুরুষোত্তম ধাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে লোকের গোলযোগ উড়েদের কিচ মিচ শব্দে—যাত্রীদের হৈ হৈ রবে—সমুদ্রের শব্দ পর্য্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল—এখন সে শব্দ আর কাণে আস্‌ছে না—সকলে যেন সটানে ঘুমের ঘোরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে—হত সেনার ন্যায় শুয়ে পড়ে আছে। কেবল গাছের পাতা বেয়ে টুপ টুপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়্‌ছে—ব্যাঙের চীৎকারে পৃথিবী পরিপূর্ণ হচ্ছে।

এই নিস্তব্ধ সময়ে উদাসিনী আর সেই পথিক—দুজনে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করে যাচ্ছেন—কারো মুখে কোন কথা নেই—দুজনের মনের ভাব দুরকম। উদাসিনী মনের উল্লাসে যাচ্ছেন—অনেক দিনের পর গুরুজীর সঙ্গে দেখা হবে—মনে যে সকল কথা আছে তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন কর্‌ব—আর যে আমি কতকাল এরূপ অবস্থায় থাক্‌ব—মনের দুঃখ যে আর কতকাল মনে পুষে রাখ্‌ব—তিনি আমাকে সেই রাত্রে কেনই যে এরূপ ফেলে চলে গেছিলেন—সমুদায় কারণ তাঁর নিকট জান্‌ব—তাঁর মনের ভাব যে কি—তিনি যে কেন আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কল্লেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা জাস্তে না পাচ্ছি—ততক্ষণ কিছুতেই আমার মন সুস্থ হচ্ছে না—তিনি সাত দিন এখানে এসেছেন—এত দিন আমাকে দেখা না দিয়ে—আজ যাবার সময় আমাকে দেখা দিচ্ছেন—কন্যার মত আমাকে যে এত ভাল বাস্‌তেন—এত স্নেহ কর্‌তেন—এত মায়া কর্‌তেন—এত আদর কর্‌তেন সকলই কি ভুলে গ্যাছেন। মানুষের মন চিরকাল কি এক রকম থাকে না? সময় সময় পরিবর্ত্তন দেখি কেন? আজ যা ভালবাসা যায়—আজ যার জন্য প্রাণ কাঁদে—যাকে না দেখলে মন অস্থির—প্রাণ প্রাণ অস্থির—চক্ষুঅস্থির—পৃথিবী শূন্য—সংসার শূন্য—বিষয় শূন্য—সম্পত্তি শূন্য—সুখ শূন্য—আমোদ শূন্য বোধ হয়, কিছু দিন পরে—আবার সেই ভালবাসা—সেই মায়া—সেই স্নেহ এত কমে এসে—এত হাল্কা বোধ হয়—এত ভাবান্তর হয় যে তা দেখলে আশ্চর্য্য বোধ হয়—মনের কিছুই স্থিরতা নেই—মন যে কখন

কোন দিকে ঢলে পড়ে—মন যে কখন কাকে সোণার চোকে দেখে—মন যে কার গুণে বশীভূত হয় তা বলা বড় শক্ত কথা। মানুষের মন যে বুঝতে পারে—মনের কুষ্ঠি যে গণনা কর্‌তে পারে, সে যথার্থ লোক। কিন্তু সেরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না। ভালবাসার পরিবর্ত্ত—মনের পরিবর্ত্ত—দয়া মায়ার পরিবর্ত্ত—সর্ব্বদাই দেখতে পাই—এ সংসারে এত পরিবর্ত্ত কেন? এ পরিবর্ত্তে লাভ কি? এ পরিবর্ত্ত কি প্রকৃতির নিয়ম—এ পরিবর্ত্ত কি ঈশ্বরের অভিপ্রায়। যদি তাই হয়, তবে তার এরূপ অভিপ্রায় হলো কেন? এ অভিপ্রায়ে লাভ কি? ছেলেকালে যা ভালবাসা যায়—যাতে মনে আহ্লাদ ধরে না—আমোদে প্রাণ উথ্‌লে উঠে—অন্তঃকরণে সুখের তরঙ্গ খেল্‌তে থাকে;—আবার যৌবন এলে সে ভাব—সে আমোদ—সে সুখ সে চঞ্চলতা—সে নবীনত্ব কিছুই থাকে না—তখন বোধ হয় মন যেন আর এক পদার্থে তৈয়ারী—এ মন ছেলে বয়সের সেই আমোদ মাখা—সেই সুখের তারে জড়ান—নির্ম্মলতার রসাঞ্জন দেওয়া নয়—আবার বৃদ্ধ বয়সে মনের যে ভাব হয়—সে ভাব ছেলে বয়সের—কি যুবা বয়সের কোন ভাবের সঙ্গে মিলে না—তখন বোধ হয়, এ মন যেন সম্পূর্ণ নূতন—সম্পূর্ণ পৃথক—সে বয়সের মনের মিল কোন বয়সের সঙ্গে মিলে না—সে এক নূতন পদার্থ বোধ হয়। বাস্তবিক মানুষের মন বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার। যে গুরুজী আমাকে এত ভাল বাস্‌তেন—আমার জন্য যিনি সকল সুখ—সকল আমোদ—সকল বাসনা ত্যাগ করে ছিলেন—তিনিই আবার আমাকে পরের ন্যায় জ্ঞান করে—অনায়াসেই মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। কেনই যে এরূপ ভাবে চলে গেলেন—কেনই যে তার মন পরিবর্ত্ত হয়েছিল—কেনই যে তিনি আমাকে সেই পত্র লিখেছিলেন কেনই যে পত্রের শেষে সতীত্ব,—সতীত্ব—সতীত্ব এই শব্দ তিন বার লিখে-ছিলেন—তা তিনিই জানেন—তার এই ব্যবহারে—এই কার্য্যে—এই পরিবর্ত্তনে আমার মনে বড় ব্যথা লেগেছে—আমার ভাঙা মন আরো ভেঙে গ্যাছে—তিনি আমার মন জান্তেন—আমাকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করে দেখেছেন আমার মনের গতিক যে কি তা বিশেষ তিনি জানেন—এত জেনেও যে তার মন পরিবর্ত্ত হয়েছিল—তার কারণ কি?—যাক সে সব কথা আর ভেবে কষ্ট ভোগ কর্ব্বো না—কপালে যা আছে—বিধাতা ললাটে যা লিখেছেন সংসারে যা ভোগ করতে হবে তা ভোগ করব—সে জন্য অন্যকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।

উদাসিনী এক মনে এইরূপ চিন্তার তরঙ্গ তুলে সেই লোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাচ্ছেন। শ্রীক্ষেত্রের সকল স্থানের নাম তিনি ভাল জান্তেন না—দুই একটী প্রধান প্রধান জায়গার যদিও নাম জান্তেন—কিন্তু রাত্রিকালে—অন্ধকারে—এখন তা ভাল করে চিন্তে পাচ্ছেন না—বিশেষ মনে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হওয়াতে—কতদূর যে এসেছেন আর কত দূর যে যেতে হবে—সে কথা আদৌ জিজ্ঞাসা কচ্ছেন না, এক মনেই চলেনে।

উদাসিনী যোন কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন না দেখে সেই লোকটীও কোন কথা তুলছেন না—সে তাঁকে নানা রকমের নানা গলি ঘুঁজি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যে যাচ্ছে—আর কতক্ষণ যে যেতে হবে—উদাসিনী এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন কথাই তাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। মনের নিয়ম এই—কোন বিষয়ে গাঢ় চিন্তা হলে—অন্যদিকের কোন কথা মনে হয় না। নতুবা উদাসিনী যদি অন্য চিন্তায় মগ্ন না হতেন—তবে এতক্ষণ কত কথাই জিজ্ঞাসা করতেন। এই অন্ধকারে একটী নূতন লোকের কথায় বিশ্বাস করে এরূপ ভাবে একাকিনী যাওয়া যে কতদূর অন্যায়—একবার তা বিবেচনা করা উচিত ছিল—কেবল অন্ধকার—কেবল আকাশের দুর্য্যোগ—কেবল নূতন লোক—কেবল বিদেশ এই এক বিপদের কারণ—তাই যদি আবার বয়সের মারপেঁচ থাকে—তবে তো কথাই নেই—উদাসিনীর যেরূপ বয়স—যেরূপ জগৎমোহিনীরূপ—যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপ চেহারা লোকের চোকে তা বড় ভয়ানক জিনিস। এতে না হতে পারে এমন কাজ নেই—যদিও তাঁর শরীরের প্রতি—রূপের প্রতি—কোন যত্ন নেই—তবু যেন রূপ ভেঙে পড়ছে—লোকে যে রূপ দেখলে পাগল হয়—একেবারে ক্ষেপে উঠে—ধর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে—নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত ভয় করে না রূপের ভিখারী হয়ে—জ্বলন্ত আগুণে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দেয়—যদিও জানছে যে সেইরূপে পুড়ে মরতে হয়—যে বিদ্যুতে চোক ঝল্‌সে যায়—লোকে আবার ইচ্ছে করে—যত্ন করে—হাত বাড়িয়ে—বুক পেতে সেই রূপের মালা বিদ্যুৎলতা ধরতে যায়। যার দেহে এমন রূপ—যে রূপের তুলনা সংসারে খুঁজে পাওয়া যায় না—যে রূপ দেখলে চোক অন্য দিকে আর ফিরতে চায় না—ধুল পড়া দিলে সাপ যেমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে—আর কোন দিকে যেতে চায় না সেইরূপ যুবতীর রূপ দেখলে মাথা ঘুরে গিয়ে—আর কোন দিকে যেতে

পারেনা—সেইরূপে আকৃষ্টহয় প্রাণভরে—চোকভরে—সেইরূপ—সেই সৌন্দর্য্য সেই মাধুর্য্য দেখ্‌তে থাকে। রূপ অনেকের থাকে সত্য বটে, কিন্তু সকলের রূপে সমান চটক—সমান বাহার—সমান আকর্ষণ থাকে না। উদাসিনী যদি গৃহে থাকতেন—এ সোহাগের লতা যদি যত্নে প্রতিপালন হতো—এ রূপে যদি যত্ন থাক্‌তো—কষ্টের আগুণে যদি এ ফুল উত্তাপ না পেতো—দুরন্ত চিন্তার কীট—যদি এই কোমল হৃদয়ে প্রবেশ না কর্‌তো—তবে উদাসিনী যে আরো কি—রূপ ধর্‌তেন—আরো কি মাধুর্য্য দেখাতেন—তা বলে প্রকাশ করা যায় না। যদি রূপ দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়—যদি সংসারের সমুদায় সৌন্দর্য্য এক স্থানে দেখ্‌তে প্রত্যাশা থাকে—যদি রূপের গুণগান করতে মানস হয়—তবে একবার উদাসিনীকে দেখ—উদাসিনীর চেহারা নির্জ্জনে বসে—এক মনে আঁকতে থাক—কল্পনার চোকে একবার চিন্তা কর—তবে দেখ্‌তে পাবে—উদাসিনী কেমন রূপ ধরেন—যার এমন রূপ—তার এরূপ অবস্থায় গমন কর্‌তে কে মন খুলে বল্‌তে পারে? উদাসিনী বাপুদেব শাস্ত্রীর কথা শুনে একেবারে চঞ্চল হয়েছেন বলেই সেই ভয়ানক চেহারার লোকের সঙ্গে সেই রাত্রিতে যাচ্ছেন। নতুবা তিনি কখনই তার সঙ্গে যেতেন না—তার কথায় নির্ভয় কর্‌তেন না।

যে লোকটী উদাসিনীর সঙ্গে যাচ্ছে—তার মুখে কোন কথা নেই—সে যমদূতের ন্যায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। উদাসিনীর মনে নানা চিন্তা নানা ভাবনা—নানা চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে—কিন্তু লোকটীর মনে অত্যন্ত আনন্দ—অত্যন্ত উৎসাহ—সে যে জন্য এসেছিল তা এক রকম সফল হয়েছে বলেই সে খুসি।

এতক্ষণের পর উদাসিনীর চমক ভাঙল—তিনি ভাবলেন তাই তো কোথায় যাচ্চি—ক্রমাগতই যে যাচ্‌ছি—তবু এখনো বিজয়দ্বারে পঁহুছিতে পাল্লেম না—আমার বাসা হতে বিজয় দ্বার আর কতদূর?—অন্ধকারে কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্‌ছি না। কত দূরে এসেছি—যে দিকে যাচ্‌ছি—জনমানবের যে কোন সাড়াশব্দ পাচ্চিনে—ব্যাপারখানা কি? এতক্ষণ নানা রকম চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেম—সুতরাং কিছুই বুঝতে পারি নাই—কতদূর এলেম। আর যে কতদূর যেতে হবে তারই বা ঠিক কি? এই লোকটীর কথায় বিশ্বাস করে—এই আঁধারে এইরূপ অবস্থায় আর বেশী দূর যাওয়া উচিত হচ্চে না। বাসা হতে অনেক দূর এসে পড়েছি—এদিকে

রাত ঝম্ ঝম্ কচ্ছে—পৃথিবী স্থির হয়ে আছে—সমুদায় পদার্থ যেন এক পরামর্শ করে—চুপ করে আছে—এখন গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়্ছে না—এরূপ অসহায় অবস্থায়—পথে এসে ভাল করি নাই—উদাসিনী এই রকম সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে—সঙ্গের সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"আর কতদূর যেতে হবে? আমরা অনেকক্ষণ বাসা হতে এসেছি—বিজয়দ্বার আর কত দূর?"

উদাসিনীর কথা শুনে সেই লোকটী পূর্ব্বের ন্যায় আবার হি হি করে হেসে উঠ্‌লো।—লোকটা কথায় কথায় হি হি করে হাঁসে কেন? হাঁসা কি এর স্বভাব—না—ও হাঁসার কোন অর্থ আছে—লোকে হাঁসির কথা হলে হাঁসে—এ দেখ্‌ছি সকল কথায় হেঁসে উঠে—এর হাঁসি দেখ্‌লে মনে এক প্রকার ভয় উপস্থিত হয়, ভুতের মুখে হাঁসি দেখ্‌লে কার মনে আনন্দ জন্মে? হাঁসির সময় যখন সেই দাঁতের বাগান দেখা যায়—তখন কার না প্রাণ উড়ে যায়? এমন নীরস—শুক্‌নো হাঁসি তো সংসারে কারো মুখে দেখি নাই। এ এক নূতন ধরণের লোক দেখছি—এর সকলই কি সৃষ্টিছাড়া—বিধাতা এর মনে এমন কি আহ্লাদ দিয়ে রেখেছেন যে, সে জন্য এ ব্যক্তি কথায় কথায় এরূপ ভাবে হেঁসে উঠে?

লোকটী হেসে বোল্লে "আর অধিক দূর নাই, আমরা বিজয় দ্বারের নিকটই এসেছি—গুরুজী এই পথে আস্তে বলিছিলেন, সেই জন্যই এত ঘুর্‌তে হচ্ছে নতুবা অন্য পথে গেলে এতক্ষণ আমরা গুরুজীর নিকট যেতে পারতেম। অন্যান্য পথে বড় গোল—নানা রকম অসুবিধে—সেই জন্য তোমাকে এই পথে এনেছি—যে পথেই যাই না কেন—তোমার কোন ভয় নাই! তুমি স্থির জেন—আমরা উভয়েই গুরুজীর শিষ্য সুতরাং পরস্পর ভিন্ন ভাবের কোন প্রয়োজন নাই।"

উদাসিনী বল্লেন "যদি মনে ভিন্ন ভাব থাক্‌বে তবে এই রাত্রে—একাকিনী তোমার সঙ্গে এই অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে আসবোই বা কেন। আর গুরুজী যখন তাঁর নিকট যেতে অনুমতি করেছেন—তখন যদি আমাকে হাজার কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়—হাজার দুঃখে পড়্‌তে হয়—হাজার যাতনায় জ্বল্‌তে হয় সেও ভাল—সেজন্য এক মুহুর্ত্তও ভাবনা করি না। তবে কথা হচ্ছে এই—ক্রমে ক্রমে রাত অনেক হয়ে উঠলো—তিনি আবার আজই এখান হতে চলে যাবেন—কাজে কাজেই যত শীঘ্র যেতে পারি সেই ভাল—তাঁর সঙ্গে অনেক

কথা আছে—অনেক দিনের পর দেখা হবে—এজন্য যত অধিক সময় তাঁর নিকট থাক্তে পারি সেই ভাল।

লোকটী এই কথা শুনে বল্লে—"তোমার মনে যেমন অনেক কথা আছে তাঁরও বলবার বিস্তর কথা আছে আমি জানি যা হোক, আর, বিলম্ব নেই—সাম্নে কএকটা বাটীর পরেই আমরা গিয়ে পৌছিব।

পঞ্চচত্বারিংশৎ স্তবক।

—:o:—

বিষম বিপদ।

——— জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কালসর্পবেশে
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?

মাইকেল।

নগরের প্রান্তভাগে একটী সামান্য পুরাতন বাটী—ঘরগুলি অধিক দিনের—সেকেলে গাথনি—দুই একটী ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে—জানালার প্রায় কবাট নেই—ঘরে ঢুক্তে দুয়ার মাথায় ঠেকে—কোটার গায়ে বট, অশ্বথের চারাগুলি যেন তাল ঠুকে বেড়ে উঠেছে—দেওয়ালের গায়ে ইন্দুরের গর্ত্ত—ঘরের মেজেতে রাশি রাশি ইঁদুরের মাটি—বাড়ীর চারিদিকে ইঁটের প্রাচীর—প্রাচীরের গায়ে বাদসাহের পঞ্জার ন্যায় ঘুঁটে সকল লেপা রয়েছে—ঘরের মধ্যে মিট মিট করে আলো জ্বলছে—বোধ হচ্চে যেন অনেক গুলি লোক বসে কি গোলমাল কচ্চে—যেরূপ ঘর—যেরূপ গোলমাল—যেরূপ কথাবার্ত্তা চলছে তাতে স্পষ্টই বোধ হচ্চে—এ ভদ্রলোকের বাড়ী কিম্বা ভদ্র লোকের মজলিস নয়। সেই সকল লোকের মধ্যে এক জন বলে উঠলো—"তাই তো এত দেরি হচ্চে কেন? কোন গোলযোগ ঘটেছে কি?

"অরদগব সে রকমের লোক নয়। হাজার গোলযোগ ঘটুক না কেন—সে তার ভিতর থেকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে।"

তাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময়ে সেই বাড়ীর উঠনে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান—কারো মুখে কোন কথা নাই। পাঠক ও পাঠিকাগণ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন—এ লোক দুটী কে,—বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকট নিয়ে যাবে বলে—উদাসিনীকে—এই ভাঙা বাড়ীর ভিতর যে কেন উপস্থিত করেছে।—উদাসিনী জানেন না যে তাঁর জন্য এখানে কিরূপ জাল পাতা আছে। তাঁর সঙ্গের সেই লোকটী আহ্লাদের সহিত বলে উঠ্‌লো—"জালে পড়েছে—আর যাবে কোথা।"

"জালে পড়েছে—" এই কথা শুন্‌বা মাত্রেই দশবার জন লোক মহা আহ্লাদের সহিত বাইরে বেরিয়ে এল। লোকগুলির চেহারা দেখেই উদাসিনী স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেন—গতিক বড় ভাল নয়—এরা সব কারা? এদের এত আনন্দ কেন?—এই ভয়ানক রাত্রি খাঁ খাঁ কচ্চে—আমি একাকিনী—নিকটে যে কোন ভদ্র লোকের বাস আছে তাও তো বোধ হচ্ছে না—এরা আমাকে এরূপ ভাবে ঘিরে দাঁড়ালো কেন? এদের উদ্দেশ্য কি? কি মতলবে—কি চক্রে—কি কারণে যে আমাকে এখানে নিয়ে এলো তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

উদাসিনী এইরূপ মনে মনে ভাব্‌লেন—এমন সময় সেই লোকগুলো বলে উঠ্‌লো—"এখন আর কোথা যাবে চাঁদ। জালে ফেলেছি তো? মনে আছে কি সেই খণ্ডগিরি নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে—সেই রাত্রে—আমাদের তৈয়েরি অন্নে ধুলো পড়েছিল—সেই পর্য্যন্ত আমরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—অনেক কষ্ট অনেক সন্ধানে—অনেক ফিকির—অনেক মতলব করে—অনেক যোগাযোগের পর আজ তোমার চাঁদবদনখানি দেখ্‌তে পেলেম। পরমেশ্বর এতদিনের পর আশালতায় ফুল ফুটালেন—হারানো মাণিক যে আবার পাব এ কার মনে বিশ্বাস ছিল?——"

তাই তো কি সর্ব্বনাশ! কি কুকর্ম্ম করেছি—এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত—দেখ্‌তেও আবার ভয়ানক চেহারা—তার কথায় বিশ্বাস করে—আগাগোড়া না ভেবে—এই বিপদে মাথা দিলেম;—কপালে যে কি আছে—এই ঘটনার শেষ যে কি হবে—কি উপায়ে যে এই বিপদ হতে—এই চক্র হতে—এই রাক্ষসের মুখ হতে রক্ষা পাব তাও তো বুঝতে পাচ্ছিনে। মানষ্যের শত্রু কি পদে পদে? কোথায় পুরুষোত্তমধামে এসেছি ধর্ম্মকর্ম্ম করব তার উপর এ আবার কি বিপদ। সে বার—সেই বিপদে হটাৎ রক্ষা

পেয়েছিলেম—পরমেশ্বর দয়া করে শেঠজী ও গুরুজীকে পাঠিয়েছিলেন—আজ কি উপায়ে এদের হাত হতে পরিত্রাণ হবে? এই রূপ নানান খান্ মনে মনে ভেবে উদাসিনী বল্লেন—"তোমাদের অভিপ্রায় কি—তোমরা কেন আমার অনিষ্টের চেষ্টায় আছ—আমার অনিষ্ট করে তোমাদের লাভ কি?

উদাসিনীর কথা শুনে সেই দস্যুদল বল্লে—"তুমি আমাদের উপর এত বিরূপ কেন?—আমরা তোমার কোন অনিষ্ট কর্‌ব না—যত দিন বেঁচে থাক্‌বো—তোমার চরণে দাস হয়ে কাল কাটাবো—এই নবীন বয়সে সংসারের সুখ—সংসারের আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ করে—এরূপ যৌবনে যোগিনী সেজে বেড়াচ্ছ এ কি ভাল?—আমরা তোমার ক্লেশ দূর কর্‌ব—তুমি আমাদের দলপতির গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাক—এইটিই আমাদের অভিপ্রায়। সেই ভুবনেশ্বরে তোমার চাঁদমুখ দেখে—তোমার রূপে মোহিত হয়ে—তোমাকে ধর্‌বার জন্য—এত চেষ্টা—এত কৌশল করে বেড়াচ্ছি। আমাদের কষ্টে—আমাদের মনোদুঃখে তোমার কি প্রাণে দয়া হয় না; তোমার এমন সুকোমল দেহ—তবে তোমার মন এত কঠিন কেন?"

উদাসিনী এতক্ষণ এক রকম স্থির ছিলেন, এখন তাদের অভিপ্রায় জান্তে পেরে একেবারে অধৈর্য্য—একেবারে জ্বলে উঠলেন—রাগে—দুঃখে অভিমানে যেন ফেটে পড়্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁর সেই মনোহর নয়ন—যেন আর এক মূর্ত্তি ধারণ কল্লে—যে চোকে ভুবন মোহিত হতো—যে দৃষ্টিতে জগৎ বশীভূত হতো—পৃথিবী আনন্দে ভেসে উঠ্‌তো—মানুষ আহ্লাদে নৃত্য কর্‌তো—এই সেই দৃষ্টি যেন ভয়ানক আকার—ভয়ানক ভাব—ভয়ানক আগুণের শিখার ন্যায় হয়ে উঠ্‌লো;—রাগে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগ্‌লো—গণ্ডস্থল আরো যেন রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। আগুণ স্বভাবতঃ একরূপ মূর্ত্তিতে থাকে—কিন্তু তাতে যদি আবার ঘৃত পড়ে, তবে আর এক নূতন ভাব হয়ে উঠে। উদাসিনী অনেক যত্নে মন নরম করে বল্লেন—"তোমরা বৃথা কেন আমাকে যন্ত্রণা দেও—একজন অসহায়া স্ত্রীলোককে এরূপভাবে ক্লেশ দিলে তোমাদের বাহাদুরী কি? পুরুষের কর্ত্তব্য বিপদ হতে স্ত্রীলোকদের রক্ষা কর্‌বে—নতুবা এরূপ ছল করে—এরূপ চক্র করে—এরূপ বদমায়েসি করে আমাকে এনে—যে সকল কথা বল্‌ছ—এ সকল কথা মানুষের মুখে শোভা পায় না। পশুর মুখে—পিশাচের মুখে—

দানবের মুখে—রাক্ষসের মুখে যে কথা শুনা যায় না—সেই সকল কথা আমাকে বলতে কি তোমাদের একটুও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হচ্ছে না? তোমরা হাজার চেষ্টা কর—হাজার বল প্রকাশ কর—হাজার পরামর্শ কর—হাজার ফিকির কর—কিছুতেই তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।

দস্যু। "কেন চাঁদ! আর মেয়েলী ঝগড়া করে কাণ ঝালাপালা কর। তুমি এখন আমাদের হাতে—আমাদের ফাঁদে—আমাদের চক্রে পড়েছ—সেবার যেন দৈবাৎ কতকগুলো লোক এসে জুটেছিল—তাইতে বেঁচেছিলে—এবার আর কিছুতেই রক্ষে নেই। আমরা অনেক কষ্ট—অনেক শব সাধনা—অনেক মতলব করে তোমাকে পেয়েছি—যখন পেয়েছি—তখন জান্‌বে—তুমি আমাদেরই—আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি—তবু তোমাকে ছাড়্‌তে পার্‌ব না—অতএব আর কেন—মনের রাগ—মনের খেদ—মনের দুঃখ মন হতে ধুয়ে পুঁছে ফেল—যখন ঘর কর্‌তে হবে—তখন আর—কান্নার সুর ভেঁজে আসর জম্‌কাইতে হবে না।

উদা। আমি তোমাদের নিকট বিনয় করে বল্‌ছি—তোমরা আমাকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না—একে আমি সংসারে নানা প্রকার দুঃখে রাতদিন জ্বল্‌ছি—তার উপর তোমরা আমায় কষ্ট দিচ্ছ কেন?

দস্যু। তুমি তোমার নিজের কষ্ট নিজে ডেকে আন্‌ছ—আমাদের দোষ কি? তুমি যদি আমাদের কথা শোন—তবে তোমার আবার সংসারে কষ্ট কি?

উদা। তোমরাই আমার একমাত্র কষ্টের কারণ—স্ত্রীলোকের প্রাণে যদি কিছু কষ্ট থাকে—তবে সে সতীত্ব নষ্টের জন্যই হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের সতীত্বই সর্ব্বস্বধন—বরং প্রাণ নষ্ট করা সহজ কাজ—কিন্তু যাতে সতীত্বের উপর দাগা পড়ে তার ন্যায় শত্রু—তার ন্যায় অনিষ্টকারী—তার ন্যায় মহা পাপী সংসারে আর কেও নাই।

দস্যু। এ তো আর ধর্ম্মমন্দিরে নয় যে তুমি আমাদের নিকট ধর্ম্ম কর্ম্মের কাহিনী আরম্ভ কল্লে—এ প্রেম কাণ্ডের কথা; প্রাণ খুলে—মন খুলে—প্রেমসাগরে সাঁতার দেও—প্রেমের তরঙ্গে নেচে নেচে বেড়াও—তখন দেখ্‌বে—কত সুখ—কত আমোদ—কত মজা। ধর্ম্মের কথা অনেক শুনেছি—আর জ্বালাতে হবে না। মিছে কথায় সময় নষ্ট করায় কোন ফল নেই—তুমি হাজার বল—হাজার অনুনয় কর—হাজার হাতে পায়

ধর কিছুতেই কিছু হবে না—যদি পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে গিয়ে উদয় হন—যদি মশার গণ্ডূষে সমুদ্র শুষে যায়—তবুও আমরা তোমাকে ছাড়্‌ব না।

উদা। আমি যদি তোমাদের ছেড়ে যাই—তখন?—তখন দস্যুগণ হো হো করে, হেঁসে উঠে বল্লে—"এই জাল ছিড়ে—এই বেড়া ভেঙে—এই গণ্ডী পার হয়ে তুমি যাবে—তোমার তো সাহস কম নয়। তুমি জান না যে এখন কোথায় আছ—বাঘের মুখ হতে বরং পালান যায়—কিন্তু আমাদের হাত হতে তোমার নিস্তার নাই। আমাদের এতদিনের পরিশ্রম—এতদিনের অনুসন্ধান—এতদিনের চেষ্টা—এতদিনের মতলব আজ বিধাতা পুরুষ মিলিয়ে দিয়েছেন। এ শীকার কে ত্যাগ করে—সাধের পাখী যদি কপালক্রমে ফাঁদে পড়েছে—তবে কে ফাঁদ ছিঁড়ে তাকে উড়িয়ে দেয়—এ সোণার পাখী—সোণার খাঁচায় রাখ্‌ব—প্রতিদিন প্রেমের বুলি পড়াব—পীরিতির শিকল পায়ে পড়্‌লে অবশ্যই তখন পোষ মান্‌বে—যে পাখী বনে স্বাধীন ভাবে উড়ে বেড়াতো—তাকে খাঁচায় পুর্‌লে—প্রথম প্রথম দিন কতক উড়্‌বার চেষ্টা করে—কিন্তু তার পর?—"

উদা। পাপিষ্ঠগণ! তোরা এ তন্ত্র মন্ত্র কায় কাছে বলছিস্—যাদের মনে ধর্ম্মের ভয় নেই—যারা সংসারের অস্থায়ী সুখকে জীবনের একমাত্র সার ভেবেছে—যারা পাপের কোলে নেচে বেড়াচ্ছে—যারা পরকালের ধার ধারে না—যারা পশুর অধম—যাদের প্রাণের মূল্য নাই—সেই সকল পাপিণী—সেই সকল নারকী—সেই সকল স্ত্রীলোকদের কাছে ও সব কথা শোভা পায়। আমার কাণে ও পাপের কথা ও ঘৃণার কথা ও পশুর কথা আর যেন না যায়। আমার সুখ গ্যাছে—স্বস্তি গ্যাছে—আরাম গ্যাছে—কিন্তু ধর্ম্ম যায় নাই—আমার হৃদয়ে যা আছে—আমার প্রাণে যে বল আছে—আমার যিনি সহায় আছেন—আমি কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান করি না—কোন কষ্টকে কষ্ট বলে গণনা করি না—কোন মানুষকে গ্রাহ্য করি না।

দস্যু। পিপঁড়ের পাখা উঠে মর্‌বার জন্য। কি বলবো, তুমি স্ত্রীলোক—নতুবা তোমার কথার প্রতিফল পেতে এখনো দেরি হতো না। এক রূপের খাতিরে তুমি বেঁচে যাচ্ছ—তোমার ঐ সৌন্দর্য্যে আমার হাত

পা এক রকম বেঁধে ফেলেছে—নতুবা এতক্ষণ তোমার বড়াই চূর্ণ হতো—যা হোক—রাগ কি আর পড়বে না?—দেখ তোমাকে আমরা এত ভাল-বাসি—তোমার জন্য মরণ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না—আমরা রূপের ভিকারী হয়ে তোমাকে ধরেছি—যদি ধরা দিলে তবে আবার উড়্‌বার চেষ্টা কেন?

ষড়চত্বারিংশৎ স্তবক।

—:•:—

পাপের ফল।

"ওলো, ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাঁসি!
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি।"

উদাসিনী এতক্ষণ যে আশঙ্কা কচ্ছিলেন—এখন সে আশঙ্কা চোকের উপর উপস্থিত—যে দস্যুদলের অত্যাচার মনে ভাব্‌ছিলেন—সেই অত্যাচার তাঁর মাথার উপর। বদমায়েসেরা ক্রমে ক্রমে যে সকল কথা বলতে আরম্ভ কল্লে—সে কথা একজন সতীসাধ্বী স্ত্রীলোকের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা কষ্টদায়ক। কি করেন, কোন উপায় নেই—যেরূপ স্থানে—যেরূপ লোকের হাতে—যেরূপ চক্রে পড়েছেন—তাতে সতীত্ব রক্ষা করা মানে মানে প্রাণ নিয়ে পালান কিন্তু সহজ কথা নয়। যাদের মনে—ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই—হিতাহিত বোধ নেই—লোকের সুখ দুঃখ বিচার নেই—মানাপমান গণনা নেই—তারা না কর্‌তে পারে এমন কাজই নেই। আমার এই কাতরতা—এই আর্ত্তনাদ—এই ব্যাকুলতা—এই বিমর্ষভাব—এই কান্না দেখেও যখন এদের মন নরম হচ্ছে না—তখন যে এদের হাত হতে মুক্তিলাভ কর্‌তে পার্‌বো—সে কথা তো মনে নেই—তবে দেখি—ভগবান যদি একবার মুখ তুলে চান—তাঁর দয়া—তাঁর স্নেহদৃষ্টি ভিন্ন

এমন বিপদ হতে কে উদ্ধার পেতে পারে?—তিনি যার সহায়—তার আবার ভয় কিসের?—তাঁর নাম মনে কল্লে—তাঁকে প্রাণ খুলে ডাক্‌লে—তাঁর উপর একান্ত নির্ভর কল্লে—অবশ্যই একটা উপায় হবে। সেই অসহায়ের সহায়—অগতির গতি—বিপদের কাণ্ডারী—পতিত পাতকির গতি—দীনবন্ধুকে ডাকি—তিনিই রক্ষা কর্‌বেন। নতুবা এ বিপদ হতে—এ যাত্রা রক্ষা পাবার আর কোন পথ দেখ্‌ছি না।

তাঁকে এইরূপ ভাবতে দেখে একটী লোক বল্লে—এখন ভেবে আর কি কর্‌বে—আমরা এখনো তোমার কেশস্পর্শ করি নাই। এখনও তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর্‌তে ত্রুটি করি নাই। আর বুঝাতে চাই না—তোমার ও ধর্ম্মের দোহায়ে আমাদের মন ভেজে না—যদি নিজের ভাল চাইস্‌—যদি সংসারের সুখের তার পেতে ইচ্ছ করিস্‌—তবে এখনো বল্‌ছি—আমাদের মতে মত দে—অন্যথা হলে এই অস্ত্রে তোর দেহ খণ্ড খণ্ড কর্‌ব—তোর প্রতি অত্যাচার কর্‌তে আর বিলম্ব হবে না।

উদা। আমার প্রতি আর কি অত্যাচার কর্‌বি পাষণ্ড? জীবন নষ্ট কর্‌তে চাও, তাতে আমি একটুও ভীত নই। এ শরীর ভয়জনক রক্ত ধারণ করে না—আমি যদি প্রাণে ভয় কর্‌তেম—তা হলে তোদের কথায় তোদের শাসনে—তোদের অস্ত্রে মনে ভয়—হৃদয়ে ত্রাস হতো। মৃত্যু আমাদের প্রিয় সহচরী—আমরা মরণে ভয় করি না।

দস্যু। শরতের মেয়ের গর্জ্জন—আর স্ত্রীলোকের আস্ফালন দুই সমান—সে কথায় পুরুষের কান্ দেওয়া বৃথা সুতরাং বৃথা আস্ফালনে কোন ফল নেই। আমরা এখনও বলছি—আর কেন—এই বয়সে অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি—এই অস্ত্রে অনেক স্ত্রীলোকের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছে—তোমার প্রাণ একটী মশার জীবন বধের ন্যায় অতি সহজ। অতএব বালকের ন্যায় মিছে বাচালতা কেন? তোমাকে প্রাণে মারা আমাদের অভিপ্রায় নয়—সে সাধ থাক্‌লে—এতক্ষণ তোমার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হতো—তোমাকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি—তোমার ভালবাসা লাভ কর্‌ব বলে প্রাণ কাঁদে—সেই ভালবাসার খাতিরে তোমার কথা এখনো সহ্য কচ্ছি।

উদাসিনী সেই সকল ভয়ানক শত্রুগণের মধ্যে পড়ে চারিদিক আঁধার দেখ্‌ছেন—মাথা ঘুরে আস্‌ছে—বুকের ভিতর কেমন একটা কারখানা

হচ্ছে—তা প্রকাশ কর্‌তে পাচ্ছেন না—রাগেতে লোমকূপ হতে যেন আগুন বেরুচ্ছে—তিনি মনে ভাবলেন—এদের হাতে রক্ষা পাওয়া দুরাশা। এখন কি করি—এই বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার দুইটী উপায় দেখ্‌ছি—হয় সতীত্ব বিসর্জ্জন কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন—স্ত্রীলোকের যদি জীবনে কোন গৌরব থাকে—তবে সে সতীত্ব জন্য। সতীত্ব ও জীবন এ দুটীর মধ্যে সতীত্বই প্রধান। যদি জীবন দিয়ে সতীত্ব রক্ষা হয়—তবে সেইটীই কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রীর জীবন তুচ্ছ—তার জন্য আবার মায়া কেন? আমি এত ভাব্‌ছি কেন?—আমার বিপদের একমাত্র মোচনকর্ত্তা আমার কটিদেশে লুক্কায়িত আছে—তবে আর কেন—এই সময় পাপীরা—পাষণ্ডেরা—দুরাচারেরা আমার অঙ্গস্পর্শ না কর্‌তে সংসার ত্যাগ করি। এইরূপে মনে মনে স্থির করে বল্লেন—"পাপিষ্ঠগণ! তোরা এ স্থির জানিস্—ক্ষত্রিয়কন্যা কখনই তোদের ভয় হৃদয়ে স্থান দেয় না—মৃত্যু আমাদের প্রিয় সহচরী। আমরা হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুর কোলে শয়ন করে থাকি—হয় শত্রু নাশ নতুবা মৃত্যু—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা—এই প্রতিজ্ঞা সাধন কর্‌তে—এই মহাব্রত পূর্ণ কর্‌তে পৃথিবীতে এসেছি। যখন দেখ্‌ছি তোদের অভিসন্ধি—তোদের কু-অভিপ্রায়—তোদের পাপ বুদ্ধি কিছুতেই গেল না—তখন দেখ্ এ হৃদয় কত বল ধরে—পাষণ্ডেরা তোরা জানিস না যে সতী স্ত্রীকে বিধাতাপুরুষ রক্ষা করেন।

দস্যু। আজ আমরাই তোমার বিধাতাপুরুষ—আমাদেরই হাতে তোমার রক্ষা হবে—তবে আর এরূপভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—ঘরে গিয়ে ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বস্‌বে চল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগলো। এদিকে রাতও শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকার যেরূপ গাঢ় ছিল তা যেন তরল হয়ে এলো—মেঘ বৃষ্টি সকল উত্তমরূপে থেমে গ্যাছে—বাতাস খুব শীতল হয়েছে—আকাশ অনেকটা পরিষ্কার দেখাচ্ছে—গাছপালা সকল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কোন স্থানে কোনরূপ গোলযোগ কি কোন রকম সাড়াশব্দ নেই—মাথার উপর অনন্ত আকাশ বিস্তার হয়ে রয়েছে—দুই একটী নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরার ন্যায় আকাশের গায়ে বসান আছে। উদাসিনী একবার আকাশ পানে চেয়ে বল্লেন—"আকাশ। তুমি যেমন অনন্ত—তোমার যেমন সীমা নাই—সেইরূপ আমার দুঃখও অনন্ত—তারও সীমা নাই।

হে চন্দ্র! হে সূর্য্য! হে আকাশ! তোমরা সাক্ষী—আমি এই বিষম বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য দুরাত্মাদের কত অনুনয়—কত বিনয়—কত সাধ্যসাধনা—কত খোসামোদ—কত রোদন—কত কাতরতা—কত হা হুতাশ করে দেখ্‌লেম, কিছুতেই এদের মন ফিরাতে পাল্লেম না—এদের উদ্দেশ্য—মতলব—চেষ্টা অতি জঘন্য, এই নরপিশাচ—এই নরব্যাঘ্র—এই মহাপাপীরা না করতে পারে এমন কাজই নাই—আমার আর কোন রূপ উপায় নাই। স্ত্রীলোকের সতীত্ব চাইতে মূল্যবান—যত্নের ও ধর্ম্মের পদার্থ সংসারে আর কিছুই নাই—যার সতীত্ব নাই—তার জন্ম বৃথা—মনুষ্যদেহ ধারণ করা বৃথা—সংসারে আশা বৃথা—আমরা সব ত্যাগ করতে পারি—কিন্তু সতীত্ব ত্যাগ করতে পারি না;—শাস্ত্রে শুনেছি সতীস্ত্রীকে রণে—বনে—বিপদে সকল অবস্থায় সেই বিপদের কাণ্ডারী পরমেশ্বর রক্ষা করে থাকেন—কিন্তু কৈ আমাকে রক্ষা করতে তো তাঁর কোন চেষ্টা দেখ্‌ছি না—আমি যে আর এরূপ অবস্থায়—এরূপভাবে থাকৃতে পারি না—এই বিপদের মধ্যে আর কতক্ষণ থাকতে পারা যায়? মানুষের হৃদয়ে আর কত জ্বালা সহ্য হয়—সর্ব্বদাই মনে এই আশঙ্কা হচ্চে—পাপীরা কখন যে আমার সর্ব্বনাশ করবে—কখন যে ওদের পাপের মলিন হাত—আমাকে স্পর্শ করবে? যা হোক আর বিলম্ব করা উচিত নয়—কপালে যা ছিল—পুরুষোত্তমধামে তা পূর্ণ হলো—তবে আর কেন? আমার বিপদোদ্ধারের উপায় যখন আমার কাছেই রয়েছে—তখন আর এত ভাবনা—এত ভয়—এত বিপদ বোধ কচ্ছি কেন? সামান্য প্রাণত্যাগ কল্লে যদি সতীত্ব রক্ষা হয়—তবে আর এই পাষণ্ডদের ভয় করি কেন?

এখন যিনি উদাসিনীকে দেখেছেন—তাঁর মনে সন্দেহ হয়—এই সেই উদাসিনী কি না—তাঁর শরীরে সে কোমলতা নাই—এখন বিষম ভৈরবী মূর্ত্তি—দুই চোক দিয়ে যেন আগুন ছুটে বেরুচ্চে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌ছে—অগ্নি নদীর ন্যায় রক্তস্রোত শিরায় শিরায় চল্‌ছে, মুখখানির একরকম নূতনতর চেহারা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে আছেন—কি শূন্যে আছেন—মৃত কি জীবিত—মানুষ না জড়পদার্থ কিছুই জ্ঞান নাই। একেবারেই উন্মত্ত—একেবারে পঞ্চমের উপরে—একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন—প্রাণে একেই তো মায়া ছিল না—এখন আবার আপনাকে ভুলে—পৃথিবী ভুলে—সুখ ভুলে—ভয়ানক অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন। মনে অন্য চিন্তা—অন্য

অভিসন্ধি—অন্য চেষ্টা নাই। কিসে সতীত্ব রক্ষা হবে—কিসে এই পিশাচ-দের হাত হতে উদ্ধার হবে—কিসে পরকাল রক্ষা হবে এই একমাত্র চিন্তা—এই একমাত্র চেষ্টা—এই একমাত্র মতলব। এ পর্য্যন্ত তাঁর নির্ম্মল চরিত্রে কোন দাগ পড়ে নাই—ঈশ্বরের নিকট যেমন বিশুদ্ধ স্বভাব পেয়ে-ছেন—এত বয়স পর্য্যন্ত মহাযত্নের সহিত তাই রক্ষা করে নিয়ে বেড়াচ্চেন। এ নির্ম্মল পুষ্পে পাপ কীট প্রবেশ করে নাই—এ নির্ম্মল জলে কোন রকম দূষিত পদার্থ যোগ হয় নাই—এ শরতের চাঁদে রাহুর মলিন স্পর্শ ঘটে নাই—এমন নির্ম্মল—এমন পবিত্র—এমন সরলস্বভাব উদাসিনীর ভাগ্যে যে শেষে এরূপ অনর্থ—এরূপ বিপদ—এরূপ ঘটনা ঘট্‌বে তা তিনি স্বপ্নেও জানেন নাই। মনুষ্যের অদৃষ্ট পদ্মপত্রের জলের ন্যায় টলমল কচ্চে—কখন যে কোনদিকে গড়িয়ে পড়ে—কখন যে কোন্ পথে উপস্থিত হয়—তা কেউ ঠিক কর্‌তে পারে না। বিপদ নিয়তই মানুষকে আকর্ষণ কচ্চে—পদ্মার যেমন টান—চুম্বকের লোহার সঙ্গে যেমন আকর্ষণ—বিপদ সেইরূপ মানুষকে ক্রমা-গতই টান্‌ছে। ঈশ্বর মানুষকে এত বিপদের মধ্যে রাখলেন কেন? যাকে এমন রূপে—এমন অসাধারণ গুণে—এমন পবিত্রতায় সাজিয়েছেন—তার ভাগ্যে এরূপ দণ্ড কেন? এই যে লোকে বলে "গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়" উদাসিনীর ভাগ্যেও কি তাই ঘট্‌লো? তাঁর রূপই তাঁর কাল হলো—যিনি পথে পথে এরূপভাবে বেড়াবেন—যাঁর মন সংসার ছাড়া—যাঁর অদৃষ্টে কেবল বিপদের কারখানা—বিধাতাপুরুষ এঁকে রেখেছেন—তাঁর দেহে এত রূপ—এত সৌন্দর্য্য—এত মাধুর্য্য কেন?

উদাসিনী প্রতি নিশ্বাসে বিপদ আশঙ্কা কচ্চেন—না জানি পাপীরা কখন কি কাণ্ড করে তুলে। এই সকল দুরন্ত রাক্ষসদের গ্রাসে আর কতক্ষণ থাক্‌বো—এ যন্ত্রণা আর কতক্ষণ ভোগ কর্‌বো—লোকে কোন না কোন একটা আশয়ে বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে—আমার যে কোন আশাই নাই।

দস্যুগণ ক্রমে বাড়াবাড়ী করতে আরম্ভ কল্লে। যে সকল কথা বল্‌তে লাগলো—তা শুনলে মরা মানবের রাগ হয়ে উঠে। একটী অসহায়া যুবতীর প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখ্‌লে কার না মনে রাগ হয়? উদাসিনী যখন দেখ্‌লেন আর উপায় নাই—তখন উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন—"পাষণ্ডেরা দেখ—দেখ—রমণীহৃদয়ে কত শক্তি ধরে—যদি ধর্ম্ম থাকেন—যদি ঈশ্বর থাকেন—

যদি সতীত্বের আদর থাকে—যদি স্ত্রীলোকের দীর্ঘনিশ্বাসে কোন ফল থাকে—তবে তোরা অবশ্যই তার ফলভোগ করবি—এই দেখ আমি স্বর্গে চল্লেম।” এই কথা কএকটী বলেই ধাঁ করে একখানি ছুরী কাপড়ের মধ্য হতে বাহির করে—নিজের গলায় দেন—এমন সময় কোথা হতে যেন শতাধিক পুলিশ কনষ্টেবল ছুটে এসে—তাঁর হাত ধরে ফেল্লে। পুলিশের লোক সকল এসেই ধর—বাঁধ—এই রবে সেস্থান পরিপূর্ণ করে ফেল্লে। যমদূতের ন্যায় পুলিশের লোক সকল এসে উপস্থিত হওয়াতে, ডাকাতের দল থত মত খেয়ে গেল। উদাসিনী যে ছুরী নিজের গলায় প্রবেশ করে—দস্যুদের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবেন বলে উদ্যত হয়েছিলেন—পিছু হতে পুলিশের লোক এসে তাঁর হাত ধরাতে তিনি মনে কল্লেন—পাপীরা বুঝি তাঁর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে অপবিত্র করেছে—যে জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছি—যে বিপদ মনে কচ্চি—তাই আবার পরমেশ্বর ঘটালেন। এইরূপ ভাবে—তাঁর যেন মাথা ঘুরে এলো—তিনি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘুরে পড়্‌লেন—পড়্‌বার সময়, হাতের সেই ছুরী খানি এসে তাঁর গলার পাসে বসে গেল—যে ব্যক্তি তাঁর হাত ধরে ছিল—সে জানে না যে তিনি এরূপভাবে ঘুরে পড়্‌বেন—হঠাৎ পড়াতে সে লোকটী অধিক জোর করে তাঁর হাতখানি ধর্‌তে পারে নাই।

কনষ্টেবল ইনস্পেক্টার সকলে পোড়ে—সেই দস্যুদের এক এক করে কড়াকড় বেঁধে ফেল্লে—তাদের যে সকল জিনিস পত্র ছিল—সমুদায় এক স্থানে জড় কর্‌তে লাগলো—ঘরের ভিতর তদারক কর্‌তে গিয়ে দেখা গেল—বোতল বোতল ধান্যেশ্বরী বিরাজ কচ্চে—খানিক আগে যে খুব মদের চকড়বা চলেছিল—তার চিহ্ন রয়েছে—চারিদিকে জিনিস পত্র ছড়ান—কোথাও বা একটা হুঁকো কাত হয়ে পড়ে—জল বমি কচ্চে—কোথাও বা কল্কের আগুণ পড়ে মাদুর খানার খানিক পুড়ে গ্যাছে—কল্কের গুল—ধুলো—নানা রকম আবর্জ্জনাতে সে স্থানটীর অবস্থা যে কি হয়েছে—তা আর বল্‌বার নয়—নানা রকম খাবার ছড়ান রয়েছে—কোথাও খানিক জল পড়ে বিছানার খানিক ভিজে গ্যাছে—যে রকম চরিত্রের যে রকম দরের লোক সকল সে ঘরে ছিল—সে ঘরখানি দেখলেই তা জানা যায়। পুলিশ আলো জেলে ঘরের মধ্যে যে সকল জিনিস পত্র ছিল, সমুদায় টেনে টেনে বাহির কচ্চে—পাশের একটা আঁদার ঘরের কোণে দেখে, যে একটা আম কাঠের বাক্স রয়েছে—তারা সে ঘরের একটা আলো জেলে—বাক্সর ডালা

খুলে দেখে—তার মধ্যে একটী সাত আট বৎসরের ছেলের লাস পড়ে আছে—ছেলেটীর গড়ন উত্তম—সর্ব্বাঙ্গে গহনা, গায়ে কোন দাগ কিম্বা মারার কোন চিহ্ন নেই—যেন ঘুমিয়ে আছে—কনষ্টেবলেরা সেই ছেলেটীকে তুলে দেখে তার ঘাড় ভাঙা, উঃ! কি ভয়ানক কারখানা—এদের অসাধ্য কিছুই নেই—এরা না কর্‌তে পারে এমন ব্যাপারই নাই—এই যে নির্ম্মল শিশু—এর নির্ম্মল মুখ দেখ্‌লে যে নিতান্ত পাষণ্ড—যাঁর হৃদয় পাষাণময়—তারও মনে মায়া হয়—কার না কোলে নিয়ে বুক শীতল কর্‌তে—প্রাণ শীতল কর্‌তে—হৃদয় শীতল কর্‌তে ইচ্ছা হয়? যে মুখ জগতের ভালবাসা—জগতের স্নেহ আকর্ষণ করে থাকে—দুরাত্মা কেমন করে কঠিন প্রাণে এই কাজ কল্লে? লাস এখনো তফাত করে নাই—বোধ হয় রাত্রেই তফাত করত—মদের গোলমালে কিছু মনে নেই—সে জন্য এরূপ অবস্থায় রেখেছে—এখনো গা হতে একখানিও গহনা খুলে নাই। এই বদমায়েসের দল না জানি কতই যে কুকর্ম্ম—কতই যে মহাপাপ—কতই যে অত্যাচার—কতই যে সর্ব্বনাশ—কতই যে ভয়ানক কাজ করেছে—তার ঠিক নাই। পাপের ফল অবশ্যই আছেই আছে—পাপের ভরা পূর্ণ হলে ভরাডুবি হবেই হবে—পাপ ষোলকলা পূর্ণ হলে তার ফল ফলবেই ফলবে। এরা যে শত শত স্থানে ডাকাতি—শত শত পথিকদের সর্ব্বনাশ—শত শত গৃহস্থের প্রাণ নাশ করেছে—তার কথাই নাই।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপ্সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সান।
জপ্‌সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

প্রথম স্তবক।

মানুষ চিনা ভার!

ভুলিলি সকলি হায়,
ভুলিলি কি সমুদায়,
অভাগারে জন্মমত কেমনেতে ভুলিলি,
অক্ষয় প্রণয় মরি কেমনেতে নাশিলি?
মরমের গাঁথা ধনে,
কেমনেতে অযতনে,
ছিড়িয়া হৃদয় হ'তে সুদূরেতে ফেলিলি,
পাষাণে কোমল প্রাণ কেমনেতে বাঁধিলি?

বিলাপ।

রাত প্রায় দণ্ড চেরেক হয়েছে—কোন স্থানে কোন রকম গোলযোগ নেই—ঝির ঝির করে হাওয়া আস্‌ছে—আকাশে নক্ষত্র সকল ঝল মল করে জল্‌ছে—এমন সময় গিন্নী আর চাঁপা ত্রিপুরা ভৈরবীর ঘাটের নিকট গিন্নীর সেই বাড়ীর উপরের ঘরে বসে বলা বলি কচ্ছে। গিন্নী হাস্‌তে হাস্‌তে চাঁপাকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"হ্যা-লা চাপা—সেই বৌঠুটোর আর কোন খোজ খবর কিছুই কি পেয়ে থাকস্‌?—তারা যে কি ভাবে কাশী এসেছে—এমন কাঁচা বয়সে—এমন রূপ নিয়ে—দেশ মাতিয়ে বেড়াচ্ছে এর ভাব কি?"

চাঁপা। তারা ফাঁদ পেতে—বেড়াচ্ছে।

গিন্নী। কিসের ফাঁদ?—

চাঁপা। মানুষ ধরার।

গিন্নী। কেন কলিকাতায় কি আর মানুষ মেলে না—তাই কাশী এসে ফাঁদ পেতে বেড়াচ্ছে?

চাঁপা। মিল্‌বে না কেন?—ওরা তো আর যে সে পাখী—ধর্‌তে বেরয় নি—ওদের শিকল কাটা পোষা পাখী উড়ে গ্যাছে—তাই ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে বেড়াচ্ছে।

গিন্নী। যা হোক বাপু! বৌ-ছুটোর বুকের পাটা খুব—আমাদেরও এক সময় ওরকম বয়স ছিল—সংসারে কাওকে গ্রাহ্য কর্‌তেম না—রাত দিন হেসে হেসে—ঢলে ঢলে পড়্‌তেম—কিন্তু একা কখন এমন সাহস করে—বিদেশে বেরুতে পারি নাই—ভাসুর যখন আমাকে এ পথে আনবার চেষ্টা করেন—তখন আমি কিছুতেই রাজী হই না—কিন্তু তিনিও কিছুতে ছাড়্‌লেন না—তখন মনে মনে ভাব্‌লেম—লোকে পরপুরুষের সঙ্গে অনায়াসেই গৃহ-ত্যাগ কর্‌তে পারে—ইনি তো আর পর নন—ঘরের লোকের সঙ্গে যাব তার আর দোষ কি?—কাশী পুণ্যের স্থান—বাবা বিশ্বেশ্বর মাথার উপর আছেন—এখানে এসে কোন রকম কষ্টে পড়্‌তে হয় নাই—

চাঁপা। মা ঠাক্‌রুণ! তুমি কেমন করে কাশী এসেছ, সে কথা আমাকে বল্‌বে বলেছিলে—কৈ সে কথা তো আর বল্লে না।

গিন্নী। চাঁপা! সে দুঃখের কথা বলতে গেলে আমার বুক ফেটে যায়—গায়ে জ্বর এসে—সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌তে থাকে—তখন বয়স কম ছিল—কত জলে কত ধান সিদ্ধ হয়—তা মান্‌ত না—তাই তেমন সাহসের কাজে হাত দিয়েছিলেম।

চাঁপা। কি রকম সাহস?

গিন্নী। সে অনেক কথা—আর এক দিন তোকে বল্‌ব। আজ রাত অনেক হয়ে উঠেছে—তুই সদর দরোজা বন্দ করে শুগে যা—

চাঁপা। আমি দরোজা বন্ধ করে এসেছি।

গিন্নী। ভাল কথা—হাঁ—লা—চাঁপা! তোকে যে ডাকের চিঠিখানি দিয়েছিলেম—তাকি ডাকে দিয়ে এসেছিস্?—

তাদের এই রকম কথা বার্ত্তা চল্‌ছে—এমন সময় কে যেন এসে সদর দরোজার শিক্‌লী নাড়্‌তে লাগল। চাঁপা শব্দ শুনে বিরক্ত হয়ে বলে

উঠল—"কি আপদ! এত রাত্রে আবার কে জ্বালাতে এলো?—এ বাড়ীর এই-ই দোষ—সারা রাত দুয়ার খুলতে খুলতে প্রাণ যায়—শব্দ কয়ার শ্রী দেখ"—এই কথা বলে চাঁপা বকতে বকতে নীচে নেমে এলো।

চাঁপা দরোজা খুলে দেখে—একটী পুরুষ মানুষ হাতে একটী কার্পেটের ব্যাগ—ভদ্রলোকের স্থায় ধুতি চাদর পরা—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ সাইত্রিশ বৎসর—বেশ সবল শরীর—চেহারা দোহারা—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—গড়ন বড় দীর্ঘও নয়—নিতান্ত খর্ব্বও নয়—যেরূপ মাথায় বড় হলে পুরুষ মানুষ মানায়—ঠিক সেই রকম—মুখে দাড়ী আছে—চোকে এক জোড়া চস্মা—লোকটী যে ভদ্র লোক—তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না—অকার প্রকার দেখ-লেই—স্পষ্ট বোধ হ।

চাঁপা তাঁকে দেখে—থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আপনি কার খোঁজ কচ্ছেন?—" চাঁপার কথা শুনে তিনি বল্লেন—"আমি এই বাড়ীতেই যাব—বিশেষ দরকার আছে—তোমাদের গিন্নী কি কচ্ছেন?—"

তাঁর কথা শুনে চাঁপা মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—বোধ হয় গিন্নীর সঙ্গে এর জানা শুনা আছে—জানা না থাক্‌লে এরূপ ভাবে কথা বল্‌তেন না—যা হোক একে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এইরূপ ঠিক করে—চাঁপা তাঁকে সঙ্গে করে হন্ হন করে উপরে গিন্নীর ঘরে নিয়ে গেল।

এই অভ্যাগত লোকটীকে দেখেই গিন্নীর আর কোন কথা নাই—মুখখানি যেন শুকিয়ে গেল—খানিকক্ষণ তাঁর মুখ পানে চেয়ে রইলেন—কি যে বল্‌বেন তা ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না—মনে মনে মনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন—ব্যাপারখানা কি! যে গিন্নীর কথার চোটে পৃথিবী অস্থির—মুখের সাম্‌নে কেও টিক্‌তে পারে না—সে কথা—সে দুষ্টাগিরি—সে ছয়লাপী একেবারে বন্ধ হল কেন?——

লোকটা ঘরে ঢুকে—পাশে যে একখান খাট ছিল—তার উপর ব্যাগটী রেখে থপ করে বসে পড়্‌লেন। চাঁপার মুখে কোন কথা নাই—সে অবাক হয়ে দেখ্‌ছে—এবং মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ গুপ্তকাণ্ডের মধ্যে অবশ্যই কোন গূড় আছে। গিন্নী আর সেই লোকটী দুজনেই চুপ করে আছে—আগে কেউ কাউকে সম্ভাষণ কচ্ছে না—অনেকক্ষণ পরে সেই লোকটী হেসে বল্লেন—"কেমন ভাল আছ তো?

গিন্নী। অমনি এক রকম।

লোক। আমাকে কি চিনতে পার?

গিন্নী। এমনি বোধ হয়।

লোক। তোমার যে আর দেখা পাব—এরূপ বোধ ছিল না।

গিন্নী। তার কিছু মানে নাই—বেঁচে থাক্‌লেই দেখা হয়।

লোক। সে যা হোক—তুমি তেমন করে পালিয়ে এলে কেন? তোমার সে ব্যবহার কি ভাল হয়েছে?

গিন্নী। ভাল কি মন্দ তা কিছুই বুঝতে পারি নি—তবে তখন যেরূপ বুদ্ধি হয়েছিল—সেই রকম কাজ হয়ে পড়েছে।

লোক। আমি একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই—তোমা দ্বারা এরূপ ব্যবহার হবে—আমি যাকে মনের সহিত—ইহকাল পরকালের মত—প্রাণের সহিত—হৃদয়ের সহিত—ভাল বাসি—সে যদি তার প্রতি মুখ তুলে না চায় তবে প্রাণে কত আঘাত লাগে?—এ সংসার কি টাকার এতই দাস—যে যত দিন টাকার যোর থাকে—ততদিন সকলেই তার অধীন—তার আজ্ঞাকারী—তার পদানত—আর যেই টাকার টানাটানি আরম্ভ হয়—অমনি সকল সম্পর্ক—সকল ভালবাসা—সকল মায়া মমতা ফুরিয়ে যায়। দেখ দেখি তোমাদের জন্য আমি না করেছি কি?—পিতার মৃত্যুর পর যে সকল কোম্পানির কাগজ ও নগদ টাকা ছিল—সকলই তোমাদের পাদপদ্মে ঢেলে দিয়েছি—তাতেও তোমাদের মন উঠল না—পরে টাকার জন্য না হয়েছি কি?

গিন্নী মনে মনে ভাবতে লাগিলেন কি উৎপাত;—এ হতভাগা আবার এখানে জ্বালাতে এলো কেন?—আমরা যে এখানে এরূপ অবস্থায় পালিয়ে আছি—এ সন্ধান একে কে বলে দিলে?—শনিবারের মরা দোষর খুঁজে—বিষয় আশয় সব খুইয়ে এখন আমার উপর প্রাণ কাড়তে এলো নাকি?—আমার হাতেও কলকাটি আছে—এমন তেমন দেখি—পুলিসে খবর দেব—এত ভয় কিসের?—আমি তো আর কচি খুকি নই—যে চোক রাঙিয়ে—ধমকে—ভয় দেখিয়ে—[illegible] ভিতর নিয়ে যাবে—এখন আমি [illegible] না [illegible] আমার কাহারা?—নিজেদের কি এ জানা [illegible] সঙ্গে আত্মীয়তা ভালবাসা—প্রণয় কত দিনের জন্য?—এখন কি আমার [illegible]?—[illegible] হারিয়ে ভোঁদা হয়ে বেড়াচ্ছে। [illegible] ছেলে [illegible] কি দশাই এক রকম?—[illegible] হাতে টাকা

থাকে—ততদিন জ্ঞান থাকে না—কাওকে মানুষ বলে বোধ হয় না—পৃথিবী খানা সরার মত দেখে—তাদের কথা মনে হলে ঘৃণা—লজ্জা—ভয় হয়। এঁর সে সব কথা মনে হলে এখনও আমার বুক থর থর করে কেঁপে উঠে—আমার তো মাথা খেয়েইছে—তাতে তো কোন কথায়ই ছিল না—মেয়ে মানষ্যের লোভে এত সর্ব্বনাশ!—আহা "মলিনা" তো আর তেমন মেয়ে নয়—সত্যি কথা বলতে কি—পাপিষ্ঠ তার সর্ব্বনাশ করতে কি না কল্লে—স্বামী বেচারীকে বিষ খাইয়ে মাল্লে! পোড়ারমুখ ডাক্তার ডেক্রাই বা কি ভয়ানক লোক—সামান্য পয়সার জন্য—এ কাজেও হাত দেয়?

গিন্নীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কইতে না দেখে—সেই বাবুটী পুনরায় বল্লেন; মুখে কথা নেই কেন?—আমার উপর রাগ হলো নাকি? কোন অপরাধে মুখখানি ভারি ভারি দেখছি।"

গিন্নী বিরক্ত হয়ে বলে উঠ্‌ল—"গোবিন্দ বাবু! আর জ্বালিও না;—তুমি যে খুব টাকার মানুষ—তা আমি বিলক্ষণ জানি—টাকা হাড়ি ফুঁড়েও থাকে—তুমি যে কথায় কথায় টাকার কথা তুলছ—তোমার কি দশো পঞ্চাশ আমরা খেইছি যে তুমি তাই আদায় করতে এখানে এসেছ—এই রাত হয়ে পড়েছে—বাড়ীতে পুরুষ মানুষ নেই—তুমি যে একা এখানে এসে এত গোলযোগ কচ্ছ—এ ভাল নয়—তুমি দাগী মানুষ তা কি জান না?—পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পাতা পাতা করে খুজে বেড়াচ্ছে—দেশ বিদেশে তোমার গ্রেপ্তার পরোয়ানা প্রচার হয়েছে—থানায় থানায় তোমার চেহারা হুলিয়া করেছে—হাজার টাকার বক্‌সিসের কথা প্রকাশ হয়েছে—ওরূপ অবস্থায় তোমার এত জোর—এত কথার ফটফটানী—এত টাকার চোক রাঙানী কেন?—তুমি যদি ভাল চাও—তবে এখনই আমার বাড়ী ত্যাগ কর।"

গোবিন্দ বাবু জানত না—যে গিন্নী পুলিসের এই সকল কথা জানে—তিনি অনেক সন্ধান—অনেক ফিকির—অনেক কারখানা করে—এখানে এসেছেন—গিন্নী তাঁকে দেখলে—পূর্ব্বের ভালবাসা মনে করে যত্ন করবে—মলিনার সন্ধান বলে দেবে—জন্মের মত একবার মলিনার সেই চাঁদ মুখখানি দেখ্‌বেন—এই ইচ্ছা। তিনি যতই কেন গোপনভাবে বেড়ান না—এক দিন না একদিন—পুলিসের হাতে যে পড়্‌তে হবে—এবং হয় ফাঁসী কাঠে—নতুবা দ্বীপান্তরে—জীবনের যে শেষ অভিনয় হবে—তা তাঁর মনে

সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল—তিনি এক এক সময় এক এক বেশ করে বেড়াতেন, দিনের বেলায় প্রায়ই কোন স্থানে যেতেন না—কোঠরে পেঁচার মত—আঁধার দেখলেই দেশ দেশান্তর বেড়াতেন—তাই আজ রাত্রে গিন্নীর বাড়ী এসে উপস্থিত হয়েছেন। গিন্নী যে তাঁর প্রণয়ে কত হাবুডুবু—তা কথার ধরণেই জানা যাচ্ছে। এখ আমাদের পাঠক ও পাঠিকার মনে এই প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—গোবিন্দ বাবু কে?

দ্বিতীয় স্তবক।

———:০:———

একটী ভিক্ষা।

সে হবে আমার সাথের সাথি।
আমি হব তার বাথার বাথী॥
মন দিব যারে মন লব তার।
রূপের অধীন হব নাক আর॥

বিরাগ।

গিন্নী ও গোবিন্দ বাবুর কথার ভাবভঙ্গী ও ধরণ ধারণ দেখে—চাঁপার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ হয়ে গ্যাছে—সে না রাম—না গঙ্গা—কেবল দুজনের মুখ পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—আগে গিন্নীকে খবর না দিয়ে লোকটাকে এখানে এনে ভাল করি নাই এ সংসারে মানুষ চেনা ভার!—গিন্নীকে আমরা ভাল মানুষ বলেই জান্‌তেম—না এঁর পেটে যে এত বিদ্যে তা তো জান্‌তেম না। আবার মলিনা কে?—আমি এ বাড়ীতে অল্পদিন আছি—বোধ হয় আমার আসার পূর্ব্বে এখানে নানানখান—হয়ে থাক্‌বে—বাবা! বাড়ীখানি নয় তো যেন পাপের ভরা সাজান—এখানে না হয় এমন ব্যাপারই নাই—আমি যে অল্পদিন আছি—এর মধ্যেই দেখি—কালকাতা হতে কত বড় বড় ঘরের মেয়েরা এসে গভপাত করে যায়। উঃ! সেই উকীল বাবুর কামিনীর কথা মনে হলে এখনো বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। প্রথম হতে কত কষ্টই

পেলে—প্রাণে মারা যায় আর কি—তখন ডাক্তার এসে কত করে—বাঁচালে—আহা! অমন সোণার চাঁদ ছেলে হলো—তাকে সেই ভোর রাত্রে—ফুলের সাজিতে শুইয়ে—উপরে ফুল চাপা দিয়ে গঙ্গার গর্ভে ফেলে এলো! বাড়ীতে ফেলবার জায়গা নাই—এদিকেও বেলা হয়ে পড়ে—কি জানি লোক জানাজানি হবে—পুলিসে টের পাবে—বড় লোকের ঘরের মেয়ে—বড় লোকের দ্বারা এ কাজ—টাকার জোর খুব সকলই ঢেকে যায়। টাকার গুণে সে ধাক্কায় কামিনী খালাস হয়ে—দিব্বিটী হয়ে দেশে ফিরে গেল। বড় লোকদের ঘরে অল্পবয়সে বিধবা হলে—তীর্থ যাওয়ার নাম করে—হাওয়া খাওয়াবার ছল তুলে কাশী এনে ফেলে—এখানে সকলই হজম হয়। নিত্য নিত্য এই রকম কারখানা দেখ্‌ছি—এ আবার চোকের সাম্‌নে কি কারখানা উপস্থিত হয় দেখা যাক। গিন্নী মুখে যদিও খুব জোর দেখা যাচ্চে—কিন্তু বাছার মুখ শুকিয়ে গ্যাছে। গোবিন্দ বাবু বোধ হয় গিন্নীর পুরণ ইয়ার—আজ সেই পুরণ শোক—পুরণ আগুণ—পুরণ প্রণয়ের ঝগড়া উপস্থিত হয়েছে। গিন্নীর সঙ্গে এঁর যখন এত জানা-জানি—এত মিশামিশি—এত লপেট ঝগড়া তখন গিন্নী কোন মুখে বাবুটীকে বাড়ী থেকে তাড়াবার চেষ্টা কচ্ছেন? চক্ষু লজ্জা—মায়া মমতা পূর্ব্বের ন্যায় গিন্নী ভুলছেন কেমন করে? আর গোবিন্দ বাবুই বা কেমনতর মানুষ—এঁর যেরূপ গুণ ব্যাখ্যা কচ্ছেন—যদি এঁর দ্বারা সে সব কাজ হয়ে থাকে—তবে এমন ভয়ানক লোক তো আকাশের নীচে আর নাই—এঁর কারখানা শুনে আমাদের হাত পা পেটের ভিতর ঢুক্‌ছে—বিষ খাইয়ে মানুষ মারা!—উঃ! কি সর্ব্বনাশ!! লোকে সংসারে না করতে পারে এমন কাজই নেই—পোড়া টাকায় না হয় এমন পাপই নেই—খুন কর—ডাকাতি কর—সকলের সর্ব্বনাশ কর—সতী লক্ষ্মীর সতীত্ব নষ্ট কর—টাকা ঢাল্‌তে পাল্লে সবই হজম হয়;—পুলিস নাম মাত্র দেশের শান্তিরক্ষক—যত রকম কুকর্ম্ম—যত রকম পাপ—যত রকম অত্যাচার—পুলিসের সহায়তায় সবই হয়ে থাকে। না জানি গোবিন্দ বাবুর শেষ দশা কি হবে?—এমন ফুটফুটে বাবুটী—এমন পোষাক পরিচ্ছদ—এমন ভদ্রলোকের চেহারা—যদি জেলে যেতে হয়—তবে এঁর উপায় কি হবে? লোকে যখন কুকর্ম্ম করে—তখন তায় জ্ঞান থাকে না যে পরে তার কপালে কি ঘটবে?

চাপা এইরূপ সাত পাঁচ ভাবছে—পরের ভাবনা ভাবতে ভাব্‌তেই

চাঁপার হাড়কালী হলে—চাঁপার ভাবনার কারণ আছে—সে গাঁতের ভাই—দাঁও খুজে বেড়ায়—বলদেকে পেয়ে কিছু হাতিয়েছে—আবার যদি এই বাবু দ্বারা কিছু হাত লেগে যায় এই চেষ্টা।

গিন্নীর ভাবভঙ্গী ও কথার লালিত্যে গোবিন্দ বাবুর হরিভক্তি উড়ে গ্যাছে—তিনি এখন বুঝলেন—তাঁর সকল আশায় ছাই পড়েছে—গিন্নীর আর সে ভাব—সে মিষ্ট কথা সে সরল ব্যবহার নেই—গিন্নী এখন তাঁর শত্রু। গোবিন্দ বাবু এতদিন যে ভুল বিশ্বাস হৃদয়ে পুষে রেখেছিলেন—তা আজ ধুয়ে পুঁছে গেল—গিন্নীর সঙ্গে তাঁর কখন কোন সম্পর্ক ছিল—গিন্নী আর সে ব্যবহার দেখালেন না—গোবিন্দ বাবুর চোক ফুটল—দিব্য জ্ঞান হলো—বুঝলেন স্ত্রীলোকের মায়ায়—স্ত্রীলোকের কথায়—স্ত্রীলোকের আকর্ষণে যে বশীভূত হয়—তার ন্যায় গর্দ্দভাবতার ত্রিভুবনে আর কেও নেই। গোবিন্দ বাবু ফোঁস করে বড় রকম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন,—"তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—তুমি পাগলের মত কি বক্‌ছ—পূর্ব্বের কথা কি সব ভুলে গেলে—তোমার এত মায়া—এত ভালবাসা—এত মিষ্ট কথা—এত যত্ন সে সব কি বিসর্জ্জন দিয়েছ?—

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে গিন্নী রাগে একটা মানুষ যেন দশটা হয়ে গর্জ্জে উঠ্‌ল—হাত নেড়ে মুখ নেড়ে—বল্‌তে আরম্ভ কল্লে—"বলি গোবিন্দ বাবু তুমি ভেবেছ কি?—তুমি এই রাত্রে এখানে একটা কাণ্ড কর্‌বে না কি? তোমার মায়াদয়া—কলিকাতা ত্যাগ কর্‌বার সময়—গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি—দেশ ছেড়ে এসেছি—তবুও তুমি এখানে জ্বালাতে এসেছ? আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই না—তুমি যে মানুষ তা আমি বিলক্ষণ জানি—তোমার জন্য অনেক সহ্য করেছি—এখন যদি আপনার ভাল চাও তবে শীঘ্র পথ দেখ?

গিন্নীর কথা শুনে গোবিন্দ বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন—দুঃখভয়ে কাতর স্বরে আবার গিন্নীকে বল্লেন—"আমি তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাই না—তোমার কাছে আমার একটী শেষ ভিক্ষা আছে—আমি জন্মের মত মলিনার মুখখানি দেখে আমার প্রাণের পিপাসা মিটাব এই আশায় এখানে এসেছি—তুমি একবার দয়া করে মলিনার সন্ধান বলে দাও।"

গিন্নী। এ রক্তমাংস শরীরে সে আশা পূর্ণ হবে না।

গো। কারণ কি?

গিন্নী। পরমেশ্বর জানেন।

গো। আমি তোমার কথার অর্থ কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

গিন্নী। বুঝার কিছু দরকারও নাই।

গো। দরকার না থাক্‌লে এখানে আস্‌ব কেন ?

গিন্নী। যদি সে আশায় এসে থাক—তবে সে তোমার খুব ভুল। মলিনার প্রতি তুমি যে ব্যবহার করেছ—তা কি মনে স্থির হয় না ?—

"মনে হয় বলেই এসেছি—আমি যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছি—সে জন্য নিয়তই আমার বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলছে—সেই নির্দ্দয় আচরণের জন্য আমি কোন অবস্থায় সুখী নই—যদি বুক চিরে দেখাবার উপায় থাক্‌ত—তা হলে দেখাতেম বুকের ভিতর—হাড়ের ভিতর—এই প্রাণের ভিতর কি হচ্ছে। মানুষ কখন প্রাণের কথা—প্রাণের অভাব—প্রাণের পিপাসা—প্রাণের যাতনা অন্যকে দেখাতে পারে না—প্রকাশ করতে পারে—বুঝ্‌তে পারে না—সেই জন্যই মানুষের অদৃষ্টে নানা কষ্ট হয়ে থাকে। অন্তরের কথা সেই অন্তর্যামী বিধাতাই জানেন—মানুষে তা জানে না। আমি মলিনাকে যেরূপ ভাল বাসতেম—এখনও সেরূপ ভাল বাসি—সে ভালবাসা আমি জগৎকে দেখাতে চাই না—আমার অন্তরের ভালবাসা চিরকাল—অন্তরে পুষে রাখ্‌ব—এ হৃদয় মরুভূমিতে সে ভালবাসার স্রোত চিরদিন সঞ্চারিত থাক্‌বে—যে দিন চিতা শয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন কর্‌ব—যে দিন শিরাপথে রক্তের গতি চিররোধ হবে—সেই দিন মলিনাকে ভুলতে পারব কি না সন্দেহ। যত্নের তুলি নিয়ে—ভালবাসার রঙে ডুবিয়ে—যে মূর্ত্তি হৃদয়পটে সাধ করে এঁকেছি—প্রাণ থাক্‌তে তা আর পুঁছতে পারব না ;—বরং একটী চোক তুলে ফেলা যায়—বরং বুকের ভিতর হতে কল্‌জে ছিঁড়া যায়—বরং শিরায় শিরায় বিষ ঢেলে দেওয়া যায়—কিন্তু প্রণয়ের পাত্রকে ভুলা যায় না। যে ভুল্‌তে পারে সে পশু—সে পিশাচ—সে রাক্ষস—তার অসাধ্য কিছুই নাই—সে অনায়াসেই নরহত্যা করতে পারে। মলিনার জন্য আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—বুকের ভিতর একরকম অব্যক্ত যাতনা হচ্ছে—এই লোকপূর্ণ পৃথিবীতে যেন আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।"

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে গিন্নী আরো রেগে—আরও বিরক্ত হয়ে—আরো বিকটভাবে বল্লেন,—"গোবিন্দ বাবু! তুমি এত ভণ্ডামী কোথা শিখে-

ছিলে? অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—তোমার ভালবাসা—তোমার প্রণয়—তোমার মিষ্টকথা—তোমার কাছেই থাকুক—ওর ভাগী—ওর প্রত্যাশাপন্ন কাউকে যেন হতে না হয়। আর কথার বাড়াবাড়ী কেন? তুমি এখন আপন পথ দেখ।

গো। কিসের পথ?

গিন্নী। এখান হতে যাবার।

গো। কোথায় যাব?

গিন্নী। যেখানে তোমার প্রাণ চায়।

গো। ভেবে দেখ—সেই থানেই তো এসেছি।

গিন্নী। মরণ আর কি—এ রসিকতার সময় নয়।

গিন্নীর কথা শুনে গোবিন্দ বাবু বল্লেন—"এত রাত্রে আমি কোথা যাব? কাশীর কোন স্থান আমি জানি না—অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছি—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—"

গিন্নী। আর কথার প্রয়োজন নেই—আমি অনেক কথা জানি—অনেক কথা শুনেছি—অনেক কথা বল্‌তে পারি—তোমার সঙ্গে আমার এমন কোন কথা নাই—যার জন্য তোমায় এখানে থাক্‌তে হবে। যখন তোমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ফুরিয়েছে—তখন আর মিছে সময় নষ্ট করা কেন? তুমি যা বল্‌বে—যে জন্য এখানে এসেছ—যে মতলবে ঘুরে বেড়াচ্চ—আমা দ্বারা সে আশা পূর্ণ হবে না—

গিন্নীর কথা শুনে গোবিন্দ বাবুর দুঃখ উথ্‌লে উঠ্‌ল—তাঁর মনে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল—চোকের কোণে জলবিন্দু দেখা গেল—মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। তখন তিনি কাতরস্বরে বল্লেন,—"এ সংসারে আমার আর কোন সাধ নেই—আমার সকল সাধ ফুরিয়েছে—সকল আশা নিবে গ্যাছে—সকল মনের আগুন জলে উঠেছে—আমি যে একজন মহাপাপী তা জানি—ঘোর নরককুণ্ড যে আমার বাসের উপযুক্ত স্থান তাও বুঝ্‌তে পারি—এ প্রাণে যে আর কখন সুখের পূর্ণিমা ঘটবে না তাও দেখ্‌ছি—কিন্তু এত দেখেও—এত বুঝেও—এত ভেবেও—তবু কেমন মনের ভুল—একবার সেই মুখখানি দেখ্‌তে প্রাণ উন্মত্ত। এতকাল একসঙ্গে ছিলেম—এতকাল সেই মুখখানি চোকে চোকে রাখলেম—এতকাল প্রাণ ভরে দেখলেম তবুও সে সাধ মিট্‌ল না—সে পিপাসা ঘুচল না—সে আশা পূর্ণ হলো না—

তখন যে একবার দেখ্‌লে সকল সাধ মিট্‌বে—সে পাগলামী প্রকাশ তাও জানি—তবুও এমনি ইচ্ছে—আর একবার জন্মের শোধ মলিনাকে দেখে—এ পৃথিবী ত্যাগ করব। তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ—তোমার পূর্ব্ব ব্যবহার বিলক্ষণ মনে আছে—তুমি আমাকে যে প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তে তাও ভুলি নাই—আমার বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে—তুমি আমার উপর হাজার রাগই কর,—হাজার শক্রতাচরণই কর—হাজার বিরক্তই হও—কিন্তু আমি তোমার কাছে এলে—তুমি আমার কাতরতা দেখ্‌লে—তোমার যে, সব রাগ জল হবে—তাতেও আর কোন সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাস চিরকাল মনে মনে রেখেছিলাম এবং সেই বিশ্বাস ভরে এখানেও এসেছি;—আমার অধিক কিছু বলবার নাই—বলবার নাই তার অর্থ এই যে দুঃখের কাহিনী যতই কেন বলি না—কিছুতেই শেষ হবে না—সুতরাং সে সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করি না; আমার বিশেষ অনুরোধ—বিশেষ প্রার্থনা—বিশেষ কথা—তুমি একবার জন্মের মত মলিনার সেই প্রাণভরা—আনন্দমাখা—হাসিলেপা মুখখানি দেখবার উপায় কর। তোমার কাছে আমার আর কিছু চাইবার জিনিস নাই—এ প্রাণের আর কিছু কামনা নাই প্রাণের শেষ আশা—শেষ পিপাসা—শেষ ভিক্ষা "ম-লি-না।"—

তৃতীয় স্তবক।

—:০:—

রূপ কি ভুলা যায় ?

প্রণয়ী হৃদয়ে মনে পীযুষ উছলে—
বিন্দু বিন্দু ঝরে যার মৃত দৃষ্টি চলে
চেয়ে থাক মুখ পানে,
কে যেন হৃদয় টানে,
কি জানি কি ইন্দ্ জাল বিলোল কটাক্ষ
মজিয়াছে, মজায়েছে, করেছি প্রত্যক্ষ।

অবণ্য প্রসূন।

গিন্নীর ব্যবহারে যদিও কোন রকম আশা নাই—গোবিন্দ তা বেশ দেখ্‌ছেন—কিন্তু কেমন মনের দুর্ব্বলতা—কেমন আশার ছলনা—কেমন

(২৫)

প্রাণের ব্যগ্রতা—তবুও তিনি তাঁ দ্বারা মলিনার সন্ধান জান্‌বেন—মলিনার মুখখানি আর একবার দেখ্‌বেন—ও আশা ছাড়তে পাচ্ছেন না। বাস্তবিক গোবিন্দ বাবু মলিনাকে খুব ভাল বাস্‌তেন—মলিনার চেহারা—মলিনার রূপ মলিনার সৌন্দর্য্য—মলিনার মিষ্টতা—একবার দেখ্‌লে সে—রূপ ভুলা বড় সহজ নয়—আমাদের কথা শুনে কেহ কেহ হয়তো হেঁসে বলতে পারেন—মলিনা একটা মেয়েমানুষ বই তো আর কিছু নয়—তবে তাকে ভুল্‌তে না পারার মানে কিছু নাই। কিন্তু আমরা বলি বিলক্ষণ মানে আছে—যে না দেখেছে—তার সে বিচারে অধিকার নাই—অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় হয়তো সে বলে বস্‌বে—স্ত্রীলোক খুব সুশ্রী হবে বুঝি ফুট ফুটে রঙ—দিব্বি গোলাল গোলাল গড়ন—নাক মুখের বেশ জুত আছে—তিনি হয়তো এক কথায় সব সেরে দিবেন। কিন্তু মলিনার রূপ বাস্তবিক এক কথায় সারা যায় না—রূপের ভিতর—চেহারার ভিতর—সৌন্দর্য্যের ভিতর—এত চমৎকার—এত বাহার—এত আকর্ষণ দেখা যায় না—শরীর যেন রূপ ভেঙে পড়েছে—পা হতে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন সৌন্দর্য্যের ফুল ফুটে রয়েছে—অনেক স্ত্রীলোক দেখা যায় বটে—কারো রঙ ভাল—কারো বেশ গোলাল গোলাল গড়ন—কারো চোকের যুত ভাল—কারো নাকটী অতি অতি সুন্দর—কারো ঠোঁট দুখানি পাতলা পাতলা—গোলাপী গোলাপী—খাসা টুকটুকে—কারো দাঁতগুলি ঠিক যেন মুক্ত সাজান—আবার সেই দাঁতগুলি দিয়ে গোলাপী ওষ্ঠখানি যখন টিপে ধরে সেই একরূপ রূপ। কোন যুবতী চুলের গর্ব্ব করেন—কারণ কাল রেসমের মত তাঁর চুল গাছটি নিতম্বের উপর পড়ে খেলা কচ্ছে—কেও বা কপালের গড়ন—গালের রঙ নিয়ে মহা অহঙ্কারী—কেও বা ভুবন বিজয়ী বুকের দর্পে পৃথিবীতে আর পা দেন না। এই রকম নানা প্রকার রূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু এক আধারে এই সকলগুলি সৌন্দর্য্য থাকলে—সে রূপ যে কি মধুর—কি মিষ্ট—কি অমৃত মাখা হয় তা যিনি মলিনাকে দেখেন নি—তিনি সে রূপের বিচার করতে পারেন না। রূপের এমন চমক—এমন ধরণ—এমন জ্যোতি শতকরা—হাজার করা কজন দেখে? সকল হাতীর মাথায় গজমতী হয় না—সকল বনে চন্দন জন্মে না—সকল পূর্ণিমায় আকাশ নির্মেঘ হয় না—সকল সাগরে রত্ন দেখা যায় না—সকল তিথিতে অমৃত যোগ হয় না—তাই বলি সকল

পুরুষ ভাগ্যে সমান স্ত্রী লাভ ঘটে না—আবার সকল স্ত্রীর কপালে সমান সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। বিধাতা মলিনাকে কেনই যে এমন রূপ দিয়ে সাজিয়ে—এমন সুশ্রী করে—এমন শরতের চাঁদকে পৃথিবীতে এনেছেন তা কে বলতে পারে?—তার রূপের যেরূপ পরিণাম হয়েছে—যদি রূপের পরিণাম এই রকম হয়—তবে রূপ আমরা চাই না—তফাৎ হতে রূপের পায়ে নমস্কার করি—আমাদের ঘরের খাঁদা বোঁচা—সেই আটপিটে রূপই সহস্র গুণে ভাল। রূপে যদি গুণ না থাকল—প্রস্ফুটিত গোলাপে যদি প্রাণ মাতানে গন্ধ না থাকল—তবে সে কাট গোলাপে দরকার কি?—যে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে সতীত্ব পরিমল না থাকে—সে সৌন্দর্য্য ঘোর নরক—সে নরক দর্শন অনেক পুরুষের ভাগ্যে ঘটে থাকে। অনেক স্থানে রূপই স্ত্রীলোকের কাল হয়ে থাকে—এই কাল রূপ নিয়েই মলিনার যত সর্ব্বনাশ। মলিনার রূপে কালী পড়েছে—শরতের চাঁদে রাহু স্পর্শ করেছে—বিকাসত ফুলে দুরন্ত কীট প্রবেশ করেছে—দেব ভোগ্য অমৃত চণ্ডাল সংস্পৃষ্ট হয়েছে—মলিনার হৃদয়ে অন্যের সুখ মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে—রূপের সার—যৌবনের সার—নারী জীবনের সার যে সতীত্ব—অগাধ পাপ সাগরে চির নিমগ্ন হয়েছে। সেই জন্য মলিনার রূপ স্বর্গীয় ভাবে নাই। মলিনার রূপে যদিও দাগা পড়েছে—কিন্তু সে দোষ মলিনার নয়—মলিনা আপন রূপে—আপন চটকে বিভোর হয়ে—ঘর আলো করেছিল। মলিনা একদিন স্বপ্নেও জান্ত না যে তার পোড়া কপাল এমন করে পুড়বে—তার সুখের পথে কাঁটা পড়বে—তার অমন রূপে দাগা হবে। মলিনা নির্ম্মল রূপ নিয়ে—নির্ম্মল ভাবেই সংসারে ছিল। মাধবীলতা সহকার বুকে ঢল ঢল রূপে দুলে দুলে খেলা কচ্ছিল—লজ্জাবতী লতা অন্যের স্পর্শ সহ্য করতে পারবে না বলেই গৃহ মধ্যে গুপ্ত ছিল—কিন্তু আগুণ কোথায় কাপড় ঢাকা থাকে—নিবিড় বন মধ্যে ফুল ফুটলেও তার গন্ধ অনেক দূর মাতিয়ে তুলে—নির্ম্মল চাঁদ আকাশের বুকে উচ্চ স্থানে থাকলেও দুরন্ত রাহু সেখানে গিয়েও তাঁকে গ্রাস করে—দুরন্ত পবন সহকারে বুক হতে মাধবী লতা কেড়ে নিয়ে দলন করে—সেইরূপ এই গোবিন্দ বাবুই মলিনাকে কলঙ্কিত করে—তার পরিণাম একরূপ অবস্থা করেছেন। যুবতীর রূপ অতি ভয়ানক জিনিস—এই রূপের আকর্ষণে—সংসারে না হয় কি? যুবতীর রূপে মানুষ পাগল হয়—ধনীর ধন বিদ্বানের বিদ্যা—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম—মানীর মান এই রূপের সাগরে ভেসে যায়।

রূপের যে কেমন একটা আকর্ষণ—সে আকর্ষণে—সে টানে—সে স্রোতে কজন মানুষ স্থির থাকতে পারে? রূপের ঢেউ সহ্য করতে পারে এমন লোক কজন আছে?—শক্ত মাঝি না হলে এ তোড়ে সাম্‌লান ভার। গোবিন্দ বাবু বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে—বুড় বয়সে—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর উদরে এই রত্ন জন্মগ্রহণ করেন—অল্প বয়সে আদর ও প্রভুত টাকা পেলে লোকে যেমন বিগড়ে যায়—গোবিন্দ বাবুও সেইরূপ অধঃপাতে যান। তাঁর টাকায় সংসারে না হয়েছে এমন কুকর্ম্মই নাই। এই গোবিন্দ বাবুই মলিনার সর্ব্বনাশ করে—তাকে অকুল সাগরে ভাসিয়েছেন। ইনিই ধুলপড়া দিয়ে—সাপের মাথার মণি হরণ করেছেন—স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব ধন—জীবনের সার—যুবতী কুসুমের মধুর সৌরভ ইনিই নষ্ট করেছেন—এঁর শনির দৃষ্টিতে যা পড়েছে তা ছার খার হয়েছে;—তিনি স্ত্রীলোকের পরম শত্রু—কত চাঁদবদনীর সতীত্ব ইনি যে গ্রাস করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না—কোন যুবতী কুসুম দুই এক দিন ঘ্রাণ করে—কোন ফুলটী রগড়ে—কোন ফুলটীর পরিমল হরণ করেই ছেড়ে দিতেন,—কত কুলে কালী দিয়েছেন—কত মানীর মান চুর্ণ করেছেন—কত সম্ভ্রমের ডালি ভেঙেছেন—এঁর অসাধ্য কিছুই নাই—বড় লোকের ছেলে—বাপের খুব টাকার জোর—এ সংসারে পোড়া টাকায় কি না হয়? তোমার টাকা আছে—তুমি মনে কল্লে রাতকে দিন ও দিনকে রাত কর্‌তে পার—তোমার নামে সকলে ধন্য ধন্য কর্‌তে থাক্‌বে—তুমি হোটেলে বিফ্‌ মটনচাপ হজম কর—রাত্রিকালে শুঁড়ির দোকানে চোদ্দপোয়া হও—বেশ্যার ঘর তোমার শ্রীবৃন্দাবন হোক—তাতে কোন দোষ হবে না—কেননা তোমার আইরণ চেষ্ট ভরা রূপচাঁদ আছে। সংসারের এ অবিচার চির কালই দেখা যায়। যার টাকার জোর—তার বুকের পাটা বেশী—সে দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ তার কাজে কে দোষ দেয়? সকলেই তার অনুগ্রহ প্রার্থী! একে বড় মানুষের ছেলে—তাই আবার গোবিন্দ বাবু দেখ্‌তে দিব্য পুরুষ—টাকা ও রূপ এবং যৌবন এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে সর্ব্বদাই তাঁর পাপ কাজে মন ছিল। মদ, ইয়ার নিয়েই চব্বিশ ঘন্টা কাটাতেন—এই ইয়ার্কির অবস্থায় মলিনার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে—তিনি মলিনাকে দেখে উন্মত্ত হন। রূপবতীর রূপ দেখলে লোকেই কেনই যে উন্মত্ত হয়—রূপের এত মত্ততা কেনই যে পরমেশ্বর দিয়েছেন—রূপ লোককে নাচায়—রূপ লোককে ক্ষেপায়—রূপ লোককে পাগল করে—রূপ লোককে সংসারত্যাগ করায়, রূপ লোককে পশুর ন্যায় করে—

রূপের আলো যার চোকে লেগেছে—তার দৃষ্টি এত ঝাপসা ঝাপসা যে সে আর ভাল মন্দ ঠিক দেখতে পায় না—সে রূপ রূপ করে ক্ষেপে বেড়ায়! মলিনার যদিও প্রাণভরা—চোকভরা—বুকভরা—সংসার ভরা রূপ ছিল—কিন্তু সে কখন রূপের অহঙ্কার করত না—রূপ রূপ করে পথে ঘাটে লোক গুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াত না। অনেক কালামুখী এরূপ আছে যে তারা রূপে যেন ফেটে মরে—রূপের বড়ায়ে চোকে দেখ্‌তে পায় না—ভাবতে গেলে রূপ কিছুই নয়—রূপ কদিনের জন্য—কে রূপ ধরে রাখতে পেরেছে? রূপ কারো পোষ মানে না? রূপ জোয়ারের জল—যেমন আসে—তেমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় চলে যায়। কুড়ি পেরলে যাদের বুড়ী হতে হয়—তাদের আবার রূপে গুমর কেন? যে ফুল আজ ফুটেছে—হাসিতে ঢলে পড়্‌ছে—তার উপর আবার চাঁদের হাসি এসে মিশেছে—দুই হাসিতে একেবারে মাতোয়ারা করে তুলেছে—কিন্তু ভেবে দেখ দেখি রূপসি! তোমার সে রূপের বাহার—সে রূপের ঢল ঢল ভাব—সে রূপের প্রাণ ভরা ঢেউ—দুদিন পরে কোথায় যাবে? তোমার ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই মিশবে—আর ফুটবে না—তোমার বুকের দর্পের চূড়া সেই খানেই ভেঙে পড়বে—তোমার রূপ এক এক করে খসে পড়বে—তাই বলি রূপে অহঙ্কার করো না—রূপের নেশায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। যে রূপ নিয়ে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকৃতে পারে তারই রূপ সার্থক! মলিনার রূপ সার্থক ছিল—সে পৃথিবীর কুটিলতা জান্‌ত না—সে আনন্দের ছবি স্বামীর হৃদয়ে আঁকা ছিল—কিন্তু কুক্ষণে যে গোবিন্দ বাবুর চোকে পড়ল—তা আর বলবার নয়।

মলিনাকে দেখে গোবিন্দ বাবুর আহার গেল—নিদ্রা গেল—রাত দিনই মলিনাকে চিন্তা—মলিনাই তার চিন্তার সম্বল—জাগরণে মলিনা—স্বপনে মলিনা—মলিনাই সুখ—মলিনাই দুঃখের কাণ্ডারী—কিন্তু মলিনা জান্‌ত না যে গোবিন্দ বাবু ভিতরে ভিতরে তার সর্ব্বনাশের ফাঁদ পেতে রেখেছে—পাখী আপন মনের সুখে—মধুর গান গাইতে গাইতে বনে বেড়ায়—সে জানে না যে তার জন্য দুষ্ট ব্যাধ কেমন জাল পেতে রাখে? মলিনা যদি জান্‌ত যে গোবিন্দ বাবু গিন্নীকে হাত করে—তার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছেন—তা হলে ঐ ফাঁদে আর কি পা দেয়? বাস্তবিক মলিনার কোন দোষ নাই—সে নিজে যেমন সরল—সকলকে সেই রকম সরল ভাবত—তার মন শাদা—সে অন্যকে কু ভাবত না—তাই বলি মেয়ে মানুষের এত শাদা মন ভাল নয়—নিতান্ত যে ম্যাদ

গোছের—সেরূপ গোবর গণেশ থাকা চাইতে না থাকাই ভাল—স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মধ্যে একটু অম্ল মধুর গোছের—দুষ্ট বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। সে দুষ্ট বুদ্ধিতে সংসারের কোন অনিষ্ট হয় না—বরং রূপে এক পোঁচ বার্ণিস বোধ হয়—এরূপ দুষ্টমী অনেকে পছন্দ করে থাকেন। যাতে লোকের অনিষ্ট হয় এরূপ দুষ্টমী মলিনা জানত না—আমোদে—সরল চিত্ত—সুরসিক—বেশ বুদ্ধিমতী। যে কখন গোবিন্দ বাবুকে দেখে নাই—গোবিন্দ বাবুই তাকে দেখে তার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন বলে ভিতরে ভিতরে নানা মতলব, নানা চেষ্টা, নানা কৌশল—নানা ছলনা কর্‌তেন। গোবিন্দ বাবু মলিনাকে দেখে পর্য্যন্ত এক মিনিটের জন্য ভুলতে পার্‌তেন না—বাস্তবিক রূপ ভোলা কিছু সহজ নয়—মনের উপর—হৃদয়ের উপর, চোকের উপর যে রূপের ফটোগ্রাফ উঠেছে কে সে রূপ এক কথায় ভুলতে পারে? ভুলতে ইচ্ছা কর্‌লেও পোড়া রূপ যেন হৃদয় ছাড়তে চায় না। মন হতে সহজে রূপ ধুয়ে পুঁছে ফেলা যায় না। বিশেষতঃ যে, রূপের ভিখারী—যুবতীর রূপ যার হৃদয়ের মণি—চোকের আলো—প্রাণের শতদল পদ্ম—সে কি কখন রূপ ভুলতে পারে? গোবিন্দ বাবু মলিনার রূপের গোলক ধাঁদায় পড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চতুর্থ স্তবক।

—:•:—

কেবল কাঁদা সার হ'ল!

"হাতের বাঁশী হাতে রইল।
নয়ন জলে ভেসে গেল॥"

গিন্নীর মনের গতি এক দিকে—গোবিন্দ বাবুর মন আর এক দিকে—গোবিন্দ বাবু যত বিলম্ব কচ্ছেন,—গিন্নী ততই রেগে তেলে বেগুণে জলে উঠছেন।—গিন্নী রাগে জলে জলে উঠছেন বটে,—কিন্তু গোবিন্দ বাবু কোন কথায় রাগ কচ্ছেন না।—তিনি এক সুরেই কথা কচ্ছেন,—গিন্নীর ন্যায় তাঁর সুর। পঞ্চমে কিম্বা সপ্তমে বাঁধা নয়।—তিনি মৃদুস্বরে যে আলাপ আরম্ভ

করেছেন,—এখনো সেই ভাবেই কথা বলছেন।—গিন্নী যত তাঁকে নিরাশ কচ্ছেন,—যত তাঁকে বাড়ী হতে যেতে বলছেন,—গোবিন্দ বাবু সে কথায় কাণ দিচ্ছেন না।—এখান হতে গেলে মলিনার আশাভরসা সব ফুরিয়ে যাবে,—আর কোন স্থানে মলিনার সন্ধান পাবেন না—তিনি মলিনার জন্য সকল অপমান সকল লাঞ্ছনা—সকল কথার পোড়ানি মাথা পেতে বুক পেতে—কাণ পেতে—সহ্য কচ্ছেন। মনে মনে ভাবছেন,—গিন্নী যখন রাগভরে পঞ্চমে উঠেছেন—খানিক বক্‌লে—খানিক ঝগড়া কল্লে—রাগ পড়্‌বে—গিন্নী তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন,—তখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি গিন্নীর কাছে অন্য কিছুর ভিখারী হয়ে আসেন নাই—তাঁর অন্য কিছু দরকারও নাই।—একবার মলিনাকে দেখে—মলিনার সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলে চলে যাবেন। মলিনার অদর্শন তাঁর হাড়ে হাড়ে লেগেছে—তাঁর এত বিষয় আছে—এত দুরবস্থা হয়েছে—এত লাঞ্ছনা ভোগ হচ্ছে—সে জন্য গোবিন্দ বাবু এক মুহূর্ত্তের তরেও দুঃখিত নন—সকল দুঃখের উপর মলিনার জন্য অধিক দুঃখ হয়েছে।

গিন্নী এত চেষ্টা করে—এত তাড়িয়েও গোবিন্দ বাবুকে বাড়ী থেকে তাড়াতে না পেরে বড়ই বিরক্ত হয়েছেন। মনে মনে কত রকম ভাবছেন—কিসে এ পাপকে বিদায় করবেন,—কিসে এর হাত হতে নিস্তার পাবেন—কিসে একে ভুলিয়ে বাড়ীর বাইর কর্‌বেন। এ সংসারের ভাব—এ সংসারের ব্যবহার—এ সংসারের ছলনা—এ সংসারের কারখানা কে বুঝ্‌তে পারে? যে গিন্নী এক দিন এই গোবিন্দ বাবুকে সংসারের সার—জীবনের সম্বল—সুখের কল্পতরু—হৃদয়ের রত্ন জ্ঞান করেছিলেন—আজ সেই গিন্নীর ব্যবহার দেখ! এ নীচ সংসার—নীচ স্বার্থের এত বশীভূত—এত অধীন—এত পদানত যে—তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। গিন্নী যদিও এখন গোবিন্দ বাবুর কোন প্রত্যাশা করেন না—গোবিন্দ বাবুর দ্বারা এখনো যদিও তাঁর কোন উপকারের সম্ভব নাই—কিন্তু একদিন তো এঁর উপকার নিতে হয়েছে—একদিন তো এর অন্ন জলে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে—তবে তাঁর প্রতি এ নিষ্ঠুর ব্যবহার কি ভাল? যদিও আমরা গিন্নির মনের কথা জানি না—তিনি যে কি মতলবে—কি ভাবে এরূপ ব্যবহার কচ্চেন তা এখনো প্রকাশ হয় নাই—কিন্তু এখন যে এরূপ আচরণ ভাল দেখাচ্ছে না—তা কেনা স্বীকার করবেন? গিন্নী অনেকক্ষণ পরে গোবিন্দ বাবুকে আবার বল্লেন—"আমার যা বলবার

সমুদায় তোমাকে বলেছি—আর আমার বলবার কিছুই নাই—সুতরাং এখন তোমার যা ভাল বোধ হয় তা কর।"

গোবিন্দ বাবু গিন্নির কথা শুনে উত্তর কল্লেন "আমারও যা বলবার না তো বলতে বাকি রাখি নাই—তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নাই—আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখেছ—এ অবস্থা একজন পরিচিতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার উপযুক্ত বোধ কর তাই করতে পার। যে জন্য আমি কাশী এসেছি—তা তো তোমায় গোপন করি নাই—গোপনই বা করব কেন? আমার আর গোপনের আছে কি? দেশের মায়া—জন্ম ভূমির মায়া—আত্মীয় স্বজনের মায়া—সকল মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছি—এখন মায়ার মধ্যে এক মলিনার মায়া—এই মায়া কাটতে পাল্লেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।"

গিন্নী। যদি সকল মায়া কাটিয়েছ তবে আর একটী মায়া রেখে কষ্ট ভোগ করা কেন?

গো। এক্ষণে পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই বলে।

গিন্নী। এখানে কি শেষকালে পূর্ণ করতে এলে?

গো। পূর্ণ হয় কি অসম্পূর্ণ থাকে তা ভাল করে বুঝতে পাচ্চি না।

গিন্নী। কি কল্লে তোমার ষোলকলা পূর্ণ হবে?

গো। একবার মলিনাকে দেখলে।

গিন্নী। যদি এ জীবনে সে সাধ পূর্ণ না হয়?

গোবিন্দ বাবু আর কিছু বলতে পাল্লেন না—চোক জলে ছল্ ছল্ করে এলো—মাথা যেন ঘুরে গেল—বুকের ভিতর এক রকম আগুণ জলে উঠল। এখন কি করবেন—কার আশ্রয় নেবেন—এবং কোথায় বা যাবেন এই ভাবনায় তাঁর মন তোলপাড় করতে লাগল।

গোবিন্দ বাবুকে ভাবতে দেখে গিন্নী আবার বল্লেন—আর কথায় দরকার নাই কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে পড়েছে। তোমার যদি আর কোন কথা থাকে আর একদিন হবে, আজ বিদায় হও।"

গিন্নীর প্রত্যেক কথাতেই গোবিন্দ বাবু হতাশ্বাস হচ্চেন—তবু যেন সে স্থান ত্যাগ করতে পাচ্ছেন না—মনে ঠিক জেনেছেন—এখান হতে চলে গেলে—মলিনার আর কোন সন্ধান পাবেন না—গিন্নী মলিনাকে কোথায় রেখেছেন—মলিনাকে কেনই যে গোপন রেখেছেন—এ কথা গিন্নী কিছুতেই প্রকাশ করেন নাই—এবং এখনো প্রকাশ করতে সম্মত নন।

গোবিন্দ বাবু যেমন ভয়ানক লোক—গিন্নীও খেলোয়াড় কম নন—তিনি রাতকে দিন ও দিনকে রাত করতে খুব পটু। যে যেমন কেন চম্‌রো চুম্‌রো হোন না কেন—তিনি মনে কর্‌লে তাকে সাত ঘাটের জল খাওয়াতে পারেন। তাঁর কাছে গোবিন্দ বাবু কোন্ ছার !

তাঁদের দুজনে কথা বার্ত্তা চল্‌ছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাতও হয়ে পড়েছে—তবুও কথাবার্ত্তা মিটে না। চাঁপা দেখে শুনে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে—কিন্তু কি করে—কোন উপায় নাই—কাহাকে কিছুই বল্‌তেও পারে না; ভাবছে—এ শ্রাদ্ধ আর কত দূর গড়াবে? গিন্নীও যেমন—গোবিন্দ বাবুও তেমনি—গুণ কারো কম নয়—বদমায়েসীতে—দুজনেই সমান—এখন দুটো দু জায়গায় বাঁচি। আর মলিনা মলিনা শুন্‌তে পারিনা—কাণ ঝালা পালা হলো—কোথাকার পাপ কোথা এসে জুট্‌লো? এদের এ কাহিনীর পালা যে এ রাত্রে শেষ হবে—তারো লক্ষণ দেখেছি না।

গোবিন্দ বাবু গিন্নীকে বল্লেন—"আমি আর তোমাকে বিরক্ত কর্‌তে চাই না—তোমার ধর্ম্মে যা ভাল বোধ হয় তা করো—আমি তো চল্লেম—কিন্তু মনে রেখো—আমি কি ভাবে যাচ্ছি—আমি অনেক ক্লেশ সহ্য করেছি—অনেক বিপদে পড়েছি—অনেক যাতনা পেইছি—কিন্তু কিছুতেই আমার চোকের জল পড়ে নাই—আজ তাও ফেল্‌তে হলো—তোমার ব্যবহার চিরকাল আমার মনে জেগে থাক্‌বে—তোমার প্রত্যেক কথার বিষে আমার বুকের ভিতর ঝাঁ ঝাঁ কর্‌বে। যদি কখন সময় পাই—যদি আমার গ্রহ ভাল হয়—যদি পরমেশ্বর কখন মুখ তুলে চান—তবে এর পরিশোধ দেখতে পাবে—আজ যে চোকে জল ফেল্লেম—এই চোক আবার একদিন তোমার চোকের জল পড়া দেখে অবশ্যই হাস্‌বে। দিন কারো চিরকাল সমান যায় না—সুখ দুঃখ জোয়ারের মত আসা যাওয়া কচ্ছে। তোমাকেও আবার এমন দিনে পড়তে হবে—যে দিন এই গোবিন্দ বাবুই তোমার অদৃষ্টের বিধাতা হবেন। তুমি স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা আমার ইচ্ছে নয়—তবে বড় রাগে—বড় দুঃখে—বড় ঘৃণায়—এ সব কথা মুখ দিয়ে বার কল্লেম।

গিন্নী। কিছু দোষ না পেয়ে শেষে বুঝি উনি শাপ দিতে বস্‌লেন। আমি যদি কোন দোষে থাকি—তবে পরমেশ্বর আমাকে তার ফল ভোগ করাবেন। আমি তোমার চোক রাঙানিতে একটুও ভয় করি না—অনেক পুরুষ

দেখেছি—এখন বুড় বয়সে উনি এলেন ভয় দেখাতে? পোড়া কপাল খান আর কি?

গোবিন্দ বাবু বুঝ্‌লেন—তাঁর কথাতে গিন্নী নরম না হয়ে—আরো রেগে—আরো গরম হয়ে উঠলেন। তখন তিনি আবার বল্লেন—"তুমি রাগই কর—আর যাই কর—আমি যা বল্‌ছি তার অন্যথা হবে না—আমিই আবার তোমার দুর্গতি দেখ্‌ব—মলিনার আশা তো অনেক কাল ছেড়ে দিইছি—তবে এক আশা ছিল—তোমার কাছে তার সন্ধান পাব—কিন্তু এখন দেখছি আমার সে আশা ভুল—আমি যে ভুল আশা হৃদয়ে পুষে রেখেছিলেম—আজ তা ত্যাগ কল্লেম—আজ বুঝলেম স্ত্রীলোকের ন্যায় কাল ভুজঙ্গিনী ত্রিভুবনে আর নাই—আমি যাকে দুদকলা দিয়ে পুষেছিলেম—আজ সেই আমার প্রাণে বিষ ঢেলে দিলে।"

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে গিন্নী আর স্থির থাকতে পাল্লেম না—তিনি একেবারে রাগে জ্বলে উঠ্‌লেন—রাগে তাঁর চোক মুখ লাল হয়ে উঠলো—তিনি যে কি বলবেন—কি করবেন—তা ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না—রাগভরে বল্লেন—"বলি গোবিন্দ বাবু! তোমার গতিক ভাল নয়—ভেবে দেখ যদি আমি তোমার অনেক সহ্য করেছি—পূর্ব্ব আলাপ মনে করে—এখনো তোমার মুখ চেয়ে স্থির আছি—নতুবা দেখ্‌তে এতক্ষণ কি আগুণ উঠ্‌ত—যার যত ভাল করি—সেই আবার দশ কথা শুনায়—ঘোর কলিকাল আর কি? তুমি ভেবে দেখ দেখি—আমি মনে কল্লেই এই মিনিটেই তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি—পুলিসের হাতে পড়্‌লে তোমার যে কি দুর্গতি হবে—তা যদি ভাবতে—তা হলে তোমার মুখ দিয়ে এত কড়া কড়া কথা বেরুতো না। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে—তাই এরূপ কথা বল্‌ছ। তোমার লজ্জা নাই—তাই আবার মলিনার কথা মুখে আন্‌ছ—তুমি কোন ব্যবহারে মলিনার আশা করে এখানে এসেছ?—তুমি মলিনার যে সর্ব্বনাশ করেছ—সে আগে তা জান্‌ত না—এখন তোর চোক কাণ ফুটেছে—সে আর এখন কাঁচা খুকি নয়—তোমার ব্যবহার তার হাড়ে গাঁথা রয়েছে—সে রাত দিন সেই দুঃখে—সেই অভিমানে—সেই মরমে—সেই কষ্টে—সেই অপমানে পলে যাচ্ছে—তার ননির শরীর শুঁইয়ে যাচ্ছে—সতী স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করা—সে আর এ জন্মে তোমার মুখ দর্শন করবে না—তোমার নামে সে সাত ঘা পেয়া না মেরে জল খায় না। সে তেমন মেয়ে নয়—তার মনে মনে

এই রাগ—তুমি যেমন তার সর্ব্বনাশ করেছ—সেও আবার তার শোধ নেবে—নেবে—নেবে।

গোবিন্দ বাবু গিন্নীর কথা শুনে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্লেন—মলিনার যে সর্ব্বনাশ করেছেন—সে কথাগুলি এক এক করে তাঁর মনে জেগে উঠল—পাপের কেমন ভয়ানক যাতনা—সে যত কেন মহাপাপী হোক না কেন—আপন আপন পাপ মনে হলেই তার বুক যেন কেঁপে যায়—সর্ব্বশরীর ঘুরে এসে—চোকে আঁধার দেখায়। গোবিন্দ বাবু যদিও মলিনার সর্ব্বনাশ করেছেন—কিন্তু সে পাপ কথা একদিনও ভাবতেন না—সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে ভেসে বেড়াতেন—তিনি সুখের পায়রা—নিজের সুখেই উন্মত্ত থাক্‌তেন—আজ গিন্নীর কথায় কেমন তাঁর মনে আঘাত লাগল—তাঁর মনের আগুণ যেন জলে উঠল তিনি গিন্নীকে বল্লেন—তুমি আর কেন আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেও—আমি যে মহাপাপী তা জানি—কিন্তু ভেবে দেখ আমা চাইতে তুমিও কম পাপী নও—আমি অনেক কাজ তোমার সহায়ে করেছি—তুমিই আমার পাপের সহায় ছিলে—তা কি তোমার মনে হয় না? সে যা হোক এখন পাপ পুণ্যের বিচারের দরকার হচ্ছে না—আমি জন্মের মত চল্লেম—কিন্তু আজকার দিন—আজকার ব্যবহার মনে রেখ—তুমি মানুষ চিন্‌তে পার নাই—আমি যদি বেঁচে থাকি—যদি সময় পাই—তোমার ব্যবহারের শোধ নেবই নেব। তুমি আমাকে যেমন কাঁদিয়ে বিদেয় কল্লে—এ কাঁদা এ প্রাণে আর ভুলব না—এ সংসারে কেও কাঁদে—কেও হাঁসে—কিন্তু কারো হাঁসি কি কান্না চিরকাল থাকে না। কান্নার দিন চিরকাল থাক্‌লে মানুষ ক্ষেপে যেতো—আমি এক সময় কত হেসেছি—আজ আবার একটী কারণে তোমার কাছ হতে কাঁদতে কাঁদতে যেতে হলো। তুমি নিশ্চয়ই যেন এ কান্না কখন চিরদিন থাক্‌বে না—হাঁসি কান্না জগতের নিয়ম।

পঞ্চম স্তবক।

—:•:—

এত চাতুরী?

"যদি গরল প্রাণে, সুধামাখা বদনে,
ছলনা কি রাখে ঢাকি নারীসদনে।
যদি গরল ভরা, তবু প্রাণ ভোরা,
মন চুরী মাধুরী, মোহিনী তোরা,
প্রাণে জ্বলি, মুখ হেরিলে ভুলি,
উঠে আশ প্রাণে, কত সাধ মনে॥

মলিনবালা।"

গোবিন্দ বাবু মনের দুঃখ নিয়ে—মুখখানি ভার ভার করে—ছল ছল চোকে—গিন্নীর বাড়ী ত্যাগ কল্লেন। তিনি যে আশাবুকে করে গিন্নীর কাছে এসেছিলেন—যে পাখী ধরবেন বলে ফাঁদ পেতেছিলেন—যে হারামো নিধি হৃদয়ে পাবেন বলে এত কষ্ট করেছিলেন—এতদিন পরে সে আশা—সে বিশ্বাস—সকলই গেল। গিন্নী তাঁর সকল আশা ধুয়ে পুঁছে ফেলেছেন। গিন্নী তাঁর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন—সে ব্যবহারে তার মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। কি উপায়ে গিন্নীকে জব্দ করবেন—কি উপায়ে অপমানের শোধ নেবেন—কি উপায়ে মলিনার সন্ধান পাবেন—এই চিন্তা তাঁর মনে তোলপাড় কচ্ছে মেয়ে মানুষের এত বজ্জাতী—এত বদমায়েসী, এত চাতুরী! এই মুহূর্ত্তেই গিন্নীকে জব্দ করতে পারি—কিন্তু পাছে তাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজে জব্দ হই—আমার অপরাধের কথা গিন্নী জানতে পেরেছে—পুলিস যে আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমি যে ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছি—এ কথা গিন্নী যখন জানতে পেরেছে—তখন তাকে একটু ভয়ও করতে হয়—কি জানি—সে যে রকম ভয়ানক লোক—পাছে পুলিসে খবর দিয়ে—আমার সর্ব্বনাশ করে। নতুবা আমি তার সেই অপমানের কথার কিছু না বলে—অমনি চলে আসি? দেখা যাক্ সে কেমন মেয়েমানুষ? কত বুদ্ধি ধরে? তার নটে কত বদমায়েসী!

বা আছে ? এত লোক জব্দ করেছি—একটা মেয়েমানুষ—তাকে জব্দ করা কোন ছার ! কোন কাজে তাড়াতাড়ি ভাল নয়—কি জানি—কিসে কি হয়—আমি নিজে যদি দোষী না হতেম—তবে তো কোন কথাই ছিল না। যা হোক কিছুতেই আমার মনের রাগ যাবে না—যে আমার মনে এত আঘাত দিতে পারে—যে আমার সুখের মন্দির ভাঙ্‌তে পারে—যে আমার বুকে শেল বিঁদ্ধে পারে—যে আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে—যে আমাকে অমন অবস্থায় দেখেও এই রাত্রে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিতে পারে—তার অসাধ্য কিছুই নাই—সে সকলই করতে পারে—সে পিশাচী—সে রাক্ষসী—সে দানবী—সে কালসর্পিণী। যে কোন গতিকেই হোক তার বিষদন্ত ভাঙ্‌তে হবেই হবে। এত বড় আস্পর্দ্ধা ? যে আমার খেয়েছে—আমার পরেছে—আমার টাকার দাসী ছিল—সে কিনা আজ আমার উপর চোক রাঙায় ? আমায় দূর দূর করে কুকুরের মত বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিলে ? এখনো মলিনার আশা আছে ;—সে আশা—সে মায়া—সে সৌন্দর্য্য—ভুলতে পারি নাই—ভুলতে পারি নাই বলেই আজ এত সহ্য কর্‌লেম। আমার বয়সে যা না হয়েছে—আমার হাড়ে যা সহ্য হয় নাই—আমার রক্তে যার ছায়া পড়ে নাই—এক মলিনার অনুরোধে—মলিনার মায়ায়—মলিনার চেহারায়—মলিনার প্রণয়ে—যে সকল সহ্য কল্লেম। যে জন্য এত সহ্য কল্লেম—তার কি হলো ?

গোবিন্দ বাবু গিন্নীর বাড়ী ত্যাগ করে এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে গঙ্গার ধার দিয়ে যাচ্ছেন—একাকী সঙ্গে দ্বিতীয় কেও নাই—কোন দিকে দৃষ্টি নাই—আর কোন কথাও মুখে নাই—আপন মনে—আপন দুঃখে—আপন কথায় গোঁজ গোজ করে যাচ্ছেন। রাত্রিও গভীর—চারিদিকেই গভীরতার ভাব দেখা যাচ্ছে—আকাশ গভীর—পৃথিবী গভীর—জাহ্নবী গভীর।—অধিক রাত হওয়াতে পৃথিবীর কেমন একটা ভাব দেখাচ্ছে—মধ্যে মধ্যে বাতাস শোঁ শোঁ করে আসছে—রাত্রিচর দুই একটী পাখী শোঁ করে মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে—পৃথিবী নিস্তব্ধ—আকাশ নিস্তব্ধ—গাছপালা নিস্তব্ধ—পশুপক্ষী নিস্তব্ধ—জনমানব নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে—সেই নিস্তব্ধ সময়ে গঙ্গার জল তর্‌ তর্‌ শব্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাচ্ছে। এই আঁধারে গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি বালক বালিকার মত নেচে নেচে—খেলে খেলে—আমোদ করে বেড়াচ্ছে। মায়ের কোলে

যেমন শিশুসন্তান হাত পা নেড়ে খেলা করে—কখন খিল্ খিল্ করে হাসে,—সেই রকম ঢেউগুলি মা ভাগিরথীর কোলে খেলা কচ্ছে—কখন কখন কুল কুল শব্দ কচ্ছে—গঙ্গার ধারে যে সকল নৌকা বাঁধা আছে—ঢেউগুলি এক একবার এসে সেই নৌকার সঙ্গে আলিঙ্গন কচ্ছে—নৌকা গুলি এক একবার নাড়িয়ে দিয়ে—দুলিয়ে দিয়ে—পালিয়ে যাচ্ছে—এত আঁধারেও খেলা বন্ধ নাই। যার মনে সুখ—যে পৃথিবীর কুটিলতা—প্রতারণা চাতুরী জানে না—তার মনে সদাই সুখ। সে আপন সুখে বিভোর হয়ে—সকল সময় নেচে বেড়ায়—সে আলো কিম্বা আঁধারের ধার ধারে না—তার মনে চিরদিনই আলো—যার প্রাণে সুখের আলো আঁটা আছে—তার আবার আলো কিম্বা অন্ধকারে প্রভেদ কি? যার প্রাণে সুখ বিরাজ করে—যার প্রাণে চিন্তার বিষ পড়ে নাই—যার মনে শোকের আঘাত লাগে নাই—যার কোন প্রকার অভাব নাই—তার আবার কষ্ট কি?—তার আবার আঁধার কি?—তার হৃদয়ে চিরপূর্ণিমা—তার ভাগ্যে সুখের চির অমৃত যোগ—সে পৃথিবীর মধ্যে চির সুখী। যার প্রাণে দুঃখের ছবি আঁকা—আর সে হাজার আলোতে থাক্‌লেও—সে রাত দিন আঁধার দেখে। গোবিন্দ বাবু মহা দুঃখে পড়েছেন—সুতরাং তাঁর চোকে—সকলই আঁধার সকলই মলিন—সকলই বিষাদ লেপা। সুখের পূর্ণিমা তাঁর অদৃষ্টে যে আর ঘটবে—আনন্দের ছবি—তাঁর চোকে যে উপস্থিত হবে—প্রণয়ের ফুল যে তাঁর প্রাণে ফুট্‌বে—আমোদের ঢেউ যে তাঁর মানসসরোবরে খেলা করবে—এ আশা তাঁর মনে নাই। তিনি নিজের দুঃখে—নিজের কষ্টে—নিজের অভিমানে মর্ম্মে মর্ম্মে খসে পড়্‌ছেন। একে আঁধার রাত্রি—তাতে মনের আঁধারে—আরো আঁধার দেখ্‌ছেন। এখন কি কর্‌বেন—কোথা যাবেন—কার স্মরণ নেবেন—কার আশ্রয়ে প্রাণ শীতল কর্‌বেন, তার কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছেন না।

গোবিন্দ বাবু এই রকম মনের অসুখে ধীরে ধীরে দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে উপস্থিত হলেন। গঙ্গা যেমন বেগে বচ্ছে—গোবিন্দ বাবুর দুঃখও সেইরূপ বেগে বচ্ছে—যে মলিনাকে দেখ্‌বেন বলে—এত আশা—এত কল্পনা—এত বন্দোবস্ত—এতদিন পরে সে আশা ত্যাগ করতে হলো? এখন গোবিন্দ বাবুর মনে মলিনার চিন্তা চাইতে—গিন্নীর অসৎ ব্যবহারের কথা মনে হতে লাগল। গিন্নীর উপর রাগ দুঃ...ন বলে—মনে আর কোন কথাই লাগ্‌ছে না—মন এক দিকে ব্যস্ত হলো—অন্য কথা মনে

লাগে না—অন্য দিকে ইচ্ছে হয় না। মনের কথা—আন্তরিক ভাব—একবার গিন্নীকে ভাল করে দেখ্‌বেন। অনেক বিষয় চিন্তা কর্‌বেন মনে কচ্ছিলেন—কিন্তু কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না!

গোবিন্দ বাবু দশাশ্বমেদের ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে এইরূপ ভাবছেন—এমন সময় দেখেন তাঁর পশ্চাতে একটী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—গোবিন্দ বাবু কোনদিকেই চেয়ে দেখেন নাই—পশ্চাতে একটী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই—মন যেন কোন্ দিকে গড়িয়ে পড়েছে। গোবিন্দ বাবু হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে চেয়ে দেখেন—একটী লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—লোকটী কে? কেনই বা এত রাত্রে—এই গঙ্গার ধারে—এরূপভাবে দাঁড়িয়ে আছে? লোকটা কে—মতলব কি? আমার শত্রু নাকি?

গোবিন্দ বাবু—লোকটীকে দেখে—তার দিকে সরে এলেন—সরে এসে দেখেন একটী স্ত্রীলোক—"ব্যাপার খানা কি? এ আবার কে?" কি যে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছেন না। খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তুমি কে? কি জন্য এই রাত্রে—এরূপভাবে দাঁড়িয়ে আছ?"

"একটী কথা বল্‌বার জন্য।"

গো। কি কথা?

স্ত্রী। আপনি যে জন্য এত দুঃখিত—যদি অনুমতি করেন—তবে এ দাসী দ্বারা তার কতক সুবিধা হতে পারে।

গোবিন্দ বাবুর মন যেন ফিরে দাঁড়াল—তাঁর হৃদয় তন্ত্রে কে যেন ঝঙ্কার দিলে—"আমার মনের কথা একে কে বলে দিলে? আমার জন্য এর এত কষ্ট করে এখানে আসার কারণ কি? আমার জন্য এর মনে এত কষ্ট কেন? আমার জন্য প্রাণ কাঁদে—এরূপ লোক তো কাশীতে দেখ্‌তে পাই না।—বিশেষ আবার স্ত্রীলোক—গোবিন্দ বাবু কিছুই ঠিক কর্‌তে পাচ্ছেন না—একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গ্যাছেন—ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?—যা ভাবা যায় না—যা মনে করা যায় না—যার কোন সম্ভব নাই—সেরূপ ঘটনা হলে—কার না মনে বিস্ময় জন্মে? গোবিন্দ বাবু এই রকম ভেবে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তোমা দ্বারা যে আমার উপকার হবে—তার সম্ভব কি? আমি তোমাকে চিনি না—তুমিও আমাকে চেন না—আমাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধই নাই—এরূপ স্থলে তোমার কথা শুনে বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।"

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে সেই স্ত্রীলোকটী উত্তর কল্লে—"আশ্চর্য্য কিছুই নয়—আপনি ভদ্রলোক—বিশেষ একটা দুঃখে পড়েছেন—আমা দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়—এ রক্ত মাংস শরীরে তা হতে ত্রুটি হবে না। আপনি আমাকে পর ভাববেন না—আমি আপনার দাসী—সুতরাং দাসীকে লোকে যেরূপ বিশ্বাস করে থাকে—আশা করি আমিও বিশ্বাস হতে বঞ্চিত হব না—আমা দ্বারা যতদূর উপকার হতে পারে—সে উপকার কর্‌তে আমি প্রস্তুত আছি।"

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনে—গোবিন্দ বাবু আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তুমি যে অযাচিত হয়ে আমার উপকার কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছো এতে আমি যারপরনাই আনন্দিত আছি। আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে যদি কোন আপত্তি না থাকে—তবে তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কৌতুহল পূর্ণ কর।"

গোবিন্দ বাবু যে, স্ত্রীলোকটীকে চিন্‌তে পারেন নাই তা বলা বাহুল্য—একে রাত্রিকাল—তাই আঁধার চারিদিক ঘুট ঘুট কচ্ছে—সুতরাং ভাল করে মুখ দেখ্‌তেও পান নাই—কথা শুনেও ঠিক হচ্ছে না—কারণ সেরূপ কথা আর যে কখন শুনেছেন—তা মনে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছেন না। পরিচয় পেতে দেরি হওয়াতে গোবিন্দ বাবুর মন আরো ব্যস্ত—আরো চঞ্চল—আরো উদ্বিগ্ন হচ্ছে। তিনি নানা দোষে দোষী—রাত দিন সেই দোষের জন্য এরূপ চঞ্চল যে—কে কোন সূত্র ধরে তার সর্ব্বনাশ কর্‌বে—কি জানি কি ভাবে এ স্ত্রীলোকটী তার উপকার কর্‌তে এসেছে—কিছুই মীমাংসা হচ্ছে না।

স্ত্রীলোকটী আবার বল্লে—"গিন্নী আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন—সে ব্যবহার দেখে মন এতদূর খারাপ হয়েছে—তা আর বল্‌বার নয়—গিন্নী যে এত বদমায়েসী পেটে ধরেন তা আমি এতকাল জান্‌তেম না। আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন, সে ব্যবহারে মন চটে গ্যাছে। কি আশ্চর্য্য আপনি যাঁর এত উপকার করেছেন—তিনি কোন্ ধর্ম্মে অমন কথা বলতে সাহস কল্লেন? আজিও রাত দিন হচ্ছে—আজিও চন্দ্রসূর্য্য উদয় হচ্ছে—আজিও জোয়ারভাটা হচ্ছে—আজিও ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে—উঃ! কি সর্ব্বনাশ! এই রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে—এই বিদেশ এমন অবস্থায় গিন্নী যে সকল কথা বল্লেন—মানুষে তা বলতে পারে না। ভদ্র লোকের ঘরের মেয়েরা এমন ধড়িবাজ—এমন অবিশ্বাসী—এমন ভয়ানক লোক দেখা

যায় না। গিন্নী যে কেন আপনার প্রতি সেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ কল্লেন—তার ভাব কিছুই বুঝতে পাল্লেম না—তাঁর মনের ভিতর যে এত রাগ—এত বিদ্বেষ—এত কথা ছিল তা আমি এক দিনও জানতে পারি নাই। যা হোক সে জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না—হাজার হোক মেয়ে মানুষ—কোন্ কথায় কি দাঁড়ায়—কিসে কি হয়—গিন্নী সে সব বুঝতে পারেন নাই—কারণ তা বুঝলে কখনই আপনাকে চটাতে পাত্তেন না।

গোবিন্দ বাবু এতক্ষণ পরে বুঝলেন—এ স্ত্রীলোকটী অন্য কেউ নয়—গিন্নীর বাড়ী যে তাঁকে দরজা খুলে উপরে নিয়ে যায়—এ সেই স্ত্রীলোক। পাঠকগণ! বুঝতেই পাচ্ছেন—এ আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিতা সেই চাঁপা। চাঁপা এই রাত্রে—একা কেনই যে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার মানে বোধ হয় বুঝে থাকবেন। চাঁপার স্বভাব অনেকটা আপনাদের পরিচিত। চাঁপা আপন লাভ ভিন্ন এক পাও নড়ে না—সে দেখলে গোবিন্দ বাবু প্রণয় পাগল—তিনি মলিনার জন্য যেরূপ ক্ষেপে উঠেছেন—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি যেরূপ জড়িয়ে পড়েছে—মলিনার কথা তাঁর কাণে যে রকম মিষ্ট লেগেছে এই সুযোগে যদি মলিনার কথা বলে—মলিনার সন্ধান বলব বলে কিছু হাত মারতে পারি—তবে তা ছাড়ি কেন? চাঁপা মানুষের মন বুঝতো—কে কি ভাবে কথা বলে—কার মন কোন দিকে [illegible] পড়ে—কার মন কার জন্য লালায়িত—সে তা বেশ করে দেখত। গোবিন্দ বাবু গিন্নীর সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেছেন—সে কথা চাঁপা বেশ করে [illegible] শুনেছে—যখন তাঁদের পরস্পর কথা বার্ত্তা চলে—তখন সে কোন [illegible] উত্তর করে নাই—সে চুপ করেই ছিল—সে আগাগোড়া [illegible] বসেছিল—বলদেবকে যেমন সরল লোক পেয়ে কিছু দাও মেরেছে—সেই লোভে সর্ব্বদাই তার মুখ চুলকত—অনেক দিন হতে বলদেবের কোন খোঁজ খবর না পেয়ে—মনের অসুখে ছিল—আজ বিধাতা গোবিন্দ বাবুকে জুটিয়ে দিয়েছেন দেখে মনে মনে দাঁও খুঁজছিল। চাঁপা মনে মনে জানত—প্রণয় পাগল মানুষগুলো—এক রকম পাকা কলা বিশেষ। তাদের হাত করতে পাল্লে—লাভের ভাবনা কিসের? বাস্তবিক অমন বাঁদর নাচান যেমন সহজ—সেরূপ সহজ কোন কাযই নেই। প্রণয়ে মানুষ পাগল হয়—ভালমন্দ বিচার থাকে না। তারা রজ্জু ভেবে কালসর্প ধরে বসে! সুতরাং আজ যে গোবিন্দ বাবু—চাঁপার একটী লাভের জিনিস—সে তা বেশ বুঝেছিল। সেই বুঝাতেই

গিন্নীর অজ্ঞাতসারে—গোবিন্দ বাবুর পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে। সে যে মতলবে গোবিন্দ বাবুর অনুসরণ করেছে—এতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সেই কথা পেড়ে বসল। চাঁপা যেন কত দুঃখিত—গোবিন্দ বাবুর অবস্থা দেখে—যেন তার বুক ভেঙে গ্যাছে—সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগল—"বাবু! আপনি আর দুঃখিত হবেন না—মানষের দুঃখ চিরদিন থাকে না—দুঃখের রাত অবশ্যই ভোর হবে। বিশেষ আপনি যার জন্য এত কেঁদে বেড়াচ্ছেন—আপনার সুখ যার অভাবে ভাসিয়ে দিয়েছেন—যে মুখ না দেখলে চোকে সংসার আঁধার দেখেন—সে মুখ আপনাকে দেখতেও সেইরূপ পিপাসিত—সেইরূপ কাতর—সেইরূপ লালায়িত। প্রণয় কখন এক দিকে হয় না—প্রণয় আয়নায় মুখ দেখা—তুমি যাকে প্রাণ খুলে ভালবাস—সেও তোমাকে প্রাণ খুলে ভাল বাসবে। বিশেষ পুরুষের মন চাইতে মেয়ে মানষের মন খুব নরম একটু ভালবাসা পেলেই—অমনি গলে যায়—আহ্লাদে সংসার দেখতে পায় না—সকল দুঃখ—সকল ক্লেশ—সকল চিন্তা অমনি ভুলে যায়। ভালবাসার চার পেলে কে না ঘুরে বেড়ায়? আপনি যখন তত কষ্ট করে কাশী এসেছেন—তখন অবশ্যই মানস পূর্ণ হবে। কাশী এমন স্থান নয়—বাবা বিশ্বেশ্বর এমন ঠাকুর নন—তিনি কারো মনে ক্লেশ দেন না—যে যে ভাবে এখানে আসে—তিনি তার মানস পূর্ণ করেন।"

চাঁপার কথা শুনে গোবিন্দ বাবুর আহ্লাদ আর ধরে না—তিনি যথার্থই ভাবলেন—চাঁপা বুঝি তাঁর হারানো নিধি মিলিয়ে দেবে—পরমেশ্বর যেন তাঁর মনের কথা টেনে বলেছে—তিনি যে এমন মিষ্ট কথা কাণে শুনবেন—তা আর মনে ছিল না। গিন্নীর কথায়—গিন্নীর ব্যবহারে—গিন্নীর ধরণে—তিনি সকল আশায় ছাই দিয়ে—মনের দুঃখে চলে আসছিলেন। চাঁপা যে তাঁর ব্যথার একজন ব্যথিত—গোবিন্দ বাবুর মনে স্থির বিশ্বাস হয়েছে—তিনি তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তোমার কথায় আমার মৃত শরীরে প্রাণ সঞ্চার হলো—গিন্নীর বাড়ী যে এমন ভদ্রলোক আছে—সমুদ্রের লোনা জলের মধ্যে এমন যে সুস্বাদু জল আছে—তেমন বিষের মধ্যে এমন যে অমৃত আছে—আমার মনে সে বিশ্বাস ছিল না। আমি কাঁদতে কাঁদতে গিন্নীর বাড়ী হতে এসেছি—ও কান্নার শোধ অবশ্যই হবে। এখন আমার মনে একটা মতলব আছে যদি কোন গতিকে মলিনার খোঁজ পাই—তবে দিন কতক কাশী থাকব—যে মানবীকে মিলিয়ে দেবে—

তার কেনা হয়ে থাক্‌ব—সে আমার পরম উপকারী বন্ধু—এ জন্মে তার ঋণ শোধ দিতে পার্‌ব না—যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌ব—তার গুণ গাইব—এবং আমার যতদূর সাধ্য তার উপকার কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না—আর একটী ইচ্ছে—যে গতিকেই হোক গিন্নীকে জব্দ কর্‌ব—গিন্নী যে কত বুদ্ধি ধরে—তার পেটে যে কত বদমায়েসী আছে—তার হাড়ে যে কত ভেল্কী হয়—তা লোককে দেখাব। গিন্নী কলিকাতা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখানে এসে ভদ্রলোক হয়েছে—লোককে ধর্ম্ম দেখায়—তার এখন কথায় কথায় ধর্ম্ম! সে যা হোক এখন মলিনার খবর কি? মলিনা কি ভাবে আছে? কোন গতিকে যদি একদিন দুদণ্ডের তরে তার সঙ্গে দেখা করে দিতে পার—তবে আমি আর কিছুই চাই না।"

ষষ্ঠ স্তবক।

—:•:—

জাহ্নবীতীরে।

"চাহি না স্বর্গের সুখ নন্দন কানন;
মুহূর্ত্তেক হেরি যদি ও চারুবদন!"

গোবিন্দ বাবুর কাকুতি মিনতিতে চাঁপার মন ভিজে না—সে যে টাকার আশয়ে এসেছে—তখন সে কথার কিছুই হয় নাই। সে আবার বল্লে—"মলিনা গিন্নীর হাতের মধ্যেই আছে—আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি—তার দেখার কিছুই অসম্ভব নয়। তবে একটু বিশেষ চেষ্টা কর্‌তে হবে—গিন্নী তাকে যে ভাবে রেখেছেন—একটু জোগাড় না কল্লে দেখা ঘটা ভার।" চাঁপা পাঁচ রকম কথায় এক প্রকার প্রকাশ কল্লে—টাকা না ছাড়্‌লে—সহজে কাজ মিট্‌বে না। সে আবার হেসে বল্লে—"বাবু বড় লোকে মনে কল্লে কি না হয়!—টাকার জোর বড় শক্ত জোর—টাকার জোরে সংসারে অসাধ্য কি?—ঘরের কুলবধূ পর্য্যন্ত টাকার পায়ে গড়াগড়ি দেয়। মলিনাকে পাওয়া না পাওয়া আপনার হাত। যে রকম সুবিধে করে মলিনার সঙ্গে

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়, জগদীশ বাবুর বাটী, পোঃ উলপুর, (ফরিদপুর)।

আপনার দেখা হবে--তাতে কিছু খরচ চাই—পাঁচজন নিয়ে কাজ—টাকা ভিন্ন সকলের মুখ বন্ধ করা যায় না।”

চাঁপার কথা শুনে গোবিন্দ বাবুর টনক নড়্‌ল--কেবল কথায় কোন হাত লাগ্‌ছে না। গোবিন্দ বাবুর এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা নাই—যে গোবিন্দ বাবু একদিন অকাতরে জলের মত টাকা খরচ করেছেন—আজ একটী পয়সার জন্য তাঁকে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে হচ্ছে--টাকা যে সংসারে কত দরকারী—টাকা থাক্‌লে এ সংসারে যে কোন কাজ হয় না--টাকার ন্যায় আত্মীয় যে সংসারে আর কেও নাই--তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। কি করেন, অনেক কষ্টে ব্যাগ হতে আটটী টাকা বাহির করে—চাঁপার হাতে দিলেন—টাকা দিয়ে বল্লেন—“যৎকিঞ্চিৎ যা দিলেম—এ তোমার উপযুক্ত পুরস্কার মনে করো না—তোমার যা উপযুক্ত সে বিষয়ে ত্রুটী হবে না। ধর্ম্ম প্রমাণ—এই রাত্রিকালে—গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—আমা দ্বারা তোমার যা উপকারের সম্ভব—সে বিষয় অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।”

চাঁপা বল্লে—“আপনি কোন ঠিকানায় থাকেন—অনুগ্রহ করে বল্লে—আমি আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার আশা পূর্ণ হতে কোনমতে ব্যাঘাত হবে না।”

গো। আমি যে কোথা থাকি—তার স্থিরতা নাই—আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—যখন যেখানে থাকি—সেই আমার বাসস্থান।

চাঁপা। তবে আমি উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ বলে কি মলিনার সন্ধান নিয়ে বেড়াব?

গো। সকল সময় আমার সঙ্গে দেখা হবে না--তবে রাত্রিকালে যদি কেদার ঘাটের নিকট বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ীতে যাও—নিশ্চয়ই দেখা হবে--আমি তোমার অপেক্ষায় সেখানে থাক্‌ব।”

চাঁপা মনে মনে ভাব্‌তে লাগল—তাই তো লোকটার এতই কি কাজ যে দিনের বেলায় দেখা হবে না—রাত্রিতে আমি কেদার ঘাটে খবর নিয়ে বলে আস্‌ব—দরকার তো ভারি?” চাঁপা এরূপ ভাবতে পারে—দিনের বেলায় যে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না—তার কারণ জান্‌লে চাঁপার আশ্চর্য্য বোধ হতো না। গোবিন্দ বাবু যে একজন নাম কাটা সেপাই--তিনি যে পালিয়ে এরূপ ভাবে বেড়াচ্ছেন—পুলিসে সন্ধান পেলে তাঁর যে

সর্ব্বনাশ হবে—সে তা জান্‌ত না—গোবিন্দ বাবু কাওকেও বিশ্বাস কর্‌তেন না—তবে গিন্নীর নিকট বলেন—তিনি কাশী নূতন এসেছেন—কারো সঙ্গে আলাপ নাই—কোন স্থান চিনেন না—কোথা যাবেন কি কর্‌বেন—সে সকলই মিথ্যা। তিনি যে কোথা আছেন—তা পর্য্যন্ত গিন্নীকে প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কার মনে কি কথা আছে—ফল কথা তিনি কাহাকেও বিশ্বাস কর্‌তেন না—তাঁর মনে সর্ব্বদা ভয়—কি সূত্র ধরে কে তাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করে দেয়—এ জন্য গা ঢেকে বেড়াতেন।

তবে চাঁপার সঙ্গে যে কারবারের কথা ওতে একটা স্থান ঠিক না বল্লে চলে না—সেই জন্যই কেদার ঘাটের কথা বল্লেন। গোবিন্দ বাবু চাঁপার হাত দুখানি ধরে—ভেউ ভেউ করে কেঁদে বল্লেন—এ সংসারে আমার আর কেউ নাই—আমি অকূল সাগরে পড়ে ভেসে বেড়াচ্ছি—এতদিন ভাস্‌তে ভাস্‌তে আজ তোমাকে দেখে কূল পেলেম বোধ হচ্ছে। আমি আর পূর্ব্বের কথা—পূর্ব্বের অবস্থা—পূর্ব্বের সুখ দুঃখ—পূর্ব্বের যন্ত্রণা কিছুই মনে কর্‌তে ইচ্ছে করি না। এ প্রাণে অনেক সহ্য হয়েছে—আরো অনেক সহ্য হবে বুক পেতে রেখেছি—দেখি পরমেশ্বর এতে কত কষ্ট দিতে পারেন—দেখ্‌ব মানুষের প্রাণে কত সহ্য হতে পারে—দেখ্‌ব রক্তমাংস শরীরে কত সহিষ্ণুতা গুণ আছে। তুমি আমার পূর্ব্বের অবস্থা কিছুই জান না—তোমার নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত—সুতরাং আমার দুঃখে তোমার মন কতদূর কাঁদ্‌বে কি না তা বলতে পারি না। তবে যতদূর দেখছি—তাতে বোধ হচ্ছে তুমি আমার একজন যথার্থ ব্যাথার ব্যথী। যদি দয়া করে নিজে এত কষ্ট করেছ—যদি আমার উপকার কর্‌তে তোমার মন এত প্রবৃত্ত হয়েছে—তবে প্রতিজ্ঞা কর—একবার ইহ জন্মে—ইহ প্রাণে—ইহকালের মত—আমার প্রাণের প্রতিমা—আমার আশা ভরসার ধ্রুব নক্ষত্র—আমার জীবনের সম্বল—আমার আনন্দরাশি মলিনাকে একবার দেখাতে বঞ্চিত করো না।"

গোবিন্দ বাবুর পাগলামী দেখে চাঁপা মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল—"কি উৎপাত! লোকটা একেবারে ক্ষেপে উঠেছে না কি? একটা মেয়ে মানুষের জন্য যে এত কর্‌তে পারে—তাতে আর পদার্থ থাকে না। লোকে আপন স্ত্রীর জন্য এত করে না—যদি করে তবে তা শতগুণে—সহস্রগুণে—লক্ষগুণে—কোটিগুণে শোভা পায়। এ কি সর্ব্বনাশ!—পরস্ত্রী তার ইহকাল পরকালের মাথা খেয়েছে—তাঁর সংসারের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট করেছে—

তার সকল পথে কাঁটা দিয়েছে—তার স্ত্রীজন্ম বৃথা করেছে—এত করেও সাধ মিটে নাই—আবার তাকে পাবার ইচ্ছে? গোবিন্দ বাবু যদি মলিনাকে এত প্রাণের সহিত ভাল বাসার চোকে দেখ্‌ত—মলিনার মূর্ত্তি যথার্থই প্রাণে এঁকে রাখ্‌ত—তবে সে কি তা ভুলে পালাতে পারে? কত মেয়ে মানুষ দেখেছি—কত আলালের ঘরের দুলাল দেখেছি—কত সাধের হরিণী দেখেছি—কত সাধের রত্ন দেখেছি—পুরুষের ভালবাসা পেলে—সে তা ত্যাগ করতে—সে তা ভুলতে—সে তা বিসর্জ্জন দিতে পারে না। ভাল-বাসার জাল বড় শক্ত—কার সাধ্য যে সে জাল ছিঁড়ে পালাতে পারে? বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এই জালে আবদ্ধ হলে—আর পালাতে পারে না—মেয়ে মানুষ কোন ছার! তবে যে মলিনা গোবিন্দ বাবুকে ফাঁকি দিয়েছে এর কারণ কি? এ সমস্যা কার দ্বারাই মীমাংসা করি?—জল দিয়ে জল বাইর করবার ন্যায় গোবিন্দ বাবুর কাছ থেকেই সে শুনতে হবে—কিন্তু এদিকে রাতও অনেক হয়ে পড়েছে—কি জানি চারি দিক হতে লোকজন এসে পড়বে? ওদিকে গিন্নীকেও কিছু না বলে গোপন ভাবে এসেছি—আর বাড়াবাড়ী করা ভাল নয়—যা হাত লাগ্‌ল সেই ভাল—অধিক লোভে তাঁতি নষ্ট। এইরূপ ভেবে চাঁপা যাবার উদ্যোগ কল্লে—চাঁপা যে গিন্নীর অজ্ঞাতসারে এসেছে—গোবিন্দ বাবুও তা জান্‌ত না। গোবিন্দ বাবু চাঁপাকে আর ছাড়তে চান না—চাঁপা দ্বারা যে তাঁর মানস পূর্ণ হবে এ বিশ্বাস তাঁর হাড়ে হাড়ে লেগেগ্যাছে। চাঁপা যত যাবার চেষ্টা করে—গোবিন্দ বাবু ততই দুঃখের থোলে খুলে বসেন—কিছুতেই তাঁর কথা ফুরয় না।—চাঁপা যে কি জহরী—তার পেটে যে কি বদমায়েসী—তার হাড়ে হাড়ে যে কি ভেল্‌কী গোবিন্দ বাবু তা ঘুণাক্ষরও জানতে পারেন নাই। তিনি মনে মনে স্থির কল্লেন—এতদিন পরে সুবিধার পথ পরিষ্কার হলো—নিদ্রিত আশা জেগে উঠ্‌ল—গিন্নীর চক্রে ছাই পড়্‌ল। এমন লোক যখন হাত করেছি—তখন আর ভাবনা কি? ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট—ঘরের লোক সহায় হলে কিছুই অভাব হয় না—চাঁপা গিন্নীর নাড়ী নক্ষত্র সকলই জানে—এতদিন পরে গিন্নীর দর্প চূর্ণ হবে—আমি যা খুজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম—আজ এই গঙ্গার ধারে পরমেশ্বর তা জুটিয়ে দিলেন। যা হোক লোকটা বেহাত করা হবে না—চাঁপা দ্বারাই সব হবে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাইর করার ন্যায় গিন্নীর লোক দিয়েই গিন্নীর সর্ব্বনাশ কর্‌ব। এখন আর বেশী রাত নাই—সুতরাং এ অল্প সময়ের মধ্যে সকল কথা—সকল পরামর্শ—সকল

মতলব হয়ে উঠ্‌বে না। অল্প আলাপে সকল কথা বলাও বুদ্ধির কাজ নয়—পরমেশ্বর যদি দিন দেন—তবে সে সব কথা হবে। চাঁপার কথাবার্ত্তা শুনে একে ভাল লোক বলেই বোধ হচ্ছে—চাঁপা আমার দুঃখ দেখে যখন এই রাত্রে এইরূপ অবস্থায় এসেছে—তখন এর মনে অন্য ভাব কিছুই নাই।

চাঁপা ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"বাবু আমাদের এরূপ অবস্থায় আর এস্থানে থাকা ভাল হচ্ছে না। কি জানি শত্রু পায়ে পায়ে—গিন্নী যে রকম লোক তা তো আপনি জানেন—আমি এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা কচ্ছি—এ যদি জান্‌তে পারেন—তবে আর রক্ষে থাক্‌বে না—সকল পরামর্শ—সকল চেষ্টা বিফল হবে।" এই কথা বলেই চাঁপা যাবার উদ্যোগ করে—গোবিন্দ বাবু চাঁপার যাবার সময় কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"এই রাত্রিকালে সমুখে গঙ্গা—মাথার উপর চন্দ্র—দেখ একথা যেন আর কেও জান্‌তে না পাবে।"

"এ প্রাণ থাক্‌তে ভয় নাই" এই কথা বলেই চাঁপা ধাঁ করে চলে গেল। গোবিন্দ বাবুও ধীরে ধীরে অহল্যা বাইয়ের ঘাটের উপর দিয়ে গঙ্গার ধার বেয়ে চলে গেলেন। ওদিকে রাত্রিও শেষ অবস্থা—বাসরে অসংখ্য যুবতীর ন্যায় রূপের ডালি খুলে—চাঁদ নক্ষত্র সকল সাজিয়ে নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন—সে আমোদ ভেঙে যাবার আর বেশী বিলম্ব নাই—রাত্রিচরেরা এই সময় পালাবার চেষ্টা কচ্ছে—রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে লোকের নিদ্রা ভেঙে আস্‌ছে—গাছ পালা সকল স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—মৃদু বাতাস এক একবার নাচতে নাচতে এসে তাদের কানে যেন বলে যাচ্ছে—তোমরা আপন বেশ ভূষায় সজ্জিত হও—প্রকৃতি সতী এখনই ভুবন—মোহিনী রাজ রাজেশ্বরী রূপ নিয়ে পূর্ব্ব গগণে দেখা দেবেন—তোমরা বেশ বিন্যাসে আর বিলম্ব করো না। ভাগিরথী যেন অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন,—তাঁর বুকের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে মেয়ে ঢেউগুলি জেগে পরস্পর জড়াজড়ি—ঠেলাঠেলি কচ্ছে—কখন বা আহ্লাদে কুল কুল করে হেসে—ভাগিরথীর ঘুম ভাঙচ্ছে। চন্দ্রদেব আকাশে বসে আছেন—আকাশ নক্ষত্র বুকে করে যেন শূন্যে স্থির হয়ে আছে। এমন সময় তারা দুজনে দুদিকে চলে গেল।

প্রেম স্তবক।

—:০:—

রুগ্ন-শয্যা।

কেঁদ না কেঁদ না আর ভেস না নয়ন জলে,
নিদয় বিধাতা কিরে, ভাসালে নয়ন নীরে।
নয়ন চকোর ওই, বৃথায় সৃজিয়াছিলে!

বিজয়সিংহ।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—একটী ঘরে সামান্যরূপ আলো জলছে—কোন স্থানে কোন প্রকার শব্দ কি সাড়া নাই—একখানি খাটিয়াতে একটী যুবতী অচেতন ভাবে শুয়ে আছে—পার্শ্বে প্রবীন বয়স্ক পাকাদাড়ী বিশিষ্ট একটী লোক সেই যুবতীর মুখ পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। যুবতী অত্যন্ত পীড়িতা—ডাক্তার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন—বিছানার পার্শ্বে একটী ছোট রকম শিশি—একটী গ্লাস—একটী জল পাত্র রয়েছে। যুবতী থেকে থেকে কেঁপে উঠছে—কখন কখন বা এলোমেলো বকছে—ডাক্তার মধ্যে মধ্যে এসে হাত দেখে যাচ্ছেন—পার্শ্বস্থ প্রবীন সতৃষ্ণভাবে ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—"এখন কি রকম দেখ্‌ছেন।" "এখনো কিছুই বলা যায় না—আজ রাতটা কেটে গেলে তবে সে কথা।" প্রবীন ব্যক্তির মুখ মলিন—দৃষ্টি চঞ্চল—বোধ হলো ডাক্তারের কথা শুনে আরো যেন দুঃখিত হলেন। ডাক্তার হাত দেখে বাইরে যাবার সময় বলে গেলেন—"খুব সাবধান—রোগীকে যেন উঠ্‌তে দেওয়া না হয়—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াতে কোন রকমে যেন তাচ্ছিল্য না হয়—আর ঐ যে মলম আছে—তা বেশ করে গলায় যেন দেওয়া হয়। গলার ঘায়ের জন্য তত ভয় নাই—এখন এই জ্বরের শেষ অবস্থাই প্রধান ভয়ের কারণ।" এই কথা বলে ডাক্তার চলে গেলেন। প্রবীন লোকটী ডাক্তারের কথানুসারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াচ্ছেন—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর কোন কথা না শুনে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"অরবিন্দা এখন কেমন আছ? পূর্ব্ব অপেক্ষা কি কিছু আরাম বোধ হচ্ছে?" কোন উত্তর নাই—প্রবীন যুবতীর চোক দিয়ে এক বিন্দুর পর আর এক বিন্দু—এই রকম করে ফোটা

ফোটা জল গড়িয়ে পড়্তে লাগ্ল—তিমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্তে লাগ্‌লেন—আমি সংসার ত্যাগী—এ সংসারে আমাকে কাঁদাতে পারে এমন আপনার লোক কেও নাই—আমি সকল মায়া—সকল স্নেহ—সকল ভালবাসা ত্যাগ করেও এক উদাসিনীর মায়াতে শেষকালে আমাকে কাঁদ্‌তে হলো—এর যেরূপ অবস্থা এ দেখেই বা কেমন করে পাষণ্ডের ন্যায়—এই হাঁসপাতালে ফেলে যাই? যেরূপ গলা কেটে বসেছে—এতে এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া পুনর্জ্জন্ম—সেই খণ্ডগিরির নিকট একবার অনেক করে সেই দস্যুদের হাত হতে একে উদ্ধার করি—শত্রুরা যে আবার এরূপ চক্র করে—সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র কর্‌বে—তা আর মনে বিশ্বাস ছিল না—যা হোক পুলিসের অনুগ্রহে যদিও দুরাচারদের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে—কিন্তু এ যাত্রা যে উদাসিনীর জীবন রক্ষা পাবে—এরূপ আশা নাই। আমি উদাসিনীকে আপন কন্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি—আমার নিজের যদিও সন্তানাদি নাই—কিন্তু সন্তান বাৎসল্যে যেরূপ কষ্ট পেতে হয়—ঈশ্বর সে কষ্ট হতে আমাকে বঞ্চিৎ করেন নাই—ঈশ্বরের নিয়ম কারো লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা নাই—সুতরাং তিনি অন্যসূত্র অবলম্বন করিয়ে—এই মায়াময় সংসারে জড়িয়ে ফেলেছেন—এ সংসার অতি ভয়ানক স্থান—যদিও দেখছি সংসারের সমুদায় ব্যাপার ভোজবাজী—মহামায়ায় আচ্ছন্ন—মনুষ্যগণ কর্ম্মসূত্রে পরস্পর জড়িত—সেই মায়াজাল ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—যোগী বল—ঋষী বল—তপস্বী বল সংসারে থেকে সংসার ত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কর সাধনা। এ সংসারে কেমন যে একটা আকর্ষণ—কোন না কোন সূত্র দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট রাখ্‌বেই রাখ্‌বে—জানছি সংসার অনিত্য—দেখ্‌ছি সংসারের সকল কাজ ছায়া বাজী—দেখছি সংসার একটী পান্থশালা বিশেষ—পাখী সকল যেমন সন্ধ্যাকালে নানা দিক দেশ হতে উড়ে এসে—কোন একটী বৃক্ষে রাত্রি কাটায় এবং প্রভাত হলে যেমন চারিদিকে উড়ে যায়—এ সংসারও আমাদের পক্ষে তাই। আমরা কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি—আবার কবে এস্থান ত্যাগ কর্‌তে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যখন এরূপ সম্বন্ধ তখন আমরা সংসারের মায়ায় কেন যে ভুলে থাকি—তা বুঝতে পারি না। আমি এই পুরুষোত্তম ধামে তীর্থ কর্‌তে এসেছি—এখানে রত্ন বেদিতে দীন বন্ধুকে দেখে প্রাণ শীতল কর্‌ব—মনের পিপাসা পূর্ণ কর্‌ব—জীবনের আশা সফল কর্‌ব—কিন্তু মনে ভাবা যায় যা—ঘটনায়

হয় অন্যরূপ। নতুবা এখানে যে, অরবিলার এরূপ মুমুর্ষুদশা দর্শন কর্ব— এ মনে আশাও করি নাই। আমি ছিলেম বা কোথা—কর্ম্মসূত্রে আবার কোথা এসে উপস্থিত কল্লে—আর কত দিনই এখানে থাক্‌ব?—কাশীধামে একবার সত্বর না গেলে নয়—সেখানে অনেক কাজ আছে?" বাপুদেব শাস্ত্রী এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা কচ্ছেন—আর উদাসিনীর মুখখানির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি রাখ্‌ছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আবার উচ্চৈঃস্বরে "অরবিলা" "অরবিলা" বলে উদাসিনীর নাম ধরে ডাকৃতে আরম্ভ কল্লেন। কএকবার চীৎকারের পর উদাসিনী একবার চোক মেলিলেন—লজ্জাবতী লতার দল যেমন মানুষ্যের স্পর্শে মুদিত হয়—সেইরূপ উদাসিনীর চোকের পাতা আবার মুদিত হলো— মুখখানিতে এক প্রকার অব্যক্ত কষ্টের ভাব প্রকাশ দেখা গেল—তাঁর অন্তরে যেন অনেক বল্‌বার কথা আছে—কিন্তু কিছুই প্রকাশ কর্‌তে পাল্লেন না— মনের কথা মনেই থাক্‌ল।—বাপুদেব শাস্ত্রী আবার ঔষধ খাইয়ে দিলেন— গায়ে হাত দিয়ে দেখেন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে ক্রমে শরীর গরম হয়ে আস্‌ছে— নাড়ীর গতি অনেক ভাল—ডাক্তার যে যে রকম বলে গ্যাছেন—তিনি প্রাণপণে সে গুলি কচ্ছেন—কোনটীরও অন্যথা হচ্ছে না।

বাপুদেব শাস্ত্রী উদাসিনীর পাশে বসে একমনে শুশ্রূষা কচ্ছেন—এমন সময় ডাক্তার এসে আবার রোগীর হাত দেখ্‌ছেন—এবার ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে বাপুদেব শাস্ত্রীর মনে কিছু সাহস হলো—তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এবার দেখছেন কেমন?" ডাক্তার বল্লেন—"বোধ হয় জগদীশ্বর এ যাত্রা রক্ষা কল্লেন—যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি এতে ভয় অল্পই আছে—ক্রমেই রোগীর অবস্থা ভাল। যা হোক শীঘ্র আরাম হলে বাঁচি—মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুবেলা লোক পাঠাচ্চে—সরকার হতে এঁর আরামের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হয়েছে—ইনি আরাম না হলে—এঁর জবানবন্দী নেওয়া না হলে— সেই দস্যুদের বিচার শেষ হচ্ছে না—ডাকাতেরা সকলেই হাজতে আছে। কি উপায়ে একে ধরে নিয়ে যায়—ইনি তাদের বিষয় কি কি জানেন—সমুদার না প্রকাশ হলে বিচার হওয়া কঠিন।"

"কেন ইনি যে সময় পুলিসের হাতে পড়েন—তখন কি এর জবানবন্দী নওয়া হয় নাই?—"

ডাক্তার। যে সময় উদাসিনী পুলিসের হাতে উপস্থিত হন—তখন এঁর ভয়ানক অবস্থা—সম্পূর্ণ অচেতন—গলার কতক অংশ কেটে রক্তের নদী

খেল্‌ছে—সেই অবস্থায় পুলিস এঁকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে উপস্থিত করে। সেই পর্য্যন্ত এখানে চিকিৎসা হচ্ছে—কাটাঘায়ের আতঙ্কে এই ভয়ানক জ্বরবিকার উপস্থিত। যা হোক এখন যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি—তাতে বোধ হয় মহাপাপী দস্যুগণের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার জন্য ঈশ্বর এঁর জীবন এ যাত্রা নষ্ট কল্লেন না। নতুবা যেরূপ অবস্থা হয়েছিল—এতে রক্ষার আশা অতি অল্পই—তবে যে এখনো সম্পূর্ণ আরামের পথে এসেছেন—তা নয়—এখন যেরূপ পথে রোগের গতি—তাতে আরাম হওয়াই অধিক সম্ভব।" এই কথা বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

বাপুদেব শাস্ত্রীর চোকে এক বিন্দুও নিদ্রা নাই—তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে—উদাসিনীর জন্য পরিশ্রম কচ্ছেন—কি সে তাঁকে বাঁচাবেন এই আন্তরিক চেষ্টা। এখন ডাক্তারের মুখে একটু ভাল কথা শুনে—তাঁর মনে অনেকটা ভরসা হলো—যে হাত পা যেন ভেঙে পড়্‌ছিল—তাতে আবার বল হলো। মনের বলই মানুষ্যের প্রধান বল—কোন কাজে এক-বারে মন ভেঙে গেলে—সে হাজার বলবানই হোক না কেন—কিছুতেই বল পায় না। বিশেষ যাকে প্রাণের সহিত—আপন সন্তান তুল্য ভালবাসা যায়—তার শেষ দশা;—মৃত্যু শয্যা সম্মুখে বিস্তৃত—জীবন বায়ু মৃদু মৃদু গতিতে সঞ্চালিত—আশা যষ্টি ভঙ্গ প্রায় দেখ্‌লে বুক ভেঙে যায়। সে সময় যে কি ভয়ানক—তখন যে মনের গতি কিরূপ হয়—সংসার যে কিরূপ শূন্য বোধ হয়—এরূপ অবস্থায় যিনি পড়েছেন—তিনিই তা বুঝতে পারেন। বাপুদেব শাস্ত্রী উদাসিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন—আজ যে সেই উদাসিনীর মুমুর্ষ দশা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এতে তাঁর মনে যা হচ্ছে—সে কথা কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। উদাসিনীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখে তাঁর বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়ে আস্‌ছে—তিনি উদাসিনীর অবস্থা আদ্যোপান্ত ভাব-ছেন—আর চোকে জল রাখতে পাচ্ছে না—চোক ফেটে যেন হুহু করে জল পড়ছে। বাপুদেব শাস্ত্রীর অবস্থা দেখলে বাস্তবিক মনে দুঃখ হয়। তিনি এইরূপ অবস্থায় আছেন—এমন সময় উদাসিনী ক্ষীণস্বরে "জল" "জল" বলে উঠলেন! বাপুদেব শাস্ত্রী বুঝ্‌লেন—উদাসিনীর পিপাসা হয়েছে—তখন তিনি অল্প অল্প পরিমাণে মুখে জল দিলেন। তাঁর পিপাসা শান্তি হলো—মুখের অবস্থা দেখে বোধ হলো—পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছেন।

উদাসিনীকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ দেখে—বাপুদেব শাস্ত্রীর মনে কিছু সাহস

হলো—নির্ব্বাণ প্রায় দীপ আবার যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠল—মেঘ ঢাকা সূর্য্য যেন আপন তেজ আস্তে আস্তে বিস্তার কর্‌তে লাগল। বাপুদেব শাস্ত্রীর চকের জ্যোতি আবার স্থির ভাব ধারণ কল্লে—তাঁর হৃদয়ে যে আঁধার গাঢ়ভাব হয়ে উঠ্‌ছিল—তা যেন পাতলা হতে লাগল। তাঁর আশা তরি যেন নিরাশা সাগরে আবার ভেসে উঠ্‌ল—অকুল সাগরে আবার আশ্রয় দ্বীপ দেখতে পেলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী এখন বুঝতে পাল্লেন—ডাক্তার যেরূপ লক্ষণ বলে গ্যাছেন—সে লক্ষণ অনুসারে অরবিলা এ যাত্রা রক্ষা পাবে। আহা! আমার অরবিলার কি ভয়ানক দশা উপস্থিত হয়েছে। দুরাচার দস্যুগণ না কর্‌তে পারে এমন গর্হিত কাজই নাই। নতুবা যে সংসার ত্যাগিনী—পবিত্রভাবে তীর্থ দর্শন কর্‌তে জীবন উৎসর্গ করেছে—সংসারের কুটিলতা—মলিনতা—অপবিত্রতা কিছুই জানে না—তার ভাগ্যে এরূপ অত্যাচার—এরূপ যন্ত্রণা—এরূপ নৃশংস ব্যবহার কেন? এ সংসারের বিচার নাই—যদি সংসারের বিচার থাক্‌ত—যদি গুণের পুরস্কার হতো—যদি মনুষ্য জীবনে সুখ থাক্‌ত—তা হলে আজ অরবিলাকে এরূপ ঘোর অত্যাচার সহ্য করে—সামান্য লোকের ন্যায়—অনাথের ন্যায়—আশ্রয় শূন্যের ন্যায় এই স্থানে মুমূর্ষু দশায় উপস্থিত হতে হতো না। যেরূপ অবস্থা উপস্থিত—এ অবস্থায় সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু মুখ তুলে না চাইলে আর কে রক্ষা কর্‌বে? আমি সংসারের বিচার দেখলেম—মনুষ্য চরিত্রের কুষ্ঠি গণনা করে দেখলেম—ঘটনা স্রোতের প্রতি লক্ষ করে জান্‌লেম—এ পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান;—এস্থানে মানুষ্যের আশা নিবৃত্তি হয় না—কর্ম্ম সূত্রের শেষ সীমা দেখা যায় না—মানব চরিত্রের প্রকৃত ছবি আঁকা যায় না।

বাপুদেব শাস্ত্রী এইরূপ নানা বিষয় মনে মনে চিন্তা কচ্ছেন—কখন বা উদাসিনীর মুখ কমলের দিকে এক একবার স্নেহদৃষ্টি সঞ্চারিত কচ্ছেন—কখন বা উদাসিনীর অবস্থার আদ্যোপান্ত ঘটনা মনে মনে গণনা কচ্ছেন। উদাসিনীর পরিণামে কি হবে—তাঁর জীবন নদী কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে—তাঁর দুঃখের অন্ধকারময়ী রাত্রি কি উপায়ে প্রভাত হবে—এই ভাবনায় তাঁর প্রশান্ত অন্তঃকরণ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। মনে মনে নানা প্রকার কল্পনার ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌লেম। এখন কি করি—কোথা যাই—এরূপ অবস্থায় উদাসিনীকে ফেলেই বা কেমন করে যাই। যাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—যার জন্য এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নানা দেশ, নানা স্থান

ভ্রমণ কচ্ছি—যাকে আপন কন্যা অপেক্ষা অধিক প্রিয় পদার্থ জ্ঞান করে থাকি—যে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার একমাত্র আশা ভরসা ও সুখের ধ্রুবনক্ষত্র—যার মুখ দেখে এই মায়াময় সংসারে জড়িত হয়ে আছি—কোন্ প্রাণে—কোন্ ধর্ম্মে—কোন্ আচরণে তাকে ত্যাগ করে—অন্তস্থানে চলে যাব? আমি বড় কঠিন অবস্থায় পড়্লেম—এখানে অরবিলার এই অবস্থা—ওদিকে কাশী হতে যে সংবাদ এসেছে—সেখানে না গেলেও নয়। যাই হোক অরবিলা একটু সুস্থ না হলে এখান হতে যাওয়া হবে না। বাপুদেব শাস্ত্রী এইরূপ ভেবে চিন্তে আপাততঃ না যাওয়াই স্থির কল্লেন।

উদাসিনীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে কিছু ভাল হয়ে এলো—পুনর্ব্বার ডাক্তার এসে হাত দেখ্লেন—এবার ডাক্তারের মুখে আহ্লাদের চিহ্ন দেখা গেল—তাঁর মুখের ভাব দেখে বোধ হলো যে জন্য তিনি এত পরিশ্রম—এত কষ্ট—এত চিন্তা কচ্ছিলেন তা বুঝি সফল হলো দেখে—তাঁর মনের ভাব মুখে দেখা দিচ্ছে। বাপুদেব শাস্ত্রী ডাক্তারকে প্রফুল্ল দেখে বল্লেন—"বোধ হয় আপনার আশঙ্কা অনেকটা কমে এসেছে।" ডাক্তার এবার হাস্যমুখে উত্তর দিলেন—"বাস্তবিক আমার মনে অত্যন্ত ভয় হয়েছিল—এই রোগীটীকে আরাম করতে পাল্লে—ভবিষ্যতে আমার বিস্তর লাভের আশা আছে—কর্ত্তব্য বোধে যে পরিমাণে চিকিৎসা করা উচিত—তা অপেক্ষা শত গুণ পরিশ্রমে আমি এঁর চিকিৎসা কচ্ছি। এখন রোগীর যেরূপ অবস্থা—নাড়ীর যেরূপ গতি—মুখের যেরূপ চেহারা—এতে নিশ্চয় বল্তে পারা যায় আর কোন ভয় নাই। এখন রোগী চিকিৎসার মধ্যে এসেছে। উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য দিলে এ যাত্রা রক্ষা পাওয়ারই সম্ভব। যা ভয়ের কারণ ছিল—তা অতীত হয়েছে—এখন সামান্য ঔষধ ও উপযুক্ত পথ্য দিলে অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্বে। আপনি আর চিন্তিত হবেন না—এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন—আমি সুস্থ করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যেন উপস্থিত করতে পারি। এঁর জবানবন্দির জন্য সেই দুরাচার দস্যুদের বিচার বন্ধ আছে। তাদের বিচারের নিমিত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত পীড়াপীড়ি কচ্ছেন।

অষ্টম স্তবক।

—:•:—

আবার নির্ব্বাণ দীপ জ্বলিল।

অন্ধকার হইতে যেমন, আলোতে প্রফুল্ল হয় মন,
ভূমিতল তেয়াগিয়া, এখানে আসিয়া হিয়া,
হরষিল মোদের তেমন।

নিবাতকবচ বধ।

মেঘ নির্ম্মুক্ত চাঁদের ন্যায়—উদাসিনী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন—শরীরের লাবণ্য যেন আবার নূতন মূর্ত্তি ধরে তাঁর দেহে প্রকাশ হতে লাগল—একটু একটু করে আবার বল পেতে লাগ্‌লেন—সেই শত দলের ন্যায় মুখখানি আবার ঢল ঢল করে হেসে উঠ্‌তে লাগল গলার ঘা অনেকটা ভাল হয়ে এসেছে। উদাসিনী কবে যে ডাক্তার খানায় এসেছেন—তাঁর পীড়া যে কতদূর বেড়ে উঠেছিল—এখানে যে কার সাহায্যে কিরূপ চেষ্টায় রোগের হাত হতে মুক্তি লাভ করেছেন—তা ভাল করে মনে করতে পার্‌তেন না। বাপুদেব শাস্ত্রী যে তাঁর রোগ শয্যায় সেবা শুশ্রূষা কর্‌তেন—সে কথা যদিও সম্পূর্ণরূপে এখনো মনে হচ্ছে না—তবু এমন একটী কথা মনে হয় যে তাঁর গুরুদেব যেন পীড়ার অবস্থায় কাছে থাক্‌তেন। কখন কখন ভাবতেন গুরুদেব এসে তাঁর সেবা কর্‌তেন—কখন ভাবতেন বাস্তবিক গুরুদেব তাঁর সেই অবস্থায় নিকটে আসেন নাই—তবে রোগের অবস্থায় গুরুদেবের ন্যায় বোধ হতো। উদাসিনী বাপুদেব শাস্ত্রীর কথা ভাল করে মনে কর্‌তে পার্‌তেন না বাপুদেব শাস্ত্রী তাঁর অবস্থা কিছু ভাল দেখে তাঁর নিকট হতে কাশী চলে যান—তিনি কেন যে কাশী যান—উদাসিনীকে না বলে—সেরূপ ভাবে যাবার কারণ জানবার কোন উপায় নাই। সেই খণ্ডগিরির জঙ্গলে দস্যুদের হাত হতে উদাসিনীকে উদ্ধার করে—সেই রাত্রে পেনসিলে একখানি পত্র লিখে চলে যান—সেই পর্য্যন্ত উদাসিনীর সঙ্গে দেখা করেন নাই। তাঁর পীড়ার অবস্থায় পুনর্ব্বার ডাক্তারখানায় এসে সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন। ডাক্তারখানায় উদাসিনী যে এরূপ

অবস্থায় চিকিৎসা হচ্ছেন—একথা তিনি কিরূপে জান্‌লেন, জান্‌তে সকলেরই ইচ্ছা হয়।

বাপুদেব শাস্ত্রী জান্‌তেন, উদাসিনীর কিরূপ অবস্থা হয়েছে—তিনি রোগের সময় তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ—ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান—যিনি একবার তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ—কিম্বা কথোপকথন করেন—তিনি আর তাঁর সঙ্গ ত্যাগ কর্ত্তে পার্ত্তেন না—তাঁর মিষ্ট কথার সদালাপে অতি যে পাষণ্ড, তারও মন গলে যেতো। একদিন তিনি সদররাস্তার ধারে—একটী গাছতলায় একখানি মৃগচর্ম্ম পেতে বসেছিলেন,—তাঁর সেই প্রশান্ত মূর্ত্তিতে সে স্থান উজ্জ্বল হয়েছিল—সেই সময় যে সকল লোক সেই পথে যাতায়াত কচ্ছিল,—সে একবার তাঁর কাছে না বসে—কথাবার্ত্তা না বলে, অমনি যেতে পার্ত্তেন না। যে ডাক্তার উদাসিনীকে চিকিৎসা করেন—তিনিও সেই সময় সেই পথ দিয়া যাচ্ছিলেন—ডাক্তার বাবুটীর বয়স কিছু অধিক হয়েছে—অল্প বয়সে লোকের যেমন ধর্ম্মবিষয়ে মন থাকে না—সংসারের কিছুই গ্রাহ্য করে না,—সর্ব্বদা বয়সের গর্ব্বে উন্মত্ত থাকে—কিন্তু একটু বয়স বেশী হলে, আর সে ভাব থাকে না—তখন ধর্ম্মবিষয়ে মন যায়—সাধু দেখলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়,—ডাক্তার বাবুরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়েছিল। ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বদা তাঁর মতি দেখা যেতো। রথের সময় শ্রীক্ষেত্র নানা স্থানের সন্ন্যাসী—যোগী উদাসীন প্রভৃতি লোকের সমাগত হতো। ডাক্তার বাবু প্রতিবৎসরই দুই একটী পুরুষ দেখ্‌লেই, অতি যত্নের সঙ্গে আপন বাসায় আনতেন এবং সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করে সময় কাটাতেন। আজ বাপুদেব শাস্ত্রীকে দেখে সহসা তাঁর মন ফিরে গেল—তিনি তাঁর নিকটে গিয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে আলাপ কল্লেন। তিনি বাপুদেব শাস্ত্রীকে দেখে যেরূপ সুখী হয়েছিলেন—আলাপ করে ততোধিক আহ্লাদিত হলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝ্‌লেন, এ লোকটী সামান্য সন্ন্যাসী কিম্বা উদাসীর ন্যায় নহে। এঁকে কাছে রাখ্‌তে পাল্লে, অনেক পরমার্থ তত্ত্ব জানতে পার্ব্ব। এই ভেবে তিনি তাঁকে আপন বাড়ী আন্‌বার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কিছুতে সে কথায় সম্মত হন না। অবশেষে বিস্তর সাধ্য সাধনায় বাপুদেব শাস্ত্রীকে আপন বাটীতে আনেন।

ডাক্তার বাবু কাজকর্ম্ম সেরে—তাঁকে নিয়ে নানা প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে

আলোচনা কর্ত্তেন। এইরূপে বাপুদেব শাস্ত্রী কিছুদিন ডাক্তার বাবুর বাটীতে থাকেন। একদিন ডাক্তার বাবুর সঙ্গে তিনি হাঁসপাতাল দেখতে আসেন। ডাক্তরখানায় কি রকম চিকিৎসা তা দেখবার জন্য বাপুদেব শাস্ত্রীর মনে বড় ইচ্ছা হয়, সেই জন্য ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সেখানে যান। ডাক্তারখানায় রোগী দেখতে দেখতে একটী ঘরে প্রবেশ করেন। বাপুদেব শাস্ত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন,--তাঁর সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যাসদৃশ উদাসিনী সেইরূপ ঘোরতর বিকারের অবস্থায় পতিত। নিকটে অন্য লোকজন কেহ নাই—নিতান্ত দরিদ্রার ন্যায় সামান্য একটী খাটিয়াতে শয়ন করে আছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী উদাসিনীর নিকটে গিয়ে দুঃখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁর সেই স্থির-সমুদ্রের ন্যায় হৃদয় একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। চোক দুটী জলে টস্ টস্ কর্ত্তে লাগল,—কি যে কর্ব্বেন,—কিছুই স্থির কর্ত্তে পারেন না। যদিও বাপুদেব শাস্ত্রীর মন এত চঞ্চল হয়েছে,—কিন্তু বাহ্য চেহারা অনেকটা স্থির রেখেছেন,—হঠাৎ কেহ যে কিছু দুঃখের ভাব বুঝবেন,—সে যো ছিল না। তিনি ডাক্তার বাবুকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা কল্লেন। ডাক্তার এক এক করে দস্যুদের হাত হতে পরিত্রাণ—পুলিসের ব্যাপার সমুদয় বল্লেন। তখন বাপুদেব শাস্ত্রী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন,—"রোগীটীকে দেখে কেমন যে আমার মন চঞ্চল হয়েছে—তা বল্‌তে পারি না। লোকের আপন পুত্র কন্যা পীড়িত হলে যেমন কাতর হয়,—সেইরূপ আমার মন কাতর হয়েছে। এখন এর রোগ মুক্ত হওয়ার উপায় কি?" ডাক্তার বলেন,—"এখানে যেরূপ চিকিৎসার সুব্যবস্থা—তাতে কোন প্রকার ক্রটী হবে না--তবে রোগীর অবস্থা বড় কঠিন—অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এসেছে—সেই পর্য্যন্ত অজ্ঞানই আছে। অনেক প্রকার ঔষধ দেওয়া হচ্চে,—আমি বিশেষ যত্ন করেও দেখ্‌ছি—যত্নের একটু বিশেষ কারণও আছে।" ডাক্তারের কাছে যতটুকু শুনলেন—তাতে বাপুদেব শাস্ত্রী স্পষ্টই বুঝতে পাল্লেন,—ডাক্তার প্রাণপণে চিকিৎসা কর্ব্বেন,—তবে এখন রোগীর অদৃষ্ট। পরমায়ু শেষ হলে, কেহই রক্ষা কর্ত্তে পারে না—বিধিলিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য? বিধাতা যার অদৃষ্টে যেরূপ সুখ দুঃখের ঘটনা লিখে রেখেছেন—কে তার এক চুল অন্যথা কর্ত্তে পারে? জীবন, মরণ, সুখ, দুঃখ সমুদয়ই মনুষ্যের কর্ম্মসূত্রে গাঁথা আছে,—মনুষ্য সেই বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সে যা হোক, অরবিলার উপস্থিত

অবস্থা অতি ভয়ানক এ অবস্থায় একে এরূপ একা রেখে যাওয়াও তো আমার উচিত হয় না। অরবিলার সহিত যে আমার কোন আলাপ পরিচয়—কিম্বা জানা শুনা আছে—একথা ডাক্তারের কাছে কিছুতেই প্রকাশ করা হবে না অথচ যাতে আমি অরবিলার কাছে থেকে এর সেবা শুশ্রূষা করতে পারি তারও একটা উপায় কর্‌তে হবে। বাপুদেব শাস্ত্রী এইরূপ মনে মনে স্থির কচ্ছেন—এমন সময় ডাক্তার বল্লেন—"প্রভু রোগীর অবস্থা দেখলে মনে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। দেখুন আমরা ত্রিসন্ধ্যা নানা প্রকার রোগী দেখ্‌ছি—কত রকম রোগী দেখে—কত রকম যাতনাদায়ক মৃত্যু দেখে দেখে আমাদের হৃদয় অসাড় হয়ে গ্যাছে—কিন্তু এ রোগীটীর অবস্থা দেখে কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না।"

আর একটী কথা আপনাকে না বলে থাক্‌তে পারলেম না। এখানে নানা রকমের রোগী এসে থাকে বটে—কিন্তু এমন রূপবিশিষ্টা রোগী অতি অল্পই দেখা যায় কি না সন্দেহ। আমার বিশেষ আশ্চর্য্য এই পূর্ণ-যুবতী একা যে কি সাহসে এদেশে উপস্থিত হয়েছে—কি প্রকারেই যে দস্যুদের হস্তে পড়েছিল—কোন দেশে যে বাড়ী—এবং এই অল্প বয়সে যে কেনই বা সংসারাশ্রম ত্যাগ করে এই যৌবন বয়সে যোগিনী বেশে বেড়াচ্ছে তার কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আকার প্রকার দেখেও সামান্য বংশীয়া বলে বোধ হয় না। পদ্মরাগ মণি ধুলো মাখা থাক্‌লেও—তার উজ্জ্বলতা যায় না—সেইরূপ এত কষ্ট উপস্থিত—এর মধ্যেও মহত্ত্বের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। কোন্ মহৎ বংশে যে এঁর জন্ম—এই অল্প বয়সে কেনই বা এরূপ উদাসিনী বেশ—ইটা জান্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল—যদি এর কোন রকম কথা বল্‌বার ক্ষমতা থাক্‌ত—তা হলে আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদয় হয়েছে—এক এক করে সমুদায় গুলিই জিজ্ঞাসা করতেম।"

ডাক্তারের কথা শুনে বাপুদেব শাস্ত্রী এইমাত্র বল্লেন—"এ যে কোন ভদ্র বংশে জন্মেছে—সে পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেও জান্‌তে পারা যাচ্ছে। বোধ হয় কোন গূঢ় কারণ বশতঃ ইনি এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়ে থাক্‌বেন—এ পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান—সংসার যে কখন কারে কিরূপ অবস্থান নিয়ে যায়—ঘটনা স্রোতে—নানা প্রকার যোগাযোগে—পৃথিবীর বক্রগতিতে প্রতিনিয়তই মানুষকে নানা অবস্থায় উপস্থিত করে।"

বাপুদের শাস্ত্রীর কথা শুনে ডাক্তার আবার বল্লেন,—"আপনার কথা যথার্থ বটে—কিন্তু কেমন মানুষের মনের দুর্ব্বলতা যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর কারণ শুন্‌তে না পাব—ততক্ষণ কিছুতেই যেন মন স্থির হচ্ছে না—লোকে যে বয়সে সংসারের সুখ অনুসন্ধান করে থাকে—সে বয়সে ওরূপ দেখ্‌লে বস্তুতঃই মনে নানা প্রশ্ন উদয় হয়। বয়স—চেহারা দেখ্‌লে—যেরূপ বড় ঘরের কন্যা বোধ হয়—তাতে যে এরূপ অবস্থায় একাকিনী বিদেশে আস্‌বেন এও একরকম অসম্ভব। ডাক্তারের কথার ভাবে বুঝা গেল—উদাসিনীর পরিচয় জান্‌বার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত চঞ্চল—তিনি সে চাঞ্চল্য—বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকট প্রকাশ না করে থাক্‌তে পাল্লেন না। বাপুদেব শাস্ত্রী ডাক্তারের কথা শুনে অল্প হেসে বল্লেন—"যদি এই ভদ্রবংশীয়া মহিলা—আত্ম পরিচয় দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন—তবে সে কথা বারবার জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয়। কারণ সে পরিচয় প্রকাশ করায় যদি এঁর কোন অসুবিধা হওয়ার সম্ভব থাকে—তবে সে অসুবিধায় ফেলা—ভদ্রলোকের শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।"

বাপুদেব শাস্ত্রীর কথায় ডাক্তারবাবু একটু যেন অপ্রতিভ হলেন—তিনি উদাসিনী সম্বন্ধে আর কোন কথা বলতে সাহসী হলেন না—তাঁর মনের যা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল—সে সব মনে মনেই চেপে রাখ্‌লেন। তখন তাঁদের আর আর বিষয়ের কথা বার্ত্তাচলতে লাগ্‌ল।

এইরূপ করে দুই একদিন কেটে গেল—উদাসিনী আবার আপন হারানো রূপ যেন কুড়িয়ে পেতে, লাগ্‌লেন—তাঁর আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারেরও মনে আহ্লাদ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব রোগীকে আরাম হতে দেখ্‌লে খুসি হবেন—তাঁর প্রতি হুজুর অনুগ্রহ দৃষ্টি করবেন—ডাক্তারবাবু জান্‌তেন হাজার ভাল কাজই কর—হাজার পরিশ্রমই কর—হাজার প্রাণ-পণ কর—উপরওয়ালার কৃপা ভিন্ন যে সমুদায় বৃথা—সমুদায় পণ্ডশ্রম—সমুদায় অনর্থ—তা বলা বাহুল্য।

উদাসিনীকে আরোগ্য হতে দেখে—ডাক্তার যেমন আহ্লাদিত হতে লাগ্‌লেন—বাপুদেব শাস্ত্রীর মনের আহ্লাদ যে তা অপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি হতে লাগল—ডাক্তারবাবু সে ভাব বুঝতে পারেন নাই—বাপুদেব শাস্ত্রী যে সময় সময় উদাসিনীর শয্যা পাশে বসে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতেন—অজ্ঞান অবস্থায় যে ঔষধ সেবন করাতে বসে থাক্‌তেন—ডাক্তারবাবুও

তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারেন নাই। তিনি জান্তেন বাপুদেব শাস্ত্রী অত্যন্ত দয়ালু—রোগীর অবস্থা দেখে তাঁর মনে স্নেহের সঞ্চার হওয়াতে তিনি সন্তান বাৎসল্যে তাঁর সেবা কর্‌তেন। ডাক্তারের মনে আর একটী আহ্লাদের কারণ এই যে—রোগীর প্রতি তাঁর যেরূপ স্নেহ—সে স্নেহে তিনি রোগীকে ছেড়ে যেতে পার্‌বেন না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ আরোগ্য পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌বেন—এতদিন এখানে থাকা হলে—ওঁর কাছে অনেক পরমার্থ তত্ত্ব জান্‌তে পারব। বাস্তবিক বাপুদেব শাস্ত্রী যে উদাসিনীকে অত্যন্ত ভাল বাস্‌তেন—ডাক্তার সে বিষয় বেশ করে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। ডাক্তার বাবু যদিও বুঝেছিলেন বাপুদেব শাস্ত্রী উদাসিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন—কিন্তু তাঁদের পরস্পর যে জানা শুনা আছে—তা আর বুঝ্‌তে পারেন নাই।

উদাসিনীর অবস্থা ভাল দেখে ডাক্তারবাবু মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট পাঠালেন—উদাসিনী ভাল হলে—দস্যুদের মোকর্দ্দমা হবে—মোকর্দ্দমার কি হয়—তা জানবার জন্য সকল লোকেই উৎসুক রয়েছে—পাপির উপযুক্ত সাজা হবে—উদাসিনীর মুখ হতে অনেক গুপ্তকথা প্রকাশ হবে—এই সকল জানবার জন্য সকলেই প্রতীক্ষা কচ্ছে—কিন্তু উদাসিনী এ সকল কথার বাষ্প বিসর্গও জানেন না—তিনি দিন দিন সুস্থ হয়ে আস্‌ছেন সত্য বটে—কিন্তু সেই সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আবার নানা রকম চিন্তা—নানা রকম কথা—নানা রকম অবস্থা মনে হতে লাগ্‌ল। নিদ্রা ভঙ্গ হলে যেমন স্বপ্নাবস্থার কথা সকল অসংলগ্নরূপে মনে হয়—যা মনে হয়—তারও আবার আগাগোড়া ঠিক থাকে না—উদাসিনীরও মনে সেইরূপ এক একটা কথা মনে হচ্ছে বটে—কিন্তু তার কিছুই মীমাংসা হচ্ছে না। বাপুদেব শাস্ত্রী যে তাঁর পীড়ার অবস্থায় কাছে এসেছিলেন—অনেক করে ভেবে চিন্তে সে কথা স্থির কর্‌তে পাচ্ছেন না। কখন কখন ভাব্‌তেন—তাই তো আমার মনের এরূপ ভ্রম হলো কেন—গুরুজীর কথা এক একবার মনে হচ্ছে—আর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।" তিনি এইরূপ পাঁচ রকম ভাবছেন—ভাবতে ভাবতে কোন বিষয়ই ঠিক কর্‌তে না পেরে—স্থির কল্লেন—এ দুর্ব্বলাবস্থায় অধিক চিন্তা করা ভাল নয়। শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই—আবার যদি অসুখ বাড়ে—তবে ভুগ্‌তে হবে। এইরূপ মনে মনে স্থির করে—অপর একটী ঘরে উঠে গেলেন।

নবম স্তবক।

—:০:—

নূতন ঘটনা।

আর শিশু আমি নাইরে এখন,
ফুরাইয়ে গিয়েছে স্বরগ স্বপন,
সুধার সাগরে উঠিছে গরল,
জীবন যন্ত্রণাময়,
আর ত্রিভুবন নাই আঁধিকারে,
একেলা পড়িয়া আছি একধারে;
তোমারই পৃথিবী, তোমারই আকাশ,
কিছুই আমারি নয়!

নারী-দেবী।

দুই এক দিন করে ক্রমে ক্রমে দিন যেতে লাগ্‌ল—যত দিন যায়—ততই মানব্যের মনে নানা ভাব উপস্থিত হয়—ঘটনা সকল আবার নূতন ভাব ধারণ করে—কত দিকে কত পরিবর্ত্তন হয়। যে উদাসিনী এত দিন রুগ্ন শয্যায় ছিলেন—তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে বসলেন—ডাক্তার রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা—মাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখে পাঠালেন। মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে দিন রিপোর্ট পাঠাবার কথা হয়—সেই রাত্রে বামদেব শাস্ত্রী—ডাক্তার বাবুকে কিছু না বলে—কোথা চলে যান। ডাক্তারবাবু সর্ব্বদা তাঁকে চোকে চোকে রাখ্‌তেন—কোন রকম যত্ন—কি আদরের একটুও ত্রুটি হতো না—গুরুদেবের ন্যায় তাঁকে ভক্তি কর্‌তেন—এত ভক্তিতেও তিনি যে কেন কাউকে কোন কথা না বলে চলে গেলেন—এর মর্ম্ম কিছুই প্রকাশ হয় নাই। কেহ কেহ বলতে লাগল—তিনি সিদ্ধপুরুষ—সংসার মায়া ত্যাগ করেছেন—গৃহস্থ আশ্রমে থাকবেন কেন?—যাঁরা একবার সংসার মায়া ত্যাগ করেছেন—তাঁদের সংসারে রাখা বড় কঠিন ব্যাপার—সংসারী ব্যক্তির পক্ষেই সংসার অতি মধুর—সে ব্যক্তি সে মধুরতা কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না—তার মন সংসার মায়ায় এরূপ মুগ্ধ যে সংসার ত্যাগ কর্‌তে হবে মনে হলেই—তার যেন বুক ফেটে যায়—চোকে আঁধার দেখে—

কিন্তু সংসারত্যাগীর ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বাপুদেব শাস্ত্রী যে অতি প্রশান্তভাবের লোক—তাঁর হৃদয় যে অতি গভীর—ধর্ম্মশাস্ত্রে যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি—পরমার্থ তত্ত্বে যে তিনি উন্মত্ত—তা কাউকে বলে দিতে হয় না—যিনি একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন—তিনিই সে ভাব বুঝতে পারেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর গোপন ভাবে চলে যাওয়ার কারণ প্রকাশ না হওয়াতে—কত লোকে কত কথা মনে করতে লাগিল—কেহই প্রকৃত কারণ বলতে পাচ্ছে না—কি উপায়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে—কি উপায়ে আবার তাঁর কাছে বসে শাস্ত্র কথা সকল শুনবে—এই দুঃখে সকলই দুঃখিত। ডাক্তার বাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন—বোধ হয় কোন রকম যত্নের ত্রুটি হয়ে থাকবে—নতুবা সহসা এরূপ ভাবে আমাকে না বলে চলে যাবেন কেন ?

বাপুদেব শাস্ত্রী যদিও উদাসিনীকে ভাল বাসতেন—কিন্তু সে কথা ডাক্তারের সঙ্গে কিছুই প্রকাশ করেন নাই—তবে উদাসিনীকে বিশেষ যত্ন করতেন—সে যত্নের প্রকৃত কারণ এখনো বুঝতে পারেন নাই। বাপুদেব শাস্ত্রী যে রাত্রে ডাক্তারের গৃহ ত্যাগ করে চলে যান—সেই রাত্রে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"রোগী তো আরাম হয়ে উঠল—তাঁকে কি যথার্থই কাছারিতে উপস্থিত হতে হবে?—ইনি স্ত্রীলোক—অল্প বয়স্কা—সংসারের কোন কুটিলতা জানেন না—কোন কথায় কি হয়—সে বিষয়ে কোন বোধ নাই—সুতরাং এঁর কথায় দস্যুদের যে কিরূপ দণ্ড হবে তা বলা যায় না। আপনি যেমন দয়া করে রোগের হাত হতে মুক্ত করলেন—কিন্তু এখন এই মোকদ্দমা হতে কে রক্ষা করবে—একটি গুরুতর ভাবনা। আদালত সকল অতি ভয়ানক স্থান—সেখানে কেবল টাকার খেলা—যে অধিক পরিমাণে টাকা চালতে পারে—তারই জয় জয় কার—যথার্থ বিচার অতি অল্পই হয়ে থাকে—আমি অনেক স্থানের বিচার দেখেছি—অনেক হাকিমের বিদ্যাবুদ্ধি দেখেছি—অনেক মোকদ্দমার দুরবস্থা দেখেছি—কিন্তু অনেক দেখে শুনে মনে এই স্থির বিশ্বাস হয়েছে—এ সংসার অর্থের দাস—অর্থের পদতলে জয় বিজয় বাস করে—দুর্ব্বলের পক্ষে ক জন মুখ তুলে চায়? সংসারে যদি যথার্থ বিচার হতো তা হলে কোন কথায় ছিল না—কিন্তু এ সংসার সেরূপ স্থান নয়—এর ভেক্কী বুঝে উঠা ভার—এ সংসার নরক কুণ্ডে যে কত কীট আছে—এ সংসারে যে

কত হিংস্র লোক আছে—কে যে কি অভিপ্রায়ে কায করে—তা ঠিক করা বড় কঠিন। দস্যুরা যে বিচারকালে কি কথা তুল্বে—আবার যে কি সর্ব্বনাশের জাল ফেল্বে—তা পরমেশ্বরই জানেন। অসহায়া স্ত্রীলোক—তার উপর এত অত্যাচার—এত বদমায়েসী—এত সর্ব্বনাশ ভাবতে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। পাপিরা না কর্ত্তে পারে এমন কাজই নাই—তারা নিজের স্বার্থের জন্য—সকল রকম কাজ কর্ত্তে পারে।—"

বাপুদের শাস্ত্রীর কথা শুনে ডাক্তার বাবু উত্তর কল্লেন—"আপনি যা বল্‌ছেন যথার্থ বটে—কিন্তু আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন—পাপের ভোগ অবশ্যই ভুগ্‌তে হবে—পাপিরা কোন দুষ্কর্ম্ম করবার সময় একবারও মনে করে না যে, তাদের সেই পাপের জন্য কোন রকম দণ্ড আছে। সে যাই হোক আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—যেমন রোগ হতে এঁকে মুক্ত করেছি—সেইরূপ বিচারালয় হতেও মুক্ত কর্‌ব। আমি যতদূর জেনেছি পুলিশ দ্বারা যতদূর প্রকাশ হয়েছে—সাধারণে যতদূর বল্‌ছে তাতে তাঁর তো কোন অপরাধ নাই। দস্যুদের এজাহার যে রকম হয়েছে তার নকল আমার কাছে আস্‌বে কথা আছে—যদিও নকল দেখ্‌বার আমার কোন অধিকার নাই—কিন্তু কোর্ট ইন্‌স্পেক্‌টারের সহিত বন্ধুত্ব থাকাতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন! আপনি এ নিশ্চয় জান্‌বেন—আমা দ্বারা অনেক উপকার হবে। বিশেষ এরূপ অসহায়া রমণীর উপর যে অত্যাচার কর্‌তে পারে তার দণ্ড হওয়া একান্ত আবশ্যক। দোষীর দোষ কখন ছাপা থাকে না—আজ হোক্ কাল হোক প্রকাশ হবেই হবে। বিশেষ এই দস্যুদের যাতে দণ্ড হয় সকলেরই সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা। এই মোকর্দ্দমার ফল কি রকম হয়—সকলেরই জান্‌তে ইচ্ছা। উদাসিনী যে কি রকম করে—ওদের হাতে পড়েন—আর সেই দস্যুদের বাক্‌সে যে একটী মরা ছেলে পাওয়া গ্যাছে—সেই বা কে কেনই বা তার জীবন নষ্ট করেছে—তারও বিশেষ তদন্ত হচ্ছে। দস্যুরা নাকি প্রকাশ করেছে উদাসিনী দ্বারা খুন হয়েছে—উদাসিনী যে কোথা হতে ছেলেটীকে এনেছে—তা প্রকাশ হয় নাই।

ডাক্তারের মুখেই এই কথা শুনেই বাপুদের শাস্ত্রীর মন যেন আর এক রকম হয়ে উঠল—মুখশ্রী আর এক মূর্ত্তি ধারণ কল্লে—চোক দুটী যেন অগ্নি বর্ষণ করতে লাগ্‌ল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—রক্তের গতি বাধিত হলো—গায়ের লোম সকল কাঁটা হয়ে উঠ্‌ল। বাপুদের শাস্ত্রীর যে

সহসা ভাবান্তর হয়ে উঠল—ডাক্তার তা বুঝতে পারেন নাই। কারণ তাঁদের যে সময় কথাবার্ত্তা হচ্ছিল—তখন রাত্রিকাল—বিশেষতঃ সে সময় তারা দুজনে ডাক্তারের ফুল বাগানে বসে ছিলেন—তখন যদিও রাত অধিক হয় নাই—কিন্তু ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মাথার উপর আবার চন্দ্রদেব ক্ষীণ আলো প্রকাশ কচ্ছিলেন—নক্ষত্র সমূহ দীপ সকলের ন্যায় ক্ষীণ আলোকে জলছিল—মধ্যে নৈশ সমীরণ শণ শণ করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ফুলের গন্ধে সে স্থানটী মাতিয়ে তুলেছে—দূর হতে দুই একটী দীপের আলো দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীর গোলমাল যেন ঘুমিয়ে পড়ছে—পথে লোকের গমনাগমন কমে আসছে—আকাশ স্থির—পৃথিবী স্থির—চারিদিক স্থির এই স্থির নিস্তব্ধ সময়ে বাপুদেব শাস্ত্রী ও ডাক্তার বাবুতে ফুল বাগানে বসে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলছেন। নিকটে আর কেউ নাই—ডাক্তার উদাসিনীর সম্বন্ধে যেরূপ কথা বলছেন—বাপুদেব শাস্ত্রীর অন্তরের ভাব—তা অপেক্ষা গভীর—তাঁর আন্তরিক চেষ্টা যে কোন গতিকে উদাসিনীকে নির্দ্দোষভাবে মুক্তি লাভ করান। বাপুদেব শাস্ত্রী উদাসিনীর খালাস সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুকে প্রকারান্তরে একরকম বল্লেন। তিনিও তাঁর নিকট এক প্রকার স্পষ্টই প্রতিজ্ঞা করেন—যাতে উদাসিনী মুক্তিলাভ করতে পারেন তিনি তার বিশেষ চেষ্টা দেখবেন। ডাক্তার বাবুর একটী গুণ ছিল—তিনি যা বলতেন প্রায় তার অন্যথা হতো না—তাঁর কথায় ও কাজে এক রূপই ছিল। বাপুদেব শাস্ত্রী জেনেছিলেন—ডাক্তারের কথা কিছুতেই অন্যথা হবে না। সুতরাং সেই ভরসায় তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী ও ডাক্তার দুজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলে—আপন আপন স্থানে চলে গেলেন। তাঁদের রাত্রে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সকালে উঠে সকলে আর বাপুদেব শাস্ত্রীর দেখা পান নাই।

তিনি যে কোথা চলে গ্যাছেন—কেহই সে কথা বলতে পারে না। ডাক্তার বাবু অনেক অনুসন্ধান কল্লেন—চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু লোক পাঠানই সার হলো—কেহই খোজ আনতে পাল্লে না। বাপুদেব শাস্ত্রী না বলে যাওয়াতে—ডাক্তার বাবুর মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠল—সে দিন তিনি আর কোন কাজে ভাল করে মন দিতে পারলেন না। মনের মধ্যে সর্ব্বদা নানা রকম চিন্তা—নানা রকম কথা উঠতে লাগল—পূর্ব্বে যে ঘটনা—যে কথা—যে ব্যবহার লক্ষ্য করতেন না—এখন সেই কথাগুলি—

সেই ভাবনা গুলি—সেই ঘটনা গুলি মনে আন্‌তে লাগলেন। বাপুদেব শাস্ত্রী যে উদাসিনীর রোগের অবস্থায় এত সেবা শুশ্রূষা করতেন—যে উদাসিনীর মোকদ্দমার ভাবনা ভাবতেন—কৌশল করে তাকে উদ্ধার করতে—আমাকে বল্‌তেন—এখন সেই উদাসিনী ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে—তিনি কোথা সুখী হবেন—তা—না—হয়ে এরূপ ভাবে পলায়ন কল্লেন—এর কারণ কি?—তিনি সিদ্ধ পুরুষ—গৃহীর আশ্রমে যদি বাস করতে তাঁর অনিচ্ছা হয়ে থাকে—তবে এরূপ ভাবে চলে না গিয়ে—প্রকাশ্যে গেলেই ভাল হতো। বল্‌তে কি তাঁর এরূপভাবে যাওয়াতে আমার মনে নানা সন্দেহ হচ্ছে। মন নারায়ণ—মন সকলই বুঝ্‌তে পারে—মনের অগোচর কিছুই নাই—আমার মনে যখন এত সন্দেহ হচ্ছে—তখন এ ঘটনার ভিতর অবশ্যই কোন গুপ্ত কারণ আছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হবার পূর্ব্বে যেমন ধুমোদ্গাম হয়ে থাকে—সেইরূপ এই ঘটনা দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে—এ ঘটনার পরিণাম অবশ্যই কোন ভয়ানক কাণ্ডে পরিণত হবে—নতুবা সে দিন সেই সিদ্ধ পুরুষ আমার হস্ত গণনা কর্‌তে কর্‌তে বলেছিলেন—"তোমার অদৃষ্ট আকাশে ঘোরতর মেঘ আচ্ছন্ন হবে—সেই মেঘ হতে এককালে বজ্রাগ্নি ছুটে—সমুদায় ছারখার করবে।" আমি এই দুর্ঘটনার কারণ জান্‌তে চাইলে—তিনি বলেছিলেন—সময়ান্তরে সমুদায় বল্‌বেন। এখন বোধ হচ্ছে—সেই কথা বলায় আমার বুঝি কোন অমঙ্গল হবে—সে জন্য তিনি পলায়ন করেছেন। তাঁর এরূপ পলনার কারণ কি?—আমার অদৃষ্টে কি বিপদ আছে—তাও তো বুঝতে পাচ্ছি না। ঘটনার স্রোত—কার্য্যের স্রোত—কোথায় গিয়ে যে উপস্থিত হয়—তা কেউ বল্‌তে পারে না। ভাল মনে সেই সিদ্ধ পুরুষকে গৃহে এনেছিলেম—তাঁর নিকট অনেক তত্ত্ব জান্‌তে পারব মনে আশা ছিল—এখন দেখ্‌ছি কোন কাজই হলো না।"

ডাক্তারবাবু এইরূপ ভাবছেন—এমন সময় তাঁর চাকর একটা টিনের ছোট রকম কৌটা হাতে করে উপস্থিত হলো। চাকরটার নাম ভজহরি—ভজহরির বয়স আন্দাজ পঁয়ষট্টির কাছাকাছি—মাতার অনেকগুলি চুল পেকে যেন কেশে ফুল ফুটে রয়েছে—দাঁতগুলি এক এক করে পড়ে গ্যাছে—কথা কইলে নিকটে থাকে কার সাধ্য?—অমৃত বর্ষণে তার অভিষেক হয়ে উঠে। ভজহরির গায়ের রঙ মাটো মাটো—চোক দুটী কোটরের মধ্যে বসে গ্যাছে—নাকটী আছে কি পরমেশ্বর তৈয়ের কর্‌তে ভুলে গ্যাছেন—

তা চস্‌মা দিয়ে দেখ্‌তে হয়। ভজহরি কাণে কিছু কম শুনে—তার এত বয়স—কোন কাজ করতে পারে না—তবুও ডাক্তার বাবুর সে অত্যন্ত পেয়ারের চাকর। ভজহরি অনেককাল হতে ডাক্তার বাবুর অন্ন ধ্বংশ করে আস্‌ছে—এক সময় ভজহরির দ্বারা তাঁর বিস্তর কাজ হতো। তখন ভজহরিই তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিল—সেই খাতিরে এখনও সে ডাক্তার বাবুর নিকট দোর্দ্দণ্ড দর্পে কাটাচ্ছে।

ভজহরি সেই কৌটাটী হাতে করে—হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক্তার বাবুর কাছে এসে উপস্থিত। আজ ডাক্তার বাবুর পূর্ব্বের ন্যায় মনের সুখ নাই—বাপুদেব শাস্ত্রী না বলে চলে যাওয়ার পর হতেই তাঁর মন এক রকম অসুস্থ—হাত গননার কথা এক একবার মনে করে—কত কি মনে ভাবছেন। তিনি এই-রূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন—এমন সময় ভজহরি সেই কৌটাটী তাঁর হাতে দিয়ে বল্লে—"যেখানে সেই বুড় সন্ন্যাসী ঠাকুর শুয়ে থাক্‌তেন—সেইখানে ইটী পড়ে ছিল—এর মধ্যে খানকতক চিঠি আছে।"

ডাক্তার বাবু ভজহরির কথা শুনেই যেন জেগে উঠলেন। ভজহরি তাঁর হাতে কৌটাটী দিলে—তিনি কৌটা খুলে দেখেন তার মধ্যে একখানি কাগজ ভাঁজ করা আছে—ভাঁজ খুলে দেখেন—কি লেখা রয়েছে। তিনি বিলম্ব না করে কাগজখানি পড়্‌তে লাগলেন। পত্র পড়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেলো—চোকে আঁধার দেখ্‌তে লাগলেন—বুকের ভিতর যেন কেমন একটা গোলযোগ হয়ে এলো—মুখ শুকাতে লাগল—সর্ব্ব শরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগলেন কি সর্ব্বনাশ!—লোকের বিপদকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়—আমার দুর্ব্বুদ্ধি না হইলেই বা কেন আমি পথ থেকে বাপুদেব শাস্ত্রীকে সঙ্গে করে আনব। আমার পূর্ব্বকথা ইনি কি করে জানতে পারেন? ইনি উদাসী ব্যক্তি—সংসারের কোন কার্য্যে লিপ্ত নয়—লোকের সুখ দুঃখে কোন সংস্রব রাখেন না—ঈশ্বর চিন্তা এঁর জীবনের সার কায। ইনি তবে কি উপায়ে এ সকল গুপ্ত রহস্য জান্‌তে পেরেছেন। পোড়া পাপ কথা কি ছাপা থাকে না—শত পুরু কাপড় ঢাকা থাক্‌লেও আগুন কখন ঢাকা থাকে না। এখন ক্রমে ক্রমে আমার বয়স হয়েছে—লোক সমাজে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়েছে—পূর্ব্বের সে মন—সে বিশ্বাস—সে কার্য্যানুরাগ নাই—এখন পরকালের চিন্তা কিসে মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হবে—কিসে লোক সমাজে দশজন মানবে—এই চেষ্টা—এই ইচ্ছা—এই কর্ত্তব্য কায। এ বয়সে সে সকল কথা প্রকাশ হলে—লোকা-

লয়ে মুখ দেখান ভার—দশে ধর্ম্মে আমায় বল্‌বে কি? আমি অতি নরাধম—আমার জীবন ধারণ বৃথা—আমাতে যদি কোন সারত্ব থাক্‌ত—তা হলে আজ আমাকে বৃদ্ধ বয়সে এখানে বসে এত ভাবতে হতো না। এখন কি করি—কি উপায়ে এ বিপদ হতে উদ্ধারের চেষ্টা করি—সেই সিদ্ধপুরুষের দেখাই বা কোথা পাই।"

তিনি এইরূপ ভাবছেন—ভজহরি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে—ডাক্তার বাবু তার সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। ভজহরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে রাগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। সে আর চুপ করে না থাকতে পেরে বল্লে,—এত ভাবনা কেন? কি হয়েছে? এই কাগজ খানিতে এমন কি কথা লেখা আছে যে একেবারে ভাবনার অকূল সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে?"

"সে কথা এখন থাকুক—অন্য সময়ে হবে—তুমি আপন কায দেখগে।" এই কথা বলে ডাক্তার বাবু ভজহরিকে বিদায় দিলেন। ভজহরি বিদায় হলে—তিনি আবার সেই কাগজখানি ভাল করে পড়্‌তে লাগ্‌লেন—পড়্‌তে পড়্‌তে এবারও তাঁর বুক কেঁপে উঠল—প্রত্যেক শব্দ যেন অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল—মন আরো বিচলিত হয়ে উঠল—কিছুই স্থির করতে পারেন না—মহা বিপদ—মহা ভয়—মহা লজ্জা—পৃথিবী তুমি মানুষকে সকলই কর্‌তে পার—এক সময় যে কায অতি আমোদজনক—অতি সুমিষ্ট—অতি প্রীতিকর বোধ ছিল—সেই কার্য্য আবার এখন অত্যন্ত ঘৃণাকর—অত্যন্ত পাপজনক—অত্যন্ত অকর্ত্তব্য বলে বোধ হচ্ছে। মনের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় কেন? স্বকৃত কার্য্যে কখন বা অনুরাগ—কখন বা বিদ্বেষ দেখা যায় কেন?—মানুষের প্রাণে কোন স্থায়ী বাসনা—স্থায়ী অনুরাগ স্থায়ী ভাব থাকে না কেন! পৃথিবীর ভেল্কী বুঝে উঠা ভার—সংসারের মায়া ছেদ করা কঠিন—মনের উপর শাসন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। মানুষের মন বুঝতে পারে কার সাধ্য!—ঘটনা স্রোত রোধ করে কার ক্ষমতা! পাপের ফল এড়াতে পারে কার যোগ্যতা! আজ হোক দশ দিন পরেই হোক সে ফল নিশ্চয়ই ভুগ্‌তে হবে। মানুষ যখন কোন কুকর্ম্ম করে—তখন ভাবে তার ফল বুঝি ভোগ কর্‌তে হবে না—অমনি পার পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন পাপের কাল পূর্ণ হয়—পাপের দণ্ড মাথার উপর এসে পড়ে—তখন সে বুঝ্‌তে পারে পাপ কি ভয়ানক শত্রু। শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষ

যে পাপ করে—বৃদ্ধ বয়সে সে পাপ কথা মনে হলে—তার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠে—শরীরের প্রত্যেক লোমকূপে অগ্নি জলিতে থাকে—প্রত্যেক নিশ্বাসে গরল উদ্গীরণ করে। পরের ভাবনা ভেবে কি হবে—আমার নিজের ভাবনায় প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌ছে। কি ভয়ানক ঘটনা- কি ভয়ানক কথা—কি ভয়ানক সময় উপস্থিত। কাকেই জিজ্ঞাসা করি—কেই বা পরামর্শ দেয়—কোথা গেলে এ বিষয় মীমাংসা হয়—কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না। সকলই অন্ধকার—সকলই গোলমালপূর্ণ—সকলই বিপদ জনক। ভাগ্যে যে কি হবে—কি বুদ্ধি করেই যে এর সৎ উপায় কর্‌ব তার কিছুই ঠিক হচ্ছে না। আমি যে বিপদে পড়্‌বার উপক্রম হইছি—যে আশঙ্কার বিদ্যুল্লতার ন্যায় অগ্নিময়ী রেখা দেখা যাচ্ছে এর পরিনাম যে কি হবে তা পরমেশ্বর জানেন।

দশম স্তবক।

যার দুঃখ সেই ভোগে।

ঝরিতেছে শোক বারি কল্পনা নয়নে।
মিশ্রিত করুণস্বরে,
সুখ নাশ শব্দ করে,
সুধা আসে উঠে বিষ সমুদ্র মন্থনে।
পড়িয়াছে জালে সিংহ সহায় বিহনে।

সময় কেউ ধরে রাখতে পারে না—তোমার সুখই হোক—বা বিষম বিপদই হোক—চঞ্চল সময় তার প্রতি একবারও ফিরেও চায় না—সে আপন মনে—আপন কর্ত্তব্য জ্ঞানে—আপন মেজাজে চলে যায়। লোকের সুখের দিনও কেটে যায়—আবার দুঃখের দিনও চলে যায়—সুখও চিরকাল রয় না—দুঃখও চিরকাল থাকে না। কালে সকলই যায়—কালে সকলই ভুলিয়ে দেয়—কালে সকলই ত্যাগ কর্‌তে হয়। এই দুস্তর কাল সাগরে

সকলই নিমগ্ন হয়ে থাকে। যে উদাসিনী এতদিন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন—কোনরূপ সংজ্ঞা ছিল না—সৌন্দর্য্যের রেখার ন্যায় পড়েছিলেন—সুখ দুঃখ আশা ভরসা সকল গুলিই মনে নিদ্রিত ছিল—সময় পেয়ে আবার এক এক করে তারা যেগে উঠ্‌তে লাগল—মুকুলিত কলিগুলি যেন আবার প্রস্ফুটিত হয়ে উঠ্‌ল—উদাসিনীর অন্তঃকরণ আবার চিন্তায় জোয়ার ভাটা খেলতে লাগ্‌ল। যার মনের অসুখ—যার মনের কথা—যার মনের অভাব—সেই তা বুঝ্‌তে পারে। অন্যের কাছে প্রকাশ করা অরণ্যে রোদন মাত্র। ব্যথার ব্যথী না হলে—কেউ কারো ব্যথা বুঝ্‌তে পারে না—যে ব্যথা তোমার কাছে বল্লে—তুমি হয় তো হেসে উড়িয়ে দেবে—তুমি হয় তো তাকে পাগল ঠাওরাবে—আর একজন হয় তো সেই ব্যথার কথা শুন্‌লে—চোকের জল ফেলবেন—তার ব্যথার ভাগ নিয়ে নিজের হৃদয়ে আঘাত প্যাবেন। এসংসারে যথার্থ ব্যথার ব্যথী কজন দেখ্‌তে পাওয়া যায়? ব্যথিত না হলে কেউ ব্যথা বুঝে না—ব্যথিতের কাছে মন খুলে না বল্লে—ব্যথার মর্ম্ম অন্যে বুঝ্‌তে পারে না। বিষের যন্ত্রণা—বিষাক্ত ব্যক্তিই বুঝ্‌তে পারে। যে পুত্র শোকে কাতর—সে যেমন শোকের যাতনা বুঝ্‌বে—যে চক্ষুরত্ন হারিয়েছে—সে যেমন অন্ধের ক্লেশ অনুভব কর্‌বে—যে প্রণয়ে পাগল—সে যেমন প্রণয়ের গান শুন্‌বে—সে ব্যথায় যে ব্যথি নয়—সে বিষে যে জর্জ্জরিত নয়—শোকে যে কাতর নয়—সে প্রণয়ে যে উন্মত্ত নয়—সে কখনই সে কথায় কান দিবে না। যেমন অব্যবসায়ীর নিকট—প্রাণখুলে বল্লে—সে অব্যবসায়ীর গলা ধরে কাঁদলে—সে অরসিকের নিকট প্রণয়ের রস ছড়ালে কি ফল হবে? যে এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী—যে এক হাটের হেটো—যে এক তীর্থের যাত্রী—যে এক পথের পথিক—তার কাছে প্রাণের কথা বল্লে—তার গলা ধরে কাঁদলে—তার সুরে সুর মিশালে—সে সেই ব্যথা বুঝ্‌তে পারে—সে সেই অশ্রুবিন্দুর প্রত্যেক ফোটার মর্ম্ম যেমন জান্‌তে পারে অন্যে সেরূপ পারে না। এই জন্য এ সংসারে একজনের দুঃখে আর একজন কাঁদেনা—একজনের ব্যথায় আর একজন ব্যথিত হয় না—একজনের দীর্ঘ নিশ্বাসে আর একজন নিশ্বাস ফেলে না। এসংসারে সকলেই আপন আপন দুঃখের মোট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং কে কার কথা শুনে?—কে কার দুঃখ দেখে?—কে কার দুঃখ ভাবে?—কে কার দুঃখের আগুণে নিজের প্রাণ দগ্ধ করে? দুঃখের আগুণ নিতে কেউ সম্মত হয় না। এজন্য এ

সংসারের প্রাণের আশা নিবৃত্তি হয় না। যদি মনের মত লোক না পাওয়া যায়—যদি আপন দুঃখভাব অন্যের হৃদয়ে চাপাতে না পারা যায়—যদি আপন দুঃখের সুরে অন্যের মন নরম কর্‌তে না পারা যায় তবে এ পৃথিবীর লোকে আমার প্রয়োজন কি?—এ দুঃখের ভার অন্যের নিকট নামাইলে ফল কি? তুমি সুখের কথা বল—হাসির তরঙ্গ তোল—আমোদ প্রমোদের পসারা সাজাও দেখ্‌বে কত লোক এসে তোমার প্রাণের বন্ধু হবে—কত লোক তোমার অধর হতে হাসি কেড়ে নেবে—কত লোক তোমার আমোদে উন্মত্ত হবে—কিন্তু যেই তোমার হাসির ফুল শুকিয়ে আস্‌বে—সেই তোমার আমোদ প্রমোদ দুঃখের বিষে জর্জ্জরিত হবে—আর কেউ তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না। তাই বলি এসংসার কারবারের স্থান—লোকে আপন দাঁউ খুজে বেড়ায়—সস্তার সওদা কর্‌তে চেষ্টা করে—তোমার আমার দুঃখের কেউ ধার ধারে না।

জগৎ স্বার্থপর—স্বার্থ পৃথিবীর হাড়ে হাড়ে গাঁথা রয়েছে—যদি এ সংসারে স্বার্থের এত আকর্ষণ না থাকৃত—যদি নাক ফোঁড়া বলদের মত স্বার্থ—মানুষগুলোকে খেলিয়ে না নিয়ে বেড়াত—তবে এই পৃথিবীই স্বর্গ—স্বর্গ আর কোথায়—কে স্বর্গের চিত্র আঁক্‌তে পারে—কে তপস্যা করে স্বর্গে যেতে পারে—স্বর্গের কারখানা দেখে—কে চোক মোহিত কর্‌তে পারে—স্বর্গ পৃথিবী ছাড়া নয়—স্বর্গ মানুষের হৃদয়ে—যার হৃদয় পবিত্র—যার হৃদয়ে স্বার্থপরতার গরল পড়ে নাই—যে জগৎকে বিশ্বাস কর্‌তে জানে—অন্যের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে—নরলোকের কুটিলতা—মলিনতা—দ্বেষ হিংসা—যার হৃদয়ে স্পর্শ করে নাই—সেই হৃদয়ই স্বর্গ—সে স্বর্গ দেখ্‌তে—সে স্বর্গের প্রাণ মাতানে সৌরভে কে না উন্মত্ত হতে ইচ্ছা করে? নরকে আর স্বর্গে কখন মিল হয় না—দেবতায় আর অসুরে কখন বন্ধুত্ব ঘটে না—পাপে আর পুণ্যে কখন এক হয় না—সেইরূপ পরস্পর প্রভেদ—পরস্পর অনৈক্য—পরস্পর অসমান মন কখন এক হয় না—তোমার চিন্তার সহিত যদি আমার চিন্তার মিল না হয়—তোমার দুঃখের সহিত যদি আমার দুঃখের এক যোগ না হয়—তবে তোমার গলাধরে—তোমার বুক ভাসিয়ে—তোমার মুখে মুখ দিয়ে কেঁদে কি হবে? যে কাঁদে সেই কাঁদার অর্থ বুঝ্‌তে পারে—সকলে কাঁদতে জানে না—কাঁদা জগতের নিয়ম—কেউ চিরকাল কাঁদে না—কেউ চিরকাল হাসেও না—হাসি কান্না—আলো

অন্ধকার—রোদ বৃষ্টি—সুখ দুঃখ সংসারের নিয়ম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই—সকল স্থানে সে নিয়ম দেখতে পাই না কেন? কারো দুঃখের বর্ষায় এমনি বাদল হয় যে, আর রোদের মুখ দেখা যায় না—কারো আবার এমনি সুখের চিরবসন্ত বর্ত্তমান থাকে যে একদিন তার দুঃখে অমাবস্যা দেখা যায় না—তাই বলি সংসারে কেউ আসে হাসতে—কেউ আসে কাঁদ্‌তে। এই যে উদাসিনী এত দিন রোগ শয্যায় পড়েছিলেন—এর মাথার উপর দিয়ে কত বিপদ মেঘ চলে গেল—কিন্তু কৈ আজিও ইনি চিন্তার আক্রমণ হতে মুক্তি লাভ করতে পাল্লেন না।

এখন উদাসিনীর চেহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় কাহিল নাই—ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শরীরে আবার বল দেখা দিয়েছে—লাবণ্য আবার দেহে প্রকাশ হয়েছে—মুখের জ্যোতি আবার ক্রীড়া কচ্ছে। যার দেহে এত সৌন্দর্য্য—যার রূপ আবার ভেঙে পড়েছে—যার অবস্থা দেখ্‌লে মনে আহ্লাদ উথ্‌লে উঠে তার আবার মনে অসুখ কি? তার কোমল প্রাণে আবার চিন্তা কি?—তার জীবনে আবার দুঃখের জোয়ার ভাটা কি?—উদাসিনী রোগের হাত মুক্ত হলেন বটে—কিন্তু চিন্তার হাত হতে মুক্তি লাভ কর্‌তে পারেন নাই। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে চিন্তার অকুল সাগর ধূ ধূ কচ্ছে। তিনি কোথা ছিলেন—কি রকম বিপদে পড়েছিলেন—সেই দস্যুগণ বা কোথায়—এখানে তাঁকে কে নিয়ে এসেছিল—এই সকল চিন্তা মনে কর্‌তে লাগলেন। উদাসিনী যখন ডাক্তারখানায় আসেন—তখন তাঁর কিছুই জ্ঞান ছিল না—তিনি মৃতপ্রায় ছিলেন। যেরূপ যত্ন করে—যেরূপ উপায়ে রক্ষা করা হয়েছে—তার কোন কথাই মনে কর্‌তে পাচ্ছেন না। পুলিসের লোকজন পড়ে যে তাঁকে উদ্ধার করি—কে পুলিসে খবর দেয়—পুলিস সে সকল ব্যাপারই বা কি করে জান্‌তে পারে—উদাসিনী তার কিছুই জানেন না। পুলিস হঠাৎ উপস্থিত না হলে—তাঁর ভাগ্যে যে কি ভয়ানক ব্যাপার ঘট্‌ত—সে কথা কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। এখন উদাসিনীর মনে সেই কথা এক এক করে উপস্থিত হতে লাগ্‌ল—পুলিস প্রথমে যখন সেখানে উপস্থিত হয়—তখন উদাসিনী জান্‌তে পারেন নাই—যে তারা পুলিসের লোক—তাদের হাতে যে তাঁর উদ্ধার হবে—একথা তাঁর মনে হয় নাই। পুলিসের লোকে যখন তাঁর হাত ধরে—তখন তিনি ভেবে ছিলেন—তারাও বুঝি সেই পাষণ্ড দস্যুদের লোক—দস্যুদের লোক না হলে—

সেই রাত্রির শেষ—সেই ভয়ানক গুপ্তস্থানে—কে উপস্থিত হবে? পরে জ্ঞান হলে উদাসিনী জান্‌তে পাল্লেন—পুলিস সহায় হওয়াতেই তাঁর রক্ষা হয়েছে—পুলিস এরূপ অযাচিত অনুগ্রহ কল্লে কেন?—পুলিসের অনুগ্রহ কর্‌বার কারণ জান্‌তে তাঁর মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—কিন্তু কে তাঁকে সে কথার উত্তর দেবে—বাপুদেব শাস্ত্রীর ন্যায় কোন ব্যক্তি তাঁর পীড়ার অবস্থায় কাছে উপস্থিত থাক্‌তেন—সে কথাও অল্প অল্প এক একবার মনে হতে লাগ্‌ল—কিন্তু কোন কথারই মীমাংসা কর্‌তে পাচ্ছেন না। মনে মনে নানা রকম চিন্তা এসে অন্তঃকরণ গোলমাল করে তুল্লে। তিনি এক একটী চিন্তা মনে আনেন—কতক্ষণ সে বিষয় ভাবেন—কিন্তু কোনটীই স্থির কর্‌তে পারেন না।

উদাসিনী ডাক্তার খানায় একরকম সুস্থ হয়ে উঠলেন—অনেক দিন এক স্থানে থেকে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—আর সে স্থান ভাল লাগে না—সর্ব্বদাই মন হুহু কর্ত্তে লাগল,—আবার বিষাদ মেঘ উপস্থিত হয়ে, তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন করে তুল্লে। চিন্তার দিন—দুঃখের দিন—আর যায় না। সুখের অবস্থায় যে দিন দেখতে দেখতে চলে যায়—যে দিন আর খানিক থাকলে প্রাণের আশা মিটত বলে বোধ হয়—সে দিন যেমন সুখের—যেমন আনন্দের—যেমন সন্তোষের—দুঃখের দিন আবার সেইরূপ বিষাদ মাখা—সেইরূপ যাতনাদায়ক—সেইরূপ অগ্নিময়;—এ আগুণে আর কত দিন পুড়বেন—এখন উদাসিনীর এই এক চিন্তা। চিন্তায় মানুষকে হাড়ে হাড়ে ভাজে—চিন্তায় জীয়ন্ত মানুষকে দগ্ধ করে—চিন্তার বিষে মানুষকে জর্জ্জরিত করে। এ সংসারে পোড়া চিন্তার হাত হতে কে রক্ষা পেয়েছে? লোকে চিন্তার বিষে জ্বালাতন হয়ে গৃহত্যাগ করে—সাধের সংসার জলাঞ্জলি দেয়—শরীরের লাবণ্যে কালী মাখে—সুখের প্রতিমা বিষাদ মাখা দেখে। কিন্তু অদৃষ্টের কেমন ফের—ঘটনার কেমন যোগাযোগ—ললাটের কেমন লিখন—ঈশ্বরের কেমম নিয়ম—উদাসিনী এই চিন্তার হাত এড়াতে পাল্লেন না। তাঁর ভাবনার নদী বক্রপথে প্রবাহিত হচ্ছে—সকল পথে গতি ফিরোবার চেষ্টা করেও কোন ফল পাচ্ছেন না।

রোগের অবস্থায় ডাক্তারখানায় এসেছেন—রোগ ভাল হলে—এস্থান ত্যাগ কর্ব্বেন—এই তাঁর মনে বিশ্বাস—ডাক্তারখানা ত্যাগ করে চলে যাবেন—এইরূপ মনের আশা কিন্তু কোথায় যে যাবেন—কার যে আশ্রয়

নেবেন—তাঁর গুরুজীই বা কোথা। সাধের মানকুমারীর উদ্দেশে যে সেই সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তাহাই বা কি হলো—এই সকল প্রশ্নও এক একবার মনে দেখা দিচ্ছে। নদীতে যেমন একটী ঢেউ—তার পর আর একটী এইরূপে কত ঢেউ আস্‌তে থাকে—তাঁরও মনে সেইরূপ—একটী চিন্তার পর আর একটী চিন্তা—একটী দীর্ঘনিশ্বাসের পর—আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস—এক ফোটা চোকের জলের পর—আর এক ফোটা অশ্রুবিন্দু দেখা দিচ্ছে। এই সকল চিন্তার পর আর একটী ভয়ানক চিন্তা—ভয়ানক মনের ক্লেশ—ভয়ানক বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। দস্যুগণ যে প্রকাশ করে—উদাসিনী দ্বারা সেই শিশুটীর হত্যা হয়েছে—তাঁর জবানবন্দী না হলে যে সেই ডাকাইত দলের বিচার হবে না—এই কথা এতদিনের পর আজ শুন্‌তে পেয়েছেন। তাঁর পীড়ার অবস্থায়—ডাক্তার বাবু সে সব তাঁকে বলেন নাই—ওসকল কথা শুন্‌লে দুর্ভাবনায় পাছে রোগ বৃদ্ধি হয়—সে জন্য সমুদায় কথা গোপন ছিল। আজ উদাসিনী ডাক্তারখানা হতে যাওয়ার কথা উপস্থিত করায়—ডাক্তার বাবু মাজিষ্ট্রেটের আদেশ তাঁকে শুনাতে বাধ্য হলেন।

দস্যুদের নিকট হ'তে যে একটী লাস পাওয়া হয়েছে—সে কথা পর্য্যন্তও উদাসিনী জানতেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে সকল খবরই নূতন। তিনি এই সকল বিপদের কথা শুনে পৃথিবীতে আছেন—কি পাতালে আছেন—কোথায় যে আছেন—অদৃষ্টে যে কি ঘটবে—কিছুই স্থির করে উঠতে পাচ্ছেন না। মনে মনে ভাব্‌ছেন—তাই তো কি সর্ব্বনাশ!—এই সকল বিপদ ভোগ কর্‌তে হবে বলেই বুঝি এই ভয়ানক রোগ হ'তে রক্ষা পেলেম? আমার কেমন কপালের লিখন—এক একটী বিপদ—এক একটী নূতন আকারে নিয়ে উপস্থিত হয়। বিপদের পর বিপদই দেখা দিচ্ছে—এখন এই বিপদ সাগর হতে কি উপায়ে রক্ষা পাব—এ অবস্থায় সহায় কে হবে—এ ভাবনার হাত হতে কে রক্ষা কর্‌বে? যাই হোক ভেবে কাতর হব না—হৃদয় দৃঢ় কর্‌তে অভ্যাস কর্‌ব—যখন কোন পাপে নাই—কোন অপরাধে অপরাধিনা নই—কোন দুরভিসন্ধির ধার ধারি না—তখন দেখ্‌ব বিপদে আমার কি হয়? নারী হৃদয়ে যে কত বল ধরে—তা লোক সমাজে দেখাব ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় বিপদের সঙ্গে খেলা কর্‌ব—ঈশ্বর যদি মাথার উপর থাকেন—ধর্ম্ম কর্ম্মে যদি আমার মন থাকে—সৎপথে থাকায় যদি কোন

ফল হয়—তবে দেখব পাষণ্ডেরা আমার কি কর্‌তে পারে? সংসার কি অধর্ম্মের এতই দাস যে বিনা অপরাধে—বিনা কারণে—দোষী বলে স্থির হব—"না? কখনই না।" প্রাণ চিরদিন থাকবে না—একদিন যখন মরতেই হবে—তখন আর ভয় কিসের? এইরূপ ভাবতে ভাবতে তিনি যেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সেই প্রশান্ত মন অস্থির হয়ে উঠল—মনের ভাব একবার স্থির করেন—আবার যেন বাঁধ ভেঙে উথলে উঠে। একবার ভাবেন আর চিন্তা কর্ব্ব না—কিন্তু চিন্তা যেন হৃদয় ভেদ করে ছুটে এসে। উদাসিনী তখন বিষম সমস্যায় পড়লেন—"অতঃপর আমার কাছারী যেতে হবে—দোষী ব্যক্তির ন্যায় বিচারের প্রার্থী হতে হবে—তারা দস্যু, পাষণ্ড,—নরকের কীট;—কি জানি কি ছল ধরে—কি চক্র করে—কি ফাঁদ পেতে এ অপেক্ষা আবার কোন্ বিপদে ফেলবে। এখানে আমার সহায়—আমার আপনার—আমার আত্মীয় কেহই নাই। দুর্ব্বলের প্রতি মুখ তুলে চায়—অসহায়ের সহায় হয়—বিপদে মাথা দেয়—এমন একটীও লোক দেখ্‌ছি না। সে যা হোক এখানে সহায়ের মধ্যে—অনুগ্রহ পেতে এক ডাক্তার বাবু। ইনি মনে কর্‌লে সকলই কর্‌তে পারেন—বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে—আমাকে ভাল কর্‌তে বিশেষ যত্নও দেখেছি—তবে কপালের দোষে কোন রকম আশা করা যায় না। যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়—যখন গ্রহ বিপরীত হয়—যখন অসময় উপস্থিত হয়—তখন ভালও মন্দের কারণ হয়ে উঠে। ভাল মন্দ সময়েতেই ঘটে থাকে। যাই হোক এখন ডাক্তার বাবু যদি মুখ তুলে চান—তবেই তো এ যাত্রা—এ বিপদ হতে উদ্ধার হব। এখন যেরূপ শুন্‌ছি—তাতে তো সহজে এখান হতে যাবারও যো নাই। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকতে হবে।

উদাসিনী এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লেন—তিনি বেশ জানলেন—আপন ইচ্ছায় জাল ছিন্ন করে যেতে পার্‌বেন না—এখানে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। তিনি ভাব্‌তে লাগলেন—"তাই তো আমি এখানে এরূপ অবস্থায়—থাক্‌লে—গুরুজীর তো সংবাদ কিছুই জান্‌তে পার্‌লেম না—তিনি আমার এ বিপদের কথা শুনতে পারলে নিশ্চয়ই এখানে আস্‌তেন—তিনি বুক দিয়ে পড়ে আমাকে উদ্ধার কর্‌তেন—আমার দুঃখে তাঁর যেন মনে আঘাত লাগ্‌বে—অন্যের তা হবে না। তিনি যে কোথায় আছেন—এবং আমিই বা কোথায়—তাঁকে পত্র লিখ্‌ব—তারও স্থিরতা নাই। বিধাতা সকল পথ

বন্ধ করেছেন—সকল আশা নষ্ট করেছেন—সকল সুখে কাঁটা দিয়েছেন। তবে এক ভরসার মধ্যে কোন দোষে দোষী নই—কোন পাপে পাপী নই; যদি দোষী হতেম—তবে কোন কথাই ছিল না। ঈশ্বরের রাজ্যে কখনই অবিচার হবে না।” তিনি এইরূপ ভেবে চিন্তে—একখানি যোগবিশিষ্ট পুথি নিয়ে পড়্তে আরম্ভ কর্লেন। নিকটে আর কেউ নাই—একাকিনী একটী ঘরে বসে আছেন। যে ঘরে উদাসিনী থাকতেন—সে ঘরে আর কারো থাক্বার নিয়ম ছিল না;—পাছে কোন গোলযোগ হয়—পীড়ার অবস্থায় গোলমাল হলে রোগীর অনিষ্টের সম্ভব—এজন্য সেই পীড়ার অবস্থা হতে তাঁর ঘরে যে সে আসতে পারত না। তিনি পিঞ্জরের পাখীর ন্যায়—জালে আবদ্ধা হরিণীর ন্যায়—সেই ডাক্তারখানায় নজরবন্দীরূপে বাস কর্তে লাগ্লেন।

একাদশ স্তবক।

—:০:—

মন্ত্রণা।

কি ভয়? —অব্যক্ত; হেন ভয়ঙ্কর,
বিজন কন্দরোদরে, রজনীর অন্ধকারে,
সঞ্চরে ভয় অবলার হৃদয়ে।
এ ভয় সে ভয় নয়, যে ভয়ে কাতর হয়,
ক্ষীণ মতি নর নারী নিরজন নিলয়ে॥

পুষ্পবতী।

আজ শিবচতুর্দ্দশীর কাল রাত্রি;—আকাশ পৃথিবী জলস্থল—বন জঙ্গল সকলই ঘোরতর অন্ধকারময়—আঁধারে—বোধ হচ্ছে—আকাশ পৃথিবী যেন এক হয়ে মিশে গ্যাছে—পৃথিবী যেন আঁধার সাগরে চিরদিনের জন্য ডুবে গ্যাছে—আকাশে যে সকল নক্ষত্র টিপ্ টিপ্ কচ্ছিল—তাও আবার একখানা মেঘ উঠে ঢেকে ফেলেছে—কোথাও কিছু দেখ্বার যো নেই—এমন জমাট

আঁধার প্রায়ই দেখা যায় না। লোকে দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না—এক সূর্য্যের অভাবে জগতের যে কি দুর্দ্দশা তা এখন বুঝা যাচ্ছে—এমন সোণার পৃথিবীর বুকে এত জিনিস রয়েছে—পোড়া আঁধারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই ভয়ানক রাত্রে কাশীর অধিকাংশ লোকই শিবরাত্রের আমোদে উন্মত্ত। শিবপূজায় কেও কেও এত বিব্রত যে সারা দিন আহার নাই। হিন্দুস্থানী মহলে আজ বড় ধুম—দোবে চোবের বংশধরগণ ছাতুর পিণ্ডী চটকাতে ভুলে গ্যাছে। যে বাড়ীতে পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন আটক ছিল—সেখানে আজ দস্যুগণ ভাঙ খেয়ে উন্মত্ত—সকলেই আমোদ আহ্লাদে রত—হাসির চোটে বাড়ী ফাটিয়ে দিচ্ছে। অন্য দিনের মত আজ তত কড়াকড় পাহারা নাই—আজ কে কাকে পাহারা দেয়?—বদমায়েসেরা গান বাজনা—আমোদ আহ্লাদ—হাসি খুসি নিয়েই ভারি ব্যস্ত—কোন কাজে—কোন বিষয়ে মন নাই—একে তাদের সেই ভয়ানক চেহারা—তার উপর আবার সিদ্ধির নেশা—চোক জবা ফুলের মত লাল টক্ টক্ কচ্চে যার মনে যা উদয় হচ্চে—সে তাই কচ্চে কে কাকে বারণ করে?

প্রমোদ কানন ও পূর্ণশশী সেই রাত হতেই সেই ঘরে আটক আছে—কোন রকমে বেরুতে পারে না—চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখ্‌বার যো নাই লোকে খুন কল্লে—জাল ডাকাতি কল্লেও যেরূপ কয়েদ না হয়—তারা দুটীতে সেই রকম আটক আছে। নানা রকম কষ্ট—মনের অসুখ পরে কি হবে—কেমন করে উদ্ধার হব—কে আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবে এই চিন্তায় তাদের মুখ শুকিয়ে গ্যাছে। তেমন যে রূপ তাতে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে সেই যে ভুবনজয়ী চোক তা যেন বসে গ্যাছে—সেই যে কাল রেশমের মত চুল গাছটা তা যেন উস্‌কোখুস্‌কো হয়ে পড়েছে ফুটন্ত গোলাপের মত সেই যে হাসি মাখা মুখ সে মুখে আর হাসির ফুল ফুটে না—আহ্লাদের বিদ্যুত রেখা দেখা যায় না—বাসি ফুলের মত—প্রভাতের চাঁদের মত নিস্প্রভ দীপের মত মুখেতে হাসি কি জ্যোতি নাই। তেমন সে সোণার প্রতিমা—তেমন যে আদরের ছবি—তেমন সে সাধের পাখী—তেমন যে ঘরের আলো—তেমন যে শরতের চাঁদ—তেমন সে ফুটন্ত ফুল—তেমন যে ননীর পুতুল—তেমন যে প্রাণের আনন্দরাশি—দুরাচারদের হাতে পড়ে—মনের কষ্টে—নানারূপ চিন্তায় যেন আর এক রকম হয়ে উঠেছে।

প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী যদিও খুব চালাক—খুব ধড়ীবাজ—খুব ফিকিরে, কিন্তু এতদিন কোন ফিকিরই ঠিক কর্‌তে পারে নাই। তারা পালাবার জন্য সর্ব্বদা উপায় দেখ্‌ত—কিন্তু কোন রকম সুবিধা কর্‌তে পার্‌ত না। পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় কেবল পালাবার চেষ্টাই সার হতো। আজ দস্যুদের ভাব গতিক দেখে তাদের দুটীর মনে একটু আশার সঞ্চার হয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে যদিও একটা ফিকির ঠিক কচ্ছে—কিন্তু যেই সেই বদমায়েসদের কথা মনে পড়্‌ছে—অমনি যেন দারুণ ভয় এসে সে ফিকির তাড়িয়ে দিচ্ছে। সাহস করে যদিও একবার এগোচ্ছে—কিন্তু দশবার পেছুচ্ছে।—অসম সাহসের কাজ—বাঘের মুখ হতে পালান বরং সহজ—কিন্তু এই সকল ভয়ানক লোকদের হাত হতে পালান যে কত বড় ভয়ের—কত বড় বিপদের—কত বড় গোলযোগের কথা তা কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। একে স্ত্রীলোক—তাই পূর্ণ যৌবনা—আবার এই ভয়ানক ঘটনা—এরূপ অবস্থায় তাদের সম্মুখ হতে—তাদের চোকে ধুলা দিয়ে পালান যার তার কাজ নয়। প্রমোদকানন খুব তৈয়েরী—তার কথায় যেমন সাহস—কাজেই সেইরূপ সাহস প্রকাশ হতো—সে বিপদকে বিপদ বলে ভয় কর্‌ত না। যখন যেমন তখন তেমন এই তার মনের কথা। প্রমোদকানন অনেক দিন হতে পালাবার ফিকির দেখ্‌ছে—কিন্তু এত দিন কোন সুযোগ ঘটে নাই—আজ একটী সুযোগের দিন—এই সুযোগে পালাবেন এই মনে ইচ্ছা। কিন্তু কি উপায়ে যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে—কি উপায়ে যে মানে মানে ঘর হতে বেরুবেন—এইটীই ভাব্‌ছে। প্রমোদ অনেক ভেবে চিন্তে পূর্ণশশীকে বল্লে "ছোট বৌ! এই একটী সুযোগ উপস্থিত এ সুযোগ আর ছাড়া হবে না—আমি পালাবার সমুদায় স্থির করেছি। এখন তুমি বুক বাঁধতে পার্‌লে হয়।"

পূর্ণশশী বিষণ্ণভাবে বল্লে "সেইজদিদি! যখন বিপদ সাগরে পড়েছি তখন ঢেউ দেখে ভয় পেলে কি হবে—এখন বিপদ তো অঙ্গের ভূষণ—এই পাষণ্ডদের হাত হতে যে রক্ষা পাব এ আর তো মনে বিশ্বাস হয় না। আবার লোকালয়ে যাব—আবার যে দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বেড়াব—আবার যে হেসে কথা কব—আবার যে বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখ্‌ব—মনে এ আশা নাই। তুমি যতই কেন ফিকির কর—কিন্তু দিদি না আঁচালে বিশ্বাস নাই। এরা যে কি রকম ভয়ানক লোক—সে কথা কি তোমার মনে নাই!

যদি তা মনে থাকত তা হলে পালাবার ও শব্দও মুখে আন্‌তে না। তোমার নাকি সাহস খুব—তাই এত ভরসা কচ্ছ। যা হোক আগাগোড়া ভেবে কাজ করা ভাল—কি জানি যদি কোন কারণে গোলযোগ ঘটে তবেই তো সর্ব্বনাশ। তখন আবার এরা মন্ত্রণা দিতে বাকী রাখ্‌বে না। তুমি দিদি! বেশ করে তলিয়ে বুঝে কোমর বেঁধো।"

"যখন কোমর বেঁধেছি তখন কিছুতেই আর সে বাঁধন খুল্‌ছি না। তুমি দেখ্‌ছ না যে ওদের আজ কি দশা হয়েছে—নেশাতে সকলে চুড়চুড় কচ্ছে—আজ কে কার খোঁজ করে? এখন বরং একটু জ্ঞান আছে—খানিক পরে তাও থাক্‌বে না। তোমার কোন ভাবনা কিম্বা ভয় নাই তুমি আমার পিছু পিছু আস্‌বে। কোন গতিকে একবার এখান হতে পালাতে পার্‌লে হয়—আজকার সুযোগ কিছুতেই ছাড়া হবে না।" প্রমোদকাননের এই কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে "আচ্ছা দিদি! সুযোগ ছাড়্‌তে কার সাধ? পরমেশ্বর যদি মুখ তুলে চান আর তুমি পালাবার কোন উপায় কর্‌তে পার তা চাইতে সুখের বিষয় আর কি আছে? কোন কথায় আমার কোনরূপে আপত্তি নাই—আমি প্রস্তুত আছি—আমি তোমার আজ্ঞাকারী—তুমি যেরূপ বল্‌বে এক মনে তাই কর্‌ব।"

পূর্ণশশীর কথা শুনে এখন প্রমোদ আর কিছু না বলে—আস্তে আস্তে সেখান হতে উঠে গেল—এবং পাশের ঘরে ঢুকে একটী ছোট রকম কাপড়ের পুঁটলী হাতে করে পুনরায় পূর্ণশশীর কাছে উপস্থিত হলো। পূর্ণশশী প্রমোদের হাতে পুঁটলিটী দেখেই অবাক! ব্যাপারখানা কি? এ আবার কোথেকে সংগ্রহ হলো? তিনি এইরূপ ভাব্‌ছেন এমন সময় প্রমোদ বল্লে "ছোট বৌ! এই পুঁটলিটীর মধ্যে আমাদের পালাবার ঔষধ আছে—অনেক কষ্টে এ ঔষধ সংগ্রহ হয়েছে—ভক্তি করে এই ঔষধ ধারণ কল্লে—সকলের চোকে ধুলো দিয়ে অনায়াসেই পালাতে পার্‌ব।"

প্রমোদের কথা শুনে পূর্ণশশী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে যা হোক মন্দ নয়—কবিরাজ মশায়ের আবার ঔষধের ব্যবসা আরম্ভ হয়েছে কত দিনে? পূর্ণশশী অত্যন্ত আমোদপ্রিয়—বড় দুঃখের সময়ও আমোদের কথা পেলে—সে এক পসলা আমোদ না করে ছাড়্‌তে না বিশেষ প্রমোদকাননের সঙ্গে সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ চল্‌ত। তবে আজ কাল এই দুঃখে পড়ে অনেকটা আমোদ আহ্লাদ কমে এসেছে—নতুবা তাদের দুটীর মুখে এক মুহূর্ত্তর

তবেও হাসি ছাড়া থাক্‌ত না। বাস্তবিক সে মুখে হাসি অত্যন্ত শোভা পায় বলেই যেন পরমেশ্বর সর্ব্বদাই হাসির রঙ মাখিয়ে রাখ্‌তেন—ফুলের শোভা—রত্নের উজ্জ্বলতা—চাঁদের আলো—আর রমণী মুখে হাসি অতি মধুর—অতি রসাল—অতি মনোরম—অতি স্নিগ্ধ—অতি সুন্দর। সংসার সে মধুরতায় সদা উন্মত্ত—সে সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার জন্য জগৎ অত্যন্ত পিপাসিত। বাস্তবিক জগতে পিপাসা আর কে শান্তি কর্‌তে পারে? রমণীর মধুর মুখের মধুর হাসি যেমন প্রাণ শীতল করে এমন শীতলতা গুণ আর কার আছে? যদি তুমি আঁধার ঘর আলো কর্‌তে ইচ্ছা কর—যদি তুমি জগৎকে আনন্দময় কর্‌তে ইচ্ছা কর—যদি তুমি মনের মালিন্য ঘুচাতে ইচ্ছা কর—যদি তুমি প্রাণে রসাঞ্জন দিতে ইচ্ছা কর—তবে হাস্যমুখী যুবতীর সম্মুখে বসে অনিমেশ নয়নে সেই হাসিভরা মুখ দেখ। দেখ্‌বে তোমার প্রাণে কেমন এক প্রকার নির্ম্মল—সুখ—কেমন এক প্রকার নির্ম্মল আনন্দ—কেমন এক প্রকার অব্যক্ত ভাব এসে উপস্থিত হবে। সে ভাব তোমার মরণ পর্য্যন্ত সঙ্গের সঙ্গী—তুমি ধ্যানে জ্ঞানে সে ভাব দেখতে পাবে। একে রূপ তাহে যৌবন—তার উপর আবার হাসির ছটা—এ ছটায় কে না মোহিত হবে?—কে না ফিরে চাইবে? কে না সেই হাসিমুখ দেখ্‌তে উন্মত্ত না হবে? রমণীর হাসিমুখ যে কত মধুর কাউকে সে ছবি এঁকে দেখাতে হয় না—সকল লোকের হৃদয় এক বাক্যে সে মধুরতার গান করে থাকে। অনেক দিন পরে আজ পূর্ণশশীর মুখে হাসির ফুল ফুটেছে—তার যে হাসিতে একদিন সংসার আলো হয়েছিল—আজ সেই হাস—এই কারাগারে ফুটেছে। এ ফুটন্ত হাসির সৌন্দর্য্য প্রমোদকাননের চোকে অতি মিষ্ট লাগ্‌ছে। পূর্ণশশীকে সর্ব্বদা হাস্যমুখী দেখেন—এইটী প্রমোদের অন্তরের ভাব। এই কারাগারে এসে পর্য্যন্ত পূর্ণশশী ও প্রমোদ একদিনও ভাল করে হাস্‌তে পারে নাই—হাসির সজীব ভাব তাদের মুখে দেখা যায় নাই—সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে থাক্‌ত—আজ প্রমোদের পুঁটলিটা দেখে—তার শুষ্ক ওষ্ঠে একটু রসাল হলো।—পূর্ণশশীর হাসি দেখে প্রমোদ হাসি হাসি মুখে বল্লে—"ছোট বৌ আর ভাবনা নাই। যখন এই পুঁটলিটা পেইছি—তখন বোধ হয় এতদিন পরে—আজ আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য পরমেশ্বর সদয় হয়েছেন। আমি অনেক কষ্টে—অনেক ফিকিরে—অনেক যোগাযোগ—মতলব হাঁসিল—করেছি। এতে নিশ্চয়ই এই সকল দস্যুদের হাত হতে মুক্তিলাভ কর্‌ব।

প্রমোদের ফিকিরগুলি যে বেশ পাকা—তার মত সে খুব ভাল পূর্ণশশী তা জান্ত—কিন্তু জান্লে কি হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত দস্যুদের গণ্ডী পার হতে না পাচ্ছে—ততক্ষণ মন স্থির হচ্চে না। মনের ভিতর কত চিন্তা কত ভাবনা—কত বিপদ দেখা দিচ্ছে। কি উপায়ে যে পালাবে প্রমোদ সে কথা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাঙে নাই। প্রমোদকানন মনে মনে ঠিক করেছে—দস্যুরা সকলেই জ্ঞানশূন্য—সকলেই মৃতপ্রায়—সকলেই নিদ্রিত। অতএব এই বেশ সময়—আর দেরি করা উচিত নয়। এইরূপ ঠিক করে আবার উঠ্‌ল—এবারে প্রমোদ একেবারেই ঘরের বাইরে এসে উপস্থিত। বাইরে এসে চারিদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এই অবকাশে পূর্ণশশী আস্তে আস্তে পুঁটলিটী খুলে দেখ্‌বার যেমন মতলব কচ্ছে—এমন সময় প্রমোদকানন ধাঁ, করে ভিতরে চলে এলো। পূর্ণশশী তার মুখ পানে চাইতে লাগল—প্রমোদ তার হাত ধরে মুখের কাছে মুখ রেখে গোপনভাবে কি বল্‌তে লাগ্‌ল।

দ্বাদশ স্তবক।

:০:

আর ভাবিতে পারি না।

"নিবে আসে জগতের আলো,
নিবে আসে অনন্ত সংসার,
নিবে আসে কালের প্রদীপ,
নিবে আসে জীবন আমার।"

আজ যেন পাতার মধ্যে গোলাপ ফুটেছে—আঁধার ভেদ করে চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে—শতদল পদ্ম যেন কাল জলে ভেসে উঠেছে—পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। তারা দুটীতে মুখের কাছে মুখ রেখে কি বলাবলি কচ্ছে—ঘাড় নাড়ানাড়ি করে অল্প অল্প হাস্‌ছে। এইরূপে খানিকক্ষণ কেটে গেল। প্রমোদকানন পুঁটলিটী খুলে—একটা কৃত্রিম দাড়ী বার কল্লে—দাড়িটী হাতে করে পূর্ণশশীর মুখে পরিয়ে দিলে—মাথায় একটা হিন্দুস্থানী পাকড়ী পরিয়ে বল্লে—"ছোট বৌ না—না ছোট চোবেজী এখন কেমন দেখাচ্ছে?" এই কথা বলে আহ্লাদভরে হাসি হাসি মুখে পূর্ণশশীর মুখখানি টিপে ধরে—ধীরে ধীরে বলে উঠ্‌ল।

একে যৌবন, শোভে কেমন, গোলাপ ফুলের মত,
অধরে হাসি, প্রেম বিলাসী, হয়েছে মনের মত ?

"বেশ হয়েছে—আরো যদি কিছু মনে থাকে—তবে সাজিয়ে দেয়। দুঃখের মধ্যে এ সাজ আর কেউ দেখ্‌তে পেলে না—তোমার পেটে যে এত বিদ্যে তা তো আগে জানতেম না। কলিকাতায় থাক্‌তে এ বিদ্যা প্রকাশ করো নাই কেন? তা হলে বহুরূপ সেজে অনেক পয়সা রোজগার করা যেতো।" এখন পূর্ণশশী চেহারা আর এক রকম দেখাচ্ছে—যে স্বভাবতঃ সুশ্রী তাকে যখন যা সাজাও তাই মধুর দেখায়। রূপের উপর যা সাজান যায়—তাই রসগুঞ্জন দেওয়া বোধ হয়। পূর্ণশশীর সেই ঢল ঢল মুখে—সেই হাসির মনোহর শোভার উপর দাড়ীতে আরো অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। প্রমোদকানন দাড়ী ও পাকড়ী পরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন না—একটী চাপকান ও একটী পা জামা পরিয়ে দিয়ে একজন হিন্দুস্থানী পুরুষের মত সাজিয়ে দিলেন। প্রমোদও সেইরূপ পোষাক পরে সাজলেন। দুজনে পুরুষের বেশ করে কারাগারে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের দুটীকে দেখ্‌লে স্ত্রীলোক বলেই আর বোধ হয় না—যেন দুটী নবীন যুবা—নবীনবেশে ঘর আলো করে দাঁড়িয়েছে। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়াচারি—কারো মুখে কোন কথা নাই—দুজনে কেবল ফিক ফিক করে হাস্‌ছে—পরস্পরের হাসিতে পরস্পরের মনেরভাব প্রকাশ হচ্ছে—হাসি যেন ভাষা হয়ে তাদের দুজনের মনের কথা বলে দিচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাওয়া চায়িতে বোধ হচ্ছে যেন দুটী সূর্য্যমুখী ফুল চোক মেলে পরস্পর পরস্পরের রূপ দেখাদেখি কচ্ছে। পূর্ণশশী এ পর্য্যন্ত কোন কথায় বলে নাই—কেবল আপন মনে অল্প অল্প হাস্‌ছিল—এতক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—"মেইজ দিদি তবে কি এই রকম করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে না আর কোন কাজ আছে? তুমি এ সংসারেতে এ সকল জিনিসগুলি কোথা পেলে? এ কঠিন জায়গায় থেকেও এতগুলি হাতালে কোত্থেকে?"

"যে কষ্টে এগুলি সংগ্রহ হইয়েছে—সে কথা বলবার নয়;—যে দিন এখানে আবদ্ধ হইছি—সেই দিন হতে সর্ব্বদা ফিকির দেখ্‌ছি—কি উপায়ে এখান হতে পালাব—কি উপায়ে এদের চোকে ধুলো দেব—কি উপায়ে দেশে চলে যাব। সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ ভাবনা এইরূপ উপায়

কর্‌বার জন্য ব্যস্ত ছিলেম। দস্যুরা কখন কিরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা বলে—কিরূপভাবে চলাফিরা করে—কিরূপ ভাবে কাজ করে সর্ব্বদাই তাই দেখ্‌তেম। এদের মধ্যে সকলের দাড়ী গোঁপ নাই; এই কৃত্রিম দাড়ী গোঁপ পোরে থাকে। কোন স্থানে যাবার সময় দাড়ী এঁটে যায়—বাড়ীতে যখন থাকে তখন খুলে রাখে—আমি সর্ব্বদা সন্ধানে থাক্‌তেম কি উপায়ে ঐগুলি সংগ্রহ কর্‌ব। যে ঘরে দাড়ী প্রভৃতি রাখ্‌ত—সে ঘর আমার দেখা ছিল। কিন্তু ঘরে ঢুক্‌তে আমার একটুও সাহস হতো না। কি করি—কার সহায়ভায়—কি উপায়ে ঐ ঘরে যাব—এই প্রধান চিন্তা নানা রকম চিন্তা করে দেখ্‌লেম—একটু সাহস না কল্লে—এ কাজ হওয়া বড় কঠিন। তখন আর কিছু না ভেবে—সাহসের উপর নির্ভর করে—ঘর হতে বেরুলেম—যখন আমি যাই—তখন তুমি নিদ্রিত—রাত্রিও অধিক থাকে নাই—একবার ভাব্‌লেম—তোমাকে ডেকে বলে যাই—আবার ভাবলেম—তোমাকে ডাক্‌লে পাছে বাধা দেও—পাছে কোন আশঙ্কা ভাব—পাছে আর কোন গোল উপস্থিত হয়—এই সকল কারণে তোমাকে ডাকি নাই—আমি একাই সিঁদেল চোরের ন্যায়—ধীরে ধীরে—ভয়ে ভয়ে ঘরের বাইরে এসেছি—এমন সময় দেখি একজন যমদূতের ন্যায় দস্যু দুয়ারের কাছে শুয়ে পড়ে আছে। সে যেখানে শুয়ে ছিল—তার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে হয়—আমি সেখানে গিয়েই এক রকম হতবুদ্ধি হলেম—কারণ সেই সময় সে পাশ ফিরে নড়ে উঠল—আমি অম্‌নি থামের পাশে থম্‌কে দাঁড়ালেম—কি জানি পাছে সে জেগে উঠে কোন গোল করে। সে গোল কল্লেই তো সর্ব্বনাশ! দস্যুদের মধ্যে কেউ দেখতে পেলে সকল আশা ফুরবে—আর যে কখন কোন উপায় কর্‌তে পার্‌ব—সে আশাও থাক্‌বে না। পূর্ব্বে যে রকম কয়েদ করে আটক রাখত—আবার সেই রকম কয়েদ রাখবে—আজ কাল যে একটু স্বাধীনতা আছে—তাও থাক্‌বে না—তখন সকল বুদ্ধি—সকল মতলব—সকল চেষ্টা মিথ্যা হবে। এইরূপ পাঁচ রকম ভাবছি—ভাবতে ভাবতে খানিক সময়ও কেটে গেল। আবার আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগোতে লাগ্‌লেম—তখন সে লোকটা খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্চে—তার নাকের শব্দে জানা গেল—লোকটা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। তবে এই বেশ সময়—আর দেরি করা হবে না—এইরূপ ঠিক করে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্‌লেম। ঘরে ঢুকেই আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল—মুখ শুকিয়ে

এলো—মাথা যেন ঘুরে পড়্‌ল। ঘরের ভিতর যে আর একটী লোক শুয়ে ছিল—তা আমি জান্‌তেম না—সুতরাং ঘরের মধ্যে এক রকম নিরাপদ মনে ছিল। এখন দেখি কে একটা লোক ভিতরে শুয়ে পড়ে আছে। আমি যেমন দেওয়ালের গা হতে এই পুঁটলিটী নেব বলে হাত বাড়িয়েছি—অমনি যে লোকটা ঘরে শুয়ে ছিল—সে বলে উঠ্‌ল—"ধর্—ধর্—ধর্।" এই কথা শুনেই আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্‌ল—ভাবলেম এই বারেই গেলেম—কি কুকর্ম্ম করেছি—কেন ইচ্ছা করে বাঘের মুখের ভিতর হাত দিয়েছি—কেন কাল সর্পের গর্ত্তে আঙুল দিইছি। আমার আর এক পাও সর্‌তে সাহস হলো না—হাত খানি যেমন উপরে উঠেছিল—সেই রূপই রইল—আমি মরা মানুষের মত অমনি চুপ করে—অসাড়ে সেই খানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—যদি লোকটা আমাকে ধরে—তবে কি উপায় করে—এর হাত হতে পরিত্রাণ পাব? সহসা যে ছুটে যাব—সে যো ও নাই—কারণ বাইরে আবার সেই একটা লোক শুয়ে পড়ে আছে—ঘরে গোল হলে সেও জেগে উঠ্‌বে—তা হলে বিষম গোলোযোগে পড়্‌ব—নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা হবে—আর যে কখন কোন উপায় কর্‌তে পার্‌ব—সে পথেও কাঁটা পড়্‌বে। এইরূপ ভাবছি—কোন ভাবনারই আগাগোড়া নাই—বিপদের সময় যেমন নানা রকম ভাবনা এসে তাল বেঁধে মন গোলমাল করে তুলে—অথচ কোনটা শেষ হয় না—রকম অবস্থায় কিছু সময় গেল। আর কোন সাড়া শব্দ পেলেম না—তখন ভাব্‌তে লাগলেম—ব্যাপারখানা কি?—লোকটা আর কোন কথা বলে না কেন? সেই একবার বলেই থাম্‌লো এর কারণ কি? লোকটা বোধ হয় আমার কাজ দেখ্‌বার জন্য আর কিছু বল্‌ছে না—নতুবা একবার সাড়া দিয়ে—একবার "ধর্—ধর্" বলে চুপ কল্লে কেন? যদি কিছু না বলাই দরকার হতো—তা হলে একবার কথা কওয়ার কারণ কি? আমি কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লেম না।

মনে মনে ভাবলেম তাইতো এখন কি করি? অমনি অমনি কি ফিরে যাব? "না"—যে জন্য এসেছি সে কাজ সমাধা করে যাব? বিষম চিন্তা মনে হলো—কিছুই ভেবে কুল পাই না! এখন এগোতেও পারি না পিছুতেও পারি না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মন বড় বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল—তখন ভাব্‌লেম কপালে যাই থাকুক—আর একরকম ভাবে থাকা যায় না। এইরূপ ভেবে

পুঁটলিটী নামিয়ে নিলাম—আর কোন গোল শুনা গেল না। আমি সাহসের উপর ভর করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চকিতের মধ্যে ঘর হতে বাইরে ছুটে এলেম। ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দোরের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগ্‌লেম—কিন্তু কারো কোন সন্ধান দেখা গেল না। তখন মনে মনে ভাব্‌লেম রামবল—বাঁচলেম!

পুঁটলিটী অনেক যত্নে—গোপনে রেখেছিলেম—তোমাকে এর কথা আদৌ বলি নাই। এই দাড়ীটী এত সবসাধনা করে আনা গ্যাছে। কেবল যে তোমাকে বহুরূপ সাজাব সে মতলবে এ সকল আনা হয় নাই।” পুর্ণশশী প্রমোদের কথা শুনেই অবাক। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল তাইতো কি অসীম সাহস! যদি কোন রকমে বদমায়েসেরা দেখ্‌ত—কিম্বা কোন রকমে ধরা পড়্‌ত তা হলে কি সর্ব্বনাশ হয়ে পড়্‌ত। তবে মেইজদিদি! সে তো অসীম সাহসের কাজ হয়ে গ্যাছে। এখন এবেশে আবার কি করতে হবে—তা প্রকাশ করে বল।

এখন আর এমন কিছু করতে হবে না। আমার সঙ্গে এখান হতে যেতে হবে। আমি বাইরে গিয়ে দেখে এলেম—সকলেই নেশাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—কোন গোল নাই—পালাবার এই অমৃতযোগ। এই সুযোগে এখান হতে চলে গেলে কোন রকম বিপদের আশঙ্কা থাক্‌বে না। যদি এদের মধ্যে কেউ দেখতে পায়—তবে আমাদিগকে চিন্‌তে পারবে না। ওদের দলের লোক ভেবে কিছুই জিজ্ঞাসা করবেও না।

প্রমোদকাননের কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে—“এ ফিকির মন্দ নয়—যদিও তুমি বল্‌ছ—আমাদিগকে কেউ চিন্‌তে পারবে না—কোন রকম আশঙ্কা থাক্‌বে না—কিন্তু দিদি! বলতে কি—ভয়েতে বুকের ভিতর যে কেমন কচ্ছে—তা আর বলবার নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এদের হাত হতে পরিত্রাণ না হয়—ততক্ষণ কিছুতেই নির্ভয় হবার যো নাই। কোত্থেকে যেন ভয় এসে মন খারাপ করে দিচ্ছে। সে যাহোক আমি আর কোন রকম ভয়ের কথা ভাব্‌ব না—কপালে যা থাকে—তাই হবে—তবে আর এখন দেরি করে কাজ নাই—কি জানি শুভ কাজে অনেক বিঘ্ন।”

তারা দুটীতে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলে—সে ঘর হতে বেরুলো। ঘরের বাইরে এসে দেখে কোন স্থানে—কোন রকম সাড়াশব্দ—কি কোন গোলযোগ নাই—বাড়ীখানি যেন জনমানব শূন্য—আঁধারে ঢাকা রয়েছে—মন

ও বাহির ছুই সমান। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।—প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী দুটীতে—অন্ধকারে একটী ঘরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলো; তারা যে ঘরের সম্মুখে উপস্থিত—সে ঘরের দরজা বন্ধ—চাবি দেওয়া; প্রমোদ হাত বাড়িয়ে দেখ্‌লে বাইরের দিকে চাবি দেওয়া আছে। তখন পূর্ণশশীকে বল্লে—"ছোট বৌ আসবার সময়—তোর হাতে যে চাবিকাটি দিইছি—শীঘ্র আমাকে দে।"

পূর্ণশশী চাবিকাটি দিয়ে—জিজ্ঞাসা কল্লে চাবি নিয়ে কি করবে?

"যা করি এখনই দেখতে পাবে। আমি একবার ঘরের মধ্যে যাব—বিশেষ দরকার আছে—তুমি এখানে চুপ করে—দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি কেউ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—তা হলে কোন উত্তর না দিয়ে খিল খিল করে হাস্‌বে।"

প্রমোদকাননের কথা শুনে পূর্ণশশী জিজ্ঞাসা কল্লে—"মেইজদিদি! তোমার কথার তো কোন অর্থ বুঝতে পারলেম না। আমরা পালিয়ে যাচ্ছি—তা তো তোমার মনে আছে—তবে এখানে দেরি করা কেন? আর দস্যুরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে—হাঁস্‌তে বল্লে—এরই বা মানে কি? এক বিপদ হতে উদ্ধার হবার জন্য আবার আর এক বিপদে মাথা দেবে নাকি? কি জানি কখন কে এসে কি বিপদ ঘটাবে—তার স্থিরতা নাই। এ সময় তোমাকে অধিক কথা বলে বুঝাবার ও সময় নয়।"

পূর্ণশশী আর কোন কথা বল্‌তে সাহস কল্লে না। কারণ কথা বার্ত্তায় দেরি হলে—কি জানি পাছে কোন বিপদ ঘটে—এই আশঙ্কায় কিছু না বলে—হাত বাড়িয়ে চাবিকাটিটী প্রমোদের হাতে দিলেন। প্রমোদ চাবিকাটি নিয়ে চকিতের মধ্যে দোর খুলে ঘরের মধ্যে গেল। পূর্ণশশী বাইরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই অন্ধকার রাত্রে—কাছে কেউ নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ—পূর্ণশশী—কাটের পুঁতুলের ন্যায় সেই খানেই দাঁড়িয়ে কত কি মনে মনে ভাবছে। প্রমোদকানন যে কি মতলবে—ঘরে ঢুকল—ঘরের চাবিকাটি যে কোথায় পেলে—পূর্ণশশী সে কথার কিছুই জান্‌ত না। সে ভেবে আগাগোড়া কিছুই স্থির করতে না পেরে—কত কথা মনে আন্‌ছে।

প্রমোদকানন ঘরে ঢুকেই ভিতর দিক হতে দোর বন্ধ করে দিলে।

তখন পূর্ণশশী ভেবে অস্থির। মনে কর্‌তে লাগ্‌ল—তাই তো কি করি—এই শত্রুপুরী মধ্যে—এই গভীর রাত্রে—এখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না—কি জানি যদি কেউ এসে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি যে বলে উত্তর দেব—তার ঠিক নাই। মেইজদিদি যে শেষকালে কপালে আবার কি ঘটাবে—তা পরমেশ্বর জানেন। আমি তো আর ভেবে কিছু স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না। কারাগারে বদ্ধ ছিলেম—সে এক রকম ভাল ছিল—এত দুর্ভাবনা ছিল না। এখন যে কত ভাবনা মনে হচ্চে—বুকের ভিতর যে কি রকম হচ্চে তা আর বলবার নয়। পোড়ারমুখী মেইজদিদি আমাকে এখানে একা ফেলে—কি রাজকাজে গেল? এখানে আর একা থাক্‌তে আমার একটুও মন সর্‌ছে না—কেমন একটা ভয় এসে আমাকে অস্থির কচ্ছে। কি করি? আবার কি ফিরে ঘরে যাব? ঘরে যেমন ছিলেম—সেই রকম করে শুয়ে থাকিগে। তাই বা কেমন করে যাব? আমি যদি এখান হতে চলে যাই—তবে মেইজদিদি এসেই বা কি ভাববে—সে আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলে গ্যাছে। আমাকে দেখতে না পেয়ে কি ভাববে—আবার কি রকম অসুবিধায় পড়বে—এই রকম পাঁচখানা ভেবেও তো যেতে পাচ্ছি না। পরমেশ্বর মানুষকে এমন বিপদে ফেলেন? কোথা এই বিপদ হতে পালাব—তা চুলই গেল—আবার এই রাত্রিকালে এখানে এরূপ ভাবে একাটী দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হচ্চে এও কম কষ্ট নয়। সকল কষ্ট সহ্য যায় বাপু—কিন্তু এমন করে চোরটির মত—মুখ বুঁজে থাকা চাইতে পাঁচজনের মাঝে দু ঘা মার খাওয়াও ভাল। আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে—মানুষ্যে কি এমন করেও থাক্‌তে পারে? যা হোক্‌ আর খানিকক্ষণ দেখি—এর মধ্যেও যদি না এসে—তবে যা মনে আছে তাই কর্‌ব।

দ্বাদশ স্তবক।

—————:•:—————

বিপদের উপর বিপদ।

"স্তিমিত নয়নে ঝরে আঁখিনীর,
অপাঙ্গ বহিয়া আবরি শরীর,
প্রবাহে বহিল প্রবল ধারা—
কমল নয়ন কমল মুকুল,
আধ মুকুলিত আতঙ্কে আকুল,
হিমানী নিশীথ কুসুমপারা॥"

পূর্ণশশী সেই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেই ঘরের দোরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রমোদকানন এখনো এলোনা দেখে কি যে কর্‌বে, তার কিছুই ঠিক কর্‌তে পাচ্ছে না। অস্থির মনে কেবল ঘরের দিকে চেয়ে আছে—পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তার মন টলমল কচ্ছে—এক একবার ভাব্‌ছে—দোরে ঘা দিয়ে প্রমোদকে ডেকে এখান হতে চলে যায়—আবার ভাব্‌ছে—দোরে ঘা দিলে কি জানি কে জেগে উঠ্‌বে—তা হলেই তো সর্ব্বনাশ—সকল আশা শেষ হবে। মেইজদিদি কেনই যে আমাকে এরূপ অবস্থায় ফেলে চলে গেল—তারো তো কোন মানে বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পূর্ণশশী এইরূপ ভাব্‌ছে—এমন সময় সে পাশের দিকে চেয়ে দেখে—একটা লম্বায় পূরো পাঁচ হাত লোক তার দিকে চলে আস্‌ছে। লোকটার আকার দেখেই তার প্রাণ উড়ে গ্যাছে। মনে মনে ভাব্‌ছে আপন—"তাই তো কি সর্ব্বনাশ—যে আশঙ্কা ভাব্‌ছিলেম—আমার কপালে তাই কি উপস্থিত হলো নাকি? মেইজদিদির এত দেরির ফল যে এইরূপ বিপদজনক হবে তা আগেই জান্‌তে পেরেছি—এক বিপদে ছিলেম—সেই ভাবনায়—সেই ভয়ে প্রাণ ছটফট কর্চ্ছিল—তার উপর আবার দেখ কি বিপদ উস্থিত হয়? মেইজদিদি এত বুদ্ধি ধরেও এমন কাঁচা কাজ কল্লে যে কেন—তা তো বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। তা মেইজদিদিরই বা দোষ দেব কি?—সকলই সময় গুণে—কপাল গুণে—ঘটনা গুণে উপস্থিত

হয়। যা হোক এখন উপায় কি?—কি রকম করে এর হাত হতে উদ্ধার হই—এ ত নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু। এ রাক্ষসপুরে—এ যমপুরে—এ নরক পুরে আমাদের উপকারী কেহই নাই। এ লোকটা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কল্লে—কি যে উত্তর দেব—কি ছল করে যে এর হাত হতে রক্ষা পাব—তার তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না।"

পূর্ণশশী মনে মনে এইরূপ সাত পাঁচ ভাবছে—এমন সময় সেই লোকটা হেল্‌তে দুল্‌তে দুল্‌তে এসে—পূর্ণশশীর সাম্‌নে দাঁড়ালো;—লোকটার আকার দেখ্‌লেই আত্মাপুরুষ উড়ে যায়—তেমন বিশ্রী লম্বা মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না—যেমন লম্বা তেমনি মিস্‌মিসে কাল—তেমনি দেখ্‌তে কদাকার—তেমনি বেয়াড়া বেঢপ লোক—এই রাত্রিকালে—এরূপ অবস্থায় দেখ্‌লে মনে যে কি হয়—সে সব কথা আর বলবার নয়। যা হোক, মেইজদিদিই এ সব উৎপাত ঘটালে। এখন মেইজদিদিই বা কোথা—আর আমিই বা কি করি?—পূর্ণশশী এইরূপ মনে মনে কচ্ছেন—এমন সময় লোকটা কাছে এসে বল্লে,—"রামফল মনে আছে তো? আজ রাত্রে সেই কয়েদী যুবতী দুটীর ঘরে পড়ে—বুঝ্‌লে কি না?"—এই কথা বলে সে লোকটা হি হি করে হাস্‌তে লাগ্‌ল—লোকটার হাসির ঘটা—এবং চাল চলন দেখে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে—নেশাতে সে চুড় চুড় কচ্ছে—কথা খুব জড়িয়ে আস্‌ছে—এমন কি এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে না—পা টলে টলে পড়্‌ছে।

পূর্ণশশী এতক্ষণ এক রকম বিপদে ছিলেম—এখন অবোধ সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লেন—পাষণ্ডের মনের কথা বুঝ্‌তে পেরে—একেবারে অকূল পাথারে পড়্‌লেন—যে ব্যাঘ্র শীকার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে—সেই বাঘের সম্মুখে উপস্থিত! পাপী যদি জান্‌তে পারে—তার ইচ্ছাপূর্ণ কর্‌বার সামগ্রী—তার মুষ্টির ভিতর—তার পিপাসার শান্তি জল সম্মুখে—তার রোগের ঔষধ এই বর্ত্তমান—তা হলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়—এই কথা ভেবেই পূর্ণশশী একেবারেই অবাক—চিত্র করা ছবির ন্যায়—মাটির পুঁতুলের ন্যায়—মরা মানুষের ন্যায় খানিক্ষণ চুপ করে থেকে—মনে মনে স্থির কল্লে—"যা হবার তা তো হয়েছেই—যতক্ষণ পারি কৌশল করে এর চোকে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। যা হোক পুরুষের পোষাক করে দিয়ে মেইজদিদি কি বুদ্ধির কাজ করেছে—এই বেশ না থাক্‌লে—দুরাচার এই মুহুর্ত্তেই যে

কি সর্ব্বনাশ কর্‌ত—তা পরমেশ্বরই জানেন—পুরুষ বেশ করাতে একেবারেই যে এব দুরাভিসন্ধি হইতে নিস্কৃতি পাব—তারই বা নিশ্চয় কি? এ যে মতলবের কথা প্রকাশ কল্লে—ঘরে গিয়ে যদি আমাদের খোঁজ না পায়—তা হলে—এখনই গোল করে ফেল্‌বে—আর দেখা পেলেও তো রক্ষা নেই।

লোকটা যে পূর্ণশশীকে চিন্‌তে পারে নাই তা স্পষ্টই বোধ হচ্চে—তাদের দলে রামফল নামে কোন লোক আছে—তাকে ভেবে পূর্ণশশীর কাছে মনের কথা বলে ফেলেছে। পূর্ণশশী যে এরূপভাবে এখানে উপস্থিত হবে এ তার মনে আদৌ বিশ্বাস হতে পারে না। কয়েদীয়া স্ত্রীলোক—ঘরে আটকান আছে—তারা যে এমন পুরুষবেশ ধরে এখানে থাক্‌বে—একথা স্বপ্নের অগোচর। সেই লোকটা আবার বলে উঠল—"রামফল তুই জানিস্‌ তো—আজ বলদেব সিংহের সহিত লেখা পড়া হবার কথা আছে—বলদেব যদি কাগজে সই কর্‌তে অমৎ করে—তা হলে এই হাতে তার প্রাণ নষ্ট কর্‌ব। দলপতি আমকে বলেছেন—"নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধি হলে—সেই কয়েদিদের মধ্যে খুব সুশ্রী সেই ছেট্টীর সঙ্গে তোর সাদি দিয়ে দেব। আমার সাদি হলে তোকে নিয়ে আহ্লাদ আহ্লাদ কর্‌তে ছাড়্‌বো না—হাজার হোক তুই হচ্ছিস ভাই প্রাণের ইয়ার—এই কথা বলেই একটা গেলাসে খানিক মদ ঢেলে পূর্ণশশীর দিকে হাতবাড়িয়ে বল্লে—ভাই রামফল খাও বাবা!

উপস্থিত ব্যাপার দেখে পূর্ণশশী একেবারে আকাশ পাতাল ভেবে অস্থির—কি যে কর্‌বে—কি বল্‌বে—কি যে বুদ্ধি জোগাবে—কি যে এশে কথার জবাব দেবে সে তার কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চে না—ভয়ে ভাবনায় বুকের ভিতর ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কচ্ছে—আঁধারে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে—নাক মুখ দিয়ে যেন আগুনের মত নিশ্বাস বচ্ছে—বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে এসেছে। লোকটা যেই হাত বাড়িয়ে পূর্ণশশীর হাতে মদের গেলাস দিবার উদ্যোগ করে—সে অমনি হাত বাড়িয়ে গেলাসটী নিয়ে—এমনি কৌশল করে মদটুকু ফেলে দিয়ে খালি গেলাস মুখে ধরেছে যে সে তা আদৌ বুঝতে পারে নাই। বাস্তবিক তখন তার বুঝবার ক্ষমতাও ছিল না—কেবল নেশায় টল মল কচ্ছে।

পূর্ণশশী কেবলই মনে মনে ভাব্‌ছে—পরে কপালে যাই হোক—এখন কি উপায়ে এ আপদটাকে বিদায় করি? বাপুরে গন্ধে প্রাণটা গেল—

এত বিপদও কপালে ছিল—লোকটা যে আর একটা কথা বল্লে—"বলদেব সিং কাগজে সই করে না দিলে তার প্রাণ নষ্ট করবে—সে কোন বলদেব কৈ বলদেবসিংহ নামে তো আর কারো নাম শুনি নাই—এ কি সেই বলদেব?—না এক নামে কত নাম থাক্‌তে পারে—তিনি কারাগারে আবদ্ধ হবেন কেন? আবার ভাবলেন—তারই বা আশ্চর্য্য কি? পাষণ্ডেরা যে সর্ব্বনাশ করতে আমাদের এইরূপ দশা করেছে—তাঁর প্রতিও যে সেইরূপ করবে—তারই বা বিচিত্রতা কি? ছলে বলে কৌশলে আমাদের কাছে কত রকম কথার সন্ধান নিয়ে থাকে—কখন মিষ্ট কথায়—কখন চোক রাঙ্গিয়ে—কখন প্রাণে মারব বলে নরম গরম ব্যবহার করে থাকে। যাই হোক এ লোকটার মুখে কথাটা শুনে পর্য্যন্ত কেমন যে আমার মন খারাপ হয়ে গেল—তা আর বলবার নয়। এ জন্মটা এই রকম করেই গেল। এখন যেরূপ ভাবনায় অকূল সাগরে পড়েছি—এ বিপদ সাগর হতে উদ্ধার হবার আর উপায় দেখছি না। যদি উপায়ই থাকে—তবে এমন ঘটনা ঘটবে কেন? অসম্ভব ঘটনা সকল কেমন পর পর ঘটে আস্‌ছে—এ দেখে বোধ হচ্ছে—মানুষের অদৃষ্টে যা যা ঘটবে—সে সকল যেন আগে ঠিক করা থাকে এবং সময় উপস্থিত হলে—তারাও এক এক করে দেখা দেয় আবার আশ্চর্য্য এই এ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ভোগ কল্লেম—সকলগুলিই ক্রমে ক্রমে কঠিন হয়ে আস্‌ছে—এরূপ ঘটনা স্রোত দেখে কে না বুঝ্‌তে পারে—আমাদের অদৃষ্টের শেষ ফল অতি ভয়ানক—অতি বিপদজনক—অতি বিষময়। কেমন যে কপালের দোষ—যখনই কোন শুভ ঘটনার সূত্র হয়—তখনই যেন কোথা হতে অভাবনীয় বিপদ এসে উপস্থিত হয়। এ ঘটনার কি শেষ হবে না? আর যে সহ্য হয় না। পরে কপালে যা হবে সে তো পরের কথা—এখন এই মাতালটাকে যে কি উপায়ে বিদায় করি—সেই শক্ত ভাবনা। কথা কইলে যদি আওয়াজে বুঝ্‌তে পারে—তা হলে তো সর্ব্বনাশ!—সকল বুদ্ধি ফুরিয়ে আসবে। আবার কথা কইলেই বা এ চলে যাবে কেন? আর অধিকক্ষণ এরূপভাবে চুপ করে থাকাও ভাল দেখায় না—না জানি কি মনে করবে। আমার দেখছি বিষম বিপদ উপস্থিত!—বিপদ দেখে এক একবার ইচ্ছে হয় চীৎকার করে—কেঁদে মনের দুঃখ প্রকাশ করি। এক একবার মেইজানজির উপর এমনি রাগ হচ্ছে যে, সে কথা আর বলবার নয়—সেই মেইজানজিই তো এই সকল বিপদের মূল—আজ যদি এরূপভাবে এখানে উপস্থিত না হতেন তা হলে তো এরূপ

বিপদ—এরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা—এরূপ কারখানা ঘটত না। অতঃপর যাই থাকুক কপালে এর সঙ্গে কথা কইতেই হচ্ছে—কথা না কইলে এ পাপ বিদায় করা যাবে না। রামফল বোধ হয় এর প্রাণের ইয়ার—রামফলের সঙ্গেই সকল পরামর্শ হয়ে থাকে—তাই আমাকে চিনতে না পেরে রামফল বলেই আমাকে ডাক্‌চে। এর চোকে এখন আমি আর পূর্ণশশী নই—এখন মিট্‌মিয়ার রামফল। হা অদৃষ্ট!—এতও কি কপালে ছিল? দুঃখের সময় হাসি পায়—কাকেই বা এ কথা বলি—হতভাগা মদখেয়ে যে রকম কচ্চে এর হাত থেকে পালানও সহজ নয়।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

তুমি কে?

"কে তুমি গগনপটে ধীরে ভেসে যাও,
ঘন কাদম্বিনী গায়, ক্ষণেক লুকায়ে কায়,
চিত হারা জনে কেন পরাণে মজাও?
প্রাণহীন প্রাণ কেন কর বা উধাও?"

অনেকক্ষণ হলো প্রমোদ ঘরে ঢুকেছে—এখনো বেরুচ্চে না কেন? প্রমোদকানন যে কি জন্য ঘরে গ্যাছে—তার মতলব যে কি তা জানবার জন্য সকলেরই মনে কৌতুহল জন্মিতে পারে—সেই ভয়ানক পুরীর মধ্যে ইচ্ছা করে কে বিপদে পড়্‌তে চায়—কাল সর্পকে মালা করে গলায় দিতে কে ইচ্ছা করে?—এমন বিপদের—এমন ভয়ের—এমন কষ্টের স্থান লোকে শীঘ্রই ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা করে থাকে। যে প্রমোদ এখান হতে পালাবার জন্য কত কৌশল—কত মতলব—কত সাহস করে পুরুষবেশ ধরেছে—সে যে এখন এত দেরি কচ্ছে—এর মানে কি?—মানুষের মনের কথা প্রকাশ করা বড় কঠিন ব্যাপার কে যে কি অভিপ্রায়ে কাজ করে—কার যে মতলব কতদূর—কে যে কি চক্রে ফেরে—সে কথা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেউ বল্‌তে পারে না মানুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নয় তখন মানুষের

নিকট তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। এ সংসারে কেউ সৎ অভিপ্রায়ে—কেউ কুঅভিসন্ধিতে ফেরে—সকলেরই অভিপ্রায়ের মূলে স্বার্থপরতা বর্ত্তমান। এই স্বার্থের লঘু গুরু অনুসারে ভাল মন্দ কাজ হয়ে থাকে; পাপ বল ও পুণ্য বল সকলই স্বার্থানুসারে ঘটে। ঘটনা ও কার্য্য, ভাল ও মন্দ সকলই স্বার্থের সূত্রে গাঁথা। আজ যে প্রমোদকানন কোন স্বার্থ সাধন করতে পূর্ণশশীকে একাকিনী রেখে—অদৃশ্য হলো—এ সমস্যা কে পূরণ করবে ?—

পাঠক যদি তুমি প্রমোদকাননের অনুসন্ধান জানতে ইচ্ছা কর—তবে ঐ অন্ধকার পূর্ণ ঘরে একবার চল। ঐ দেখ প্রমোদ অন্ধকার ভেদ করে—কেমন সাহসের উপর নির্ভর করে গুটি গুটি পা ফেলে যাচ্ছে। রাত্রিকালে অজানিত গৃহে কিরূপভাবে প্রবেশ করতে হয়—যদি তোমার না জানা থাকে—তবে প্রমোদের কাছে শিক্ষা কর। প্রমোদ প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করেছে—ঐ দেখ আস্তে আস্তে সে ঘর ত্যাগ করে এখন কোথায় উপস্থিত। এ কি ? একজন পুরুষ—বয়স অল্প—যুবা দেখতে বেশ সুশ্রী—নধর শরীর বলিষ্ঠ—চেহারা দেখ্‌লে ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হয়। এই রাত্রে—এই নরক-পুরীর মধ্যে আস্তে আস্তে—অতি গোপনভাবে কি পরামর্শ কচ্চে ? বিশেষ কোন গুপ্তকাণ্ড ভিন্ন এরূপ হয় না। সেই ঘোরতর রাত্রে চারিদিকে কালান্তক যমের ন্যায় শত্রু—তার মধ্যে এরূপ সাহস—এরূপ বুকের পাটা—এরূপ কারখানা বুঝে উঠা ভার। লোকে রমণীগণকে যত সুকোমল যত ননির পুঁতুল—যত সোহাগের লতা মনে করুক না কেন—কিন্তু তাদের কাজ দেখ্‌লে আর সেরূপ বোধ হয় না। প্রমোদকানন আজ যেরূপ সাহস ধরে এই শত্রুর মাঝে বেড়াচ্ছে—অনেক পুরুষে সেরূপ পারে কি না সন্দেহ। প্রমোদ যখন আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে তখন যুবাটী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। প্রমোদ তার গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বোল্লে—"নিদ্রার সময় নয়—জাননা যেরূপ চক্র হয়েছে—অবিলম্বে তোমাকে মহা নিদ্রায় আক্রমণ কর্‌বে। আমি কোন গোপন সূত্রে জান্‌তে পেরেছি—তোমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী—অতএব এই সময় যদি এখান হতে পালাতে পার—তবেই এ যাত্রার রক্ষা নতুবা এই গৃহেই জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হবে।

প্রমোদের কথা শুনে যুবার মন উড়ে গেল। ব . . . দেখায় কি . . .

যে জীবনের পরিণাম এরূপ হবে—তা যদিও জানি—কিন্তু এরূপ সংবাদ নিয়ে এরূপ ভাবে এর এখানে আস্‌বার কারণ কি? দুষ্ট নিশাচরেরা যেমন নানা প্রকার মায়া মূর্ত্তি ধরে—রামচন্দ্রের অনিষ্ট কর্‌তে চেষ্টা পেতো—এই দস্যু-গণও বুঝি সেইরূপ করে—আবার কি ভাবে আমার মন বুঝ্‌তে এলো নাকি?—যুবা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে বল্লেন—"আমার অদৃষ্টে যা হবার তা তো হবেই—সে ঘটনা কেও নিবারণ কর্‌তে পারবে না জানি—কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে—এই ঘোর রাত্রিকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন?"

"একজন নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন রক্ষা করতে।"

যুবা আদৌ বুঝ্‌তে পারেন নাই—এমন উপকারী লোকটা কে?—দস্যুদের মধ্যে এরূপ হিতৈষী লোক থাকা—সম্পূর্ণ অসম্ভব—আবার অন্য যে কেহ এখানে এসে এই কঠিন কাজ সাধনা কর্‌বে—সেও আরো অসম্ভব; তবে এ লোকটা কে? যুবা এইটা মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

যুবা আবার শুন্‌লেন—"আর বিলম্ব কল্লে চল্‌বে না—আমি যে এখানে তোমার জীবন রক্ষা কর্‌তে এসেছি—দুরন্ত শত্রুগণ তা শুনলে—তোমার সহিত আমাকেও পৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তে হবে।"

"আপনি যে অযাচিত হয়ে এরূপ উপকার কর্‌তে এসেছেন—এ জন্য আমার জীবন চিরদিন আপনার নিকট চিরবিক্রীত থাক্‌বে। আপনার সৎ ইচ্ছার জন্য আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দি—কিন্তু আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে—আপনি কি উপায়ে পাষণ্ডদের চোকে ধুলো দিয়ে—আমাকে উদ্ধার কর্‌বেন? আমি অনেক প্রকার উপায় চিন্তা করেছি—কিছুতেই কোনটীই সংযুক্তি বলে স্থির কর্‌তে পারি নাই। আপনি বিশেষ সাবধান হবেন—আমার উপকার কর্‌তে যেন আপনার বিপদ উপস্থিত না হয়।"

প্রমোদকানন যুবার কথা শুনে আবার বল্লে—"যদি আপনার উদ্ধারের জন্য আমার শত সহস্র রকম বিপদ হয়—সেও ভাল—সে বিপদকে আমি বিপদ বলে মনে করি না। যে কোন বিপদের চরম সীমা—জীবন নষ্ট—সে বিপদ আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রাহ্য করি না। যদি অন্যের উপকারার্থে প্রাণ দিতে হয় সে তো সুখের বিষয়। থাক সে সব কথা তুলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আপনি আর কোন সন্দেহ কর্‌বেন না।

শীঘ্র প্রস্তুত হোন—আমি যে যে রকম বলি—ঠিক সেই সেই রকম করে—এখান হতে প্রস্থান করুন। এ পাপপুরী যত শীঘ্র ত্যাগ কর্‌তে পারেন সেই মঙ্গল।”

যুবা পুনর্ব্বার বল্লেন—“আপনার কথাগুলি স্বর্গীয়ভাবে পরিপূর্ণ—আপনি যে নিঃস্বার্থ হয়ে—এই ঘোর রাত্রিকালে আমার উপকার কর্‌তে এই বিপদে মাথা দিয়েছেন—এ আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফল। আমি উদ্ধার হতে পারি বা নাই পারি—সে জন্য আমার আর কিছুমাত্র দুঃখ নাই—কিন্তু আপনি যে দয়ার—অনুগ্রহের—স্নেহের কথা বল্লেন—এই কথা শুনেই আমার মনে যে আহ্লাদ হয়েছে—এ বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার আহ্লাদ অপেক্ষাও সে আহ্লাদ অধিক। আমার প্রতি আপনার যখন এত দয়া—তখন আমার পরিত্রাণ নিশ্চয়ই হবে—সে পক্ষে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমার একটী শেষ ভিক্ষা আছে—বোধ হয় সে ভিক্ষা হতে আপনি কখন বঞ্চিত কর্‌বেন না।”

প্রমোদ। এ সামান্য ব্যক্তির নিকট আবার ভিক্ষা কি! আমা দ্বারা যা হতে পারে—সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ জোর আছে মনে কর্‌বেন। লোকে আপনার জনের নিকট যেমন কোন বিষয় বলে থাকে—আপনিও আমাকে সেইরূপ জ্ঞান করে—যা বলবার তা বল্‌বেন—কোন বিষয় বল্‌তে বা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হবেন না।

যুবা। সেই সাহসের উপর নির্ভর করেই জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহসী হচ্ছি। আমার যিনি এমন উপকারী—যাঁর দ্বারায় এ জীবন রক্ষা হচ্চে—সেই উপকারী—জীবনদাতার নাম শুন্‌বার জন্য এ প্রাণ অত্যন্ত পিপাসিত। আমাকে যদি সুখী করা আপনারা বাসনা হয়—তবে এই পরিচয়দানে আমাকে বঞ্চিত কর্‌বেন না।

যুবার বিশেষ অনুরোধ শুনে—প্রমোদকানন অল্প হাসিমুখে বল্লেন—“এ পরিচয়ের তো কোন প্রয়োজন দেখ্‌ছি না—মনে কর্‌বেন আপনার কোন বন্ধু—আপনার এই বিপদে কিঞ্চিৎ সাহার্য্য করেছেন—এ ভিন্ন আপনার আর কিছু মনে কর্‌বার আবশ্যক দেখছি না।

যুবা। জীবনদাতার নাম অপেক্ষা হৃদয়ের সুখের জিনিস আর কি আছে ?

প্রমো। বিবেচনা করেন যদি পরিচয় পাওয়াও যেমন আবশ্যক পরিচয়

দেওয়াও আবার তেমনি প্রয়োজন। আমাদের পরস্পরের পরিচয় কেহই জানি না—এখন সে কাহিনী বল্‌তে গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—আপনি জানেন এখনকার এ সময় অতি মূল্যবান—এ অমৃত যোগ ত্যাগ করা কোন মতেই বুদ্ধির কাজ নয়। আমাদের যতই বিলম্ব হচ্ছে—ততই মনে মনে নানা আশঙ্কা—নানা বিপদ—নানা দুর্ঘটনার আভাস দেখা দিচ্ছে।

যুবা কথা বার্ত্তার ধরণে স্পষ্টই বুঝতে পাল্লেন—এই উপকারী ব্যক্তি নিজ পরিচয় দিতে তত ইচ্ছুক নহেন—কারণ তিনি পরিচয় শুনবার জন্য যতই ব্যগ্র হতে লাগ্‌লেন—প্রশ্নোত্তরে—ততই অন্য কথা উপস্থিত করে সে কথা ঢাক্‌তে লাগ্‌লেন। যুবা কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছেন না—তিনি এক জন স্ত্রী লোকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কচ্ছেন—তাঁর জীবন রক্ষা করতে যে একজন যুবতী এরূপ চেষ্টা কচ্ছেন—এ কথা জান্‌তে পারে—তাঁর আরো আশ্চর্য্য—আরো চমৎকার—আরো কৌতুহল হতো। যুবতী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এ যে কেবল যুবতী তা নয়—এর যৌবনের উপর আবার রূপের তুফান তোলপাড় কচ্ছে। রূপ ও যৌবন এক সঙ্গে দেখা দেওয়াতে যে কি একটী অপূর্ব্বভাব—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—অপূর্ব্ব মাধুরী দেখা দিচ্ছে—তা আর বলবার নয়। যুবা অন্ধকারে এ সৌন্দর্য্যরাশির কিছুই বুঝিতে পাচ্ছেন না। তবে আঁধারে মিষ্ট কথার মিষ্টতাটুকু বেশ আস্বাদন কচ্ছেন। কথার লালিত্য যুবার অন্তরতল পর্য্যন্ত যেন শীতল হয়ে যাচ্ছে। এই ভরা যৌবন—তার উপর আবার রূপের—এই বাহার—এই বাহারে উপর আবার কথার মিষ্টতা, কেবল যে মিষ্টতা তাও নয়—এই বিষম বিপদের অবস্থায়—এই ঘোরতর রাত্রে আবার প্রাণ বাঁচাতে এসেছে। যুবা যদি এতকগুলি জান্‌তে পেতেন—তা হলে তাঁর অন্তঃকরণ যে কি হতো—সে কথা কথায় বলে। প্রকাশ করা যায় না।

যুবা পুরুষটি আবার মনে মনে ভাবতে লাগলেন—তাই তো ব্যাপারখান কি? আমি তো এ রহস্যের কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না সকলই আমার পক্ষে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হচ্ছে। আমার এমন উপকারী লোকটা কে? কি উদ্দেশে যে এ আমার এই উপকার করতে এসেছে—তারও তো কোন বন্ধান পেলেম না। ভাল কথা যদি উপকারীই হবে—তবে পরিচয় দানে এত আপত্তি কেন? উপকারী দ্বারা কোন অপকার হয় না—এ তো সকলই জানে—তবে আমার নিকট পরিচয় গোপন করার কারণ কি? এঁর কথা

বার্ত্তার ধরণে বেশ বোধ হচ্ছে—মনে কোন কু-অভিসন্ধি নাই। যেরূপ ভাবে এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইলেন—তাতে ভাল লোকই বলে বোধ হয়—তবে মানুষের কথা কে বলতে পারে ? মানুষ বড় ভয়ানক জীব—কার পেটে যে কিরূপ বিষ আছে—তা পরমেশ্বরই জানেন—সে কথা অন্যের বলবার ক্ষমতা নাই। আমিও এই বয়সে বিস্তর লোক দেখেছি—কিন্তু যথার্থ মনের মত লোক ক জন দেখা যায় ? মনের মত লোক পাওয়া যায় না বলেই তো—এ পৃথিবী এত ভয়ানক—এত বিষময়—এত যন্ত্রণাদায়ক বলে বোধ হয়। সে যা হোক আমি এখন কি করি ? এঁর কথায় বিশ্বাস করে—এঁর পরামর্শানুসারে কাজ কর্‌ব কি না সেইটীই বিষম সমস্যা।

যুবাকে কিছু চিন্তিত দেখে প্রমোদকানন আবার বল্লেন—আপনাকে কিছু চিন্তিতের ন্যায় বোধ হচ্ছে। আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না—আমি ধর্ম্ম প্রমাণ বলছি—আমাকে অপরিচিত ভেবে আপনি কিছু মাত্র মনে কর্‌বেন না। আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আজ আপনার জীবন নষ্ট হবার খুব সম্ভব এই গুপ্তকথা আমি বিশেষ সূত্রে জান্‌তে পেরেছি—একজনের জীবন নষ্ট হবে—এ কথা কাণে শুন্‌লে এমন পাষণ্ড পামর কে আছে যে, সে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে ? এস্থানে আমার আর অধিকক্ষণ থাক্‌বার যো নাই—আমি অনেক বিপদ মাথায় করে—আপনার উদ্ধার কর্‌তে এসেছি। অতএব এই সময় যা কর্ত্তব্য বোধ হয়—শীঘ্র সেই পথ আশ্রয় করুন। হেলায় এই অমূল্য সময় ও অমূল্য জীবন নষ্ট কর্‌বেন না এই আমার বিশেষ অনুরোধ। আপনার পক্ষে যে সুবিধার সময় উপস্থিত—এ সুবিধা সহজে কারো ঘটে না। আমি যেরূপে আপনার এই বিপদের কথা শুন্‌তে পেইছি তা শুন্‌লে অবশ্যই আশ্চর্য্য বোধ হয় কিন্তু এখন সেরূপ সময় নাই যে সে কাহিনী এখানে বসে প্রকাশ করি। ভগবান যদি সময় দেন—আবার যদি কখন দেখা হয়—তবেই সে কথা বলব। এই বলেই প্রমোদকানন তাঁর হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বল্লেন—"আমার সম্বন্ধে যা জান্‌তে আপনার ইচ্ছা হয়—এই কাগজে দেখতে পাবেন। যুবা অতি ব্যগ্রতার সহিত হাত বাড়িয়ে—কাগজখানি নিয়ে—আপনার জামার পকেটে রাখলেন এবং নিজ হস্তের একটী অঙ্গুরী খুলে প্রমোদ-কাননের হাতে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আপনার নিকট চিরবিক্রীত উপকার

প্রাপ্ত এই হতভাগ্যের স্মরণ চিহ্ন এইটী ত্যাগ না কল্লে—আমি যারপর নাই আনন্দ লাভ কর্‌ব।"

প্রমোদকানন যুবকের এইরূপ বিনীত বাক্য শুনে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌তে লাগল। যুবকের সম্পূর্ণ ইচ্ছা—আবার কোন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে—এই উপকারের প্রতিশোধ করেন। কিন্তু প্রমোদকানন সে পক্ষে কোন ভরাভর দিলেন না। প্রমোদ মনে মনে জানছেন—তিনি স্ত্রীলোক—সুতরাং তিনি বিনা কারণে যে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। এই জন্য তিনি সে কথায়—সে অনুরোধে—তত মনোযোগ দিলেন না। পরস্পর মনে মনে বুঝতে পাল্লেন—তাঁদের আর দেখা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যুবক আবার বল্লেন—"আমাকে উদ্ধার কর্‌তে আপনার যদি কোন বিপদের আশঙ্কা—না থাকে—তবে আমি আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি। আমি নিজের সুবিধা—নিজের মঙ্গল—নিজের সুখের জন্য আর একজনকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছা করি না। আপনি যে আমার উপকারের জন্য এতদূর চেষ্টা কচ্ছেন—এতেই আমি যারপরনাই উপকৃত হইছি। উপকারী ব্যক্তির নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমি আজন্ম আপনার কাছে সেইরূপ কৃতজ্ঞ থাকৃব।"

প্রমোদকানন যুবকের কথা শুনে বল্লেন—"আপনি কৃতজ্ঞ থাকুন বা নাই থাকুন সে জন্য আমার ততটা চেষ্টা নাই—আমি পূর্ব্বেই বলেছি—আপনার উদ্ধার কর্‌তে পাল্লে যেরূপ সুখী হব—আর কিছুতেই সেরূপ সুখী হব না। যখন আমি আপনার জন্য এই ক্লেশ ও বিপদ তুচ্ছ করে এই কাজে হাত দিইছি—তখন যে কোন গতিকেই হোক—এই কারাগার হতে উদ্ধার কর্‌ব। আপনার কোন আশঙ্কা নাই—আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করেছি—তাতে শীঘ্র পালালে আপনার এবং আমার কোন বিপদ হবে না। আমার বিপদ জন্য আপনি কিছুমাত্র মনে কর্‌বেন না। লোকে আত্মীয় ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে—যেমন কোন কাজ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না—বিনা আপত্তিতে তা করে থাকে—আপনিও সেইরূপ আমার কথানুসারে কাজ করুন—এইটীই আমার একমাত্র অনুরোধ।"

যুবা আবার বল্লেন—"আপনার কথায় অবিশ্বাস কিম্বা কোন প্রকার সন্দেহ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—আপনি যেমন অযাচিত্ত হয়ে আমার

উপকারে প্রবৃত্ত হয়েছেন—সেইরূপ এই উপকার কর্‌তে আপনার কোন বিপদ ভোগ কর্‌তে না হয় এই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—আপনার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমার জন্য আপনি কিছুমাত্র ভাব্‌বেন না—আমি আমার উপায় আগে স্থির করেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইছি। আমাদের পরস্পরের বিপদের একমাত্র কারণ যদি আমরা এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করি। কারণ চারিদিকে আমাদের শত্রু—আমরা এই শত্রুপুরীমধ্যে আছি—কি জানি কখন কার চোকে পড়্‌ব—কখন কোন্ বিপদ এসে গ্রাস কর্‌বে—তার কিছুই স্থিরতা নাই। যেরূপ কাজ কল্লে বিপদ স্পর্শ কর্‌তে না পারে—সেইরূপ কাজ করাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বিশেষ বিপদের সময় যত সাহস অবলম্বন করা যায়—ততই মঙ্গল।"

"যদি এখান হতে শীঘ্র পালাতে আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে—তবে আমার সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না—এখন কি উপায়ে এখান হতে যাব অনুমতি করুন।" এই কথা বলে যুবা সেই আঁধারের মধ্যে প্রমোদকাননের মুখপানে এক দৃষ্টিতে চাইতে লাগ্‌লেন। সেই দৃষ্টি প্রমোদকাননের চোকে পড়্‌ল না। প্রমোদ পুনর্ব্বার বল্লেন—"তবে আপনি প্রস্তুত হোন—এই আমাদের শেষ দেখাদেখি। আপনাকে এই গুপ্তদ্বারের চাবিকাটী দিচ্ছি—এই চাবি দিয়ে পাশের ঘরের গুপ্তদ্বার-দিয়ে যত শীঘ্র পারেন পলায়ন করুন—কিন্তু পালাবার সময় একটী কাজ কর্‌তে হবে—কি জানি যদি কোন বিপদ পড়ে—যদি কার সাম্‌নে পড়েন—সেই আশঙ্কায় আপনাকে বেশ পরিত্যাগ করতে হবে—আমি তারও যোগাড় করে এসেছি। এই কথা বলেই প্রমোদ একটী হিন্দুস্থানী ঘাঘ্‌রা যুবকের হাতে দিলেন।

যুবক ঘাঘ্‌রাটী হাতে করে অবাক হয়ে দাড়িয়ে, আছেন অবাক হয়ে দাঁড়াবার কারণ এই যে এখন এই কাপড় নিয়ে কি স্ত্রীলোক সাজ্‌তে হবে নাকি ?

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপ্‌সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

পঞ্চদশ স্তবক।

—:০:—

প্রণয়িণীর মুখের কি এত নিষ্টতা।

"কেহ আত্ম স্বার্থ, কেহ বা স্বজন,
ত্যজিছে অক্লেশে সেবিতে তোমায়।
কেহ উত্তরিছে অলঙ্ঘ্য সাগরে।
অনন্ত অপার গোষ্পদের ন্যায়॥

পূর্ণশশী ও মিঠুরিয়া যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—তাতে বোধ হচ্ছে একটী বাঘের সম্মুখে যেন একটী হরিণ ভয়ে কাঁপ্‌ছে—পূর্ণশশী যে কিরূপ ভাবনায় —কিরূপ—ভয়ে—কিরূপ চিন্তায় মনে মনে অস্থির হচ্ছে—মিঠুরিয়া সে ছবি আদৌ দেখ্‌তে পাচ্ছে না। সে নেশাতে এক প্রকার আমোদে ভোর হয়ে আছে—তার নিকট তখন সংসার আমোদময়—সে মনে মনে নানা প্রকার সুখের ছবি আঁক্‌ছে। পাগলের মনে—বালকের মনে—বিকারগ্রস্থ রোগীর মনে যেমন নানা ভাবের—নানা ধরণের—নানা রকমের কথা উঠে—মিঠুরিয়ার মনেও সেইরূপ কত কথা উঠ্‌ছে। কখন বা তার মুখে হাঁসি দেখা দিচ্ছে—কখন বা বিমর্ষের চিহ্ন প্রকাশ হচ্ছে—কখন বা ঠিক কথা বল্‌ছে—কখন বা পাগলের মত আবল তাবল বক্‌ছে। নেশার ঝোঁকে সত্য মিথ্যা নানা কথা বল্‌তে ক্রুটি কচ্ছে না। মিঠুরিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা বল্‌ছে—তার মধ্যে দুটী কথা পূর্ণশশী মনে অত্যন্ত তোলপাড় কচ্ছে। "ছোটটিকে সাদি কর্‌বে ও তার হাতে বলদেবের জীবন নষ্ট হবে" এই দুটী কথাতে পূর্ণশশী একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। বলদেব সম্বন্ধে —এইটীই প্রধান ভাবনা—কোন্ বলদেব? যে বলদেবের জন্য তাঁরা এই বিপদে পড়েছেন—বলদেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য পাগলের মত হয়ে বেড়াচ্ছেন—সেই বলদেবের জীবন যদি এই মিঠুরিয়ার হাতে নষ্ট হয়—তবে তাঁদের সকল চেষ্টা সকল মতলব—সকল উদ্দেশ্য নষ্ট হবে। এই

ভাবনায় পূর্ণশশী—এক রকম অস্থির হয়ে উঠেছেন—অন্তরের ভাবনায়—অন্তরে অন্তরে গুমুরে পুড়্ছেন—কোন উপায়ও নাই—যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—মনের আগুণ নিবাণ কর্বেন। নিকটে প্রমোদকানন থাকলেও অনেক উপায় হতো। প্রমোদ পূর্ণশশীর প্রধান মন্ত্রী সকল গোলযোগ—সকল প্রশ্ন—সকল দুঃখ প্রমোদের দ্বারা শান্তি হতো। যে মন্ত্রীর বুদ্ধিবলে পূর্ণশশী সকল দুঃখ মাটী কর্তেন। এখন সে মন্ত্রী কাছে না থাকাতে তাঁর আরো কষ্ট—আরো দুঃখ—আরো ভাবনা হয়েছে। হাজার দুঃখে পড়লেও—পূর্ণশশীর মুখে হাঁসি ছাড়া থাকত না—হাঁসি যেন সর্ব্বদা তাঁর মুখে রাজত্ব কর্ত—কিন্তু কেমন ঘটনার কথা—উপস্থিত ঘটনায় তাঁর মুখের সেই হাঁসি একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে—সেই যে ঢলঢলে মুখখানি—সেই যে ভুবন মাতানে হাঁসিটুকু—সেই যে আনন্দমাখা চেহারাখানি একেবারে যেন কালীমাখা বোধ হচ্ছে। যে বাঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি—যে ব্যাধের জালে পড়েছি—যে আগুণের কুণ্ডে হাত দিইছি—যে বিষ পান করেছি—কি উপায়ে এ যাত্রা হতে রক্ষা পাব—এই চিন্তায় তিনি মরমে মরমে জর্জ্জরিত হচ্ছেন।

পূর্ণশশীকে কোন কথাবার্ত্তা বল্তে না দেখে—মিঠুরিয়া আবার হেসে বলে উঠ্ল—"কি ভাই রামফল রাগ করেছ নাকি?—কথা কচ্চনা—কারণ কি? আমি বাবা তোমার জন্য এই মদটুকু কত করে আনলেম—তুমি কোথায় ইয়ার্কি দেবে—না মুখ ভারকরে ভেবা গঙ্গারামের মত চুপ করে থাক্লে—যা হোক বাবা—আর একবার গেলাস টান যে মনের মলা ঘুচে যাক—প্রাণের স্ফূর্ত্তি হোক—ইয়ারের মর্য্যাদা বুঝ।" এই কথা বলে মিঠুরিয়া আবার গেলাসে মদ ঢেলে—পূর্ণশশীর হাতে দিলে।

পূর্ণশশী মহাবিপদে পড়লেন—একবার অনেক ফিকির করে মদটুকু ফেলে দিয়েছেন—এবার আবার কি কর্বেন—সেই ভাবনা। মিঠুরিয়া যেমন গেলাস দিতে হাত বাড়িয়েছে—অমনি গেলাসটী নিয়ে পূর্ব্বের মত মদ ফেলে দিয়ে—খালি গেলাস মুখে তুলে মিঠুরিয়ার মান রাখলেন। এতক্ষণ পূর্ণশশী কোন কথা বলেন নাই—কিন্তু যেরূপ ঘটনা দেখছেন—তাতে কথা না বলেও আর স্থির থাকৃতে পারেন না। অনেক ভেবে মনে মনে স্থির কল্লেন—দুই একটা কথা পেড়ে কোন গতিকে আপদটাকে বিদায় কর্তে হলো। এইরূপ স্থির করে মিঠুরিয়ার সাদির কথা পাড়লেন।

আচ্ছা মিঠুরিয়া যদি তোমার সাদি হয়—তবে গিন্নীকে কি আমার কাছে কথা কইতে দেবে ?

"এবার মিঠুরিয়ার মুখে হাঁসি ধচ্ছে না—সে হাঁসিমুখে বলে উঠল—তা আর একবার করে একশবার তোমাকে দেখাব—সে ভাই তোমাদেরই জানবে।

পূর্ণ। গিন্নী যদি কারো সঙ্গে কথা কইতে অমত করে ?

এবার মিঠুরিয়ার মুখে আর হাঁসি নাই—সে খানিক্ষণ না রাম না গঙ্গা—তার মুখে কোন কথাই নাই। পূর্ণশশী বেশ বুঝতে পারলেন—এবার মিঠুরিয়া শক্ত সমাস্যায় পড়েছে—গিন্নীর অমত হলে ইয়ার্কির খাতির আর কে পাবে মা—ইয়ার্কিই বল—আর যাই বল—গিন্নীর রাঙা মুখের কাছে কিছুই না। সে মুখে যা অনুমতি হয়—তাই বেদবাক্য গুরুবাক্য—সে বেদবাক্য অমান্য করে কার সাধ্য ? যে মিঠুরিয়া এত মাতাল হয়েছে—এই ইয়ার্কির ভিখারী হয়ে প্রাণের ইয়ারের জন্য এই ঘোর রাত্রিকালে মদ নিয়ে বেড়াচ্ছে—সে গিন্নীর নামে এত উন্মত্ত যে এই কথার উত্তর দিতে আকুল পাথারে পড়েছে। বাস্তবিক এ সংসার এই রকম স্থান। চোর বল—ডাকাইত বল—বিদ্যান বল—মূর্খ বল—ধার্ম্মিক বল—পাপী বল—গিন্নীর শ্রীমুখের কাছে সকলেই জড়সড়—কি জানি কোন কথায়—কোন কাজে—কোন রকমে তাঁর পান হতে চুন খস্‌বে। মানময়ীর মানের ক্রটি হলে আর রক্ষা থাকে না,—স্বামী বেচারীর বুকের রক্ত শুকাতে থাকে। অনেক স্বামী সোহাগিনী আবার এরূপ আবদারে—এরূপ অভিমানী—এরূপ আদুরে যে তাঁদের মন রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাঁরা সদাই আপন খোস মেজাজে—আপন স্ফূর্ত্তিতে—আপন মতলবে থাকৃতে সাধ করেন—কার সাধ্য যে সে সাধ অন্যথা করে ? আমরা পদে পদেই দেখ্‌তে পাই—এ সংসার তাস খেলায় পুরুষেরাই প্রতি হাত গোলাম ধরা গোলামের ন্যায় ধরা পড়ে থাকেন। পুরুষদের অদৃষ্টে এ গোলামগিরি কিছুতেই ঘুচল না। যদিও জানি এ গোলামীতে সুখ আছে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ এই গোলামীর জন্য দেহি পদপল্লব মুদারম্‌ বলে—শ্রীরাধার পা মাথায় কর্‌তে ব্যস্ত হয়েছিলেন—কিন্তু বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সকল কাজেই নিয়মের বাইরে যাওয়াই দোষ—এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় বলে গড়াগড়ি দেওয়া—আর পান চিবনে—টুকটুকে রাঙা মুখখানির হুকুম বলে—সকল ত্যাগ করে তাঁর আজ্ঞাবহ থাকা

দুই দোষ। আমরা কোন কাজের গোঁড়ামী ভাল বাসি না—গোঁড়ামী হলেই তার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পায়—তাই বলি তোমার ঘর আলো করা সংসার তাপিত জীবনের বরফের টুক্‌রা—তোমার ইহ জীবনের সম্বল শ্রীশ্রীমতীর একান্ত বশম্বদ না হয়ে—যাতে চারিদিক বজায় থাকে সেইরূপ ব্যবহার করই ভাল। যে গায়ক যন্ত্র মিলিয়ে সুর ধর্‌তে পারে—সে নিজেও গেয়ে সুখ পায় এবং শ্রোতা সকলকেও সুখী কর্‌তে পারে—তার গলাবাজী করা—কিম্বা যন্ত্র ধরা বৃথা হয় না। তাই বলি অনেকে এই সুর ঠিক রেখে গান ধর্‌তে পারে না বলেই—এ সংসারে এত গোলযোগ। সুর মিল না হলে যন্ত্র খ্যাৎ খ্যাৎ কর্‌তে থাক্‌বে—তাই বলি ভাই! অগ্রে যন্ত্র বাঁধ—সুর মিলাও—তবে সংসার রঙ্গ ভূমিতে নাম যে তোমার আসরে নামা সার্থক হবে। নতুবা মাগ মহাশয় এক দিকে সুর ভাজ্‌ছেন—আর তুমি আর এক দিকে গান ধরেছ—এরূপ বে-সুরো লোক সংসারে আদর পায় না। বে-সুরোর প্রণয় কখন খাটী প্রণয় হয় না—তাদের প্রণয় ওজন কর্‌তে গেলে পাষাণ ভাঙতে হয়। যদি দুজনের মনের মিলনের নাম প্রণয় হয়—যদি দুজনের সংসারক্ষেত্রে সমান দায়ী হয়—যদি দুজনের মাথায় সমান মোট হয়—আর দুজনেই যদি সংসারের নগদা মুটে হয়—তবে ঐ গোলাপী হাসি-মাথা মুখের কাছে আমি এত তটস্থ—এত ন কড়া ছ কড়া হব কেন? যদি দুজনেই দুজনের আদেশ প্রতিপালনে সমান আজ্ঞাবহ—তবে আমি সে আদেশ মাথায় করে বেড়াব কেন?—সংসারের কেমন আশ্চর্য্য—প্রণয়িনীর কেমন মিষ্ট আকর্ষণ—হৃদয়ের কেমন দুর্ব্বলতা যে মানুষ কিছুতেই এ আকর্ষণ ছাড়াতে পারে না—পতঙ্গের ন্যায় আমোদ কর্‌তে কর্‌তে জলন্ত আগুণে ঝাঁপ দেয়—নির্ম্মলস্বভাব মৃগের ন্যায় নাচতে নাচতে গিয়ে জালে পড়ে। মিঠুরিয়া আজ এই আগুণে—এই জালে পড়্‌বে বলে মহা খুসি।

মিঠুরিয়াকে নিরুত্তর দেখে পূর্ণশশী আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"যা হোক বড় শক্ত ভাবনায় পড়লে দেখছি যে গিন্নী না হতেই যখন এত ভাবনা—তখন হলে যে কি কর্‌বে সে কথা পরমেশ্বরই জানেন।"

মিঠুরিয়া এবার আর জবাব না করে থাক্‌তে পাল্লে না। সে মদের ঝোঁকে জড়িত স্বরে বল্লে—"তার আর ভাবনা কি বাবা! যখন শ্রীকৃষ্ণ সে পায়ে দাসখত লিখে দিতে কিন্তু করে নাই—তখন আমরা কোন ছার—

আমরা যে শ্রীচরণে ছুছো হয়ে রাতদিন কিচকিচ করে বেড়াই—তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে যা হোক তাই বলে যে আমি পাঁচ ইয়ারের মতো দুঃখ দেব—তা ভেবো না। সে প্রাণের ইয়ার তার কাছে আবার গোপন!”

পূর্ণ। গিন্নী যে চটে যাবেন—আপন মনের মত কাজ নয় বলে শ্রীমতী যে রাগ কর্‌বেন।

মিঠু। রাগ কল্লে খড়া চুড়া ছেড়ে—কুঞ্জের দ্বারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদ্‌ব।

পূর্ণশশী বেশ বুঝতে পারলেন মিঠুরিয়াকে রোগে ধরেছে—যে রোগে ধর্‌লে মানুষ ক্ষেপে উঠে—পাগল হয়—ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি থাকে না—এও দেখছি সেই রোগ। ইনি আবার আমার—পোড়া কপালখান আর কি—পোড়ার মুখোর মুখে আগুণ—কেমন করে যে মনে মনে এত ভেবে রেখেছি সেই আশ্চর্য্য। সে যাই হোক—লোকটা যাই ভাবুক—এখন এর হাত হতে রক্ষে পেলে বাঁচি—এর সঙ্গে অধিকক্ষণ ধরে কথা কইতেও ভয় হয়—কি জানি অধিক কথা কইলে যদি কোন রকমে আমায় চিন্‌তে পারে—তা হলেই তো সর্ব্বনাশ—সকল বুদ্ধি ফুরিয়ে আস্‌বে। কি উপায়ে একে তফাৎ করি? আমি তফাৎ হলে কোন ফল হবে না—কারণ যদি এর মধ্যে মেইজদিদি এসে উপস্থিত হয় তা হলেই মহা বিপদ!”

একবার মেইজদিদির ভাবনা—একবার নিজের ভাবনা এবং এর পরিণাম যে কি হবে সেই ভাবনা—এইরূপ পাঁচরকম ভাবনার মধ্যে পড়ে পূর্ণশশী হাবুডুবু খাচ্ছে। যতই ভাবে—ততই ভাবনায় অকুল সমুদ্র দেখতে পায়। বাস্তবিক মানুষ্যের ভাবনার ন্যায় এ সংসারে আর কোন শত্রু নাই। অন্য শত্রুর হাত এড়াইতে পারা যায়—সে শত্রু মানুষকে এত অস্থির করে না। ভাবনায় হাড় কালী করে তুলে—জীয়ন্ত মানুষকে দগ্ধ করে—তাই বলি ভাবনার ন্যায় প্রবল শত্রু আর দেখা যায় না। মিঠুরিয়া পূর্ণশশীকে আমোদ প্রমোদ কর্‌তে না দেখে—একেবারে চটে গ্যাছে। তার মনে তখন আমোদ প্রমোদের পুরো কাটাল। সে সংসারকে আমোদের রঙ্গভূমি মনে কচ্ছে। তার চোকে অন্য দৃশ্য—আর ভাল লাগ্‌ছে না। সে যে আমোদের ভিখারী হয়ে প্রাণভরে মদ টেনেছে—সে আমোদ—সে হাসি খুসি সে ইয়ার্কির অভাবে তার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার মনে ধারণা ছিল—উপস্থিত লোকটা তার প্রাণের ইয়ার রামকল—আজ রামকলের ব্যবহার

তার ভাল লাগ্‌ছে না। কাজে কাজেই সে রাগ ভরে—কোন কথা না বলে দুলতে দুলতে চলে গেল। পূর্ণশশী অবাক হয়ে এক দৃষ্টে দেখতে লাগল—লোকটা অন্য একটা ঘরে প্রবেশ কল্লে। লোকটা যে কি ভাবে চলে গেল—চলে গিয়ে যে কি কর্‌বে পূর্ণশশীর এখন এই একটা আবার নূতন ভাবনা হলো। যদি আমাদের ঘরে যায়—তা হলেই—তো সর্ব্বনাশ। এর মনের ভাব যা শুন্‌লেম—যদি সেই রকম চেষ্টা করে—আমাদের ঘরে গিয়ে দেখা না পেলে যদি গোল করে—তবেই তো সকল বুদ্ধি ফুরিয়ে আস্‌বে। বিপদের উপর আবার বিপদ পড়বে। কপালে যে কি আছে তা কে বলতে পারে ? আমরা তো বিপদের মধ্যেই বাস কচ্ছি—এ লোকটা মাতাল বলেই রক্ষে—যদি মাতাল না হতো—তবে যে এই মুহুর্ত্তেই কি সর্ব্বনাশ করে তুল্‌ত—সে কথা ভাবতে গেলেও বুকের রক্ত শুকিয়ে এসে। খুব পুণ্যের জোর বলেই অদৃষ্টের সেরূপ ঘটে নাই—যদিও ঘটে নাই—কিন্তু ঘটতে কতক্ষণ ? পূর্ণশশী একা সেইরূপ অবস্থায় এই রকম ভাবতে লাগল।

ষোড়শ স্তবক।

—:•:—

এ অনুগ্রহ ভুলি কিসে ?

"উঠিল কি দুঃখ তব কহিতে আমারে ?
জানিলাম পরদুঃখী তুমি এ সংসারে।
মম দুঃখ শ্রবণিতে নাই কোন জনে,
মম মনোজালা সখি কে করে শ্রবণে ?"

প্রমোদকানন কয়েদীর সঙ্গে সেই ভাবে কথাবার্ত্তা বলাবলি কর্‌ছে—কয়েদী যুবা মনে মনে ভাবছে—তাই তো যিনি আমার এমন উপকারী—যিনি আমার উপকারের জন্য বিপদকে তুচ্ছ করে—এই কারাগারে এসে-

ছেন—এমন উপকারী লোকের সহিত ইহ জন্মে আর দেখা হবে না—এ কম দুঃখ নয়। অনেক চেষ্টা করে দেখলেম—কিছুতেই যখন পরিচয় পেলেম না—এবং পরিচয় দানে যখন এত অনিচ্ছা প্রকাশ কচ্ছেন—তখন আর সে কথা পেড়ে ওঁর ইচ্ছার বিপরীত কাজ করা উচিত নয়। এখন এই কারাগারে ঘাঘরা পরে—ব্রজমায়ীর ন্যায় সংসেজে—কোথা যাই—পথে বেরুলে লোকেই বা বলবে কি—তবে সুবিধার মধ্যে রাত্রিকালে—পথে লোকজন কেউ নাই। কিন্তু এই অবস্থায় প্রথমে গিয়ে দাঁড়াব কোথা? ত্রিপুরা ভৈরবীর বাসাতে লোকজন সকল যে কোথা আছে—তারা এই দীর্ঘকাল কোন খবর না পেয়ে—সেখানে আছে কিম্বা অন্য কোন স্থানে আছে তারই বা ঠিক কি? আমি নিজে যেমন বিপদে পড়েছি—আমার অভাবে চাকর বাকরই বা কিরূপ অবস্থায় আছে—তাই বা কে বলতে পারে? যা হোক একবার এই রাক্ষসপুর এই নরক এই যমালয় ত্যাগ করে যেতে পাল্লে হয়।"

যুবা এইরূপ ভেবে প্রমোদকাননকে পুনর্ব্বার বল্লেন—তবে এখন কি কর্‌বে? আমার বুদ্ধি শুদ্ধি এক প্রকার লোপ পেয়ে গ্যাছে—আপনি যেরূপ অনুমতি করবেন—সেইরূপ করতে প্রস্তুত আছি।

প্রমোদকানন যুবার কথা শুনে বল্লেন—তবে আর বিলম্বে কাজ কি? যেরূপ বলে দিই—সেইরূপ করে—এই মুহূর্ত্তে এ পাপ পুরী ত্যাগ করুন।"

যুবা আবার বল্লেন—"আমি তো চিরদিনের জন্য চল্লেম—কিন্তু যাবার সময় একটী দুঃখ অন্তরে করে যেতে হলো—এইটি যখনই মনে উঠিছে—তখন বুক ফেটে যাচ্ছে—আমি অত্যন্ত নরাধম তাই এমন উপকারী ব্যক্তিকে বিপদে ফেলে যেতে হলো—আপনার সঙ্গে আবার যে কখন দেখা হবে তার কোন সম্ভব না দেখে আমার পা আর এগোচ্ছে না।

লোকের উপকার কর্‌তে যাঁর মনে এত ইচ্ছা—যিনি অপরিচিত লোকের উপকার কর্‌তে এক বিন্দু দ্বিধা করেন না—এ সংসারে তিনিই সাধু। যে নরাধম—যে স্বার্থপর আপনার উপকারে বিভোর হয়ে এমন দেব সদৃশ লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে পারে—তার ন্যায় মহা পাপীর নাম উচ্চারণ কল্লেও অপবিত্র হতে হয়। আমি এক জন মহা পাপী তাই এ সকল জেনেও নিজের স্বার্থের জন্য—নিজের সুখের জন্য—নিজের জীবনের জন্য এমন করে গোপনভাবে পালাচ্ছি।"

প্রমোদ আবার বল্লেন—"আবার সে কথা কেন? এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনি এত কুণ্ঠিত—এত লজ্জিত—এত বিমর্ষ হচ্ছেন কেন? আমি অতি সামান্য ব্যক্তি তা পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি—সুতরাং আমা সম্বন্ধে অধিক কথা বল্লে—প্রকারান্তরে আমাকেই লজ্জা দেওয়া হয়। আমাকে লজ্জা দেওয়া যদি আপনার অভিপ্রেত না হয় তবে ওসব কথা—আর মুখেও আনবেন না আমি আপনার কিছুই উপকার করতে পারি নাই—যদিও সামান্য উপকারের সূচনা হয়েছে বটে—সে জন্য আমার কিছুই প্রশংসা নাই—সকলই ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানবেন। মানুষ কখন মানব্যের উপকার করতে পারে না—পরমেশ্বরই সকল উপকারের মূল; মানুষ উপলক্ষ মাত্র। যে তা বুঝতে পারে না—সেই নিজের বাহাদুরী বলে বাহাদুরী করে থাকে। যে কয়েকটী সুযোগ পেয়ে আমি আপনার কার্য্য করতে এখানে এসেছি—ঈশ্বরের দয়া না হলে আমি কখনই এ কার্য্যে হাত দিতে পারতেম না। আপনি কিছুমাত্র মনে করবেন না। বার বার আপনাকে বলছি—আর বিলম্ব করবেন না—কারণ আমাদের পায়ে পায়ে শত্রু। কোন রকমে যদি আবার কোন বিপদ দেখা দেয়—তা হলে চির-কালের আশা ভরসা ফুরাবে। ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আমি এক কথা বার বার বলছি—আর বিলম্ব করবেন না। মানুষ বিপদ মুক্ত হলে সকল আশা পূর্ণ করতে অবসর পেতে পারে।

যুবা পুরুষটী প্রমোদের কথা গুলি বেশ করে মনে বুঝে দেখলেন। এখানে আর বিলম্ব কল্লে নানা রকম বিপদের সম্ভব—এজন্য আর কোন প্রকার কথা বলতে ইচ্ছা কল্লেন না। অনেক ভেবে চিন্তে বল্লেন—"তবে আর কোন কথায় প্রয়োজন নাই—আমি তবে বিদায় হই।

সপ্তদশ স্তবক

——:০:——

প্রণয়ে পাগল।

"কই সই।
হৃদয়ের অন্ধকার যাবে কি কখন ?
বিষম বিরহ-রাতি,
দূরিবে প্রেমের বাতি.
পুনঃ কি শুনিব মুখে মধুর বচন !
সাধিতেছি তোর সই ধরি দুচরণ,
ফুটাবে কি মরুভূমে কুসুম-কানন ?

আজ চাঁপা মনের উল্লাসে—আহ্লাদ ভরে ফুটী কাঁকুড়ের মত হচ্ছে—কেম না আজ গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তার দেখা কর্‌বার কথা। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা হলে গোবিন্দবাবু চাঁপাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন—এইটী তার মনের পাকা বিশ্বাস। যে ব্যক্তি প্রণয়িণীর কথা শুনবার জন্য ততটা ব্যস্ত—সে যে সেই কথা শুনলে খুসি কর্‌বে—এতে আর সন্দেহ কি ? চাঁপার কথা যদিও কর্কশ—কিন্তু সেই কর্কশতার মধ্যে একটু পাকা পাকা ধরণের বুক্‌নী দেওয়া থাক্‌ত—সে এমন করে পাকিয়ে নিয়ে কথা পাড়ত যে কেউ কথায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ কর্‌তে পার্‌ত না। মলিনার জন্য গোবিন্দ বাবুর প্রাণ যেরূপ পিপাসিত—তাতে চাঁপার দুই এক গণ্ডুষ জলে যদিও তাঁর তৃপ্তি হতো না—তথাপি তাই অতি মধুর বোধ হতো। প্রণয়ের বিকারে যার হৃদয় বিকার গ্রস্ত—তার ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি থাকে না—সে পাগলের ন্যায়—সামান্য—আশ্বাসে—নাক ফোঁড়া বলদের মত সংসার চক্রে ঘুরে বেড়ায়। সে নিজের চোকে নিজের দোষ গুণ

বুঝতে পারে না। প্রণয়মাখা দুটো মিষ্ট কথা শুনতে পেলে সে হাতে হাতে স্বর্গলাভ জ্ঞান করে—সে কল্পনার রথে উঠে কত কারখানা দেখতে থাকে—সংসারের মধ্যে সেই কথা একমাত্র জপমালা মনে করে।

গোবিন্দ বাবু এরূপ উন্মত্ত—এরূপ দিশেহারা—এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয়েছেন যে তিনি একবার বিবেচনা করেন নাই যে চাঁপা কি ধাতুর লোক—তার বুদ্ধি কত দূর ন্যায় সঙ্গত। তার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে আর কখন দেখা হয় নাই—তবে যে সে তাঁরদুঃখে ততটা দুঃখিত—তাঁর বিষাদে ততটা বিষাদিত—তাঁর ব্যথায় ততটা ব্যথিত হয় কেন—তিনি সে কথা একবারও তলিয়ে বুঝলেন না! একবার তাঁর বুঝা উচিত ছিল—তাঁর যিনি বিশেষ পরিচিত—যে তাঁর দশ টাকা খেয়েছে—যার সঙ্গে তাঁর ততটা ঢেউ ঢেউ ছিল—সেই গিন্নী যখন তাঁর দুঃখে দুঃখিত হলেন না—তাঁর কথায় কান দিলেন না—তাঁর চকের জলে তাঁর মন ভিজল না—তাঁর কাতরতায়—তাঁর পাষাণ হৃদয়, নরম হলো না—তখন যে দু কথায় চাঁপা তাঁর আশাভরসার স্থান হয়ে বস্‌ল—এ ঘোর মুর্খতার ঔষধ কি?—

গোবিন্দ বাবুকে বিদায় দিয়ে—তার পর হতে চাঁপা গিন্নীর ভাবভঙ্গী দেখত—গিন্নী যে একজন পাকা ধুনরী—চাঁপা আগে যদিও তা জান্‌ত না। গিন্নীকে ভালমানুষ বলেই বিশ্বাস ছিল—কিন্তু তাঁর চালচলনে এক রকম বুঝতে পার্‌ত—যাঁর এই বয়সেও এত খোস মেজাজ তাঁর ভিতর অবশ্যই কোন গলদ আছে। কিন্তু যতদূর গলদের কথা গোবিন্দ বাবু এসে প্রকাশ করে দিয়ে গেলেন—এতটা যে ছিল—তা তার মনে হতো না। বাস্তবিক বলতে কি এ সংসারে স্ত্রীচরিত্র বুঝে উঠে কার সাধ্য? মিষ্ট হাসির মধ্যে যে কত হলাহল—কত চাতুরী—কত বদ্‌মায়েসী—কত সর্ব্বনাশ আছে—তা কার সাধ্য যে এর ভিতর প্রবেশ করে? কাল সর্পিণীর ন্যায় সে সময় সময় যে বিষ বর্ষণ করে—সে বিষে সংসার জর জর হতে থাকে। যে নারীর চরিত্র কলঙ্কিত—যে সামান্য লোভে অমূল্য সতীত্বরত্ন নষ্ট কর্‌তে পারে—তার অসাধ্য কাজ সংসারে কিছুই নাই। সে নিজের স্বার্থের জন্য—নারকী জীবনের সুখের জন্য—হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব পূর্ণ কর্‌বার জন্য না কর্‌তে পারে এমন কাজই নাই। তার হৃদয় পাপের রাজত্ব—তার জীবনের উদ্দেশ্য পাপময়—সেই মহাপাপীর অভিপ্রায় শুন্‌লে কে বলবে যে আর স্বতন্ত্র নরক আছে?

গিন্নী যেরূপ স্ফূর্ত্তিতে ছিলেন—গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হতে যেন সেই স্ফূর্ত্তি মলিন হয়ে এসেচে—সে রকম হাঁসি খুসি নাই—সর্ব্বদা যেন কি ভাবতে থাকে—মুখের ভাব স্বতন্ত্র—হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র—কার্য্যের ভাব স্বতন্ত্র। বাস্তবিক যে যত কেন মহাপাপী হোক না—তার অন্তঃকরণ সময় সময় ঘোর বিষাদপূর্ণ হতে দেখা যায় গিন্নীরও সেই ভাব হয়েছে—কিন্তু লোকটী খুব চাপা—তাই কোন কথা এ পর্য্যন্ত ভাঙ্গে নাই—মনের কথা মনে মনেই রেখেছে।

এই যে লোকে বলে থাকে—ঘরের ঢেকি কুমীর হয়ে সর্ব্বনাশ করে—চাঁপাও সেই রকম গিন্নীর মনের ভাব জান্‌বার জন্য একটু চেষ্টায় আছে—কারণ ভিতরের কথা কিছু জান্‌তে না পাল্লে—গোবিন্দ বাবুর কাছে গিয়ে পশার কর্‌তে পার্‌বে না—সেথানে পশার না হলে লাভের পথ পরিষ্কার হবে না। এই জন্য চাঁপার চেষ্টা গিন্নীর ভাব জানা গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে চাঁপার যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়েছে—গোবিন্দ বাবুর মনের ভাব যেরূপ বিশেষ কোন কথায় কথা না বলতে পাল্লে—তাঁর মনে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না—এইটীই চাঁপার প্রধান ভাবনা। চাঁপা আজ গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করে—কিছু হাত লাগাবে—এইটী তার মনের কথা।

চাঁপা গোবিন্দ বাবুর কথা অনুসারে রাত্রিকালে সেই বারেণ্ডাওয়ালা বাড়ীতে গিয়ে—তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বে এইটীই ঠিক করে বাড়ী হতে বেরুলো। সে পথে যাবার সময় আর কোন দিকে একবার চেয়েও দেখলে না—আপন লাভের আশয়ে—হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছে।

প্রেম পাগল গোবিন্দ বাবু আজ চাঁপার একমাত্র লক্ষ্য। আজ চাঁপা মলিনার কথার জাল ফেলে হাঁসিল—কর্‌বে এইটীই যদিও মতলব—কিন্তু তার মধ্যে তার আর একটী গূঢ় অভিপ্রায় ছিল—সে সর্ব্বদা সেই বিষয় ভাব্‌তে—মনে মনে এক রকম ঠিক করেও রেখেছে—মলিনার কথায় যদি কিছু না হয়—তবে সেই ফিকিরে কাজ গুছাব। সুতরাং চাঁপার মতলব শাকের করাতের ন্যায় যেতে আস্‌তে কাটবে। গোবিন্দ বাবু যদি চাঁপাকে ভাল করে চিন্‌তে পার্‌তেন তা হলে—তিনি তফাৎ হতে নমস্কার করে পালাতেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁর আর পালাবার যো নাই—চাঁপা তাঁকে সাগর সেঁচা মাণিক দেবে—হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরে দেবে—স্বর্গের অমৃত উপস্থিত কর্‌বে। চাঁপা হতে তাঁর দুঃখের শান্ত হোব

হবে—তাঁর প্রণয়ের পিপাসা শান্তি হবে—শুষ্ক তরু আবার মঞ্জরিত হবে—যমুনার উজান বইবে—মনের জ্বালা ঘুচে যাবে। গোবিন্দ বাবু যে রকম ব্যস্ততা দেখিয়েছেন—চাঁপা মনে মনে সেইটাই লক্ষ কচ্ছে। গোবিন্দ বাবু যেমন বুনো ওল—চাঁপা আবার তেমনি বাগা তেঁতুল। যা হোক দুজনে মিলেছে ভাল। চাঁপা শিকারী—গোবিন্দ বাবু লক্ষস্থল—চাঁপার মন ঘুর্‌ছে এক মতলবে—গোবিন্দ বাবুর মন যাচ্ছে অন্য পথে।

চাঁপা এইরূপ মতলবে যখন সেই বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ীর নিকটে পঁহুছে তখন ঢং ঢং করে সহস্র সহস্র ঘড়ীর জিহ্বায় দুটা বেজে উট্‌লো—ঘড়ীর শব্দ শুনে চাঁপার টনক নড়্‌ল—তখন সে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তাই তো এই রাত্রে একা এরূপ স্থানে এসে ভাল করি নাই—কাশী যেরূপ স্থান—এখানকার লোকগুলো যেরূপ ভয়ানক—সে সব জেনেও যখন এমন কায করেছি—তখন আর চারা কি? রাত্রি গাঢ় হয়ে উটেছে—পৃথিবী যেন অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—লোক জনের সাড়া শব্দ ক্রমে ক্রমে নিবে এসেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—আকাশ নিস্তব্ধ—পৃথিবী নিস্তব্ধ—এ নিস্তব্ধ সময়ে মনে কেমন একটা ভাব উদয় হয়। মধ্যে মধ্যে বাতাস শাঁ শাঁ করে আস্‌ছে—আকাশে যদিও অসংখ্য নক্ষত্র মিট্ মিট্ কচ্ছে—কিন্তু তাতে ভাল আলো হচ্ছে না—চাঁদের মেটে মেটে আলো—নক্ষত্রের মেটে মেটে আলো—এই সামান্য আলাতে এ গলির পথও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। যা হোক যখন এসেছি—তখন সহজে ফেরা হবে না একবার জাল ফেলে দেখতেই হবে।

আমি একাল পর্য্যন্ত যত জাল ফেলেছি—কোথাও বিফল হই নাই—তবে আজ যাত্রায় ফেরে কি হয় বলা যায় না। কারণ রাত অধিক হয়েছে—যদি কোন গতিকে খোজ না পাই—তবেই এক প্রকার গোলের কথা। এ সময় কে কোথা ঘুমিয়ে পড়ে আছে—সেই জন্যই মনটা কেমন কেমন কচ্ছে। যা হোক মনে কিন্তু করা হবে না—পরমেশ্বর অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন। গিন্নীর ব্যবহারে গোবিন্দ বাবু যেরূপ মনের কষ্টে—যেরূপ রাগে—যেরূপ ঘৃণায় আছেন—তা আর বল্‌বার নয়। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই এমন করে কথা পাড়্‌ব যে তাঁর মনের আগুণ জল করে দেব। গিন্নীকে জব্দ কর্‌বার কোন কথা না পাড়্‌লে তাঁর মন পাওয়া যাবে না। গোবিন্দ বাবুর এখন মনে দুইটী কথা তোলপাড় কচ্ছে—একটী নলিনার

অনুসন্ধান—অপরটী গিন্নীকে জব্দ করা। গিন্নীকে যেরূপ পাকা বদমায়েস—তাঁর কথায় ও কাযের পাকা বন্দোবস্ত—তাতে সহজে জব্দ করা বড় সহজ নয়। সে দিন গিন্নীর কথার বাঁধুনীতে বেশ বুঝা গ্যাছে যে গোবিন্দ বাবু অপেক্ষা গিন্নীর কথা—মতলব—কাজ খুব প্যাঁচাল। বদমায়েসী বুদ্ধিতে গোবিন্দ বাবু তাঁর সঙ্গে পার্‌বেন—এরূপ বোধ হয় না—বিশেষ আবার গোবিন্দ বাবু দাগী মানুষ—দিনের বেলায় কোন কায কর্‌তে পার্‌বেন না—মামলা মোকদ্দমা করা তাঁর সম্পূর্ণ অসাধ্য। তবে তিনি ভিতর ভিতর যতদূর অনিষ্ট কর্‌তে পারেন—তা কর্‌তে ছাড়বেন না। যে যার অনিষ্ট করবে—মনে মনে সংকল্প করে—সে সংকল্প কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। যা হোক দুজনের মধ্যে বদমায়েস কেউ কম নয়। শয়তানে শয়তানে বিবাদ আগুণ জল্‌বে অনেক দূর।

মানষ্যের যে কেমন স্বভাব তা আর বল্‌বার নয়। মানুষ নিজের দোষ—নিজের পাপ নিজে বুঝ্‌তে পারে না এই জন্যই এক জনের চোকে আর একজনই দুষ্ট—মহাপাপী—দুরাচার বলে স্থির হয়। যে চাঁপা আজ গিন্নী ও গোবিন্দ বাবুকে বদমায়েস মহাপাপী বলে আলোচনা কচ্ছে—সেই চাঁপা যে কি ভয়ানক জিনিস—সে তা একবারও ভাবছে না। সহজ কথায় বলতে গেলে চাপার যোড়া পাওয়া ভার—চাঁপা যে ঘর আশ্রয় করে বাস করে—আবার দরকার হলে সেই ঘরে আগুণ জেলে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয়না—সে লাভের খাতিরে অন্নদাতার মুখে বিষ তুলে দিতেপারে—লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে সিদ্ধ বিদ্য শিখে রেখেছে—কিন্তু গুণের মধ্যে—দোষের মধ্যে সকল স্থানে এ সব করে না—যেখানে তার লাভের আশা আছে—সেই লাভের জন্য সে সকল কায কর্‌তেই প্রস্তুত—আর যেখানে লাভের কোন সম্ভব নাই—সেখানে কোন ইষ্টানিষ্টের সংস্রবে থাকে না।

আজ একদিকে গিন্নী—অন্যদিকে গোবিন্দ বাবু—এমন লাভের আশয়ে যে কোন্ দিকে ঢলে পড়্‌বে—কার সর্ব্বনাশ কর্‌বে—এইটীই তার মনের একটী সমস্যা। এই সমস্যা ভাব্‌তে তার মনে আর কোন কথা নাই—সে এই ঘোর রাত্রে লোভের আশয়ে—মনের স্ফূর্ত্তিতে—কোন বিপদ কোন ভাবনা—কোন আশঙ্কা না ভেবে চলে যাচ্ছে। মান্‌ষ্যের লোভ কি ভয়ানক জিনিস?—চুরী বল—বাটপাড়ী বল এ হতে না হয় এমন কাযই নাই। চাঁপা অনেককে মধ্যে মধ্যে ঠকিয়ে ঠকিয়ে তার বুকের

খাটা বেড়ে গ্যাছে—সে লোভের বিষয় পেলে আর স্থির থাক্‌তে পারে না। বিশেষতঃ প্রণয় পাগল মানুষ পেলে, তার বুক দশ হাত হয়ে উঠে। তাই আজ গোবিন্দ বাবুর উদ্দেশে তার এত আমোদ—এত আহ্লাদ—এত চেষ্টা সেই রাত্রে দেখা হওয়ার পর গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তার আর দেখা হয় নাই—সে গোবিন্দ বাবুর পূর্ব্বকথিত ঠিকানা অনুসারে বারেণ্ডাওয়ালা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক একবার ভাব্‌ছে—এই তো রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে—কারো কোন রকম সাড়া শব্দ নাই—এখনই বা কেমন করে লোক জন ডাকাডাকি করি? কি বলেই বা গোল করি? গোবিন্দ বাবু যদি এ সময় বাড়ী না থাকেন—তা হলেই সর্ব্বনাশ—একে আর হয়ে পড়্‌বে—আর গোবিন্দ বাবু যে রকম গোপনভাবে আছেন—তাতে গোল কল্লেও তাঁর পক্ষে অনিষ্ট এবং আমারও লাভের পথে কাঁটা পড়্‌বে।

চাঁপা এইরূপ মনে মনে স্থির করে—আস্তে আস্তে সেই বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ীর নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল—এই তো আড্‌ডায় এলেম—এখন কি করি? এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কেউ দেখে এবং এখানে দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করে—তা হলেই বা কি উত্তর দেব? শেষে পুলিস এসে চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে নাকি? চাঁপা এই সকল ভাব্‌ছে—এমন সময়ে দেখে যে একটী লোক ভিতর হতে বাইরে এলো—তাকে দেখে চাঁপা একটু থমকে দাঁড়াল। চাঁপা ভাল করে চেয়ে দেখে যে—লোকটী পুরুষ নয় একজন স্ত্রীলোক। এই লোকটী যে কে হঠাৎ বুঝা গেল না—বোধ হয় বাড়ীর চাকরাণী কোন দরকারে বাইরে এসেছে। চাঁপা আস্তে আস্তে এই স্ত্রীলোকটীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে—"হেঁগা বাছা! এই বাড়ীতে গোবিন্দ বাবু নামে কোন বাবু আছে কি?"

চাঁপার কথা শুনে স্ত্রীলোকটীর মনে মনে সন্দেহ হল—এই ঘোর রাত পথে ঘাটে কোথাও জনমানবের চলা ফিরা নাই—এমন সময়ে এ কি সাহসে—এখানে এসে এরূপভাবে দাঁড়িয়ে আছে? এ যেরূপভাবে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল—তাতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে—এর মনে কোন গোপনীয় অভি-প্রায় আছে—কারণ দিনের বেলা দেখা না করে যে এমনভাবে দেখা কর্ত্তে এসে—সে লোক যে কি ভাবের—তাও তো বেশ জানা যাচ্ছে। গোবিন্দ বাবু এখানে অল্পদিন এসেছেন—এর মধ্যে এর সঙ্গে জানাশুনা হলো কোথা?"

স্ত্রীলোকটী এই রকমে পাঁচখান কথা মনে মনে তোলাপাড়া করে শেষে চাঁপাকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কেন গা এত রাত্রে গোবিন্দ বাবুর খোঁজ কেন? তুমি কোথা হতে আস্‌ছ?"

এইবার চাঁপার চক্ষুঃস্থির। কি বলে যে তার কথার জবাব দেবে, এইটাই তার মনে মনে শক্ত ভাবনা। এ স্ত্রীলোকটী সম্পূর্ণ অপরিচিত—সুতরাং এর কাছে ঠিক কথা বল্লে যদি কোন অনিষ্ট হয়—তবে সে বড় দুঃখের কথা। কিন্তু কি করেই বা আসল কথা গোপন করি? যখন দেখা যাচ্ছে—এই বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে ভাব না কল্লে—মতলব হাসিল হবে না; কিন্তু কথা হচ্ছে এই—এ দ্বারা সে মতলব সিদ্ধ হবে কি না, তারই বা ঠিক কি?

চাঁপা এই স্ত্রীলোকটীর কাছে নিজের পরিচয় দেবে কি না—এইটাই মনে মনে ভাব্‌ছে—কারণ নূতন জায়গায়—তাতে আবার নূতন লোক—কি ভাবে কথা বল্লে—সঙ্গত হবে তা আর ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছে না।

চাঁপাকে কথার জবাব দিতে একটু বিলম্ব কর্ত্তে দেখে—সেই স্ত্রীলোকটী পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে এলো। চাঁপা অপেক্ষা এই স্ত্রীলোকটী দেখ্‌তে অনেক অংশে সুশ্রী—সে দেখ্‌তে বেশ মোটাসোটা—গোলগাল—দোহারা, রং উজ্জল শ্যামবর্ণ—সে রংয়ের একটু বেশ চটক আছে—হাত পা মুখ—চোক কাণ বেশ গড়ন শুদ্ধ—মাথায় যে খুব উঁচু লম্বা তাল গাছের ন্যায় তাও নয়—আবার নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি বামন অবতার—বেগুণ তলায় হাট করে—সেরূপ নয়—তবে যে রকম হলে স্ত্রীলোক দেখ্‌তে মানায়—নিতান্ত বে ঢপ—বা বে আড়া দেখায় না এ ঠিক সেই রকম। মুখশ্রীর বেশ যুত আছে—যদিও খুঁটিয়ে নিতে গেলে এক একটী অঙ্গের বিশেষ কোন প্রশংসা নাই—তবে মোটের উপর কেমন একটা যেন সৌন্দর্য্য আছে—সে সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

স্ত্রীলোক যেমনই কেন হোক না—একটু সৌন্দর্য্য না থাক্‌লে—তার জন্মগ্রহণ করা বৃথা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি একটু রূপের চটক না থাক্‌লে যেন কেমন কেমন করে। এই জন্যই বোধ হয় লোকে বলে থাকে, আগে "দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারী।" সকল কাজের দর্শন সুখটা আগে চায়। যদি প্রথম দৃষ্টিতেই চোক আর সেদিকে ফিরে চাইতে না ইচ্ছা করে—তবে সে রূপের কথা নিয়ে দরকার কি? চাঁপা তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে

চেয়ে দেখতে লাগল। পরে জানা গেল এই স্ত্রীলোকটীর নাম পান্না। পান্নার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না—সে হিন্দুস্থানী—তবে বেশ বাঙ্গালা বল্‌তে পারে। কিন্তু হিন্দুস্থানীর মুখে কেমন ভাঙা ভাঙা বাঙ্গালা শুন্‌তে মিষ্ট লাগে—পান্নার মুখেরও সেইরূপ কথার মিষ্টতা শুনা যায়—পান্নার বিশেষ গুণ সে সর্ব্বদাই হাস্যমুখী—এক দণ্ডও তার মুখে হাঁসি ছাড়া নাই—সর্ব্বদা মৃদু মৃদু হাসি মুখে লেগেই আছে।

চাঁপাকে কথা কইতে জড় সড় দেখে—পান্না এগিয়ে এসে আবার বল্লে—"বোধ হয় বিশেষ দরকার না হলে এত রাত্রে কেউ কারো সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে না। অতএব যে জন্যই হোক না কেন—আমাকে বল্‌তে কুণ্ঠিত হবে না। তোমার মুখের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে—তুমি সাহস করে কোন কথা বল্‌তে সাহস কর্‌তে পাচ্ছ না!

পান্নার কথাগুলি শুনে চাঁপার মনে যেন একটু ভরসা হলো—কিন্তু ভরসা হলে কি হয়—তবু যেন কোন কথা বলতে মুখ ফুটছে না—গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে এমন কি দরকার আছে যে সেই কথা বলে পান্নার মনে বিশ্বাস জন্মাবে। গোবিন্দ বাবু একজন মহা পাপী—চাঁপাও আবার ততোধিক। তারা সেই পাপ কার্য্যের জন্য ষড়যন্ত্র কচ্ছে—পান্নাকে কি বলে সে কথা বলবে? পান্না শুনেই বা কি বলবে? যদি গোবিন্দ বাবু এখানে না থাকেন—তবে সে কথা পেড়েই বা দরকার কি? চাঁপার মনে এইরূপ নানা কথার জোয়ার ভাটা হতে লাগ্‌ল। পান্না দ্বারা চাঁপার সুবিধা হবে কি না এই বিষয় চাঁপার মহা সন্দেহ। সে অনেক বিবেচনার পর মনের কথা গোপন করে বল্লে—"যা হোক তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়েছে—এত রাত্রে যে এ বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবে এ আদৌ মনে বিশ্বাস ছিল না। এখানে আস্‌তে যে এত বেশী রাত হবে তা জান্‌তেম না। বাড়ী হতে অনেকক্ষণ বেরিয়ে এসেছি—বিশ্বেশ্বরের বাড়ী আরতি দেখতে গিয়েছিলেম—সেখানে আরতির পর গান হচ্ছিল তাই শুন্‌তে এত রাত হয়ে পড়েছে। নতুবা এত রাত্রে কি আর লোকের বাড়ী লোক আসে? এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন—তাই ভাবলেম একবার এখান দিয়ে দেখে যাই—যদি গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা হয়—তবে একটা কথা বলে যাব। তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন—যখনই এই পথে যাবে—তখনই আমার খোজ নিয়ে যেও। এ বাড়ীতে যখনই আস্‌বে—তখনই আমার সঙ্গে

দেখা হতে পারে। এখানে দেখা করার কোন বাধা নাই। তাঁর সেই কথার উপর নির্ভর করে ভাবলেম—যদি তাঁর দেখা পাই—তবে একবার দেখেই যাই না কেন।

চাঁপার কথা শুনে পান্না বলে—"গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তোমার কোথা আলাপ হয়েছে? এখানে তোমার বাড়ী কোন জায়গায়? বোধ হয় বাঙ্গালী টোলায় তোমার বাড়ী হবে—নতুবা এত রাত্রে আস্‌বে কেন?

"আমার বাড়ী এই দিকেই বটে—গোবিন্দ বাবু আমার অতি আত্মীয়—সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করার আমার সময় অসময় দরকার হয় না—সেই সাহসে এত রাত্রে এসেছি। সে যা হোক এখন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার কোন সুবিধা আছে কি না—সেইটী জান্‌তে পার্‌লে চলে যাই। কারণ ক্রমেই রাত হয়ে পড়্‌ছে—আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না।"

পা। যখন রাত করে এসেছ—তখন আর অধিক রাত দেখে ভাবনা কেন? মনে কর—তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও তো কথায় কথায় রাত হবে।

চাঁ। তা সত্য বটে—তবে যে জন্য এসেছি—তা যদি সফল হয়—তবে রাত হলেও ক্ষতি নাই।

পা। গোবিন্দ বাবু কি তোমাদের এক দেশের লোক?

চাঁ. এক দেশ বই কি—নতুবা বিদেশী হলে এই রাত্রে কি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি? হাজার হোক পুরুষ মানুষ—লোকে দেখেই বা কি ভাববে—আর আমিই বা কেন দেখা কর্‌বো?

পা। তা দোষ কি—আলাপী লোক আবার দেশী বিদেশী কি? আলাপের পূর্ব্বে দেশী বিদেশী দুই সমান। যার সঙ্গে আলাপ না থাকে—সে ভাই দেশী আর বিদেশী কি?

চাঁ। হাঁ। তুমি যা বলছ—তা এক রকম সত্য বটে। কিন্তু গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে আমাদের সেরূপ ভাব না। আমরা চিরকাল ওঁদের আশ্রিত—ওঁদের খেয়ে মানুষ।

পা। তুমি কি গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে কাশী এসেছ?

চাঁ। সে দুঃখের কথা বলতে ভাই সাত রাত্রি—সাত দিন কেটে যায়—বুক ফেটে আসে—আমার কপাল খুব মন্দ তাই দেশ ত্যাগ করে—আপনার লোকজন সকলকে দুধের মুখে ছুলে দিয়ে—কাশী এসেছি। এখন বাবা বিশ্বেশ্বর মুখ তুলে চাইলে—মা গঙ্গা একটু স্থান দিলেই আর কিছু চাইনে।

চাঁপার কথা শুনে পান্না মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল—এই স্ত্রীলোকটীর অদৃষ্ট খুব খারাপ হবে। চাঁপা যেরূপভাবে কথা পেড়েছে তাতে কার সাধ্য যে তার ভিতরে ঢুক্‌তে পারে। সে কতক কাঁদো কাঁদো হয়ে—চোক্‌টা পুছ্‌তে পুছ্‌তে ভাব জমিয়ে কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে—পান্না চাঁপার কথা সত্য কি মিথ্যা তা আদৌ বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। চাঁপার বদমায়েসীর ভিতর প্রবেশ করা পান্নার সাধ্য নয়। পান্না যেরূপ চরিত্রের লোক হোক না কেন—কিন্তু তার মন শাদা—সে কু প্যাঁচের মধ্যে যেতে চায় না—সকল সরল ভাবে। চাঁপার উপর প্রথমে তার যে সন্দেহ হয়েছিল—এখন তার কথা শুনে অনেকটা ঘুচে গেল—চাপার কথা তার অনেকটা বিশ্বাস হলো।

চাঁপা যে একজন পাকা বদমায়েস—তা আর কাউকে বলে বুঝাতে হয় না। সে লোকের চোকে ধুলো দিতে খুব মজবুত! দু কথায় পান্নার চোকে ধুল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পান্না আবার বল্লে—"তাই তো গা তবে তুমি বড় মনের কষ্টে কাশীবাসী হয়েছ ?"

"তা আর একবার করে—যে বড় শত্রু তারও যেন এমন করে আস্‌তে না হয়। আর জন্মে কত পাপ করেছি—কত গো হত্যা—কত ব্রহ্ম হত্যা করেছি সেই মহাপাপে এমন দশা। আমি তো ভুলেও কারো মন্দয় থাকি না গা—তবে কেন যে আমার কপালে এমন হলো তা কে বল্‌তে পারে ?"

পা। কপালের কথা কে আর বল্‌তে পারে ? যার কপালে যা লেখা আছে—কে আর তা খণ্ডাবে—বিধির লিখন কখন মিথ্যা হবার যো নাই। যা হোক সে দুঃখের কথা তুলে আর দুঃখ করার আবশ্যক নাই। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তোমার কি এখনই দেখার দরকার ?

চাঁ। দেখা হলে বড় ভাল হয়—অনেক কষ্ট করে এসেছি—বিশেষ দরকারও আছে। এখন তুমি যদি অনুগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে দিতে পার তবে বড় উপকার হয়।

পা। তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে—এতে আবার আমার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কি ?

চা। সে কি কথা—আমিএখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত—আর তোমাকে এই বাড়ীর লোক বলে বোধ হচ্ছে—সুতরাং তোমা দ্বারা সুবিধা হওয়াই সম্ভব বোধ হচ্ছে।

পা। এটী যদি মনে বিশ্বাস থাকে—তবে সে সম্পূর্ণ ভুল এই বাড়ীর সঙ্গে তোমার যেরূপ সম্বন্ধ আমারও সেইরূপ। আমি যে এই বাড়ীর কে তা জান্‌লে আর অনুগ্রহের কথা মুখেও আন্‌তে না।

পান্নার কথা শুনে চাঁপার মনে সন্দেহ হলো—সে কি কথা? আমার সঙ্গে এই বাড়ীর যে সম্পর্ক—এর সঙ্গেও সেই সম্পর্ক?—এ কথার মানে কি? এই মেয়েমানুষটী কি আমাকে প্রতারণা কচ্ছে? প্রতারণা কর্‌বার কারণই বা কি? এর মনের কথা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। এইরূপ ভেবে—চাঁপা পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লে—"কেন তুমি কি এ বাড়ীর কেউ নও নাকি?"

পা। কতক কতক।—

চাঁ। তুমি গোবিন্দর বাবুকে চেন কি? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা কর্‌বার কোন উপায় আছে কি না—সেইটীই জান্‌তে পার্‌লে আমি চলে যাই।

পা। যাবে কেন ভাই! এই কষ্ট করে—এই রাত্রে যখন এতদূর এসেছ—তখন দেখা করে না যাওয়া টা কি ভাল দেখায়?

চাঁ। ভাল মন্দের কথা হচ্ছে না—দেখ্‌ছ তো কত রাত হয়েছে—এত রাত্রে কি আমি এমন জায়গায় থাক্‌তে পারি? হাজার হই মেয়ে মানুষ—অনেক দোষ আছে।

পা। দোষ গুণ বিচারের সময় এখন আর নাই—যখন এখানে এসেছ—তখন ওসব কথায় কাজ কি ভাই?

পান্নার ঘুরণে কথা শুনে চাঁপা মনে মনে অত্যন্ত চোটে যাচ্ছে—কিন্তু কি করে কোন উপায় নাই—দায়ে পড়ে চাঁপা সহ্য কচ্ছো পান্না যে কি ধরণের লোক—তার মনের কথা যে কি—এ বাড়ীর সঙ্গে তার যে কি সম্পর্ক—গোবিন্দ বাবুর সম্বন্ধে দুই একটী কথা পাড়্‌লেই বা কেন—চাঁপা এ সব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। পান্নার মন সরল—না জিলাপীর প্যাঁচের ন্যায় ঘুরণে এখনো তা ভাল করে ঠিক ক্‌রতে পারে নাই। চাঁপা এক এক করে এই সকল কথাগুলি মনে মনে ভাব্‌ছে।

চাঁপাকে খানিকক্ষণ কথা কইতে না দেখে পান্না অল্প হাঁসি হাঁসি মুখে জিজ্ঞাসা কোল্লে—তোমার মুখের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে তুমি কি ভাব্‌ছ? যাই ভাব—কিন্তু আমা দ্বারা তোমার যে কোন ক্ষতি হবে না—ইটী মনে ঠিক জেন। তবে তোমার কোন রকম সাহায্য আমা দ্বারা হওয়ার সম্ভব

হয়—অনুমতি কর—সাধ্য হয় এখনই কোমরে কাপড় বেঁধে—দুই বাহু তুলে সে কাজ কর্‌তে প্রবৃত্ত আছি।

এবার পান্নার কথা শুনে চাঁপার মনে যেন আবার একটু আশা দেখা দিলে—সে মনে মনে ভাব্‌লে যে এমন করে হেসে আমোদ করে কথা বলে তার মন অনেকটা শাদা;—শাদা প্রাণের লোক পেলে তো কথায় নাই—যা ইচ্ছা তাই কর্‌তে পারা যায়। যার প্রাণ শাদা—সে সকলকেই সরল দেখে—তার ভিতর এক খান আর বাইরে আর একখান থাকে না। তেমন তর লোক পেলে তো বাঁচি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সে রকম লোক পাওয়া যায় না। যা হোক পরমেশ্বর যখন একে জুটিয়ে দিয়েছেন—তখন এর দ্বারা একটা উপায় কর্‌তে পাল্লে বাঁচি। চাঁপা মনে মনে এই রকম ভেবে বল্লে—"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত আমার মনে কেমন একটা আশা হয়েছে—তোমাকে দেখে কেমন ভালবাসা জন্মেছে—বোধ হচ্ছে তোমা দ্বারা আমার আশা পুর্ণ হতে পার্‌বে।"

চাঁপার কথা শুনে পান্না পুনর্ব্বার বল্লে—"আমি আগেও বলেছি—এবং এখনও বলছি—আমা দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হওয়ার সম্ভব থাকে তা বল—এখনই কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

চাঁপা। আমার আর কোন উপকারে ভিক্ষা নাই—দয়া করে একবার যদি গোবিন্দ বাবুর অনুসন্ধান করে দিতে পারেন—তা হলে আমার যার্‌পরনাই উপকার করা হয়—আমি এই উপকার লাভ কর্‌বার জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি।

পা। এই সামান্য কাযের জন্য এত অনুরোধ কেন? আজ যেরূপ রাত হয়ে পড়েছে—এ সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া বড় কঠিন—তবে আমি সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না। তুমি আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর এস।

পান্নার কথা শুনে চাঁপার মনে আশার সঞ্চার হলো—সে একবার ভাবতে লাগল—তাই তো এই অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস করে—এই ঘোরতর রাত্রে—একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌ব—কি জানি শেষে কপালে যে কি ঘট্‌বে—তারও ঠিক নাই। আর যদি এক সঙ্গে না যাই—তবে কি উপায়েই বা গোবিন্দ বাবুর খোঁজ পাই। যা হোক যখন সমুদায় বিপদ মাথায় করে—লোভের আশায় এসেছি—তখন হাজার বিপদ হোক—

হাজার গোলযোগই হোক—হাজার অসুবিধাই হোক—এর কথায় বিশ্বাস করে বাড়ীর ভিতর যেতে হলো। তা ভয়ই বা কি, এ তো আর মগের মুল্লুক নয় যে এত ভয় কর্‌তে হবে? মানুষ মানুষের সঙ্গে যাবে—তাতে মনে নানা কথা—নানা আশঙ্কা—নানা ভাবনা হয় কেন? আমি বরাবর দেখ্‌ছি—ভাবনার আগাগোড়া নাই—ভাবনা যে কোথেকে এসে উপস্থিত হয় তাও বলা যায় না—এই দেখ এলেম একটা মতলব করে—এর মধ্যে আবার কত ভাবনা—কত চিন্তা—কত আশঙ্কা।

পান্না কল্লে—"তবে আর বিলম্বে কাজ নাই আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর এস।

অষ্টদশ স্তবক।

—:০:—

তুমিই কি—তিনি?

পূর্ণ সুধাকর পূর্ণ হেম বিভা
হীন-ভাতি—রাতি নাহিক আর।
সুধাকর-কর কৌমুদী বিমল
খেলে না কি আর ধরণী হৃদয়।"

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে;—এমন সময় একটা লোক মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে পথে চলে যাচ্ছে। সে আপন মনে কখন হাস্‌ছে—কখন কি বক্‌ছে—কখন চুপ করে যাচ্ছে—কখন পড়ে পড়ে হচ্ছে কখন রাস্তার মাঝখানে—কখন এ পাশ—কখন ও পাশ হেলে দুলে যাচ্ছে। লোকটা যে বেহদ্দ মাতাল হয়েছে—তা আর কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না—তার রকম সকম ও চলন দেখ্‌লেই পাঁচ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত বুঝতে পারে। লোকটা যে কোথা ছিল—এখনই বা কোথা যাচ্ছে—তার কিছুই স্থিরতা নাই। এরূপ মাতাল অবস্থায় ভদ্রলোক ঘর হতে বেরুই না—তবে বাবা! এত রাত্র মামার বাড়ী যে বন্ধ থাকে। তাই বাবা সরকার বাহাদুরের

মাতালস্য নানানখানা সুতরাং এ লোকটা যে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে—এমন করে যাচ্ছে এর ভাব কে বুঝতে পারে ?

এই মাতালটা যে রাস্তা দিয়ে ঐরূপ ভাবে চলে যাচ্ছে—সেই রাস্তার পাশের গলি দিয়ে—ঘাঘরাপরা একটী লোক হন্ হন্ করে বেরিয়ে এলো—লোকটা যে সময় সদর রাস্তায় এসে উপস্থিত হলো—তখন সেখানে আর কোন লোকজন নাই—কোনদিকে কোন লোক জনের গতিবিধিরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না—সমুদায় স্থির—আকাশ স্থির—পৃথিবী স্থির—নক্ষত্র স্থির—কেবল চঞ্চল বায়ু এক একবার সঞ্চার হচ্ছে। সময়টী অতি মনোহর—সমুদায় জগৎ যেন একরূপ চমৎকার শোভা ধারণ করেছে—দুঃখের মধ্যে এমন শোভা কারো ভোগ হচ্ছে না—কারণ পৃথিবী ঘুমন্ত—ঘুমন্ত পৃথিবী অসাড় হয়ে আছে। এই মনোরম্য রাত্রিশেষে ঘাঘরা পরা লোকটী দেখেন—মাতালটা তাঁর সম্মুখে এসে বলে উঠ্‌ল—"কি বাবা! মদ্দা মেয়েমানুষ! এত রাত্রে কার কুঞ্জ আলো কর্‌তে যাচ্ছ ? এ তোমার কি বেশ বাবা! মুখে গোঁপ—এদিকে ঘাঘরা পরা—বাবা এমন গোঁপওয়ালা মেয়ে মানুষ তো কখন দেখি নাই কলিকালে কি মেয়ে মান্‌ষ্যের গোঁপ থাকে ?

পাঠক ও পাঠিকা বোধ হয় চিন্‌তে পেরেছেন এই ঘাঘরা পরা লোকটী কে ? প্রমোদকানন সেই কারাগারে বলদেবসিংহকে যে এই পোষাক পরিয়ে পেস করেছেন—সেই বলদেব এরূপভাবে যাচ্ছেন। বলদেব কারাগার হতে বাইরে এসে উর্দ্ধশ্বাসে আপন মনে চলে যাচ্ছেন। তাঁর কোন দিকে নজর নাই—মনের ত্রাসে ঘাঘরা পরা কথা ভুলে গ্যাছেন—আর মনে থাকলেই বা কি হবে ? কারণ এই পোষাক পরে না বেরুলে অনেক রকম বিপদের সম্ভব ছিল—সেই বিপদের হাত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য তিনি দায়ে পড়ে এ পোষাক পরেছেন—মনে মনে বিশ্বাস ছিল—এত রাত্রে পথে কারো সঙ্গে দেখা হবে না—শীঘ্র ত্রিপুরা ভৈরবীর বাসায় গিয়ে পোষাক ছাড়্‌বেন। পথে পোষাক ছাড়্‌বার তেমনি সুবিধাও নাই—কারণ এত রাত্রে কোথা—কার বাড়ী দাঁড়িয়ে—পোষাক ছাড়্‌বেন ? বিশেষ মনে একটা বিলক্ষণ ভয় রয়েছে—কি জানি দস্যুরা যদি কোন রকমে জান্‌তে পারে যে আমি এরূপভাবে পালিয়ে এসেছি—তা হলেই সর্ব্বনাশ! যদিও তিনি তাদের গণ্ডির বাইরে এসেছেন—তত্রাপি মনে মনে ভয় যায় নাই—এখনও বুকের ভিতর দুড় দুড় কচ্ছে—বলদেব

মাতালটার কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন—ভাব্‌লেন তাই তো এরূপ সং সেজে লোকালয়ে আসা কম বেহায়ার কাজ নয়। যা কখন হয় নাই—কাশীতে এসে তাও হলো দেখ্‌ছি—অতঃপর যে কি হবে—তারই বা ঠিক কি? যা হোক তবু মন্দের ভাল—অন্য কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা না হয়ে একটা মাতালের সঙ্গে দেখা হয়েছে—এ লোকটা এত চুচ্চুরে মাতাল হয়েছে—তবু সহজেই আমার পোষাকের দিকে নজর পড়েছে। যা হোক এখানে দেরি করা হবে না। শীঘ্র বাসার দিকে যাই।”

বলদেবকে যেতে দেখে মাতালটা আবার বল্লে—“আরে রসবতী কৌটী যাউছি?”—

বলদেবের মুখে আর কোন কথা নেই—তিনি যেন লজ্জায় মরমে মরমে খসে পড়্‌ছেন—কি করেন পথের মাঝখানে মাতালটার সঙ্গে কোন কথাও বল্‌তে পারে না! আবার ভাব্‌লেম কি-ই বা কর্‌বেন?

বলদেবকে কোন কথা বার্ত্তা বল্‌তে না দেখে—মাতালটা আবার তাঁর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলতে লাগল—“মান হয়েছে নাকি? চাঁদমুখে কোন কথা নাই কেন বাবা?”

তাকে এইরূপ মাতলামো কর্‌তে দেখে বলদেব বল্লেন—যাওআর গোল কর কেন? ভদ্রলোকের ছেলো মদ খেয়েছেন চুপে চুপে ঘরে যান—পথে দাঁড়িয়ে এমন করে ঢলান কি ভাল দেখায়? লোকে দেখলে কি বলবে? বলদেব মাতালটার আকার প্রকার দেখে ভদ্র লোক বলেই স্থির করেছেন। বাস্তবিক লোকটা ভদ্রলোক বটে। আজ কাল ভদ্র লোকদের ঘরেই সর্ব্বনাশ। এমন ঘৃণিত কাজ—যা হোক লোকে যে কাজ কর্‌তে ঘৃণা করে এ সে কাজ অনায়াসেই কর্‌তে কিছু মনে কচ্ছে না।

বলদেবের কথা শুনে সে আবার বলে উঠল—কি বাবা আবার এত রাত্রে লেক্‌চার? লেক্‌চারে লেক্‌চারে হাড় কালী কল্লে। যেখানে যাও—সেই খানেই লেক্‌চার। কি সর্ব্বনেশে ফ্যাসন উঠেছে বাবা? অমনি শাদা কথায় বুঝি কোন কাজ হয় না—তাই কথায় কথায় হাড় জ্বালানে লেক্‌চার!—

বলদেব বল্লেন—“না মহাশয় আমি লেক্‌চার দিচ্ছি না—রাত অধিক নাই—তাই বলি বাড়ী যান্‌ না।” কি বাবা! বাড়ী? বাড়ী? —কার বাড়ী?

বলদেব মনে মনে বল্লেন—“যমের।” “তুমি তো বড় বদ রসিক

বাবা! এত রাত্রে আমার বাড়ী যে বন্ধ থাকে। তাই বাবা সরকার বাহাদুরের বেওয়ারিস রাস্তা পড়ে আছে—এর কাছে কি আবার বাড়ী? প্রাণ খুলে চলে যাও—কোন কথা নাই।”

বলদেব মনে মনে স্থির করেন—“এই পথের মধ্যে এইরূপ অবস্থায়—একটা মাতালের সঙ্গে বকাবকী করা ভাল দেখায় না তিনি যতই যাবার চেষ্টা করেন—মাতালটা ততই তাঁকে যেতে বাধা দিতে আরম্ভ করতে লাগল। তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন—“ভদ্রতার অনুরোধে তোমায় কিছু বলছি না—এখনো নিজের ভাল চাও যদি ভদ্রলোকের মত আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যাও। বলদেবের কথা শুনে লোকটার মনে যেন একটু জ্ঞান সঞ্চার হলো—সে কাতরতার সহিত বল্লে—“কোন চুলোয় যাব যে ভাই আমাকে বাড়ী যেতে বলছ—আমার সব গ্যাছে—বাড়ী নাই—ঘর নাই—বিষয় সম্পত্তি নাই—মান নাই—সম্ভ্রম নাই—আমি এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে পড়েছি—যতক্ষণ মদ খাই—ততক্ষণ ভাল থাকি—নেশার অবস্থা আমার সুখের অবস্থা—নেশার ঝোঁকে কোন কথা মনে থাকে না—তাই রাত দিন মদ টেনে বেড়াই—কিন্তু আজ কাল আবার এমন দুরবস্থা হয়েছে যে সেই মদের পয়সাও জুটে না। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র আশা ভরসা ও চির সুখের স্থান। অনেক অবস্থা ভোগ করে দেখলেম—মৃত্যু ভিন্ন এ জীবনে—এ সংসারে আমার হিতকর বন্ধু আর কেউ নাই। তাই মরণের ভিখারী হয়ে দেশে দেশে বেড়াচ্ছি।”

মাতালটার কথা শুনে বলদেবের কেমন যেন মন ফিরে গেল—তাঁর মন বড় নরম—সহজেই গলে যায় বিশেষ এ লোকটা যেভাবে কথা বল্লে—তা শুনলে বাস্তবিকই মনে দয়া হয়। মানুষ যত কেন নিষ্ঠুর—যত কেন পামর—যত কেন পাষাণ হৃদয় হোক না—লোকের যথার্থ কথা শুনলে তার মনে অবশ্যই দয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ আবার বলদেব—একবার সেই একটী লোকের দুঃখের কথা শুনে—তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে—কারাগারে যে বিপদে পড়েছিলেন—সেই বিপদ হতে এই বেরিয়ে আসছেন—আবার সেইরূপ পথের মাঝখানে দুঃখের কাহিনী? বলদেব সকল কথা ভুলে গিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—তাই তো লোকটার চেহারা দেখে কেনা বুঝতে পারে ইনি ভদ্রলোক। এমন ভদ্রলোকের অদৃষ্টে আবার এমন কি ভয়ানক বিপদ ঘটেছে যে সেই কারণে

এ বার বার মৃত্যু কামনা কচ্ছে। লোকে সহজে কেহ মৃত্যু কামনা করে না। বিশেষ কষ্ট—বিশেষ দুঃখ—বিশেষ মর্ম্মবেদনা না পেলে—এমন মায়ার জীবন—এমন সাধের প্রাণ—এমন ভালবাসা পরিচিত পৃথিবী ত্যাগ করে নূতন অপরিচিত মৃত্যুর দেশে যেতে চায় না। গতানুশোচনা মানবের ভয়ানক যাতনা—এই যাতনা প্রবল হলেই লোকে মরণ কামনা করে। কিন্তু কথা হচ্ছে—নানা কারণে লোকের মনে নানা রকম যাতনা উপস্থিত হয়ে থাকে। সেই রোগের যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে না পেরে মৃত্যু কামনা করে—কেহ আত্মীয় স্বজনের শোক মৃত্যু কামনা করে—কেহ অপমানে মৃত্যু কামনা করে—এইরূপ নানা কারণে নানা লোকের মনে মৃত্যু প্রার্থনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক এর মনের কথা শুন্‌তে হলো। এইরূপ স্থির করে তিনি বল্লেন—"মহাশয়! আপনার এত মৃত্যু কামনা কেন? লোকে যে মৃত্যুর হাত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য কত উপায় করে—আপনি সেই মৃত্যুর জন্য বার বার প্রার্থনা কচ্ছেন—এর কারণ কি?"

বলদেবের কথা শুনে লোকটা খানিক্ষণ চুপ করে থাক্‌ল—পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমি একজন মহাপাপী—জগতে যত কিছু পাপ হতে পারে—আমার এ জীবনে তা হয়েছে। এখন জীবনের শেষ পিপাসা—মৃত্যুকালে একবার মলিনার সেই প্রাণভরা আনন্দ মাখা মুখখানি দেখে পৃথিবী পরিত্যাগ করি।"

"মলিনার মুখখানি দেখে মর্‌তে ইচ্ছা আছে"—মলিনা কে? মলিনার মুখের সহিত এর জীবনের এমন কিসম্বন্ধ যে সেই মুখখানি দেখে মর্‌তে ইচ্ছা কাচ্ছে? মলিনার নাম শুনে বলদেবের মনে কৌতুলহল হলো—তিনি আর স্থির থাক্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কল্লেন—মলিনা কে? যার অদর্শনে আপনার এত যাতনা—তার পরিচয় বল্‌তে যদি আপত্তি না থাকে—তবে প্রকাশ করে আমার কৌতুহল শান্তি কর্‌তে পারেন।"

ও হরি—হরি—এ যে দেখছি মলিনার প্রণয়ে পাগল সেই গোবিন্দ বাবু! গোবিন্দ বাবুর আজ এমন দুরাবস্থা হয়েছে? যে মদে তাঁর সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়েছে—সেই মদে আবার আজ এই অবস্থা? গোবিন্দ বাবু আজ কোথা হতে এখানে উপস্থিত? প্রণয়—পাগল গোবিন্দ বাবু মদ টেনে বিভোর হয়ে এরূপ দশায় মাতলামী কচ্ছে—ক্রমে ক্রমে কথাবার্ত্তায় বলদেব চিনতে পাল্লেন—ইনি সেই গোবিন্দ বাবু—যিনি নানা রকম বদমায়েসী করে

ফেরার হয়েছেন—পুলিস যাঁকে গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য অনুসন্ধান কচ্ছে—ইনি সেই গোবিন্দ বাবু? উঃ কি ভয়ানক লোক—মাতলামী দেখে স্পষ্ট ই বোধ হচ্ছিল—কোন বদমায়েস ভিন্ন ভদ্র লোকের এ কাজ নয়। ওঁর নাম শুনে যে রকম লোক বলে বিশ্বাস ছিল—এখন দেখ্‌ছি ঠিক নামের মত লোক। এমন রত্ন না হলে—এত বদমায়াসী—এত অশিষ্ট ব্যবহার—এত জঘন্য কাজ কেউ কর্‌তে পারে না। লোকটার মান সম্ভ্রম—লোক লজ্জা—ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। এমন লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেও মনে ঘৃণা বোধ হয়। যে যেমন লোক তার ব্যবহারে জানা যায়। এইরূপ ভেবে বলদেব আর না দাঁড়িয়ে—যাবার উদ্যোগ কচ্ছেন—এমন সময় গোবিন্দবাবু তাঁর পা ধরে বলতে লাগ্‌লেন মহাশয়! আমার এ সংসারে আর কেউ নাই—আমি এখন নিজ দুস্কৃতির ফল ভোগ কচ্ছি। মদের নেশাতে গোবিন্দ বাবুর মন অনেকটা সরল দেখাচ্ছে। তিনি এখন আর মনের ভাব গোপন কব্‌তে পাচ্ছেন না—মনে যা উদয় হচ্ছে—তাই বল্‌ছেন। নতুবা গোবিন্দ বাবুর মনের কথা কে বলতে পারে? ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের ন্যায়—অমৃত ঢাকা বিষের ন্যায় তাঁর মনের কথা সর্ব্বদা মনেই গোপন থাক্‌ত। কখন কার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন—কখন কার অনিষ্টের জাল ফেল্‌বেন—কখন কার ভিটেই ঘুঘু চরাবেন—এই তাঁর অন্তরের চেষ্টা—বসুমতী যে এমন মহাপাপীকে কেন বুকে স্থান দিয়েছে—তা বুঝ্‌তে পারা যায় না। যার নাম কল্লে মহাপাপ হয়—বংশের যে কুল-কলঙ্ক—যার তুল্য দুরাচার আর দুটি দেখা যায় না—সে যে সদর রাস্তায় দাড়িয়ে এমন মাতলামী কর্‌বে—এ আর আর আশ্চর্য্য কি? যা হোক হতভাগা এমন করে পায়ে জড়িয়ে পড়ে কেন? মদের ঝোঁকে লোকটার দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই—আমি অপরিচিত—আমার সঙ্গে কস্মিনকালেও আলাপ পরিচয় নাই—আমি ব্রাহ্মণ কি শুদ্র তাও জানে না—তবে যে এমন করে আমার পা ধরে পড়েছে এর মানে কি? কোন দরকার হলে অমনি বল্লে চল্‌তে পারত—পা ধরায় প্রয়োজন কি? বলদেব এই রকম ভেবে জোর করে পা ছাড়িয়ে একটু তফাত দাড়ালেন—গোবিন্দ বাবু আবার বল্লেন—আমি মহাপাপী বলে কি আমাকে স্পর্শ কর্‌তে ঘৃণা কচ্ছেন? এঁ এঁ আমি তবে এ প্রাণ রাখব না—এই বলেই ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগল।

গোবিন্দ বাবুর কারখানা দেখে বলদেব মনে মনে ভাবছেন তাই তো কি

বিশ্রী লোক। গোবিন্দ বাবুর মনের কথা জান্‌বার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন—"আপনি এত অস্থির কেন—?—হয়েছে কি যে এত কান্না?—আমাকে সকল কথা খুলে বলুন—যদি আমার সাধ্য থাকে—তবে অবশ্যই তার চেষ্টা দেখব;"

বলদেবের কথা শুনে গোবিন্দ বাবু বল্লেন—"চাঁপার এসে সংবাদ দেওয়ার কথা ছিল—কৈ চাঁপা এলো না কেন?—

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে বলদেব আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"চাঁপা কে?—কোত্থেকে আস্‌বার কথা ছিল?

গো। ত্রিপুরা ভৈরবী গিন্নীর বাড়ী হতে।

"ত্রিপুরা ভৈরবী, গিন্নীর বাড়ী এবং চাঁপা এ কটী কথা শুনে বলদেবের মন যেন ফিরে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—ত্রিপুরা ভৈরবী—চাঁপা—কোন্ চাঁপা? চাঁপার সঙ্গে এঁরে আলাপ হলো কোথা? ইনি যে জায়গার নাম কচ্ছেন—এ যে দেখছি আমার বাসার নিকটের কথা। ইনি যখন চাঁপার নাম কচ্ছেন—তখন বোধ হচ্ছে—আমার বাসার খোঁজও বল্লে বলতে পারেন। কিন্তু এঁর কাছে কোন কথা ভাঙ্গা হবে না। এ লোকটা কি মতলবে কাশী এসেছে তা জানবার যো নাই।

বলদেব আর কোন কথা না বলতে বলতে—গোবিন্দ বাবু বল্লেন—"আমার মনে একটা মতলব আছে—সেই মতলবটা যেদিন সিদ্ধ হবে—সেই দিন কাশী পরিত্যাগ—যেখানে দুই চোক যায় সেইখানে চলে যাব। চাঁপা আমার যখন সহায় হয়েছে—তখন আর ভাবনা কি?—গিন্নির সর্ব্বনাশ কর্‌ব—তার বুক চিরে রক্ত পান কর্‌ব—সেই পানে মলিনার পিপাসা শান্তি কর্‌ব—এই যদি কর্‌তে পারি—তবেই আমার নাম গোবিন্দ বাবু। এইরূপ বলতে বলতে যেন গোবিন্দ বাবুর দুই চোক দিয়ে আগুণ ছুটে বেরুতে লাগল—মুখের নূতনতর ভাব উপস্থিত হলো—রাগ যেন মূর্ত্তি ধরে তার দেহে আশ্রয় কল্লে। গিন্নীর উপর যেন গোবিন্দ বাবুর ভয়ানক রাগ—গিন্নীর সর্ব্বনাশ করা যে তাঁর একমাত্র দৃঢ়ব্রত বলদেব তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন। বলদেব প্রথমে গোবিন্দ বাবুর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নাই—এখন ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌লেন—তাঁর বাসার পাশে সেই বাড়ীওয়ালা স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ করে গোবিন্দ বাবু রাগ প্রকাশ কচ্ছেন। গোবিন্দ বাবু জানেন না যে বলদেব গিন্নীকে জানে। বলদেবের মনে এখনো একটা সন্দেহ রয়েছে—গিন্নীর উপর গোবিন্দ বাবুর এত রাগ কেন?

চাঁপা গিন্নীর লোক হয়ে সে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে কে? আর প্রথমে যে গোবিন্দ বাবু মলিনা—মলিনা বলে দুঃখ প্রকাশ কল্লেন—সেই মলিনাই বা কে?—

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে বলদেব এরূপ অন্যমনস্ক হয়েছেন যে বাসায় যাওয়ার কথা ভুলে গ্যাছেন—তিনি যে ব্রজময়ীর ন্যায় ঘাঘরা পরে—সং সেজে দাঁড়িয়ে আছেন—সে কথা আর মনে নাই। গোবিন্দ বাবুর কাহিনী শুনতে যারপর নাই চঞ্চল হয়েছেন।

আজ মদের ঝোঁকে গোবিন্দ বাবুর মন প্রাণ খুলে গ্যাছে—নানা রকম দুঃখ উপস্থিত হয়ে অনেক গোপনীয় কথা তাঁর মুখ দিয়ে শুনা যাচ্ছে। গিন্নীর প্রতি যে তাঁর মর্ম্মান্তিক রাগ একথা তাঁকে কেহ জিজ্ঞাসা না কর্‌তেই তিনি আপন মনেই বলে ফেলেছেন। বলদেব জিজ্ঞাসা কল্লেন—"মলিনা কে?—গিন্নীর সঙ্গে মলিনার কি সম্পর্ক?—

গো। গিন্নীই আমার সকল সুখ—সকল আশা ভরসা ডুবিয়ে দিয়েছে—আমার প্রাণের ধ্রুবতারাটী ছিড়ে নিয়েছে। গিন্নীর নাম কল্লে রাগে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হতে থাকে।

বল। কেন গিন্নীকে আমি যতদূর জানি—তাতে তাঁকে ভাল লোক বলেই আমার অনেকটা বিশ্বাস আছে—তবে নারীচরিত্র দেবের অজানিত—সুতরাং হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করা যায় না।

গো। কি?—গিন্নী ভাল লোক?—তবে এ পৃথিবীতে বিচার নাই জান্‌লেম। যিনি রাতকে দিন—আর দিনকে রাত কর্‌তে পারেন—তিনি যদি ভাল লোক হন—তবে বদ্‌মা তারা দাঁড়াই কোথা?

বল। হতে পারে তিনি খারাপ লোক। বোধ হয় তাঁর দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হয়ে থাক্‌বে।

গো। অনিষ্ট কেবল আমার? তাঁর বুদ্ধি কৌশলে কত গৃহস্থের মেয়ের যে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তা আর বলবার নয়। গিন্নীর বাড়ী একটা বদমায়েসের আড্‌ডা—এই আড্‌ডায় সতীত্ব বিক্রয় হয়ে থাকে।

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনে—বলদেবের মনে উদয় হলো—একথা বড় মিথ্যা নয়। সেই যে দুটী স্ত্রীলোক—সেই রাত্রে গিন্নীর বাড়ী আমার কথা বলাবলি কচ্ছিল—তারাও বোধ হয় গিন্নীর কোন রকম জানিত। কিন্তু আমি কত চেষ্টা কল্লেম, কিছুতেই তিনি কোন কথা ভাংলেন না।

কেনই যে ভাঙলেন না তা পরমেশ্বরই জানেন। যাই হোক এ হলো ভাল—মাতালটাকে পথের মাঝখানে পেয়ে অনেক গোপনীয় কথা জান্‌তে পার্‌ব। গিন্নীর সঙ্গে যখন এঁর এত রাগারাগি—তখন বোধ হয় অনেক ভিতরের কথা শুনা যাবে! বলদেব মনে মনে এইরূপ স্থির করে গোবিন্দ বাবুকে বল্লেন—গিন্নী যখন এত বদমায়েস তখন তার সঙ্গে আপনার সংশ্রব রাখা তো ভাল হয় নাই।

গো। আমি কি সাধ করে সংশ্রব রেখেছিলেম?

বল। তবে কি জন্য রেখেছিলেন?

গো। সে অনেক কথা—সে কাহিনী বলতে গেলে এ রাত কাবার হবে। সে আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার। বাস্তবিক গিন্নী যে কি ধাতুর লোক—বলদেব যদিও কিছু পরিচয় জানতেম—কিন্তু এখন গোবিন্দ বাবুর কথার ধরণে তাঁর মন অনেকটা বুঝতে পাল্লে—অনেক রকম কুকার্য্য তাঁর দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। বলদেব জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কিছুদিন অতীত হলো—গিন্নী বাড়ী কোন যুবতী রমণী এসেছিল জানেন কি?"

যুবতীর কথা শুনে গোবিন্দ বাবুর মনে মলিনার কথা আবার জেগে উঠল—মনে মনে ভাবতে লাগলেন—বোধ হয় আমার সেই মলিনাকে দেখে এ লোকটা সন্ধান জিজ্ঞাসা কচ্চে। গোবিন্দ বাবু বলদেবকে স্ত্রীলোক বলেই চিনেছিল—তার পর দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলাবলিতে বেশ বুঝতে পার্‌লেন—ইনি পুরুষ মানুষ—বোধ হয় বহুরূপ সাজা এঁর ব্যবসা। পয়সা পাবার আশয়ে বাড়ী বাড়ী সেজে বেড়াচ্ছিলেন। সামান্য বহুরূপী হয়ে আমার মলিনার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চে—আজ এও আবার আমাকে কাণ পেতে শুন্‌তে হলো।

গোবিন্দ বাবুর মন এখন সম্পূর্ণ চঞ্চল। মদের ঝোঁকে ভালমন্দ কিছুই ভাল করে স্থির কর্‌তে পাচ্ছেন না। কখন রাগ—কখন আহ্লাদ—কখন অভিমান—কখন ভাল কথা এইরূপ নানা রকম ভাব উঠছে। তাঁর চঞ্চল মন আরো চঞ্চল হয়েছে। বলদেব তাঁর নিকট গিন্নীর বাড়ীর খবর নেবেন মনে কচ্চেন—সেই জন্য তিনি এতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—কিন্তু সহজে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না—কারণ গোবিন্দ বাবু মদের ঝোঁকে কোন কথা আনুপূর্ব্বিক বলতে পাচ্ছেন না—যখন যা মনে উঠছে—তখনই তাই বলছেন—কখন গিন্নীর কথা—গিন্নীর উপর রাগ—কখন মলিনার

কথা—কখন তার জন্য কাতরতা—কখন নিজের পূর্ব্ব অবস্থা।কখন আত্মগ্লানি—কখন সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন এইরূপে নানা অবস্থার—নানা ভাবের—নানা রকমের কথা তুলছেন। মাতালে যেমন আগডোম বাগডোম বকে—গোবিন্দ বাবুরও সেই অবস্থা। সুতরাং তাঁর দ্বারা যে বলদেবের আশাপূর্ণ হবে—সে আশা অতি অল্প। বলদেব খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে মনে মনে বিবেচনা কল্লেন—"তাই তো কি করি—যে আশয়ে আছি—তা যখন পূর্ণ হওয়া কঠিন দেখছি—তখন আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হয় না, একদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

ইতিমধ্যে দূর হতে শুনা গেল "শিব ধণ্য কাশী শিব ধন্য কাশী" বলদেব স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন—তাই তো এ যে দেখ্‌ছি আদৌ রাত নাই—সন্ন্যাসী পরমহংস—সিদ্ধ পুরুষ—মোহন্ত প্রভৃতি গঙ্গাস্নান কর্‌তে যাচ্ছেন। পূর্ব্বদিকে মধুর মধুর হাসির রেখা দেখ যাচ্ছে—চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল ক্ষাণ্ তেজ হয়েছে—সুমিষ্ট বাতাস গায়ে লাগছে অতএব আর, এখানে থাকা উচিত নয়। এইরূপ ভেবে বলদেব জোর করে গোবিন্দ বাবুর নিকট হতে চলে গেলনে। বলদেবকে চলে যেতে দেখে—গোবিন্দ বাবু ফেল ফেল করে চেয়ে রইলেন।

উনবিংশ স্তবক।

আশা কি পূর্ণ হবে ?

" প্রকৃতি নিস্তব্ধ এবে জীবশূন্য প্রায়;
মূর্ত্তিমতী শান্তি দেবী বিরাজ ধরায়।
স্ব স্ব কর্ম্ম পরিহরি জীবগণ আহা মরি,
  নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে কিবা লভিছে বিরাম।
  কেবল ভাবুক ভাবে মুগ্ধ অবিরাম।'

চাঁপা ও পান্না দুজনে আস্তে আস্তে সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে গ্যাছে। কাশীর বাড়ী সকল যেরূপ পাথরের গাঁথনী—এ বাড়ীখানিও সেইরূপ পাথরের তৈয়ারী। বাড়ী খানি তেতলা—নীচে উপরে অনেক গুলি ঘর আছে—

যদিও অনেকগুলি ঘর আছে—কিন্তু এখনকার ফ্যাসনে তৈয়ারী নয়। কুটারীগুলি ছোট ছোট—ভাল রকম দরোজা—কিম্বা জানালা নাই। সিঁড়ি সঙ্কীর্ণ—উপরে উঠতে কষ্ট বোধ হয়—উপরে উঠবার সময় বোধ হয় যেন তাল গাছে উঠছি। কোন ঘরে আলো নাই—বোধ হচ্ছে যেন আঁধার ঘর গুলিতে রাজত্ব কচ্ছে—তারা প্রথমে যখন নীচের ঘরে প্রবেশ কল্লে—তখন এমন বোধ হলনা, যে সে ঘরে জনমানবের সমাগম আছে—আঁধারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই আঁধার রাশির ভিতর দিয়ে পান্নার হাত ধরে চাঁপা ক্রমে ক্রমে যেতে লাগল। অন্ধ ব্যক্তি যেমন অন্যের হাত ধরে আস্তে আস্তে চল্‌তে থাকে—চাঁপা সেই রকম করে পান্নার সঙ্গে যাচ্ছে। সে যদিও পান্নার হাত ধরে যাচ্ছে—কিন্তু যেতে যেতে তার মনে যে কতখানা উঠছে—কত রকম ভাবনা এসে জুটেছে—কত রকম আশা—কত রকম নিরাশার তুফান খেলছে—সে কথা এক মুখে বলা যায় না। এক একবার ভাবছে—তাই তো একটী অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করে, এই রাত্রিকালে যমপুরীর ন্যায় এই অন্ধকার পুরীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেম—এরূপ অসম সাহসের ফল যে পরিণামে কি হবে—তা পরমেশ্বরই জানেন। এত কষ্টে—এত ফিকিরে—এত করেও যদি গোবিন্দ বাবুর দেখা না পাওয়া যায়—তবে সকলই মিথ্যা হবে—এত কষ্ট করা মাটী হবে—আর যে আবার এমন করে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসতে পার্ব্ব,—তারই বা ঠিক কি? বিশেষ গিন্নার যেরূপ ধমক—সর্ব্বদা কথায় কথায় যেরূপ ডাকাডাকি কর্ত্তে থাকেন—তাতে নিশ্বাস ফেলবার সময় নাই—কোন স্থানে যে যাব, তারও সুবিধা ঘটা কঠিন। আজ যে রকম সুবিধা করেছি—এরূপ সুবিধা আবার যে শীঘ্র পাব—তারই বা ঠিক কি? আজ দেখা না হলে আবার বাইশ হাত জলের নীচে পড়তে হবে—সে কোন কাজে প্রথম বিফল হওয়া বড় দোষ—প্রথমে বিফল হলে কেমন যে মন ভেঙ্গে যায়—তা আর বলবার নয়।

চাঁপা যাচ্ছে—আর এই রকম পাঁচখান কথা মনে কচ্ছে—তার মনের গতি এখন বড় খারাপ—পান্নার সঙ্গে যতই সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে—ততই তার মনে এক একটা নূতন ভাব উঠছে—মানুষের মন বড় ভয়ানক জিনিষ—এর ভিতর না আছে এমন ব্যাপারই নাই—তুমি ভাল মন্দ যা দেখতে ইচ্ছা কর—এখানে তা পাবে। মন সুখের স্থান—আবার দুঃখের

মহাশ্মশান—সেখানে আনন্দ বিরাজ করে—আবার সময় সময় নিরানন্দের মলিনতা দেখা যায়। মনে কখন কখন স্বর্গের ন্যায় ভাব উপস্থিত হয়—কখন বা ঘোর নরককুণ্ডের ন্যায় অবস্থা হয়ে উঠে। যে—যে কোন কাজ করুক না কেন—সে ভাবটী আগে মনে উদয় হয়—কোন কথা আগে মনে না উঠ্‌লে কাজে তা প্রকাশ হয় না। ভাল বল—মন্দ বল মনেতেই সব দেখা যায়। ভাল কাজ কল্লে মনে যেমন পবিত্রতা—যেমন আনন্দ—যেমন শান্তি উপস্থিত হয়—মন্দ কাজ ভাব্‌লে কখনই সেরূপ হয় না—তাই আজ চাঁপার মনে এতখানা উঠ্‌ছে—তার মন যেমন ঘোরতর নরককুণ্ড—সেই নরক হতে নানারূপ বিষাক্ত ভাব দেখা দিচ্ছে। পাপের যেমন কারখানা—তা মনে ভাব্‌লে বুক কেঁপে উঠে—অনুষ্ঠান কল্লে শরীর লোমাঞ্চ হয়—তার ফল ভাব্‌তে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত জ্ঞান হয়। চাঁপা এখন যমযন্ত্রণায় পড়েছে—তার হৃদয়ে একবিন্দুও সুখ নাই—নানা রকম দুর্ভাবনায় অস্থির হচ্ছে। সে যেমন অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে—তার হৃদয়ও সেইরূপ অন্ধকারময়—বাইরে যেমন অন্ধকারে সে নানা বিভীষিকা দেখ্‌ছে—তার অন্তঃকরণও আবার সেইরূপ আঁধারময়—সে আঁধার ক্রমে ক্রমে আরো ভয়ানক আরো গাঢ়—আরো জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে। পাপীর মন ভয়ানক ক্লেশের স্থান—সে ক্লেশ কিছুতেই মুছা যায় না—পাপের আগুণ কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না—রাত দিন সে আগুণ ধূ ধূ করে জ্বল্‌তে থাকে। উপস্থিত অবস্থায় চাঁপার মনেও সেইরূপ আগুণ জ্বল্‌ছে।

পান্না ও চাঁপা দুজনে ধীরে ধীরে যাচ্ছে—কারো মুখে কোন কথা নাই। চাঁপা যে কোথা যাচ্ছে—পান্না যে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—সে তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। কলের পুতুলের ন্যায় সে পান্নার হাত ধরে যাচ্ছে। এইরূপ ভাবে একটী সিঁড়ি ভেঙে তারা মাঝের তালায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে গিয়েও দেখে—ঘরে আলো কিম্বা কোন জনমানব নাই। পান্না চাঁপার কাণে কাণে—চুপে চুপে বল্লে—"তুমি এই খাটিয়ায় একটু বসে থাক—আমি ধাঁ করে গোবিন্দ বাবুর খোঁজ নিয়ে আস্‌ছি।" এই কথা বলে চাঁপার হাত ধরে সেই আঁধারে একখানা খাটিয়ার উপর নিয়ে গিয়ে বসালে। চাঁপাকে সেই অবস্থায় বসিয়ে—পান্না সেখান হতে চলে গেল। পান্না যে কখন আস্‌বে—সে কেন যে তাকে এরূপ গোপনভাবে বসিয়ে রেখে গেল—সে তাই মনে মনে ভাব্‌ছে—হাজার ভাব্‌ছে বটে কিন্তু

ভেবে ভেবে কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্ছে না—কেবল মনের মধ্যে নানা ভাবনা—নানা সন্দেহ—নানা গোলযোগ উপস্থিত হচ্ছে।

চাঁপা যেমন জাহাবাজ—সে যেমন বদমায়েসী বুদ্ধি ধরে—তার পেটে পেটে যেমন ভয়ানক বিষ—আজ তেম্‌নি কায়দায় পড়েছে—বাঘিনী জালে পড়্‌লে যেমন জব্দ হয়—চাঁপাও সেই রকম হয়েছে। সে যে জায়গায় এসে পড়েছে—এখান হতে যে সহজে বেরিয়ে যাবে তারও যো নাই। এখন সে ভাব্‌ছে—পান্নাই তার একমাত্র মরণ বাঁচনের কাটী। সে যদি ভদ্রতা করে—তবেই তার আশা পূর্ণ হবে—পরিশ্রম সার্থক হবে—নতুবা যে কি ঘট্‌বে—এই ভাবনায় তার মন তোলপাড় কচ্ছে। যে পান্নার কথায় বিশ্বাস করে—যে পান্নার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—যে পান্নার আশ্রয় নিয়ে সে এই রাত্রে—এই আঁধার পুরীতে এসেছে—তার মনের ভাব যে কি—সে যে কতদূর সৎ ব্যবহার কর্ব্বে—তার দ্বারা যে কতদূর উপকার হবে—এখন বসে বসে সেইটীই ভাব্‌ছে। এক একবার ভাব্‌ছে—পান্নাকে যেমন হাস্য-মুখী দেখ্‌লেম—যদি ওর অন্তর সেইরূপ সরল হয়—তবে তো কোন কথা নাই—কোন প্রকার বিপদ আমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না কিন্তু যদি ওর মনে অন্য ভাব থাকে তা হলেই সর্ব্বনাশ। চাঁপা এইরূপ বসে বসে ভাব্‌ছে—আর পথের দিকে কেবল চেয়ে আছে—কখন পান্না আস্‌বে। ঘরের মধ্যে কোন প্রকার একটু শব্দ হলেই অম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌ছে। বাস্তবিক দোষী পাপী—বদমায়েস লোকের অন্তর কি কষ্টকর। তাদের মনে আদৌ সুখ নাই—দুর্ভাবনায় ও ভয়ে ভয়ে তারা সর্ব্বদাই অসুখী। যে হৃদয়ে পাপ রাজত্ব করে—তার হৃদয় নির্ম্মল সুখভোগ কর্ত্তে পারে না। আজ চাঁপারও সেই দশা—পান্নার আস্‌তে যতই দেরি হচ্ছে—ততই চাঁপার মনে যম যন্ত্রণা হতে লাগ্‌ল। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—পান্নার যদি ফিরে আসতে অধিক দেরি হয়—তবে আমার আর এখানে অধিকক্ষণ এরূপ অবস্থায় একা বসে থাকা উচিত হচ্ছে না। কারণ পরের বাড়ী—কি জানি যদি বাড়ীর লোক কেউ এসে উপস্থিত হয়—তবে তাকে কি বলে উত্তর কর্ব্ব? রাত্রিকালে পরের বাড়ী এরূপ অবস্থায় একা বসে থাকাও ভাল দেখায় না।

বিংশ স্তবক

—:০:—

পাখী উড়িল।

"গভীর নিদ্রার কোলে হয়ে অচেতন,
নাহি সাড়া নাহি শব্দ ইন্দ্রিয় বিকল,
নিদ্রায় নিসাড় এবে রহিছে সকল,
আজি সেই প্রকৃতির বিশ্রাম সময়,
ছাড়ি এই পাপ রাজ্য তোমায় আমায়॥"

হাজার যত্ন কর—প্রাণের সহিত ভাল বাস—মুখে মুখে আহার তুলে দেও—কিন্তু পাখী কিছুতেই পিঞ্জরে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।—সে আহারে সন্তুষ্ট নয়—সুবর্ণ পিঞ্জরের শোভায় তার মন ভুলে না—সে সর্ব্বদাই পথ খুজে বেড়ায়—কি উপায়ে প্রাণ খুলে উড়ে বেড়াবে। নিজের স্বাধীনতা—নিজের সুখ—নিজের ইচ্ছা কে বিক্রয় কর্‌তে ইচ্ছা করে? প্রাণ সুখ চায়—স্বাধীনতা চায়—বাসনা পূর্ণ কর্‌তে চায়। যেখানে এর অভাব ঘটে—সেখানেই মনের অশান্তি—সুখে দাগা—প্রাণে আঘাত লাগে। মানুষের অদৃষ্টে যখন হর্ষে বিষাদ—সুখে কণ্টক—বাসনায় হতাস উপস্থিত হয়—তখন দেহ পিঞ্জর হতে প্রাণ পাখী পর্য্যন্ত উড়িয়ে দেয়। তখন সংসার আঁধার—চারিদিক মায়াশূন্য—জীবন গুরুতর ভার বোধ হয়। স্বাধীনতাই প্রাণের আরাম;—এই আরাম—এই সুখ—এই স্বর্গীয় অবস্থার জন্যই জগৎ ব্যস্ত সুতরাং আজ যে প্রমোদকানন ও পূর্ণ শশী সেই স্বাধীনতা জন্য কারাগৃহ ত্যাগ কর্‌বেন—প্রাণের চির বাসনা—চির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌তে এই মহা-পাপীদের হাত হতে পালাবেন এ আর বিচিত্র কি?

বলদেব প্রমোদকাননের উপদেশ ক্রমে কারাগার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন দেখে—প্রমোদের মনে আশার সঞ্চার হলো। যখন একজন বেরিয়েছেন—তখন যে তাঁরাও পালাতে পার্‌বেন—মনে সে আশা হলো। প্রমোদ এতক্ষণ পূর্ণশশীর কথা মনে কর্‌তেই পারেন নাই। পূর্ণশশী

যে এতক্ষণ কিরূপ অবস্থায়—কিরূপ ভাবে একাকিনী সেই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে—সেই কথা মনে পড়্ল। তখন তিনি মনে মনে ভাব্তে লাগলেন—"তাই তো আমি অনেকক্ষণ এসেছি—আমার দেরি দেখে না জানি পূর্ণশশী কতই মনে কচ্ছে—সে জান্ছে না যে আমি এতক্ষণ কি রাজকাজ কচ্ছিলেম। যা হোক আর দেরি করা হবে না। এইরূপ স্থির করে প্রমোদকানন ধীরে ধীরে সেই আঁধার রাশি ভেদ করে—পূর্ণশশীর নিকট আস্তে লাগ্ল। প্রমোদ প্রথমে যখন বলদেবের নিকট যান—তখন ভাবেন নাই যে এত দেরি হবে। তিনি ভেবেছিলেন কয়েদীর নিকট গিয়েই তাকে খালাস কর্বেন—কিন্তু সেখানে নানা কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল। এই শত্রুপুরী মধ্যে পূর্ণশশীকে একাকিনী রেখে এসে ভাল করি নাই—পরমেশ্বর আর কোন বিপদে না ফেল্লেই বাঁচি।

এইরূপ পাঁচ কথা ভাব্তে ভাব্তে প্রমোদ আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে—দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে—উঁকি দিয়ে দেখেন—পূর্ণশশী যে স্থানে দাঁড়িয়েছিল—সেখানে তিনি নাই। পূর্ণশশীকে না দেখেই প্রমোদের মনে যেন কেমন একটা আঘাত লাগ্ল। তিনি ভাব্লেন—"আবার বুঝি কপাল ভাঙ্ল।" ঘর পোড়া গরু মেঘ দেখ্লেই ভয় পেয়ে থাকে—সুতরাং তিনি যে মনে মনে ভয় পাবেন সে আর বিচিত্র কি? প্রমোদকানন পূর্ণশশীকে কাছে কাছে রাখ্তে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে থাকেন। এক মুহূর্ত্ত পরস্পর ছাড়াছাড়ি হতে ইচ্ছা করেন না—তারা দুটী যখন এক সঙ্গে থাকে—তখন বোধ হয় যেন দুটী স্বর্ণ পদ্ম এক স্থানে ফুটে রয়েছে—দুটী ভুবন মোহন দেহ ঘর আলো করে রেখেছে। আজ একটীর অভাবে আর একটীর যেরূপ হয়েছে—তা যিনি সে স্থানে সে অবস্থা দেখেছেন কিম্বা চিন্তা করেছেন—তিনিই সে ভাব বুঝতে পারেন। প্রমোদ আবার ধীরে ধীরে—পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে এলো—এগিয়ে এসে চারিদিকে বেশ করে দেখতে লাগল—কিন্তু আঁধার ভিন্ন আর কিছুই দেখ্তে পেলেন না—পূর্ণশশীর কোন চিহ্নই নাই—কোথাও যে জনমানাব আছে তার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণশশীকে না দেখে প্রমোদের মনে নানা কথা—নানা ভাবনা—নানা তর্ক উপস্থিত হতে লাগ্ল। কি কর্বেন—কিরূপে সন্ধান পাবেন—এই ভাবনা প্রবল হয়ে উঠ্ল। প্রমোদ সেই আঁধার রাশির মধ্যে—স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে এইরূপ ভাব্ছে—এমন

সময় কে যেন ধাঁ করে এসে তাঁর দুই চোক—দুই হাত দিয়ে ঢেকে ফেল্লে প্রমোদ প্রথমে কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না যে কে পিছু হতে এসে এরূপ ভাবে ধরেছে। প্রমোদের চোক ধরেই সে হেসে উঠেছে। প্রমোদ তখন অল্প অল্প হাসি মুখে বল্লে—"দূর পাগলি এ কি আর আমোদের সময় যে তাই আমোদ কচ্ছিস! তোমায় না দেখে আমি যে কি পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়েছি—সে কথা আর বলবার নয়। যা হোক আর বিলম্বে কাজ নাই—যত শীঘ্র পার এখান হতে চল।" আর বিলম্ব কল্লে—কি জানি কোন রকম বিপদ এসে উপস্থিত হবে।"

প্রমোদের কথা শুনে পূর্ণশশী বল্লে—"তুমিই তো ইচ্ছা করে—এত দেরি কল্লে—নতুবা এতক্ষণ আমরা বেরিয়ে যেতে পার্‌তেম—এইরূপ দেরি করাতে যে কি রকম বিপদে পড়েছিলেম—সে কথা মনে কল্লে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠে। যাই হোক যেরূপ বিপদে পড়েছিলেম—এখন সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক সময় লাগ্‌বে—সুতরাং এখন আর কোন কথার প্রয়োজন নাই। এখন এই পাপপুরী যত শীঘ্র পার ত্যাগ কর।"

তারা দুটীতে এইরূপ স্থির করে—প্রমোদ পূর্ণশশীর হাত ধরে যে ঘর হতে প্রমোদ বেরিয়ে এসেছিল—সেই ঘরে আবার প্রবেশ কল্লে। তারা দুটীতে হাত ধরাধরি করে—আস্তে আস্তে যেতে লাগল। প্রমোদ বলদেবকে যে দরজা দিয়া বাহির করেছেন—তারা সেই দরজা দিয়ে—বেরিয়ে পড়্‌ল। অনেক দিন পরে আজ তারা পৃথিবীর মুখ দেখ্‌তে পেলে—পূর্ব্বে যেমন দেখত—তারা আকাশের বুকে শোভা পাচ্ছে—গাছ পালা যেমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিস্তার কচ্ছে—আজ আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলেন। এমন সৌন্দর্য্য পূর্ণ পৃথিবী—কে চোকের আড়াল কর্‌তে চায়। যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য—যার প্রতি বিধাতা বিমুখ—যার অদৃষ্টে সুখের লিখন নাই—সেও সেই দুঃখের সময় পৃথিবীর চাঁদের মুখ—নক্ষত্রের মুখ দেখেও প্রাণ শীতল কর্‌তে পারে। প্রমোদ ও পূর্ণশশীর অদৃষ্টে এত দিন এ সুখ ঘটে নাই—তারা পিঞ্জর বদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় সেই কারা গৃহে আবদ্ধা ছিল—দস্যুরা কেনই যে তাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল—কেনই যে সেই রাত্রে ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করেছিল—ব্যাঘ্রে হরিণী ধরে—কিন্তু তাকে এমন ভাবে পুষে রাখে না। দস্যুদের ব্যবহার দেখে—তারা দুটীতে অবাক হয়েছিল—আহারের কষ্ট নাই—শয়নের কষ্ট নাই—

অন্য কোন রকম যন্ত্রণা নাই—তবে যে কেন এমন ভাবে আবদ্ধ করেছে—তারই বা কারণ কি? তবে ভাব গতিকে যতদূর বুঝা গ্যাছে—তাতে কেনা বুঝতে পারে যে সেই একটী মতলব সুসিদ্ধ কর্‌বার জন্য এদের ষড়যন্ত্র। এরা যে লোক বদ—এদের যে অভিপ্রায় কু—এরা যে নানা রকম কুকর্ম্ম করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছে—তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যত দূর ভাবগতিক জান্‌তে পেরেছি—তাতে আমাদের দ্বারা যে মতলব হাসিল কর্‌বে মনে করেছিল—সে আশাতেওতো ছাই পড়ল। বাঘের মুখ হতে শীকার পালিয়ে গেলে—বাঘ যেমন ভয়ানক মূর্ত্তি ধরে—সেই শীকার খুজে বেড়ায়—সেইরূপ এরাও যে আমাদের অনিষ্ট কর্‌বার জন্য—আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য চেষ্টা কর্‌বে—তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তারা দুটীতে এইরূপ ভাবতে ভাবতে সেই পুরুষের বেশে—পথে বেরিয়েছে—মনের ত্রাসে—কোন দিকের কোন জিনিসের উপর লক্ষ নাই—সর্ব্বদাই ভয়—কি জানি আবার যদি পাষণ্ডেরা সন্ধান পেয়ে—পথের মধ্যে ধরে ফেলে—তা হলেই তো সর্ব্বনাশ—সকল আশা—সকল মতলব—সকল চেষ্টা—সকল জুগাড়—সকল কৌশল মাটি হবে। তারা আরো শক্রতা—আরো অনিষ্ট—আরো ভয়ানক ভাব ধর্‌বে। বরং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করা যায়—তত্রাপি তাদের করে কোন বিশ্বাস নাই। তাদের সেই মূর্ত্তি দেখলেই প্রাণ উড়ে যায়—বুক কাঁপে—শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়—চোকে আঁধার দেখায়—মাথা ঘুরে এসে। তাই মনে মনে এত ভয়। আবার ভাবতে লাগল—যেরূপ ফিকির করে—বেরিয়ে এসেছি—তাতে বোধ হয় সহজে সন্ধান পাবে না। যা হোক বড় সুযোগ ঘটেছিল—পরমেশ্বর বড় মুখ তুলে চেয়েছিলেন—তাই এত সুবিধা হলো।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ নাম।
জপ্সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।

একবিংশ স্তবক।

—:—

বিষম বিভ্রাট।

"একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর নিবিড় তিমির,
পিশাচ পিশাচী কত একি দেখি অবিরত ;
নাচিছে বিকট স্বরে, অনন্দে অধীর।
মহাপাপী আমি এই অবনী মাঝার।
কে আছে আমার মত, পাষাণে গঠিত চিত ?
অনন্ত নিরয়গামী নীচ দুরাচার।"

এদিকে চাঁপার ভাবনার কুল নাই—সে ভাবনার অকুল সাগরে পড়ে ভাব্‌ছে পান্না যে কি খবর আন্‌বে—সে আর ফিরে আস্‌বে কি না—যদি না আসে তবেই যে কি সর্ব্বনাশ হবে—এই তার শক্ত ভাবনা। এখন পান্নাকে মনে মনে কতই গালি দিচ্ছে—কেন পান্নার কথায় বিশ্বাস করে—এই ঘোর আঁধারে পরের বাড়ী এলেম। এখানে ভুত না প্রেত থাকে তারও কিছুই ঠিক নাই! চাঁপা আর কিছু ভয় করুক বা নাই করুক—কিন্তু সে ভূতের ভয়টা খুব কর্‌ত। এখন তার মনে সেই সব কথা উঠ্‌তে লাগ্‌ল—যতই সেই সকল কথা মনে হয়—ততই আপনাপনি মনে মনে রাম রাম কর্‌তে থাকে। ভয়ে বুকের ভিতর দুর্ দুর কচ্ছে। কোন কথা মুখে নাই—ভয়ে—পিপাসাতে মুখ শুকিয়ে এসেছে—এক একবার ভাব্‌ছে—এই বুঝি—ভূতে ধল্লে। কোন স্থানে একটু—সামান্য শব্দ হলে—অমনি তার বুকের ভিতর কেঁপে উঠ্‌ছে। সে এখন যে রকম অবস্থায় আছে—সেই অবস্থা যে তার পাপের একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত তা বলা বাহুল্য। সে এক একবার রাম রাম কচ্ছে—এক একবার চোক বুঁজ্‌ছে—এক একবার চোখ মেলে দেখ্‌ছে। যত লোকের মৃত্যু দেখেছে—এখন তার মনে সেই সব কথা উঠ্‌ছে।

চাঁপা সেই আঁধার ঘরে বসে এই রকম যম যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে—এমন

সময় কে যেন সেই চরে প্রবেশ কল্লে—এরূপ বোধ হলো—প্রথমে শব্দ শুনে চাঁপা ভাব্‌লে—"বিধাতা বুঝি সদয় হলেন—পান্না বুঝি এলো।—" কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তার মন হতে সে সন্দেহ গেল—"এতো মেয়ে মানষ্যের পায়ের শব্দ নয়—পুরুষের পায়ের শব্দ বোধ হচ্ছে। এ আবার কি? পুরুষ মানষ্যের পায়ের শব্দ! আঃ আবার যে কপালে কি ঘট্‌বে—তাও তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" ও আবার কে ঘরে এলো? আমাকে এরূপ ভাবে এখানে বসে থাক্‌তে দেখ্‌লেই বা কি মনে কর্‌বে—যা হোক আজিই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হলো। কি কু যাত্রায় যে বাড়ী হতে বেরিয়ে এসেছি—তা আর বল্‌বার নয়। যাত্রার ফেরে আজ কপালে খুব দুঃখ আছে—এখন মানে মানে ফিরে যেতে পাল্লে বাঁচি" ভূতের ভয়ে চাঁপার মনে এক রকম ভাব ছিল—এ যে বিষম ভয়—এখনই চোর বলে পুলিসে দেবে—ও সর্ব্ব নাশ! শেষে কি অদৃষ্টে জেল হবে নাকি?"—

পায়ের যে শব্দ আগে একটু—দূরে বোধ হচ্ছিল—ক্রমে ক্রমে শব্দটা চাঁপার দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল। শব্দ যত নিকটে হচ্ছে—ততই চাঁপার মন উড়ে যাচ্ছে—সে আর কোন উপায় না দেখে—আস্তে আস্তে সেই খাটিয়ার নীচে সরে গিয়ে—শুয়ে পড়্‌ল। মহাকষ্ট—মহা ভাবনা—মহা আশঙ্কা। চাঁপা এখন অনন্যোপায়—তার কোন দিকে কোনরূপ আশা নাই। পান্না ইচ্ছে করে—তাকে এরূপ অবস্থায় ফেল্লে—না—কেবল ঘটনা বশতঃ এরূপ হলো—সে কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পাচ্ছে না।

চাঁপা এক একবার ভাব্‌ছে আমি ইচ্ছে করে জালে পড়্‌লেম—কার দোষ দিব—শেষে এরূপ ঘটবে বলেই কি পান্নার কথায় বিশ্বাস করে—এই নির্ব্বান্ধব পুরীর মধ্যে ঢুকলেম। গিন্নীর অনিষ্টের চেষ্টা করার ফল হাতে হাতে ভোগ করতে হলো দেখ্‌ছি।—

এখনো কোন অনিষ্ট করি নাই—লাভের খাতিরে যদি কিছু কর্‌তে হয়—তবে তা করব মনে করেছি—এতেই এত কষ্টের লীলা খেলা। আমার স্কন্ধে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হলে কেন? আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কোন খোঁজ খবর না নিয়ে—একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লেম কেন?—মানষ্যের দুর্ব্বুদ্ধি হলে—অশুভ ঘটনা ঘটবার পূর্ব্বে এইরূপই হয়ে থাকে। যা হোক এ কি কোন মানুষের পায়ের শব্দ না ঘরে ভূত এসেছে? এই যে লোকে বলে থাকে কাশীতে ভূত নাই—তবে এ—কি? আজ দেখছি বে ঘোরেছ

প্রাণটা গেল! এখন কি করি? কাকেই বা ডাকি? শব্দ কল্লে ধরা পড়তে হবে—লোকে কি মনে কর্ব্বে—যদি বলি গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি—তবে এখানে এরূপ ভাবে কেন?—এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লেই তো চক্ষুঃস্থির। আর যে এরূপ ভাবে—এরূপ অবস্থায়—থাক্তে পারি না—বিধাতা এত বিমুখ হলেন কেন?

চাঁপা সেই খাটিয়ার নীচে পড়ে এইরূপ ভাব্‌ছে, এমন সময় বোধ হলো একটা মানুষ খাটিয়ার উপর বসে ফোঁস ফোঁস করে গুটিকতক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কচ্ছেন। নিশ্বাসের ধরণে স্পষ্ট বোধ হলো—তার যেন কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—তাই লোকটা এই নির্জ্জনে বসে হৃদয়ের গুরুভার নিশ্বাস ফেলে খোলসা কচ্ছেন। এ লোকটী কে? কি মতলবে এই রাত্রিকালে এখানে একা এরূপ ভাবে হা হুতাশ কচ্ছেন। কতক্ষণ পরে চাঁপার মন হতে একটা ত্রাস গিয়ে—আর একটা ত্রাস এসে উপস্থিত হলো। এখন ভূতের ভয় গিয়ে উপস্থিত লোকের ভয়ে জড়সড় হতে লাগল। কি উপায়ে এর হাত হতে রক্ষা পাব—লোকটা যদি শীঘ্র এখান হতে চলে না যায়,—তবেই তো বিভ্রাট।"

সেই লোকটী নিস্তব্ধভাবে বসে আছেন, মুখে কোন কথা নাই—কার সঙ্গেই বা কথা কইবেন—নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সুতরাং লোকটী একা বসে আছেন—আর মধ্যে মধ্যে দুই একটী নিশ্বাস ফেলছেন।

চাঁপা নির্ব্বাক হয়ে পড়ে আছে—অন্ধকার মধ্যে আরও আঁধার দেখছে। নানা রকমের ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছে—সে এখন উপস্থিত যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু যন্ত্রণা শত গুণে কামনা কচ্ছে। বাস্তবিক এরূপ যাতনায় থাকা চাইতে মৃত্যু যে একান্ত বাঞ্ছনীয়—তা বলা বাহুল্য। চাঁপা আকাশ পাতাল ভাবছে—তার ভাবনার পার নাই—অকূল সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই ভাবনার সময় যে দুই একটী কথা তার কানে গেল—সে কথা শুনে সে একেবারে অবাক হয়ে পড়ল—মনে মনে ভাবতে লাগল—এ আবার কি? এসব কথা এখানে হলো কি করে? চাঁপা শুনলে—"বসু-দেব কারাবদ্ধ হওয়ার পর—"গিন্নীর বাড়ী যে দুইটী যুবতী দুই একদিন বাস করেছিল—তাদেরও নাকি কয়েদ হয়েছে। চাঁপা গিন্নীর কলকাটি—সেই দুষ্ট মাগী পরের মাথায় কাঁটাল রেখে কোস তুলে খাচ্ছে। গোবিন্দ বাবু যে উদ্দেশে কাশী এসেছে—সে কাজ যে কতদূর সুসিদ্ধ হবে—তারই বা

ঠিক কি?—গোবিন্দ বাবু যেরূপ বদমায়েস—তা কে না জানে। আমার আর এখানে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়—উদাসিনী—সেই অবস্থায় পুরুষোত্তম ধামে অবস্থিতি কচ্ছে। আমি এ পর্য্যন্ত বলদেবের কোন সন্ধান কর্ত্তেই পাল্লেম না। তবে যতদূর জানতে পেরেছি—তিনি যে কারাবদ্ধ—তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"—সেই লোকটী এইরূপ কয়েকটী কথা আপন মনে বলছেন—আর ভাবছেন—তাঁর কথার ধরণে বোধ হলো—এ লোকটী বদমায়েস নয়। এখানে এ সব কথা কি করে এলো? ও বাবা। যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই দেখছি রাত হয়। আমার উপর যে দুই একটী কথা পড়ল—তা শুনেই তো আমার বুক কাঁপছে—ইনি যদি জানতে পারেন—"সেই দুষ্ট মাগী" তার চরণ তলে পড়ে আছে—তা হলেই তো মৃত্যু হাতে হাতে। আজ নিশ্চয় বুঝলেম, এতদিন পরে আমার কপাল ভেঙ্গেছে—কপাল না ভাঙলে কখনই—এমন করে জড়িয়ে পড়ব কেন?—

চাঁপার এখন উভয় সঙ্কট হয়েছে—সে কথাও কইতে পারে না—আর কথা না কইলেও বাঁচে না—সে যে অবস্থায় পড়েছে—তাতে কথা কহা দূরে থাকুক—ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পর্য্যন্ত পাচ্ছে না—পাছে কোন রকম শব্দ হয়—পাছে এই ব্যক্তি জানতে পারে—ইনি জানলে নূতনতর কোন বিপদের সম্ভব এই ভেবেই সে কিছু বলতে সাহস কর্ত্তে পাচ্ছে না। বাস্তবিক চাঁপার মত আর কেউ জব্দ হয় না—সে যেমন লোভের আশায় জাল ফেলেছিল—সেই জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে—এতেই লোকে বলে পরের মন্দ চেষ্টা করলে নিজের মন্দ আগে হয়। চাঁপা এখন মনে মনে ভাবছে—এ লোকটি কে—ইনি যে সকল কথা বল্লেন—এ সকল গোপনীয় কথা কোথায় পেলেন?—বলদেব যে কয়েদ হয়েছেন—সে সব কথা আমরা তো কিছুই জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি—তার আর উদ্দেশ্য নাই—যে দিন রাত্রে তার বাসায় আমি যাই সে দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন—তিনি যে কোথা গেছেন—তার সন্ধান হয় না—চাকরেরা বলেছিল তিনি সন্ধ্যার সময় বেড়াতে গেছেন—সেই বেড়ানর পর আর কেউ সন্ধান পায় না। কত কথা রটে গেল—কেউ বলে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন—কেউ বলে তাঁর মন খারাপ হওয়াতে তিনি গঙ্গায় আত্মহত্যা করেছেন—এইরূপে কত কথাই রটে গেল—পাকা কথা কিছুই প্রকাশ হলো না—বাসার লোকজন চাকর বাকর নানা স্থানে

খুঁজ্‌তে লাগ্‌লে—পুলিসে খবর গেল—পুলিস এসে পাতা পাতা করে খুঁজলে—গঙ্গায় জাল ফেলে খোঁজ নিলে—কোথাও সন্ধান হলো না। পুলিস তার জিনিষপত্র সরকারে জব্দ করে রাখ্‌লে—চাকর বাকর ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় চলে গেল—তার কোন সন্ধান জানি না। আমরাও স্থির করেছিলেম—বলদেব বেঁচে থাক্‌লে, অবশ্যই ফিরে আসতেন। নতুবা অকারণে তিনি এমনভাবে দেশত্যাগী হবেন কেন? ভাল কথা, দেশত্যাগীই বা কি করে বল্‌ব—কাশী তো আর তাঁর দেশ নয়। এখানে যে তিনি কি মতলবে এসেছিলেন—সে কথা আমরা কিছুই জানি না তবে এ বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়—সেই দুইটি যুবতীর প্রতি তাঁর যোল আনা টান ছিল। তারা দুটি যে কে, তাও জানতে পারি নাই। তারা বলদেবের প্রতি কতদূর অনুরক্তা, তা যদিও জানি না—কিন্তু বলদেব যে খুব পড়ে গেছেন—সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। আমি ছুঁড়ি দুটোকে বেশ করে নেড়ে চেড়ে দেখেছি—তারা খুব পাকা—এমন ভাবে কথা বলত যে, ধর্ত্তে ছুঁতে নাই তারা ভাঙে তো নোয়ায় না। বিশেষ ছোটটি চাইতে বড়টি আবার ভারি ওস্তাদ। তার কথার ধরণ শুন্‌লে—কে তার মনের কথা বুঝ্‌তে পারে? এ বয়সে বিস্তর বিস্তর রূপ দেখেছি—বিস্তর বিস্তর রসিক দেখেছি—কিন্তু বলতে কি তাদের দুটির মত পাকা মাগী মিলা ভার। বলদেব যেমন কি মতলবে কাশী এসেছেন তা জানবার উপায় নাই—সেইরূপ তারা দুটি যে কেন কাশী বাস কচ্ছে—সে কথাও বুঝা ভার। তাদের যেরূপ বয়েস সে বয়সে কেউ কাশীবাস করে না। বিশেষ অমন কাঁচা বয়সে কে কোথা একা কাশী এসে থাকে?—এ তাদের যে কি রকম কাশীবাস, তা বুঝে উঠা ভার।

চাঁপা এইরূপ করে সেই লোকটির কথা আগাগোড়া ভাব্‌ছে—ভাব্‌ছে বটে কিন্তু কিছুই স্থির করতে পাচ্ছে না। এত কথা জানেন যিনি—তিনি কখন বাইরের লোক নন। যাই হোক আমি এ তামাসা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—এ সকল গুপ্ত রহস্যের মর্ম্ম বুঝে উঠা ভার।

বাস্তবিক চাঁপার মনে বিষম ভাবনা পড়েছে—সে কোন কথারই আগাগোড়া ভেবে স্থির করতে পাচ্চে না—কত রকম ভাব্‌ছে—কত রকম ফিকির কচ্চে—কত রকম মতলব আনছে—কিন্তু কোনটিই মনে লাগ্‌ছে না। একবার ভাব্‌ছে—এ লোকটি যিনিই কেন হোন না, ওঁর চরণ ধরে কাঁদি—

তা হলে অবশ্যই এঁর মনে দয়া হবে—দয়া হলে নির্ব্বিঘ্নে এখান হতে চলে যেতে পার্ব্ব—আবার ভাবলে তাই বা কেমন করে হয়—এ লোকটী যে কে—ইনি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ব্বেন কি না তা আগে না জেনে হাজার কাঁদলেই বা কি হবে। মানুষের মন আগে জানা চাই—মন না জানলে কোন মতলবই সুসিদ্ধ হবে না। আবার ভাবলে মনই বা কি করে জানি?—এমন করে চোরের মত গোপনভাবে থাকলেই বা কি ফল হবে? চাঁপা এখন বড় গোলযোগে পড়েছে—কোন রকম মতলবই তার মনে লাগছে না। মানুষ বিপদে পড়লে যেমন নানানখানা ভেবে থাকে এবং কোনখানই মনে ধরে না—তারও সেইরূপ হয়েছে। চাঁপা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছে—অসৎ পথে পা দিলেই এই রকম বিপদে জড়িয়ে পড়তে হয়। চাপা বুঝলে কি হয়? লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ—এই লোভের খাতিরে সে বুঝেও বুঝতে পারে না। পাপীর মনে যেমন সময় সময়—শ্মশান বৈরাগ্য হয়—তার মনেও সেইরূপ হচ্ছে। সে যেমন একবার ভালর দিকে ভাবছে—সেইরূপ আবার দশবার মন্দ রকম ফিকির খুঁজছে। এক একবার ভাবছে, পান্নাই যত অনিষ্টের মূল—এ সব তারই চক্রান্ত। কারণ সে যদি শীঘ্র আসতো, তা হলে তো কোন কথাই হতো না। আমাকে এমন করে জব্দ কর্ব্বার তার উদ্দেশ্য কি? আমি তো তার কোন অনিষ্ট করি নাই—তবে সে আমাকে এরূপ ভাবে ফেল্লে কেন? বাস্তবিক উপস্থিত ঘটনায়—পান্নার কোন রকম দোষ আছে কি না—তা জানা কঠিন। চাঁপা এক একবার ভাবছে—হয় তো গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে চাঁপার কোনরূপ সংশ্রব আছে—আমি গোবিন্দ বাবুর খোঁজ করায় তার মনে কোনরূপ সন্দেহ হওয়াতে—সে কৌশল করে এ শত্রুতা সাধলে চাপা এইরূপ যতই ভাবে—ততই তার মনে নূতন নূতন ভাবনা—নূতন নূতন আশঙ্কা—নূতন নূতন সন্দেহ উঠে।

খাটিয়ার উপরের লোকটী সেইরূপ অবস্থায় আছেন—এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ হতে আর কোন কথা শুনা যায় নাই—তিনি আবার বল্লেন,—"তাই তো বলবেন এখন যে কিরূপ ভাবে আছেন—তার সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন। আমি অনেক অনুসন্ধান দ্বারা জানতে পেরেছি—তিনি কয়েদ হয়েছেন—কিন্তু কিরূপে যে কয়েদ হয়েছে—কোথা যে আছেন—বদমায়েসেরা কেনই যে তাকে কয়েদ করেছে—এ পর্য্যন্ত সে সন্ধান পাই নাই।

সে সন্ধান পেলে এতদিন তাঁর উদ্ধারও হতো। তিনি অতি সরল প্রকৃতির লোক—কোন প্রকার গোলযোগ তাঁর হৃদয়ে নাই। তিনি সরল লোক বলেই এরূপ বিপদে পড়েছেন। কাশী যে কি ভয়ানক স্থান তা যদি তিনি জানতেন তা হলে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতেন না যত প্রকার কুকর্ম্ম—যত প্রকার অত্যাচার—যত প্রকার পাপ—যত প্রকার বদমায়েসী সকলই এখানে হয়ে থাকে। এমন পুণ্যের স্থান যে এরূপ দশায় উপস্থিত হবে এ স্বপ্নের অগোচর। কাশীর এক একটী বাড়ীতে না হতে পারে এমন মহাপাপ নাই। গিন্নীর বাড়ী অমন ঘোরতর নরককুণ্ড সংসারে আর দুটী নাই।

উপস্থিত লোকটী এইরূপ ভাবছেন—এমন সময় বোধ হলো যেন আর একটী লোক সেই ঘরে প্রবেশ কল্লে। এই লোকটীর প্রথম প্রবেশ সময়—চাঁপা ভাবলে এইবার বুঝি পান্না এলো। কিন্তু মনে মনে ভয়—হলো—পান্না যদি এ লোকটীর কথা না জানে—তবেই তো বিষম বিভ্রাট। সকলই প্রকাশ হয়ে পড়বে—এ অবস্থায় আমি ওকে সাবধানই বা করি কিরূপে? যাই হোক আজিই দেখছি হাটে হাঁড়ী ভাঙা হয়ে পড়ল—পরমেশ্বর যে শেষে কি ঘটাবেন—এর পরিণাম যে কি হবে—কোথাকার জল যে কোথা গিয়ে পড়বে—এ আগুণ যে কিরূপে নির্ব্বাণ হবে—সে সব কথা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলতে পারি সূচনা কিছু ভাল নয়। ভবিষ্যতে যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হবে তা বলা বাহুল্য।

দ্বাবিংশ স্তবক।

—:০:—

সুখ ফুরাইল।

"সব সুখ সাধ ঘুচিল যখন,
শুকাইল যবে এ আশা-কানন,
গৃহ হ'ল যবে বিজন গহন,
তথাপি কেন না গেল এ প্রাণ?"

কুসুমমালা।

রাত্রির শেষ ভাগ অতি রমণীয়;—শীতল বাতাস নানাপ্রকার ফুলের পরিমল নিয়ে চারিদিকে বিস্তার কচ্ছে—আকাশের এক প্রকার উদাসভাব হয়েছে—নক্ষত্র ও চন্দ্রের জ্যোতি আর ঘোরাল নাই—পৃথিবী যেন অঘোর নিদ্রা হতে জেগে উঠ্‌বেন—তার উদ্যোগ হয়েছে—দুই একটা পাখী এক একবার পাখা ঝাড়া দিচ্ছে—লোক জনের নিদ্রার ঘোর ক্রমে কমে আস্‌ছে। শিশুরা এক একবার নড়ে চড়ে—সেই ছোট ছোট—গোলাল গোলাল হাত বাড়িয়ে জননীর স্তন খুজ্‌ছে—পাহারাওয়ালারা সারারাত জেগে যত রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে—ততই ভাব্‌ছে কালরাত পোহালে বাঁচি। রোগী সকল এক একবার খোজ নিচ্ছে—কখন যাতনাময়ী রাত্রি শেষ হবে—দুষ্ট লোক ও নিশাচরেরা রাত্রি শেষ দেখে—আন্তরিক ক্লেশ অনুভব কচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর অবস্থাই এইরূপ কোন কাজেই সর্ব্ববাদী সম্মত সুখ কি আরাম নাই। যা আমার পক্ষে সুখের ও আরামের—তাই আবার অন্যের পক্ষে মহা যন্ত্রণা দায়ক—যাতে একের সুখ—তাতেই অন্যের আবার অসুখ ও অশান্তি। তুমি যে চন্দ্রের হাসি হাসিভাব—যে পুষ্পের ঢল ঢল সৌন্দর্য্য—যে লতার ললিতভাব—যে পৃথিবীর স্নিগ্ধ অবস্থা দেখে মন প্রাণ শীতল কচ্ছ—আর এক জনের চোকে সেই প্রাণ শীতলকর ভাব মহা কষ্টের কারণ—বিষাদমাখা অসুখময় জ্ঞান হয়। এই জন্যই পৃথিবীর সুখের অবস্থা বিচার করা বড় কঠিন। তবে সহজ কথায় এই পর্য্যন্ত বলতে পারা যায়—যার প্রাণে—যাতে তৃপ্তি হয়—তার পক্ষে সেই সুখের কারণ। এই জন্যই একজনের

সুখের সঙ্গে আর একজনের সুখ মিলে না—ভাবুকের সুখ এক প্রকার—ধনীর সুখ এক প্রকার—বিদ্বানের সুখ এক প্রকার—প্রণয়ীর সুখ এক প্রকার—হিংস্রকের সুখ এক প্রকার—ধার্ম্মিকের সুখ এক প্রকার—পাপীর সুখ একপ্রকার—তাই বলি একজনের সুখের সঙ্গে আর একজনের সুখ মিলে না। একজনের তৃপ্তির সঙ্গে আর একজনের তৃপ্তি হয় না—একজনের শান্তির সঙ্গে আর একজনের শান্তি ঘটে না।—এই পার্থক্য বশতঃই এমন মধুর সময়—এমন মধুরভাবে সকলের মন মধুময় হয় না।

এই মধুময় সময়ে পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন—সেই পুরুষের বেশে চলে আস্‌ছে। তারা দুটী কারাগার হতে বেরিয়ে আস্‌ছে বটে—খানিক এসেই মনে মনে ভাবলে—তাই তো রাতও প্রায় নাই—এখন যাই কোথা? যেথানে পূর্ব্বে ছিলেম—সে বাসা কোন্ দিকে তাই বা জানি কি প্রকারে? পথে লোকও দেখছি না—ভোর হয়ে পড়্‌ল—লোকে দেখ্‌লে যদি চিন্‌তে পারে যে আমরা মেয়ে মানুষ—তা হলেও আবার হিতে বিপরীত হয়ে পড়্‌বে। যাই হোক্ এ বড় বিষম অবস্থা—এখন যে কি করি—সেই আবার একটী নূতন ভাবনা। আমাদের কেমন যে কপালের দোষ—এক একটী ভাবনা যায় আবার আর এক একটী নূতনতর ভাবনা এসে উপস্থিত হয়। চিরকালটা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই কেটে গেল। এ বয়সে এমন ভাবনা মানুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না। যে বাসাতেছিলেম এখান হতে যে কতদূর তাও বুঝে উঠা কঠিন। কাশীর যে কি ভয়ানক গলি এ চিনে উঠা ভার। সকল গলিই প্রায় একভাবের—অতি সঙ্কীর্ণ—সহজে যে কেউ চিনে উঠ্‌বেন সে যো নাই। আমরা যদিও কাশীর ব্যবহার—ধরণ ধারণ গুপ্ত রহস্য অনেক জেনেছি—কিন্তু কোথা যে কোন্ গলি—কোন পথে গেলে—কোন্ দিকে উঠ্‌তে হয় আজ পর্য্যন্ত সে বিষয় জান্‌তে পারি নাই। তারা দুটীতে এইরূপ ভাব্‌ছে বটে—কিন্তু কোন স্থানে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে না। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে—একটু একটু যাচ্ছে—আর মনে মনে ভাব্‌ছে তাই তো—কোন্ দিকে যাচ্ছি? একে মনের ভিতর বিলক্ষণ ভয় রয়েছে—তার উপর আবার পথের গোল-মাল—সারা রাত জেগে ঘুমে চোক ঢুলে ঢুলে পড়্‌ছে—তার উপর আবার পুরুষের বেশ করাতে আরো যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়্‌ছে। খানিক যাওয়ার পর পূর্ণশশী বল্লে—"মেইজ দিদি! মনে আছে কি?—সেই একদিন যখন কলিকাতায় ছিলেম—তখন এইরূপ করে পুরুষের বেশ ধরে—যখন

তোমার ঘরে বেড়াতে যাই—প্রথমে তোমরা আমাকে চিন্‌তে না পেরে—থতমত খেয়ে সরে গেলে—আর আমি হাসির চোটে ঘর ফাটিয়ে দিলেম—সেই একদিন আর এই একদিন।—সে সুখের সময়—আর এ ঘোরতর কষ্টের সময়। সময় ভেদে—অবস্থা—ভেদে—এক রকম জিনিসই দুঃখের কারণ হয়। আজকার এই পোষাক পরাতে আমার সেই পূর্ব্ব অবস্থা মনে পড়্‌ছে। বিধাতা আবার যে সেই সুখের অবস্থা ঘটাবেন এ স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

পূর্ণশশীর কথা শুনে প্রমোদ অল্প হাসিমুখে বল্লে—"বিধাতা মনে কল্লে সকলই ঘটাতে পারেন—আবার যে সেইরূপ করে—মনোহর বেশে আমার কুঞ্জে যাবে এবং আমি দেখে জড়সড় হব।—এর আর বিচিত্র কি? আমরা যে রকম বেশ করে—যে রকম ঢংয়ে যাচ্ছি—এ অবস্থায় যেখানেই যাব—সেইখানেই আমাদের দেখে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ কর্‌বে। কিন্তু কথা হচ্ছে—এ অবস্থায় বহুরূপ সেজে যাই কোথা? আমি তো ভাই! অনেক ভেবেচিন্তে দেখ্‌ছি কিছুতেই আমাদের বাসার অনুসন্ধান কর্‌তে পাচ্ছি না। আর এক কথা হচ্ছে—যেরূপ ভাবে বাসায় ছিলেম—এখন যে বাসার কিরূপ দুরবস্থা হয়েছে তারই বা ঠিক কি? যা হোক এমন গোলেও মানুষ পড়ে না। কেমন আশ্চর্য্য ঘটনা—যেখানে যাই—সেখানে যেন বিপদ অসুবিধা—কষ্ট পায়ে পায়ে জড়ান রয়েছে। যদি কখন দিন পাই—যদি পরমেশ্বর মুখ তুলে চান—যদি আবার তেমনি করে শ্যামের বামে বস্‌তে পারি—তবেই তো ভাই! মনের দুঃখ যাবে—নতুবা এ দুঃখ চিরকাল হৃদয়ে পোষা থাক্‌ল।"

এই কথা কয়েকটী বলতে বলতে যেন প্রমোদের—সেই জগৎ মাতানো চোক দুটী জলে ছল ছল করে এলো—ঠিক বোধ হলো যেন ভোরের সময় শতদলে শিশির টল টল কচ্ছে—ক্রমে ক্রমে দেখতে দেখতে সেই জলবিন্দু মুক্তার ন্যায় গড়াতে গড়াতে দুই এক ফোটা করে পৃথিবী চুম্বন কল্লে।

হাঁসি কান্নার কেমন যে একটী আকর্ষণ—সেই আকর্ষণে এক জনের হাঁসি কিম্বা কান্না দেখলে অমনি যেন আর এক জনের হাসি কান্না উপস্থিত হয়। দিন যায়—রাত যায়—মাস যায়—বৎসর যায় কিন্তু আমাদের দুঃখের সময় আর কিছুতেই যায় না। আমাদের অদৃষ্টে যে এত দুঃখ হবে—সে কথা একবারও স্বপ্নেও ভাবি নাই।" প্রমোদকে এইরূপ দুঃখিত—

বিষণ্ণ—হতাশ দেখে পূর্ণশশীর প্রাণ উড়ে গেল। সে প্রমোদের মুখ দেখে—প্রমোদের ভরসায়—প্রমোদের কথায় এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিল। সে হাজার দুঃখে পড়ুক—হাজার বিপদে পড়ুক—হাজার মনকষ্টে পড়ুক কিন্তু যদি প্রমোদকে হাসিমুখে দেখে—তবে সে কোন বিপদকে বিপদ বলে—কোন কষ্টকে কষ্ট বলে—কোন অসুখকে অসুখ বলে বোধ করত না। প্রমোদ তার অন্ধকারের আলো—বিষাদের আনন্দ প্রতিমা—সুখের নবীন তরঙ্গ—নিরাশার পূর্ণ আশা। যার উপর তার এত বিশ্বাস—এত ভরসা—এত সুখ নির্ভর করে—সেই প্রমোদকে এরূপ দেখলে যে তার প্রাণ উড়ে যাবে—মাথা ঘুরে আস্‌বে—চোকে আঁধার দেখবে সে আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ণশশী কোন কথা বোলতেও পারে না—না বল্লেও যেন বুক খোলসা হয় না—নানা রকম কথা—নানা রকম চিন্তা—নানা রকম ভাব তার বুকের ভিতর যেন তাল বেঁধে উঠ্‌ছে। খানিকক্ষণ এইরূপ ভাবে গেল। অনেক কষ্টের পর পূর্ণশশী বল্লে—"মেইজ দিদি! আজ তোমাকে এরূপ ভাবে দেখছি কেন? হাজার বিপদে পড়লেও যখন তুমি কাতর হতে না—সেই দস্যুদের কারাগারে সেইরূপ অবস্থায়ও—এক মিনিটের তরেও তোমাকে বিষণ্ণ হতে দেখি নাই—সর্ব্বদা যেন নবনলিনী প্রস্ফুটিত থাক্‌তে—তবে আজ এমন সময় তোমার এমন ভাব হলো কেন? যে বিপদ হতে পার পেলেম—আমাদের অদৃষ্টে কি তা অপেক্ষা আরো কোন গুরুতর কষ্ট উপস্থিত?—যথার্থ কথা বলতে কি—তোমার ভাবান্তর দেখে—আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে—আমি কিছুই স্থির কর্‌তে পারি নাই—কতখানাই যেন আমার মনে উঠ্‌ছে—সে সব কথা আমি এক মুখে বলে প্রকাশ কর্‌তে পারি না।"

পাঠক ও পাঠিকা বিশেষরূপে পরিচিত আছেন যে প্রমোদ খুব হিসেবী—খুব পাকা—খুব চালাক—তবে যে সে এখন এত অধৈর্য্য—এত বিষণ্ণ—এত বিমর্ষ হন—তার কারণ বোধ হয় বুঝতে পারেন নাই। প্রমোদের মন এরূপ খারাপ হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। এ সংসারে কারণ ভিন্ন কখন কার্য্য হয় না—আগে কারণ পরে কার্য্য—এই-ই সংসারের চির রীতি—সংসারও এই রীতির চির দাস। তবে সকল স্থানে আমরা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ভালরূপ বুঝে উঠতে পারি না। যেখানে বুঝতে পারি না—সেইখানেই বাক্‌শূন্য হয়ে থাক্‌তে হয়। যে যেমন কেন চরিত্রের লোক হোক

না—নারী হৃদয় স্বভাবতই অতি কোমল—যদিও সময় সময়—সেই কোমল হৃদয় হতে নানা প্রকার কঠোর কাজ হতে দেখা যায়—কিন্তু তাই বলে সে কোমলতা কিছুতেই যায় না। যে দ্রৌপদী দুরাত্মা কীচকের দুর্ব্ব্যবহারে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে সুপ্তসিংহ ভীমসেনের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন—যে ক্লিয়োপেট্রা রমণীহৃদয়ের কোমলতারূপ সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রণয়ীর মৃত্যু সংবাদ শুনে সে কোমল হৃদয় একেবারে ভেঙে গিয়েছিল—কোন উপায় না দেখে সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ ভুজঙ্গ দংশনে অনায়াসেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে পেরেছিলেন—তাই বলি রমণী সময় সময় হাজার কঠিন কাজ কল্লেও—কিন্তু সে হৃদয় অতি কোমল। সেই কোমলতা জন্যই আজ প্রমোদের মন এত গলে গ্যাছে—আজ হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তিনি তার হৃদয়ের ভাব গোপন কর্‌তে না পেরে এই পথের মধ্যে কেঁদে ফেলেছেন—তিনি যে হঠাৎ এরূপ কাঁদবেন—তা তিনিও জান্‌তেন না। সহসা এমন একটী কারণ উপস্থিত হয়েছে যে চোক আর জল না ফেলে থাক্‌তে পাল্লে না।

যে কারণে আজ প্রমোদের চোকে জল এসেছে—সে কারণ শুন্‌লে যে পূর্ণশশীর ঐ চাঁদমুখ হতে হাসির রেখা পুঁছে যাবে—তাঁর হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগ্‌বে—সে এক প্রকার স্থির কথা।

কিন্তু প্রমোদ পূর্ণশশীকে যেরূপ ভাল বাস্‌ত—তাতে যে তার মনে কোন প্রকার কষ্ট দেবে এ নিতান্ত অসম্ভব। হঠাৎ প্রমোদের মন পরিবর্ত্তনে তার চোকে জল দেখা দিয়েছিল। এখন সে সে ভাব উল্‌টে নিয়ে ফিক্‌ করে হেসে বল্লে—"ছোট বৌ! আমরা যদি এই অবস্থায় বলদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে—অন্য পুরুষ বলে পরিচয় দিই—তা হলে কি হয়? আমার মনে বড় ইচ্ছা হচ্ছে ভাই যেমন পুরুষ সেজেছি—দিনকতক এই অবস্থায় থাকি—যেখানে দুই চোক যাবে—সেখানেই যাব—দিন কতক প্রাণ খুলে বেড়িয়ে বেড়াব। আর যদি বেড়াতে বেড়াতে বলদেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি—তা হলে কৌশলে—নানা ফিকিরে—নানা ভাবে কথাবার্ত্তা পেড়ে তাঁর মনের ভাব বেশ করে বুঝতে পারি। বলদেবের মন এখন কোন্ দিকে সাঁতার দিচ্ছে—তিনি এখন কোন্ ঘাটে উঠ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছেন—কাশীতে তিনি কি তীর্থ কর্‌তে এসেছেন? এ তীর্থ তো ভাই! সকলের পক্ষে একরূপ নয়। কাশী পুণ্যাত্মার তীর্থ—প্রেমিকের প্রণয়

তীর্থ—বিরহীর মিলন তীর্থ;—এ তীর্থে সকল সাধই পূর্ণ হয়। যে যাত্রী যে ভাবে এখানে এসে—বিশ্বেশ্বর সেই ভাবে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। আমার মনে অনেক দিন হতেই প্রশ্ন উঠেছে যে বলদেব এখানে কোন তীর্থের প্রয়াসী?

প্রমোদের কথা শুনে পূর্ণশশীর মন বলদেবের কথায় আবার নেচে উঠ্‌ল। তাঁর সেই—সেই ভগ্ন হৃদয় আবার যেন সুখের নানা রকম ছবি আঁক্‌তে আরম্ভ কল্লে। এ সংসারে প্রণয়ের কথাটা যে কি মিষ্ট—কি মধুর কি আশাজনক সে কথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। যে পূর্ণশশী প্রমোদের চোকে জল দেখে ত্রিভুবন আঁধার দেখছিলেন—সেই পূর্ণশশী আবার আর একরূপ মূর্ত্তি ধরে শোভা প্রকাশ কর্‌তে লাগলেন। বাস্তবিক বলদেব যে কোন তীর্থের তীর্থবাসী—এ প্রশ্ন মীমাংসা করা বড় কঠিন। তবে যদি প্রমোদ ও পূর্ণশশী নিজের মনের ভাব দেখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—তবে তাঁরাও যে তীর্থের তীর্থবাসী—বলদেবও যে সেই তীর্থের একজন যাত্রী তা অনায়াসেই তাঁদের বোধ হবে।

আবার যে বলদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হবে এ আশা দুজনের কারো মনে বিশ্বাস নাই—তাঁরা এই বিপদ হতে বেরিয়েছে—আবার যে তাঁদের অদৃষ্টে কি ঘট্‌বে সে সব বিষয় কিছুই স্থির কর্‌তে না পেরে তাঁরা মনে মনে ঠিক করেছেন—আর বৃথা সুখের আশা কর্‌ব না—সুখ স্বর্গের সম্পত্তি—এ পাপ পৃথিবীতে সুখ আস্‌বে কেন? এখানে যদি সুখ মিল্‌ত তবে লোকে স্বর্গের কামনা কর্‌ত না—যেখানে সুখ—সেখানেই স্বর্গ। স্বর্গ আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না—তাই বলি সুখের আশা করা বৃথা—সুখ এ ভাগ্যের সম্পত্তি নয়—যদি অদৃষ্টে সুখ থাক্‌ত—তা হলে এমন করে পথে পথে কাঁদ্‌তে হবে কেন?—প্রাণে স্থির জেনেছি যে—সুখ ফুরিয়েছে। এখন আর সুখের আশা করা বৃথা।

ত্রয়োবিংশ স্তবক।

—:০—

কি ভয়ানক স্বপ্ন !

"আজি কেন হেন বেশে বসি ধরাতলে ?
বিষাদে বদন খানি হয়েছে মলিন ;
ভাসিতেছে দীর্ঘ শ্বাস, যেন দীন হীন।"

আজ সকালে বিছানা হতে উঠে পর্য্যন্ত গিন্নীর সে হাসি মুখে আর হাসির মোহনমূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না। তিনি ঘুম থেকে উঠেই একেবারে চাঁপার ঘরে গিয়ে উপস্থিত—ঘরে চাঁপাকে না দেখে মনে মনে সন্দেহ হলো—আমায় না বলে এত ভোরে সে কোথা গেল ? কদিন হতে চাঁপার ভাবটা কেমন কেমন দেখাচ্ছে—সে পূর্ব্বে যেমন কোন কাজে আমায় না বলে যেতো না—আজ কাল আর সে ভাব দেখ্‌ছি না কেন—বিশেষ কাল রাত্রি শেষে যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি—ঐ কাল স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত আমার বুক কাঁপ্‌ছে—কে যেন আমার বুকের ভিতর তপ্ত লোহার শলা ফুটচ্ছে—হঠাৎ এরূপ খারাপ স্বপ্ন দেখ্‌লেম কেন ?—গোবিন্দ বাবু কি সত্য সত্যই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টায় আছেন। উঃ! কি ভয়ানক স্বপ্ন মনে হলে এখনো আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। আমি সেই স্বপ্ন এখনো যেন দেখ্‌ছি—ঐ যেন গোবিন্দ বাবু তীক্ষ্ণধার ছুরী আমার বুকে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন—চাঁপা যেন আড়াল হতে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বাস্তবিক আজ গিন্নীর মন বড়ই চঞ্চল—বড়ই শঙ্কাযুক্ত—বড়ই কাতর তিনি গত রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছেন—সেই স্বপ্নের কথা তাঁর মনে জেগে রয়েছে—সেই জন্য আজ তাঁর মুখে হাসি নাই—কোন কথায় আমোদ নাই—কোন কাজে উৎসাহ নাই। আজ যেন তাঁর হৃদয় বিষাদমাখা—তিনি সেই বিষাদমাখা হৃদয়ে সংসার বিষাদমাখা দেখছেন। মনের কেমন গতি যে কোন বিষয়ে একবার দুর্ভাবনা হলে আর কিছুতেই সুখ হয় না।

যে গিন্নী নিজ হস্তে—নিজ জ্ঞানে শত সহস্র কুকর্ম্ম করেও এক মুহূর্ত্তের তরেও কুণ্ঠিত হন নাই—আজ তাঁর মন এত চঞ্চল কেন?—

তিনি চাঁপাকে ঘরে না দেখে ভাব্লেন—তবে বুঝি সে কোন কাজে গ্যাছে—আবার ভাবলেন এত সকালেই বা সে মড়া যাবো কোথা? এই কথা বলে তিনি চাঁপার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এমন সময় দেখলেন তার বিছানার পাশে একখানি কাগজ পড়ে আছে—গিন্নী কাগজখানি তুলে নিয়ে দেখ্লেন—তার উপর গোবিন্দ বাবুর হাতের মত কি লেখা আছে। গোবিন্দবাবুর লেখা দেখেই প্রথমে তাঁর মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হলো। মনে মনে ভাব্লেন তাই তো গোবিন্দ বাবুর হাতের লেখা আমার বাড়ী কেন? আবার চাঁপার ঘরেই বা এই লেখা কি করে এলো? যা হোক আমি তো কিছুই কারণ বুঝ্তে পাচ্ছি না—এই সকল দেখে আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুক্‌ছে।

গিন্নী সে লেখাটুকু যত্ন করে তুলে নিলেন এবং ধীরে ধীরে পড়্তে লাগ্লেন—সেই লেখাটুকু পড়ে তিনি যেন চোকে আঁধার দেখতে লাগলেন—কোন কথা মুখে এলো না—কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় অবাক্ হয়ে খানিক সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে মনে মনে বলতে লাগলেন—তাই তো ব্যাপারখানা কি—আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা—স্বপ্নে যা দেখেছিলেম—সেই স্বপ্ন কাজে ফলবে নাকি? তা যদি না হবে এরূপ লেখা এখানে আস্‌বে কেন? আমি এতদিন চাঁপাকে দুদ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলেম নাকি? চাঁপার পেটে যে এত বদমায়েসী তা তো আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। চাঁপার সাহায্য নিয়ে গোবিন্দ বাবু আমার সর্ব্বনাশ করবে? উঃ। কি ভয়ানক কথা। এতদূর পরামর্শ। এইরূপ ভাবতে ভাবতে যেন গিন্নী ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন—তাঁর সেই চোক মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুটে বেরুতে লাগলো—কি যে কর্‌বেন কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছেন না। বাস্তবিক গিন্নী একদিনও ভাবেন নাই যে চাঁপা তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করবে। চাঁপা যে একজন বাদমায়েস—গিন্নী যদিও তা বেশ জান্‌তেন—কিন্তু তাঁর প্রতি যে বিরূপ হবে না ইটী তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল।

দুর্জ্জন লোক আর ক্রুর সর্প এদের বিশ্বাস করাই দোষ—এরা কিছুতেই

বিশ্বাসের পাত্র হতে পারে না। গিন্নী একাকিনী—সুতরাং কার কাছেই মনের কথা বলবেন—তিনি সেই লেখাটুকু হাতে করে রাগে গরগর করতে কর্‌তে চাঁপার ঘর হতে বেরিয়ে এলেন।

চাঁপার ঘর হতে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে জাঁকিয়ে বস্‌লেন—গিন্নী যদিও আসর জম্‌কান লোক বটেন—কিন্তু নিকটে কেউ নাই—একাই ঘর শোভা করে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এখন কি করি—গোবিন্দ বাবুর বদমায়েসী এক কথায় ভাঙতে পারি—তাঁর পেটে যত বদমায়েসী সে সব তো আর আমার অগোচর নাই—তিনি যে জন্য ফিরার হয়ে দেশে বেড়াচ্ছেন—সে কথা যখন আমার মনের অগোচর নাই—তখন তাঁর এত চোক রাঙানি কেন?—আমি দয়া করে—ধর্ম্ম ভেবে—চক্ষু লজ্জার জন্য তাঁর প্রতি কোন বিশেষ অনিষ্ট করি নাই। এ কলিকাল নাকি—মার্ণষ্যের ভাল কর্‌তে নাই—যে যেমন লোক—তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার না কল্লে কালের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। যা হোক আমার আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ হচ্ছে না। গোবিন্দ বাবু যখন আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এতদূর জাল ফেলেছেন—তখন আমিই বা কি করে নিশ্চিন্ত থাকি? আমি ভেবেছিলেন—কাজে তাঁর কোন অনিষ্ট কর্‌ব না—সে দিন যেমন ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিইছি—আর কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করে তাঁর মনে কষ্ট দিব না—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার আর নিশ্চিন্ত থাক্‌বার সময় নয়। বিশেষ গত রাত্রে যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি—তার পর যখন চাঁপার ঘরে এই লেখাটুকু পাওয়া গেল—তখন আজ হতে স্থির কল্লেম—গোবিন্দ বাবু ও চাঁপা দুজনেই আমার পূর্ণ শত্রু। যাতে এই শত্রু নিপাত হয় তার চেষ্টা করা আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

গিন্নী এখন বড় গুরুতর ভাবনায় ব্যস্ত আছেন—তিনি তাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য নানা রকম ভাবছেন।

পাঠক ও পাঠিকাগণ বল্‌তে পারেন চাঁপা এত কাঁচা বদমায়েস তবে সে এমন কাজে হাত দিলে কেন? সে যে নদী পার হতে না পার্‌বে—তাতে সাঁতার দিলে কেন? যে সাপ ধর্‌তে না পারে—সে সাপের গায়ে হাত দেয় কেন? কিন্তু আমারা তার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি—চাঁপা একজন বদমায়েস কম নয়—তবে যে আজ গোবিন্দ বাবুর হাতের লেখাটুকু এরূপ অবস্থায় ফেলে গ্যাছে—সে ইচ্ছে করে নয়—গত রাত্রে

চাঁপা যখন বাড়ী হতে যায় তখন ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবার সময় ভুলে সেই লেখাটুকু ফেলে গ্যাছে। নতুবা চাঁপা সেরূপ কাঁচা বদমায়েস নয়। আজ চাঁপা পাকা হয়েও কাঁচা হয়েছে—বুদ্ধিমতী হয়ে নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করেছে—সে পাকা মাঝি হয়ে আনাড়ীর ন্যায় হাল ছেড়েছে—তাই গিন্নী সেই লেখাটুকু দেখ্‌তে পেলেন। নতুবা চাঁপার জালে চুণ পুটী এড়ায় না—কিন্তু ঘটনা ক্রমে আজ রুই কাতলা পেরিয়ে যাচ্ছে। যে যত কেন বুদ্ধি ধরুক না—ঘটনা ক্রমে সময় সময় তার কপালে নানা অসুবিধা ঘটে থাকে। সকলেরই এক এক সময় বদ পড়্‌তা পড়ে—আজ চাঁপার কপালেও সেইরূপ বদ পড়্‌তা পড়েছে—সুতরাং গিন্নী তার চক্রান্তের আগাগোড়া জান্‌তে পাল্লেন। গিন্নী এখন যে তার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্‌বেন সেইটাই প্রধান সমস্যা। গিন্নী যে এই ঘরে বসে চাঁপা ও গোবিন্দ বাবুর মাথা খাবার জন্য মতলব আঁটছেন—তারা সে কথার বিন্দু বিসর্গও জানে না।

বাস্তবিক এ সংসারের যে কেমন নিয়ম—পাপের যে কেমন পরিণাম ঈশ্বরের যে কেমন কৌশল—সে মর্ম্ম সহজে বুঝা কঠিন। নতুবা চাঁপার হাত হতে আজ যে এমন করে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌বে—এ কার বিশ্বাস ছিল? যা বিশ্বাস থাকে না—ঘটনা ক্রমে তাই বিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠে।

বিধাতাপুরুষ চাঁপা ও গিন্নীর অদৃষ্টে যাই লিখুন না কেন—কিন্তু গিন্নী এত রেগেছেন যে দেখ্‌লে বোধ হয় হাতে মাথা কাট্‌তে উদ্যত। পিঞ্জরাবদ্ধা বাঘিনীর ন্যায় এক একবার আপন মনে গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছেন। হঠাৎ কিছু কর্‌তে পারেন না—কারণ তাঁরও নানা দোষ আছে। কি জা কেঁচো তুলতে গিয়ে সাপ উঠে পড়্‌বে। ঘুমন্ত বাঘের গায়ে হাত দিতে গিয়ে মহা বিপদে পড়্‌তে হবে। গিন্নীর মন একবার এগোচ্ছে—দশবার পিছুচ্ছে—এক একবার ভাবছেন যে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে—আমার অনিষ্ট যার আমোদের জিনিস—তার অনিষ্ট করায় কোন পাপ নাই। আজ পৃথিবী দেখুক—চন্দ্র সূর্য্য দেখুক—জগতের সকলে দেখুক—চাঁপার ন্যায় বেইমান—চাঁপার ন্যায় অকৃতজ্ঞ—চাঁপার ন্যায় পূর্ণ শত্রু—চাঁপার ন্যায় দুষ্ট খল সংসারে আর নাই। আমি হাজার মন্দ লোক হই—আমি হাজার মহাপাপী হই—আমি হাজার দুরাচার হই—কিন্তু তার তো কোন অনিষ্ট করি নাই—তবে সে আমার অনিষ্টে থাকে কেন? যদিও

জানি তার লোভ বেশী—সে লোভের খাতিরে সকল কাজই কর্‌তে পারে—আমিষ লোভী বিড়ালের ন্যায়—লোভের আশা দেখ্‌লে তার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়—কিন্তু তাই বলে এ আমার মনে বিশ্বাস ছিল না—তা দ্বারা আমায় কোন অনিষ্ট হবে। যাই হোক যে যেমন—তাঁর সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার কর্‌তে হয়।

গিন্নীর এখন মনে মনে ইচ্ছে যে—এক লাঠিতে দু সাপ মারেন—কিন্তু কি উপায়ে যে সে মতলব পূর্ণ হবে—অনেক ভেবে চিন্তে তার একটা উপায় ঠাওরাচ্ছেন। তিনি আস্তে আস্তে উঠলেন—উঠে একটা বাক্‌স খুলে—তার ভিতর হতে কি একখানি কাগচ নিয়ে—হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বিছানায় এসে বস্‌লেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমার হাতে যখন এমন কল কাটি আছে—তখন আবার আমার ভাবনা কি? আমি ধর্ম্ম ভেবে—এতদিন কিছু করি নাই—কিন্তু আমি ধর্ম্ম ভাবলে কি হয়—ধর্ম্ম যে এ রাজ্যে নাই—সে কথা কে বুঝে? আমার মনে মনে স্থির ছিল—মুখে যাই বলি—যাই করি—কিন্তু গোবিন্দ বাবুর মর্ম্মান্তিক কাজ কিছুই করব না—কারণ আজ না হোক—একদিন তো তাঁকে ভাল বেসেছিলেম—তাঁর অন্নে একদিন তো দেহ পোষণ করেছিলেম—তাঁর সুখ দুঃখে একদিন তো সুখ দুঃখ ভোগ করেছিলেম—আজ যদিও আমি বাধ্য হয়ে তাঁর সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি—ভেবে দেখ্‌লে এতে আমার কিছুমাত্র পাপ বা কোন দোষ নাই। বিষধর সর্প যদি ফণা বিস্তার করে বিষবর্ষণ করতে আসে—তবে তার মাথায় লাঠি মারায় কোন পাপ নাই। গোবিন্দ বাবু এখন আর সে গোবিন্দ বাবু নাই—তিনি এখন আমার প্রাণের শত্রু—আমার সাক্ষাৎ কালান্তক—উঃ। তাঁর নাম মনে কল্লেও প্রাণ উড়ে যায়—বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে—চোকে আঁধার দেখ্‌তে হয়। যে গোবিন্দ বাবু একদিন আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বেসেছিলেন—তিনি কি না আমার প্রাণ নষ্ট কর্‌তে উদ্যত। মানষ্যের কখন যে কি রকম দুর্ব্বুদ্ধি হয়—সে কথা কে বলতে পারে? মানুষ এক সময় দেবতা—স্বর্গের অবতার—পরম আরাধ্য বোধ হয়। আবার সেই মানুষই অন্য সময়ে মহা ভয়ঙ্কর—মহা অনিষ্টকারী—ঘোরতর নারকী বলে বোধ হয়। এই সামান্য রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে যে কখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হয় কে তা স্থির কর্‌তে পারে? ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় মানষ্যের মন সর্ব্বদাই ঘুর্‌ছে—এইরূপ ঘর্‌তে

ঘুর্‌তে যে কখন কোন্‌দিকে চলে পড়ে—সে কথা কে বল্‌তে পারে? এই যে মৃদু সমীরণ—এই আবার মহা প্রলয়ের আকার ধারণ করে—জগৎ নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়। মানুষের অন্তঃকরণও আবার ঠিক সেইরূপ। সে অন্তঃকরণ এক সময় প্রাণ খুলে ভালবাসা—স্নেহ মায়া বর্ষণ করে প্রাণ শীতল করেছে—সেই অন্তঃকরণ আবার সময় ক্রমে—ঘটনা ক্রমে—ভয়ানক রূপ ধারণ করে—পিশাচের ন্যায় হয়ে উঠে—তখন মানুষ্যে ও পিশাচে কোন প্রভেদ থাকে না। মনুষ্য নাম কর্‌তে ঘৃণা বোধ হয়—পৃথিবী হতে মনুষ্য নাম ধুয়ে পুঁছে যায় এইরূপ ইচ্ছে হয়।

গিন্নী এইরূপ অবস্থায় পড়ে নানা রকম ভাবছেন—কিন্তু কি যে কর্‌বেন তারও কিছুই ঠিক কর্‌তে পাচ্ছেন না। এখন তাঁর একমাত্র চেষ্টা কি উপায়ে গোবিন্দ বাবুর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন?—

চতুর্ব্বিংশ স্তবক।

—:০:—

আশায় নিরাশ।

"অবলা সরলা প্রাণ
নানা সরলতা ভাণ,
করে শুধু প্রেমিকেরে
করিতে নিধন।"

চাঁপা কোন বিষয়েরই আগাগোড়া ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছে না—কোথা এলেম—কিরূপ অবস্থায় আছি এবং পরিণামে কি হবে এই সকল চিন্তায় তার মন জর জর হচ্ছে। এলেম এক মনে করে—হয়ে পড়্‌ল অন্য রকম। কিন্তু এই পর্য্যন্ত হয়েও যদি পার পেতেম তা হলেও বুঝ্‌তেম যা হোক একটা ফাঁড়া কেটে গেল। এখন দেখ্‌ছি ফাঁড়া কাটা দূরে থাকুক—আরো বেড়ে আস্‌ছে—যা হোক বাপু আর ভাবতেও পারি না। পরের ভাবনা ভেবে ভেবেই আমার দেহ পতন হলো! [illegible] য গোবিন্দ বাবুর কথায় ভুলে এখানে এলেম—যদি এলেম তবে আদরে পায়া সর্ব্ব-

নাগীর কথা শুনে এ গোলোকধাদায় ঢুকলেমই বা কেন?—যার সঙ্গে কখন কোন আলাপ পরিচয় নাই স্বপ্নেও যাকে কখন দেখি নাই—তার কথায় বিশ্বাস করে—তাকে আত্মীয় জ্ঞান করে এরূপ স্থানে আসার যে সুখ তা তো হাতে হাতে ভোগ কচ্ছি। আর যে এরূপ অবস্থায় থাক্‌তে পারি না—প্রাণ যে আকুল হয়ে আস্‌ছে।

এ সংসারের যে কেমন নিয়ম—পাপীর দণ্ডের দিন কে যেন উপস্থিত করে দেয়। পতঙ্গগুলো যেমন আলো দেখে নাচ্‌তে নাচ্‌তে—হাস্‌তে হাস্‌তে এসে অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দেয়—তারা ঝাপ দেওয়ার সময় যেমন জান্‌তে পারে না যে সেই আলোকমালা শোভিত অগ্নিকুণ্ডই তাদের বিপদের মূল ও মৃত্যুর কারণ। সেইরূপ পাপীরা কোন পাপ কার্য্যের সময় মনে মনে ভাবে তাদের অদৃষ্টে বুঝি কোন বিপদ ঘট্‌বে না—তারা লাভের আলো দেখে বিপদের মধ্যে ঝাপ দেয়। যা হোক চাঁপা এখন খুব জব্দ হচ্ছে—ভয়ে ভাবনায় তার প্রাণ উড়ে গ্যাছে—পিপাসায় তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এসেছে। তার মনে এমনি হচ্ছে—লাভ মাথায় উপর থাক—সে এখন প্রাণটা নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচে। কিন্তু কেমন করে যে পালাবে সেই তার শক্ত ভাবনা সে এক একবার ভাবতে লাগল—এ লোকটী যেরূপ ভাবনায় মগ্ন দেখ্‌ছি—আমি যদি এ সময় আস্তে আস্তে ঘর হতে বেরিয়ে যাই—বোধ হয় ইনি তা নাও জান্‌তে পারেন। কিন্তু যদি বেরুতে পারি বা—তবে যে কোন পথ দিয়ে—কোন সিড়ি ভেঙে যেতে হবে তা তো ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ব না।

চাঁপা এইরূপ পাঁচ রকম ভাবছে—কিন্তু সেই লোকটীর আর কোন কথা শুন্‌তে পাচ্ছে না—তিনি সেইরূপ অবস্থায়—সেই অন্ধকার ঘরে বসে কি চিন্তা কচ্ছেন। চাঁপা তাঁর কথা যতটা শুনেছে—তাতে সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে ইনি বলদেবের একজন হিতৈষী—কিন্তু কিরূপ হিতৈষী—তাঁর সঙ্গে বলদেবের কোন সম্পর্ক আছে কি না সে বিষয় কিছুই বুঝতে পারে নাই। তবে এটুকু কেউ বলে না দিলেও বেশ বুঝতে পেরেছে যে—যিনি এই নিশি রাত্রে বলদেবের জন্য এরূপ ভাবছেন—তিনি কখন যে তার মত বলদেবের হিতকারী নন সে কথা আর চাঁপাকে বলে দিতে হয় না। চাঁপার মনে মনে ইচ্ছে ছিল যদিও এই বিপদে-পড়েছি—কিন্তু যদি এই বিপদ মধ্যে এঁর দ্বারা বলদেবের কোন কথা

শুনতে পায়—তা হলেও অনেকটা লাভ বলতে হবে। চাঁপার যদিও অসহ্য কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু এই লোকটীর মুখে কয়েকটী নূতন কথা শুনে সেই সকল গুপ্তরহস্য শুন্‌বার জন্য তার মনে এক প্রকার কৌতূহলও হয়েছে। কিন্তু সে যখন দেখলে যে তার সে কৌতূহল পূর্ণ হবার আর কোন কথা শুনা যাচ্ছে না—তখন চাঁপা আবার ভাবলে যে আশ্বাসে এতক্ষণ কষ্টকে কষ্ট বলে জ্ঞান কচ্ছিলেম না—যখন সে আশা ঘুচে গেল—তখন আর কি আশয়ে এত কষ্ট সহ্য করি ? আর পান্নার কথা—সে মনে হলে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে যায়। সেই তো আমায় এই বিপদে ফেলে গ্যাছে—তার মনে যে এতখানা আছে—একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই—সেই মিষ্ট হাসির ভিতর যে এত বিষ ছিল—সেই মিষ্ট কথায় চাঁপা যে এত কষ্টে পড়েছে—প্রতি নিশ্বাসে যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে—পান্নার উপর যে এক একবার রেগে অগ্নি অবতার হচ্ছে—কিন্তু তার মধ্যেও সে একবার ভাবছে এই ঘোরতর কষ্টেই তো পড়েছি—এর মধ্যে কি বলদেবের কোন সন্ধানের কথা শুনতে পাই—তিনি কেমন করেই বা ডাকাতের হাতে পড়েছেন—আর কত দিনেই বা ফিরে আস্‌বেন—এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পেলেও এত কষ্ট সফল হবে। চাঁপা যদিও সেই বিপদের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—তবু—ঐরূপ আশায় তার মন এক একবার উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ছে। পাপীর মনের গতি কে বুঝতে পারে ? সে হাজার কষ্ট—হাজার যাতনা—হাজার অসুবিধা ভোগ কল্লেও তার মন পরিবর্ত্তন হয় না—তার মনের পাপ পথে যে স্রোত চলেছে কিছুতেই সে স্রোত ফিরে না। তার হাড়ে হাড়ে বদমায়েসী—তার হাড়ে ভেলকী হয়—সেই ভেলকী দেখাবার জন্য এত কষ্টের মধ্যেও চাঁপার মনে নানা পাপ চিন্তা এখনো খেলা কচ্ছে। বলদেবের তার একটি লাভের পথ—সহসা সে পথে কাঁটা পড়েছে দেখে সে মনের কষ্টে ছিল—বলদেবের কাছে তার বড় আশা—সে আশা আবার যদি ফলবতী হয়—পুনর্ব্বার যদি বলদেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার সুবিধা হয় এইটীই তার মনে উঠ্‌ছে। উপস্থিত লোকটীর কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর পরিচয় পেলেও অনেকটা ভাল মন্দ বিচার কর্‌তে পারা যায়।

চাঁপার এইরূপ চিন্তার সময় সে আবার শুন্‌তে পেলে—"গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেও কোন ফল হলো না তিনি কোন প্রয়োজন বশতঃ গত কল্য হতে যে কোথা গ্যাছেন তারও কোন উদ্দেশ পেলেম

না—এখন দেখছি—এখানে আসা বৃথা হলো আমি এখানে আর সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না—আমার উপর যে গুরুতর ভার আছে—যতদিন না সেই কার্য্য সিদ্ধ কর্‌তে পার্‌ব—ততদিন আমার মন সুস্থ হচ্ছে না চঞ্চল মনে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। আমার মন পুরুষোত্তম ধামে আবদ্ধ আছে—সেখানে যে কি হচ্ছে—সেই মোকদ্দমার যে কতদূর হয়ে উঠেছে সে বিষয় আমার নির্লিপ্ত হলে চল্‌ছে না আশা ছিল এর মধ্যে কাশীর গোলযোগ মিটিয়ে সত্বর পুরুষোত্তম ধামে গমন কর্‌ব। এখন দেখছি আমার উভয় সঙ্কট হয়ে উঠেছে—সেখানেও না গেলে নয়—অথচ এখানেও কোন কাজ শেষ হলো না।"

এই কথাগুলি শুনে কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না—এ সকল কথা কি ভাবের। চাঁপা কেবলই ভাব্‌ছে এ লোকটীকে? গোবিন্দ বাবুর সঙ্গেই বা এঁর আবার কি দরকার? যে দরকারে আমি এই খাটিয়ার নীচে পড়ে আছি—ইনিও কি সেই দরকারে খাটিয়ার উপর বসে আছেন? গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে এমন কি কথা আছে যে ইনি সে জন্য এই অন্ধকারময় ঘরে চোরের মত বসে আছেন। যা হোক ক্রমে ক্রমে আমারও কৌতুহল বেড়েই উঠছে দুঃখের বিষয় কারো নিকট এ কথার মীমাংসা কর্‌বার আশাও দেখছি না এত কষ্ট পেয়ে যে এলেম—এখনো যে এত কষ্ট পাচ্ছি—আমার কপালে কি এই কষ্ট পাওয়াই সার হবে নাকি?

এঁর মুখে যেরূপ শুন্‌লেম—তাতে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করারও কোন আশা দেখছি না—অদৃষ্টে এইরূপই ঘটবে—তা আমি পূর্ব্ব হতেই জান্‌তে পেরেছি—লাভের মধ্যে চোরের মত এখানে যম যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হলো। গোবিন্দ বাবু এখানে নাই—এ কথা কি পান্না জান্‌ত না—সে যদি নাই জান্‌বে তবে আমাকে এরূপ ছলনা করে আন্‌লে কেন? এখন বেশ বুঝা যাচ্ছে ছলনা করাই তার মতলব। যা হোক আমিও কাশী ছেড়ে যাচ্ছি না—আমারও নাম চাঁপা—অবশ্যই এ বিপদ হতে উদ্ধারও হব—তার পর দেখব সে পান্না কত বুদ্ধি ধরে? আমি যাকে আপন ভেবে আত্ম সমর্পণ কল্লেম তার কি ধর্ম্ম এই?—যদি গোবিন্দ বাবু এখানে নাই তবে সে চোকখাগী আমায় এমন করে কষ্ট দিলে কেন, আর গোবিন্দ বাবুরই বা কথা কি রকম—তিনি আমাকে স্পষ্টই বলেছিলেন তুমি রাত্রে যে কোন সময় আস্‌বে—তখনই আমার সঙ্গে দেখা হবে—তিনি জানেন

আমি মেয়ে মানুষ—অন্যের কাজ করে থাকি—আমিও সর্ব্বদা আস্তে পারব না—এত জেনেও তিনি এমন কাজ কল্লেন কেন? মাতাল ও দাতালের কথায় বিশ্বাস করাই দোষ—অপাত্রে বিশ্বাস কল্লে যে রকম কষ্ট পেতে হয়—তা তো হাতে হাতেই ভোগ কচ্ছি মানুষ নিজ বুদ্ধির দোষে সকল রকম কষ্ট পেয়ে থাকে কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে থাকে। আমার জীবনে—আমার ঘটনায়—আমার ব্যবহারে যতদূর দেখ্‌ছি—তাতে কেনা স্বীকার কর্‌বে আমার কষ্টের কারণ আমি নিজেই। যা হোক যখন জালে পড়েছি যখন ইচ্ছে করে আগুনে হাত দিইছি—যখন আপনার পায়ে আপনি কুঠার মেরেছি—তখন আর অন্যের উপর দোষ দিলে কি হবে? তবে দুঃখের বিষয় এই এত কষ্ট করেও কোন বিষয়ের কোন পার পেলেম না—না হলো গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা—না হলো পান্নার পরিচয়—না হলো কিছু লাভ—না হলো বলদেবের সন্ধান—না হলো উপস্থিত লোকটীর পরিচয়। এখানে যেরূপ অবস্থায় পড়েছি—তাতে যে শীঘ্র পার পাব—তারো কোন অংশো দেখছি না। যদি এই রাত্রের মধ্যে বাড়ী ফিরে যেতে না পারি—যদি আরো কোন রকম গোলযোগ ঘটে—যদি বিপদ আরো ভয়ানক আকারে উপস্থিত হয়—তবে না জানি যে কপালে আরো কি আছে? একে গিন্নীকে না বলে গোপনভাবে এসেছি—কিন্তু বোধ হয় সে গোপন মতলব আর ঢাকা থাকে না। গিন্নী যে রকম চালাক—তিনি যে রকম হওয়াতে মানুষোর মনের কথা জান্‌তে পারেন—তাঁর মনটা যে রকম সন্দেহ মাখা—তাতে আমাকে বাড়তে না দেখলে—না জানি কি যে ভাব্‌বেন? কি বলেই যে তাঁর চোকে ধূলো দেবো—এখন সেইটিই বড় ভাবনা। আগে ভেবেছিলেম অনায়াসে তাঁর চোকে ধুলো দেবো কিন্তু এখন দেখছি যে আশা ত্যাগ কর্‌তে হলো। আর এখানে যদি এরূপ অবস্থায় ধরা পড়ি এবং সে কথা যদি সকল জায়গায় প্রকাশ হয়—এবং গিন্নী যদি শুন্‌তে পান—তবেই দেখ্‌ছি আরো সর্ব্বনাশ—আরো বিপদ—আরো গোলযোগ। যে গোবিন্দ বাবুর নামে তিনি সাত ঘা খেংরা মারেন—যাঁর সঙ্গে তাঁর পুরো শত্রুতা—তাঁর বাসায় দেখা কর্‌বার জন্য রাত্রিকালে গোপনভাবে এসেছি—একথা শুনলে আমাকে আর পৃথিবীতে রাখবেন না। তাঁর সেই রাঙা মুখ আরো রাঙা হয়ে যে কি ভয়ানক মূর্ত্তি হবে—তা আমিই দেখছি! আমার

এখন উভয় সঙ্কট—ভবে ভাবনায় আমার প্রাণ যেন তপ্ত তেলে ভাজা ভাজা হচ্ছে। এ ভাজা খোলায় আর যে কতক্ষণ ভাজ্‌তে থাক্‌ব সে কথা পরমেশ্বরই জানেন।

বাস্তবিক বল্‌তে কি চাঁপার মনে এখন যে কতখানাই হচ্ছে—তার বুকের ভিতর যে কত রকম তোলপাড় হচ্ছে—তার পক্ষে যে এক এক মিনিট কত যম যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে—সে কথা বলবার নয়। যিনি চাঁপার ন্যায় অবস্থায় পড়েছেন—তাঁকে আর সে যন্ত্রণা লিখে বুঝাতে হয় না—তাঁর হৃদয়ই সে কষ্টের প্রমাণ বলে দেয়—চোকে আঙ্‌ল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। চাঁপা যেমন ধড়িবাজ—যেমন বদমায়েস—যেমদ অবিশ্বাসী—যেমন কু লোক—তার কপালে তেবনি ঘটেছে। এখন তাকে কিল খেয়ে কিল চুরী কর্‌তে হচ্ছে। অসৎ পথে থাক্‌লে মান্‌ষের অদৃষ্টে এইরূপই ঘটে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মানুষ এ সকল দেখেও তার জ্ঞান উদয় হয় না কিছুতেই তার মতি গতি ফেরে না। সে যখন ভাল অবস্থায় থাকে—তখন সে পৃথিবীকে পৃথিবী বলে জ্ঞান করে না—অসৎ পথে যে বিপদ আছে সে কথা একবারও তার মনে উদয় হয় না—সে ভাবে এই রকম করেই বুঝি কাটিয়ে যাব। তার চাতুরী জাল বিস্তার কর্‌বার জন্যই বুঝি বিধাতা এই সংসার প্রস্তুত করে রেখেছেন। পাপের দণ্ড—পাপের ফলাফল—পাপের ভোগ যে ভুগতে হয়—অনেকের মনে সে কথা আদৌ উঠে না। মানুষ যদি আগাগোড়া ভেবে কাজ করে—তবে এই সংসার পরিনামে সুখের স্থান—আনন্দের স্থান—আরামের স্থান—হয়ে উঠে। কিন্তু দুষ্ট লোকে সে সুখ হতে দেয় না—তারা যে বিষবর্ষণ করে—সেই বিষে সংসার জর জর হতে থাকে।

চাঁপার মনে এখন গিন্নীর কথা—ভবিষ্যৎ চিন্তা—উপস্থিত বিপদ এই গুলিই প্রধান চিন্তার বিষয়। সে এই সকল বিষয় চিন্তা কচ্ছে বটে—কিন্তু কোন বিষয়েরই মীমাংসা করতে পাচ্ছে না। ঘর হতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে মনে কচ্ছিল—কিন্তু তার মধ্যেও আবার নানা রকম অসুবিধা—নানা রকম ভাবনা—নানা রকম গোলযোগ দেখতে লাগল—কারণ সে বাড়ীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। আর আগে আর কখন সে এ বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই—সুতরাং নূতন স্থানে—এই অন্ধকার মধ্যে—গোপনভাবে বেরিয়ে যাওয়াও কিছু সহজ নহে। চাঁপার বুকের পাটা খুব—তার যে

সাহস খুব—সে পরিচয় কাউকে দিতে হয় না। সাহস খুব না হলে সে কখনই এ কাজে হাত দিত না। অতঃপর সে মনে মনে ঠিক কল্লে কপালে যাই থাক—আস্তে আস্তে তো ঘরহতে বেরুতে হলো—কারণ এরূপ অবস্থায় আর থাকা যায় না—আজ যে কপালে অনেক বিপদ আছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিপদের সময় এরূপভাবে থাকা উচিত নয়—এই খাটিয়ার নীচে এমন করে থাকলে কিছুই উপায় হবে না। সময় কারো হাত ধরা নয়। ক্রমে ক্রমে রাত শেষ হয়ে আস্‌ছে—যদি ভোর হয়ে পড়ে তবেই সব মতলব শেষ হবে। চাঁপা এইরূপ ভাবে ঘর হতে বেরুবে স্থির কল্লে। রাত থাকতে থাকতে বাড়ী যেতে না পাল্লে বড় গোলযোগে পড়্‌তে হবে এইটাই তার প্রধান চিন্তা—সে এই চিন্তার জন্যই এমন করে বেরুতে সাহস কচ্ছে।

চাঁপা সাহসের উপর নির্ভর করে—আস্তে আস্তে যেমন খাটীয়ার নীচে হতে বেরুবে—সেই সময় খাটীয়ায় উপরকার সেই লোকটী নড়ে উঠ্‌ল— চাঁপা অমনি জড়সড় হয়ে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থায় শুয়ে পড়্‌ল। উপস্থিত লোকটী উঠে দাঁড়াইলেন—খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াইয়ে আবার বল্লেন— "এখন কি করি? সকল কাজেই গোলযোগ—কোন বিষয়েরই কিছু মীমাংসা হলো না। তবে এই অন্ধকার ঘরে দাঁড়ায়ে থেকেই বা কি করি? এখন আমার পক্ষে চারিদিকই অন্ধকারময়—বাইরে যেমন অন্ধকার—আমার অন্তঃকরণও সেইরূপ অন্ধকার। সহজে যে এই অন্ধকার ঘুচে যাবে—তারো কোন আশাও দেখ্‌ছি না। গোবিন্দ বাবু যে রকম চরিত্রের লোক—তাঁর উপর কোন বিষয়েরই বিশ্বাস নাই। তিনি যদি বলেন এক—করে বসেন অন্যরূপ। তাঁর কাজে ও কথায় কে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে? এখন তাঁর নির্দ্দিষ্ট বাসা নাই—নির্দ্দিষ্ট কাজ নাই—নির্দ্দিষ্ট অবস্থা নাই—তিনি এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই—যার জীবনের কোন গুরুতর লক্ষ্য নাই—যার জীবনের ভবিষ্যৎ কোন আশা নাই—তার কথয়ে বিশ্বাস করা—মূর্খতা মাত্র। গোবিন্দ বাবুর আজ কাল যেরূপ অবস্থা হয়েছে—তাতে তাঁকে যে না জানে—যে না চেনে সেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকে। আমি যে অভিপ্রায়ে—যে কার্য্য সিদ্ধি কামনায় এখানে এসেছি—তার যে কোন সুবিধা হবে আমার আর সে বিশ্বাস নাই। তবে একবার শেষ চেষ্টা—শেষ—আশা—শেষ দেখা আবশ্যক বলেই আমার আসা।

গোবিন্দ বাবুর সম্বন্ধে চাঁপা যা যা শুনলে এবং গিন্নীর বাড়ীতেও যে যে কথা গিন্নীর মুখে শুনেছিল—সবগুলি এক এক করে মিলতে লাগল। সুতরাং চাঁপা যে পরিমাণে লাভের আশা করেছিল—তার অনেকটা কমে এলো। চাঁপা লাভের আস্থাধীনা—লাভের পথ সঙ্কীর্ণ দেখলে—তার মনে আর কিছুই ধরে না। সে এখন বেশ বুঝতে পাল্লে—তার তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। কারণ গোবিন্দ বাবু দ্বারা যে আশা পূর্ণ হবে তাতে এই গোলযোগ—এদিকে আবার যদি এই রাত্রের মধ্যে বাড়ী ফিরে যেতে না পারে—তবে গিন্নীর গঞ্জনা সহ্য কর্ত্তে হবে। সুতরাং তার এখন উভয় সঙ্কট হয়ে পড়েছে। ঘর হতে আস্তে আস্তে যে বেরিয়ে যাবে—সে আশারেও ছাই পড়্‌বার উপক্রম হয়েছে—এ লোকটী যেরূপভাবে খাটীয়াতে বসেছিলেন—যদি সেরূপভাবে থাকতেন তা হলেও এক রকম আশা ছিল। লোকটী ঘরের মেজেয় দাঁড়িয়ে থাকাতে চাঁপার বিপদ আরো যেন বেড়ে এলো। এখন সে ভাব্‌ছে লোকটী যেমন উঠে দাঁড়িয়েছে—সেইরূপ যদি আর না বসে অমনি বেরিয়ে যান—তা হলেই বাঁচি। চাঁপা এখন মনে মনে কেবল কামনা কচ্ছে পরমেশ্বর দয়া করে এই লোকটীকে এরূপ মতিগতি দিন—ইনি যেন আর দেরি না করে ঘর হতে বেরিয়ে যান।

লোকটী আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর দুই এক পা বেড়াচ্ছেন। তাঁকে সেইরূপ বেড়াতে দেখে চাঁপা আবার ভাব্‌লে কি আপদ। লোকটা পাগল নাকি—বেরিয়েও আবার বেরোই না। এমন বিপদেও কি মানুষ পড়ে ?

অসৎ পথে বেড়াতে গেলে যে অদৃষ্টে কি কষ্ট ঘটে—চাঁপা আজ তা বেশ শিক্ষা পাচ্ছে—সে যা শিখ্‌ছে—এ শিক্ষা সহজে আর ভুলতে পার্ব্বে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই এত শিক্ষা পেয়েও লোকের মনে জ্ঞান জন্মে না। রোগী ব্যক্তি রোগের সময়—যাতনার সময় যেমন মনে মনে ভাবে আর কোন রকম অত্যাচার কর্ব্ব না—যাতে রোগ হয় প্রাণান্তেও আর কখন সে পথে যাব না—কিন্তু রোগ ভাল হলে—যাতনা সকল দূরে চলে গেলে—অমনি আবার অত্যাচার কর্ত্তে থাকে—সে সকল কথা তার মনে আর স্থান পায় না—তখন সে সিংহ বিক্রমে উন্মত্ত হয়ে উঠে। সেইরূপ চাঁপার মনের ভাব। সে একবার ভাব্‌ছে প্রাণান্তেও আর এমন কাজ

কর্‌ব না—খেতে না পাই সেও ভাল তত্রাপি ঠিক পথে থাক্‌ব। কিন্তু এ কথা—এ জ্ঞান—এ ধারণা তার মনে কতক্ষণ থাকে?—শূন্যে প্রস্তর নিক্ষেপ কল্লে কতক্ষণ থাক্‌তে পারে? সেইরূপ চাঁপার মনে সে বিশ্বাস একবার উঠেই অমনিই মিশিয়ে গেল—জলবিম্ব জলের সহিত মিশিয়ে গেল—তার মনে সেই পাপ চিন্তা—পাপ অনুষ্টান—পাপ কথা আবার জেগে উঠল। সে কি সে সব ত্যাগ কর্‌তে পারে?—ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে যে তার অন্তঃকরণে আবার ভাল কথা স্থান পাবে? পাপীর মন কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ক্রমাগতই পাপপথে ঘুর্‌তে থাকে—কার সাধ্য যে সে গতিরোধ করে?

চাঁপা যদিও এই অবস্থায় পড়ে এত কষ্ট পাচ্ছে—কিন্তু এরমধ্যে তার মনে একটা আশা আছে যদি এই লোকটীর মুখ হতে আর কিছু নূতন কথা শুনতে পায়—সে সেই আশায় অনেকটা কষ্ট সহ্য কচ্ছে। কিন্তু যতটা শুনেছে তাতে তার বিশেষ সুবিধা হলো না—বরং গোবিন্দ বাবুর সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা শুনলে তাতে এক রকম পাকা বুঝলে—তাঁর সঙ্গে দেখা করা ততটা সহজ হবে না। আবার ভাবলে সহজ হোক বা কঠিন হোক যখন জাল ফেলেছি—তখন চুনো পুঁটী যা পড়ুক ছাড়া হবে না। এত কষ্ট যখন করেছি—তখন এ কষ্টের শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তেই হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা না হলে কোন কাজেরই শেষ কর্‌তে পাচ্ছি না—আর যে রকম শুনলেম সহজে যে দেখা হবে তারো তো আশা অতি কম। যাই হোক এখন আমার যে কি করা উচিত তা তো বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না—আর সময় ও নষ্ট করা উচিত নয়।

চাঁপা এইরূপ ভাব্‌ছে এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরের ভিতর যেন একটি আলোর রেখা দেখ্‌তে পেলে—আলো দেখেই চাঁপার প্রাণ উড়ে গেল—সে ভাবলে আবার বুঝি কি সর্ব্বনাশ হয়। অন্ধকারে এক রকম ছিলেম ভাল—যদি আলোটি ঘরের ভিতর আনে ওমা! তা হলেই তো গ্যাছি। চাঁপা আশঙ্কা কচ্ছিল এ যে দেখছি কপালে তাই ঘটে। আলোটা যে ক্রমে ক্রমে ঘরের দিকেই আসছে। বিধাতা বুঝি এই বারই বিপদ পাকিয়ে তুল্লেন। লোকে আমাকে এ অবস্থায় দেখলে কি মনে কর্‌বে? এতকাল মানে মানে থেকে আজই দেখছি কপাল ভাঙল—পাছে সর্ব্বনাশীর কথা শুনে শেষে চোরের মত ধরা পড়ে বুঝি পুলিসের হাতে পড়তে হয়? পুলিসের হাত তো পরের কথা, আপাতক তো ধরেই সর্ব্বনাশ

কর্‌বে। যদি যথার্থ কথা বলি, তা হলে কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না। এতক্ষণ পরে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব দেখছি লোপ পেয়ে এলো। আমার হাত পা কাঁপছে পিপাসায় গলা শুকিয়ে এসেছে—চোকে সংসার আঁধার দেখাচ্ছে কে যে আমি সামান্য লোভের আশায়—এরূপ কাজে হাত বাড়িয়েছিলেম তাই ভাবছি—ভগমান আমার এমন মতিগতি দিলেন কেন? আমি কোন দোষ না করেও দোষীর ন্যায় ধরা পড়্‌ছি,—এখন যদি পরমেশ্বর মুখ তুলে না চান—তবেই আমার আর কোন আশাভরসা নাই। চাঁপা যত ভাব্‌ছে—ততই আলোটী ক্রমে ক্রমে ঘরের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। আলোও এগোচ্ছে—চাঁপারও প্রাণ উড়ছে—সে আর কিছুই মতলব আঁটিতে পাচ্ছে না। যখন পড়্‌তা মন্দ হয়—তখন চাঁপার ন্যায় অনেকের অবস্থা হয়ে থাকে। চাঁপা যখন বাড়ী হতে এসে—তখন আর সে ভাবে নাই যে তার অদৃষ্টে—এরকম ঘট্‌বে। কেমন ঘটনার ফের যে চাঁপা এক মনে এলো—তার কপালে আবার কি ঘটে উঠে। ঘটনার কথা কারো বল্‌বার সাধ্য নাই—ঘটনা দৈব মানে না—অর্থ মানে না—বীরের দর্প মানে না—ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভয় গ্রাহ্য করে না—সে সকল বাধা—সকল বিঘ্ন—সকল অবস্থাতেই উপস্থিত হয়ে থাকে। তার সময়াসময় জ্ঞান নাই—মানুষ ঘটনার চিরদাস—এ দাসত্ব বহন না করে—এ সংসারে এমন লোক কজন আছে? সংসার ঘটনাস্রোতে ভাস্‌ছে—ঘটনা কখন কখন বিদ্যুতের ন্যায় চকিত উদয় হয়ে—কখন লোককে হাসায়—কখন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন করে—আজ চাঁপা সেই ঘটনা-সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে চাঁপার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ হয়েছে—সে অকূল পাথারে পড়ে পড়ে ভাস্‌ছে।

চাঁপা সেই বিপদের মধ্যে একটী শুভলক্ষণ দেখ্‌তে পেলে—যে আলোটা সেই ঘরে আস্‌ছিল—সেই আলোটা অন্য দিকে ফির্‌ল। একটী চাঁপার পক্ষে শুভলক্ষণ কি অশুভ লক্ষণ সে কথা পরমেশ্বর জানেন তবে সে আপাতত নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল। আলোটা অন্য দিকে যেতে দেখে সে মনে মনে ভাব্‌লে—কপালে যাই থাক—আর কোন রকমেই এখানে থাকা হচ্ছে না—এক বিপদে পড়িছি—হয় এ অপেক্ষা আরো গুরুতর বিপদে পড়্‌ব—না হয় সকল বিপদ হতে মুক্তিলাভ কর্‌ব—এইরূপ ভেবে সে আস্তে আস্তে খাটিয়ার নিচে হতে বেরুলে—সে এরূপ ভাবে বেরুলো যেন আধারের সঙ্গে

মিশে গ্যাছে—সেই আঁধার রাশির মধ্যে চাঁপা খুব সাবধানে আস্তে আস্তে গুটি গুটি করে ক্রমে দোরের দিকে আসতে লাগল। যে সময় সেই আলোটা—ঘরের ভিতর প্রবেশ করে—সে সময় সে ঘরের দোরটা ভাল করে দেখে ঠিক করে রাখে। এখন সেই ঠিকের উপর নির্ভর করে আস্তে আস্তে একেবারে—দরজার কাছে এসে উপস্থিত। ঘরের ভিতরকার লোক আদৌ জানতে পারেন নাই—যে ঘর হতে একটা লোক—বেরিয়ে গেল। তিনি যেমন নানা বিষয়—ভাবছিলেন—সেই ভাবনায় বিভোর হয়ে আছেন—তাঁর আর কোন দিকে দৃষ্টি বা মনোযোগ নাই। কারণ তাঁর মনোযোগ থাকলে—চাঁপা কখনই এরূপ ভাবে সহজে বেরুতে পারত না। চাপা ঘর হতে বেরিয়ে গেল—তিনি একা সেই আঁধার ঘরে থাকলেন—তিনি যে কেন এরূপ অবস্থায় থাকলেন সে গুপ্ত রহস্য কে বলতে পারে? মানুষ্যের মনের ভাব প্রকাশ করা কিছু সহজ কথা নহে। এ পৃথিবীতে যত প্রকার কাজ আছে—তন্মধ্যে মানুষ্যের মন জানা—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যে মানুষ্যের মন না জেনে কাজে প্রবৃত্ত হয়—তার অদৃষ্টই চাঁপার ন্যায়—অবস্থা ঘটে। চাঁপা আপাতক তো ঘর হতে বাইরে এসেছে—এখন তার পরিণাম বিধাতা কি করেন—সে কথা—কে বলতে পারে?

পঞ্চবিংশ স্তবক।

—:০—

এ জীবনে কি সুখ নাই।

"এই কি রে সেই স্থান মানব যথায়—
সংসারের কালকুট আকণ্ঠ ভরিয়া—
করি পান নৃত্য ক'রে উন্মাদের প্রায়,
করে কি বিরলে শান্তি এখানে আসিয়া?"

এদিকে উদাসিনীর মোকদ্দমার সমুদায় স্থির হয়েছে—দস্যুগণ সকলে হাজতে পচ্‌ছে—কত দিকে কত রকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে—বদমায়েস মোক্তারগণ

একটা দাঁও পেয়েছে—তারা এই সুযোগ—এই মহেন্দ্রযোগে বিলক্ষণ দশ টাকা হাতাবে সেই চেষ্টায় ফির্‌ছে। একেই বলে কারো সর্ব্বনাশ—কারো পৌষ মাস। এ পৌষ মাস সকলের ভাগ্যে ঘটে না। উপস ছার পোকার ন্যায় মোক্তারেরা রুধির চেষ্টায় আছেন। পুরুষোত্তম ধামের সমস্ত লোক জন প্রতীক্ষায় আছে—এ নূতন ধরণের মোকদ্দমা—একটী স্ত্রীলোক সে আবার যেমন তেমন রমণী নয়—তার রূপের কথা যে শুনেছে—সেই মোহিত হয়ে গ্যাছে—রূপের তুলনা নাই—ভরা ভাদ্রের—ভরা নদীর ন্যায় যৌবন থৈ থৈ কচ্ছে—সেই যৌবনের উপর রূপ যেন ভেঙে পড়ছে—এমন মধুর যৌবনে—মধুর বয়সে—মধুর সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে—সে আবার যৌবনে যোগিনী—সংসার ত্যাগিনী। এই নবীন বয়সে নবীন সুখ ত্যাগ করে সে উদাসিনী বেশ করেছে কেন? এ জান্‌বার জন্য—সকলেই উৎসুক। বিধাতা যাকে এমন রূপ দিয়েছেন—তাকে কেনই বে আবার সংসারের সুখ হতে বঞ্চিত করেছেন—এ প্রশ্নের কে মীমাংসা কর্‌বে? বিশেষতঃ সে যে রকমে পুলিসের হাতে পড়ছে—সে কাহিনী আরো চমৎকার। আজ কাল সর্ব্বত্রই উদাসিনীর কথা—পথে—ঘাটে যেখানে পাঁচজন একত্র সেইখানেই এই কথা তোলাপাড়া হচ্ছে। উদাসিনী বাস্তবিক দোষী—কি দস্যুদের কুচক্রে তাঁর স্কন্ধে এই দোষ আরোপিত হয়েছে—এইটীই বিষম সন্দেহ। যতদিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচার না হয়—ততদিন কিছুই জানা যাবে না। সুতরাং কবে বিচার হবে—সকলেই তাই অনুসন্ধান কচ্ছে।

এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উদাসিনী সেইরূপ অবস্থায় আছেন—তিনি কোন রকম চেষ্টা বা তদ্বির কচ্ছেন না—কিইবা কর্‌বেন? কোন দোষে—কোন অপরাধে—কোন পাপে থাকেন যদি—তবে মনে মনে ভয় থাকে—নানা রকম চেষ্টা কর্‌তেন। তিনি যেমন নির্ম্মল কুসুম সেইরূপ নির্ম্মল পরিমল পূর্ণ হয়েই আছেন—তাঁর মনে বিশেষ কোনরূপ আশঙ্কা নাই—তবে মধ্যে মধ্যে ভাবতেন অদৃষ্ট বশতঃ—যদি অমৃত রাশির মধ্যে হলাহল সঞ্চারিত হয়—ঈশ্বর আছেন অবশ্যই তার বিচার কর্‌বেন। তিনি লোকের বিচারের কোন রূপধার ধারেন না—সেই জগতের বিচার পতির নিকট বিচার প্রার্থনা কচ্ছেন। ধর্ম্ম পথ যার একমাত্র আশ্রয়—ধর্ম্ম ভিন্ন যিনি শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে অন্য কিছু জানেন না—তাঁর অনিষ্ট মান্‌ষো কর্‌তে

পারে না। তিনি এই ধর্ম্মভাবে উন্নত—তাঁর ঐ উন্নত মনে দস্যুদের ভয় স্থান পাচ্ছে না। উদাসিনী প্রথমে বরং অনেকটা ভয় পেয়েছিলেন—এখন তাঁর মন পরিবর্ত্তিত হয়েছে—তিনি ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রেখেছেন্—মনে মনে স্থিরেছেন, যতই কেন বিপদ—যতই কোন কষ্ট—যতই কেন দুরবস্থা—যতই কেন বিপদ উপস্থিত হোক না কিছুতেই বিচলিত—হবে না—অটল পর্ব্বতের ন্যায় ধর্ম্মের স্থির বিশ্বাসে চিরদিন স্থির থাক্‌ব। উদাসিনী মনে মনে এইরূপ স্থির করে আছে—মন বিচলিতের পক্ষে কেবল বাপুদেব শাস্ত্রীকে করে—বাপুদেব যদি এ সময় এখানে থাক্‌তেন এই বিপদের মধ্যে যদি তাঁর সেই ধর্ম্ম প্রদীপ্ত উজ্জল মুখ দেখতে পেতেম—যদি তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক রূপে দাঁড়াতেন—তা হলে জগতের সকল বিপদ—সকল ক্লেশ—সকল ষড়যন্ত্র এক দিকে তুচ্ছ করে থাক্‌তেম। তাঁর জন্যই মন চঞ্চল হচ্ছে—তিনি চিরকাল আমাকে আপন কন্যার ন্যায় লালন পালন করেছেন—আমিও জগতে তাঁকে একমাত্র আশ্রয় স্থল—একমাত্র ভরসা স্থল—একমাত্র পিতার স্থল বলে জান্‌তেম—যদি এ সময় তাঁকে একবার দেখ্‌তে না পাই—তা হলে সকল অপেক্ষা অধিক বিপদ—অধিক কষ্ট—অধিক আশঙ্কা মনে হয়। তিনি যদি কোন গতিকে আমার এ বিপদের অবস্থা একটুও শুন্‌তে পান—তা হলে কখনও স্থির থাক্‌বেন না আমি তাঁর মন জানি—হৃদয়ের ভাব জানি আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ জানি। তিনি সংসারের সকল মায়া—সকল ভোগ—সকল কামনা পরিত্যাগ করেছেন সত্য—কিন্তু কিছুতেই আমার মায়া কাটাতে পারেন নাই—এই বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাঁর একমাত্র আশাযষ্টি—একমাত্র নিশ্বাস বায়ু—একমাত্র সুখের পদার্থ। তিনি বিশেষ কোন কারণ ভিন্ন কখনই আমাকে পরিত্যাগ করে দূরদেশে যান নাই—তিনি এখনও যে এত ক্লেশ—এত যাতনা—এত মনোদুঃখ ভোগ কচ্ছেন—সেও আমার জন্য। আমি মহাপাপী—জন্ম জন্মান্তরে যে কত মহাপাপ করেছি—দুষ্কর্ম্ম জন্য গুরুজীকে এমন করে ক্লেশ দিচ্ছি। আমি যে এত ক্লেশ—এত বিপদ—এত দুঃখ ভোগ কচ্ছি—এ তাঁকে কষ্ট দিচ্ছি বলে। যাই হোক এখন কি উপায়ে তাঁকে এই বিপদের সংবাদ দিই? তিনি যে কোথা আছেন তাই বা কি করে জানি? আমার সকল বল বুদ্ধি—সকল আশা ভরসা—সকল সুখ তাঁর শ্রীচরণে।

আজ উদাসিনী বাপুদেব শাস্ত্রীর কথা মনে করে—একেবারে যেন বিষণ্ণ

দুঃখের মধ্যে ভাস্‌তে লাগলেন। তাঁর সেই নির্ম্মল কমল সদৃশ মুখ কমল মলিন হয়ে এলো। সেই প্রশান্ত অথচ বিস্তৃত চোক দুটী ফুলের দলোপরি শিশির বিন্দুর ন্যায় টল টল কর্‌তে ল্যাগল। থেকে থেকে দুঃখসূচক এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগলেন। উদাসিনী বাপুদেব শাস্ত্রীর কথা মনে করে চোকে আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মোকদ্দমার কথা—বিপদের কথা—উপস্থিত অবস্থার কথা মনে হতে লাগ্‌ল। নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই যে তার সঙ্গে মনের কথা—অন্তরের বেদনা প্রকাশ করে হৃদয় সুস্থ কর্‌তে পারেন। মানুষ যত কেন দুঃখে পড়ুক না—যত কেন ক্লেশ পাক না—যত কেন কষ্টের ভীষণ মুখ দেখুক না—যত কেন হতাশ হোক না—সে যদি কোন গতিকে অন্যের নিকট সে সকল কষ্ট প্রকাশ কর্‌তে পারে—তা হলে অনেক উপশম হয়—হৃদয় হালকা হয়—বিপদের ভাব কমে যায়—চোকের আঁধার ঘুচে যায়—প্রাণে এক রকম সুখ উপস্থিত হয়—যদিও সে সুখ স্থায়ী নয়—যদি সে ক্ষণ স্থায়ী সুখ সকল কষ্ট পুছে দিতে পারে না—তা যেন অনেক আরাম—অনেক তৃপ্তি—অনেক শান্তি বোধ হয়। এই জন্যই মানুষ মানুষকে চায়—মান্‌ষ্যের হৃদয় আর এক জনের জন্য ঝুরে ঝুরে কাঁদে—লোকালয়ত্যাগ করে মানুষ বিরাগী হতে পারে না। মানুষ মান্‌ষ্যের ভিখারী—মানুষ না হলে মান্‌ষ্যের এক মুহূর্ত্ত চলে না। এই যে পৃথিবী মান্‌ষ্যের চোকে এত মধুর—এত সুন্দর—এত মায়াময়—যদি মানুষ না থাক্‌ত তা হলে যদি মানুষ মনের দুঃখ প্রকাশ কর্‌বার স্থল না ফেতো তা হলে ত সংসার মহাশ্মশান মহা মরু—মহা নরক হয়ে উঠত। মান্‌ষ্যের সুখ না দুঃখ মান্‌ষ্যের উপর—তাই বলি মানুষ মান্‌ষ্যের চিরভিখারী। আজ উদাসিনী সেই মান্‌ষ্যের ভিখারিণী বলেই সহসা তাঁর অন্তঃকরণ উথ্‌লে উঠেছে—অনেক চেষ্টা কচ্ছেন—অনেক কথা মনে কচ্ছেন—অনেক বিষয়ে মন ফিরাচ্ছেন—কিন্তু কিছুতেই সে দুঃখের ভাব ত্যাগ কর্‌তে পাচ্ছেন না। যদি মান্‌ষ্যে পারে না মানুষের হৃদয় যে সুখ দুঃখে জড়িত—তুমি সংসার ত্যাগিনী উদাসিনীই হও, আর সংসারাসক্ত সুখাভিলাষীই হও—তুমি কখন সে বন্ধন হতে নিস্তার লাভ কর্‌তে সমর্থ হতে পার্‌বে না। সংসার যে নিয়মের দাস—মান্‌ষ্যের প্রত্যেক পরমাণু যে নিয়মের চির অধীন—সে দাসত্ব কে কাটাতে পারে? যে তা কাটাতে পারে—কে পৃথিবী ছাড়া স্বতন্ত্র জীব—এ পৃথিবীর রক্তমাংসে তার দেহ গঠিত হয় নাই—এ মায়াময় সংসারে উপকরণে তার হৃদয় প্রস্তুত

হয় নাই—সে পৃথিবীতে অবস্থান করেও পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—সে পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় পত্রে অবস্থান করেও পত্রের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক শূন্য—বাস্তবিক সে প্রকার মায়া শূন্য—সে প্রকার সম্বন্ধ শূন্য—সে প্রকার চিত্ত শূন্য লোক কে কোথায় দেখেছে? যে উদাসিনী সংসারের নিকট হতে বিদায় দিয়াছেন তাঁর চোক আর অন্যের জন্য কাঁদে কেন? সে উদাস চোকে আজ কে জল সঞ্চার কল্লে? সে উদাস হৃদয় আজ কে উন্মত্ত করে জাগিয়ে দিলে? জগতের অন্তরালে বসে এ খেলা কে খেলালে যে—সেই জন্য উদাসিনীর অন্তঃকরণ বাপুদেব শাস্ত্রীর জন্য এত অস্থির হয়ে উঠ্‌ল?

উদাসিনী সেই ঘোরতর রোগের সময় বাপুদেব শাস্ত্রী যে তাঁর কাছে ছিলেন—তাঁর যত্নে—তাঁর সুশ্রুষায়—যে জীবন লাভ করেছেন—এ কথা যদি তাঁর মনে হতো তা হলে উদাসিনীর আজ আরো দুঃখ বেড়ে উঠ্‌তো—কারণ তা হলে তিনি মনে মনে আরো নানা রকম ভেবে চিন্তে অস্থির হতেন। বাস্তবিক বাপুদেব শাস্ত্রীকে উদাসিনী যারপর নাই ভাল বাসতেন—তিনি এ সংসারে তাঁকে অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন বলেই তাঁর উপর সম্পূর্ণ আবদার—সম্পূর্ণ জোর—সম্পূর্ণ অভিমান—সম্পূর্ণ আশা ভরসা তিনি ভাবলেন পত্র লিখে এই সকল ঘটনা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করি—আবার ভাবলেন তাই বা কি উপায়ে নির্ব্বাহ হয়—তিনি এখন যে কোথা আছেন—কি উপায়েই বা সে অনুসন্ধান পাব—এইটীই বিষম চিন্তা। এই চিন্তায় তিনি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পাচ্ছে না। এখানে তাঁকে আত্মীয় ভেবে—তাঁর উপকার জন্য যে কেউ চেষ্টা করবে সে আশা নাই বোল্লেও হয়—এখানেও তাঁকে কেও চিনে না—তাঁর পূর্ব্ব অবস্থাও কেও জানে না—তিনি একজন উদাসিনী—পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে এই অবস্থায় পড়েছেন—এ ভিন্ন আর কেউ কিছু জানে না। সুতরাং কোন দিক হতে কোন রকম উপকারের আশা নাই। এই নূতন ধরণের মোকদ্দমা দেখ্‌বার জন্য সকলেরই মন মহা আহ্লাদিত। এখানে উদাসিনীর ভরসার মধ্যে যদি ডাক্তার বাবু তাঁর পক্ষে কোন সুবিধা করে দেন। ডাক্তার বাবু এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে আস্‌ছেন—তাতে তাঁকে তিনি অনেকটা আত্মীয়ের ন্যায় জ্ঞান কর্‌তে পারেন—বাস্তবিক ডাক্তার বাবু উদাসিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর্‌তেন—উদাসিনী এক দিনও বুঝ্‌তে পারেন নাই যে তিনি কোন প্রকার নিঃসম্পর্কের ন্যায় ব্যবহার জানেন। উদাসিনী অতি

সরল—সুতরাং তিনি পৃথিবীকেও সরল দেখতেন—তিনি কাউকে মন্দ ভাব্‌তে জান্‌তেন না—নিজেও সরলতার প্রতিমা—সংসারও সরলতার প্রতিমা মনে কর্‌তেন।

উদাসিনীর পীড়ার অবস্থায় ডাক্তার বাবু প্রাণপণে চিকিৎসা করে আরাম করে তুলেছেন—তিনি বিশেষ যত্ন না কল্লে—উদাসিনী কখনই সে রোগের হাত হতে রক্ষা পেতেন না। ডাক্তার বাবু রোগের অবস্থার তাঁকে যেমন ভালবাসিতেন—রোগমুক্ত হওয়ার পরেও সেইরূপ ভালবাসতেন—কিছুতেই সে ভালবাসার পরিবর্ত্তন হয় নাই। উদাসিনী কোন গতিকে উপস্থিত মোকদ্দমা হতে নিষ্কৃতিলাভ কর্‌তে পারেন—এইটীই ডাক্তার বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা—তিনি এই জন্য ভিতরে ভিতরে বিস্তর চেষ্টাও কচ্ছেন। কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন—সে কথা পরমেশ্বরই জানেন। ডাক্তার বাবু যে ভিতরে ভিতরে মোকদ্দমার তদ্বির কচ্ছেন—উদাসিনী সে কথার বিন্দু বিসর্গ আদৌ জানেন না। তিনি কোন বিষয়েই—কোন সন্ধান রাখেন না—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় সেই অবস্থায় থাকেন—কখন মনের সুখে—কখন মনের দুঃখে—কখন বা হাস্যমুখী—কখন বা ম্লানমুখী দেখা যায়। দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধিতে যে কতদূর অনিষ্ট হতে পারে—উদাসিনী তা মনেও জানেন না—দস্যুরা তাঁর প্রতি যে এরূপ দোষারোপ কর্‌বে—এ কথা তিনি স্বপ্নেও জান্‌তেন না। তাঁর উপর যে দোষারোপ হয়েছে—তার ফল যে কি দাঁড়াবে—সে ভাবনা হলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত হতে পার্‌তেন।

উদাসিনীর মনে মনে বিশ্বাস তিনি স্বাধীন পাখীর ন্যায়—স্বাধীন ভাবে সংসার কাননে উড়ে উড়ে বেড়াবেন—পাখী যেমন কারো মায়ায় আকৃষ্ট থাকে না—আপন মনে—আপন স্বাধীনতায় বিচরণ করে—তিনিই সেইরূপে স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করেন এইটীই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। কিন্তু বিধিচক্রে—ঘটনা ক্রমে তাঁর সে সাধ পূর্ণ হতে মহা ব্যাঘাত জন্মেছে—তিনি এখন একজন বন্দিনী—তিনি যে এখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী—যখন সে কথা মনে উদয় হচ্ছে—তখন তাঁর দুঃখের অকুল সাগর উথলে উঠ্‌ছে। কি যে করবেন—কি করে যে উপস্থিত ঘটনা হতে উদ্ধার পারেন—কি উপায়ে যে দস্যুদের কুচক্র ছেদ কর্‌বেন—এতক্ষণ পরে এই কথাগুলি তাঁর মনে উঠ্‌ল। শরতের চাঁদ সহসা কাল মেঘে আচ্ছন্ন হলো—বিকসিত কোমল

পান হতে আরম্ভ হলো অমৃত হ্রদে দারুণ হলাহল সঞ্চারিত হতে আরম্ভ হলো। এখন আর তাঁর সে হাঁসি হাঁসি মুখখানি যেন আর একটু মলিন ভাব ধারণ কল্লে তাঁর হৃদয় দারুণ বিষাদপূর্ণ হতে লাগিল—বিধাতা তাঁকে অকুল চিন্তার সাগরে বিসর্জ্জন দিলেন। কি উপায়ে এখান হতে পরিত্রাণ পেয়ে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হবে—এই সকল চিন্তা তাঁর মনে হতে লাগল। তিনি এ পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবুকে কোন কথায় বলেন নাই—ডাক্তার বাবুও তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তবে উদাসিনী ডাক্তার বাবুর কিছু ভাবান্তর দেখে মধ্যে মধ্যে ভাবতেন—এঁকে পূর্ব্বে যেমন প্রসন্ন বদন দেখতে পেতেম—এখন সেরূপ দেখতে পাই না কেন? বাস্তবিক বাপুদেব শাস্ত্রী হঠাৎ সেইরূপ করে চলে যাওয়ায় এবং তাঁর যাওয়ার পর সেই কাগজ পত্র গুলি হস্তগত হওয়াতে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকতেন। সেই অবধি আর তাঁকে ভাল করে আমোদ আহ্লাদ করতে দেখা যায় না—তিনি সর্ব্বদাই যেন কত কি ভাবতেন। কে যেন তাঁর অন্তঃকরণে বিষম চিন্তা বিষ ঢেলে দিয়েছে—তিনি যেন কোন গর্হিত কাজ মনে করে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হতেন দোষী ব্যক্তি যেমন সর্ব্বদা জড়সড় ভীত—সর্ব্বদা কুণ্ঠিত তিনিও সর্ব্বদা সেইরূপ থাকতেন। কেনই যে তিনি এরূপ অবস্থায় থাকেন—তাঁর সুখে কে যে দাগা দিয়েছে—তার হৃদয় হতে কে যে আমোদ আহ্লাদ ধুয়ে পুঁছে ফেলেছে—সে কথা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। বাপুদেব শাস্ত্রী একজন সংসার ত্যাগী সিদ্ধ পুরুষ—তিনি মনুষ্য সমাজ হতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—তাঁর মনে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা নাই—তবে যে কি উদ্দেশে—কি ভাবে—সেই কাগজগুলি গোপন ভাবে রাখতেন—সে কথা কে বলতে পারে?

বাস্তবিক বাপুদেব শাস্ত্রীর মনের কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশ হয় নাই। তিনি সংসারে যেমন গোপনভাবে ভ্রমণ করতেন—সেই কাগজ পত্র গুলিও সেইরূপ গোপনে রাখতেন। ঘটনা ক্রমে সে গুলি ফেলে যান—তাই ডাক্তার বাবুর হস্তগত হয়। ডাক্তার বাবু একজন কৃতবিদ্য ভদ্র লোক—তাঁর বর্ত্তমান ব্যবহারে কোন প্রকার দোষের চিহ্নও দেখা যায় না। তবে যে বাপুদেব শাস্ত্রী তাঁর মনে কি রকম খট্‌কা বাধিয়ে দিয়েছেন সে কথা কে বলতে পারে?

ডাক্তার বাবু উদাসিনীর মুক্তির জন্য যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা কচ্ছেন—

এর কারণ কি? তিনি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করাইবেক এই রকম কচ্ছেন—কি কোন রকম গোপনীয় উদ্দেশ্য আছে—সে কথা কিছুই প্রকাশ হয় নাই। বিশেষ কোন কারণ ভিন্ন যে শাস্ত্রী মহাশয় সেই কাগজ পত্র গুলি গোপনভাবে নিয়ে বেড়াতেন না তা একরকম পাকা কথা। সে যা হোক সেই কাগজ পত্রগুলি পেয়ে পর্য্যন্ত—ডাক্তার বাবু উদাসিনীর খালাসের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা কর্‌তেন। এই চেষ্টার কারণ ডাক্তার বাবুই জান্‌তেন। মোকদ্দমার শেষ কি হয়—বিচারকালে আর কোন প্রকার গোপনীয় কথা প্রকাশ হয় কি না—বাপুদেব শাস্ত্রী সেই সময় এখানে উপস্থিত হবেন কি না—উদাসিনী কিরূপ জবাব দেন—এই সকল বিষয় ডাক্তার বাবু তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান রাখ্‌তেন। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধান করেও শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন সন্ধান বা উদ্দেশ পান নাই। তিনি এ জন্য অনেক অর্থও ব্যয় করেছেন—নানা স্থানে লোক পাঠিয়ে দিয়েও সন্ধান কচ্ছেন—কিন্তু কোন ক্রমেই সন্ধান পান নাই। সুতরাং যত মোকদ্দমার দিন নিকট হতে দেখছেন—ততই তার মনে নানা আশঙ্কা জন্মাচ্ছে। এই জন্যই তাকে এত বিমর্ষ হতে দেখা যায়। ডাক্তার বাবু এ পর্য্যন্ত কারো নিকট মনের কথা প্রকাশ করেন নাই—তিনি নিজের কথা নিজে নিজেই গোপন রাখ্‌তেন কাজে কাজেই অন্যে সে কথা কিছুই জানত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমর্ষ থাক্‌তেন—তাঁর যে ভাবান্তর ঘটেছে—তিনি যে মহা চিন্তিত থাক্‌তেন—এ কথা সকলেই বুঝতে পেরেছে।

ষড়্‌বিংশ স্তবক।

পাপের ফল ফলিল।

"এই ত কালের গতি এই ত নিয়তি?
এই ত মানব দেহ পরিণাম ফল!
কাল রাজ সিংহাসনে ধরণীর পতি,
আজ কমণ্ডলু আর অজিন সম্বল।"

অদৃষ্টের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না—পাপের ভরা ষোল কলায় পূর্ণ হলে তা ডুবেই থাকে। এ সংসারে চিরকাল কেউ পাপ করে পাকা

দিতে পারে না—আজ হোক—কাল—হোক—দশ দিন পরেই হোক—পাপের ফল অবশ্যই ভুগতে হয়। অনেক স্থলে পাপের ফল ভোগ কর্‌তে একটু বিলম্ব হয় দেখে অনেকের মনে—এ যাত্রা পাপ করে পরিত্রাণ পেলেম—আমায় আর কে ধরে? কিন্তু মাথার উপর যে ধর্ম্ম আছে—সে বিষয় কেউ একবারও ভাবে না—যদি এ সকল ভেবে মানুষ চলতে জান্‌ত তা হলে এই পৃথিবীই স্বর্গতুল্য সুখের স্থান হতো। কিন্তু পাপের যে কেমন জোর দর্প—সে কাউকে গ্রাহ্য করে না—মানুষকে মধুর প্রলোভনে একেবারে উন্মত্ত করে তুলে—সেই উন্মত্ততায় অবোধ মানব দিগ্বিদিক জ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়ে। পাপের পরিণাম কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। আজ কাশী সহর হুলস্থুল পড়ে গ্যাছে—পুলিসের বাহাদুরী রাখ্‌তে আর স্থান নাই—সকলেই হামবড়া হচ্ছেন। কিন্তু এ পাকা কথা—পুলিস কোন কাজেরই নয়—চোর ডাকাইত বদমায়েসেরা ধরা না দিলে পুলিস কিছুই কর্‌তে পারে না। পুলিস কেবল ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার কর্‌তে ভারি মজবুত। কথায় কথায় জুলুম—কথায় কথায় লোকের উপর পীড়ন—কথায় কথায় গর আইনী—এ ভিন্ন পুলিসের আর কিছুই বাহাদুরী দেখা যায় না। আজ পুলিসের এত বাহাদুরীর কারণ এই যে গোবিন্দ বাবু মাতালের অবস্থায় ধরা পড়েছেন আগে জান্‌ত না যে ইনি সেই ফেরারী আসামী গোবিন্দ বাবু। পুলিসে প্রথমে মাতাল বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে—পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে—তাঁর নামে হুলিয়া হয়—চারিদিকে পুলিসের পরোয়ানা দেওয়া হয়—তাঁকে গ্রেপ্তার কর্‌বার জন্য। ধর্ম্মের কেমন যে কল সেই দোষী—সেই মহাপাপী—সেই পিশাচ গোবিন্দ বাবু মাতাল হয়ে নিজেই ধরা দিয়েছেন। মাকড়সা আপন জালে আপনি আবদ্ধ হয়েছে—পতঙ্গ সাধ করে—অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে—হরিণ ইচ্ছে করে ব্যাঘের নিদ্রা ভঙ্গ করেছে—সেইরূপ গোবিন্দ বাবুও ইচ্ছা করে মাতাল হয়ে পুলিসের হাতে গিয়ে পড়েছেন।

গোবিন্দ বাবু মত্ততা বশতঃ প্রথমে আদৌ বুঝতে পারেন নাই যে তিনি তার নিজের পায়ে কুঠার মারলেন নিজে হলাহল তুলে মুখে দিলেন—নিজের বিপদজালে নিজে জড়িত হলেন—নিজের মৃত্যু নিজে আহ্বান কল্লেন। এখন ক্রমে ক্রমে তার জ্ঞানোদয় হতে আরম্ভ হলো—ক্রমে ক্রমে বেশ বুঝতে পাল্লেন—তিনি এখন পুলিসের হস্তে বন্দী—

পুলিসের গ্রাসে পড়েছেন—আর কোন রকমেই পরিত্রাণের উপায় নাই। গোবিন্দ বাবুর যদি পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা থাকৃত তা হলে টাকার জোরে পুলিসের হতে হতে নিস্তার পেতেন তিনি বিস্তর টাকা পুলিসের পেটে দিয়েছেন পুলিস হতে উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না। বিপদে পল্লে মানুষ্যের দিব্য জ্ঞান হয়। গোবিন্দ বাবু এখন বেশ বুঝতে পাল্লেন—তাঁর মুক্তির আশা নাই। তিনি যে জালে জড়িত হয়েছেন—এ জন্মে আর তা ছিন্ন হবে না। বিধাতা তাঁর সকল সুখ শেষ কল্লেন—সকল আশা জলাঞ্জলি দিলেন—সকল ঘটনা সমাপ্ত কল্লেন। তিনি যেরূপ দোষী—যেরূপ ভাবে গোপনে বেড়াচ্ছিলেন—সে অবস্থায় মাতাল হয়ে এরূপ প্রকাশ্য রাজ পথে ভ্রমণ করা যে কতদূর অন্যায়—এখন হাতে হাতে সে ফল পেলেন।

গোবিন্দ বাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন—যে মদে তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে—যে মদে তিনি পথের ভিখারী—যে মদে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগী হয়েছেন—সেই মদ তাঁকে আজ এই অবস্থায় উপস্থিত করেছে। পুলিসের সেই বিভীষিকা দেখে তার নেশা অনেকটা কেটে গেল। নানা রকম চিন্তা তাঁর মনে উদয় হতে লাগল। নানা রকম ফিকির ভাবতে লাগলেন—কিন্তু কিছুতেই কোন সদযুক্তি স্থির করতে পাল্লেন না। পুলিস আমিস ভোজী জন্তুর মত তাঁকে অন্বেষণ কচ্ছিল—সুতরাং তারা যদি দাঁও পেয়েছে—তবে ছাড়বে কেন? দেখতে দেখতে গোবিন্দ বাবুর হাতে হাত কড়ি উঠল। তিনি এখন আর গোবিন্দ বাবু বলে সম্ভাষণ পেতে লাগলেন না। সামান্য কয়েদীকে যেরূপ সম্মান করে থাকে—পুলিস তাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করতে আরম্ভ কল্লে। সুতরাং গোবিন্দ বাবুকে সকল যন্ত্রণা—সকল অপমান—সকল লাঞ্ছনা বুক পেতে সহ্য করতে হচ্ছে। রাগে—দুঃখে—অপমানে—ঘৃণায়—অভিমানে—মরমে মরমে মরে পড়ছেন। শত শতবার—সহস্র সহস্রবার মৃত্যু কামনা কচ্ছেন—মৃত্যু এখন গোবিন্দ বাবুর পক্ষে পরম আত্মীয় বন্ধুজ্ঞান হচ্ছে; মৃত্যুর সর্ব্বসন্তাপহারী-ক্রোড় তাঁর একমাত্র কামনা হচ্ছে। গোবিন্দ বাবুর মনে এখন যেরূপ দিব্য জ্ঞান হয়েছে—যদি পূর্ব্বে এইরূপ জ্ঞান হতো—তা হলে তাকে এত বিষম অবস্থায় পড়তে হতো না। মানুষ যখন স্বপদে থাকে তখন বুঝতে পারে না যে তার পরিণাম কি ঘটবে—অর্থের গরম বড় ভয়ানক জিনিস—এই গরমে মানুষ একেবারে [illegible] হয়ে উঠে মানুষকে আর মানুষ জ্ঞা

করে না সকলের মাথায় উঠ্‌তে চায়—জগতের যাবতীয় কুকার্য্যে তার মতি গতি হয়। এমন অদূরদর্শী নির্ব্বোধ মনুষ্যের অদৃষ্টে যে শেষে এরূপ হবে—সে আর আশ্চর্য্য কি?—স্ব স্ব কর্ম্মের ফলাফল অবশ্যই ভোগ কর্‌তে হয়। মানুষ কর্ম্ম সূত্রে গাঁথা রয়েছে—কার সাধ্য যে সে বন্ধন ছিন্ন কর্‌তে পারে?

গোবিন্দ বাবু মুক্তির জন্য ইন্‌স্পেক্টরকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ—বিস্তর সাধ্যসাধনা—বিস্তর কাঁদাকাটি—বিস্তর হাতে পায়ে ধরাধরি কল্লেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জালে শীকার পেলে কে ইচ্ছা করে তা ছেড়ে দিয়ে থাকে?—তাকে গ্রেপ্তার করে কল্লে পুরস্কারের আশা রয়েছে—পরে প্রমোসন হতে পারে—অতএব পুলিষ তার কান্নাকাটিতে মন দেবে কেন? তিনি অনেক দিন হতে পুলিষের চোকে ধূল দিয়ে বেড়াচ্ছেন আজ তার ফিকির শেষ হলো।

যে গোবিন্দ বাবু গিন্নীর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন বলে নানা উপায় দেখ্‌ছিলেন যে জালে গিন্নীকে বদ্ধ কর্‌বেন বলে ষড়যন্ত্র কচ্ছিলেন—যে গিন্নীকে জব্দ কর্‌বেন বলে চাঁপার সঙ্গে মতলব আটছিলেন—আজ সেই সর্ব্বনাশ নিজের হলো। এখন তার মন হতে গিন্নীর কথা—চাঁপার কথা—মলিনার কথা সব লোপ পেয়েছে। এই বিদেশ এখানে যে কিছু উপায় কর্‌বেন সে আশাও নাই—তিনি সকল বিষয়ে দোষী সুতরাং দোষী ব্যক্তি যেমন কোন তর্ক কর্‌তে পারে না—গোবিন্দ বাবুও সেইরূপ কোন কথাই বলতে পাচ্ছেন না। মনের দুঃখ মনে মনে অবসন্ন হচ্ছেন—পুলিসে যে কিরূপ জবাব দেবেন—কি কথা বল্লে যে তার পক্ষে সুবিধা হবে—এই বিষয় মনে মনে চিন্তা কচ্ছেন—তার উপর যেমন মোকদ্দমা ঝুলছে—ভাল রকম উকীল মোক্তার দিলে যে কোন ফল হবে—সে আশাও নাই। তিনি এক প্রকার স্থির বুঝেছেন—এ যাত্রা জন্মের মত কয়েদ হয়েছেন—পৃথিবীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নাই। তার সকল সুখ ফুরিয়ে এসেছে। সুখের পথে নিজে হাতে করে কাঁটা ফেলেছেন—সে কণ্টক আর কারো ঘুচাবার যো নাই। এখন অদৃষ্টে যা থাকে—বিধাতা যেরূপ দশায় উপস্থিত করেন—তাই হবে। পাপ পূর্ণ হয়ে এসেছে—সুতরাং ফল ভোগ করি। কারই বা দোষ দিব? নিজে হাতে করে ফাসি আপন গলায় পরিয়েছি—সাক্ষাৎ মৃত্যু জেনেও প্রাণনাশক বিষ হাতে করে মুখে তুলে দিইছি—এই আগুনে

দগ্ধ হতে হবে জেনেও নিজের বিপদরূপ আগুণ নিজে ফুৎকার দিয়ে প্রজ্ব-লিত করেছি, কারো দোষ দিব না—বিধাতার নাম উচ্চারণ করে তার পবিত্র নাম মলিন কর্‌ব না। যত রকম বিপদ হতে পারে হোক—সে জন্য কাতর হব না—এই বুক পেতে রেখেছি—যত রকম বিপদ হতে পারে সকলই সহ্য কর্‌ব। এত দিনে বুঝলেম পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে—দুষ্কর্ম্ম করে কেউ পালাতে পারে না—পাপের ভোগ কাল উপস্থিত হলে তা সহ্য কর্‌তে হবেই হবে। আজ আমার সেই পাপের দণ্ড ভোগের দিন। গোবিন্দ বাবু আজন্ম যত পাপ করেছিলেন আজ সে সব কথা তার মনে হতে লাগল। এ একটী কথা মনে হয় আর তার প্রাণ উড়ে যায়—হৃদয়ে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মুখ মলিন হয়ে এলো—পাহারাওয়ালারা তাকে হাত-কড়ি দিয়ে গারদে নিয়ে গেল—এখন তার কোন জবাব নিয়া হলো না। ইন্‌স্পেক্টার তার গ্রেপ্তারের কথা রিপোর্ট কল্লেন—যেরূপ হুকুম এসে—সেইরূপ কর্‌বে মনে মনে স্থির কল্লে। গোবিন্দ বাবু গারদে রইলেন।

সপ্তবিংশ স্তবক।

—:০:—

এ হৃদয়ে এত যাতনা।

"আশায় শিখর ভাঙ্গি অতলে ডুবিল,
শুকাইল সুখ সব চিরদিন তরে;
শান্তি পূর্ণ হৃদে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
আজনম রহি গেল; কে নিবাতে পারে?
প্রীতি, মূর্ত্তি, ভালবাসা শেষ হয়ে গেল,
উচ্ছাস হৃদিমাঝে কেবল রহিল।"

উদাসিনীর মোকদ্দমার যাতে সুবিধা হয় তজ্জন্য ডাক্তার বাবু আড়ে হাতে লেগেছেন। লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাঁর এত মাথা ঘামে কেন? উদাসিনীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই তবে তিনি তাঁর [মোকদ্দমার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন অবশ্যই এর মধ্যে বিশেষ কোন কথা আছে? ফলকথা কারণ যাই থাকুক—তিনি চেষ্টা করতে ক্রুটি কচ্ছেন না—তাঁর চেষ্টা দ্বারা

যে অনেকটা সুবিধা হবে তারও বিশেষ সম্ভব আছে—কারণ—তিনি যেরূপ পদে আছেন—দশজনে—তাঁকে যেরূপ মান্য করে—সে ক্ষমতা মত চেষ্টা হলে ফল না হবেই বা কেন? ডাক্তার বাবুর যেমন ক্ষমতা সেইরূপ চেষ্টাও কচ্ছেন—তবে চেষ্টার ফল যে কি ঘট্‌বে—সে পরের কথা।

দস্যুদের পক্ষের মোক্তারেরা মোকদ্দমাটী বেশ পাকিয়ে তুলিবার চেষ্টায় আছেন—উদাসিনীকে দোষী করে বদমায়েসগুলা যাতে উদ্ধার পায়—তারা সেই চেষ্টায় ফির্‌ছেন—পোড়া সংসারে টাকার যে কেমন আকর্ষণ, এই আকর্ষণে লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করে না—কোন রকমে মতলব সিদ্ধ হলেই হয়, সকলেই আপন দাও খুঁজে বেড়ায়। যে সকল ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য লোক উদাসিনীর উপর দোষার্পণ ক'রে—কাজ হাসিল কর্‌বে বলে চেষ্টায় আছে—তাদের মনে ধর্ম্মভয় থাক্‌লে—তারা কখনই এরূপ কাজে হাত দিত না—ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এরূপ মহাপাপে কখনই জড়িত হতো না—ধর্ম্মের কথা কে শুনে—পাপকে ঘৃণা কে করে—নীচ স্বার্থ কে ত্যাগ কর্‌তে পারে? সুতরাং মোক্তারেরা মোকদ্দমার যে বিশেষ চেষ্টা কর্‌বে, পয়সার অনুরোধে নিরপ-ধারিনী উদাসিনীর যে সর্ব্বনাশ কর্‌বে তার আর বিচিত্রতা কি? দুরন্ত ব্যাধেরা নির্দ্দয়ভাবে বনবিহঙ্গিণীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে থাকে—হিংস্র ব্যাঘ্র সরল প্রাণা হরিণীর হৃদপিণ্ড ছিন্ন করে রুধির পান করে—দুরাত্মারা লোকের অনিষ্ট করে বাসনা পূর্ণ করে। এ সংসারে চিরদিন হতেই এই অনিয়ম—এই অত্যাচার—এই জঘন্য রীতি দেখা যায়। উদাসিনী সংসারে কারো কোন অনিষ্ট করেন নাই—পরের মন্দ যে কিসে হয়—তিনি স্বপ্নেও সে চিন্তা জানেন না—তিনি এত নির্ম্মল—এত সরল—এত পবিত্র সেই অনাঘ্রাত কুসুমে কেন যে কীট প্রবেশ করে—ঈশ্বর—যে এ অনিয়ম সংসারে স্থান দান কল্লেন কেন—এ রহস্য কে বল্‌তে পারে? এ পবিত্র সংসারে এমন অপবিত্রতা যোগ হলো কেন? এক রক্তমাংসের শরীরে এমন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া করে কেন?

দস্যুদের পক্ষের লোকেরা খুব চেষ্টা কচ্ছে—যাতে উদাসিনী মোকদ্দামায় জড়িত হন—এই তাদের একমাত্র চেষ্টা, তাদের চেষ্টা সফল হোক বা না হোক, সে পক্ষে তাদের দৃষ্টি নাই—কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না। ডাক্তার বাবু যে রকম চেষ্টা কচ্ছেন—সে চেষ্টা অন্যে বড় জানে না। তার ইচ্ছা মোকদ্দমাটা—অমনি অমনি মিটে যায়—বাপুদেব শাস্ত্রী এর কোন সন্ধান

না পান—মোকদ্দমার সময়—তিনি এখানে না এসেন—এই তার চেষ্টা। ডাক্তার বাবু একদিন বিশেষ যত্ন করে, যে বাপুদেব শাস্ত্রীকে আপন বাড়ীতে নিয়ে যান—একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়া হলে মনে যারপরনাই দুঃখ জ্ঞান কর্‌তেন—আজ সেই বাপুদেব শাস্ত্রীর সঙ্গে কোন গতিকে আর সাক্ষাৎ না হয় সেই চেষ্টা কচ্ছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী যে সকল কথা জানেন—সে সব প্রকাশ হলে তাঁর বিলক্ষণ অনিষ্ট হবার কথা। কি উপায়ে সে অনিষ্টের হাত হতে পরিত্রাণ পাবেন—কি উপায়ে সে সকল অনিষ্ট জনক কথা প্রকাশ না হয়—এখন তার সেই চিন্তা, একমাত্র প্রবল হয়েছে। বাপুদেব শাস্ত্রী যে এখন কোথা আছেন—ডাক্তার বাবু সে সন্ধান জানেন না। তিনি এক একবার ভাবতে লাগ্‌লেন—এত চিন্তাই বা কেন? বাপুদেব শাস্ত্রীর যতদূর অনুসন্ধান করে দেখা গ্যাছে—তাতে বেশ জানা গ্যাছে—তিনি এখন এদেশে নাই। তিনি সংসারাশ্রমত্যাগী—কোন তীর্থে আছেন তারই বা ঠিক কি?—এই মোকদ্দমার সময় তিনি যে এখানে আস্‌বেন—তারো তো কোন সন্ধান দেখছি না। তবে আমি দোষী—দোষী ব্যক্তির মন সর্ব্বদাই শঙ্কাযুক্ত—সেই শঙ্কাবশতঃ আমার মনে এরূপ অলীক আশঙ্কা হচ্ছে। যা হোক আমাকে খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে। কি জানি কোন সূত্র ধরে পাপ কথা প্রকাশ হবে—তা কে বলতে পারে?—

বাস্তবিক পাপীর মন এইরূপই বটে। তার কিছুতেই স্থির থাক্‌বার যো নাই। যেখানে যে কোন কথা—যে কোন ঘটনা—যে কোন বিষয় উপস্থিত হোক—পোড়া পাপ মন তাতেই নানা আশঙ্কা—নানা বিভীষিকা—নানা আতঙ্ক দেখে থাকে। সে কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারে না। পাপির বাহ্য চেহারা যত কেন প্রফুল্ল থাকুক না—কিন্তু তার হৃদয় তুষানলে দিবা নিশি দগ্ধ হতে থাকে—সে কোন বিষয়ে নির্ম্মল সুখ ভোগ কর্‌তে পারে না—গতানুশোচনা বৃশ্চিকের ন্যায় তার অন্তঃকরণ ক্ষত বিক্ষত কর্‌তে থাকে। পাপির হৃদয়ের যেরূপ যাতনা—সে যাতনাই তার পাপের গুরুতর প্রতিফল—গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত—গুরুতর দণ্ড। মানুষ এরূপ যাতনা ভোগ করেও তার জ্ঞান সঞ্চার হয় না। সে পাপের প্রলোভনে এরূপ অভিভূত—এরূপ উন্মত্ত—এরূপ বিব্রত হয় যে ভাল মন্দ হিত অহিত—শুভাশুভ কিছুই স্থির কর্‌তে পারে না। এই জন্যই এ সংসারে পাপের এত প্রভুত্ব—পাপ দ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় জোর দর্পে রাজত্ব কচ্ছে। কেমন যে আশ্চর্য্য পাপের

এ রাজত্ব কিছুতেই ঘুচল না—সংসার হতে পাপ নির্ম্মূল হলো না—পাপের দৌরাত্ম্য আর কতকাল পৃথিবী সহ্য কর্‌বে? পৃথিবী সৃষ্ট হয়ে পর্য্যন্ত পাপ পৃথিবীতে রাজত্ব কচ্ছে—ঈশ্বরের রাজত্বে আবার দ্বিতীয় রাজত্ব কেন?

ডাক্তার বাবুর আজ এই পাপ কথা পাপ চিন্তা নিয়েই অস্থির হয়েছেন। বয়স গুণে—ঘটনা গুণে কোন সময় পাপ অতি মধুর—অতি আদরের বস্তু—অতি প্রিয় জ্ঞান হয়—আবার কেমন সময়ের গতি—ঘটনার কেমন ফের—বয়সের কেমন স্বধর্ম্ম—সেই পাপ আবার অতি বিরস—অতি অপ্রিয়—অতি ঘৃণিত—অতি পরিত্যাগ যোগ্য বোধ হয়। সুতরাং ডাক্তার বাবু এখন পাপকে যে অত্যন্ত ভয় করেন—সে আর আশ্চর্য্য কি?—ডাক্তার বাবু এই চিন্তা কচ্ছেন—এমন সময় ডাকহরকরা একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ এনে তার হাতে দিলে। তিনি মনের চঞ্চলতা বশতঃ তাড়াতাড়ি কাগজখানি খুলে পড়্‌তে আরম্ভ কল্লেন। কারণ বিষয়ান্তের মন দিলে অনেকটা মনের পরিবর্ত্তন হতে পারে। কিন্তু কেমন যে ঘটনার কারখানা তিনি যে জন্য কাগজ পড়্‌তে ব্যস্ত হলেন—কাগজ পড়ে তার সেই ব্যগ্রতা আবার শতগুণে বেড়ে উঠল। কাগজে যে কয়েকটী বিষয় ছাপা হয়েছে—সেইগুলির মধ্যে তিনি এক প্রকার লিপ্ত ছিলেন—যেরূপ ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে—তাতে তাঁরই বিশেষ অনিষ্ট হইবারই কথা। তিনি একরূপ ভেবে কাগজ পড়তে গেলেন—তার ভাগ্যক্রমে অন্যরূপ হয়ে পড়ল। তিনি খানিকক্ষণ কিছুই না বলে কাষ্টপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হয়ে থাক্‌লেন—কেমন একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়ে তার মন যে তোল বেগে উঠতে লাগল। তিনি এক রকম বুঝলেন—ঘটনাগুলি তার ভাগ্যে কখন সুফল প্রসব কর্‌বে না শুভ বা অশুভ ঘটনার পূর্ব্বে যেমন নানা প্রকার ভাল মন্দ চিহ্ণ দেখা যায়—তার অদৃষ্টেও যে সেইরূপ চিহ্ণ সকল প্রকাশ হচ্ছে—তিনি তা বেশ বুঝতে পাল্লেন। বুঝেও তার কিছুই কর্‌বার উপায় নাই—তিনি এক প্রকার অকুল পাথারে পড়েছেন—পাপের যে কেমন ঘটনা—সে কথা কেউ বলতে পারে না। কোথায় দস্যুগণ ধরা পড়ল—কোথা উদাসিনী পীড়িত হয়ে ডাক্তার খানায় এলেন—কোথা রথযাত্রা উপলক্ষে বাপুদেব শাস্ত্রী পুরুষোত্তমধামে এলেন—এই সকল ঘটনা—এই সকল যোগাযোগ—এই সকল ব্যাপারের ভিতর যে নানা গুপ্ত রহস্য—আশ্চর্য্য ঘটনা সকল বর্ত্তমান আছে—এ কথা স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু ধর্ম্মের যে

কেমন কৌশল—সামান্য একটী সূত্র অবলম্বন করে—কোথাকার কথা কোথায় এনে মিলিয়ে দিচ্ছে।

ডাক্তার বাবু খবরের কাগজ পড়ে যে আরো চিন্তিত—আগো উদ্বিগ্ন—আরো বিমর্ষ হলেন কেন—তিনি সে কথা কিছুই প্রকাশ কল্লেন না। তিনি কাগজখানি একবার পড়লেন—পড়ে যেন তাঁর মন পরিতৃপ্তি হলো না—সে জন্য পড়লেন—এইরূপে দুই তিন বার কাগজখানি বেশ করে মন দিয়ে পড়লেন—কিন্তু যে আশঙ্কার জন্য পড়লেন—পড়ে সেই আশঙ্কা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হলো না। পাছে যদি পড়ায় কোন দোষ হয়ে থাকে—চঞ্চল মনে যদি বুঝবার কোন গোলোযোগ ঘটে থাকে—এ জন্য দুই তিনবার কাগজখানি পড়লেন। ডাক্তার বাবু এই চিন্তায়—এক আশঙ্কায়—এক উদ্বেগে অস্থির হচ্ছিলেন—তার মধ্যে আবার নূতন ভাবনা নূতন ব্যাপার নূতন ঘটনা উপস্থিত হলো। সংসারের এই চিরন্তন রীতি যখন সময় ভাল হয়—তখন চারিদিক হতে ভালই হতে থাকে—আর যখন পড়্তা খারাপ হয়—তখন বিপদের উপর বিপদ—দুর্ঘটনার উপর দুর্ঘটনা—অনিষ্টের উপর অনিষ্ট হতে থাকে। ভাল মন্দ শুভাশুভ জোয়ার ভাটার ন্যায় যাওয়া আসা কচ্ছে। নাগরদোলার ন্যায় সুখ দুঃখ ঘুরে ফিরে আসছে—এই জন্যই জ্ঞানীগণ সুখের সময় উন্মত্ত হন না—কারণ তাঁরা জানেন—সুখ কখন চিরস্থায়ী নহে—বিপদ সম্পদ প্রতি নিয়তই রথ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

এই সকল ঘটনায় পড়ে ডাক্তার বাবুর এখন যেমন দিব্য জ্ঞান হয়েছে আগে এরূপ জ্ঞান হলে আজ তাঁকে এরূপ মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হতে হতো না। তিনি অনেক রকম ভেবে চিন্তে দেখলেন—কোন রকমেই কিছুই সুবিধা হচ্ছে না। বিশেষ এই খবরের কাগজে যে ঘটনার কথা প্রকাশ হয়েছে—এইটীতে আরো বিপদ ভাবতে লাগলেন। কর্ণ বিহীন নৌকা বড় নদী গর্ভে যেমন ঘুরে বেড়ায়—তার মনও সেইরূপ বেড়াতে লাগল—অস্থির মন অস্থির ভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে তিনি কিছুতেই মন স্থির কর্‌তে পারেন না। কি উপায় আশ্রয় কল্লে—কোন পথ অবলম্বন কল্লে যে সুবিধা হবে সেই বিষয় বিবেচনা কর্‌ত্তে লাগলেন। মনে মনে স্থির জেনেছেন—এ বিপদ হতে মানষ্যে উদ্ধার কর্‌তে পারে না—তবে যদি পরমেশ্বর মুখ তুলে চান—তিনি যদি দয়া করে এ যাত্রা উদ্ধার করেন—তবেই রক্ষা—নতুবা বোধ হয় আর পাব না।

এইরূপ চিন্তার আগুণ ডাক্তার বাবুর অন্তঃকণে জ্বলে উঠল—তিনি নানা প্রকারে চিন্তার বেগ উপশম কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল পেলেন না। যার হৃদয়ে পাপের দুরন্ত কীট প্রবেশ করেছে—সে একবার দুষ্কর্ম্মে জড়িত হয়েছে—যে ঈশ্বর দত্ত নির্ম্মলতা পবিত্রতা একবার হারিয়েছে তার প্রাণ যে চিন্তার বিষে জর্জ্জরিত হবে—সে আশ্চর্য্য কি?—ডাক্তার বাবু এক ভাবনায়—এক যন্ত্রণায়—অস্থির হচ্ছিলেন—তার উপর আবার খবরের কাগজ পড়ে আরো বিমর্ষ—আরো চিন্তাকুল—আরো বিপদ মনে কর্‌তে লাগলেন। তিনি মনে স্থির কর্‌তে লাগলেন। উদাসিনী যদি মোকদ্দমায় দোষী না হন—এবং আমি মনে মনে যে সকল আশঙ্কা কচ্ছি—এ গুলি যদি উঠে—তবে ঈশ্বর ইচ্ছায় এ যাত্রা পরিত্রাণ পাব। কিন্তু পাপ মনের কেমন স্বধর্ম্ম যে, সে বিনামেঘে বজ্রাঘাত মনে হচ্ছে। আমি তার যতদূর সন্ধান জান্‌তে পেরেছি—তাতে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে—উদাসিনী কোন দোষে অপরাধিনী নন—তিনি কোন বিষয়ই জানেন না—তার স্বভাব অতি নির্ম্মল—সে সরলতার মধ্যে কোন প্রকার কুটিলতা—কিম্বা অপবিত্রতা স্থান পায় না। সুতরাং তাঁ দ্বারা আমার কোন বিপদের—কোন আশঙ্কার—কোন দুর্ঘটনার সম্ভব নাই—বিশেষ আমি যতদূর চেষ্টা করেছি—তাতে তার নামে যে দোষ আরোপিত হয়েছে—সে দোষ কখনই প্রমাণ হবে না। আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি—দস্যুগণ কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির মানসে—এই দোষ দিয়েছে। এই দস্যুগণ যেমন ভয়ানক লোক—এদের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। এদের দ্বারা না হতে পারে এমন কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। এরা অনেক দিন হতে এইরূপ পাপকার্য্যে রত আছে—এদের গ্রেপ্তার কর্‌তে অনেক বার অনেক রকম চেষ্টাও হয়েছে—কিন্তু কেমন যে ঘটনা একাল পর্য্যন্ত এরা কিছুতেই ধরা পড়ে নাই। এই উদাসিনীর উপর দোষার্পণ করায় এদের কথায় কেউ আর বিশ্বাস করবে না। সকল কাজেরই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটা না একটা কারণ আছেই। এমন নির্ব্বোধ লোক কে আছে যে এই কথা সহজেই বিশ্বাস কর্‌বে? কিন্তু এখন কথা হচ্ছে লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক—আমাকে খুব সাবধান হতে হবে। এইরূপ স্থির ডাক্তার বাবু সেই খবরের কাগজখানি হাতে করে—আস্তে আস্তে বিমর্ষভাবে সেখান হতে উঠে গেলেন।

অষ্টাবিংশ স্তবক।

—:০:—

ফাঁদে পড়িয়াছে।

"হেবিশ্বপতি বিধাতঃ সর্ব্বশক্তিময়।
করুণা জলধি তুমি শান্তির নিলয়॥
এ বিশাল বিশ্বরাজ্যে তুমি নিরন্তর।
একমাত্র অজর অমর অধীশ্বর॥
সদাকাল তব দৃষ্টি আছে সর্ব্বস্থলে।
বিশ্ব বিলোকন কর বসিয়া বিরলে॥
যখন নিশীথ কালে সুযুপ্ত ধরণী।
জাগহ একাকী তুমি জগতের মণি॥
সদা তুমি রত পাপ পুণ্যের বিচারে।
কর্ম্ম-ভূমে কর্ম্মফল ভুঞ্জাও সবারে॥"

এদিকে পুলিষের হুড়োহুড়িতে গোবিন্দ বাবু ক্রমে সমুদায় একরার করেছেন—যে খুনি মোকদ্দমায় তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়—যে জন্য তিনি ফেরার হয়ে দেশত্যাগী হয়ে—পুলিষের চোকে ধূলি দেন—সে সব কথা সমুদায় বলে ফেলেছেন।—গিন্নী যে একজন তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন—গিন্নীর দ্বারা যে তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করেন—সে বিষয় প্রকাশ হতে আর বাকি রইল না। গোবিন্দ বাবু একরার শুনে—পঙ্গপালের ন্যায় পুলিষের লোক সকল এসে গিন্নীকে গ্রেপ্তার করেছে। গিন্নী গ্রেপ্তার হওয়াতে কাশীর মধ্যে একটী মহা গোল উঠে পড়েছে। গিন্নী একজন সতী সাবিত্রীর ন্যায় গরব করে বেড়াতেন—তাঁর মুখের কাছে—তাঁর কথার চোটে কেউ আঁটত না। আজ তাঁর সকল গৌরব—সকল অহঙ্কার—সকল কথা মাটী হয়েছে। তিনি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারেন না। তিনি মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গ্যাছেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন—গোবিন্দ বাবুকে চটিয়ে ভাল করি নাই। সেই সময় যদি গোবিন্দ বাবুকে হাতে রাখতেম তা হলে আজ আমার এই সর্ব্বনাশ হতো না। যা হোক এখন কি করি?—যে ফাঁদে পড়েছি—এ ফাঁদ ছাড়িয়ে উঠা কিছু সহজ নয়—অনেক যোগাযোগ—অনেক কারখানা না কল্লে দেখছি এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার।

ফল কথা আজ গিন্নীর ভারি বিপদ—এমন বিপদ তিনি আর কখন ভোগ করেন নাই—যে গোবিন্দ বাবুকে এক দিন অতি আত্মীয় ভাবে কত ভাল বেসেছেন—যে গোবিন্দ বাবুর জন্য এক দিন প্রাণ ভরে ভাল বেসেছেন সেই গোবিন্দ বাবুর জন্য তাঁর হাতে আজ এই বিপদে পড়্‌তে হলো—এই দুঃখে—এই অভিমানে—এই মনোকষ্টে তিনি এক প্রকার মরার মত হয়েছেন। গিন্নীর সে মুখের আর সে ভাব নাই—সে কথার ফরফড়ানী নাই—এখন তিনি আর এক ভাব ধারণ করেছেন। পুলিষের হাতে পড়ে ভয়ে—ভাবনায় তাঁর আত্মা পুরুষ উড়ে গ্যাছে—হাজার বুদ্ধি ধরুক—তবু মেয়ে মানুষ—মাথার উপর এই বিপদ—সুতরাং এতে বুদ্ধি-শুদ্ধি সব যে লোপ পাবে সে আর বিচিত্রতা কি ?

গিন্নী এ পর্য্যন্ত পুলিষে কোন কথাই বলেন নাই। কেবল তিনি গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন। পাড়ার লোক কারণ কিছুই জান্‌তে পারে নাই যে তিনি কেন পুলিষে গ্রেপ্তার হলেন।—সকলেই আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তে লাগল। তাঁর দ্বারা এমন কি কাজ হয়েছে যে সে জন্য এরূপ ঘট্‌ল। তবে পাড়ার অনেকে অনুমান কর্‌তে লাগল—গিন্নীর বাড়ী অনেক রকম বদ-মায়েসী হয়ে থাকে ভ্রূণ হত্যার একটা প্রধান আড্‌ডা বল্লেই হয়—বোধ হয় কে সন্ধান নিয়ে বলে দিয়ে থাক্‌বে সেই জন্য এইরূপ কারখানা হয়েছে। কিন্তু এইটিই যদি কারণ হয় তা হলে কাশীর বাড়ীওয়ালাদের আর বাস করা ভার হয়—রোজগারের পথে কাঁটা পড়ে। কাশী বাস মিথ্যা হয়—বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম নষ্ট হয়—বাবা বিশ্বেশ্বরই তো কাশীর লোকজনকে প্রতিপালন কচ্ছেন—তবে যদি তিনি বিমুখ হন—তা হলে বাড়ীওয়ালাদের আর অন্ন চলে না। গিন্নী গ্রেপ্তার হওয়াতে পাড়ায় পাড়ায় এইরূপ কত কথায় উঠ্‌ছে।

পুলিষ গিন্নীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলো—তাঁর বাড়ীতে চাবি পড়্‌ল—চাঁপা তখন পর্য্যন্ত বাড়ী আসে নাই। সে এ সকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না গিন্নী গ্রেপ্তার হলেন বটে কিন্তু তিনি যে কি রকম বলবেন—তাঁর কোন কথায় কি ফল দাঁড়াবে—সেই গুলি তিনি মনে মনে ভাবছেন। তিনি যে কাশীতে এত ধর্ম্ম ফলিয়ে বেড়াতেন—আজ সেই ধর্ম্মের ঢাক বেজে গেলো এইটীই তাঁর প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে। গোবিন্দ বাবু তাঁকে যে বিপদে ফেলেছেন—এ বিপদ হতে উদ্ধার হবার

উপায় দেখছেন—কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে কোন রকম উপায় স্থির হচ্ছে না। গোবিন্দ বাবুর উপর তাঁর যে রাগ ছিল—সেই রাগ করেই বা কি কর্‌বেন—যে জালে পড়েছেন এ হতে উদ্ধার না হলে তো কোন প্রকার উপায় হবে না। ফল কথা গিন্নীর বড় শক্ত বিপদ। এমন বিপদে যে গোবিন্দ বাবু তাঁকে জড়াবেন—এ কথা তিনি ততটা বিশ্বাস কর্‌তেন না—তিনি ভাবতেন গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে হাজার বিবাদ হোক—হাজার মনান্তর হোক—হাজার অকৌশল হোক তাঁর দ্বারা যে সহসা এরূপ ঘটনা হবে—গিন্নীর মনে এ বিশ্বাস ততটা স্থান পায় নাই। তবে যে দিন সকালে চাঁপার ঘরে সেই কাগজখান কুড়িয়ে পান—সেই দিন হতে তাঁর মন এক প্রকার ভেঙে যায়—তিনি অনেকটা সন্দেহ কর্‌তেন—কিন্তু সেই সন্দেহ যে এত শীঘ্র কাজে দাঁড়াবে এ আদৌ ভাবেন নাই। গিন্নী মুখে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে যেরূপ ঝগড়া করেন—তাতে গোবিন্দ বাবু যে বিশেষরূপ মনকষ্ট পান—সেই মনকষ্টে গিন্নীর উপর তিনি আন্তরিক চটে যান। এখন গোবিন্দ বাবুর মনের ভাব তিনি তো জন্মের মত জালে পড়েছেন—তবে গিন্নীকে ছাড়বেন কেন? গিন্নী এখন যারপরনাই বিপদে পড়েছেন—যদিও তিনি এই বিপদ হতে উদ্ধার হবার চেষ্টায় আছেন—কিন্তু গোবিন্দ বাবু যে তাতে প্রাণপণে শত্রুতা কর্‌বেন—গিন্নী ইটী বেশ বুঝেছেন। গিন্নী গোবিন্দ বাবুর এইরূপ মনের ভাব দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন—গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তাঁর যদি পুনর্ব্বার দেখা হয় তা হলেও একবার যেড়া নেড়ে গৃহস্তের মন বুঝে দেখেন এইটী তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা যে তত সহজ নয় তিনি তা বেশ বুঝতে পেরেছেন।

যে গিন্নী এক সময় পুলিষের নাম করে—গোবিন্দ বাবুকে ভয় দেখিয়েছিলেন—গোবিন্দ বাবুকে জব্দ কর্‌ব বলে এক সময় মহা আস্ফালন করেছিলেন—আজ সেই গোবিন্দ বাবুর হাতেই গিন্নী বিলক্ষণ জব্দ হয়েছেন। গিন্নী যে এত বুদ্ধি ধরেন—আজ সে সব লোপ হয়েছে এ বড় কঠিন স্থান—এখানে সহসা কোন কাজ করা কিছু সহজ নয় কি উপায়ে কাজ কল্লে যে তাঁর পক্ষে সুবিধা হবে—তারো কোন ফিকির দেখছেন না। সুতরাং গিন্নীর চোকে আঁধার বোধ হচ্ছে। পুলিস খুব কড়াকড় তদারক কচ্ছেন—কোন দিকে যে কোনরূপ পাশ কাটতে পার্‌বেন সে যো নাই।

কেমন যে পাপের ফল কেমন যে ঘটনার যোগ—কেমন যে সংবাদের

নিয়ম কেউ যে অমনি অমনি পার পাবেন সে যো নাই। চুম্বকে যেমন লৌহ আকর্ষণ করে—সেইরূপ পাপে গোবিন্দ বাবুও গিন্নীকে আকর্ষণ করে পুলিষে এনেছে। পূর্ব্বে একা গোবিন্দ বাবুকে পেয়ে পুলিষের আহ্লাদের সীমা ছিল না—আজ আবার গিন্নীকে গ্রেপ্তার করে মনে মনে আরো স্ফূর্ত্তি—আরো উৎসাহ—আরো আহ্লাদ বেড়ে উঠেছে। চারিদিকে বলাবলি হচ্ছে—এতদিন পরে এক যোড়া পাকা বদমায়েস ধরা পড়্‌ল অনেক দিন হতে সকলকে ফাঁকী দিয়ে যেমন বেড়াচ্ছিল—আজ তেমনি জব্দ হয়েছে। পুলিষে গিয়ে গিন্নীর মুখে আর কোন কথা নাই তিনি বিরস বদনখানি করে ঘরের এক ধারে চুপ করে বসে আছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই—কারো সঙ্গে কোন কথা নাই—নূতন লোক—নূতন স্থানে যেমন ভাবে থাকে—তিনিও সেইরূপ ভাবে আছেন—বিশেষতঃ আবার দোষীরূপে তিনি এখানে এসেছেন—সুতরাং তাঁর মাথার উপর যে বজ্র ঝুলেছে—তিনি সেই ভাবনায় যারপর নাই অস্থির হয়েছেন—গোবিন্দ বাবু যে কি কি দোষ উল্লেখ করে তাঁর নামে এই গোল ঘটিয়েছেন যে সকল দোষ দিয়েছে কিরূপ জবাব দিলে সে দোষের হাত হতে মুক্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন এইটীই তাঁর একমাত্র চিন্তা। গিন্নী গোবিন্দ বাবুর নামে যে বিপদ ঘটাবেন বলে মতলব করেছিলেন—সে মতলব এখন আর কতদূর সুসিদ্ধ হবে এই বিষয় তার মনে হতে লাগল। তিনি এক এক করে অনেক রকম মতলব কর্‌তে আরম্ভ কল্লেন—কিন্তু কোন রকম মতলবে যে কার্য্য সিদ্ধি হবে—এইটীই গুরুতর চেষ্টা। এখন তাঁর অন্যরূপ চেষ্টা কর্‌বার কোন সুযোগ নাই। তিনি যে পাঁচজনের সাহায্য নিয়ে একটা মোকদ্দমা পাকিয়ে তুল্‌বেন সে আশায় এক রকম ছাই পড়েছে। সুতরাং তিনি কাননিমের লঙ্কা বিভাগের ন্যায় মনে মনে সকল রকম বন্দোবস্ত কচ্ছেন। গিন্নী এখন বেশ বুঝতে পারেন—মলিনার আশায় হতাশ হয়েই—গোবিন্দ বাবু এই গোলযোগ উপস্থিত করেছেন। মলিনার উপর তাঁর শেষ দম—শেষ মারা—শেষ আশা—আশা দ্বারা সে মায়া কাটাতে হয়েছে। তিনি এখন মলিনার প্রতি যেরূপ যত্ন—যেরূপ ভালবাসা—যেরূপ প্রাণের টান দেখাচ্ছেন—আগে যদি এরূপ টান থাক্‌ত—তার যদি সর্ব্বনাশ না কর্‌তেন—তা হলে এতদুর ঘট্‌ত না। গোবিন্দ বাবু গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলেছেন। তিনি মলিনাকে না পেয়ে শেষ রাগটা

আমারই উপর তুল্‌লেন—আচ্ছা তুলুন—সে জন্য আমার তত দুঃখ নাই—মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন—যদি ধর্ম্ম থাকেন অবশ্যই এর বিচার কর্‌বেন। আমি একটু নির্ব্বোধের কাজ করেছি যে আগে যদি আমি গোবিন্দ বাবুর নামে দোষ দিয়ে তাঁকে পুলিষে গ্রেপ্তার করে দিতেম—তা হলে সকল বিষদাঁত ভেঙে যেতো—আমারও বিলক্ষণ লাভ হতো পুলিষ হতে উলটে পুরস্কার পেতেম। যা হোক একটু বুঝবার দোষে যে কতদূর অনিষ্ট হতে পারে তার ফল হাতে হাতে পেলেম। কিন্তু আমি যখন এতে পড়েছি তখন সহজে ছাড়ব না—যে আগুণ জ্বলেছে—ভাল করেই জ্বলে উঠুক। দেখা যাক সে লঙ্কাকাণ্ড না হলে ছাড়ব না। গোবিন্দ বাবু আগুণ জেলেছেন—আমি তাতে ঘৃতাহুতি দিতে থাক্‌ব। দেখব গোবিন্দ বাবু কেমন করে পরিত্রাণ পান? তিনি বুঝি মনে মনে ভেবেছেন আমাকে বিপদে জড়াইলে তাঁর মতলব সিদ্ধি হবে—তা সহজে হতে দিচ্ছি না। গোবিন্দ বাবুর নাড়ী নক্ষত্র আমার তো আর কিছু জান্‌তে বাকী নাই—তিনি যে ধরণের লোক—যে যে কাজ করেছেন—যে যে লোক সেই সেই কাজের সহায়তা করেছে—সকলই তো আমার পেটে আছে। আমি একদিক থেকে আরম্ভ কর্‌ব—সকলকে টানব—গোবিন্দ বাবুকে এ জন্মের মত পৃথিবী হতে বিদায় কর্‌ব। আমার রাগ কতদূর তিনি তা জানেন না। যাই হোক দেখা যাক—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। দেহ পতন কর্‌ব—সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিব—এই সকল বিসর্জ্জন দিয়ে শত্রু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ কর্‌ব। তবে কথা হচ্ছে এই—গোবিন্দ বাবু নিজেও গেলেন—এবং আমাকেও মজালেন। চোর যেমন সাত ঘর নিয়ে মজায়—তিনিও সেইরূপ সাত জনকে নিয়ে মজাবে। তাঁর পাপ পরিপূর্ণ হয়ে এসেছে—তাই এরূপ মতি গতি হলো—লোকের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে থাকে।" গোবিন্দ বাবুর নিশ্চয়ই সেই মরণ বুদ্ধি হয়েছে। সুতরাং এখন তাঁকে তিরস্কার কিম্বা মিষ্ট কথা বল্লে কি হবে স্বকর্ম্ম ফল ভোগের সময় হয়েছে—ভোগ করুন। এতে কার দোষ?—আমি এখনও অপেক্ষা কচ্ছি—এখনো তাঁর উপকার কচ্ছি—এখনো তাঁর ভাল ভাবছি—কিন্তু তিনি আমার বিরুদ্ধে কিরূপ রিপোর্ট করেছেন—সেইটী জান্‌বার জন্য অপেক্ষায় আছি। তিনি যখন আমাকে জড়িয়াছেন তখন যে সহজে ছাড়বেন এরূপ তাঁর অভিপ্রায় নয়—এক এক রকম পাকা কথা।

আজ কাল গিন্নী ও গোবিন্দ বাবুতে যে রকম সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে—এতে শ্রাদ্ধ যে অনেকদূর গড়াবে সে কথা বুঝতে আর বাকী নাই। বিশেষ গিন্নী বেশ চৌকস লোক—তাঁর কাছে কিছুই ফাক যাবার যো নাই। গোবিন্দ বাবু যে চাঁপার সঙ্গে—তাঁর বিরুদ্ধে অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছিলেন সে কথাও গিন্নীর মনে বেশ জেগে আছে। সুতরাং আগে চাঁপার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন সে মতলবটা বেশ করে মনে মনে পাকাচ্ছেন। গিন্নী যে এই সূত্রে কতদূর জড়াবেন—সে কথা অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ জানেন—নতুবা গিন্নীর মনের কথা কে বল্‌তে সমর্থ হবে? তাঁর অন্তঃকরণ যে কত গভীর তাঁর অভিপ্রায় যে কত যে কত কৌশলে প্রস্তুত হয়—তাঁর কজের যে কতদূর অভিসন্ধি তার মধ্যে প্রবেশ করা কিছু সহজ নয়—গোবিন্দ বাবু হাজার বুদ্ধি ধরুন কিন্তু গিন্নীর সঙ্গে তিনি কোথায় লাগেন। গিন্নীর এখন আন্তরিক ইচ্ছা গোবিন্দ বাবুকে ছেলে ভুলাবার মত মলিনার কথা বলে—মলিনার আশা দিয়ে—আকাশের চাঁদ ধরে দেব বলে যদি হাত কর্‌তে পারেন। কিন্তু এ মতলব কাজে দাঁড়ান বড় কঠিন—কারণ এ বড় কঠিন ঠাঁই—গুরু শিষ্য দেখা নাই। এখানে যে তিনি গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করে কোন রকম সুযোগ ঘটাবেন—সে আশা মিথ্যা। যদিও পুলিশের অর্থের দাস—টাকার জোরে সব ঘটাতে পারা যায়—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য পুলিসের সিদ্ধ বিদ্যা—কিন্তু ততটা টাকার জোগাড়ই বা কৈ? গোবিন্দ বাবু অপেক্ষা যদিও গিন্নীর হাতে বিলক্ষণ টাকার জোর আছে—কিন্তু টাকা থাকলে কি হয়। কে জোগাড় করে—কে তাঁর হয়ে মামলা মোকদ্দমা করে তাঁকে খালাস করে? গিন্নীর টাকা থাক্‌তেও তিনি কোন চেষ্টা কর্‌তে পাচ্ছেন না। বিশেষতঃ তাঁর মনে রাগের ভাগ এত অধিক হয়েছে যে তিনি রাগ ভরে আর কোন রকম চেষ্টা কর্‌তে মন দিতে পাচ্ছেন না। গিন্নী মনে মনে অনেক রকম অনিষ্টের চেষ্টা কচ্ছেন বটে—কিন্তু মন সুস্থ না থাক্‌তে কোনটাই মনে হচ্ছে না।

গিন্নীর একটা বিশেষ গুণ আছে যে তিনি মিষ্ট কথায় সকলকে বশীভূত কর্‌তে পারেন। এই গুনেই তিনি এতদিন পশার রেখে আস্‌ছেন। যদিও এখন তাঁর পশার রাখবার উপযুক্ত বয়স নয়—যদিও তাঁর পূর্ব্ব গৌরব—সে রূপের পূর্ণ বিকাশ নাই যদিও তাঁর যৌবনকুসুম মুকুলিত হয়ে আস্‌ছে—যদিও তাঁর দেহ সরোবরে রূপের সে হিল্লোল নাই—কিন্তু গিন্নীর

কথার লালিত্য কিছুমাত্র কমে নাই—যদিও হালগাছ নাই—কিন্তু তাল পুকুর নাম ঘুচে নাই—যদিও যৌবন এক রকম অস্তে গ্যাছে—কিন্তু তার মধ্যেও গিন্নীর এক রকম চটক আছে। সেই চটকটুকু অনেক সময় তার সিদ্ধ মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে থাকে তিনি সেই জোরে অনেক কাজ হাঁসিল করেন। রূপের চটকের উপর মিষ্ট কথা না হলে ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরীর ন্যায় কাজ করে থাকে। রূপের ফাঁদে না পড়ে এমন পুরুষ কজন দেখা পায়—বিশেষ যাদের মনে কোন ধর্ম্ম ভয় নাই—যারা কেবল ইন্দ্রিয় সুখকেই একমাত্র সংসারের সার বিবেচনা করে থাকে— তাদের তো কথাই নাই। সুতরাং গিন্নী যে অনেক সময় মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধার কর্‌তেন—তাতে আর তাঁর বিশেষ বাহাদুরী নাই বল্লে হয়। গিন্নী এখন নানা রকম ফিকিরে আছেন কি উপায়ে এই সকল যমদূত পাহারাওয়ালাদের নিকট হতে কোন প্রকার সুবিধা কর্‌বেন। তিনি ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে বেড়াচ্ছেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁর সে আশা পূর্ণ হচ্ছে না। এই সকল কাটখোটা ছাতুখোর নিকটে পাহারাওয়ালারা যে তাঁর মিষ্ট কথার মিষ্টতা আস্বাদন কর্‌বে—আমরা তো এ আশা কর্‌তে পারি না—তবে গিন্নী যে মনে মনে কতদূর কি মতলব কচ্ছেন—সে কথা কে জানে? একে নারী চরিত্র—নারী-হৃদয়—নারী-কাহিনী বুঝে উঠা ভার—তার উপর আবার যে সে রমণী নয়—এ ভুবন বিজয়িনী গিন্নী—সুতরাং এঁর অন্তঃকরণ পাওয়া ও কাজের ভাল মন্দ স্থির করা যে কত কঠিন—কত দুরূহ কথা—কষ্ট-সাধ্য তা বলে প্রকাশ করা যায় না। গিন্নী বর্ণচোরা আমের ন্যায় লোকের কাছে পশার রেখে থাকেন এজন্য সকলে হঠাৎ তাঁকে চিনিতে পারে না—কিন্তু যে একবার তাঁকে চিনেছে—যে একবার তাঁর ব্যবহার ভোগ করেছে—যে একবার তার লাভ লোকসানের কারবারে যোগ দিয়েছে—তিনিই তাঁকে কতক চিন্‌তে পারেন। লোকের সহিত ব্যবহার না কল্লে চিনা যায় না। সুতরাং গিন্নীকে যে সহজে চিনা যাবে এ আশা কে কর্‌তে পারে?

আজ পুলিষ ষ্টেশনে ভারি জাক্ বেড়ে গ্যাছে—গোবিন্দ বাবু হাতকড়ি পরে শ্রীঘর গুলজার কচ্ছেন—এদিকে গিন্নী পাহারাওয়ালাদের মধ্যে আসর জম্‌কে বসে আছেন। এই বদমায়েস দুটা তো গ্রেপ্তার হলো—এখন পুরস্কারে কার অদৃষ্টে ফলবে—এই চিন্তায় পুলিষকর্ম্মচারীদের পোড়া চোকে আর ঘুম নাই। পুরস্কারের লোভটা সকলেরই প্রবল—কিন্তু যে পরিমাণে

লোভ—যদি কাজের সময় সেই পরিমাণে যত্ন থাকে তা হলে আর ভাবনা কি? পুলিষ পুরস্কারের চিন্তা কচ্চে—গিন্নী আপন মতলব হাঁসিলের উপায় ঠাওরাচ্চেন—গোবিন্দ বাবু ওদিকে ভেবাগঙ্গারামের ন্যায় পড়ে আছেন। যে গোবিন্দ বাবুর এক সময় কুসুম শয্যায় নিদ্রা হতো না—যার নিদ্রার জন্য কত লোক বিব্রত থাকত—আজ সেই গোবিন্দ বাবু এই সামান্য শয্যা মহার্হরত্ন জ্ঞান কচ্ছেন। তাঁর মনে সময় সময় পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ কচ্চে—স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে একটী নিদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। যখন মন বড় খারাপ হচ্চে—তখন চোকের কোণে দুই এক বিন্দু জলও দেখা দিচ্চে। তিনি আজীবন যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেছেন এক একবার সেই সকল ভাবতে লাগিলেন। পাপের কেমন যে দুর্ব্বলতা—যে গোবিন্দ বাবু পূর্ব্বে শত শত সহস্র সহস্র দুষ্কর্ম্ম করেন। নানা প্রকার পাপ করতে মহা আনন্দ—মহা উৎসাহ প্রকাশ করতেন—এখন তাঁর মনে সেই সকল কার্য্য জনিত ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হতে লাগল। সকল প্রকার যাতনার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে—চিকিৎসক আছেন—কিন্তু পাপ রোগের কোন প্রকার ঔষধ নাই—এ রোগ যার হৃদয়কে একবার আশ্রয় করেছে—অন্তে যে তার দুর্গতির পরিসীমা নাই—কোন প্রকার ঔষধে যে তার কিছুমাত্র উপশম হয় না—অবোধ লোকে এ বুঝে না। আজ গোবিন্দ বাবুর অবস্থা একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা কল্লে—কার না দিব্যজ্ঞান উদয় হয়? কেনা বুঝতে পারে সৎপথ পরিত্যাগ করে অসৎ পথ আশ্রয় কল্লে এইরূপ ফল ভোগ করতে হয়। মানুষের সুখ দুঃখ ফলাফল নিজের হাতে। যে যেমন কাজ করবে—তার অদৃষ্ট সেইরূপ কাজ করতে বাধ্য এই বাধ্য বলেই আজ গোবিন্দ বাবুর অদৃষ্টে এই ঘোরতর যাতনা। তিনি যাদের সহায়তায় এ সকল কার্য্য করেছেন—তারা এখন কোথা?——

গোবিন্দ বাবু সেইরূপ বিমর্ষভাবে আছেন। গিন্নী যে গ্রেপ্তার হয়েছেন—তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধানই পান নাই। তবে মনে মনে জানেন—যখন তাঁর নাম গেয়ে দিইছি—যখন ফাঁদে ফেলবার জন্য এরূপ চেষ্টা করেছি—তখন যে সে সন্ধান অব্যর্থ হবে—এ কথা কে বলতে পারে? এখন গিন্নী ফাঁদে পড়লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—রাগের উপযুক্ত কাজ হয়—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়—তাই বলি পাখী ফাঁদে পড়লে হয়।

উনবিংশ স্তবক।

বিচার।

"কে তুমি দেবীর দেবী সর্ব্ব পূজনীয়া ?
বিশুদ্ধ চিত্তের ভাব তোমারে হেরিয়া !"

সময় আর কারো হাত ধরা নয়। ক্রমে ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে উদাসিনীর মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হলো। আজ কাছারীতে জাকের সীমা নাই। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য—পথে লোক—এজলাসে লোক—কাছারির চারি ধারে লোক—এক এক জন মোক্তারের এক একখানি ছেড়া কম্বলে মোক্তারদের আড্ডা—কম্বলখানি এক একটী গাছ তলায় পাতা রয়েছে। থেলো হুকায় তামাক চড়ান আছে—হুকাটি লোকের মুখে মুখে আলিঙ্গন করে বেড়াচ্ছে। চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানার ন্যায়—মোক্তারেরা গাছতলা জুড়ে আছেন। কতজন যে কত কথা বল্‌ছে—কত রকম মত প্রকাশ হচ্ছে—কেউ উদাসিনীর পক্ষে ডিক্রী দিচ্ছেন—কেউ বা দস্যুদের দণ্ডবিধান কচ্ছেন—কেউ কেউ বা উল্‌ট রকম মত দিচ্ছে। এইরূপ নানা লোক—নানা প্রকার মত প্রকাশ কচ্ছে। স্কুলের ছেলেরা পড়া ছেড়ে—উর্দ্ধশ্বাসে কাছারীর দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সকলেই পথের দিকে চেয়ে আছে—কতক্ষণে উদাসিনী কাছারীতে আস্‌বেন। উদাসিনীর মোকদ্দমার কথা উঠে পর্য্যন্ত তাঁর রূপের কথা চারিদিকে রটে গ্যাছে—আজ কাছারীতে তাঁর সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখবে বলে সকলেই প্রতীক্ষা কচ্ছে। অনেকে উদাসিনীর রূপ—বয়স—এবং তার এ নবীন বয়সে সংসার ত্যাগ করাতে আশ্চর্য্য হয়েছিল। কত লোক কত কথা বলত—কেউ কেউ বলত বাপু! এ কাঁচা বয়সে এরূপ ধর্ম্মের ধ্বজা ধরা ভাল দেখায় না। সকল কর্ম্মেরই এক একটা সময় আছে—উদাসিনীর এ ভাবের কারণ কি? বাস্তবিক কি তিনি ধর্ম্মের ভিখারী হয়ে—এ তরুণ বয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন—না তাঁর মনে অন্য কোন অভিসন্ধি আছে? ধর্ম্ম তো এ বয়সে হৃদয়ে স্থান পায় না। কেউ কেউ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম বিচারের মুখে সকলই প্রকাশ পাবে—ধর্ম্মসাধন যার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য তার ঘাড়ে এরূপ মোকদ্দমা

কেন ? নারী চরিত্র কে বুঝতে পারে ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুপ্তকথা সকল প্রকাশ না হচ্ছে ততক্ষণ এ সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। ফলকথা উদাসিনাকে: কেউ কেউ সৎস্বভাবা অতি নির্ম্মল—অতি পবিত্রা জ্ঞান কচ্ছে অপর :কতকগুলি লোক তাঁর চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে ত্রুটী কচ্ছে না। যার যেমন মন সে সেইরূপ ভাবছে। যে সকল লোক এইরূপ ভাবছে---তাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কেউ উদাসিনীকে চোকে দেখে নাই। অনেক লোক এরূপ আছে যে চোকে না দেখেই অমনি মতামত প্রকাশ করে থাকে।

আজ উদাসিনী কাছারিতে হাজির হবেন—আজ তাঁর মোকদ্দমার বিচার হবে—আজ তিনি জগতের চক্ষে দোষী বা নির্দ্দোষী বলে প্রকাশ হবেন—আজ অগ্নিতে স্বর্ণ পরীক্ষা হবে—আজ সত্য কিম্বা মিথ্যার জয়ডঙ্কা বেজে উঠবে। উদাসিনী পূর্ব্ব রাত্রে জানতে পেরেছেন—যে আজ তাঁকে কাছারিতে হাজির হতে হবে। কাছারি তিনি কখন দেখেন নাই—সেখানকার ব্যবহার কখন তাঁর চোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং সেখানে কি ভাবে যেতে হবে—কি ভাবে কথাবার্ত্তা বলতে হবে--কি ভাবে আরোপিত দোষ হতে মুক্তিলাভ করতে হবে—এই গুলিই তাঁর মনে উঠেছে। দুরাচার দস্যুরা যে তাঁর সরল প্রাণে এরূপ দাগা দেবে--তাঁকে যে এরূপ কষ্টে ফেলবেন—তার উপর যে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করবে—তিনি স্বপ্নেও তা ভাবেন নাই।

আজ উদাসিনীর মন অনেকটা বিচলিত হয়েছে। উপস্থিত বিপদকালে হৃদয় যেমন নানা বিভীষিকা দেখে থাকে—উদাসিনীর মনও সেইরূপ বিভীষিকা দর্শন কচ্ছে। তাঁর প্রধান ভয়—প্রধান দুঃখ—প্রধান কষ্ট—আজ দোষী ভাবে বিচারপতির নিকট উপস্থিত হতে হচ্ছে। উদাসিনী এই মনের দুঃখে মলিন হয়ে এসেছেন—তাঁর মুখের প্রফুল্লতা আর পূর্ব্বের ন্যায় দেখা যাচ্ছে না। সেই নব প্রস্ফুটিত কনক পদ্ম যেন শুকিয়ে আসতে আরম্ভ হয়েছে। উদাসিনী যাত্রাকালে জগদীশ্বরকে স্মরণ করে—কাছারি যাবেন—এমন সময় ডাক্তার বাবু সেখানে একাকী উপস্থিত হলেন। সহসা তাঁর এরূপ আগমনের কারণ যে কি তিনি তা এখনো জানতে পারেন নাই। ডাক্তার বাবুরও মুখ আজ তত প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছে না—কোন গোপনীয় কারণ বশতঃ যেন তিনি বিমর্ষভাবে উদাসিনীর নিকট উপস্থিত হয়েছেন।

ডাক্তার বাবু এ পর্য্যন্ত উদাসিনীকে কোন কথা বলেন নাই—তাঁর মনের কথা মনেতেই চেপে রেখেছেন। আজ যে কাছারি যাওয়ার সময় তিনি ব্যস্তভাবে এখানে এসেছেন কেন—সেইটী জান্‌বার জন্যে উদাসিনীও এক প্রকার মনে মনে ব্যস্ত হয়েছেন।

ডাক্তার বাবু উদাসিনীর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"আজ আপনাকে বিশেষ সাবধান হয়ে কাছারী যেতে হবে—যখন যে সকল কথা উপস্থিত হবে সহসা যেন তার জবাব দেওয়া না হয়। প্রত্যেক কথার আগাগোড়া ভেবে উত্তর দিতে হবে।

উদাসিনী তাঁর কথা শুনে বল্লেন—আমি ভেবে চিন্তে আর কি উত্তর দেব?—যদি কোন দোষে থাক্‌তেম—যদি মনে পাপ থাক্‌ত—তা হলে সাবধানের প্রয়োজন ছিল। আমি উপস্থিত মোকদ্দমার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না—তবে যে আমাকে এই বিপদে জড়িয়েছে কেন—সে কথা পরমেশ্বরই জানেন—ঈশ্বর সর্ব্বঅন্তর্য্যামী—তিনিই অন্তরের কথা জানেন। যদি সংসারকে দেখাবার যো থাকত তা হলে এই মুহূর্ত্তেই এই হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখাতেম—এর ভিতর কি পুষে রেখেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না—সামান্য মেঘে দিবাকরকে কতক্ষণ আচ্ছাদন করে রাখ্‌তে পারে? অন্যায় দোষারোপ কখনই স্থান পাবে না। সত্যের তেজ উপস্থিত হলে পাপের মলিনতা অবশ্যই দূরে চলে যাবে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপ্‌সা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

তৃতীয় পর্ব্ব।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়।
জপসা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।

তৃতীয় পর্ব্ব।

প্রথম স্তবক।

——:০:——

Estd. 1886.

পাপের আশঙ্কা।

হাসে পূর্ণ নিশানাথ নীরব যামিনী,
নীরব প্রাণির দল নীরব ধরণী ;
বিরামদায়িনী নিদ্রা জীবকুল আঁখি,
শীতল কোমল করে রাখিয়াছে ঢাকি।
আজি এ সময়ে কেন—প্রাবৃট বিদ্যুৎ যেন,
অবসন্ন হৃদি মোর উঠে চমকিয়া ?

মানসোৎপল।

মাস—তিথি—পক্ষ—সম্বৎসর চলে গেল—যে চলে গেল সে আর এলো না। উদাসিনী সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন—তাঁর যে এত বিপদের অবস্থা উপস্থিত হয়েছে—এত গোলযোগ এসে তাঁকে আক্রমণ করেছে—নানা রূপ চিন্তা তাঁর মন জর্ জর্ কচ্ছে—তার মধ্যেও তিনি একটী কথা ভুলেন নাই। এতদূর অবস্থা ঘটেছে তবুও তাঁর মন হতে সে কথাটী যায় নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভাবেন তাঁর ভালবাসার পাত্রী—হৃদয়ের সুখের ছবি—সেই হাস্য-মুখী মানকুমারী কোথা ?—যদিও তিনি মানকুমারীর সহিত দীর্ঘকাল বাস করেন নাই—যদিও মানকুমারী তাঁর বাল্য সহচরী নন—যদিও মানকুমারীর সহিত তাঁর কোন নিকটতর সম্বন্ধ নাই—কিন্তু

তাঁকে যে কি সোণার চোকে দেখেছেন—তাঁর গুণ যে তাঁর প্রাণে কি মিষ্ট লেগেছে—সে কথা অন্যে প্রকাশ কর্‌তে পারে না—অন্যে সে ছবি এঁকে কাউকে দেখাতে পারে না। এ সংসারে—এ চঞ্চল—জগতে যদিও প্রণয় চঞ্চল—ভাল বাসা চঞ্চল—জীবন চঞ্চল—কিছুই স্থায়ী নহে—কিছুই চির দিন প্রাণে সুখ দিতে পারে না—তবু মানুষের মনের যে কেমন দুর্ব্বলতা ভালবাসার যে কেমন উন্মত্ততা—ইচ্ছার যে কেমন তৃষ্ণা কিছুতেই মনের তৃপ্তি হয় না—কিছুতেই প্রাণ বুঝে না—কিছুতেই জ্ঞানের সঞ্চার হয় না।

উদাসিনী সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করেন—এতদিন অতীত হলো—তত্রাপি মানকুমারীর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না—আমার যে কেমন অদৃষ্টের দোষ—যাহাই আমার সুখের—যাহাই আমার আনন্দের—যাহাই আমার তৃপ্তির কারণ বিধাতা অমনি যেন সেইটী ভাঙ্গিয়া সকল আশা—সকল সুখ—সকল কথা শেষ করে দেন।

কালের কুটিল গতি বিধাতার মনের কথা—মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা কে বলিতে পারে? উদাসিনী এইরূপ ভাবছেন—মোকদ্দমার কথা—ভবিষ্যৎ চিন্তার কথা তার অন্তঃকরণে উপস্থিত হচ্ছে। অন্য কোন বিষয়ে কোন প্রকার লক্ষ্য নাই—একমনে সেই বিষয় ভাবছেন। এমন সময় ডাক্তার বাবু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন। তিনি সহসা এই অবস্থা দেখে কিছুই ঠিক কর্‌তে কিম্বা কিছুই বল্‌তে পাচ্ছেন না। কি কারণে কি দুঃখে—কি শোকে যে বুড় মিন্‌ষে বালকের ন্যায় কাঁদতে আরম্ভ করেছে—তাঁর কিছুই কারণ বুঝতে পাচ্ছেন না। তিনি অবাক হয়ে আছেন। ব্যাপার খানা কি? এঁর এরূপভাবে কাঁদ্‌বার কারণ কি? আর আমার সম্মুখে এসেই বা কাঁদেন কেন? ডাক্তার বাবু আমার অত্যন্ত উপকারী—ইঁহারই যত্নে আমি সেই বিষম রোগের অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেয়েছি। এখন যদিও মনে হচ্ছে ইনি যত্ন করে আমায় চিকিৎসা না কর্‌তেন—যদি সেই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হতেম—তা হলে কোন দুর্ঘটনা এসে আমাকে যন্ত্রণা দিতে পার্‌ত না। এঁকে এরূপভাবে কাঁদতে দেখে আমার প্রাণ উড়ে গ্যাছে। না জানি ইনি আমার কি সর্ব্বনাশের সংবাদ উপস্থিত করেন।

ডাক্তার বাবু খানিকক্ষণ অঝরে কেঁদে শেষে একটু স্থির হয়ে বল্‌লেন মাতঃ! আমি আপনাকে আপন মায়ের ন্যায় জ্ঞান করে

থাকি। আপনার দর্শন হয়ে পর্য্যন্ত আমার অন্তঃকরণে কেমন যে এক প্রকার ভক্তি জন্মেছে—সে কথা আমি প্রকাশ করতে পারি না। আমি এক ভয়ানক অবস্থায় পড়েছি—আপনি যদি দয়া করে সে বিপদ হতে উদ্ধার করেন তো রক্ষা নতুবা আমার বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হচ্ছে। কিছুতেই এ যন্ত্রণার শান্তি হচ্ছে না।

ডাক্তার বাবুর কথা—কাতরতা এবং বিষণ্ণভাব দেখে উদাসিনী—আরো চমকিত—আরো বিস্মিত—আরো ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"আপনার কথার তো অর্থই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমা দ্বারা যে আপনার কোন প্রকার উপকার হতে পারে বিধাতা আমাকে সে অবস্থা হতে বঞ্চিত করেছেন; আমি চির দুঃখিনী—দুঃখই আমার একমাত্র আশ্রয়—আমি সেই দুঃখ সাগরে দিবানিশি ভাসছি। আমা দ্বারা যে আপনার কিরূপ উপকারের আশা তার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। যা হোক আপনার মনের কথা কি আমাকে ভেঙ্গে বলুন।"

উদাসিনীর কথা শুনে ডাক্তার বাবু বল্লেন—গত রাত্রে আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেছি সেই স্বপ্ন দর্শন করে অবধি আমার হৃদয়ে একপ্রকার ভয়ানক আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে—সে কথা যখন মনে উঠেছে তখনই বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি—আমার যেন বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়েছে—ঘোর অন্ধকার যেন সহসা উপস্থিত হয়ে আমার দৃষ্টি ঢেকে ফেল্লে—সেই অন্ধকার ভেদ করে একটী পরম সিদ্ধ পুরুষ সহসা উপস্থিত হয়ে বল্লেন রে পাপি! তোর এই বিচারের দিন উপস্থিত এই বিচার তোর পক্ষে বড় সহজ নহে। যে উদাসিনীর মোকদ্দমা উপস্থিত এই মোকদ্দমায় যে কি সর্ব্বনাশ হবে সে পরিচয় পরে জানতে পারবি। উদাসিনীর মোকদ্দমাই তোর সর্ব্বনাশের মূল। মাতঃ! আমি এই আকস্মিক স্বপ্ন দর্শন করে অবধি যার-পর-নাই ভীত হয়েছি।"

সামান্য স্বপ্ন দর্শন করে ডাক্তার বাবু যে এতদূর ভয় পেয়েছেন এর কারণ কি? পাঠকগণের মনে থাকতে পারে—যে সময় বাপুদেব শাস্ত্রী ডাক্তার বাবুর বাড়ী হতে চলে যান এবং তাঁর যাওয়ার পর যে কাগজ পড়ে পান—সেই কাগজ পাঠ করে পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকতেন—সেই অবধি তাঁর মনে নানা প্রকার দুর্ভাবনা হত

প্রকার আশঙ্কা—নানা প্রকার বিপদ মনে করতেন—সেই দুর্ভাবনায় তাঁর অন্তঃকরণে নানা প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হতো। এখন স্বপ্ন দেখে সেই ভাবনা আবার যেন শত গুণে বেড়ে উঠল। পাপীর হৃদয় চির অশান্তির আলয়—পাপী কোন অবস্থাতেই সুখী হতে পারে না। ডাক্তার বাবু এমন কি কুকর্ম্ম করেছেন যে সে জন্য তাঁর মনে এত ক্লেশ।

উদাসিনী স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে মনে মনে ভাবতে লাগলেন তাই তো আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে? আমার মোকদ্দমায় ওঁর অনিষ্টের আশঙ্কা কি? বিধাতা আবার যে কি বিষম দশা ঘটাবেন সেই আমার প্রধান চিন্তা। উদাসিনী ডাক্তার বাবুকে বল্লেন—"আপনি সামান্য স্বপ্ন দর্শন করে এতদূর কাতর ও চিন্তান্বিত হচ্ছেন কেন? আমার দ্বারা আপনার কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি দয়া করে যদি আমাকে সেই পীড়ার অবস্থায় রক্ষা না করিতেন তা হলে আমার জীবন রক্ষা হতো না। আপনি আমার জীবন রক্ষাকর্ত্তা। অতএব আমার দ্বারা যদি কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে সে সম্পূর্ণ ভুল। আমার জীবন থাকতে কখনই কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করবেন না। আমার হৃদয় এত ক্ষুদ্র নহে যে উপকারীর প্রতি অনিষ্ট করব। আমার প্রাণ দিয়েও যদি আপনার উপকার করতে হয় তাতেও আমি বিমুখ নই। আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।"

উদাসিনীর কথা শুনে ডাক্তার বাবু একটু স্থির হয়ে বল্লেন—আপনা দ্বারা যে, আমার কোন অনিষ্ট হবে না তা সম্পূর্ণ জানি। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অতি মন্দ—আমি একজন মহাপাপী এই মনে আশঙ্কা।

ডাক্তার বাবুর যে কি কুকর্ম্ম করেছেন—কোন মহাপাপে যে তাঁর মনে এত ভয় হয়েছে—তা তো বুঝতে পাচ্ছি না—ডাক্তার বাবু যেরূপ ভদ্রলোক দেখছি তাতে এমন বোধ হয় না যে এঁদ্বারা কোন রকম কুকর্ম্ম হয়েছে তবে মানুষের মন কিছুই বলা যায় না। কার মনে যে কিরূপ অভিসন্ধি—কার দ্বার যে কিরূপ পাপের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—সে কথা কে বলতে পারে?

উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন—"আপনি অনর্থক চিন্তায়—অনর্থক আশঙ্কায়—অনর্থক স্বপ্নে এতদূর কাতর হচ্ছেন—এত কাতরতার কোন অর্থ ই

নাই। লোক স্বপ্নাবস্থায় কত প্রকার সুখ দুঃখ—আমোদ প্রমোদ—বিপদ—সম্পদ নানা রূপ ঘটনা দেখে থাকে। কিন্তু তাই বলে কেও আপন্যার ন্যায় চঞ্চল হয় না। আপনি যে সিদ্ধ পুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করেছেন—তাঁর চেহারা কি প্রকার?

ডাক্তার বাবু এক এক করে যেরূপ বর্ণনা কল্লেন—তাতে উদাসিনী স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেন ঠিক যেন তাঁর গুরুদেব বাপুদেব শাস্ত্রী। বাপুদেব শাস্ত্রী অতি শান্ত স্বভাবের লোক—বিবাদ বিসম্বাদ তাঁর প্রকৃতিতে দেখা যায় না। অতএব তাঁর দ্বারা যে কোন প্রকার অনিষ্ট ঘট্‌বে তাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এত অসম্ভবের মধ্যে ডাক্তার বাবু যে এত আশঙ্কা বোধ কচ্ছেন—তারই বা মানে কি? ভাবে বেশ বোধ হয় ডাক্তার বাবুর মনে গোপনীয় ঘটনার ছায়া পতিত হয়েছে—তিনি তাই দর্শন করেই এরূপ অস্থির হয়ে পড়েছেন—যাই হোক এরূপ কাতরতার সময় এঁকে শান্তনা করা উচিত। এই ভেবে চিন্তে উদাসিনী পুনর্ব্বার বল্লেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কোন প্রকার আশঙ্কা কর্‌বেন না। আমার জীবনে যদি কোন উপকার কর্‌বার সুযোগ ঘটে—তা হলে আপনি কখনই বঞ্চিত হবেন না। ঈশ্বর না করুন যেন কোন প্রকার বিপদ আপনাকে স্পর্শ কর্‌তে না পারে ইহাই একমাত্র কামনা।"

দ্বিতীয় স্তবক।

—:০:—

জালে জড়িত।

"জীবনের পরিক্রম মরু ভূমে জল ভ্রম,
সুখ মাখা দেখা যায়, পিছে অনুতাপ হয়,
আগে যদি জানিতাম, সংসার এমন ধাম,
তবে কিরে হেন স্থানে আসিতাম অকারণে।"

দুরাচার গোবিন্দ বাবু পুলিসে গ্রেপ্তার হয়েছেন—যে আগুণ এতদিন কাপড়ে ঢাকাছিল—সেই আগুণ আবার ধীরে ধীরে জ্বলে উঠ্‌ল। গোবিন্দ

বাবু অনেক কুকর্ম্ম করেছেন—অনেক অত্যাচার করে এতদিন পুলিসের চোকে ধূলা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন—আজ ধরা পড়েছেন। পাপী যত কেন গোপনভাবে থাকুক না—যত কেন সাবধান হোক না—যত কেন সাহস করুক না কিন্তু পাপের যে কেমন ঘটনা তার ফল অন্যথা করতে কে পারে? পাপের ফল সময়ে ফলবেই ফলবে। ঘোরতর মত্ততার সময় গোবিন্দ বাবু পুলিসের হাতে পড়েন—তখন বুঝ্‌তে পারেন নাই যে তাঁর পরিণাম কি হবে। এখন নেশা ছেড়ে গ্যাছে—এখন বেশ জ্ঞান হয়েছে—এখন আর সে ভাব নাই। সুতরাং গোবিন্দ বাবুর এখনকার মনের অবস্থা দেখলে যে নিতান্ত পাষণ্ড—যার মনে দয়া মায়া নাই যে যত কেন দুরাচারী—যত কেন কঠিন প্রাণ হোক না—তারও মনে দয়ার সঞ্চার হয়।

গোবিন্দ বাবুর দুই চোক দিয়ে বর্ষার জলধারার ন্যায় জল পড়্‌ছে—নাভিস্থল হতে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস উঠছে—মুখে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে—চোকে আঁধার দেখ্‌ছেন—দশ ইন্দ্রিয় যেন অবশ হয়ে আস্‌ছে—মুখে আর কোন কথা নাই—ঠিক যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকা বিশেষ। এ পর্য্যন্ত যত দুষ্কর্ম্ম করেছেন—যত পাপ করেছেন—তাঁর দ্বারা যে সকল দূষিত—ঘৃণিত সমাজের অনিষ্টকর কার্য্য ঘটেছে সে গুলি যে জাগরিত হয়ে উঠ্‌বে তা আর আশ্চর্য্য কি? গোবিন্দ বাবুর মনে অনেক আশা ছিল। তাঁর প্রথম আশা কাশী এসে মলিনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন—যখন সে আশা ফলবতী হতে ব্যাঘাত ঘটল—তখন সেই ব্যাঘাতের কারণ গিন্নীর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন এইটীই ইচ্ছা। এই সকল ঘটনার পর তিনি জন্মের মত সংসার বাসনা ত্যাগ করে—তীর্থবাসী হবেন সংসারের কোন সংস্রব রাখবেন মা। কিন্তু গোবিণ্ড বাবু এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছেন—তাঁর মনের আশা—মনেই থাক্‌ল। এতদিন যে আশা হৃদয়ে পুষে রেখেছিলেন—এতদিন ধরে মনে মনে যে বাসনা করেছিলেন—এতদিন ধরে যে উদ্দেশে দেশে দেশে বেড়াচ্ছিলেন—আজ সমুদায় বিসর্জ্জন দিতে হলো—আজ জন্মের মত সব ত্যাগ কর্‌তে হলো—আজ বিধাতা সকল সাধ বিষাদ কর্‌লে। এখন যে ফাঁদে পড়েছেন—যে জালে জড়িত হয়েছেন—যে আগুণে ঝাঁপ দিয়েছেন এ হতে রক্ষা পাবার কোন উপায় নাই। তাঁর সকল বল বুদ্ধি—সকল আশা ভরসা চিরদিনের মত ফুরালো—কত রকম মতলব কচ্ছেন—কত রকম ভাবছেন—কত রকম উপায় চিন্তা

কচ্ছেন—কত রকম চিন্তা—কত রকম ভাবনা—কত রকম বুদ্ধির দৌড় বার কর্‌ছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

পুলিসের লোক সকল গোবিন্দ বাবুর একরার এক এক করে লিখে দিতে লাগ্‌ল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র শীকার পেলে যেমন সুখী—তারাও সেইরূপ সুখী হলো। অনেক দিনের পুরাণো পাপী—অনেক দিনের বদমায়েস—অনেক দিনের ফেরারী আসামী পেয়েছে সুতরাং তাদের মনে আর আহ্লাদ ধচ্ছে না।

তারা গোবিন্দ বাবুর একরার লিখে নিয়েছে—এখন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির কর্‌বে এইরূপ ঠিক কচ্ছে। গোবিন্দ বাবুর আর কোন উপায় নাই। পুলিসের সমুদায় কায়দার উপর পড়েছেন। পুলিস গোবিন্দ বাবুর উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই—ভদ্রতার সহিত তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিসের লোক গোবিন্দ বাবুর প্রতি যে কোন প্রকার অত্যাচার কচ্ছে না সে কেবল মাত্র ভদ্রতার জন্য না অন্য কোন অভিসন্ধি আছে তা জানা আবশ্যক। গোবিন্দ বাবুর নিকট অনেক-গুলি গোপনীয় কথা জানা আবশ্যক সহজে মিষ্ট কথায় সেই গুলি জান্‌বার জন্য পুলিস তাঁর প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার কচ্ছে না। তাদের মতলব যদি সহজে—মিষ্ট কথায় তিনি প্রকাশ না করেন—তবে পুলিস নিজ মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বেন।

গোবিন্দ বাবু প্রথমে মনে মনে ঠিক করেছিলেন পুলিসে কোন কথা প্রকাশ কর্‌ব না—পরে যেরূপ অবস্থা ঘটে সেইরূপ কর্‌ব। কিন্তু এখন তাঁর মন ফিরে গাছে—তাঁর প্রাণে কোন প্রকার মায়া মমতা নাই—যে সকল কুকর্ম্ম করেছেন—একে একে সে গুলি জেগে উঠ্‌ছে। গতানুশোচনায় প্রাণ ছটফট কচ্ছে। মনে কচ্ছেন আমি যেমন কুকর্ম্ম করেছি—আমার পরিণাম যে এইরূপ শোচনীয়—এইরূপ—জঘন্য—এইরূপ ঘৃণিত আকারে উপস্থিত হবে তহা আর বিচিত্র নহে। আমার পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়েছেন—আমার হৃদয়ও আর সে ভার সহ্য করিতে পারে না—সুতরাং এখন মৃত্যু আমার এক মাত্র প্রার্থনীয়। বিধাতা বোধ হয় সদয় হয়ে আমাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছেন—এখন তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ হোক। আমি কোন বিষয়ই আর গোপন কর্‌ব না। কারণ আমি হাজার গোপন কল্লেও এ যাত্রা আমার নিস্কৃতি

পাবার কোন উপায় নাই। আমার পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে এসেছে— আশা ভরসা সমুদায় যে এ জন্মের মত ফুরিয়েছে সে কথাটী যেন কে তাঁর অন্তঃকরণে বলে দিয়ে গ্যাছে। তার দৃষ্টি উদাস হয়েছে—হৃদয় উদাস হয়েছে কোন বিষয়েই মন নাই।

গোবিন্দ বাবু এখন প্রাণের মায়া—পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন—কিন্তু গিন্নীর প্রতি যে তাঁর আন্তরিক রাগ হয়েছে সেটী কিছুতেই ভুলতে পারেন নাই মধ্যে মধ্যে এক একবার ভাবছেন আমি যেমন একজন পৃথিবীর পাপ সংসার হতে বিদায় হচ্ছি তখন আমার সেই পাপের সহযোগিনী গিন্নী নিষ্কৃতি পান কেন? পাপের ফল একবারে ফল্লেই ভাল হয়। গোবিন্দ বাবু মনে মনে এইরূপ স্থির করে—তাঁর সমুদায় দুষ্কৃতির কথা বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন। পুলিস সমুদায় লিখে নিলে। তিনি আত্মকাহিণী বলে—শেষে গিন্নির কাহিনী কিছু আর বল্‌তে বাকী রাখলেন না—পুলিস একে পায় আরে চায়—গোবিন্দ বাবুর মুখে সমুদায় শুনে পুলিস বেশ বুঝতে পাল্লে—এই ফেরারী আসামী চালান দিলে অবশ্য পুরস্কার পাব। কেবল যে ইনিই আসামী—গ্রেপ্তারের উপযুক্ত তা নয়।—এঁর সঙ্গে অনেকগুলি মহাপাপী চালান হবে। পাপের যে কেমন যোগাযোগ—কেমন যে ঘটনা—একটী পাপ কথা প্রকাশ হলে তার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর দশটী পাপ কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। গোবিন্দ বাবু যেরূপ মহাপাপী—এঁর সঙ্গে যে এই গুলি পাপী আছে তাহা অপ্রকাশ ছিল। আজ সমুদায় প্রকাশ হলো। যা হোক আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। এই আসামীকে এখনই চালান করা উচিত এই বলেই পুলিসের লোক সকল তাঁকে চালান দেওয়ার উদ্যোগ কর্‌তে লাগল।

—

তৃতীয় স্তবক।

——:•:——

এ নারী না পিশাচী।

"কেন মরু মাঝে রসাল কানন?
করী পদ তলে কদলীর বন?
নিরমল হৃদে প্রণয় রতন,
নীরশ শাখার ফলের ভার?"

এ সংসারে নারী চরিত্র কে আঁক্‌তে পারে—নারী চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করা—নারী চরিত্রের মহিমা প্রকাশ করা যে কতদূর গুরুতর সংসার পটে সে কথা স্পষ্ট লেখা আছে। নারী এক পক্ষে স্বর্গের প্রতিমা—আনন্দের প্রতিমা—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা—পবিত্রতার প্রতিমা—আর এক পক্ষে ঘোরতর নরকরূপী—ঘোরতর পিশাচী—ঘোরতর মায়া-রূপী—ঘোরতর পাপিয়সী বলে বোধ হয়। তাই বলি নারী সংসার তরুর একমাত্র আশ্রয় স্থল—পক্ষান্তরে আবার মন প্রাণ দগ্ধ কর্‌বার একমাত্র কারণ। এই কারণে নারী জাতির দোষ গুণ বিচার করা কিছু সহজ কথা নয়। আমরা যে কয়েকটী রমণীর কথা নিয়ে নাড়া চাড়া কচ্ছি—এদের কার পেটে যে কিরূপ হলাহল কি অমৃত রাশি পূর্ণ আছে—সে কথা কে বল্‌তে পারে? কেবল মাত্র রূপ দেখে নারী হৃদয়ের দোষগুণ বিচার করা যায় না। রূপের সহিত গুণের বিস্তর অন্তর—রূপ বাহ্য সৌন্দর্য্য—রূপ বাইরের চিহ্ন—এজন্য সংসার কেবল মাত্র রূপের ভিখারী নহে। পাঠক ও পাঠিকাগণ যে কয়েকটী রূপের ডালি দেখ্‌তে পেয়েছেন—তাদের কার যে অন্তরে কি ভাব—কার যে মনে কিরূপ আগুন—কার যে কিরূপ মতলব সে পরিচয়ের যদিও আভাস মাত্র প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু শেষে যে কি হবে—সে কথা যদিও এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে—তাতে গিন্নী—চাঁপা—পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননের পরিচয় অনেকটা জানা গ্যাছে।

পাপ কথা কখন ঢাকা থাকে না—গোবিন্দ বাবু যে পুলিসে গ্রেপ্তার হয়েছে—এ কথা কাশীর সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়েছে গোবিন্দ বাবুর গ্রেপ্তা-রের কথা শুনে গিন্নীর মনে যার পর নাই ভয় হয়েছে—পাপীর মনে কেনই যে ভয় হয় সে কথা কেনা বুঝতে পারে। যে গিন্নী গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে নানা প্রকার বিবাদ—নানা প্রকার বচসা—নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন কর্‌ছেন—গোবিন্দ বাবুকে কাঁদাতে কাঁদাতে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়েছেন—সেই শত্রু পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন শুনে তাঁর আহ্লাদ না হয়ে যে এক প্রকার অন্তরিক চিন্তা হয়েছে—এর কারণ কি? শত্রু ব্যক্তি বিপদাপন্ন হলেই যে গিন্নীর আহ্লাদের কথা—যার বিপদ দেখ্‌লে গিন্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার কথা আজ যে সেই গিন্নী গোবিন্দ বাবুর বিপদে নিজে বিপদাপন্ন জ্ঞান কচ্ছেন আজ যে তাঁর মনে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হচ্ছে এর কারণ কি? গিন্নী যে গোবিন্দ বাবুর বিপদকে যে নিজের বিপদ জ্ঞান কচ্ছেন এর অর্থ অন্যে বুঝতে পারুক বা না পারুক, কিন্তু গিন্নী তার অর্থ বেশ বুঝতে পাচ্ছে।

গোবিন্দ বাবু যেমন মহাপাপী—গিন্নীও যে তাঁর অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন সে কথা আর প্রকাশ হতে বাকী নাই। সুতরাং গোবিন্দ বাবুর কোন রূপ দোষ প্রকাশ হলে যে সেই সঙ্গে যে তাঁর দোষও প্রকাশ হবার কথা এইটী তাঁর প্রধান আশঙ্কা। বিশেষতঃ সে দিন তিনি ঘৃণিত—যার পর নাই নিন্দিত—যার পর নাই অভদ্রোচিত ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে এখন আর সৎভাব নাই পরস্পর পরস্পরের অনিষ্টকারী সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে সুতরাং গোবিন্দ বাবু দ্বারা যে তাঁর নানা প্রকার বিপদের সম্ভব এইটীই প্রধান আশঙ্কা।

গিন্নী একবার ভাবছে—গোবিন্দ বাবুকে সেরূপ ভাবে তাড়িয়ে ভাল করি নাই—তাঁকে যদি সেরূপ কোরে না তাড়াতাম তা হলে আজ আমাকে এতদূর বিপদাপন্ন জ্ঞান করতে হতো না। যখন আমার দোষ গুণ—আমার ছুক্কিয়া সকলই তাঁর জানা আছে—তখন বুদ্ধি হলো কেমন তখন যে আমায় কেমন একটা ঝোকে ধল্লো তা বুঝতে পাল্লেম না। কোনরূপ বিপদ ঘট্‌বে বলেই কি আমার মনে সেরূপ ভাব হলো বুঝতে পাচ্ছি না। আমি বিশেষ জানি তিনি সহজ

লোক মন। তাঁর দ্বারা না হতে পারে এমন বিপদই নাই। বিশেষ—তিনি যখন আমার উপর মর্ম্মান্তিক চটা—তখন যে আমাকে বিপদে ফেল্‌তে বিধিমতে চেষ্টা কর্‌বেন—এ আর আশ্চর্য্য নয়। আমার আর একটী প্রধান ভয়ের কারণ চাঁপা যখন আমার অনিষ্ট কর্‌বার জন্য সেই রাত্রে আমার অজ্ঞাতসারে গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে—তখনই আমি জেনেছি আমার কপাল ভেঙেছে। মানুষের কপাল না ভাঙলে ঘরের লোককখন পর হয় না। না জানি চাঁপা সর্ব্বনাশী আমার অনিষ্টের জন্য কিরূপ ফাঁদে পেতেছে। আমি দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার ন্যায় এতকাল পুষলেম নাকি? এখন দেখ্‌ছি চাঁপাই আবার আমার একজন প্রধান শত্রু। সুতরাং বিধাতা কখন যে কিরূপ অবস্থায় ফেল্‌বেন সেই চিন্তা। ফলকথা গোবিন্দ বাবুর গ্রেপ্তারের সংবাদ গিন্নীর মাথায় যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হতে লাগ্‌ল। তাঁর দম্ভতেজ ক্রমে ক্রমে যেন নিবে আস্‌তে লাগল। যে গিন্নী এক সময় পুলিসের নাম করে গোবিন্দ বাবুকে ভয় দেখিয়েছেন—সেই গিন্নী আজ এত ভীত—এত চঞ্চল—এত অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন? তিনি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করেছেন যে সেই জন্য এই কষ্ট পাচ্ছেন। নিষ্পাপী লোক কখন এরূপ ভয় গ্রাহ্য করে না। হৃদয়ে পাপ না থাকলে কেউ এতদূর চঞ্চল হয় না। গিন্নী যে কিরূপ পাপে পাপী—তা তিনিই জানেন।

গিন্নী একবার চাঁপার কথা—একবার গোবিন্দ বাবুর কথা, একবার তাঁর নিজের কথা মনে করে নানারূপ ভাব্‌চেন। যে সকল ঘটনা—যে সকল চিন্তা তাঁর মনে এক প্রকার নিদ্রিত ছিল—আজ এক এক করে সে গুলি জেগে উঠ্‌তে লাগল। যে সকল চিন্তা জেগে উঠ্‌ল তা সুখের নয়, অথচ তিনি ত্যাগ করতেও পাচ্ছেন না—যেন একেবারে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক দংশন কর্‌তে লাগল। তিনি সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়্‌ছেন। গোবিন্দ বাবু যে তাঁর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন—সেই চিন্তাই তাঁর প্রধান চিন্তা।

গিন্নী এইরূপ ভাবছেন এমন সময়ে দেখেন যে পুলিসের লোক সকল গিস্‌ গিস্‌ করে বাড়ী ঘিরে ফেল্লে গিন্নী যে আশঙ্কা কচ্ছিলেন—এতক্ষণ যে বিপদের কল্পনা কচ্ছিলেন—সেই বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। পুলিসের

লোক দেখেই গিন্নীর প্রাণ উড়ে গ্যাছে—মাথায় যেন, আকাশ ভেঙে পড়েছে, চোকে আঁধার দেখতে লাগলেন—কি যে করবেন—কিরূপ যে মতলব আটবেন—সেই চিন্তা। চিন্তার আগুণ তাঁর মনে ধু ধু করে জ্বলে উঠ্‌ল। পুলিসের লোক দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেন—গোবিন্দ বাবুই এর মূল—তাঁর জন্যই এ ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি নতুবা আমার বাড়ী যে সহসা এত লোক—এত পুলিসের পাহারাওয়ালা এসেছে—এর কারণ কি? সে দিন যে গোবিন্দ বাবুকে এত গঞ্জনা দিয়ে কাঁদিয়ে বিদায় করেছি—এ দেখ্‌ছি যে সেই পাপের প্রতিফল। তখন বুঝলেম এক—এখন হয়ে পড়ল আর এক রকম। এক একটী—ঘটনা যে কখন কিরূপ আকার ধারণ করে উপস্থিত হয় তা কে বলতে পারে? আমি পূর্ব্বকার সমস্ত ত্যাগ করে—সমুদায় ঘটনা ভুলে—কাশীবাসী হয়েছি—এখানে যে আবার এরূপ ঘটনা ঘটবে তাও তো স্বপ্নেও জানি না। গোবিন্দ বাবু যে আবার এখান পর্য্যন্ত জ্বালাতে আসবেন—আবার যে এখানে আগুণ জ্বেলে দগ্ধ করবেন এ মনে বিশ্বাস ছিল না। এখন যে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াবে—যে আগুণ জ্বলে উঠেছে—এতে যে কতদূর দগ্ধ কর্‌বে—সে কথা ভগবানই জানেন।

এ দিকে দেখতে দেখতে পুলিস বাড়ী পরিপূর্ণ করে ফেল্লে। কোন দিক দিয়ে যে কেউ পালিয়ে যাবে—সে যো নাই। ব্যাধেরা যেমন জালে বদ্ধ করে সেইরূপ গিন্নীও জালবদ্ধ হয়েছে—তাঁর আর এখন নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নাই। মুখে কোন কথা নাই—কেবল আকাশ পাতাল ভাবছেন উপস্থিত অবস্থা হতে যে কি প্রকারে উদ্ধার পাবেন এবং পরেই বা কি হবে এই চিন্তা। কোন প্রকার মতলব মনে স্থান পাচ্ছে না—দুর্ভাবনা স্রোতে ভেসে যাচ্ছে এক একবার স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছেন যে, গোবিন্দ বাবুকে তেমন করে না কাঁদালে ভাল করতেম—তাঁর চোকের জল ফেলিয়েই এই সর্ব্বনাশ হয়েছে। এ সর্ব্বনাশের আর ঔষধ নাই।

পুলিসের লোকেরা তাঁকে গ্রেপ্তার কোরে—বাড়ী সহসা এরূপ ঘিরেছে কেন কেউ তার কিছুই স্থির করে উঠতে পাচ্ছেন না। গিন্নীকে সকলে ভাল মানুষ বলে জান্ত—তিনি যে কি দোষ করেছেন—পুলিস যে কেন তাঁকে গ্রেপ্তার কচ্ছে—ভদ্র লোকের মেয়ে—ভদ্র লোকের মত ব্যবহার

তার ভিতর আবার কি কাণ্ড। লোকে কেউ কোন বিষয় ঠিক করে উঠতে পাচ্ছে না। সহজ অপরাধে—সহজ ব্যাপারে—সহজ ঘটনায় কেউ পুলিসের হাতে যায় না। গিন্নী অনেক দিন এখানে আছেন—এর মধ্যে তো কোন দোষের কথা শুনা যায়নাই। তবে এরূপ ব্যাপার ঘটলো কেন? ফলতঃ কেহই কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছেনা। গিন্নী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—কি যে বলবেন—কি যে কর্‌বেন তা ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হলো গিন্নী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"আমি স্ত্রীলোক—কোন অপরাধে অপরাধিনী নই—তবে আমার উপর এত অত্যাচার কেন? আমি আগা গোড়া কিছুই জানি না—আমার মান সম্ভ্রম সব নষ্ট করে এরূপ ব্যবহার কচ্ছেন কেন? নিরাপরাধিনীর প্রতি দণ্ড দেওয়া কি ভয়ঙ্কর? শান্তি রক্ষা করা পুলিসের কর্ত্তব্য—অতএব সেই শান্তি নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন কেন?"

গিন্নীর কথা শুনে পুলিসের লোক বলে উঠল তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। পুলিস উপযুক্ত কাজই করেছে—যে মহাপাপী এত-কাল পাপ গোপন করে—লোকের চোকে ধূল দিয়ে রেখেছিল—আজ সেই বদমায়েস ধরা পড়েছে—তোমার সমুদায় ব্যাপার প্রকাশ হতে আর বাকী নাই—তুমি এখন ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় মান্যের উপযুক্ত নও। জেল খানাই এখন তোমার উপযুক্ত স্থান। যত দিন পর্য্যন্ত তোমার বিচার না হয় তত দিন আমাদের অধীন থাকতে হবে। তোমার পেটে যে এত বদমায়েসী ছিল ভদ্র ঘরের মেয়ের পেটে যে এত বজ্জাতী সে কথা অআমরা আগে জান্‌তাম না। যা হোক তোমার আর কোন কথা বল্‌তে আবশ্যক হচ্ছে না—এই সময় মানে মানে আমাদের সঙ্গে চল।

গিন্নী পুলিসের কথা শুনে একেবারে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। যে বিপদ পড়েছে—যেরূপ ঘটনা হয়েছে—যেরূপ ব্যাপার দেখ্‌ছি—এ বিপদ—এ ঘটনা—এ কারখানা হতে যে রক্ষা পাব—তার তো কোন উপায় দেখছি না। একে আমি একাকিনী তায় স্ত্রীলোক বিশেষ বিদেশে আছি—এ অবস্থায় যে রক্ষা পাব, তার তো কোন ফিকির দেখ্‌ছি না। বিশেষ এ সময় যদি চাঁপা কাছে থাক্‌ত তা হলেও

অনেকটা উপায় কর্‌তে পার্‌তেম। গোবিন্দ বাবু যে চক্র করে আমার এই সর্ব্বনাশ কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছেন তা যদিও বেশ বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু পাথরে হাত চাপা—বোবার স্বপ্নের ন্যায় মনের কথা মনেই পুষে রাখ্‌তে হচ্ছে। গোবিন্দ বাবুর সর্ব্বনাশ আমার হাতে আর আমার সর্ব্বনাশ গোবিন্দ বাবুর হাতে আমাদের দ্বারা যে সকল ঘটনা হয়ে গ্যাছে—সে সব কারখানা মনে হলে এখনও আমার বুক কেঁপে উঠে। যা হক বেশ করে বুক বাঁধতে হবে—সহজে কোন কাজে হতাশ হওয়া উচিত নয়—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। যখন বিপদ সাগরে পড়েছি তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যখন যমে ধরেছে তখন যে সহজে ছাড়বে এরূপ বোধ হয় না। ফলকথা গিন্নী মনে মনে যাই কেন ভাবুন না—কিন্তু তাঁর যে বিষ দাঁত ভেঙে এসেছে—দশধর্ম্মে যে ধর্ম্মের ঢাক বেজে উঠেছে, কাশীময় যে গোল হয়েছে—সে কথা আর কিছুতেই চাপা থাকে না গিন্নীর মনে একটী বড় লজ্জা হয়েছে যে—যে কাশীতে তিনি এত দর্পে এত অহঙ্কারে কাটিয়ে এসেছেন—সেই কাশীতে যে এত অপমান সহ্য কর্‌তে হলো এইটিই তাঁর পক্ষে মৃত্যু সমান হাড়ে হাড়ে লাগছে। কিন্তু কি করেন কোন উপায় নাই।

পুলিসের লোকেরা গিন্নীর কোন কথা না শুনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানার দিকে নিয়ে চললো—পথে লোকে লোকারণ্য। সকল স্থানেই কাণাকানি পথে পথে খাতায় লোকে লোকারণ্য। সকল স্থানেই এক কথা। সকল স্থানেই গিন্নীর কথা তোলা পাড়া হতে লাগল। গিন্নী যে কি বস্তু এত দিন কাশীর লোক সে সব কথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে নাই—তিনি যে বর্ণচোরা আমের ন্যায়। সকলকে ঠকিয়ে রেখেছিলেন সে কথা কেও বুঝতে পারে নাই। আজ তিনি পুলিসে গ্রেপ্তার হওয়াতে সকলে মনে মনে বুঝতে পাল্লে—পুলিস কখনই বিনা দোষে, বিনা কারণে গিন্নীকে গ্রেপ্তার করে নাই। অবশ্যই এর ভিতর কোন গুপ্ত কারণ আছে। কিন্তু সে কারণটী যে কি যতক্ষণ তা জান্‌তে না পারা যাচ্চে, ততক্ষণ কিছুতেই কারো মন স্থির হচ্চে না। এইরূপে চারিদিকে কথা চল্‌ছে—এদিকে পুলিসের লোক তাঁকে থানায় নিয়ে উপস্থিত।

গোবিন্দ বাবু জান্‌তে পারেন নাই যে গিন্নী গ্রেপ্তার হয়েছেন, কিন্তু তিনি যে গ্রেপ্তার হবেন যখন জাল ফেলেছেন তখন যে আজি

হোক—আর কালিই হোক তিনি যে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হবেন—তাঁর ন্যায় যে গিন্নীরও দশা হবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ কচ্চেন না। তিনি যে এত বিপদে পড়েছেন তাঁর এতদূর যে দুরাবস্থা হয়েছে—কোন দিকে কোনরূপ আশা ভরসা নাই—তত্রাপি তাঁর এই মনে সুখ—গিন্নী গ্রেপ্তার হবেন—গিন্নীর প্রতি রাগ তুল্‌তে পার্‌বেন—তিনি যে তাঁর প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়েছেন—সেই আঘাতের শোধ তুল্‌তে পার্‌বেন। দারুণ রাগে—দারুণ হিংসায়—দারুণ সুখে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে সুতরাং এ অবস্থায় তাঁর এক মাত্র সুখ গিন্নীকে বিপদে ফেলা—গিন্নীর সর্ব্বনাশ করা গিন্নীর সেই অহঙ্কার চূর্ণ করা।

পাপের যে কেমন আকর্ষণ—পাপের যে কেমন ঘটনা—পাপের যে কেমন চক্র—কোথা হতে যেন পাপী আপনিই জড়িয়ে পড়ে। যে গোবিন্দ বাবু—যে গিন্নী গোপনে পাপ করেছিলেন—কেও জান্‌ত না—আজ কেমন ঘটনা সেই দুই মহাপাপী—গ্রেপ্তার হয়ে পুলিসের হাতে জড়িয়ে পড়েছেন। এ সংসার এমন স্থান নয় যে কেও সহজে কোন কুকর্ম্ম করে অমনি অমনি পার পেয়ে যাবে। পাপের ফল ঈশ্বর না ফলিয়ে ক্ষান্ত হন না। অবোধ মানুষ বুঝতে না পেরে পাপরূপ হলাহল পান করে থাকে। পাপ প্রথমে অতি মধুর বোধ হয় সেই বোধে লোকে পাপে নিমগ্ন হয়—কিন্তু যদি কেও পাপের ফলাফল আগে ভেবে দেখে তা হলে কেউ পাপের ছায়া স্পর্শও করে না। পাপের শেষ ফল যে কি ভয়ানক কি শোচনীয়—কি মর্ম্মান্তিক তা যদি কেউ জান্‌তে পারে—তা বুঝে যদি লোকে চল্‌তে পারে—তা হলে এই পৃথিবীই স্বর্গ তুল্য আনন্দধাম হয়ে উঠত। কিন্তু দুরন্ত পাপ তা হতে দেয় না। পাপ মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে সর্ব্বদা চেষ্টা করে থাকে। এই পাপের প্রলোভনে গোবিন্দ বাবু ও গিন্নীর আজ এই দুর্দ্দশা।

গোবিন্দ বাবু যে ঘরে কয়েদ ছিলেন—গিন্নীকে সে ঘরে না রেখে অন্য ঘরে পুরে রাখ্‌লেন। গিন্নীর মুখে আর কোন কথা নাই—তিনি নিজের অভিমানে—নিজের বিপদে নিজে পুড়ে মর্‌তে লাগ্‌লেন। মনের আগুনে প্রাণের ভিতর ধূ ধূ করে জলছে—সে আগুন আর কিছুতেই—নিবারণ হচ্চে না। এ পর্য্যন্ত যে সকল পাপ কার্য্য করেছেন—সেগুলি একে একে মনে উঠছে—আর প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগ্‌ছে। গতানুশো-

চনায় প্রাণে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে। সুতরাং ঘোরতর দুঃখে কোন কথা মনে স্থান পাচ্ছে না। যে গিন্নীর মনে এই সংসার এত সাধের—এত আমোদের—এত সুখের—এত বিলাসের বলে বোধ হয়েছিল—আজ সেই গিন্নীর কাছে সংসার যেন ঘোরতর দুঃখ ও ক্লেশের চির আবাস বলে বোধ হচ্ছে—সংসারের প্রত্যেক সুখের বস্তু তাঁর পক্ষে দারুণ বিষ মাখা জ্ঞান হচ্চে—মন প্রাণ উদাস হয়েছে—পৃথিবী কষ্টের স্থান জ্ঞান হচ্ছে—সুখের সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্ত হয়েছে—বোধ হচ্ছে। তিনি চোকের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে ঘরের ভিতর একটী স্থানে বসে পড়্‌লেন।

গোবিন্দ বাবুকে এই রকম করে একদিন গিন্নী তাঁর ঘরে কাঁদিয়ে ছিলেন—তখন তিনি বুঝতে পারেন নাই যে চোকের জলের সঙ্গে কি দুঃখ মিশনো থাকে তখন তিনি বুঝতে পারেন নাই যে বুকে কিরূপ আঘাত লাগলে মানুষ্যের চোক ফেটে জল পড়ে—চোকের এক একবিন্দু জলের যে কি মর্ম্মান্তিত শক্তি গিন্নী এখন তা বেশ করে বুঝতে পাল্লেন। মানুষ হয়ে মানুষকে কাঁদান যে কি গুরুতর কাজ—এখন তিনি তা বেশ করে শিক্ষা পেলেন। এখন আর কোন উপায় নাই। তাঁর বল বুদ্ধি সব ফুরিয়ে এসেছে। আশা ভরসা সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। গিন্নী কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে পাচ্চেন না এক পাশে চুপ করে বসে আছেন।

গিন্নী মনে মনে ভাবচেন তিনি পুলিসের সম্পুর্ণ একতারে পড়েছেন। কি কি দোষে দোষী করে যে এরা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে—তা যদিও এখনও প্রকাশ করে নাই—কিন্তু ইটি পাকা কথা সামান্য অপরাধ জ্ঞানে কখন আমাকে এরূপ ভাবে গ্রেপ্তার করে নাই। আমি যে দোষে দোষী আছি সে কথা তিন জন ভিন্ন আর কেউ জানে না কিন্তু এমন কথা কার দ্বারা প্রকাশ হয়েছে। আমার যত দূর বিশ্বাস তাতে বোধ হয় গোবিন্দ বাবু ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা প্রকাশ হয় নাই এই যে লোকে বলে থাকে "যার জন্য চুরী করি সেই বলে চোর" আমার কপালে তাই ঘটেছে। গোবিন্দ বাবুর জন্য সেই সর্ব্বনাশ করেছি সেই গোবিন্দ বাবু যে আমাকে এই বিপদে ফেলেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হায় আমি সামান্য অর্থের লোভে যে সর্ব্বনাশে যোগ দিয়েছিলেম সে কথা মনে হলে এখন আমার বুক কেঁপে উঠে

আমি প্রথমে সহজে কিছুইতেই রাজি হই না শেষে অনেক অনুরোধে অনেক ছলনায় অনেক হাতে পায় ধরায় রাজী হই। পোড়া পাপ কথা কত কাল ঢাকা থাকে। আমি ভেবেছিলাম এ যাত্রা বুঝি সেই মহাপাপ হজম হলো দশ ধর্ম্ম ও লোকের চোক্ষে বুঝি বশ দিলাম কিন্তু এত কাল পরে যে সেই নিবনে আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সেই আগুণে য পুড়তে হবে সে কথা একদিনও মনে করি নাই যা হোক কাকেই বা দোষ দিব সকলই আমার বুঝবার দোষ আমি যদি সে সময় গোবিন্দ বাবুর কথায় বিশ্বাস না করে সেই পাপ কার্য্যে না থাকতেম তা হলে আজ আমাকে এত লাঞ্ছনা এত অপমান সহ্য কর্‌তে হতো না। এখনো কি হয়েছে যখন পুলিসের হাতে পড়েছি তখন শেষে যে কি হবে সে কথা ভাবতে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে এসে।

পাপীর মন যে কি নরককুণ্ড তা যদি কেউ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে তবে সে যেন একবার গিন্নীর এখনকার অন্তরের ভাব দেখে। গিন্নীর মনে এখন আর কোন প্রকার সুখ নাই কেবল আগাগোড়া যত পাপ কার্য্য করেছেন সেই গুলি মনে উঠেছে। যে পাপী তার মনে একটুও সুখ থাকে না—সে পাপের ভয়ঙ্কর আগুণে পুড়্‌তে থাকে। তাঁর মনে গুরুতর ভাবনা হয়েছে পুলিসের কাছে কিরূপ যবাব দেবেন কি উপায়ে পাপ কথা ঢেকে রাখবেন কি উপায়ে উপস্থিত বিপদ হতে নিস্কৃতি লাভ কর্‌বেন। এক একবার ভাবছেন যদি গোবিন্দ বাবু দ্বারা আমি গ্রেপ্তার হয়ে থাকি তা হলে কোন রকমেই পার পাওয়া যাবে না—কারণ তার মুখ থেকে যে সকল কথা প্রকাশ হবে তার আর যবাব দেওয়া যাবে না। তিনি ঠিক ঠিক বল্‌বেন—কিন্তু অন্য কোন সূত্রে যদি প্রকাশ হয়ে থাকে এবং সেই কথায় যদি পুলিস গ্রেপ্তার করে থাকে তা হলে পরিত্রাণের উপায় থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। কার দ্বারা যে আমার পাপ কথা পুলিসে প্রকাশ হয়েছে এখন সেইটী জানতে পাল্লে হয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিস তো কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই। কেবল ভয়ানক মূর্ত্তিতে গ্রেপ্তার করে এনেছে। আমি যে এত কাল ডঙ্কা মেরে বেড়াতেম এতকাল যে স্পর্দ্ধা করে সকলের উপর জোর করে চলতেম—পুলিসের নিকট সে সব জোর দম্ভ ভেঙ্গে যাবে।

পুলিস কখনই অমে ছাড়বে না—সহজে কথা বাহির কর্‌তে না পাল্লে শেষে যন্ত্রণা দেবে। আমি একে স্ত্রীলোক—তাতে আবার পুলিসের হাতের ভিতর—সুতরাং কোন রকম যে ফিকির কর্‌ব সে যোও থাকবে না ফলকথা গিন্নী এখন অকুল পাথারে পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছেন। ভয়ে ভাবনায়—অপমানে প্রাণ ছটফট কচ্ছে। আহার নিদ্রা কিম্বা কোন রকম সুখ ইচ্ছা নাই। মনে পাপের আগুণ জলে উঠলে তার আবার নাকি কোন কালে সুখ থাকে—তার সেই নারকী জীবন নানা ক্লেশের আকর হয়ে উঠে। তার জীবনে সুখ থাকে না—কার্য্যে সুখ থাকে না—চিন্তায় সুখ থাকে না—সুখের প্রতিমা আর দেখতে পায় না, সর্ব্বদাই অসহ্য ক্লেশ ভোগ কর্‌তে থাকে।

আজ পুলিসের মনে খুব আহ্লাদ হয়েছে এক জালে দুটো বদমায়েস ধরা পড়েছে। সুতরাং আহ্লাদ না হবেই বা কেন? তারা গোবিন্দ বাবুকে পেয়েই মনে কত আশা করেছিল—তার সঙ্গে আবার গিন্নী এসে পড়েছেন—গিন্নীর এজাহার নিয়ে তাঁকে চালান কর্‌বে—এইটী পুলিসের মতলব। পুলিস সেই মতলবে আছে। সেই জন্য এখন পর্য্যন্ত গিন্নীকে কোন কথা প্রকাশ করে বলে নাই। পুলিসের মনের কথা মনেই আছে,—গিন্নীকে যখন গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে—তখন যে সমুদায় কথা বেরিয়ে পড়বে তাতে আর ভাবনা কি?—

গিন্নী সেই ঘরে যে কিরূপ ভয়ানক অবস্থায় আছেন—তাঁর মনে যে কিরূপ ভাব হচ্চে—সে কথা প্রকাশ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। গিন্নী যেমন ধড়িবাজ—যেমন চালাক—যেমন লোক—আজ তেমনি অবস্থায়—পড়েছেন। এ অবস্থায় চালাকী করা—এই সকল পুলিসের লোকের চোকে ধুলো দেওয়া—এদের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করা কিছু সহজ কথা নয় সুতরাং এখানে এসে তাঁর আত্মা পুরুষ একেবারে উড়ে গ্যাছে দুঃখের পর দুঃখ—বিপদের পর বিপদ—অপমানের পর অপমান—ঘৃণার পর ঘৃণা মনে হচ্ছে। দুঃখের—অপমানের অপার সাগর উথলে উঠছে। প্রাণে ভয়ের ছবি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

পুলিসের লোক জন গিন্নীকে সেই ঘরে রেখে তারা আপন আপন কাজে গেল। তাঁর প্রতি যে কি রকম ব্যবহার কর্‌বে—পুলিস তা আদৌ প্রকাশ কল্লে না—সুতরাং গিন্নীও কোন কথার কোনরূপ আভাস পেলেন না। যে পুলিস তাঁকে এমন করে ধরে নিয়ে এলো—যে পুলিসের প্রাসের

ভিতর তিনি পড়েছেন—সেই পুলিস কেনই যে তাঁর প্রতি কোনরূপ অসৎ ব্যবহার কচ্ছে না তিনি তা বুঝতে না পেরে আরো বিস্মিত—আরো চিন্তিত—আরো শঙ্কিত হতে লাগলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন ব্যাপারখানা কি? আমি স্বয়ং কোন বিষয়েরই অর্থ বুঝিতে পাচ্ছি না।

চতুর্থ স্তবক।

—:০:—

আগুণ জ্বলিল।

"তুমি কাঁদিছ কি লাগি? হায় কার অনুরাগী?
দুনয়নে শতধারে, অশ্রু বহে অনিবার,
প্রেমে কিম্বা সংসারে হইল বিরাগী?
যোগে কিম্বা ভোগে আশা, কিম্বা প্রেম ভালবাসা?
কিসে হইয়ে নিরাশা, হলে গৃহত্যাগী।"

পৃথিবীর অবস্থা কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কোথাকার ঘটনা কোথায় যে কি আকারে উপস্থিত হয়—সে কথা কে বলতে পারে?—শিল্পী পুলিসের হাতে—গোবিন্দ বাবু পুলিসের হাতে—উদাসিনী পুলিসের হাতে। এই সকল লোকের মধ্যে কে যে দোষী—কে যে পাপী—সে কথা বিধাতা পুরুষই জানেন। পুলিস এক এক করে গোবিন্দ বাবু ও শিল্পীর এজাহার নিয়েছে। অনুসন্ধানে যে সকল কথা প্রকাশ হয়েছে—সে কথা শুনলে এমন লোক কেউ নাই যে তাঁর বুক না কেঁপে উঠে? দুরাচার মানব সামান্য স্বার্থের খাতিরে—সামান্য লোভে—সামান্য বিষয়ে—যেরূপ আশক্ত যেরূপ উন্মত্ত—যেরূপ বিব্রত—তার প্রমাণ এই গোবিন্দ বাবু ও শিল্পী।

এই যে লোকে বলে থাকে পাপী দশজন নিয়ে মজায়—সে কথা মিথ্যা নহে। দুরাচার গোবিন্দ বাবু যেরূপ ভয়ানক লোক সে পরিচয় কারো অজানিত নাই। তিনি যে একাই সমুদায় পাপ কার্য্য সাধন করেছেন এরূপ নয়—সময় সময় তাঁর দ্বারা—অর্থের দ্বারা—বল প্রকাশ দ্বারা—সংসারে না হয়েছে এমন ব্যাপারই নাই। আজ পুলিসের কাছে এক একে সেই কথাগুলি [illegible] প্রকাশ [illegible]

আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই—একজন বদমায়েস গ্রেপ্তার হওয়াতে সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন বদমায়েস বেরিয়ে পড়েছে—যেমন ভয়ানক মোকদ্দমা আজ তেমনি এক জালে সকলেই ধরা পড়েছে। আজ পুলিসের বুক দশ হাত এই মোকদ্দমার কিনারা হলে বিলক্ষণ পুরস্কার হবে—দেশের এক দল পুরণো বদমায়েস জব্দ হবে সুতরাং পুলিসের আহ্লাদ হবারই কথা।

পুলিস গোবিন্দ বাবুর প্রতি কোন রকম অত্যাচার না করে মিষ্ট কথায় —সৎব্যবহারে সমুদায় এজাহার নিতে লাগল। এজাহারে যে সকল কথা প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল—যে সকল লোক সেই সকল পাপে লিপ্ত ছিল—তাদের নাম আর অপ্রকাশ রইল না। একজালে অনেক গুলি লোক জড়িত হয়ে পড়্‌ল। গিন্নী যে কি রকম চরিত্রের লোক—তাঁর দ্বারা যে কি রকম—কাজ হয়েছে—গোবিন্দ বাবুর মুখে সমুদায় প্রকাশ হলো। গোবিন্দ বাবু নিজের নাসিকাচ্ছেদ করে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার ন্যায় আপনার অনিষ্ট করেও গিন্নীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছেন তাঁর মনে এখন নিজের প্রাণের প্রতি কোন রকম মায়া মমতা নাই—প্রাণের মায়া—সংসারের মায়া সমুদয় পরিত্যাগ করে একমাত্র ইচ্ছা গিন্নীর অনিষ্ট করে রাগ তুলবেন।

পুলিস গোবিন্দ বাবুর এজাহার নিয়ে পরে গিন্নীর এজাহার নিতে লাগল। গিন্নী প্রথমে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই—যে সকল উত্তর করেন তার মাথা মুণ্ড কিছুই নাই—সকল কথা গোলযোগ পূর্ণ। এক কথার আর এক রকম উত্তর দেন। পুলিস তাঁর কথা শুনে একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলতে লাগল। প্রথমে তাঁর প্রতি কোন রকম অভদ্রোচিত ব্যবহার করে নাই—মিষ্ট কথায় কথা প্রকাশ করবার চেষ্টায় ছিল—কিন্তু এখন তার কথার প্যাঁচ সে দেখে সৎব্যবহার ত্যাগ কল্লে। নানা রকম ভৎর্সনা করে—নানা প্রকারে রাগ প্রকাশ করে ধম্‌কাতে লাগল। গিন্নী এতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিসের শান্ত মূর্ত্তিই দেখেছিলেন—তখন তারা ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করে বসল। একে পুলিস—তাতে আবার রাগান্বিত—গিন্নী পুলিসের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখে বিলক্ষণ বুঝতে পাল্লেন দোষীর পক্ষে পাপীর পক্ষে পুলিস ভয়ানক বস্তু। পুলিস সহজেই ভয়ানক তার উপর আবার রাগলে রক্ষা নাই। গিন্নী মনে মনে ভাবতে লাগল—তাইতো

এখন কি করি? এরা যেরূপ রেগেছে যেরূপ ভাবে কথা বলছে—একটু পরেই যে অপমান করবে তার আর সন্দেহ নাই। এখন আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত—একে এই বিপদে পড়েছি—তার উপর যদি পুলিস আবার ক্ষেপে দাঁড়ায় তবেই তো সর্ব্বনাশ। এখানে দয়া ধর্ম্মের কোন আশা নাই---সুতরাং এদের দ্বারা যে কোন রকম সৎব্যবহার লাভ করবে সে আশা বৃথা। কিন্তু কথা হচ্ছে সামান্য রাগ প্রকাশ কচ্ছে বলেই যে সকল কথা একে বারে ফড়্ ফড়্ করে বল্লে আপনার বিপদ আপনার সর্ব্বনাশ—আপনার অনিষ্ট আপনি ডেকে আন্‌ব—সেও তো যারপর নাই নির্ব্বোধের কাজ। যখন বিপদে পড়েছি—তখন সে বিপদ যাতে না বাড়ে তারই চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করে যখন বিফল হব তখন অদৃষ্টে যাই থাকে তাই হবে।

গিন্নী এইরূপ ভাবে কেবল রসে মতলব আঁটছেন—কিন্তু কোন রকম মতলবই কর্ত্তব্য বলে স্থির হচ্ছে না। হাজার হোক মেয়ে মানুষের বুদ্ধি--তাতে আবার বিপদাপন্ন এ অবস্থায় যে কর্ত্তব্য ঠিক রেখে চলা কতদূর গুরুতর কাজ—যে এরূপ অবস্থায় পড়েছে—যে এরূপ কাজে জড়িত হয়েছে সেই তা বেশ বুঝ্‌তে পারে নতুবা অন্যে সে বিপদের ভয়ানকত্ব কোন রকমে জাস্তে পারে না। তবে গিন্নী নাকি খুব পাকা লোক—অনেক কাপ্তেন ভাসিয়ে এসেছেন—অনেক রকম বদমায়েসী তাঁর হাড়ে হাড়ে আছে—তাই এত বিপদে পড়েও একে বারে দমে জান নাই। কখন কথার ছলনায়—কখন হাসি মুখে—কখন নানা ভাবভঙ্গিতে পুলিসের চোকে ধুল দেবার ফিকিরে আছেন। তিনি যে অস্ত্রে—যে কৌশলে যে মতলবে যে মধুমাখা কথার জোরে এতকাল সংসারে জয় লাভ করে বেড়াচ্ছিলেন—এখন সেই কৌশলে পুলিসের চোকে ভেল্‌কী দেখাবেন এইটাই গুরুতর মতলব।

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে পড়েছে দেখে পুলিস তখন আর গিন্নীর এজাহার না নিয়ে তাঁকে বল্লে তুমি এখন খাওয়া দাওয়া করে আহারান্তে তোমার এজাহার নিতে হবে---যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেছি সেই সকল কথার উপযুক্ত উত্তর দিতে হবে—কোন রকমে আসল কথা প্রকাশ করতে বিলম্ব করলে—কিম্বা বদমায়েসী কল্লে নিস্তার নাই—যদিও কোন রকমে পরিত্রাণের উপায় থাকে আমদের অসাধ্য হলে সে উপা-

য়ের পথে যে কাঁটা পড়বে তা স্থির জান্‌বে। এখন আমাদের হাতেই তোমার ভাল মন্দ আমরা যে রকম কল টীপে দেব তোমাকে আবার সেই রকম চল্‌তে হবে। অতএব যদি নিজের ভাল চাও তবে আমা যা জিজ্ঞাসা কর্‌ব—সে কথার অন্যথা করবে না। পুলিস এইরূপ দুই একটী কথা বলে সেই ঘরের চাবি বন্ধ করে বেরিয়ে এলো। সুতরাং গিন্নী আবার একাকিনী হলেন—তাঁর চিন্তার ফোয়াবা আবার খুলে গেল—প্রাণের ভিতর হতে আবার নানা রকম আগুণ ছুটতে লাগল।

তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন পুলিস যদিও এখন এখান হতে চলে গেল কিন্তু খানিক পরেই তো আবার আসবে—তখন কি বলে কথার জবাব দিব—কোন কথারই কোন প্রকার উত্তর দিব—কি বলেই বা নিজের মাথার বিপদ অন্যের মাথায় নামাব। আমি কোন দিকেই তো কোন প্রকার উপায় দেখচি না—চারি দিকেই বিপদের সমুদ্র তোলপাড় কচ্ছে; এ বিপদ সমুদ্র সাঁতারে পার হওয়া কিছু সহজ কথা নয়। যা হোক গোবিন্দ বাবু তোমার মনে এত ছিল—আগে যদি জান্‌তেম যে তোমার পেটে এত বদমায়েসী—তোমার কাজের পরিণাম এইরূপ বিষময়—তোমার মতলবে থাক্‌লে শেষে এইরূপ জলে পুড়ে মরতে হবে তা হলে তোমার ছায়াও স্পর্শ করতাম না। তোমার সংস্রবে যে কি বিষময় ফল ফলে এখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। তুমি যে সর্ব্বনাশ করেছ যে মহাপাপ করে পাঁচ জনকে মজিয়েছ এখন সেই পাপের ফল ভোগের সময়।

বিপতে পল্লে লোকের যেমন জ্ঞান হয় অন্য সময় সেরূপ হয় না যে গিন্নী এক সময় গোবিন্দ বাবুর প্রধান ভরসাস্থল ছিলেন যিনি এক সময় গোবিন্দ বাবুর মতলবে চলেছেন তিনি আজ তাঁর কাজে দোষ দিচ্ছেন আজ তিনি গোবিন্দ বাবুর কাজের যেমন দোষ গুণ বুঝতে পারতেন তা হলে আজ তাঁকে এরূপ করে, এরূপ অবস্থায় বসে এরূপ ভাবে হা হুতাস করতে হতো না। যে আগুণে তাঁর অন্তর দগ্ধ হচ্ছে যে বিষে তাঁর প্রাণ জর জর হচ্ছে এ কথনই হতো না।

গিন্নী ভাবতে লাগলেন যে মলিনাকে উপলক্ষ করে এত কারখানা হয়ে পড়েছে এখন সেই মলিনারই বা দশা কি হবে। আমার যে এরূপ অবস্থা হয়েছে মলিনা সে কথা বোধ হয় আদৌ জান্‌তে পারে নাই।

যাই হোক গোবিন্দ বাবু হতে যখন আমার এই অবস্থা হয়েছে তখন তাঁকে এ জন্মের মত মলিনার আশা ত্যাগ করতে হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাদের জন্য আমার মান সম্ভ্রম লোক লজ্জা সব ত্যাগ করতে হলো যাহাদের জন্য আমাদের ইহ কাল পরকাল গেল যাহারা আমার সর্ব্বনাশের মূল হলো তাদের যাতে ভাল হয় সে কাজ করতে আমার কি আর ইচ্ছা হতে পারে? যে গোবিন্দ বাবুর জন্য এত হলো এখন সেই গোবিন্দ বাবু কোথা আছেন তাঁর কিরূপ অবস্থা হয়েছে কি কি উপায়ে তিনি আমার প্রতি এই রকম শক্রতা সাধছেন তা জানতে পাল্লে অনেকটা মন সুস্থ হয়। যে ব্যক্তি পরের সর্ব্বনাশ করতে পারে তার সর্ব্বনাশ যে আগে হয়ে থাকে ইটা কি গোবিন্দ বাবু জানেন না? যদি তাঁর সে বোধ থাকতো যদি তিনি মানুষ হতেন তা হলে কখনই এই সর্ব্বনেশে আগুণ জ্বালতেন না তিনি যেরূপ আগুণ জ্বেলেছেন যেরূপ কারখানা করে তুলেছেন এ আগুণে যে কেবল আমিই একা পুড়ে মরবো তিনি তা মনেও স্থান দেন না। যদি পুড়তে হয় সকলে পুড়ব এক আগুণে সকলেই জ্বলে মরব যে আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে তার সর্ব্বনাশ করব তাতে আমার বাধা কি?

ফলতঃ গিন্নী একবার গোবিন্দ বাবুর কথা একবার মলিনার কথা এক বার নিজের কথা মনে করতে লাগলেন গিন্নীর মনে এখন বিষম একটা গোলযোগ লেগেছে যদি গোবিন্দ বাবু দ্বারা এ সর্ব্বনাশ হয়ে থাকে তবে আর সকলের অনিষ্ট করা যে নিতান্ত অন্যায় তাও বিলক্ষণ বুঝেতে পাচ্ছি সুতরাং পুলিসে এজাহার দেওয়া আমার পক্ষে যে কতদূর কঠিন তা আমিই জানছি এরূপ বিষম বিপদে কর্ত্তব্য স্থির কিছু সহজ কথা নয়। এখন আমাকে কোন কথার জবাব দিতে হলে সব হাতে রাখতে হবে তেমন তেমন দেখি মৃত্যুশর বাণ ছাড়ব আর সুবিধা মত দেখি চেপে চলব নতুবা একেবারেই হাতের বাণ ছাড়া উচিত নহে। কারণ একটা হয়ে গেলে আর ফিরাণ যায় না।

পঞ্চম স্তবক।

—:০:—

চঞ্চল মনের চঞ্চলতা।

"সে মনের ব্যথা, নৈশ নিস্তব্ধতা,
ভেদিয়া উঠিল!
নীরব অন্তর গীহ বিগাদ সঙ্গীত মত,
তবু অম্বর ছাইল,

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রৌদ্রের আর তেজ নাই, সূর্য্যদেবের সে দম্ভ, সে প্রভাব, সে বিক্রম নাই—পৃথিবীও শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেছে। রাত্রির আগমনের পূর্ব্ব আয়োজন হয়েছে। এমন সময় উদাসিনীর হাতে একখানি পত্র এসে উপস্থিত হলো। পত্রের উপর ডাকের মোহর ছাপা, তিনি পত্র পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন, এ সময় কে আমাকে পত্র লিখিলেন? এ সংসারে এমন লোক কে আছে? কে‚ই যে পত্র লিখেছে, তিনি তার কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। পত্রবাহক পত্রখানি দিয়ে চলে গেল। তিনি ব্যস্ততার সহিত পত্রখানি খুলে পড়্‌তে লাগ্‌লেন; পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—"তুমি যে বিপদে পড়েছ, সে জন্য একটুও চিন্তা কর্ব্বে না। মানুষ চিন্তা দ্বারা কিছুই কর্ত্তে পারে না,—অনেক সময় চিন্তা মানুষকে পাগল করে তুলে। মানুষের যে কোন বিপদ হোক না, যদি সৎপথে থাকা যায়, তা হলে সমুদয় বিপদ কোথা চলে যায়। সৎপথে থাক্‌লে যে ঈশ্বর সহায় হয়ে থাকেন, এ কথা চিরদিন মনে রাখ্‌বে। কোন বিষয়েই চঞ্চল হবে না। তোমার বিপদ তুমি যতটা না ভাব্‌ছ, তা অপেক্ষা যে আমি শতগুণে চিন্তিত আছি, তা স্থির জান্‌বে, তোমার বিপদের যে অংশ নিতে আর একজন আছে, ইটী বেশ মনে রাখ্‌বে।"

উদাসিনী পত্র পড়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, এ আবার কি ব্যাপার! বিপদের অংশ নিতে আর একজন আছে, এ কথার অর্থ কি? আমি তো এ সংসারে এমন আত্মীয় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবে আত্মীয়ের মধ্যে অভিভাবকের মধ্যে, হৃদয়ের দুঃখ জানাবার মধ্যে, এই অকুল সংসার মধ্যে

সেই গুরুদেব বাপুদেব শাস্ত্রী। কিন্তু তিনি যদি আমায় প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময় থাক্‌তেন তা হলে সেইরূপ অবস্থায় আমাকে সেই জঙ্গল মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে যেতেন না। তিনি আমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসতেন। তাঁর যদি ভালবাসা থাক্‌ত তা হলে এত দিন আমার কোন অনুসন্ধান না নিয়ে কোনমতে নিশ্চিন্ত থাকতেন না। মানুষের মনের অবস্থা কখন যে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তন হয় তা কে বল্‌তে পারে? আমি এক দিনও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে গুরুজী আমাকে যেরূপ ভালবেসে থাকেন, তার হ্রাস হবে, তাঁর স্নেহ মায়া যে কখন আমাকে ত্যাগ কর্‌বে, একথা ভাবতে হলেও যেন আমার বুক ভেঙে যেতো যা হৃদয়ে জান্‌তে পারি নাই, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই, কল্পনায় জানতে পারি নাই—আজ সেই গুরুজী যে আমার প্রতি মায়াশূন্য হয়েছেন, একথা মনে করতে হলো। তাই বলি এ সংসার অস্থির এর কার্য্য অস্থির ভালবাসা অস্থির। ফলতঃ অস্থির সংসারের সকলই অস্থির সকলই চঞ্চল সকলই জল বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণ স্থায়ী। মানুষ এক পৃথিবীতে কাহাকেও চিরদিন ভালবাসতে পারে না। যাকে না দেখলে প্রাণ অস্থির হয় চোকে আঁধার দেখা যায়, দুদিন পরে আবার সেই ভালবাসার পাত্র ভুলে অনায়াসেই থাক্‌তে পারে। তাই বলি চঞ্চল সংসারের কোন কাজেই বিশ্বাস নাই।

উদাসিনী পত্রখানি আগাগোড়া পড়ে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছেন। না—তাঁর মন অকূল চিন্তা সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ সময় তাঁকে এরূপ ভাবে পত্র লিখলে যে কে, সেই চিন্তা—সে চিন্তার পার নাই—কূল নাই—উপায় নাই। কি আশ্চর্য্য এ সংসারে ঈশ্বর যাকে ভাবতে দেন, যার হৃদয় হতে সুখ তুলে নেন, তাকে কি কখন সুখী হতে নাই? উদাসিনীর অদৃষ্টের গতি কে জানতে পারে? তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি? সে কথা অন্তর্যামী বিধাতা ভিন্ন আর কে বল্‌তে পারে? উদাসিনীর দুঃখ করবার স্থান এক বাপুদেব শাস্ত্রী, তাঁর অভিমান করবার স্থান এক বাপুদেব শাস্ত্রী, তাঁর আবদার করবার স্থান এক বাপুদেব শাস্ত্রী সুতরাং তাঁর কথা যখনই তাঁর মনে উদয় হয়, যখন সেই চিন্তা মনে কর্‌তে থাকেন—তখনই সেই কথা মনে হয়ে যেন তাঁর অন্তকরণের দুঃখের জোয়ার খেলতে থাকে। তিনি কোন বিষয় ভেবে স্থির করতে পারেন না।

নিত্য নূতন রকম ঘটনা, নূতন রকম ভাবনা, নূতন রকম কারখান ঘটতে থাকে। এ পর্য্যন্ত তাঁর ভাগ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছে—কেনই যে সে সকল ঘটেছে, কেনই যে তাঁর অদৃষ্টে সকলই অদ্ভুত, সকলই নূতন সকলই সৃষ্টি ছাড়া বলে বোধ হচ্ছে। তিনি তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না।

তিনি পত্রখানি আবার পড়তে আরম্ভ কল্লেন—একবার দুবার তিন বার পড়লেন—কিন্তু কোন অর্থই বুঝতে পাল্লেন না—অনেক চিন্তা কল্লেন কিন্তু কোন মতেই বুঝতে না পেরে আবার তা মুড়ে রাখলেন।

এখন অনেক গুলি কথা উদাসিনীর মনে উপস্থিত; প্রথম ভাবলেন আমাকে সেইরূপ করে দস্যুগণ প্রতারণা জালে জড়িত কল্লে কেন? আমার নিকট এমন কিছু সম্পত্তি নাই যে, যে জন্য লোকের লোভ জন্মিতে পারে? বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাপুদেব শাস্ত্রী যে আমার গুরু, তিনি যে আপন কন্যার মত আমাকে স্নেহ করে থাকেন—তাঁর কথা শুনলে আমি যে কোন সন্দেহ না করে চলে আসব তাই বা কি উপায়ে জানতে পাল্লে? যদি দস্যু হস্তে পড়লেম তবে আবার এ মোকদ্দমা কেন? আমি তো কোন বিষয়ের মূল খুঁজে পাই না। এ সকল ঘটনা বিধাতা আমার জন্য কি পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন? কি আশ্চর্য্য! দুঃখের পর দুঃখ—ঘটনার পর ঘটনা—আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য এর বিশ্রাম নাই। এ ঘটনা স্রোত যে কোথা গিয়ে বিশ্রাম করবে—এ দুঃখ যে কোথা গিয়ে অবসান হবে—এ আশ্চর্য্য ঘটনার কোথা গিয়ে যে মীমাংসা হবে—ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি ভাবে চিত্রিত আছে, সে কথা কে বলবে? দিনের পর দিন আসছে রাত্রির পর রাত্রি আসছে কিন্তু আমার অদৃষ্টে সকলই স্বপ্নবৎ জ্ঞান হচ্ছে। এত দিন এলো ও গেল কিন্তু কেউ আমাকে এক দিনের তরেও সুখী করতে পাল্লে না—আমার পক্ষে সকল দিনই সমান।

তিনি আবার ভাবতে লাগলেন পত্র খানির মর্ম্ম আশাপ্রদ! এ লেখক যিনিই হোন না কেন—তাঁর হৃদয় উপকার করতে ইচ্ছুক—অযাচিত উপকার—এ নরক তুল্য সংসারে এমন লোক কে? এ অভাগিনীর দুঃখে কার হৃদয় জেগে উঠল—হৃদয়ে বেদনা না পেলে কে কার জন্য কেঁদে থাকে? হতে পারে সংসার মধ্যে এমন লোক আছেন যে, যিনি

পরের দুঃখ নিবারণ করতে খুঁজে বেড়ান—তাঁর হৃদয় অন্যের দুঃখের ভার নিতে ব্যস্ত—সংসার মধ্যে তিনি গুপ্তভাবে থেকে লোকের ক্লেশ নিবারণ করে বেড়ান, দেব সদৃশ এরূপলোক আছে বলেই সংসার পুণ্যধাম বলে বোধ হয়। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগিনী সংসারে ক জন আছে? আমার চোকের জল মুছতে কার করুণ হস্ত উদ্যত—আমার ক্লেশ জানতে কে চেষ্টিত? আমি আজন্ম কষ্ট ভোগ কর্‌ব—আমার জীবনে সুখের অমৃতযোগ ঘটবে না—যদিও তা স্থির জানি—তবে আবার আমার দুঃখ মোচন করতে কার মাথার টনক নড়ল। এ সংসারে পদে পদে যেরূপ প্রতারিত হয়েছি—পদে পদে যেরূপ ক্লেশের ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি দেখে অন্তঃকরণ স্তম্ভিত হয়েছে—তাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কারো কথায় বিশ্বাস হয় না।

বাস্তবিক এ পৃথিবীর অনন্ত লীলা বুঝে ওঠা ভার। যে উদাসিনী এক সময়ের নিজের হৃদয়ের ন্যায় সংসারকেও সরলতাময় বলে বিশ্বাস করে-ছিলেন—সেই উদাসিনী আজ আবার সেই সংসারকে বিষম প্রতারণার রঙ্গভূমি—বিষম অত্যাচারের স্থান—বিষম নরক তুল্য জ্ঞান করতে লাগ্‌লেন। তাঁর বিপদে একটী লোক কাতর—অথচ নাম অপ্রকাশ—এই কারণেই তাঁর মনে নানা তর্ক নানা কথা উঠ্‌তে আরম্ভ হয়েছে—যে বাপুদেব শাস্ত্রীকে পিতার অপেক্ষা অধিক ভক্তি করতেন—হৃদয় অপেক্ষা—ভাল বাসার পাত্র জ্ঞান করতেন—পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র বোধ কর্‌তেন—আজ সেই বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রতিও তার মন টলে গ্যাছে—আজ তাঁর স্নেহ যে হ্রাস হয়েছে এ বিশ্বাস অন্তঃকরণে স্থান পাচ্ছে—আজ সে বিশ্বাস—সে ধারণা তাঁর মনে উঠেছে—ইতিপূর্ব্বে কখনও সেরূপ বিশ্বাস তাঁর মনে হয় নাই। তাঁর সরলমন কখন অন্য প্রকার ভাবতে জানত না—কিন্তু পৃথিবী তাঁকে অন্য রকম ভাবতে শিখিয়েছেন।

বাপুদেব শাস্ত্রী এখন কোথা—কিরূপ ভাবে কাল কাটাচ্ছেন—তিনি তাঁকে একেবারে হৃদয় হতে পুঁছে ফেলেছেন কি না, সেইটা উদাসিনীর মনে উঠেছে। বাপুদেব শাস্ত্রীর প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস সে বিশ্বাস তিনি সহজে ত্যাগ কর্‌তেও পাচ্ছেন না, অথচ মনে কোন একটা মীমাংসাও হচ্ছে না। এক একবার ভাবছেন তিনি সংসার ত্যাগি মহাপুরুষ—

সংসারের সকল প্রকার মায়ামমতা ত্যাগ করে কেবল মাত্র আমার প্রতি স্নেহবান ছিলেন—এখন বোধ হচ্ছে—সেই স্নেহ জাল ছিন্ন করে—কোন তীর্থে বাস কচ্ছেন। নতুবা তিনি কখনই আমাকে ভুলে নিশ্চিন্ত হতেন না। এক একবার বোধ হচ্ছে এ পত্র খানি তাঁরই লেখা—কারণ তিনি ভিন্ন আমাকে এরূপ প্রকারে পত্র লিখিবার দ্বিতিয় মনুষ্য এ সংসারে তো দেখতে পাই না। তিনিই যেন এরূপ—গোপনভাবে পত্র লিখেছেন কিন্তু আবার—একটী বিষম সন্দেহ হচ্ছে—তিনি এরূপ গোপন ভাবে পত্র লিখ্‌বেন কেন? আমার নিকট তাঁর গোপনের প্রয়োজন কি? বিশেষ আমার যখন এই বিষম বিপদ উপস্থিত—তখন তিনি যে আমার নিকট না এসে—গোপন ভাবে পত্র লিখবেন, এরই বা অর্থ কি? আর এককথা আমি যে, এখানে এরূপ অবস্থায় আছি এ সংবাদই বা তিনি কি উপায়ে জান্‌তে পেরেছেন। আমার অটল বিশ্বাস, তিনি জানতে পাল্লে যে কোন অবস্থাই থাকুন না কেন—নিশ্চয়ই এখানে না এসে স্থির থাকতে পারতেন না। আমি যদি তাঁর মন না জান্‌তেম—আমি যদি আবার তাঁর ভালবাসা স্নেহও না জান্‌তেম—তা হলে সন্দেহ হতে পার্‌ত। তবে এ পত্রের লেখক কে? কি উদ্দেশে কে যে এরূপ ভাবে পত্র লিখেছে—তার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। অযাচিত দয়া দেখে মনে ভয় হয়, কি জানি কার মনে কিরূপ ভাব—তাই বা কে বলতে পারে—সংসারে যে কে কি ভাবে কাজ করে—কার মনের যে কি রকম উদ্দেশ্য তা পরমেশ্বরই জানেন—অন্তর্য্যামী বিধাতা ভিন্ন মনুষ্যের মনের ভাব আর কেউ বল্‌তে পারে না। এইরূপে উদাসিনী নানা প্রকার চিন্তা কচ্ছেন—অথচ কোন প্রকার চিন্তার কুল পাচ্ছেন না—নিকটে এমন লোক কেউ নাই যে, তার সঙ্গে মনের কথা প্রকাশ কর্‌তে পারেন।

তিনি মনে মনে ভবতে লাগলেন আমার ন্যায় কেউ কখন এরূপ অবস্থায় পড়ে না। মধ্যে মধ্যে এমন এক একটী ঘটনা দেখা যায় না। কোথাকার ঘটনা যে, কোথা এসে যুটে, সে বলবার নয়। এই পত্র খানি পেয়ে পর্য্যন্ত মনে যে কত রকম কথা উঠছে—কত রকম ভাবনা হচ্ছে কত রকম আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—কত রকম সন্দেহ হচ্ছে তা পরমেশ্বরই জানেন। নদীর তরঙ্গের ন্যায় একটীর পর একটী, তার পর আর একটী ভাবনা এসে উপস্থিত হচ্ছে। এক একবার ভাবি আর

বিষয় ভাবব না, কোন রকম কথা নিয়ে তর্ক কর্ব্ব না—কিন্তু মনের যে কেমন চঞ্চলতা, কিছুতেই স্থির হতে পাচ্ছি না। হৃদয়ের বেগ যেন উথলে উঠছে—এ তরঙ্গ যে কোথা গিয়ে স্থির হবে—কোন সমুদ্রে যে চিন্তা-স্রোতে গিয়ে মিশবে, সে কথা মাথার উপর যিনি আছেন,—তিনি ভিন্ন আর কে বলতে পারে? চিঠির উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে তো কোন কথাই নাই—লেখকের অভিসন্ধি যদি কু হয়, হলেও হাত নাই, বিধাতা যখন যেমন রাখবেন, অদৃষ্টে যেমন অবস্থা করবেন—তাই হবে, ভবিষ্যতের জন্য আর ভাবতে পারি না।

উদাসিনী এইরূপ স্থির করে পত্রখানি পুনর্ব্বার খামের মধ্যে পুরে রাখলেন। কত দিনে মোকদ্দমা শেষ হবে—কত দিনে এই অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পেয়ে, আপন ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বেড়াবেন—এইটীই মনে কচ্ছেন। বনের পাখী যেমন স্বাধীন মনে যথা ইচ্ছা ভ্রমণ কর্ত্তে থাকে, তাঁর মনেও সেইরূপ ভ্রমণের ইচ্ছা জেগে উঠেছে। মোকদ্দমা যে কি পদার্থ, তা স্বপ্নেও জানেন না, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে যে, এরূপ বদ্ধভাবে থাকতে হয়—তিনি তা আদৌ জানেন না, তাঁর স্বাধীন মন স্বাধীনতা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এদিকে দেখতে দেখতে বেলা অবসান হয়ে রাত্রি উপস্থিত; দেখতে দেখতে একটী দুটী করে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে দেখা দিতে লাগল—নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রদেব যেন রাজসভার ন্যায় উজ্জল করে সভা করে বসেছেন। আকাশের অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে—এই অপূর্ব্ব শোভার সময় মানবমন স্বভাবতঃই শান্তিসুখ লাভ করে থাকে। যে পৃথিবী মহাকল্লোলময় মহাসমুদ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করেছিল—সেই পৃথিবী এখন সে উগ্রচণ্ডাভাব ত্যাগ করে শান্তিমূর্ত্তি ধারণ করেছে। আকাশে শোভা, জলাশয়ে শোভা, ফলতঃ জগতের চারিদিকই অপূর্ব্ব শোভার চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই স্থির গম্ভীর অথচ শান্তিময় সময়ে উদাসিনী সেই পত্রখানি হস্তে করে, গম্ভীরভাবে বসে বসে কি চিন্তা কর্ত্তে লাগলেন। সে চিন্তার পারাবার নাই—সুতরাং যারপরনাই সে চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাই কেন? পর চিন্তা তাঁর হৃদয়েই রাজত্ব করুক, সে রাজত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই।

ষষ্ঠ স্তবক।

অস্থির মনের কল্পনা।

"প্রকৃতির এই শান্ত সুরম্য আসরে
ফুটিয়াছে কত ফুল গণিতে না পারি,
খেলিছে সোহাগে কত নাচিছে ভ্রমরী,
সাধিতেছে বিলাসীরে করিতে গ্রহণ।"

দিন যায়—ঘটনা যায়—সুখ যায়—দুঃখ যায় কিন্তু তাদের চিহ্নগুলি মনে থাকে। মন সেইগুলি স্মরণচিহ্নস্বরূপ ধারণ করে। সেই স্মৃতিচিহ্ন কারো পক্ষে নির্ম্মল সুখের—নির্ম্মল তৃপ্তির—নির্ম্মল আমোদের হয়ে উঠে। আবার অদৃষ্টের দোষে ঐ সকল দারুণ কষ্টকর—দারুণ হৃদয় বিদারক—দারুণ মর্ম্মভেদী আকারে দেখা দেয়। সকলই অদৃষ্টে করে—অদৃষ্টের দোষ গুণে স্থলবিশেষে—ঘটনা বিশেষে অমৃতে বিষ এবং বিষে অমৃত হয়ে থাকে। গতানুশোচনায় সুখ কি দুঃখ সে কথা বলতে পারি না—যদি সুখ থাকতো—তা আজ ঐ রূপের প্রতিমা—আনন্দের রাশি—সংসারের সরলতার আধার, এরূপ ভাবে চিন্তার তরঙ্গ তুলে রাখবেন কেন? গত বিষয় আলোচনা করে—ভগবানের উদ্দেশ করে—এক একবার আকাশ পাতাল ভাবতেন কেন?

পাঠক! তুমি হয় তো মনে করতে পার, সেই এক ঘেয়ে ভাবনার কথা নিয়ে সাতকাণ্ড রামায়ন করা কেন? যার ভাবনা তারেই সাজে, অন্য লোকের মাথাব্যথা কেন? কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা, আছে—অন্যের ভাবনা নিয়েই সংসার। যদি একা আমাকে নিয়ে সংসার হতো, তা হলে এই সংসারকে এরূপ আকারে রাখতেম না, আমার প্রাণের কথা মনের কথা সংসারকে প্রাণ ভরে শুনাতেম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংসার সে ধার ধারে না। আমি যদি মনের দোয়ারে কবাট দিতে পার্ত্তেম, তা হলে নিশ্চিন্ত হতেম, কিন্তু পোড়া সংসার তা হতে দেয় না, সংসার প্রতিনিয়ত নানা কারণে মানুষকে কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন নিরানন্দ, কখন আনন্দপূর্ণ করে থাকে। প্রকৃতির এ নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করতে পারে না। মানুষ সংসারের

দাস, ঘটনার দাস, প্রণয়ের দাস এই দাসত্ব কেউ অন্তঃকরণ হতে তুলে ফেলতে পারে না। মানুষ যত দিন জীবিত থাকে, যত দিন সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে তত দিন এই দাসত্ব করতে থাকে। তাই বলি, তুমি যাই কেন ভাবনা, যাই কেন মনে কর না—যাই কেন স্থির কর না, সংসার তোমার চীৎকারে কানপাৎবে না, তোমার চোকের জলে তার মন নরম হবে না—তোমার সুখ দুঃখে তার হৃদয় চঞ্চল হবে না। তুমি সংসার সাগরে তৃণবৎ ভাসতে থাক্‌বে—যে দিকে স্রোত বইবে, তোমাকেও সেই দিকে ভাসতে হবে।

এই সংসার স্রোতে উদাসিনী ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন, কত রকম ঘটনা এসে তাঁকে কত রকম অবস্থায় উপস্থিত কচ্ছে। এই ঘটনা স্রোত রোধ করে কার সাধ্য? উদাসিনীর সরল মনে যে এরূপ কষ্টকর যাতনা দায়ক ঘটনা উপস্থিত হবে—তাঁর সেই কোমলপ্রাণে যে এরূপ আঘাত লাগবে, এ কার মনে বিশ্বাস ছিল? সংসার লোকের বিশ্বাসের ধার ধারে না—তার গতি অনন্ত। উদাসিনী এক একবার মনে মনে ভাবছেন আমি এরূপ অবস্থায় থাকি কেন? আমি যখন সংসারের কোন সুখের ধার ধারি না তখন কেবল মাত্র সংসারের দুঃখ রাশি মাথায় করে কাল কাটাই কেন? দোষীর ন্যায়, পাপীর ন্যায়, অপরাধীর ন্যায় বন্দীভাবে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু যে আমার শত গুণে সুখজনক—এখন মৃত্যুই প্রাণে একমাত্র সুখের ও শান্তির স্থান। আমার সুখ কোথায়? অপার দুঃখ সাগরে প্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছে এ সংসারের কুল নাই—পার নাই। পিঞ্জরাবদ্ধ বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় সংসার কারাগারে আর থাক্‌তে পারি না—অদৃষ্টে যাই থাকুক না কেন এ পিঞ্জর হতে পলায়ন করা এখন আমার পক্ষে একমাত্র সুখের বলে বোধ হচ্ছে। আমি ইচ্ছে করে সে সুখ ত্যাগ করি কেন? এস্থানে বাস করতে আমার আর এক মুহূর্ত্ত সাধ নাই, মন প্রাণ ছটফট কচ্ছে। এ বন্ধনচ্ছেদ করা জীবনের একমাত্র সুখের বলে বোধ হচ্ছে। আমি যখন সংসারে কোন প্রকার সুখ দুঃখের ধার ধারি না—তখন কি জন্য এখানে এরূপ অবস্থায় অন্যের অনুগ্রহ দত্ত অন্ন জলের উপর জীবন নির্ভর করি? আমি যখন কোন পাপে পাপী নই তখন কি ভয়ে অপরাধীর ন্যায় এখানে থাকি ;—

যে স্থানে আছি যদি এখানে অন্য কোন রকম কষ্ট নাই কোন প্রকার

অসুবিধা নাই কিন্তু যখন স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারি না—যখন সংসার আমার পক্ষে রুদ্ধ তখন এ অবস্থায় সুখ কোথায়? আমার সুখ ফুরিয়েছে—আশা ফুরিয়েছে—প্রাণ নিরাশার নীরস শ্বাস সঞ্চার হচ্ছে। মানুষ এ বিষম অবস্থায় কখনই সুখী হতে পারে না।

সুখ দুঃখ যদিও আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ, কিন্তু ভ্রান্ত মানুষ সেই সুখ দুঃখের চক্রে নিয়ত ঘুর্ণিত হচ্ছে। সুখের আশা কেউ সহজে ত্যাগ করতে পারে না, যে কখন সুখ ভোগ করেছে কিম্বা সুখের আশা হৃদয়ে পুষে রেখেছে সেই তার ভিখারী হোক, কিন্তু আমি তো সুখের কোন ধার ধারি না তবে এরূপ কষ্ট ভোগ করি কেন। আমি এ স্থান ত্যাগ করব। কিন্তু কথা হচ্চে কি উপায়ে চলে যাই? জানতে পাল্লে পালান ভার।

সেই স্থান হতে উদাসিনী পালিয়ে যাবেন মনে মনে ঐরূপ স্থির কচ্ছেন, এমন সময় আবার ভাবলেন পালালে লোকে আমাকে নিশ্চয় দোষী বিবেচনা করবে। আজীবন দোষী হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, ঘটনা স্রোত রোধ করা হবে যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে? অপরাধীর ন্যায় গোপন ভাবে চলে গেলে, লোকে আপনাকে নিশ্চয় দোষী বিবেচনা করবে।

উদাসিনীর মনে এখন দুই প্রকার চিন্তা উপস্থিত—কখন ইচ্ছা কচ্ছেন এ স্থানটী গোপনে ত্যাগ করবেন—কখন সে সংকল্প হতে আবার মন ফিরাচ্ছেন। কি যে করা কর্ত্তব্য সহসা ভেবে উঠতে পাচ্ছেন না। তিনি এখন দুই প্রকার চিন্তার মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। নিকটে এমন পরামর্শ করবার লোক নাই যে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করেন, তিনি কোন প্রকার স্থির করতে না পেরে মনে মনে ভাবলেন আর কিছু দিন এখানে থাকি। পরে যেরূপ ঘটনা হয়ে উঠে তাতেই গা ঢেলে দিব।

অষ্টম স্তবক।

—:০:—

জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ।

"চিরদিন সমান না যায়।
কালের শাসনে হায় ভূপতি ভিখারী,
ভিখারী রাজার রাজ্য সিংহাসন পায়!
এই মহা শিক্ষা আজি লভিনু হেথায়"

এ সংসার চিরদিন কাউকে এক অবস্থায় রাখেনা—ভাঙা গড়া সংসারের নিয়ম। সংসার নিয়তই এই নিয়মের অধীন। আজ যে পদার্থ হাসিমুখে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে—কাল আবার সেই পদার্থ বিরস বদনে এসে নিরানন্দ ভাব প্রকাশ করবে। সংসার প্রতি নিয়ত নবীন নবীন মূর্ত্তি ধারণ কচ্ছে—বহুরূপীর ন্যায় সংসার কত সময় যে কত রকম সাজ সেজে এ নাট্যশালায় উপস্থিত হচ্ছে সে কথা কে বলতে পারে? সংসারের আমোদ প্রমোদে বিশ্বাস নাই—সুখ দুঃখে বিশ্বাস নাই—সুখও চিরদিন থাকে না দুঃখও চিরদিন থাকে না, বিপদও চিরদিন থাকে না, সম্পদও চিরদিন দেখা যায় না। জোয়ারের জলের ন্যায় আশা যাওয়া কচ্ছে। কারণ এ সংসার যদি সুখের চির বাসস্থান হতো—সংসার যদি মানুষকে সুখী করতে জান্‌ত—সংসারের হৃদয়ে যদি দয়া ধর্ম্ম থাক্‌ত তা হলে আজ আমাদিগের মানকুমারীকে এরূপ অবস্থায় দেখা যেতো না, যে মানকুমারী এক সময় আমাদের দৃষ্টির সুখ বৃদ্ধি করেছিলেন সেই রমণীর আর এক সময় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সংসার উজ্জ্বল করেছিল যার রূপে যার প্রণয়ে শেঠজী এক সময় স্বর্গের সুখ ভোগ করেছিলেন—সেই মানকুমারীর আজ একবার দশা দেখ, যে ফুল সংসার শোভা করেছিল—সেই ফুল আজ শুষ্ক হয়ে মলিন ভাব ধারণ করেছে। আজ মানকুমারীকে যে দেখেছে এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে যে তার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়?

এমন পাষণ্ড কে আছে যে, তার চোক ফেটে জল না পড়ে—এমন নরাধম আর কে আছে যে, তার দুঃখে দুঃখী না হয়? আজ আর সে মানকুমারী নাই—আজ আর সে রূপরাশি নাই—আজ আর সে হাসি মুখে অপূর্ব্ব হাসির ছটা নাই। আজ পূর্ণিমায় অমাবস্যার যোগ হয়েছে—আজ নন্দন কাননের পারিজাত চির শুষ্ক হয়েছে—আজ আনন্দের প্রতিমা নিরানন্দ সাগরে ডুবে গ্যাছে তাই আজ মানকুমারীর কথা বলতে আমাদের মন সরছে না। তাঁর পরিচয় দিতে আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে পাঠক! তুমি এক সময় যে মানকুমারীর কথা পড়ে—যে মানকুমারীর রূপ দেখে মোহিত হয়েছো আজ সেই মানকুমারীরকে আবার যে এরূপ বেশে উপস্থিত করতে যে কি প্রকার কষ্ট হয়েছে সে কথা বলবার নয়।

সেই দণ্ডভাঙ্গা নদী গর্ভে যে বিষম অবস্থা ঘটে সেই দুরন্ত ঝটিকায় সে আনন্দ প্রতিমা অতল জলে নিমগ্ন হয় সেই তরঙ্গকুল নদীগর্ভ যে মোহিনী মূর্ত্তি গ্রাস করে সেই ঘটনার পর আর কোন ঘটনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই—আমরা সেই পর্য্যন্ত এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম—আজ আবার সেই পুরাতন কথা মনে উঠল, আজ আবার সেই পুরাতন আগুণ জ্বলে উঠল, আজ আবার সেই নিদ্রিত শোক জেগে উঠল—আজ আবার সেই মানকুমারী আমাদের পরিচয় স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। আজ মানকুমারী কি ভাবে উপস্থিত হয়েছেন পাঠক তুমি যদি তা দেখতে চাও তবে আগে বুক বাধ—আজ একবার অসাড় হয়ে থাক—নতুবা সে দুঃখে তুমি কখন স্থির থাকতে পারবে না মানকুমারীর ইহ সংসারে সুখ ফুরিয়ে এসেছে—যে সংসার এক সময় তাঁর পক্ষে সুখের চিরবসন্ত প্রাণের একমাত্র তৃপ্তিকর স্থান এবং স্বর্গ অপেক্ষা আনন্দধাম বোধ হয়ে ছিল এখন তাঁর পক্ষে সেই সংসার ঘোরতর যাতনা-দায়ক—মহাশ্মশান তুল্য জ্ঞান হচ্ছে তাঁর সুখ গ্যাছে সুখের পরিবর্ত্তে এখন দিবানিশি রোদন সার হয়েছে। তাঁর সেই চারুবদনে হাসির ফুল আর ফুটে না—যৌবন কুসুম আর সৌরভ বিতরণ করে না—একের অভাবে সমুদায় অন্ধকার হয়েছে—একের অভাবে সমুদায় ঘুচে গ্যাছে—একের অভাবে তিনি মরমে মরে রয়েছেন।

আজ আর সে মানকুমারী নাই—মানকুমারী আজ বিধবা। সেই

দণ্ডভাঙ্গা নদী গর্ব্তে তাঁর ইহ জীবনের সুখরাশির ন্যায় শেঠজীকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। নৌকা ডুবির পরে তিনি যে অতল জলে কোথায় অদৃশ্য হন, তার আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কতকগুলি লোকের সাহয্যে মানকুমারী রক্ষা পান। উদাসিনী প্রভৃতি আর আর সকলের মধ্যে কার যে কিরূপ অবস্থা ঘটে—পরস্পর সে কথা জানিতে পারেন না। মানকুমারীকে যে সময় জল হতে তোলা হয় তখন তাঁর আদৌ সংজ্ঞা থাকে না পুলিস হতে চিকিৎসক আনাইয়া অনেক যত্ন ও চেষ্টা করে তাঁর জীবন রক্ষা হয় তিনি জ্ঞান লাভ করে জান্তে পারেন তাঁর জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র চিরদিনের জন্য অস্ত হয়েছে—তাঁর আশ্রয় তরু চিরদিনের জন্য ভেঙে পড়েছে—তার সুখের হাট ভেঙে, গ্যাছে। মানকুমারী যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান ছিলেন ততক্ষণ তাঁর পক্ষে ভাল ছিল। শেঠজীর নিদারুণ মৃত্যু তাঁর প্রাণে অঘাত দিতে পারে নাই। এখন জ্ঞান লাভ তাঁর পক্ষে চির দুঃখের আকর হয়ে উঠল। শেঠজীর মৃত্যু তিনি যে কিরূপ করে সহ্য করবেন তাঁর সেই প্রণয়-পূর্ণ ব্যবহার কি করে চিরদিনের জন্য অন্তঃকরণ হতে পুঁছে ফেলবেন সে কথা যখন তাঁর মনে জাগতে লাগ্‌ল, সে অসহ্য যাতনার কথা যখন ভাবতে লাগ্‌লেন তখন মানকুমারীর প্রাণে যে কি অব্যক্ত ক্লেশ হতে আরম্ভ হলো—সে কথা কথায় প্রকাশ করা যায় না। বাস্তবিক এ পৃথিবীতে যত প্রকার কষ্ট আছে যত প্রকার যাতনা আছে যত প্রকার মর্ম্মান্তিক দুঃখ আছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আত্মীয়ের মৃত্যুর ন্যায় কষ্টের বিষয় আর কিছুই নাই। বিষম শোকের এই আঘাত তিনি যে কি উপায়ে সহ্য কর্‌বেন কথা ভেবে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। শেঠজীর এত আদরের মানকুমারী আজ তিনি পথের ভিখারিণী আজ তিনি মণিহারা ফণীর ন্যায় শোভাহীনা আজ তিনি ঘোরতর দুঃখের অবসন্ন। এই নবীন বয়সে তাঁর কোমল হৃদয়ে যে এই অসহ্য শোকের আগুণ জলে উঠবে, এই সুখের অবস্থায় যে তাঁর ভাগ্যে এরূপ বিষময় ফল ফল্‌বে, এই তাঁর আশা লতা যে এরূপ ভাবে অকালে ছিন্ন হবে তাঁর সুখের পূর্ণিমায় অমাবস্যার যোগ হবে তাঁর অমৃতরাশিতে সে হলাহল পতিত হবে মানকুমারী এক দিনও তা স্বপ্নে ভাবেন নাই। তিনি ভাব্‌তেন চিরদিন সুখে কাটাব

শেঠজী তাঁর জীবনে চির সুখের আশ্রয় হবেন। মানকুমারীর মনে বড় সাধ ছিল তাঁর অদৃষ্টের সুখ একভাবেই কেটে যাবে সুখ দুঃখ যে রথচক্রের ন্যায় ঘুর্ণিত হচ্ছে এ বোধ তাঁর এক দিনও উদয় হয় নাই। এখন দেখলেন তাঁর সর্ব্বনাশ উপস্থিত মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। কি উপায়ে যে এ দুঃখরাশি হতে পরিত্রাণ পাবেন এই মনে মনে ভাবছেন।

মানকুমারীর তো এই ভয়ানক অবস্থা বিদেশে একাকিনী আশ্রয় শূন্য হয়ে পড়েছেন, কার সাহায্য গ্রহণ করে যে দেশে যাবেন—কে যে তাঁর সাহায্য কর্‌বে এই তাঁর দ্বিতীয় চিন্তা। একবার শেঠজীর কথা একবার নিজের অবস্থার কথা এক এক করে তাঁর মনে উঠতে লাগল। আগ্নেয়াগিরি হতে যেমন অগ্নিরাশি উঠতে থাকে সেইরূপ তাঁর প্রাণ হতে দুঃখাগ্নি ছুট্‌তে লাগল। এ অগ্নি যে কি ভয়ঙ্কর তা মানুষকে বুঝাতে হয়না—সংসার প্রতি নিয়ত লোকদিগকে এই আগুণে দগ্ধ কচ্ছে।

তিনি যে কি করবেন—কার যে আশ্রয় নেবেন—দেশে পুনরায় ফিরে যাবেন কি না মনে মনে তাই চিন্তা করতে লাগলেন। অনেকগুলি চিন্তা এককালে মনে উঠতে লাগলো। এইরূপে কিছু দিনে কেটে গেল। তিনি পুলিস হতে বিদায় নিয়ে অন্যত্র বাস করতে লাগলেন। মনে মনে স্থির কল্লেন—আর সংসারে যাব না—সংসারে গিয়ে কি কর্‌বো—সংসার কি আবার তাঁকে সুখী করতে পারবে? তিনি যে সুখ হারায়েছন সংসার কি তা আবার এনে দিতে পারবে? যদি সংসার তাকে সুখী করতে না পারে—যদি সংসারে প্রবেশ কল্লে তাঁর প্রাণে শত শত চিতা জ্বলে উঠে; তবে সংসারে প্রবেশ করায় প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে যে সংসার নিয়ে সুখী হয়ে ছিলেন, এখন তো আর সে সাধের সংসার নাই—এখন সংসার জ্বলন্ত অগ্নি রাশি, অতএব, সাধ করে পতঙ্গের ন্যায় সে আগুণে ঝাপ দিই কেন?

মানকুমারী স্থির কল্লেন আর সংসারে প্রবেশ করব না—যত দিন জীবিত থাকি এই দুঃখের ভার মস্তকে করে বহন করব। যদিও কখন দুঃখের মুখ দর্শন করি নাই—যদিও কখন একাকিনী দেশে ভ্রমণ করি নাই—যদিও সংসার পিঞ্জরে সাধের পোষা পাখী ছিলেম—কিন্তু এখন তো আর তা নাই তবে ভয় কি? স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র উড়ে বেড়াব—জীবনের গতি যে দিকে ধাবিত হবে—সেই দিকেই চলে যাব।

এই সময় তার মনে উদাসিনীর কথা উদয় হলো। উদাসিনীকে যদিও তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসতেন। এই দুঃখের সময় যাতনা এতদূর বৃদ্ধি হয়ে উঠেছে যে, সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এ সময় যদি তাঁর দেখা পেতেম—তবে অনেকটা সান্ত্বনা হতো। তিনি যেমন সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন—সেইরূপ আমিও তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ কর্ব্ব। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন কোথা তাঁর দেখা পাই? সেই বিষম অবস্থার পর তিনি জীবিত আছেন কি না তারই বা স্থিরতা কি? কি ভয়ানক ঘটনা। ক্ষণকালের মধ্যে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে—চিরদিন তা মনে জেগে থাকবে। পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকব—ততদিন সে নিদারুণ ঘটনারছবি কে হৃদয় হতে পুঁছে ফেল্‌বে?

উদাসিনীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর প্রাণের পিপাসা বৃদ্ধি হতে লাগল। উদাসিনী যে জীবিত আছেন, মানকুমারী এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সন্ধানই পান নাই। সুতরাং তাঁদের পরস্পর আবার যে দেখা হবে, এ আশা নিতান্ত অসঙ্গত ভেবে, তাঁর প্রাণে নিরাশার তুফান খেলতে লাগল। আশাতেই মানুষ বাঁচে—আশাতেই পৃথিবীকে স্থির রেখেছে—আশা নানা কুহক মন্ত্রে দুঃখীর হৃদয় স্তম্ভিত করে রাখে—আশা আঁধারের আলো—কিন্তু যার কোন প্রকার আশা নাই—যার পক্ষে পৃথিবীশূন্য, তার মৃত্যু ভাল। মৃত্যুই তার পরম আত্মীয়—যদি কাহার সহিত তাহার বন্ধুত্ব করতে হয়—তবে মৃত্যুই একমাত্র লক্ষ্যস্থল। মৃত্যুর ক্রোড় তাদের চিরশান্তির আশ্রয়। মানকুমারী শত শতবার সেই মৃত্যুর জন্য লালসা প্রকাশ কর্ত্তে লাগলেন। একবার উদাসিনীকে দেখে জন্মের সাধ মিটাবেন, এইটীই প্রাণে বড় সাধ। শেঠজী তাঁর প্রাণে বিষম আঘাত দিয়ে গেছেন, সে আঘাত আর কিছুতেই সুস্থ হবে না!

এইরূপ ভাবতে ভাবতে মানকুমারী একেবারে উন্মাদিনীর ন্যায় হয়ে উঠলেন। কিন্তু দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দৃষ্ট কর্ত্তে লাগলেন—নাসাপথ হতে ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগল—চোকের অবিরল ধারায় বুক ভেসে যেতে লাগল, মানুষের প্রাণে আর কত সহ্য হয়? বিধাতার এত নিষ্ঠুরতা কেন? তিনি যে মানুষকে সুখী কর্ব্বার জন্য এই সংসারে এনেছেন—এখানে আনয়ন করে আবার এত অত্যাচার কেন? এ অত্যাচারে কি তাঁর প্রাণে ক্লেশের ছায়াও পড়ে না? তিনি যে সুখের দীপ জ্বেলে সংসার আলোকময় করেছেন,

সহসা তা নির্ব্বাণ করে এরূপ আঁধার রাশি উপস্থিত করেন কেন? এ সাধের আলো নির্ব্বাণ করবার কারণ কি?

অমষ্ট স্তবক।

শূন্য মনে।

হায়রে বাসনা সদা ত্যজি এ শ্মশান।
আকাশে উড়িয়া যাই, মরমে মরিয়া গাই,
পাখীরে তোমার সহ মিলি একতানে॥

উদাসিনীর নিকট হতে বিদায় হয়ে—নবীন সন্ন্যাসী—নানা স্থান—নানা গ্রাম—নানা নগরভ্রমণ কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন—কিন্তু কোন স্থানেই কোনরূপ সন্ধান না পেয়ে মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা কর্ত্তে লাগলেন—কখন ভাবতে লাগলেন—সেই বিষম ঝটিকায় যে দুর্ঘটনা হয়—তাতেই বোধ হয় তাঁদের জীবনে আর কোন আশা নাই। কারণ সেই ঘটনায় জীবন লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। সে যা হোক এখন কি করি? এরূপভাবে আর কতকাল দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব? এরূপভাবে ঘুরে বেড়ালে যে কোন ফল হবে তারই বা সম্ভব কি? বিশেষ উদাসিনী একাকিনী আছেন—আমার যে এত বিলম্ব হবে তা মনে ছিল না—এত বিলম্ব করে যদিও সফল লাভ হতে পার্ত্তেম—তা হলেও অনেকটা মনের তৃপ্তি হতো। অনর্থক সময় নষ্ট কল্লেম—আমার এতদিন বিলম্ব দেখে হয় তো তিনি কত কি মনে কচ্ছেন।

আমি এতদিনে কি উদ্দেশ্যে দেশে ভ্রমণ কল্লেম? আমি যে উদাসিনীকে মাতৃ অপেক্ষা ভক্তি করে থাকি—যার দর্শন লাভে মনে এক প্রকার শান্তি রসের সঞ্চার হয়েছে—আর যিনি আমাকে সন্তান তুল্য স্নেহ করে থাকেন—আমা দ্বারা যে তাঁর কিছুমাত্র উপকার হলো না—এইটী গুরুতর আক্ষেপ। কি আশ্চর্য্য এত অনুসন্ধান কল্লেম—এত পরিশ্রম কল্লেম—এত চেষ্টা কল্লেম সকলই কি বৃথা হলো? আমি তো এইরূপে সময় নষ্ট কল্লেম—কিন্তু তিনি যে কিরূপ ভাবে আছেন—আমার বিষয়

যে কি ভাবছেন সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। আমার পক্ষে সবই অন্ধকার। যত দিন তাঁর সহিত সাক্ষাৎ না হচ্ছে—তত দিন কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? আর কিছুদিন মানকুমারী ও শেঠজীর অনুসন্ধান নেব—না উদাসিনীর নিকট ফিরে যাব আমার এই বিলম্বে না জানি তিনি কতই কি ভাবছেন। তাঁকে এরূপ অনর্থক ভাবনায় আর রাখা উচিত হচ্ছে কি না—তাও তো কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যে জন্য এসেছি তার কিছুই কর্‌তে পার্‌লেম না। বিফল ফিরে যেতেও মন সর্‌ছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন কোথায় যাই এবং কেই বা সন্ধান বলে দেবে?

নবীন সন্ন্যাসী এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে—অবশেষে উদাসিনীর নিকট গমন করাই স্থির কল্লেন। কিন্তু মানকুমারীর অনুসন্ধান পেলে আহ্লাদিত মনে গমন কর্‌তেন—এ গমন সেরূপ হলো না এই মহাদুঃখ। যখন দুঃখ নিবারণের কোন উপায় নাই—তখন দুঃখ না করাই কর্ত্তব্য জ্ঞান কল্লেন। তিনি মানকুমারী ও শেঠজীর কোন উদ্দেশ না পেয়েই যে দুঃখিত হলেন—এরূপও নয়—সেই ঝটীকার পর—সেই জলমগ্ন হওয়াতে তাঁদের জীবনের উপরও সন্দিগ্ধ হলেন। যে শেঠজী তাঁদের জীবনদাতা—যারা—উপস্থিত হওয়াতে সেই বিষম অরণ্য মধ্যে জীবন লাভ করেছেন—সেই উপকারকের জীবন নষ্ট হওয়ায় মনে এক নূতন দুঃখ—নূতন ক্ষোভ—নূতন ক্লেশ উপস্থিত হতে লাগল। বিশেষ উদাসিনী সংসার মধ্যে কারো মায়াতে আকৃষ্ট নহেন। কেবল মান কুমারীর প্রতি তাঁর ভালবাসা জন্মেছিল—সেই মান কুমারীর নিরুদ্দেশের কথা শুন্‌লে—তাঁর হৃদয়ে যার-পর-নাই ক্লেশের আগুণ জ্বলে উঠছে। নবীন সন্ন্যাসীর মনে আশা ছিল তিনি মানকুমারীর সন্ধান নিয়ে উদাসিনীর—অন্তঃকরণে সুখের ছবি উদিত কর্‌বেন। কিন্তু—বিধাতা সে সাধ পূর্ণ কল্লেন না। সে যা হোক তাঁদের—সঙ্গে সাক্ষাৎ যদিও না হলো, কিন্তু তাঁদের জীবনে কোন অশুভ ঘটনা না হলে আনন্দের বিষয়। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা এই আনন্দ হতে যেন বঞ্চিত না করেন। জীবনের সুখ দুঃখ যদিও অস্থির, চঞ্চল তত্রাপি অবোধ মানব সেই অস্থির সুখকে চিরস্থায়ী কর্‌বার জন্য ব্যস্ত। সুখ মরীচীকার ন্যায় সকলকে প্রতারিত করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুখের এই চাতুরী চিরকাল পৃথিবীর উপর সমান আধিপত্য—করে আস্‌ছে।

নবীন সন্ন্যাসী এইরূপ মনের চঞ্চলতা ও বিফলতা হৃদয়ে ধারণ করে, সংসারের অসাড়তা জীবনের চঞ্চলতা—সুখদুঃখের লীলাখেলা ভাব্‌তে লাগলেন। মানুষ কেনই যে সংসারের জন্য ব্যস্ত—কেনই যে সুখের জন্য ধাবিত তা বুঝতে পারি না। এ সংসার সুখের স্থান কে বলে? এখানে এসে চিরদিনই কাঁদতে হয়—কাঁদিবার জন্য এই পৃথিবীর কি এত সৃষ্টি কৌশল! সংসারে কষ্ট—সংসারে যাতনা—সংসারে নৈরাশ্য দেখে ইচ্ছে হয় যে, এই মুহুর্ত্তে সংসার ত্যাগ করি। প্রাণপাখীকে আর আবদ্ধ রাখতে ইচ্ছে হয় না—বনের পাখীর ন্যায় অনন্ত আকাশে অনন্তকালের জন্য উড়ে উড়ে সংসারের অত্যাচার—সংসারের দুর্ঘটনা—সংসারের অনিয়মের কথা মুক্ত-কণ্ঠে—গান করি। যুবা এইরূপ চিন্তার স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে উদাসিনীর উদ্দেশে পুরুষোত্তম ধামের দিকে গমন কল্লেন।

নবম স্তবক।

পাপের আগুণ।

"মেঘের সুশীতল জলে, নাহিরে অয়স গলে,
বহুদিন অশ্রুধারা ঢেলেছি ধরায়,
ভস্মমাঝে ঘৃতঃরাশি নিক্ষেপের প্রায়,
চাই তারে গলাইতে তীব্র হুতাশনে।

পাপের আগুণ যে কতদূর পুড়িয়ে তুলে, সে কথা কে বলতে পারে? আগ্নেয় গিরির গর্ব্ভে যেমন কত আগুণ ও কত দাহিকাশক্তি আছে—তা যেমন কেউ বলতে পাল্লে না—সেইরূপ পাপকার্য্যে, পাপঘটনায়, পাপানুষ্ঠানে যে কত আগুণ প্রসব করে,—তখন সে কথা কেউ বলতে পারে না।

পাপী গোবিন্দ বাবু পাপের যে আগুণ জ্বেলে দিয়েছেন, সেই আগুণে যে কত লোক পুড়ে মর্ব্বে,—সেই আগুণে যে কতলোক দগ্ধ কর্ব্বে—যদিও পূর্ব্বেই তার অনেকটা ভাব ও লক্ষণ বুঝতে পারা গিয়েছিল, এখন পুলিসের হাওয়া পেয়ে সেই আগুণ দেখতে দেখতে জ্বলে উঠেছে। দাবা-

দেশের ন্যায় গিন্নীকে এই আগুণ প্রথমেই গ্রাস করেছে—আরও যে কত লোককে গ্রাস করে—তারই বা নিশ্চয়তা কি ?—

পোড়া পাপ কথা আর কত দিন ঢাকা থাকে—আগুণ আর কত দিন কাপড় ঢাকা থাকে—প্রস্রবণের মুখ আর কত দিন পাতার আচ্ছাদনে রুদ্ধ থাকে? গোবিন্দ বাবুর সহিত গিন্নীর যে কিরূপ ভাব—দুজনের ভিতরে ভিতরে যে কত বদমায়েসী—ক্রমে ক্রমে তা বেশ বুঝতে পাল্লে। তারা এই সকল বুঝবার জন্যই প্রথমে কোনরূপ অত্যাচার না করে মিষ্ট কথায় গোবিন্দ বাবুর নেশার ঝোঁকে সব কথা বাইর করে নিয়েছে। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে—সুতরাং এখন তারা নিজমূর্ত্তি ধরেছে। আর আদর, আর সে মিষ্ট কথা, আর সে সদ্ব্যবহার নাই।—গিন্নী ও গোবিন্দ বাবুর পরস্পর যে কত বদমায়েসী আছে, সে সব জানা গ্যাছে, যে গিন্নী কাশীতে বকা ধার্ম্মিকের ন্যায় বাস কর্‌তেন যাঁর ধর্ম্ম কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনা যেতোনা যিনি লোকের কাছে কতই ধর্ম্মের ভাণ কর্‌তেন—সেই গিন্নী আজ পুলিসের দর্পণে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

পুলিস তাঁদের উভয়ের এজাহার নিয়ে দুজনকেই ম্যাজিষ্ট্রেটীতে চালান করেছে। খুব তোড়ে মোকর্দ্দমা চলছে—কাশীশুদ্ধ লোক মহা উৎসুক সকল স্থানেই মোকর্দ্দমার কথা—হাটে বাজারে—দোকানে—গৃহস্থ ঘরে—পাঁচজন এক সঙ্গে হলে গিন্নীর কথা। গিন্নীর শেষ দশা—আবার যে কি হবে—যে বিপদে পড়েছেন—কি উপায়ে যে উদ্ধার হবেন—সকলেই সেই কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। গিন্নী যদিও খুব চালাক—খুব ধড়িবাস—খুব ফিকিরে—কিন্তু যে জালে পড়েছেন—যে আগুণ জলে উঠেছে—এ যাত্রা যে উদ্ধার হবেন—তার কোন রকম আশা নাই। গোবিন্দ বাবু এক প্রকার নিশ্চিন্ত—তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস—এতকাল যে সকল মহাপাপ করেছি—সেই পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে—অতএব এখন যে আর রক্ষা পাব সে আশা মিথ্যা। এযাত্রা রক্ষা পাবার কোন দিকে কোন আশা কিম্বা কোন উপায় নাই—তবে যদি বিধাতা মুখ তুলে চান—তাঁর যদি কৃপাদৃষ্টি পড়ে—হাকিম যদি দয়া করে—ছেড়ে দেন—তবেই ত কোন রকমে রক্ষা পাবার আশা—নতুবা এই শেষ জীবনের অভিনয় এই স্থানেই সম্পূর্ণ হবে। সংসার আমার পক্ষে আর সুখের নয়—সংসারের সঙ্গে আমার চিরবিদায়ের সময় উপস্থিত। পাপীর পাপের দণ্ডের দিন আগতপ্রায়—এতকাল যে সকল

মহাপাপ করেছি—এতকাল ধরে কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ করেছি—এখন সেই সব কথা যতই মনে হচ্ছে—ততই জ্ঞান হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে যদি মৃত্যু হয়—তা হলে প্রাণের জ্বালা—পাপের ভার—অনুতাপের দগ্ধানি সব শেষ হবে।

বাস্তবিক পাপীর পাপচিন্তাজনিত অনুতাপ উপস্থিত হলে যে রকম কষ্ট হয়—সে কষ্ট আর কিছুতেই নিবারণ হয় না; প্রাণ একেবারে ফেটে যেতে থাকে—আত্মার ভিতর যেন তুষানল প্রজ্বলিত হয়ে তাকে দগ্ধ কর্‌তে থাকে। যে যত কেন পাষণ্ড—যত কেন মহাপাপী—যত কেন দুরাচার হোক না—যখন সেই পূর্ব্ব পাপকৃত দণ্ডের সময় উপস্থিত হয়—যখন সে পূর্ব্বের সেই ভীষণ অবস্থার ছবিগুলি তার প্রাণের উপর আন্‌তে থাকে—যখন পাপকার্য্যের ইচ্ছা হ্রাস হয়ে এসে—তখন তার যে যমযন্ত্রণা হয়—সে যাতনা সহ্য করা অত্যন্ত ভয়ানক। যে গোবিন্দ বাবু পাপ কার্য্য কর্‌তে মহা আমোদ—মহা আহ্লাদ—মহা উৎসাহ কর্‌তেন—লোকের সর্ব্বনাশের জন্য কত পরামর্শ—কত চেষ্টা—কত অর্থ ব্যয় কর্‌তেন—সেই গোবিন্দ বাবুর অন্তঃকরণ যদি কেও দেখতে ইচ্ছা কর তবে দেখ। আজ গোবিন্দ বাবুর হৃদয় মহাশ্মশান সদৃশ—তাতে শত শত—সহস্র সহস্র চিতা ধু ধু করে জলছে। পাপ সেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে মহা বিভীষিকা দেখাচ্ছে তাঁর প্রাণের যাবতীয় আশা ভরসা যাবতীয় কথা ঐ প্রজ্বলিত চিতায় ভস্ম হবে—তারই সময় উপস্থিত।

গোবিন্দ বাবুর প্রাণে যদিও এত কষ্ট স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—তাঁর প্রাণে যদিও বাড়বানল জ্বলছে—তাঁর চোকে যদিও সংসার আঁধার দেখাচ্ছে—তার শিরা ও ধমনীপথে যদিও আগুণ ছুটাছুটি কচ্ছে—হৃদয়ের অন্ধকার ভেদ করে যদিও এক একবার মৃত্যুর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু কেমন আশ্চর্য্যের বিষয়—কেমন প্রতিহিংসা—কেমন প্রণয়তরঙ্গের আঘাত—যখনই গিন্নীর কথা মনে হচ্ছে—তখনই আবার যেন ভয়ানক শত্রুতা—ভয়ানক বৈরনির্য্যাতন ইচ্ছা বলবতী হচ্ছে। তাঁর মনে মনে বিশ্বাস—গিন্নী যদি তাঁর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার না কর্‌তেন—গিন্নী যদি তাঁকে আশ্রয় দিতেন—মলিনা সম্বন্ধে যদি তিনি সেরূপ ব্যবহার না কর্‌তেন—তা হলে তিনি কখনই পুলিসের হাতে পড়্‌তেন না—তিনি যেরূপ ছদ্মবেশে দেশে দেশে বেড়াচ্ছিলেন—ঠিক সেইরূপ বেড়াতে পার্‌তেন। গিন্নীর

অসদ্ব্যবহারে তাঁর মন একেবারে জলে উঠেছিল—সেখান হতে সেইরূপ মনকষ্ট পেয়ে বুদ্ধি বে-ঠিক হয়ে ছিল—সেই অবধি তিনি আবার মদ খেতে আরম্ভ করেছিলেন—প্রাণে যখন ভয়ানক বিষাদের আগুণ জলে উঠত—তখন্ সুরাপান দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ কর্‌বেন ভাবতেন। লোকের বুদ্ধি বিপরীত হলে যেমন সে রজ্জুভেবে কালসর্প ধরে—সেইরূপ গোবিন্দ বাবু দুঃখশান্তি করবার জন্য সুরাপান আরম্ভ করেছিলেন যে সুরাপান জন্য তাঁর সর্ব্বস্ব উড়ে গ্যাছে—যে সুরাপানের সঙ্গে তাঁর অর্থ যোগ হওয়াতে নানাপ্রকার মহাপাপ করেছেন—যে সুরাপান জন্য তিনি মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েছেন এবং অবশেষে যে সুরাপান দ্বারা তিনি পুলিসের হাতে পড়ে এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছেন।

যে দশায় পড়েছেন তার পরিণাম যে কি হবে যখন সেই ভয়ানক অগ্নিময় প্রশ্ন মনে উদয় হচ্ছে. তখন তার আত্মপুরুষ উড়ে যাচ্চে। তবু যে কেমন মনের গতি, একবার যদি গিন্নীর শেষ দশাটা দেখে মর্‌তে পারেন তা হলেও সুখী হবেন—ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন দিবসে যদি একবার সূর্য্যের আলোক দেখতে পান—তা হলেও সাধ পূর্ণ হয়—যে গোবিন্দ বাবুর মন নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য জন্য অনুতাপগ্রস্ত সেই গোবিন্দ বাবুর গিন্নীর প্রতি রাগ হিংসা কিছুমাত্র কমে নাই বরং আরো বেড়ে উঠছে নির্ব্বাণ কালে দীপ যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো উজ্জল—আরো দীপ্ত হয়—এই শেষ—এই শেষ দশায় তাঁর মনেও ঠিক সেই ভাব হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দ বাবুর মনে যতটা রাগ—যতটা হিংসা যতটা শক্রতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখন গিন্নীর মনে ততটা দেখা যাচ্ছে না। গিন্নীর পূর্ব্বে যেরূপ মনের ভাব ছিল এখন ক্রমে ক্রমে তার অনেকটা হ্রাস হয়ে এসেছে। হাজার হোক স্ত্রী-লোক তার উপর আবার এই বিপদ ঝুলছে প্রথমে তার মনে যতটা আশা ছিল এখন ক্রমে ক্রমে সে সব নিবে আসতে লাগল। পূর্ব্বে যে সকল উপায়ে এই শেষ দশা হতে নিষ্কৃতি লাভ করবেন আশা ছিল—যে সকল উপায়ে দ্বারা যে কিছুমাত্র উপকার পাবেন—সে আশা কমে আসতে লাগল—পুলিস যেরূপ মোকর্দ্দমা পাকাইয়া চালান দিয়েছেন—কার সাধ্য যে তা খণ্ডন করে। এত দিন পরে যখন পুলিসের হাতে পুরাতন বদমায়েস ধরা পড়েছে—তখন যাতে সাজা হয়—যাতে পুলিসের বাহাদুরী প্রকাশ হয় সেইরূপ মাল মসলা লইয়া রিপোর্ট লিখছে

ত্রুটি করে নাই। বিশেষ গোবিন্দ বাবু কাশীতে এমন আত্মীয় স্বজন কাউকেও পান নাই যে তারা এই বিপদের সময় কোনরূপ উপকার করতে পারে। একে বিদেশ তাতে অর্থ শূন্য সুতরাং কোন দিকেই কোন আশা ভরসা নাই।

গোবিন্দ বাবুর যে দুর্দ্দশা গিন্নীর দুর্দ্দশা তা অপেক্ষা কিছু কম নহে। স্ত্রী-লোকের বদমায়েসী স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি—স্ত্রী-লোকের চাতুরী অন্তঃপুরেই খেলিয়া থাকে সে অস্ত্রে গৃহ-বিচ্ছেদ হয়—ঘরাও সর্ব্বনাশ হতে পারে—কিন্তু বিচারালয়ে সে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায় না—সে অস্ত্র এখানে ভোতা হয়ে পড়ে।

ফলতঃ দুজনেরই দুরবস্থার আর সীমা নাই—দুজনেই মহা বিষন্ন—কারো হৃদয়ে কোন আশা নাই—কারো কোন উপায় নাই—কারো কোন এমন আত্মীয় স্বজন নাই যে অর্থব্যয় করে কোনরূপ সাহার্য্য করতে পারে বিকারে রোগী যেমন অল্পক্ষণ হস্ত পদে বল প্রকাশ করে—সেইরূপ পুলিসের হাতে পড়ে প্রথমে যে অন্তঃকরণের বল প্রকাশ হয়ে ছিল—এখন ক্রমে ক্রমে সে বলের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। যে বাস্তবিক দোষী—পাপ যার হৃদয় ভরা—সে কতক্ষণ জগতের সম্মুখে বল প্রকাশ করতে পারে? ধর্ম্মের বল ভিন্ন পাপের বল কখনই তিষ্ঠতে পারে না। তাঁদের হৃদয় ক্রমে ক্রমে যে অবসন্ন হয়ে পড়বে—তার আর বিচিত্রতা—কি?

দশম স্তবক।

হৃদয়ে বিষাদ।

"সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ,
কইসে পিপাশা মম হলোনা পূরণ।

যে আগুণ জ্বলে উঠেছে—যেরূপ বাতাস বচ্ছে—যেরূপ আকার হয়েছে—এ যে শীঘ্র নির্ব্বাণ হবে তার সম্ভব নাই। পূর্ব্বে যে মেঘ দেখা গিয়েছিল—এখন সে মেঘ ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে আসছে—এবং মধ্যে মধ্যে সেই মেঘ হতে ভয়ানক বিদ্যুতের অগ্নি শিখার বিভীষিকা দেখা যাচ্ছে।

উদাসিনীর মোকর্দ্দামা উপস্থিত হওয়াতে অনেক গুপ্ত-কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে—সেই দস্যুদের মধ্যে দুই এক জনের এজাহারে—পুলিসের কৌশলে যে সব কথা প্রকাশ হয়েছে—সে সব কথা নিয়ে যে ভয়ানক আগুণ উঠছে—তার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। কাশীতে বলদেব সিংহ যে দস্যুদের দ্বারা দুর্দ্দশা গ্রস্থ হয়েছিলেন। প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী যে শত্রু হস্তে পতিত হয়েছিলেন সে সব শত্রুতা যে কি জন্য ঘটেছিল—কার বদমায়েসী জন্য যে দস্যুরা সেই সব কারখানা করেছিল—এবং উদাসিনী যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন—সকল ঘটনার মূল যে একস্থান হতে ঘটেছে। তার পূর্ব্ব সূচনার কতক আভাস পুলিসের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে।

পুলিসের মনে বিস্তর সন্দেহ জন্মিয়াছে—মাজিষ্ট্রেট হইতে কড়াকড় অনুসন্ধান হচ্ছে। পুরুষোত্তম হতে কাশী পর্য্যন্ত এক মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণ হয়েছে।

মানুষ্যের মনের কথা কে বলতে পারে? স্বর্গ ও নরকের যদি কেহ পূর্ণ চিত্র—পূর্ণ—মূর্ত্তি—পূর্ণ—ক্ষেত্র দেখতে ইচ্ছে করেন—তবে তা মানুষ্যের হৃদয়ে দেখ। পিশাচ মানুষ—দস্যু মানুষ—সাধু মানুষ—এই মানুষ্যের দ্বারা না হতে পারে এমন কাজই নাই। মানুষ্যের হস্ত না করতে পারে এমন কাজই নাই। এই হস্ত সৎকার্য্যে যোগ দেয়—এই হস্তে নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে—এই হস্ত দয়া দাক্ষিণ্যের সহায়তা করে—পক্ষান্তরে আবার এই হস্ত নরশোণিত পান করে—মানুষ্যের সর্ব্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই বলি মানুষ্যের দ্বারা না হতে পারে এমন কাজই নাই।

যে উদাসিনী আজীবন অতি পবিত্রভাবে সংসার কাননে ভ্রমণ কচ্ছেন যার হৃদয় সংসারে কোন পাপ কার্য্যের দ্বারা স্পর্শও করে নাই সেই উদাসিনী এখন ভয়ানক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী বলে পুলিসের হস্তে। সকলের চক্রে কখন যে কার অদৃষ্টে কিরূপ ঘটনা ঘটে থাকে—সে কথা কে বলতে পারে।

উদাসিনীর মাথার উপর যে বজ্রাগ্নি ছুটীতেছে—যেরূপ চক্রে তাঁকে পতিত করা হয়েছে—বদমায়েসগণ যে ভয়ানক কথা প্রকাশ করে তার সর্ব্বনাশ করে তুলেছে—যদি তজ্জন্য তাঁর হৃদয় নানা প্রকার দুর্ভাবনায় বিচলিত হচ্ছে—তত্রাপি মানকুমারীর জন্য তাঁর হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল—

অত্যন্ত কাতর—অত্যন্ত ব্যস্ত। তাঁর মনে এক আশা নবীন সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্ত্তন কল্লে অবশ্যই সন্ধান পাবেন।

উদাসিনী এতদিন পর্য্যন্ত যে আশা অন্তঃকরণে ধারণ করে রেখেছিলেন—যে আশা তাঁর হৃদয় অন্ধকার ভেদ করে দীপ্তি প্রকাশ কচ্ছিল—এত দিন পরে সে আশা শেষ হয়ে এলো। নবীন সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্ত্তন করে কোন সন্ধানই বলতে পাল্লে না। সুতরাং উদাসিনীর যে সুখের একটী আশাছিল তা নিবেগেল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন, বিধাতা আমাকে একদিনের জন্যও সুখী কল্লেন না। যে বিষয়টী আমি সুখের বলে আশ্রয় করি—যাতে সুখের আশ্বাস থাকে—অমনি যেন সে সুখ কে নষ্ট করে দেয়।

সংসারে যে চিরদুঃখী—যার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেন নাই—তাকে পদে পদে অসুখের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে হয়। সংসারের এ অত্যাচার—এ অনিয়ম—এ অবিচার কেউ নিবারণ কর্‌তে পারে না। কে বলে সংসার সুবিচারের স্থান। অত্যাচারের এমন রঙ্গ-ভূমি—অবিচারের এমন স্থান আর নাই। বিধাতা যাকে অসুখী করেন যার প্রাণে দুঃখের আগুণ জ্বেলে দেন—যার সুখে কণ্টক দেন কে তার অদৃষ্টের স্রোত ফিরাতে পারে? মানকুমারীর প্রতি তাঁর যে স্নেহ-ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল—এখন সেই স্নেহ ভাবই তাঁর যাবতীয় কষ্টের কারণ হয়ে উঠল। তিনি যে আগুণে দুঃখের আঁধার নষ্ট করবেন ভেবেছিলেন এখন সেই আগুণে দগ্ধ হতে লাগলেন। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন অবোধ মানুষ—মানুষকে ভালবাসে কেন? স্নেহ মায়া মনুষ্য হৃদয়ে আশ্রয় করে কেন? স্নেহের পাত্রকে যদি প্রাণ খুলে স্নেহ করতে না পারা যায়—ভালবাসার লোককে যদি প্রাণের সহিত ভালবাসা না যায়—তবে ঐ সকল দ্বারা মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করা কেন?

আজ উদাসিনীর অন্তঃকরণ মানকুমারীর জন্য যার-পর-নাই ব্যথিত কিন্তু সে ব্যথা নিবারণের কোন উপায় খুজে পাচ্ছেন না। তুষানলের ন্যায় গুমুরে গুমুরে তাঁর মনের আগুণে হৃদয় দগ্ধ কচ্ছে।

উদাসিনী মানকুমারীর জন্য যে এত কাতরতা—এত দুঃখিতা—এত অধৈর্য্য কিন্তু বিধাতা যে তাঁর সেই মানকুমারীর অদৃষ্টে যে কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়েছে—সে ব্যাপার শুনলে তাঁর প্রাণ উড়ে যেতো। সংসার যে প্রতি নিয়ত মানুষকে পাগল করে তুলে তার কারণ কি? মানুষের অদৃষ্টে এত অত্যাচার কেন? দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে এত নিষ্ঠুরতা কেন?

তিনি এইরূপ চিন্তা কচ্ছেন—এমন সময় ডাক্তার বাবুর নিকট হতে একটী লোক এসে সংবাদ জানালে আগামী পরশ্ব দিবস তাঁর মোকর্দ্দমার দিন স্থির হয়েছে—অতএব বিচারের দিন উপস্থিত যা যা বক্তব্য—তৎসমুদয় যেন ঠিক করে রাখুন। কোন কথায় পরস্পর যেন অনৈক্য না হয়। কারণ এই মোকর্দ্দমায় হাকিমের মনে বিস্তর সন্দেহ হয়েছে—বিস্তর অনুসন্ধান নেওয়া হচ্ছে—দস্যুগণ অনেক রকম বদমায়েসীর কথা বলতে ছাড়বে না—বিশেষ কাছারী বড় কঠিন স্থান। বিশেষ চতুর—বিশেষ পাকা—বিশেষ হিসাবী লোক না হলে—সহজে উদ্ধার পাওয়া বড় কঠিন। ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য উকীল মোক্তারগণ সামান্য অর্থের লোভে—ধর্ম্মের জলাঞ্জলি দিয়ে—আপন আপন মক্কেলের পক্ষ সমর্থন কর্‌তে ক্রুটি করে না। তাদের কুট তর্কে—কুট প্রশ্নে—কুট চক্রে অনেকেই দোষ না কল্লেও পাপ না কল্লেও—অপরাধ না কল্লেও মহা বিপদে ফেল্‌তে ক্রুটি করে না। এজন্য তথায় যে সকল কথা বল্‌তে হবে—তা যেন খুব সাবধানে বলা হয়। অনাবশ্যক কিম্বা অসংলগ্ন—অথবা যাতে আপনার অনিষ্টের সম্ভব এরূপ কথা আদৌ যেন বলা না হয়। কোন কথার কিরূপ উত্তর দেওয়া উচিত—কিরূপ উত্তর দিলে আপনার সুবিধা হতে পারে—কোন্ কোন্ কথায় বিপক্ষদের অভীষ্ট সিদ্ধি না হতে পারে—কোন্ কথার উদ্দেশ্য কি? এ সকল বিষয় না বুঝে—না বিবেচনা করে—না পরিণাম ভেবে কোন কথা বলা উচিত নয়। আপনি যদিও কোন দোষে নাই—যদিও আপনি ধর্ম্ম-পথে আছেন—যদিও আপনার অবস্থা দর্শন কল্লে হাকিমের মনে কোন প্রকার সন্দেহ না হবারই কথা—তথাপি সকল বিষয় বিবেচনা করে জবাব দেওয়াই ভাল।

ডাক্তার বাবু আপনাকে এই সকল কথা বলবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন—আপনি যেন কোন বিষয়ে ভয় না পান—আপনার কোন আশঙ্কা নাই—যদিও বদমায়েসেরা নানা কথা বল্‌বে—নানা রকম দোষ দিবে—কিন্তু তাতে বিচলিত হবেন না। ধর্ম্মের আলোর কাছে—পাপের অন্ধকার তিষ্ঠিতে পার্‌বে না। আপনা সম্বন্ধে আর যা যা চেষ্টা কর্‌তে হয়—সমুদয় তিনি করবেন।

একাদশ স্তবক।

—:•:—

আশা ভাঙ্গিল।

"পাপী আমি! হায় মাতঃ দুরদৃষ্টবশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি
দুরাকাঙ্ক্ষা ভর করি
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।

পাঠক তুমি বোধ হয় চাঁপার দুর্দ্দশার কথা এখনো ভুলতে পার নাই—চাঁপা যে লাভের আশায় গোবিন্দ বাবুর বাসাতে সেই রাত্রে যে বিষম অবস্থায় পড়েছে—সে যে সেই অবস্থা হতে পরিত্রাণ করবার জন্য যে নানা রকম ভাবছিল—তার পরিণাম যে কি হলো—এ কথা শুনতেই সকলেরই মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে। চাঁপা নাকি বড় ধড়িবাজ—লোকের সর্ব্বনাশ করে উদর পূর্ণ করাই নাকি তার একমাত্র সংকল্প—তাই তার এত দুর্দ্দশা। সে অন্যায় লাভের আশয়ে আপনি সাধ করে জালে পড়েছে। পতঙ্গ যেমন সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দেয়—বালকে যেমন খেলার জিনিষ ভেবে কালসর্প ধরে—সেইরূপ অবোধ মানুষ—স্বার্থপর মানুষ—নীচাশয় মানুষ—ভবিষ্য জ্ঞান-শূন্য মানুষ অন্যায় লোভে—অন্যায় উপায়ে—অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। চাঁপা পূর্ব্বে ছিল ভাল—তবে সে বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে গিন্নীর অনিষ্ট গোবিন্দবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে যেমন অন্যায় করতে উদ্যত—আজ যে তার সর্ব্ব নাশ হবে—আজ সে স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য শত শতবার হা হা করবে, তার আর বিচিত্রতা কি? পাপের ফল সময়ে নিশ্চয়ই ফলবে—পাপের প্রতাপ ক'দিন?" তুমি গোপনে গোপনে পাপ অভিসন্ধি কচ্ছ—পাপ চিন্তা তোমার হৃদয়ে গর্ত্তস্থ কালসর্পিণীর ন্যায় পুষে রেখেচ—কিন্তু ইহা নিশ্চয় যেন—এক দিন না একদিন সে পাপের ফলভোগ করতেই হবে। পাপ এমন ভয়ানক নয় যে সে আশ্রয় দাতাকে ফলভোগ না করিয়া পরিত্যাগ করে। মানুষ প্রথম প্রথম পাপের কোন ফল দেখতে না পেয়ে মনে মনে স্থির করে—এ যাত্রা বুঝি অমনি অমনি পেরিয়ে যাব। দুদ-কলা দিয়ে বুঝি কাল সর্পকে পুষে তার মাথার মণি হরণ করব। বিষম কাল-কুট যে তার জীবন

নষ্ট কর্‌বার জন্য সঞ্চিত আছে—সে তা আদৌ বুঝতে পারে না—তাই বলি অবোধ মানুষ একবার চাঁপার শেষ অবস্থা দেখ। কি সামান্য সূত্রে তার হরিষে বিষাদ ঘটল। সে এক মুহূর্ত্তও মনে করে নাই যে গোবিন্দ বাবুর বাসাতে গিয়ে এমন করে কাঁদতে হবে। হাসির পর কান্না—আলোর পর অন্ধকার—সুখের পর দুঃখ—পুণ্যের পর পাপ—অমৃতের পর হলাহল আছে—তা অনেকে একবারও ভাবে না। তাই অবোধ মানুষ পাপ কার্য্যে এত অনুরক্ত।

সেই রাত্রে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী হতে কি উপায়ে সে নিষ্কৃতি পাবে মনে মনে কেবল সেই চিন্তা—সেই ভাবনা—সেই ধ্যান এক একবার ভাবছে কোন উপায়ে এই জাল হতে উদ্ধার হতে পাল্লে এ জন্মে আর কখন এমন কাজে যাব না। আমার যতদূর শিখিবার—যতদূর জ্ঞান লাভ কর্‌বার—যতদূর পাপের ফল ভোগ কর্‌বার তা বেশ হয়েছে। জন্মাবধি যা কখন হয় নাই—আজ অদৃষ্টে তাই হলো। যা হবার তা তো হয়েছে—এখন আর বাড়াবাড়ি না হলে বাঁচি। পাপের ফল কি এখনো পূর্ণ হয় নাই। এখন কি উপায়ে এখান হতে পালাব? ক্রমে ক্রমে রাতও শেষ হয়ে আসছে—রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের আশাও শেষ হয়ে আসছে। চাঁপা এইরূপ ভাবছে—এর মধ্যে আর একটী ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তার বিপদ মেঘ আরো তমসাচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল।

চাঁপা যে ঘরে সেই অবস্থায় আবদ্ধ—সেই ঘরের পার্শ্বের ঘরে একটী সিদ হয়—সিদ কাটা পথে বেশ একটী মানুষ প্রবেশ করিতে পারে। চোরেরা সিদ দিয়ে যেমন গৃহে প্রবেশ করবে—এমন সময় বাড়ীর লোকেরা জান্‌তে পেরেছে যে, চোর গৃহ প্রবেশ করেছে। তারা এই সন্ধান পেয়ে গোলযোগ করাতে চোর পলায়ন করেছে। বাড়ীর লোকজন আলো জেলে সমুদায় ঘর খুজতে লাগল। এক এক করে সমুদয় ঘর খুজে যখন চাঁপার ঘরে প্রবেশ কল্লে তখন চাঁপার আবার আলো দেখে আত্মা পুরুষ উড়ে গেল।

চাঁপা জান্‌ত না যে কি জন্য বাড়ীর লোক সকল এই রাত্রির শেষে সেই ঘরে প্রবেশ কচ্ছে। সে মনে মনে একবার ভাবতে লাগল—আমি যে এই ঘরে গোপন ভাবে আছি তা জান্‌তে পেরেই বুঝি আমাকে ধরবার জন্য এখানে আসছে—যাই হোক এতক্ষণ পরে সর্ব্বনাশ হলো দেখছি—আর পরিত্রাণের উপায় নাই—এরা আমাকে ধল্লে কি উত্তর দেব—কি কথা বলে

সকলের মনে বিশ্বাস জন্মাব—আমি কোন দুষ্য ভাবে এখানে আসি নাই হা বিধাতা! আমার কপালে এমন দুঃখ লিখলে কেন?—আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো কেন? আমার লোভে আমার শেষে যে এরূপ ঘট্‌বে তা স্বপ্নেও যে ভাবি নাই।

চাঁপা এইরূপ ভাবতে ভাবতে অতি গোপনভাবে গৃহের দেয়ালের সঙ্গে যেন মিশিয়ে যেতে লাগল।

বাড়ীর লোক সকল আলো নিয়ে আসবার অনতিপূর্ব্বেই গৃহস্থিত সেই লোকটী—সেই ঘর হতে চলে গ্যাছেন—তিনিও বাহির হয়েছেন —চাঁপাও সেই ফাকে বাহির হবে—এমন সময় এই ঘটনা উপস্থিত। চাঁপা ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ কচ্ছে—তার বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগল। চাঁপা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল।

চাঁপা এইরূপ ভাবছে—এমন সময় সেই আলোধারী লোক সকল ঘর খুঁজতে খুঁজতে চাঁপাকে দেখতে পেলে—এবং চোরের ন্যায় গোপনভাবে আছে দেখে তাকেই চোর ভেবে সকলে মহা আহ্লাদের সহিত ধরে ফেল্লে। চাঁপার মুখে কোন কথা নাই—সে চোর না হয়েও চোরের মত ধরা পড়েছে। কেউ তাকে মারতে উদ্যত—কেই তাকে নানা রূপ গালি দিতে আরম্ভ কল্লে—মেয়ে মানুষে সিদ কেটেছে—স্থির করে সকলের মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল—কাশীর মেয়ের কিছুই অসাধ্য নাই। কি সর্ব্বনাশ! স্ত্রীলোকের এত সাহস ভেবে সকসেই চমৎকৃত হতে লাগল। যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ফল পাবে। তারা এইরূপ ভেবে—চাপার চুল ধরে টেনে নিয়ে এলো।

চাঁপা যে কি উত্তর দিয়ে তার দোষ মোচন করবে—কি কথায় যে সকলের মনে প্রতীত জন্মাবে যে সে কোন গর্হিত কাজ করতে এই রাত্রে এখানে প্রবেশ করে নাই—এ বিষয়ে কোন বুদ্ধিই আসছে না—বুদ্ধি স্তম্ভিত —বাক্য রহিত—দেহ অবসন্ন এবং চোকে আঁধার হয়ে—মাথা ঘুরতে আরম্ভ হয়েছে—মুখখনি একবারে শুকিয়ে এসেছে। চাঁপার বাহ্য চেহারা দেখেই সকলে তাকে দোষী ভাবতে লাগল।

দ্বাদশ স্তবক।

——:০:——

আবদ্ধ।

"কহবধূ মধুময় পূর্ণ বিধু গ্রাসিল।
কমল কাননে কেবা দাবানল জ্বালিল।
বধূর নাহিক কথা, নত মুখে রহিল"

এক এক করে পুলিসের হাতে তিনটী বদমায়েস ধরা পড়েছে—কেমন আশ্চর্য্য ঘটনা পুলিসের বিনা চেষ্টায়—বিনা উদ্যোগে বিনা কৌশলে তারা ধরা পড়ল। পাপীর পাপ পূর্ণ হয়ে এলে কার সাধ্য যে তাকে রক্ষা করে। সে সময় সে যত কেন সাবধান হোক না—যত কেন সতর্ক হোক না—যত কেন আপনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করুক না তত্রাপি কিছুতেই সে গোপন ভাবে থাকতে পারে না—তুলারাশির ভিতর আগুন পড়লে—কতক্ষণ না জ্বলে থাকে? সময়ে তা জ্বলে উঠবে—সময়ে তা দগ্ধ হবে—সময়ে আবার দগ্ধ হয়ে—ভস্মরাশি হয়ে পড়্‌বে। কারোই তা রক্ষা করবার সাধ্য নাই।

চাঁপা যে রাত্রে গোবিন্দ বাবুর বাসায় ধরা পড়ে—সেই রাত্রের শেষ-ভাগে মত্তাবস্থায় গোবিন্দ বাবু যে পুলিসের হাতে পড়েন—চাঁপা সে কথা আদৌ জানত না—এদিকে আবার গোবিন্দ বাবুও জানতেন না যে চাঁপা তাঁর বাসায় গিয়ে তার পরিণাম কি হয়েছে। চাঁপাকে ধরে প্রথমে তাকে বিস্তর যন্ত্রণা দেওয়া হয়—মারপিট গালিগালাজ দিতে কেউ কম করে নাই। চোর ধরা পড়লে—তার পীঠে দু চারি ঘা দিতে কারো হস্ত বিমুখ হয় না—লোকে কথায় বলে যে চোরের মার। সুতরাং চাঁপাও যে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে—সে কথা বলা বাহুল্য। চাঁপা যে কেবল দু চারি ঘা খেয়েই যে পরিত্রাণ লাভ করেছে—তাও নয়। অবশেষে সকলে পরামর্শ করে তাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছে—প্রথমে পুলিসের কথা উঠলে চাঁপা সকলের হাতে পায়ে ধরে বিস্তর সাধ্য সাধনা করে—বিস্তর উপরোধ অনু-রোধ—বিস্তর কাকুতি মিনতি করে—বিস্তর রোদন—বিস্তর দুঃখ করে—সে কথায় কে কাণ দেয়—দোষীর কথা শুনতে কে সময় নষ্ট করে—পাপীর

রোদনে কার চোকে জল আসে—চাঁপা যে একজন দোষী—তার দ্বারাই যে সিদ হয়েছে—সে যে একজন ভয়ানক বদমায়েস—এই কথা কেউ বলে না দিলেও তাদের মনে হয়েছে। সুতরাং বদমায়েসের পুরস্কার পুলিসের হাতেই হলে ভাল হয়—এই বিবেচনায় চাঁপার এই দুর্দ্দশা।

পুলিস চাঁপাকে চোর বলে ধরেছে—বিশেষ সিদ বর্ত্তমান—কারো আর সাক্ষী দরকার হচ্ছে না—চাঁপার বিশেষ কোন সাপাই নাই প্রথমে তার সাপাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। সে মনে মনে ভাবলে আমি আর কাকেই বা সাপাই দিব। গিন্নীর বাড়ী কাজ কর্ম্ম করে থাকি—তিনি আমাকে জানেন—আমি কি চরিত্রের লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লে প্রকাশ হবে—যদি এইরূপ বলি—আর গিন্নী যখন আমার গুণের কথা অর্থাৎ তাঁর অজ্ঞাতসারে সেই ঘোর রাত্রিকালে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী এসেছি—গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে যে আমার যোগ আছে—এসব কথা শুনতে পেলে তাঁর রাগ বেড়ে উঠবে—একে তিনি সেই মানুষ—তার উপর এসব কথা শুনলে একেবারে আগুনে ঘি পড়বে। সুতরাং তাঁর দ্বারা আরো সর্ব্বনাশের সম্ভব। তিনি আমার অনুকূলে কিছু বলা দূরে থাকুক—বিপক্ষেই বিস্তর গাইবেন। বিশেষ সে রাত্রে যখন গোপনভাবে এই কার্য্যে এসেছি—আর যখন গোপন ভাবে যদি মানে মানে ফিরে যেতে পারতেম তবেই যা হোক—কোন কথাই থাকত না। এখন পুলিসের হাতে পড়ে এরূপ দোষী হয়ে তাঁর কাছেই বা কি করে যাব—সে পাড়াতেই বা কি করে মুখ দেখাব—লোকে হাতে দড়ী দেখলে কি বলবে—এর চেয়ে মরণ যে শতগুণে ভাল। এ পোড়ামুখ আর—লোকালয়ে না দেখাতে হলেই ভাল হয়। যখন দশ জনে বলবে—চাঁপার এই কাজ—তখন যে মরে যাব। বিশেষ চুরী অন্য কাজ নয়। হা পরমেশ্বর! শেষে আমার কপালে এতদূর লিখেছিলে—তাতো স্বপ্নেও মনে করি নাই। যম এ সময় তুমি আমাকে ভুলে কোথা রইলে? তুমি যদি এই সময় দয়া করে একবার চাঁপাকে ডাক তা হলে যে সকল দিক রক্ষা হয়।

চাঁপা এখন ভাবছে দেখতে দেখতে বিপদ যে পেকে দাঁড়াল—আর যে কোন উপায়ে পরিত্রাণ পাব তার আশাও থাক্‌ল না। মনে কত সাধ ছিল কত আশায় বুক পোরা ছিল—গোবিন্দবাবুর নিকট দশটাকা উপরি উপরি লাভ হবে সেই টাকায় একখানি গহনা হবে। এখন গহনা হওয়া দূরে থাক—মানে মানে খালাস পেলে বাঁচি। কিন্তু কি উপায়ে খালাস।

খালাস পাবার তো কোন উপায় দেখছি না—যখন বাড়ীওয়ালারা দয়া করে ছাড়লে না তখন পুলিসের হাত হতে পরিত্রাণের আশা করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কি উপায়ে রক্ষা পাব কার শরণাগত হব—কে এই বিপদে মাথা দিয়ে আমার উপকার কর্‌তে উদ্যত হবে?—এখন দেখছি যে আমার আশা গেল—ভরসা গেল—মান সম্ভ্রম গেল। আমার বাঁচায় আর সুখ কি?—

চাঁপা যে রাত্রে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়—তার পর হতে গিন্নীর বাড়ীর কোন সন্ধানই রাখে না—গিন্নী যে তার মত পুলিসে গ্রেপ্তার হয়েছেন—সে কথা তার আদৌ জানা নাই। তার মনে একরূপ ধারণাছিল—গিন্নীর সঙ্গে আর দেখা হবে না এ পোড়া মুখ তাঁকে আর দেখাব না যা কপালে থাকে—কেউ যখন খণ্ডাতে পার্‌বে না—তখন গোপনে গোপনে দণ্ড হওয়াই ভাল। সে মনে মনে এইরূপ নানানখান ভাবছে—পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছে এখনো চাঁপার কোন এজাহার নেওয়া হয় নাই—সুতরাং পুলিস যে কি পদার্থ সে পরিচয় লাভ কর্‌তে সময় পায় নাই। চাঁপা মনে মনে অনেক প্রকার মতলব কচ্ছে—কিন্তু কোন মতলবই ঠিক হচ্ছে না—পরের বাড়ী কোন সম্পর্ক নাই—তাতে আবার রাত্রিকাল—আবার গভীর রাত্রি—এরূপ অবস্থায় তাকে সেখানে দেখলে সহজেই লোকের মনে সন্দেহ হয়—তাতে আবার তার অদৃষ্টের দোষে কে সিঁদ দিয়েছে—তখন সেই সিঁদের কারণ সেই হচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ! কোথাকার ঘটনা কোথা এসে উপস্থিত হয়েছে! এ বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় নাই—আলাপের মধ্যে এক গোবিন্দ বাবু। কিন্তু যাঁর জন্য এই সর্ব্বনাশ কৈ তিনি তো একবার এমন বিপদের সময় চোক দিয়েও দেখলেন না। যখন আমি ধরা পড়ি তখন—কত লোক এসে উপস্থিত হলো—এমন কি পাড়ার লোকজন আসতেও কম করে নাই—কিন্তু তিনি এলেন না কেন?—তাঁর এরূপ ব্যবহার কেন? তিনি কি এত গোলমালের কিছুই জান্‌তে পারেন নাই? না কাশী ত্যাগ করে স্থানান্তরে গ্যালেন। যদি স্থানান্তরে গিয়ে থাকেন—তবে তাঁরে বল্লে কোন ফল হবে না—আর যদি এখানে থেকে আমার এই অবস্থার কথা কাণে শুনে এরূপ ব্যবহার করে থাকেন তা হলে তাঁর ভরসা করা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ফলতঃ চাঁপার মন এখন বড়ই বিপদাপন্ন। যে বিপদে পড়েছে—দণ্ড না পেয়ে কোন মতেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পার্‌বে না তা স্থির জানছে।

গোবিন্দ বাবু যে কি রকম স্বভাবের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে চাঁপার এই দুর্দ্দশা হয়েছে—এ কথা পুলিসে বল্লে যে আবার কি সর্ব্বনাশ হবার কথা সে বিষয় সে জান্‌ত না। কি কারণে যে চাঁপার বিপদের সময় গোবিন্দ বাবু কি রকম অবস্থায় আছেন—সে কথা সে আদৌ জান্‌তে পারে নাই। বিশেষতঃ চাঁপা যে গিন্নীর ভয় কচ্ছে এত বিপদে পড়েও যে গিন্নীকে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ কচ্ছে—সেই গিন্নী যে তার আগে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে—সে কথাও চাঁপার কাণে উঠে নাই। এই বিপদের মধ্যেও তার মনে এই সুখ গিন্নী তার এই লাঞ্ছনা —এই যাতনা এই অপমান জান্‌তে পার্‌বেন না। কারণ তিনি জান্‌তে পাল্লে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং লজ্জা শত গুণ বৃদ্ধি হবে। লজ্জার সময় আপনার লোককে দেখলে মনে বড় আঘাত লাগে। বিশেষ চাঁপা সর্ব্বদাই দর্প করে বেড়াত যে সে গিন্নীর বড় হিতকারী প্রাণান্তে তাঁর অনিষ্ট দেখ্‌তে পারে না—গিন্নীর অনিষ্ট তার পক্ষে সর্ব্বনাশ—সে বড় প্রভুভক্ত কিন্তু—গোবিন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে যে ভাবে গ্রেপ্তার হয়েছে তা শুন্‌লে তার আর লজ্জা রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে না। বিশেষ যদি সে কথা প্রকাশ না করি তবে সিঁদ কাটার কথা প্রকাশ হবে—সে তো আরো ভয়ানক—আরো কলঙ্ক—আরো নিন্দা! কোন দিকেই উপায় নাই। পাপের আগুণ জ্বলে উঠলে চারিদিক ধু ধু করে পুড়্‌তে থাকে—কার সাধ্য যে তা নির্ব্বাণ করে?

যত সময় যাচ্ছে—ততই চাঁপার মনে যাতনা বাড়ছে—সে মনে কচ্ছে আমার লঘু-পাপের গুরুদণ্ড হলো। পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত—তা একাল পর্য্যন্ত যত পাপ করেছি—সে সকল পাপের বুঝি এই প্রায়শ্চিত্ত। অবশেষে জেল। ও আমি কোথা যাবো?—এবার চাঁপার চোক ফেটে দর দর করে জল পড়তে লাগ্‌ল। বাস্তবিক কাঁদবারই কথা। একে সেই মানুষ—তায় সহায় ও: আশ্রয় শূন্য—তার উপর এই বিপদ! এ অকূলে কে আশ্রয় হবে—কে মুখ তুলে চাইবে? কারই বা সাহায্যে এ অকুল সমুদ্র হতে পার পাবে? সে যে দিকে চাইতে লাগল—সেই দিকে অকুল সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ভয়ে প্রাণ একেবারেই উড়ে গ্যাছে—তার উপর পুলিসের সেই ভয়ানক ভাব ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় দর্পণে প্রকাশ হচ্ছে। একে রাত্রি জাগরণ—তার উপর আবার দুর্ভাবনা ত্রাসে

প্রাণ একেবারেই উড়ে গ্যাছে। মুখে কোন কথাই নাই—চোরের অধম হয়েছে—চুরী না করে কপালের দোষে গ্রহ বশতঃ চোর হয়েছে—এ চুরী অপবাদ কি উপায়ে ভঞ্জন হবে?—অনাথনাথ দিনবন্ধু কি এ পাতকিনীর প্রতি মুখ তুলে চাইবেন?—না বুঝে—না ভেবে—না বিবেচনা করে—যেমন কাজ করেছি—তার উপযুক্ত ফল পেলাম। রত্নলাভের আশয়ে কাল-সর্পের গর্ত্তে হাত দিয়েছিলেম সুতরাং এখন যে বিষে জর জর হব—এ আর বিচিত্রতা কি? আমার আর কোন দিকে কোন আশা নাই—বিপদ সাগরে ডুবেছি—এখন তাই ভোগ করি।

চাঁপার মনে এইরূপ চিন্তার স্রোত জোয়ারভাটা খেল্‌ছে—অস্থির প্রাণ আরো অস্থির হয়ে উঠেছে—এক একবার ভাবছে—যদি পুলিসের লোক গুলার হাতে ধরে কোন উপায় কর্‌তে পারি। চাঁপা এ পর্য্যন্ত আর, কখন পুলিসের হাতে পড়ে নাই সুতরাং পুলিসের অন্তঃকরণে যে কতদূর মায়াদয়া আছে—তা যদি সে জানত তা হলে তাঁর মনে কখনই এ আশা দেখা দিত না। বিনা দোষে—বিনা কারণে—যখন তারা লোকের উপর জুলুম করে থাকে—তখন যে দোষীকে পেলে তার সর্ব্বনাশ কর্‌বে এ আর আশ্চর্য্যের কথা নয়—পুলিস চাঁপাকে একটা ঘরের ভিতর রেখে চাবি বন্ধ করে রাখ্‌লে।

ত্রয়োদশ স্তবক।

পাপ কথা প্রকাশ।

"কেন মিছে মর বৃথায় ঘুরিয়া,
এলো মেলো ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া,
ঘূর্ণিত বায়ুর বলে অলক্ষ্যে ভ্রমিয়া,
অনির্দ্দিষ্ট পথে অচক্ষু যেন।"

পুলিসের কুট-প্রশ্নে এবং নানাবিধ প্রলোভনে পড়ে চাঁপার যে রকম এজাহার হচ্ছে—তাতে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে—গোবিন্দ বাবু ও গিন্নী

সম্বন্ধে অনেক কথা সে জানে? তত রাত্রে সে যেখানে ধরা পড়েছে—সে খানে তার যাবার কারণ কি?—এবং সে কোথা বাসকরত এই সকল কথায় প্রকাশ হয়েছে গিন্নী ও গোবিন্দ বাবু তার পরিচিত। গোবিন্দ বাবুর কথানুসারে সে সেই রাত্রে তাঁর বাসায় সাক্ষাৎ করতে যায়—নতুবা সিদ দেওয়া তার কাজ নয়—বাস্তবিক চাঁপা সিদেল চোর নহে—সে সিদের ধার ধারে না—দুপরে ডাকাতি কর্‌তে খুব মজপুত। সে লোকের চোকে ধুলি দিতে প্রতারণা কর্‌তে তার সিদ্ধ বিদ্যা। এই বিদ্যা বলে সে অনেকের অর্থ হজম করেছে—এইরূপ হজম করে তার আগুণ বেশী জ্বলে উঠেছে।

চাঁপার কথা শুনে পুলিসের মনে নানা প্রকার সন্দেহ জন্মেছে—সে চুরীর কথা আদৌ প্রকাশ করে নাই—সে কেবলমাত্র বলেছে গোবিন্দ বাবু যে তার সহিত দেখা কর্‌বার নিমিত্ত চাঁপাকে সেই রাত্রে আস্‌তে বলেন এবং সেই কথানুসারে যে সে এসেছিল—সেই কথাটার উপর বেশী জোর দিয়ে কথার জবাব কচ্ছে। পুলিস মনে কচ্ছে এই, চাঁপা গোবিন্দ বাবুর যদি মনের ভাব দোষশূন্য হবে তবে রাত্রিকালে সেরূপ গোপন ভাবে দেখা করবার কারণ কি? তাদের মধ্যে এমন কোন কার্য্য প্রকাশ হয় নাই যে, সেরূপ ভাবে দেখা কর্‌তে হয়। গোবিন্দ বাবু একজন পাকা বদমায়েসের সঙ্গে এরূপ গোপনভাবে দেখা কর্‌বার কথা শুনলে কাজে কাজেই মনে নানা রকম সন্দেহ উঠে।

গোবন্দ বাবু যে এক জন দাগি বদমায়েস এবং তিনি যে পুলিসে গ্রেপ্তার হয়েছেন—পুলিস যে তাঁর সমুদয় পরিচয় জানে একথা চাঁপা আদৌ জান্তে পারে নাই। সেই জন্য সে গোবিন্দ বাবুর নাম করেছে। আর একটা কথা এই গোবিন্দ বাবুর নাম না কল্লে সেখানে যে সেই রাত্রে যেরূপভাবে ধরা পাড়ছে—তাতে সিদটী যে তারই দ্বারা ঘটেছে—তা স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। চাঁপা বুঝতে পারে নাই যে সে একটী বিপদ হতে মুক্তিলাভ কর্‌বার জন্য আর একটি নূতন বিপদে পতিত হচ্ছে। সিদ মুখে ধরা পড়া যেমন বিপদের কথা—আর গোবিন্দ বাবুর সহিত সেইরূপ গোপনভাবে দেখা কর্‌বার কথা বলায় যে আর একটি নূতন বিপদ উপস্থিত হবে এ কথা জান্তে পাল্লে তার চোকে আরো অন্ধকার—আরো ভয়ানক—আরো সর্ব্বনাশ বোধ হতো। চাঁপা যে এক জন পাকা বদমায়েস—পুলিস সে কথা বিলক্ষণরূপে বুঝতে পাল্লে। কারণ সে এক জন স্ত্রীলোক—যদি ভালমানুস

হবে—তবে সেই রাত্রে পরের বাড়ীতে সেরূপভাবে ধরা পড়বে কেন? যদিও সে বলছে, সিঁদকাটা তার কাজ নয়—সে কখন চুরী করে নাই—কেবল গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে সেখানে গিয়াছিল—কিন্তু গোবিন্দ বাবু যেরূপ প্রকৃতির লোক এবং তিনি যে অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছেন—এতে তাঁর সঙ্গে যার বিশেষ ঘনিষ্টতা সেও যে কোন দোষে দোষী নয়—এ কথাই বা কে বিশ্বাস করতে পারে?—

বাস্তবিক যেরূপ ঘটনাগুলি উপস্থিত—তদ্দ্বারা সকলেই বলবে চাঁপাও একজন বদমায়েস, সে কখনই ভদ্র মেয়ে মানুষ নয়—ভদ্র মেয়েমানুষের এত সাহস—এত বুদ্ধি—এতদূর কখনই সম্ভব নয়। অন্তরে পাপ না থাকলে তার কখনই এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে না। সে পাপী তার পাপ কার্য্য কতদিন ঢাকা থাকে? সময় পূর্ণ হলে—পাপের ফল ফলবার কাল হলে, সে ফল অবশ্যই ফলবে। গোবিন্দ বাবুর গিন্নী যেমন বদমায়েস—এই মেয়ে মানুষটীও যে তাদের একজন দলের লোক—তাদের মত যে এরও পেটে যে বিস্তর পাপ আছে—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত চাঁপা এজাহারে যে সকল কথা বল্লে—তাতে পুলিসের মনে সন্দেহ গেল না—বরং কথায় তাঁদের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ নূতন মূর্ত্তি ধরে উপস্থিত হতে লাগল। কারণ পুলিস প্রথমে চাঁপাকে চোর বলেই মনে করেছিল—যখন সিঁদ মুখে ধরা পড়েছে—তখন সে একজন চোর—কিন্তু এখন গোবিন্দ বাবুর কথা প্রকাশ হওয়াতে, পুলিসের অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে—গোবিন্দ বাবু যে সকল বদমায়েসী করে এসেছেন—চাঁপাও একজন তার সহকারী। বদমায়েসের সঙ্গে যার বিশেষ ঘনিষ্টতা—যে সকলের নিদ্রাকালে গভীর রাত্রে অন্যের বাড়ীতে সেইরূপ গোপনভাবে দেখা করতে যায়—তার মতলব কখনই ভাল নয়। বদমায়েসী যে তার হাড়ে হাড়ে সে কথা আর কেউ না বলে দিলেও আর বুঝতে বাকী থাকে না।

ফলতঃ চাঁপা যেরূপ জালে জড়িয়ে পড়েছে—এখন আর কোন উপায়ে পার পাবে সে যো নাই। সে গোবিন্দ বাবুর নাম করে আরো যে বিপদ ডেকে এনেছে—সে কথা সে এখনও বুঝতে পারে নাই, পুলিস বা তাকে খুজে যত্ন করে সকল কথা প্রকাশ করবার জন্য চেষ্টা পাচ্ছে। পুলিসের মতলব এক দিকে—আর চাঁপার মতলব আর এক দিকে। চাঁপার ইচ্ছে পুলিসের

হাত হতে পরিত্রাণ লাভ—আর পুলিসের ইচ্ছে তাকে জালে ফেলে। ফল কথা পুলিস—চাঁপাকে পেয়ে মনে মনে বড় খুসি হয়েছে, কারণ তাদের বিনা চেষ্টায়—বিনা পরিশ্রমে—বিনা উদ্যোগে কটী পাকা বদমায়েস এক সময়ে ধরা পড়েছে। এই গুলির কিনারা হলে, সকল গোপন কথা প্রকাশ হলে তার পুরস্কার পাবে অথচ পাপীর পাপের সমুচিত দণ্ড হবে।

এইরূপ অনেক প্রকার কথা বার্ত্তার পর পুলিসে চাঁপাকে বিস্তর আশা-ভরসা দিতে লাগল। পুলিসের কাছে সমুদয় গোপনীয় কথা প্রকাশ কল্লে যে তারা তাকে খালাস দেবে—চাঁপার মনে এই পাপ বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে তাদের কথায় এক রকম ভুলে গ্যাছে। হাজার হোক মেয়েমানুষের বুদ্ধি—তার উপর আবার মাথায় যে বিপদ ঝুলছে—এ সময় যার মুখে দুটো মিষ্ট কথা—দুটো আশা জনক কথা—দুটো আপনার লোকের মত কথা শুনতে পেলে অবশ্যই মনে আহ্লাদ জন্মে—বিপদ অনেকটা হালকা বোধ হয় এবং এও মনে হতে পারে, এদের দ্বারা সত্য সত্যই বুঝি খালাস পাব।

চাঁপা খালাস পাবার আশয়ে তারা যা যা জিজ্ঞাসা কচ্ছে ফড় ফড় করে তাই বলছে, মনে বড় আশা হয়েছে কোন রকমে যদি এদের মনস্তুষ্টী করে মানে মানে ফিরে যেতে পারি তা হলে চারিদিক রক্ষা পাবে। গিন্নী এর কিছুই জান্তে পারেন নাই। তবে যদি আমায় এইরূপ হটাৎ নিরুদ্দেশ দেখে মনে কোন সন্দেহ করে থাকেন তবে তার একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেব। সহজে বুঝাতে না পারি—তাঁর কাছে না হয় দুটো বকুনি খাব। সেও আমার পক্ষে সহস্র লাভ। কিন্তু একথা যেন প্রকাশ না হয়। সিদের কথা কিম্বা গোবিন্দ বাবুর সহিত গোপনভাবে দেখা করতে এসেছিলেম একথা প্রকাশ হলে তিনিই বা মনে কর্‌বেন কি? যা হোক বাপু মানে মানে এখন খালাস পেলে বাঁচি।

নির্ব্বোধ চাঁপা এখন বুঝতে পারে নাই যে, সে নালাকেটে জল আনবার চেষ্টা কচ্ছে—সে যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াবে চেষ্টা কচ্ছে—সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত রয়েছে—সে কথা একবারও তার মনে হয় নাই। মনের আহ্লাদে—মনে মনে কত খানাই ভাবছে তার আর স্থির নাই। বাস্তবিক বিপদের মধ্যে পড়লে যদি কোন প্রকারে উদ্ধারের আশা দেখিতে পাওয়া যায় তবে মনে মনে যে ঐরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয় তাহা নহে।

সুতরাং চাঁপার আহ্লাদে অবশেষে যে নিরানন্দ উপস্থিত হবে—তার আশালতা যে অচিরে শুষ্ক হবে—তার বড় সাধে যে ছাই পড়িবে—সে যদি তা বুঝিতে পারত তা হলে সে গোবিন্দ বাবুর কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে দেখা করতেই বা যাবে কেন? আর এই সকল পুলিসের লোকের কাছেই বা তার নাম করবে কেন? মানুসের যখন দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তখনই সে নিজের বিপদের পথ নিজেই পরিষ্কার করে। সুতরাং চাঁপা যে আপনার বিপদ আপনি ডেকে আনবে তা আর বিচিত্রতা কি? চাঁপা এখন ভাল রকম বুঝতে পারে নাই যে, পুলিসের লোক জন দ্বারা তার কিরূপ সর্ব্বনাশ হতে পারে। তাদের লোভজনক মিষ্টি কথার ভিতর যে হলাহল পুরা আছে সে কথা বুঝতে পাল্লে তার অদৃষ্টে শেষে আরো বিপদ ঘটবে কেন?—

পুলিসের লোক চাঁপাকে মেয়েমানুষ পেয়ে—বিশেষ সে বিপদে পড়ে এক প্রকার হতবুদ্ধি হয়েছে—এই সুযোগ পেয়ে পুলিস তার মুখ দিয়ে অনেক কথা বাহির করে নিয়েছে। তাদের মনে এরূপ ধারণা হয়েছে যে, গোবিন্দ বাবু আর গিন্নীর যোগে যে সকল কুকাজ হয়েছে—চাঁপাও তাতে লিপ্ত ছিল। তার অজানিত কোন কাজ হয় নাই। পুলিসের মনে এইরূপ বিশ্বাস হওয়াতে তারা চাঁপার প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রেখেছে।

পাপ কথা প্রকাশ করাই পুলিসের মতলব—সুতরাং তারা কলে কৌশলে দম দিয়ে চাঁপাকে এমন সব কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছে—যে সে সকল কথায় তাকে ভবিষ্যতে বিশেষ বিপদে পড়তে হবে। এই রকম করে তার কাছে যে সকল কথা শুনলে সে সব লিখে নিল। পুলিস অনেক মতলব খাটীয়ে—অনেক ফিকির করে—অনেক যোগাযোগে চাঁপার মোকদ্দমা পাকিয়ে তুলেছে। সুতরাং চাঁপাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেওয়া হবে স্থির হয়েছে—কিন্তু হতভাগিনী চাঁপা সে কথা এখনো শুনতে পায় নাই। পুলিস এজাহার নিয়ে-তাকে আর কিছু না বলে সে ঘর হতে চলে গেল। সুতরাং চাঁপা এখন একাকিনী পুলিসের একটী ঘরে আবদ্ধ রইল। এই সময় তার মনে আবার নানাপ্রকার চিন্তা—নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা—নানাপ্রকার কথা মনে উঠতে লাগল। মানুষ একাকী থাকলে—নির্জ্জনে থাকলে—পাপের কথা মনে হলে—তার অন্তঃকরণে যে নানা ভাব উপস্থিত হয়। চাঁপারও সেইরূপ দশা উপস্থিত। পোড়া পাপ পথে গেলে—পাপ কার্য্য মনে কল্লে—পাপে চিন্তা হলে অবশেষে যে এইরূপ অবস্থায় পড়তে

হয়—চাঁপা এখন সে কথা বেশ বুঝতে পেরেছে। তার অনেকটা জ্ঞানও হয়েছে। তবে যদি এই সকল পাপ কথা প্রকাশ না হওয়ায় পূর্ব্বে তার মনে এই সকল জ্ঞান সঞ্চারিত হতো—তবে আজ তাকে পুলিসের হাতে এরূপ অবস্থায় থাকতে হবে কেন? পাপের আগুণ যে শেষে এমন করে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠবে—পাপকথা যে এরূপ করে প্রকাশ হবে সে কথা একদিনও চাঁপা মনে করে নাই। সুতরাং এখন পাপ কথা প্রকাশের যে কি বিষময় ফল তার মনে উঠছে।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

—:•:—

পূর্ব্ব কথা।

মেঘের সুশীতল জলে, নাহিরে অরস গলে,
বহুদিন অশ্রুধারা ঢেলেছি ধরায়,
ভস্ম মাঝে ঘৃতরাশি নিক্ষেপের প্রায়,
চাই তারে গলাইতে, তীব্র হুতাশনে।

যুবা সন্ন্যাসী মানকুমারীর কোন অনুসন্ধান না পেয়ে, বিমর্ষভাবে ফিরে এসেছেন। তিনি প্রথমে এসে উদাসিনীর কোন সন্ধান পান না—পরিশেষে অনেক সন্ধানের পর একেবারে ডাক্তার বাবুর নিকট উপস্থিত। ডাক্তার বাবু প্রথমে তাঁকে উদাসিনীর নিকট যেতে দেন না। পরে তাঁর পরিচয় পেয়ে সম্মত হন। নবীন যুবার সহিত উদাসিনীর কি সূত্রে আলাপ হয় এবং তিনি কি কারণে এই বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছেন—তিনি সে সব পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লেন।

যুবা তাঁর অনুরোধে নিজ পরিচয় বলতে লাগলেন।

ডায়মণ্ডহারবারের নিকট কোন একটী পল্লীগ্রামে আমার নিবাস। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আমাকে নিয়ে সংসারে একমাত্র সুখের স্থান মনে করতেন। আমি সংসারের কোন উপকার দুঃখ কিম্বা ক্লেশ কখন ভোগ করি নাই—আনন্দ পুতুলের ন্যায় পিতামাতার আনন্দ-বর্দ্ধন করতেম। পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের আশা ভরসা আমার উপর নির্ভর ছিল।

মনুষ্যের সুখের সময় চিরদিন কখন সমানভাবে যায় না। সুখের মধুর মূর্ত্তি কেউ চিরদিন দেখতে পায় না। যে পিতা মাতা আমাকে নিয়ে এত সুখভোগ করতেন তাঁদের শেষ অবস্থায় আমি একমাত্র আশা যষ্টী ছিলেম। কুটীল কাল তাঁদের সে আশা পূর্ণ করে নাই। একটী ভয়ানক বিপদ—ভয়ানক ঘটনা—ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হয়ে—তাঁদের সমুদায় আশা ভরসা অতল জলে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিত হয়ে গেল।

নবীন-যুবার এই কথা শুনে ডাক্তার বাবুর কৌতুহল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হতে লাগল—তিনি সমুদয় কাজ পরিত্যাগ করে, এক মনে যুবার জীবন-বৃত্তান্ত শুনতে লাগলেন।

যুবা পুনর্ব্বার বল্লেন—এইরূপ আমি পিতা মাতার আনন্দ বৃদ্ধি করে সুখে সংসারে অবস্থিতি করি—কিছুদিনের পর এক দিবস আমরা গৃহে আছি—সূর্য্য অস্ত গ্যাছেন—ক্রমে ক্রমে রাত্রি উপস্থিত। রজনী অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে কালমেঘের ন্যায় একখানি মেঘের সঞ্চার হয়ে এলো। পিতা মাতা মেঘ সঞ্চার দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—যেরূপ মেঘের আকার তদ্বারা স্পষ্ট বোধ হচ্ছে—আজ রাত্রে একটী ভয়ানক দুর্য্যোগ ঘটবে। আমি তাদের মনের ভাব কিছুই জানি না। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত ছিলেম। ক্রমে ক্রমে মেঘের আকার ভয়ানক হয়ে উঠল—কেবল যে আকার ভয়ানক হলো এরূপও নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টী আরম্ভ হয়ে, ক্ষণকাল মধ্যে বোধ হলো পৃথিবীর বুঝি প্রলয় সময় উপস্থিত। আজ পৃথিবী রসাতলে যাবে বিধাতা তার উদ্যোগ করেছেন।

দেখতে দেখতে ঝড় ও জলে গ্রামের অনেকের ঘর বাড়ী এবং বৃক্ষাদি পতিত হতে আরম্ভ হলো। গ্রামের ভয়ানক অবস্থা—লোকজনের রোদন ও আর্ত্তনাদ এক সঙ্গে মিশে এক প্রকার হৃদয় বিদারক অবস্থা উপস্থিত হতে লাগল। একে সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী—তার উপর আবার ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ কে যে কোথায় যাবে—কার যে আশ্রয় নেবে—কোথায় গেলে যে আশ্রয় পাবে—এই সব ভাবনায় সকলে মৃত্যুর ভীষণ মুখ দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে যে কত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগল—কে তা নির্ণয় করবে। দুর্ঘটনায় কেউ কারো খোজ নিতে পারে না। যে যেখানে ছিল—সে সেইখানেই মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করতে লাগল।

এই বিপদের সময় আমি তত বিপদের লক্ষণ বুঝতে পাল্লেম না—কারণ আমি তখন নিতান্ত শিশু—সুতরাং পিতা মাতার ক্রোড়ে একমাত্র নিরাপদ দুর্গ বিবেচনা করে আহ্লাদে আছি। কিন্তু পিতা মাতা সে সময় অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে তাঁদের ব্যস্ততা দেখে, আমার মন পরিবর্ত্তন হলো—আমার অন্তরের আহ্লাদের ভাব তিরোহিত হলো—অন্তঃকরণে কেবল একটী অতীব ভয়ানক ভাব দেখা গেল—তখন আমি আর স্থির থাকৃতে পারলেম না। পিতা মাতার কাতরতা দেখে আমার চোকে জল এলো। আমার চোকে জল দেখে তাঁদের চোকে যেন শতগুণে জলের ধারা পড়তে লাগল। তখন সেই আঁধার রাশির মধ্যে তাঁরাও কাঁদেন—আমিও কাঁদি। এ রোদনের পরিণাম যে কি হবে—কে যে চোকের জল পুঁছবে—কার দ্বারা যে চোকের জল নিবারণ হবে—মনে মনে তাই ভাবতে লাগলেম। সুখে ছিলেম—আনন্দে ভাসতেম—সংসারের কোন কষ্ট জানি না। এমন সুখের সময় এরূপ ঘটনা হলো কেন?—বিপদ উপস্থিত পিতা-মাতা যে কি উপায়ে এ বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার হবেন মনে মনে তাই চিন্তা করতে লাগলেম। আমার মুখ দেখে—তাঁদের চোকে বিপদ আরো শতগুণে অধিক বলে বোধ হতে লাগল।

বাস্তবিক সে সময়ের সে দৃশ্য অতি ভয়ানক—যদিও আমি তৎকালে অতি শিশু ছিলেম বিপদকে খেলার সামগ্রী অপেক্ষা ভয়ের কারণজ্ঞান করিতেম না—কিন্তু সে ঘটনায় আমারও বুক কেঁপে উঠল। আকাশের যেরূপ চেহারা হয়ে উঠেছে—চারিদিক যেরূপ অন্ধকার—বাতাসের যেরূপ ভয়ানক শব্দ—বৃষ্টির যেরূপ বর্ষণ—তাতে সকলেই মনে মনে ভাবতে লাগল—আজ নিশ্চয়ই পৃথিবী রসাতলে যাবে। এ দুর্য্যোগ যে সহজে নিবারণ হবে তা আর মনে বিশ্বাস ছিল না। গ্রামের মধ্যে যে কে কারো খোজ নেবে—কারো বিপদে যে কেও সাহায্য করবে—কার যে কি দশা হচ্ছে—পরস্পর কেউ জানতে পাচ্ছে না। কত মানুষ—কত পশু—কত ঘর বাড়ী ভেসে ভেসে যাচ্ছে—তার সংখ্যা নাই। অতি বৃদ্ধেরাও পর্য্যন্ত বলাবলি কচ্ছেন —আমাদের এত বয়স হয়েছে—কিন্তু এমন ভয়ানক ঝড়—এমন ভয়ানক ঘটনা—এমন ভয়ানক ব্যাপার কখন দেখি নাই। বিধাতা বুঝি পৃথিবী রসাতলে দিবেন বলেই এরূপ ঘটনা উপস্থিত করেছেন। সে রাত্রে সে ঘটনাতে কেউ মনে করে নাই যে, এ যাত্রা রক্ষা পাব—মৃত্যু নিশ্চয়ই এ

লোকের মনে স্থির বিশ্বাস হয়েছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন মুখব্যাদন করে—পৃথিবীকে গ্রাস কর্‌তে বসেছে।

এক এক করে আমাদের বাড়ীর ঘরগুলি পড়তে লাগল। তখন মাতা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন—পিতার মুখমণ্ডল হতে যেন এক প্রকার মর্ম্মান্তিক ক্লেশের ভাব প্রকাশ হতে লাগল। আমি যদিও ভীত হয়ে ছিলেম—যদিও আমার বুকের ভিতর কাঁপতে ছিল—কিন্তু এই সকল দেখে আর স্থির থাকতে পারলেম না। তখন আমিও মাতার রোদনে যোগ দিয়ে কাঁদতে লাগলেম। কিন্তু যে রোদন শুনলে পাষাণ হৃদয়ের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়। কিন্তু যে ঘটনা উপস্থিত—সে রোদনে কার মনে দুঃখ উপস্থিত হবে? যার দুঃখ সেই ভোগ করে। সুতরাং আমাদের দুঃখে—আমাদের রোদনে—আমাদের আক্ষেপে কে কর্ণপাত কর্‌বে?

সকলেই প্রথমে ভেবেছিল—এ ঘটনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হবে না। অল্পক্ষণ মধ্যে সব থেমে যাবে। কিন্তু এখন দেখি থামা দূরে থাকুক—ক্রমে ক্রমে বিপদ বেড়ে উঠতে লাগল। বিধাতা এত করেও তবু নিরস্ত নন। এর পরে আবার একটী বিপদের ঘটনা উপস্থিত হলো। দুরন্ত ঝটীকায় সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয়ে গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হতে লাগল। ঝড় বৃষ্টিতে যদিও কোন রকমে বাচবার উপায় ছিল—কিন্তু এ দুর্ঘটনায় সে উপায় থাকল না। মৃত্যু ভিন্ন জগদীশ্বর যে কাউকে রক্ষা করবেন না—তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। এবার পিতা মাতা ভাবনায় একেবারেই অস্থির এতক্ষণ পর্য্যন্ত যদিও রক্ষা ছিল—কিন্তু এখন আর কোন উপায় নাই। চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেম।

তখন পিতা মাতা আর কোন উপায় না দেখে—পিতা আমাকে বুকে করে—মাতার হাত ধরে বাহির হবার চেষ্টা কল্লেন। তাঁর সেইরূপ চেষ্টা দেখে মাতা নিবারণ করে বল্লেন—এ সময় এরূপ সাহস প্রকাশ করবার সময় নয়। বাহির হলে নিশ্চয়ই মৃত্যু।

তখন মাতার কথা শুনে পিতা বল্লেন—যেরূপ বিপদ উপস্থিত—এতে উদ্ধার হবার কোন উপায় নাই। তবে কোন চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে মৃত্যু মুখে পতিত না হয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখা যাক। বিধাতা যেরূপ বাম হয়েছেন—তাতে এ যাত্রা প্রাণ বাচাবার কোন উপায় নাই। আমাদের মৃত্যু হয় তজ্জন্য এক মুহূর্ত্তও দুঃখিত কিম্বা চিন্তিত নই—কিন্তু চোকের সামনে যে প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যু ঘটবে—তা কি করে দেখব?

অনেক আশা করে পুত্রটী নিয়ে সংসারে ছিলেম—বৃদ্ধ বয়সে কপালে যে এতদূর ঘটবে তা একদিনও মনে করি নাই। মনে অনেক আশা ছিল—এখন সে আশা ফুরাবার সময়—এই দুর্য্যোগে সকল আশা ভরসা চির দিনের জন্য অস্ত গেল। হা বিধাতঃ! শেষ কালে—বৃদ্ধ বয়সে—এই হতভাগাদের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর হলে কেন?—জন্মান্তরে না জানি কত মহাপাপ করেছি—সেই পাপে আজ সমস্ত পরিবার এককালে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হলো।

পিতা মাতা এইরূপ আক্ষেপ কচ্ছেন—তাদের রোদন—হাহুতাস—মর্ম্মভেদী আক্ষেপ শুনে এবং তৎকালে সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করে একেবারেই আমার প্রাণ উড়ে গেল। কোন উপায় নাই—কোন আশা নাই—কোন আশ্রয় নাই—সুতরাং কি যে করি—কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না—আমি একে শিশু—কোন প্রকার সামর্থ নাই—যাঁদের সামর্থে আমার সামর্থ। যাঁদের ভরসায় আমার ভরসা—সেই পিতা মাতা যখন বিপদে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন—তখন কার মুখের প্রতি চাইব—কেই বা এই বিপদে মাথা দিয়ে উদ্ধার করবে? পিতা মাতার রোদন—আর্ত্তনাদ—আমার কাতরতা দেখেও বিধাতার পাষাণ প্রাণে দয়ার সঞ্চার হলো না। দয়া মায়া যেন পৃথিবী হতে উঠে গ্যাছে—ঈশ্বর যেন পৃথিবী ছারখার করবেন বলেই উদ্যত হয়েছেন। এ নিষ্ঠুরতার কারণ কি? বিধাতা যখন তাঁর সৃষ্টি নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন—তখন কার সাধ্য যে তা রক্ষা করে? যিনি স্রষ্টা—তিনিই আবার হন্তা হলেন কেন? পৃথিবীর এমন কি মহাপাপ যে এককালে রসাতল দিবেন? এতো দয়ার কার্য্য নয়—এ যে ঘোর নিষ্ঠুরের কার্য্য—এ যে পাষাণ হৃদয়ের কার্য্য—এ যে নির্দ্দয়ের কার্য। যে ঈশ্বরকে সকলে দয়াময় বলে—যার অনন্ত দয়া শাস্ত্রে প্রকাশ—যার নাম নিলে সকল যন্ত্রণা দূরে চলে যায় তাঁর এরূপ কার্য্য কেন? দয়াময় নামের এরূপ বিষময় পরিচয় কেন? এখন কার দোষ দিব—কার শরণাপন্ন হব? বিধাতা যখন স্বয়ং এরূপ নিষ্ঠুর হলেন—স্বয়ং যখন আমার জীবন গ্রাস করতে উদ্যত—তখন আর দুঃখ করব না। বুক পেতে সব সহ্য করব। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক তাঁর কার্য্য পৃথিবীর বক্ষস্থলে খোদিত হোক। আমি আমার অদৃষ্টের ফল ভোগ করি।

পঞ্চদশ স্তবক।

অপার দুঃখ।

"কৈ মা পাষাণ সুতে।
অশ্রুধারা মুছাইতে,
এখনো অভয় কর দিলে না প্রসারি।
সন্তাপ-নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি॥

নবীন সন্ন্যাসীর কথা শুনে ডাক্তার বাবু পুনর্ব্বার বল্লেন—যেরূপ ঘোরতর বিপদের কথা শুনছি—যেরূপ ব্যাপার ঘটেছে—তাতে রক্ষা হওয়াই অসম্ভব। সাক্ষাৎ মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা পাওয়া যেরূপ অসম্ভব—আপনার পক্ষেও যে সেইরূপ ঘটেছিল—তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যেরূপ বিপদের কথা—কি উপায়ে যে রক্ষা পেলেন] সে বৃত্তান্ত শুনবার জন্য অন্তঃকরণ যার-পর-নাই উৎসুক হয়ে উঠেছে—অতএব এখন সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনে তিনি পুনর্ব্বার বল্লেন—মহাশয় সে অদ্ভুত কাহিনী শুনতে যদি আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে—তবে শুনুন। সেই অবস্থায় আমরা সকলেই ভেবে অস্থির। কোন উপায় হচ্ছে না—এমন সময় পিতা বল্লেন এক স্থানে দাঁড়িয়ে মরা অপেক্ষা কোনরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি এই কথা বলে আমাদের হাত ধরে ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন। বাহিরে এসে দেখি—চারিদিক জলে ভেসে গ্যাছে। আমরা যে গৃহে বাস কচ্ছিলেম—সেই গৃহ ব্যতীত আর আর সমুদায় ঘর গুলি পতিত হয়েছে—আমরা যে গৃহে ছিলেম তাও পড়্‌বার উপক্রম হয়েছে—এমন কি বোধ হয় অল্পক্ষণ মধ্যে তাও নিশ্চয় পতিত হবে।

পিতা আমাদের হাত ধরে একটু এসেই দেখলেন—আর যাবার যো নাই। সমুদ্র মুখ হতে জল রাশি যেরূপ ভয়ানক আকারে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ কচ্ছে—তাতেই স্পষ্টই বোধ হয় আর রক্ষা নাই। অনতি বিলম্বে জলময় হবে সকল বিপদ শান্তি হবে। তখন পিতা অনন্য উপায় হয়ে সম্মুখবর্ত্তী একখানি পতিত গৃহের চালের উপর উঠলেন।—আমাকে এক রকম করে টেনে তুল্লেন।

মাতা ঠাকুরাণী উঠবার সময় যেই পতিত হলেন—অমনি সেই জলস্রোতে ভেসে গেলেন। পিতা তাঁকে ধরতে পাল্লেন না। কারণ তাঁকে ধরতে গেলে আমাকে ছাড়তে হয়। আমার মায়ায় পিতা মাতার মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখলেন। এই নিদারুণ ব্যাপার দেখে আমি আর স্থির থাকতে পাল্লেম না। চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেম। তখন পিতা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন এ কাঁদবার সময় নয়—শোক প্রকাশের সময় নয়—এ দুঃখ প্রকাশের সময় নয়—এখন সকল দুঃখ বুক বেঁধে সহ্য করতে হবে। পরমেশ্বর যদি দয়া করে—কখন মুখ তুলে চান—যদি এ বিপদ হতে উদ্ধার হতে পারি তবেই সে কথা। এখন ঈশ্বরের নাম মনে কর। এই কথা কয়টী বলতে চালের উপর উঠে আমাকে এক খানি কাপড় দিয়ে চালের সঙ্গে দৃঢ় করে বাধলেন। এরূপ ভাবে বাধলেন আমি যে সহজে পড়ে যাব তার আর কোন আশঙ্কা রইল না।

পিতা আমাকে বেধে দুই হাত দিয়ে চাল ধরে বসে আছেন—এ দিকে জল বৃদ্ধির দারুণ এত স্রোত হয়ে উঠল যে সেই চাল খানি ভেসে যেতে লাগল অতঃপর যে আমাদের অদৃষ্টে কি ঘটাব—বিধাতা যে আবার মুখ তুলে চাইবেন হৃদয়ে সে আশা থাক্‌ল না। এতক্ষণ যদিও মৃত্যুমুখে ছিলেম কিন্তু এখন যে মৃত্যুর উদরে প্রবেশ কল্লেম তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। এই বারেই নিশ্চয় মৃত্যু। তখন মাতার সেই হৃদয় বিদারক জলমগ্নের কথা মনে হতে লাগল—পিতার বৃদ্ধবয়সে এই যন্ত্রণা চোকের উপর দেখে প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। আর আমার নিজের কথা মনে হয়ে একেবারেই বুক ভেঙে যেতে লাগল। বর্ষার জলধারার ন্যায় আমার চোকের জলধারা পড়তে লাগল—আবার আমার চোকে জল দেখে পিতার বুক ভেসে যেতে লাগল। এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্দূর যেতে না যেতেই আর একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হলো। সেই ঘটনা মনে হলে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠে। আমরা চালের উপর যেমন ভেসে যাচ্ছি—ইতিমধ্যে একটী বৃক্ষের আন্দোলিত শাখার আঘাতে পিতা সেই চাল হতে গড়াতে২ নীচে পড়ে গেলেন। পড়বামাত্রই সেই জলরাশির মধ্যে যে অনন্তকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হবেন—তা আমার মনে বিশ্বাস ছিল না! তৎকালে আমার বুকের ভিতর যে কি হতে লাগল—সে চিত্র কাউকে একে দেখান যায় না। একে শিশু—তার উপর ঝড়ে জলে শরীর অবসন্ন প্রায়—মাথার উপর বিপদ রাশি তাতে

আবার চোকের উপর মাতার মৃত্যু—পিতার মৃত্যু। ফলতঃ মানুষের হৃদয়ে এ অপেক্ষা আর কি গুরুতর আঘাত লাগতে পারে। ভয়ে—ভাবনায়—বিপদে—শোকে প্রাণ অস্থির। মৃত্যুকালে এমন একটুও সময় পান নাই যে পিতা মাতা আমাকে কোন কথা বলে যেতে পারেন। তাঁদের মনের কথা অনন্ত কালের জন্য সবই রয়ে গ্যাছে। তাঁরা যেরূপ ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন তা শুনলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আমি এরূপ হতভাগ্য যে পিতামাতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম তত্রাপি আমার মৃত্যু হল না, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল না এ পাষাণ হৃদয় শতধা বিভক্ত হল না, অগণিত জলবদ্বুদের সহিত এ জীবন মিশিয়ে গেল না। তখন আমার উপর ভাগ্যে চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার—হৃদয় অমাবস্যায় যে আবার পূর্ণিমার উদয় হবে এ আর বিশ্বাস হলো না।

তখন আমি একাকী সেই চালের উপর ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেতে লাগ্‌লেম—কোথায় যে যাচ্ছি—কে যে নিয়ে যাচ্ছে—পরেই বা কি হবে এই সকল কথা মনে হচ্ছে। দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে যে কতদূর গেলেম—তার কিছুই স্থির হচ্ছে না। কতদূর গেলে পর—ঝড় একটু থেমে এলো। পূর্ব্বদিকে আলোর রেখা প্রকাশ হতে লাগল। আমার মনেও একটু আশার সঞ্চার হতে লাগল। চোকের উপর হতে এ আঁধার রাশি সরে গেলেও তবু পৃথিবীর মুখ দেখে কতক পরিমাণে প্রাণ শীতল হবে। মনে হতে লাগল কতকাল যেন আলো দেখি নাই। অন্ধকারের পর আলো দেখায় যে প্রাণে কিরূপ আনন্দ জন্মে—সেই সময় তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেম। প্রভাত কালের আলোক দর্শনে মনে একটু আশা সঞ্চার হতে লাগল—ভাবলেম বুঝি কালরাত্রি প্রভাত হলো—পরমেশ্বর অতঃপর মুখ তুলে চাইলেন। মনে আমার হাস্যময়ী আলোক পতিত হতে লাগল। মানুষের কেমন স্বভাব হাজার বিপদে পতিত হোক না কেন—হাজার দুঃখ হোক না কেন—একটু উদ্ধারের উপায় দেখলে—তখন পূর্ব্বকথা ভুলে যায়—উপস্থিত অবস্থা মনে করে আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে থাকে। আমারও মনের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হলো।

আমি এইরূপ আশা সহকারে সেই চালের উপর ভাস্‌তে ভাস্‌তে কিয়দ্দূর গিয়ে একটী গাছে সেই চাল আবদ্ধ হলো। এদিকেও জল অনেক পরিমাণে কমে আস্‌তে লাগল। পূর্ব্বাপেক্ষা আলোক প্রকাশ হয়ে এলো পৃথিবীর মুখ দেখে আনন্দ বাচাত আর সীমা রইল না। ভাবলেম

এ যাত্রা বুঝি জীবন রক্ষা হলো। কিন্তু এই আহ্লাদ আবার অচিরে গাঢ় বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কারণ যতদূর দৃষ্টি হতে লাগল—চেয়ে দেখি চারিদিক ধূ ধূ কচ্ছে। কোথাও গাছপালা কিম্বা গৃহাদি কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। কে যেন সমুদায় ধুয়ে পুঁছে নিয়ে গ্যাছে। পৃথিবী যেন এক প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। এই নিদারুণ ব্যাপার দেখে প্রাণে আরো ভয়ের সঞ্চার হলো—মনে মনে ভাবতে লাগলেম এক বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে আবার আর একটী বিপদে পতিত হলেম। এখন কার আশ্রয় গ্রহণ করি—কেই বা মুখ তুলে চায়—পিতামাতাকে তো চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিইছি। নিকটে এমন লোক কেহই নাই যে আমার প্রতি মুখ তুলে দয়া প্রকাশ করে। বিশেষ কোন গ্রাম জানি না—কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় কিম্বা জানা শোনা নাই এই শিশু বয়স—তার উপর আবার গত রাত্রির সেই মর্ম্মভেদী ঘটনা—ঝড় বৃষ্টির কষ্ট—রাত্রি জাগরণ পিতামাতার শোক—উপস্থিত অবস্থার বিভীষিকা দৃষ্টি এই সকল কারণে দেহ অবসন্ন ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর কথা মনে হতে লাগল। ভাবলেম অনেক কষ্টে—দৈববলে ঘটনা স্রোতে যদিও—রক্ষা পেয়েছি—কিন্তু এখন তো রক্ষা পাব—আর সে উপায় দেখছি না। এ অবস্থায় অনাহারে শিশুর জীবন কতক্ষণ রক্ষা পাবে। তখন পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেম—হে দীনবন্ধু যদিও এ হতভাগ্যের প্রতি দয়া কল্লে—তবে আবার এরূপ ক্লেশে পতিত কল্লে কেন? এ অপেক্ষা মৃত্যু যে আমার পক্ষে শতগুণে ভাল ছিল মৃত্যু হলে যে এককালে সকল যন্ত্রণা—সকল অত্যাচার—সকল ক্লেশের হাত হতে পরিত্রাণ পাই। আমি এইরূপ ভাবছি—সেই আশ্রয় চালখানি একটী বৃক্ষে সংলগ্ন হলো। এদিকে ক্রমে ক্রমে বেলা হয়ে উঠল—সূর্য্যের আলোক সর্ব্বত্র প্রকাশ হওয়াতে বোধ হতে লাগল পৃথিবী যেন নূতন জীবন লাভ কল্লে। রৌদ্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দ-স্রোত বাড়তে লাগল। মনে মনে ভাবলেম—এখন পৃথিবীর মুখ দেখে যদি মরি তাতে ক্ষতি নাই। সেই গাঢ় অন্ধকারের কথা মনে হলে এখনো আমার বুক কেঁপে উঠে। এইরূপ ভাবছি—এদিকেও বেলা বেড়ে উঠল—তখন ক্ষুধা—পিপাসা—গত রাত্রের ক্লান্তি একত্রিত হয়ে আমার জীবন সংশয় করতে লাগল মনে হলো এইবা নিশ্চই মৃত্যু।

তখন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছি—ক্রমে ক্রমে দেহ অবসন্ন হয়ে এলো। এমন সময় দেখি একটী আদ বুড়ো লোক—বেশ মোটাসোটা—মাথায় অল্প অল্প চুল আছে—রঙ কাল—গলায় এক গাছি মোটা মোটা মালা আঁটা—সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দম মাখা। এই লোকটী ধীরে ধীরে আমার নিকট অর্থাৎ যে গাছে সেই চাল আবদ্ধ আছে—সেই গাছতলায় এসে বসল। তখন আমার এরূপ শক্তি নাই যে তাঁকে ডাকি বা কোন কথা বলি। মনে কল্লেম যদি লোকটী এ হতভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি করেন—যদি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করেন—তবেই—কোন রকমে রক্ষা পাবার আশা আছে—নতুবা এখানে নিশ্চয়ই মৃত্যু।

মনে মনে এরূপ ভাব্‌ছি—এমন সময় দেখি আমার দিকে সেই লোকটী চেয়ে দেখলেন তাঁর সেই দৃষ্টিপাতেই যেন আমার মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হতে লাগল। তখন তিনি আর বিলম্ব না করে সেই গাছে উঠে আমার নিকট এলেন। এবং আমার বন্ধন দশা দেখে মনে কল্লেন—আমি একপ্রকার অজ্ঞানাবস্থায় আছি। সুতরাং তিনি আমাকে অতি সাবধানে নিয়ে নীচে এলেন। এবং নীচে এসে আমার চোক মুখে জল ছিটেয়ে দিয়ে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন। আমি কোন কথার পরিস্কার উত্তর দিতে পাল্লেম না। কেবলমাত্র পেটে হাত দিয়ে ক্ষুধার কথা প্রকাশ কল্লেম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পাল্লেন কি না বল্‌তে পারি না।

অনন্তর আমাকে স্কন্ধদেশে করে তিনি চলতে লাগলেন। কোথা যে নিয়ে যাবেন নিয়ে গিয়ে যে কি কর্‌বেন তার কোন মতলবই বুঝতে পাল্লেম না। আমার মনে বিশ্বাস যেখানে কেন নিয়ে যাক না কিছুতেই শঙ্কিত হবার কোন কারণ নাই। কারণ যখন মৃত্যুমুখে পড়েছি—তখন আবার ভয় কি ?—

এইরূপ ভাবে কিয়দ্দূর গমনের পর দেখি একটী বাড়ীতে উপস্থিত—সে বাড়ীর ঘর প্রভৃতি সমুদায় পতিত হয়েছে—গত রাত্রের দুর্ঘটনায় যে সব পতিত সে কথা বলে না দিলেও বুঝতে বাকী থাকে না। কেবল একটী মাত্র দ্বিতল অট্টালিকা ভগ্নবস্থায় বর্ত্তমান রয়েছে। সে লোকটী আমাকে উপরে নিয়ে গেল। উপরে গিয়ে দেখি একটী বৃদ্ধ সেই লোকটীকে দেখেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন।

এর সহসা রোদনের কারণ কি? অনেকক্ষণ রোদনের পর বৃদ্ধ চোকের জল পুঁছতে পুঁছতে বল্লেন—হরিদাস আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—গত রাত্রের ঝড়ে সর্ব্বস্ব গ্যাছে—গোহত্যা—স্ত্রীহত্যা—শিশুহত্যা সকলই হয়েছে। কোন মহাপাপে আমি যে জীবিত আছি—তার কারণ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না আমার আনন্দ পুত্তলিকা বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশাবৃত্তি পুত্রটিকে পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়ে নিয়ে গ্যাছে। সমস্ত দিনের পর এখন আহারের উদ্যোগ কচ্ছি। হরিদাস! এমন অবস্থায় কি আমার পোড়া পেটে কিছু দিতে হয়?

অনন্তর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা কল্লেন—কিন্তু আমি কোন উত্তর দিতে পারলেম না। তখন আমার উদ্ধার-কর্ত্তা হরিদাস আমাকে যে অবস্থায় পেয়েছিল—তাই বল্লে। তখন বৃদ্ধ স্পষ্টই বুঝতে পাল্লেন—গত রাত্রের দুর্ঘটনায় এর এইরূপ দুরবস্থা ঘঠেছে। সুতরাং তাঁরা আর কাল বিলম্ব না করে—আমার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। তাঁদের আশ্রয় পেয়ে—সেবা শুশ্রূষা লাভ করে—নির্ব্বাণ প্রায় দীপে তৈল প্রাপ্তির ন্যায় আমার জীবন প্রদীপ আমার যেন উজ্জ্বল হতে লাগল। আমার যে হস্তপদ জড়ের ন্যায় হয়েছিল—তাতে আবার বল সঞ্চার হতে লাগল এবং অল্প অল্প কথাও কইতে আরম্ভ কল্লেম। আমার মুখে দুই একটী কথা শুনে বৃদ্ধের যেন আহ্লাদ উথলে পড়তে লাগল। আমার মত তারও একটী শিশুসন্তান গত রাত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে—সেই কারণে আমাকে দেখে তার অন্তঃকরণে পুত্রস্নেহ সঞ্চার হয়েছে। তিনি আমার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করতে লাগলেন।

আগন্তুক লোক ও সেই বৃদ্ধটীর পরস্পর যে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল—তদ্দ্বারা এইমাত্র জান্তে পারলেম—গত রাত্রের দুর্ঘটনায় তাঁর যথা সর্ব্বস্ব ও স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলই জীবন হারিয়েছে—তাঁর এক্ষণে একটি মাত্র কন্যা জীবিত আছে—কলিকাতায় সেই কন্যা শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি কচ্ছেন। তিনিই পিতা মাতার উদ্দেশে হরিদাসকে প্রেরণ করেছেছেন—হরিদাস এখানে আসবার সময় পথি মধ্যে দয়া করে আমাকে নিয়ে এসেছেন। বৃদ্ধ দারুণ শোকে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন—হটাৎ আমাকে দেখে যেন তাঁর শোক অনেকটা হ্রাস হয়ে এলো। তাঁর দগ্ধপ্রাণে যেন অনেকটা শীতল হলো। তিনি বল্লেন—হরিদাস! প্রেমন

মহামায়ার কার্য্য—এই বালকটীকে দর্শন করে পর্য্যন্ত যেন আমার মনে এক প্রকার স্নেহ সঞ্চার হয়েছে—এমন বোধ হচ্ছে যেন এর মুখ দেখে আমি সকল জ্বালা—সকল শোক—সকল দুঃখ বিসর্জ্জন দিতে পারব। ঈশ্বর দয়া করে আমার হৃদয় জুড়াবার জন্য যেন একে পাঠিয়েছেন।

ষোড়শ স্তবক।

—:০:—

নূতন অবস্থা।

"দুঃখের সংসার ত্যজিব এবা,
অসহ্য যাতনা না সহিব আর,
পার হব আমি দুঃখ পারাবার'
বদনে সঘনে বলিয়ে হরি।"

আমি পরমানন্দে সেই বৃদ্ধের বাড়ীতে দুই দিন অতীত কল্লেম। আমার কিছুমাত্র যত্নের ক্রটী নাই। লোকে আপন গৃহে যেরূপ যত্নে বাস করে তা অপেক্ষা আমার অধিক আদর। বৃদ্ধের মায়া ও স্নেহ আমার মনও যেন কেমন আকৃষ্ট হয়ে গেল সুতরাং আমি তাকে আর পর ভাবি না তিনিও আমাকে পর ভাবেন না।

দুদিনের পর হরিদাস বৃদ্ধকে বল্লেন—আর এখানে অবস্থিতি করা উচিত হচ্ছে না—কারণ আপনার কন্যা অত্যন্ত কাতরা হয়ে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বিলম্ব হলে তিনি ভেবে অস্থির হবেন। বিশেষ এখানে আর কিসের জন্য বাস করা? যাদের জন্য এখানে বাস—বিধাতা সে আশা হতে বঞ্চিত করেছেন। অতএব এখন আপনার সেই কন্যা সংসারের একমাত্র আশা ভরসা—অতএব এই বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের নাম করুন এবং তথায় অবস্থিতি করে সংসার যাত্রা অতিবাহিত কর্‌তে থাকুন।

হরিদাসের কথা শুনে বৃদ্ধের চোকদিয়ে দর্‌ দর্‌ করে জল পড়তে লাগল এবং তার নাভিস্থল হতে যেন নিদারুণ শোকের ঝটীকা প্রবাহিত হলো। বৃদ্ধ অনেক কষ্টে শোক সম্বরণ করে বল্লেন—হরিদাস। এত

বয়স হয়েছে তত্রাপি একদণ্ড মনে করি নাই যে, এই পূর্ব্ব পুরুষের বাস স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। এই ভিটায় যে দীপ জ্বলবে না—এ কথা স্বপ্নের অগোচর—বিধাতার অন্তরের ভাব কে বুঝতে পারে? আমার যে সোণার সংসার এমন করে ছারখার হয়ে আমার সুখের হাট যে এমন করে ভেসে যাবে—আমার সকল সাধ যে বিষাদে পরিণত হবে এ কার মনে বিশ্বাস ছিল? হরিদাস! তুমি যা বলছ আমার পক্ষে সমুদায়ই সত্য। অধিক বলতে কি এই গৃহ—এই বাস ভূমি আমার পক্ষে মহা শ্মশান বলে বোধ হচ্ছে। এ শ্মশানে অবস্থিতি কর্‌তেও আমার আর এক মুহুর্ত্ত সাধ নাই। এ সংসারে সেই কন্যা ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। অতএব কন্যা ও জামাতা নিয়ে শেষ অবস্থা অতিবাহিত করব—আমারও মনে এই ইচ্ছা কিন্তু—হরিদাস! বিধাতা আবার এ কি মায়াজালে আবদ্ধ কল্লেন। এই বালকটীকে তো পরিত্যাগ করতে পাচ্ছি না। যতকাল যেখানে থাকব, একেও সঙ্গে রেখে প্রতিপালন করব। অতএব বালকটীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

বৃদ্ধ ও হরিদাস এইরূপ স্থির করে দুদিন পরে আমাকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন। কলিকাতায় নূতন এসে আমার মন অনেকটা পরিবর্ত্তন হলো। সামান্য পল্লীগ্রামে বাস ছিল—সুতরাং সহরে ঘর বাড়ী—পথ ঘাট লোকজনের গোলযোগ—গাড়ী ঘোড়ার ভিড়‍ দেখে মনে এক প্রকার নূতন রকম আমোদ—নূতন রকম ভাব—নূতন রকম অবস্থা ঘটে উঠল। নানাপ্রকার পরিবর্ত্তে পিতামাতার মৃত্যু প্রভৃতি পূর্ব্বকথা সকল এক এক করে ভুলতে লাগলেম। নূতন স্থান—পরের বাড়ী বলে মনে কোন সঙ্কোচ ভাব হতো না। কারণ বাড়ীর সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমি যেন সেই বাড়ীর সকলের আদরের গোপাল হলেম কোন বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট নাই—মনের সাধে বিহার করে বেড়াই।

ক্রমে ক্রমে আমার বয়স বাড়্‌তে লাগল—আমি একটী বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখতে লাগলেম। আমার ন্যায় এক বয়সী আরও তিন চারটী বালক ও বালিকা ছিল। আমরা সকলে এক সঙ্গে লেখা পড়া করি—এক সঙ্গে খেলা করি—এক সঙ্গে আহার করি। ফলতঃ কোন রকম মনের প্রভেদ কিম্বা বিদ্বেষ ছিল না। তারাও আমাকে পর ভাবত না—আমিও তাদের পর ভাবতেম না।

এইরূপে কিছুকাল কেটে গেল—সুখের বাল্যকাল বাল্য সুহৃদের ন্যায় আমোদে—সুখে অতীত কল্লেম। ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ কল্লেম। এই ভয়ানক কালেই যত অনর্থ—যত বিপদ—যত দুর্ঘটনা। আমি যে বাড়ীতে অবস্থিতি করি—তাদের সকল পরিবার কলিকাতায় অবস্থিতি করে না। চাকরী উপলক্ষে কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করেন এবং বৎসরান্তে একবার বাড়ী এসে থাকেন। যে বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে করে তার কন্যার এই বাড়ী আনয়ন করেন—আমার পিতৃ সদৃশ সেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। কারণ আমার পিতা মাতা যে সময় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন—তৎকালে আমার বয়স অধিক না হওয়ায় সে শোক একেবারে ভুল্‌তে পেরেছি। কিন্তু বৃদ্ধের শোক সহজে ভুল্‌তে পারি নাই। অধিক কি এখন পর্য্যন্ত তাঁর কথা মনে হলে আমার বুক যেন ভেঙে যায়।

দিন যায়—দিন সুখেরই হোক কিম্বা দুঃখেরই হোক আমার দিন কাটতে লাগল। পূর্ব্বেই বলেছি যে, সে বাড়ীতে আমার কোনরূপ ভিন্ন ভাব ছিল না। সুতরাং বাড়ীর লোকের ন্যায় আমি অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করি। সেই বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক ছিলেন—তাঁদের প্রতি আমি মাতৃসম ব্যবহার করতেম। কারো প্রতি আমার ভক্তির ত্রুটী ছিল না। তাঁরা আমাকে স্নেহ করতেন। ফলতঃ মনের সুখে আপনার বাড়ীর ন্যায় অবস্থিতি করি।

আমার এত বয়স হয়েছে—এত দিন সেই বাড়ীতে আছি—কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের কোন দোষ দেখতে পাই নাই। কিন্তু এখন যে সকল দোষ—যে সকল ঘটনা—যে সকল কারখানা ঘট্‌তে লাগল—সে সকল দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল—প্রাণে আশঙ্কা হলো স্ত্রীলোকে ভদ্রকুলে জন্ম—মান সম্ভ্রম আছে—তাদের এই কাজ! আমার এক তিলের তরেও সেখানে থাকতে ইচ্ছা হলো না। মনে মনে ভাবলেম—এখন কোথা যাই—কার আশ্রয় নিই—কি বলেই বা এখান হতে যাই, যদি পালিয়ে যাই—লোকে কি মনে করতে পারে। দোষীর ন্যায় পালিয়ে যাওয়া ভাল দেখায় না। আবার যদি এখানে অবস্থিতি করি—তা হলে যদি কোন প্রকার দোষ স্কন্ধে পতিত হয়—তবে লোকালয়ে মুখ দেখান ভার। এখন আমি কি করি? আমার পক্ষে উভয় শঙ্কট হয়ে দাঁড়ালো।

যাদের অন্নে প্রতিপালিত হলেম—যারা জীবনদাতা—তাদের বাড়ীর কেলেঙ্কার প্রকাশ করাও দোষ, আবার প্রকাশ না কল্লেও আমার দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য এরূপ কারখানা হতে লাগল—এর পরিণাম যে অতি ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে তার কোন সন্দেহ নাই। আমি এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে সেই বাড়ী পরিত্যাগ করব এক প্রকার স্থির করলেম। বিশেষতঃ প্রমোদকানন ও পূর্ণশশী নামে ভগী বৌ দিন দিন যেরূপ ঢলাঢলি যেরূপ লোক হাসা হাসি কর্‌তে লাগল—সে কথা মনে হলে লোকালয়ে বাস কর্‌তে আদৌ ইচ্ছা হয় না।

অতঃপর আমি সে আশ্রয় ত্যাগ করে মনে মনে স্থির করলেম—যে লোকালয়ে এরূপ ব্যবহার—সে লোকালয়ে আর বাস করব না—যত কাল জীবিত থাকি—ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে দেশে দেশে ভগবানের অক্ষয় কীর্ত্তি সকল দেখে ধর্ম্মালোচনা করব। এইরূপ স্থির করে—কাহাকেও কোন কথা না বলে রজনীযোগে কলিকাতা ত্যাগ করি। সেই রাত্রি হতে সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেছি। এ জীবনে আর সংসারে গমন করব না।

আমি সংসার ত্যাগ করে নানা তীর্থ—নানা আশ্রম বেড়াতে লাগলেম। নিত্য নিত্য নূতন নূতন স্থানে ভ্রমণ করে—অন্তঃকরণে নূতন নূতন সুখ উপস্থিত হতে লাগল। কত স্থানে কত সিদ্ধ পুরুষ—কত মহা পুরুষ—কত সাধু পুরুষ দেখে হৃদয় পবিত্র করতে লাগলেম। অবশেষে ভুবনেশ্বরে উদাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—তাঁর দর্শন লাভেই কেমন একটা ভক্তি হয়ে উঠল—সেই ভক্তি বশতঃ তার অনুগামী হই।

তখন ডাক্তার বাবু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কল্লেন—আপনি তো এতদিন উদাসিনীর নিকট বাস কচ্ছেন—কিন্তু তিনি যে কি কারণে এই বয়সে সংসার ত্যাগিনী হয়েছেন—তার এরূপ ভাবে দেশে দেশে ভ্রমণ করবার কারণই বা কি—এ সম্বন্ধে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতুহল আছে—অতএব সে সম্বন্ধে যদি কোন সন্ধান জানেন প্রকাশ করে আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

যুবা পুনর্ব্বার বল্লেন—যদিও আমি উদাসিনীর সঙ্গে অবস্থিতি কচ্ছি—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন গূঢ় কথাই জানতে পারি নাই। তিনি কেন যে সংসারের প্রতি হতশ্রদ্ধা হয়েছেন—কেনই যে সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন এ পর্য্যন্ত তার কিছুই জান্তে পারি নাই।

তাঁদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার পর ডাক্তার বাবু তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। এবং উদাসিনী এখন যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছে—তার মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে বল্লেন। মোকদ্দমার দিনও যে অতি নিকটবর্ত্তী তাও বল্লেন। নবীন বাবু মোকদ্দমার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত এবং চিন্তিত হলেন। কি উপায়ে যে এই মোকদ্দমা হতে নিষ্কৃতি পাবেন, কি উপায়ে যে মোকদ্দমা মিটে যাবে তাই ভাবতে লাগলেন। যেরূপ গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত সহজে যে মিটবে—তাহাই বা সম্ভব কি? তিনি এক, এক করে, ডাক্তার বাবুর নিকট মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। এ সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান—এখানে তাঁদের আপনার লোক এমন কেহই নাই যে, এই গুরুতর বিপদে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ ফৌজদারী মোকদ্দমা—তাদৃশরূপ বন্দোবস্ত না করলে এর বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। এ সংসার কেবল ভয়ানক স্থান যে, যে নির্দ্দোষী—যে নিষ্পাপী—যে সংসার ত্যাগী তার উপরেই সমুদায় বিপদ—সমুদায় অত্যাচার—সব জুলুম। সংসার ত্যাগিনী উদাসিনী যখন সংসারের কোন বিষয় অবগত নয়—তখন তার উপর এ অত্যাচার কেন? একে মানকুমারীর জন্য তার মন সম্পূর্ণ অস্থির—তার উপর আবার এই ভয়ানক মোকদ্দমা না জানি তিনি কতই অস্থির—কতই চিন্তিত—কতই বিপদাপন্ন হয়েছেন। এখন এ বিপদ হতে বিপদোদ্ধার কর্ত্তা দীননাথ ভিন্ন কে তাঁর উদ্ধার করতে পারে? ঈশ্বরের দয়া ব্যতীত মনুষ্যের কোন বিষয়ে কোন সাধ্য নাই। যা হোক বিধাতার উপর নির্ভর করে থাক—ভাগ্যে যা আছে—তাই হবে। এইরূপ মনে মনে ভাবতে ভাবতে অতি উদ্বিগ্ন মনে তিনি উদাসিনীর নিকট গমন করেন।

সপ্তদশ স্তবক।

—:•:—

হলাহল সঞ্চার।

"জীবন উচ্ছাস সবভগ্ন প্রায়;
অস্থির মানস চারিদিকে ধায়।
আতঙ্কে শিহরি ঘটে কোনদায়,
মনেতে সতত এ ভয় হয়"

আজ পুরুষোত্তমের কাছারিতে ভারি জাঁক। উদাসিনীর মোকদ্দমা দেখতে লোকে লোকারণ্য। কেবল যে উদাসিনীর মোকদ্দমা তাও নয় আবার কাশী হতে নাকি অনেক গুলি বদমায়েস গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে কত মেয়ে কত পুরুষ—কত ভদ্র কত অভদ্র লোক এসেছে। বড় জাকের মকদ্দমা।

বাস্তবিক বড় জাঁকের মোকদ্দমা বটে। চাঁপা—গোবিন্দ বাবু প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। কোথা কাশী—কোথা শ্রীক্ষেত্র! পাপের কেমন যোগাযোগ—কেমন ঘটনার ফের—এক মোকদ্দমা উপলক্ষে নানা কথা প্রকাশ হওয়াতে—এক সূত্রে সমুদায়—আবদ্ধ হয়েছে—এত দিন যাদের গুপ্ত কথা লুকায়িত ছিল—এখন সে সব কথা প্রকাশ হওয়াতে সকলে পুলিসে গ্রেপ্তার হয়েছে। পাপির পাপের আগুন—সময় পেয়ে ধূ ধূ করে জ্বলে উটেছে। এ আগুনে যে কত দূর দগ্ধ হবে—এখন তাই দেখবার সময় উপস্থিত, দাবানল জ্বলে উঠলে যেমন চারি দিকে জ্বলে উঠে—সেই রূপ পাপের আগুন—চারিদিক জ্বলে উঠেছে। যাদের নিয়ে এই আগুন জ্বলে উঠেছে—তাদের মধ্যে উদাসিনী ভিন্ন আর সকলেই দোষী—সকলেই পাপী—সকলেই বদমায়েস—কেবল একমাত্র উদাসিনী দোষ শূন্য। মোকদ্দমার কথা শুনে কেউ এ পর্য্যন্ত—ভিতরের কথা বুঝতে পারে নাই। কি সূত্রে যে এতগুলি লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, সে কথা কেউ জান্তে পারে নাই—তাই আজ মোকদ্দমা দেখতে কাচারীতে এত লোক উপস্থিত হয়েছে।

পুরুষোত্তম ধামে এ পর্য্যন্ত এরূপ মোকদ্দমা কখন উপস্থিত হয় নাই—তাই আজ এত জাঁক। উদাসিনী অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে আছেন, সে জন্য তাঁর নাম প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেই শুনেছ। এক জন স্ত্রী লোক—তায় আবার—পূর্ণযৌবনা—আকার প্রকার—অতি ভদ্র কুলের ন্যায় এই নবীন বয়সে আবার—সংসার ত্যাগিনী—ধর্ম্মশীলা—এরূপ নির-পরাধিনীর প্রতি হত্যাপরাধ—কারণ কি?—দস্যুদলের সহিত তাঁর সংশ্রব কি সূত্রে হলো? তাঁর প্রতি হত্যাপরাধই বা কি কারণে আরোপিত হলো, বাস্তবিক কি তিনি সম্পূর্ণ দোষে লিপ্তা না দস্যু বদমায়েসগণ চক্র করে তাঁকে মিথ্যা জালে জড়িত করেছে—প্রথমে উদাসিনীর—মোকদ্দমা উপ-স্থিত হলো, এখন কথা কাশী হতে এই সকল দোষী লোক এখানে চালান হয়ে এলো কেন?

সাধারণ লোক সকল এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা কচ্চে—কিন্তু কোন বিষয়ই স্থির করে উঠতে পাচ্চে না। মোকদ্দমা সম্বন্ধে সন্দেহ সকলেরই মনে সমানরূপ বর্ত্তমান। দেশ শুদ্ধ এই কথা নিয়ে তোল পাড় হচ্চে তাই—আজ এত লোকের হুড়াহুড়ি—এত ভিড়—এত জাঁক।

পাঠক ও পঠিকা সকল! ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কে যে সকল অভিনয় দর্শন করেছেন—এই বার সেই অভিনয়ের শেষ হবে—আজ সমুদায় ঘটনা স্রোতের গতি রোধ হবে। আজ সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখ হতে একটী গাঢ় অন্ধকার অপসারিত হবে।

কাছারিতে যে ভিড় হয়েছে ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে উঠতে লাগল। সেই গোলের মধ্যে আবার একটী নূতন গোল উঠল—এতক্ষণ পরে মোক-দ্দমা উঠেছে। উদাসিনী ও দস্যুদের যে এজাহার—পুলিসে গৃহীত হয়—বিচারপতির সম্মুখে পড়া হচ্চে—চারিদিকে লোক সকল তা শুনবার জন্য কাণ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। একটী সূচীকা পাতের শব্দ হচ্চে না। এজাহার শুনানির পর সক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হলো। দস্যুদের সাক্ষীর পরস্পর কথার অনৈক্য এত আরম্ভ হলে উকীলের জেরাতে মোকদ্দমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসতে লাগল সকলেই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পাল্লে উদাসিনী নিরপরাধিনী এ মোকদ্দমার তাঁর কোন সংশ্রব নাই—অধিকন্তু দস্যুগণ ভয়ানক চক্র করে তাঁকে বিপদে জড়িত করেছে। তিনি যেরূপে বিপদাপন্ন হন তাও প্রকাশ হোল।

এই মোকদ্দমার আর একটা গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল অর্থাৎ বলদেব সিংহ কাশীতে যে একদল দস্যু কর্তৃক ভয়ানক অবস্থায় পতিত হন প্রমোদ কানন ও পূর্ণশশী যে দস্যু হস্তে পতিত হন এই সকল দস্যুদের সহিত তাদের বিলক্ষণ সংশ্রব ছিল। গোবিন্দ বাবু দস্যুদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তার যখন সময় ভাল ছিল—বদমায়েসি করতে যখন তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল---সেই সময় এই সকল দস্যু এই সকল কার্য্যে নিয়োজিত হয়। কি কারণে যে তিনি এই সকল গুপ্ত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তা যদিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই—কিন্তু তাঁর উদ্যোগে এবং তাঁর অর্থে যে এই সকল কার্য্য সাধিত হয়েছে তা কোন কোন দস্যুর মুখে প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। সুতরাং মোকর্দ্দমা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পেকে দাঁড়াতে লাগল।

কাছারী শুদ্ধ লোক এই রহস্য—জনক মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত কিছুই মূল কথা বুঝতে পাচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণের চক্রের ন্যায় গোবিন্দ বাবুর চক্র কি ভয়ানক—অভিসন্ধি—কোথা কাশী—কোথা—পুরুষোত্তম ধাম—এতদূর পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র—এতদূর পর্য্যন্ত বদমায়েসির স্রোত---এতদূর পর্য্যন্ত চেষ্টা। ধন্য বদমায়েসী! ধন্য অভিসন্ধি!! ধন্য পাপ বুদ্ধি।

গোবিন্দ বাবু যে কি ধরণের লোক পাঠকগণ যদিও পূর্ব্ব হতে তার বিস্তর পরিচয় দেখে আসছেন কিন্তু এখন একবার দেখুন সেই বদমায়েসির উপর আবার কি ভয়ানক বদমায়েসী খেলা। গোবিন্দ বাবু দ্বারা না হতে পারে সংসারে এমন কাজই নাই। বিধাতা তাঁকে যেন বদমায়েসী করবার জন্য সংসারে পাঠিয়েছেন—বদমায়েসী করা যেন তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর প্রভূত অর্থরাশি পাপ কার্য্যের সহায়তা করবার জন্য ব্যয়িত হতো না তদ্দ্বারা সংসারে যে বিন্দুমাত্র সৎকার্য্য সাধনা হয়েছে এ কথা বোধ হয় কেউ বলতে পারে না তিনি যেন প্রতিজ্ঞা করেই সংসারে কুকর্ম্ম করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং এ কাল পর্য্যন্ত তার সেই কুকার্য্যেরই প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল—কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ কত দিন প্রভুত্ব প্রকাশ করতে পারে। পাপের চাকচিক্য—পাপের মধুরতা। পাপের প্রশ্রয় কতকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। সময় পূর্ণ হলে এক এক করে পাপের দর্প চূর্ণ হয় এক এক করে পাপের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হতে থাকে এক এক করে পাপের অগ্নিময় বিষময় কণ্টকময় ফল ফলতে থাকে তখন পৃথিবী বুঝতে পারে---পাপ মনুষ্যের ক প্রকার শত্রু! পাপির হৃদয় তখ

বেশ বুঝতে পারে যে, পাপের ন্যায় এ সংসারে শত্রু আর নাই। যে নরকের দ্বার মোচন করে দেয়—যে মনুষ্যের অন্তরে তুষানলের ন্যায় স্তরে স্তরে দগ্ধ করতে থাকে—যে বিষধরের ন্যায় অনর্গল বিষ বর্ষণ করে সমুদায় সুখে দারুণ হলাহল মাখিয়ে দেয়—তা অপেক্ষা শত্রু আর কে আছে। অবোধ মানুষ সেই পাপের প্রলোভনে বিমোহিত হয় কেন! পাপের প্রত্যক্ষ ফল দেখেও লোকের জ্ঞান সঞ্চার হয় না!—পাপের আধিপত্যে, সংসার ছারখার হয়ে থাকে। সংসার সাধের কাননে পাপ রূপ দাবানলে প্রজ্জ্বলিত হয়েই সকল সুখ—সকল ভাব—সকল আশা ভরসা চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দেয়।

উকীলের কূট প্রশ্নে বিলক্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে গোবিন্দ বাবু এই সকল কার্য্যের মূল। তাঁর বুদ্ধি চক্রে এতদূর ঘটনা হয়েছে।

কেন—গোবিন্দ বাবুর এতদূর নষ্টামী? তাঁর এরূপ ষড়যন্ত্র কর্‌বার কারণ কি? বিধাতা তাঁর এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দিলেন কেন? এক লম্পটা দোষেই যে তাঁর এত সর্ব্বনাশ এত দুর্গতি—এত লাঞ্ছনা ঘটে আসছে বোধ হয় সে কথা কাউকে আর বলে বুঝাতে হয় না। তাঁর প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক কারখানা, প্রত্যেক অভিসন্ধিতে সে চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি যে এক জন ঘোর নারকী—তাঁর অন্তঃকরণ যে একটি প্রত্যক্ষ নরককুণ্ড—তাঁর প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কার্য্যেই তা প্রকাশ হচ্ছে। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা যে এত দূর বদমায়েসী হতে পারে—রক্তমাংসময় নর দেহ ধারণ করে যে মানুষ পিশাচ তুল্য—রাক্ষস তুল্য—পশু তুল্য কার্য্য কর্‌তে পারে সে কথা এখন লোকে বেশ বুঝতে পাচ্ছে, লোক সমাজে যে দৃশ্য অসম্ভব যা মনে কল্লেও দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হয়—যে গর্হিত ব্যবহার চোকে দেখ্‌তেও ঘৃণা উপস্থিত হয়—গোবিন্দ বাবু সেই কাণ্ডের একজন প্রধান অভিনেতা। তাঁর বুদ্ধি কৌশলে যে এই সকল ভয়ানক কারখানা ঘটছে ক্রমে সে সব কথা প্রকাশ হতে লাগ্‌ল। সমাগত লোক সকল কোন কথারই অর্থ বুঝতে পাল্লে না—তারা ভাবতে লাগ্‌ল—উদাসিনী ও দস্যুদের মোকদ্দমা—তার—ভিতর এ সব কারখানা কি—? গোবিন্দ বাবু কে—? তাঁর নাম হচ্ছে কেন—? কই মোকদ্দমায় তাঁর সংশ্রব কেন? তাঁর এরূপ চেষ্টার উদ্দেশ্য কি? গোবিন্দ বাবুর অন্তঃকরণে এত বদমায়েসির বীজ এল কখন—?

লোকের মনে এক সন্দেহ গিয়ে আর একটী নূতন সন্দেহ উপস্থিত

হলো—এখন গোবিন্দ বাবুর কাহিনী শুনতে সকলেরই মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে লোকটার—কু, চক্রে এত, দূর কারখানা ঘটেছে—যার বদমা-মায়েসী দেশ বিদেশ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হয়েছে—তাঁর মনের কথা জান্‌বার জন্য —সকল লোকটা মহাউৎসুক।

মোকদ্দমা উপলক্ষে সাক্ষীদের এজাহারে—যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হয়েছে—তাতে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে—গোবিন্দ বাবুর কুচক্রে আগুণ এত দূর পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে—যে আগুণ জ্বলে উঠেছে—তা যে সহজে নির্ব্বাণ হবে তারও কোন আশা দেখা যাচ্ছে না—তখন বোধ হতে লাগল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্বল্‌ছিল—সে সমুদায় একত্র হয়ে যেন পুরুষোত্তমে প্রবল হয়ে উঠল। পুণ্য ক্ষেত্র পুরুষোত্তমে যে এরূপ পাপানল প্রজ্বলিত হবে—ভদ্র কুলের কুল কলঙ্কিনীদের পাপ কথা যে আদালতের সম্মুখে দশ ধর্ম্মে প্রকাশ হবে—পাপির হৃদয় গহ্বর হতে যে এত দূর হলাহল নির্গত হবে, এ কথা কার মনে বিশ্বাস ছিল? এ সংসার বড় ভয়ানক স্থান। এক দিকে দৃষ্টি করে দেখ কত ধার্ম্মিক—কত পুণ্যাত্মা কত সংচরিত্র, কত পণ্ডিতে সংসারকে স্বর্গতুল্য রমণীয় স্থান করে রেখেছেন—আবার আর এক দিকে দৃষ্টি করে দেখ্‌তে পাবে ঘোরতর নরক—ঘোরতর পাপ—ঘোরতর শ্মশান ক্ষেত্র। পুণ্যের বিমল জ্যোতিঃ,—পাপের নিদারুণ পূতি, গন্ধ নন্দন কান-নের পারিজাত—আর ঘৃণিত কার্য্যের গরল পূর্ণ ফলাফল সকলেই বর্ত্তমান।

উদাসিনী আত্ম বিপদ নিয়েই মহা ব্যস্ত—সুতরাং এই মোকদ্দমা উপলক্ষে কাশী হতে যে সকল বদমায়েস ধৃত হয়ে এসেছে—যে সকল গুপ্ত কারণ একত্রিত হয়ে আর একটী মহা ব্যাপার উপস্থিত করেছে, যে সকল কারণে মোকদ্দমা শেষ হতে আবার বিলম্ব হয়ে উঠেছে তিনি তার কিছুই জানেন না। যে সকল বদমায়েস একত্রিত হয়েছে ফদের এক একটীতে রক্ষা নাই সুতরাং সকল, গুলি এক সঙ্গে যোগ দেওয়াতে যে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে তা বলা বাহুল্য। উদাসিনী একে নিজের দুর্ভাবনা নিজের কাহিনীতে অস্থির—তার উপর যদি এ সব বৃত্তান্ত শুন্‌তে পান, তবেই আরো অস্থির—আরো বিপদাপন্ন—আরো বিষণ্ণ আরো অবসন্ন হবেন তা এক প্রকার স্থির কথা। বিপদে পড়লে যখন বিলক্ষণ ব্যক্তিগণও বিচ-লিত হয়ে থাকেন তখন যে রমণী হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল, অত্যন্ত বিপদাপন্ন, অত্যন্ত অবসন্ন হবে এ আর আশ্চর্য্য কি? উদাসিনীর কোন দিকে লক্ষ্য

নাই—কোন বিষয়ে চিন্তা নাই—কোন কার্য্যে মন নাই—দিবানিশি আত্ম বৃত্তান্ত—আত্ম ব্যাপার—আত্ম কথা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত সুতরাং মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে এত গোলযোগ—এত কারখানা এত ব্যাপার ঘটছে তাতে তাঁর লক্ষ্যই নাই।

দিনের পর যতই দিন যাচ্ছে—ততই পাপীদের মনে কষ্ট স্রোত খরবেগে প্রবল হচ্ছে। যে গোবিন্দ বাবু কোন প্রকার কুকার্য্য সাধন করতে মনে একটু শঙ্কা বোধ করতেন না—কু কর্ম্ম করে করে যাঁর বুকের পাটা বেড়ে উঠেছিল—আজ তাঁর আর সে ভাব নাই। বিপদে পড়লে মানুষের সব দর্প চূর্ণ হয় তার চোকে সংসার আঁধার দেখতে থাকে। আজ গোবিন্দ বাবুর মনে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত জেগে উঠেছে—সুতরাং গতানুশোচনায় যে বিষম যাতনা—সে যাতনা হতে তাঁর আর পরিত্রাণ নাই। তিনি যদিও বেশ বুঝতে পেরেছেন—এ যাত্রা ইহ জীবনে—এ বিপদ হতে উদ্ধার হবার আর কোন উপায় নাই—তত্রাপি কি উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করবেন—সে কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর ভাবনার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য কুকর্ম্ম করে পাপ করে—পরিণামে যে কি প্রকার যাতনা ভোগ করে—গোবিন্দ বাবুর জীবনে তা সুন্দররূপে অঙ্কিত রয়েছে। এখন তিনি এরূপ দুর্দ্দশায় পড়েছেন যে কোন রকমে এই বিপদ জাল হতে পরিত্রাণ পাবেন—তারো কোন কিকির করতে পাচ্ছেন না। সকল দিকেই হতে বদ্ধ—চারিদিকে নিরুপায়—ঘোর বিপদ। এ সময় কেহ যে সহায়তা করবে—কেহ যে তাঁর মুখের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করবে—কারো যে দয়া তাঁর উপর পতিত হবে—সে আশা নাই। তাঁর যখন সময় ভাল ছিল—সৌভাগ্য সূর্য্য উজ্জ্বল ছিল ঐশ্বর্য্যের সৌরভে দশদিক আমোদিত ছিল—তখন বিস্তর বন্ধু—বিস্তর আত্মীয়—দরদের লোক দেখা যেতো। কিন্তু সেই সৌভাগ্য সূর্য্য অস্ত গেল—যেই ধনের গৌরব জল বুদ্বুদের ন্যায় অদৃশ্য হলো—আর কাউকেও দেখতে পান না। তখন বেশ বুঝতে পাল্লেন—এ সংসার স্বার্থের দাস। যেখানে স্বার্থ—সেই খানেই আত্মীয়তা। সুতরাং গোবিন্দ বাবু যে জীবনের এই ঘোর অমানিশায় আত্মীয় স্বজনের দেখা পাবেন সে আশা নাই।

তিনি মনে মনে স্থির জেনেছেন—যে বিপদ সাগরে নিমগ্ন হয়েছেন—এ দুস্তর সাগরে হাত ধরে তুলবার লোক এ সংসারে নাই—যে আগুণে দগ্ধ হচ্ছেন—তাতে জল দেয় এমন মনুষ্য তাঁর অদৃষ্টে বিধাতা আর মিলাবেন

না। সুতরাং যা অদৃষ্টে আছে—তাই হবে। দারুণ নিরাশার মধ্যে পড়ে এইরূপ ভাবছেন—কিন্তু তাতে তাঁর মনের তৃপ্তি হচ্ছে না। মনুষ্য মরতে—আপনাকে বিপদ সাগরে নিমগ্ন করতে কৃত সঙ্কল্প করুক না কিন্তু জীবন এমনি ভালবাসার সামগ্রী এমনি মায়ার সামগ্রী এমনি যত্নের সামগ্রী—সেই জীবন হতে চির বিচ্ছিন্ন হতে কারো ইচ্ছা হয় না। গোবিন্দ বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা যার পর নাই, সাক্ষীদের এজাহারে যে সকল কথা প্রকাশ হয়েছে—যে ইহ জন্মে নিষ্কৃতি হবে সে আশা নাই।

গোবিন্দ বাবুর বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রকাশ হয়েছে। একটী ভদ্র সন্তান দ্বারা যে, এ সকল হতে পারে সে কথা কারো মনে বিশ্বাস ছিল না, এখন মোকদ্দমা উপলক্ষে সব ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অষ্টাদশ স্তবক।

শেষ অভিনয়।

আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।
বারেক জীবন ভরে,
দেখিনি নয়ন ভ'রে,
সেই মুখ, সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন।
সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ—তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ;
কই সে পিপাসা মম হলো না পূরণ।"

এত দিন পরে পাপের বিষময় ফল ফলে উঠল। দস্যুগণ যে প্রকৃত দোষী এবং গোবিন্দ বাবু যে তাঁর মূলাধার তা প্রকাশ হলো—দস্যুগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হলো! গোবিন্দ বাবু তত বদমায়েসীর কারণ কি? সুরতীর প্রলোভনে পড়েই যে তিনি এই সকল সর্ব্বনাশ করে-ছেন, সে কথা স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে। নলিনাকে হস্তগত করবার জন্য

তিনি গিন্নীর সহায়তা করেন এবং যে ডাক্তার দ্বারা একটী নরজীবন নষ্ট করে, মলিনার সতীত্ব নষ্ট করেন—সেই ডাক্তার বাবুই এখন পুরুষোত্তম-ধামে বর্ত্তমান—তাঁরই তত্ত্বাবধানে উদাসিনী আরোগ্য লাভ করেন। বাপুদেব শাস্ত্রীর পরিত্যক্ত যে সকল কাগজপত্র দর্শন করে ডাক্তার বাবুর বুক কেঁপে উঠেছিল—এই মোকদ্দমায় তাও প্রকাশ হলো—যে ডাক্তার বাবু এখন অতি ভদ্র হয়ে মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি করেছেন,—তাঁর সেই অন্তরের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের ন্যায় এই মহাপাপ গুপ্ত ছিল,—সময় পেয়ে সে সব জ্বলে উঠল—গিন্নীর সহায়তায় এই কার্য্য সংঘটন হয় বলে, তাঁরও দণ্ড হতে ত্রুটী হলো না, ফলতঃ দস্যুগণ, গোবিন্দ বাবু, গিন্নী, ডাক্তার বাবু সকলেরই অদৃষ্টে ঘোর দণ্ড হলো। চাঁপা চুরী অপরাধে দণ্ড পেলে—প্রথমে তার প্রতি গুরু অপরাধ আরোপিত হয়—পরে তা প্রমাণ হলো না—তবে রাত্রিকালে বিনাসূত্রে অনধিকার প্রবেশ অপরাধে সামান্য রূপ দণ্ড পেলে।

গিন্নী এতদিন চাঁপার কোন খোঁজ খবর পান নাই—আজ শ্রীক্ষেত্রে তাহাকে কাছারীতে দেখে আশ্চর্য্য বোধ কল্লেন। এদিকে গিন্নীর সেই দারুণ কষ্ট দেখে, চাঁপার চোক ফেটে জল পড়তে লাগল। সে গিন্নীর দিকে একদৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রহিল—কারো মুখে কোন কথা নাই—চোকে চোকে উভয়ে উভয়ের মনের কথা যেন বলাবলি কচ্ছিল। এ স্থান কঠিন—কাছারি,—তাই স্ত্রীলোক—বিশেষ ঘোর অপরাধী, সুতরাং কোন কথাই বলতে সাহস কর্ত্তে পাল্লে না, উভয়েই আপন আপন অন্তরের ভাব নিয়ে পৃথক পৃথক স্থানে দণ্ডায়মান।

বলদেব ও উদাসিনীর প্রতি যে দস্যুদিগের অত্যাচার তারও কারণ গোবিন্দ বাবু তাতো পূর্ব্বেই প্রকাশ হয়েছে। মলিনা ভ্রমে উদাসিনীর প্রতি তিনি এই সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন। বলদেব সিংহ উদাসিনীর প্রতি আসক্ত, এই বিশ্বাসেই বলদেব তার জীবন্ত শত্রু। বাস্তবিক বলদেব এ সব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও অবগত নন। গোবিন্দ বাবু যে কে, বলদেব কিম্বা উদাসিনী তার কিছুই জানেন না। তখন এই সব গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ হওয়াতে সকলে আশ্চর্য্য বোধ কর্ত্তে লাগলেন। দেখতে দেখতে এক এক করে সকল রহস্য প্রকাশ হয়ে এলো। পাপীরা যাঁর যাঁর পাপের গুরুতর দণ্ড পেতে বাকি হলো না।

কলিকাতায় যে বাড়ীতে নবীন সন্ন্যাসী বাল্যকাল অতীত করে, যৌবনে পদার্পণ করেন এবং সেই যৌবন-কুসুম বিকসিত হলে,—সেই বাড়ীতে যে সকল ঘটনা হয়, পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন সেই ঘটনার প্রধান নায়িকা। তাদের বিস্তর কাহিনী, সেই সব কাহিনী এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা দুটীতে কলিকাতা হতে কাশী পর্য্যন্ত না করেছে, এমন কাজই নাই। তাদের দুটীর কার্য্যে বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তেমন চালাক—তেমন ধড়িবাজ—তেমন ফিকিরে মেয়ে মানুষ অতি অল্পই দেখা যায়। এই দুটী নারীর গুণেই নবীন সন্ন্যাসী তাদের গৃহ ত্যাগ করেন। কারণ তিনি যেরূপ ভদ্র লোক এবং যুবতী দুটী যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাবের ভাতে তাদের মধ্যে যে মতভেদ ঘটবে—পাপীর চক্রে ধার্ম্মিক যে জড়িত হতে ইচ্ছা কর্ব্বে না, সে একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। যুবা তাদের ঘৃণিত চেষ্টা দেখে, সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন, তিনি পলায়ন কল্লে, পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন যুবার উদ্দেশে পশ্চিমযাত্রা করে। এবং নানা দেশ ভ্রমণ করে, পরিশেষে কাশীতে গিন্নীর বাড়ী উপস্থিত হয়।

এই যুবতী দুটীর পক্ষে পশ্চিম ভ্রমণ কিছু কঠিন নয়। কারণ তারা বাল্যকাল হতে অনেকদিন পর্য্যন্ত পশ্চিম বাস করে। মীরটের নিকট একটী স্থানে তাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ চাকরী করেন। এই চাকরী জন্য পুরুষগণ সর্ব্বদা দেশে থাকতে পার্তেন না—সুতরাং সেই অবসরই পূর্ণশশী ও প্রমোদকাননের পক্ষে সর্ব্বনাশ ঘটবার মূল চঞ্চলহৃদয় রমণীগণ অবসর লাভ কল্লে—চারিদিকে সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত দেখলে যে নানা প্রকার পাপস্রোত বৃদ্ধি করে থাকে—তার দৃষ্টান্ত এই পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন।

পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন যে সময় পশ্চিমে অবস্থিত করেন, সেই সময় উদাসিনীর সহিত তাদের আলাপ পরিচয়। তখন উদাসিনী উদাসিনী নহেন। উদাসিনী রাজারাম নামে জনৈক ক্ষত্রিয় জমীদারের কন্যা। রাজারামকে সাধারণে রাজা বলেই ডাকত। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী উদাসিনী। রাজারাম বৃদ্ধ বয়সে সেই একমাত্র কন্যারত্ন লাভ করে, জীবন সফল জ্ঞান করেছিলেন। এবং সকলেই ঐ কন্যাকে রাজকন্যা বলে আদর করত। পরে রাজকন্যাই তার একমাত্র নামের মধ্যে পরিগণিত হয়ে উঠল। রাজকন্যা তাঁর আদরের নাম, প্রকৃত নাম অরবিলা। অরবিলার যখন বাল্যদশা, সে সময় তাঁর

পিতাকে জ্ঞাতিগণ মেরে ফেলে। উদ্দেশ্য, তাঁর সম্পত্তিই হস্তগত করা। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারামের একজন আত্মীয় বন্ধু। বাপুদেব ষড়শাস্ত্রজ্ঞ সেই শাস্ত্র কথা শুনবার জন্য রাজারাম সর্ব্বদাই বাপুদেব শাস্ত্রীকে কাছে রাখতেন। সেই সূত্রে রাজারাম ও বাপুদেব শাস্ত্রীর পরস্পর অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মেছিল।

রাজারামের মৃত্যুর পর, জ্ঞাতিগণের শত্রুতায় বাপুদেব অরবিলাকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন কর্ত্তেন, সুতরাং অরবিলা বাপুদেব শাস্ত্রীকে আপন পিতা ভিন্ন অন্য রকম ভাবতেন না। ক্রমে ক্রমে অরবিলার বয়ো-বৃদ্ধি হতে আরম্ভ হলো—বাপুদেব শাস্ত্রী তাঁকে জন্মভূমির মায়া হতে বিচ্ছিন্ন করে, সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতেন এবং নানা প্রকার শাস্ত্রাদির উপদেশ দ্বারা তাঁকে রীতিমত পণ্ডিতা করিয়াছিলেন। অরবিলা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে, তাঁর পিতৃহন্তার কথা জানতে পেলেন। এতদিন সে সব কথা কার নিকট প্রকাশ করে নাই। ক্ষত্রিয় শোণিতে শত্রুতার কথা ধমনীপথে তীব্রবেগে সঞ্চার হতে লাগল—কি উপায়ে পিতৃহন্তার প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান কর্ব্বেন, কি উপায়ে পিতার সম্পত্তি নিরাপদ কর্ব্বেন,—এই একমাত্র চিন্তা। সেই চিন্তা তাঁর অন্তঃকরণে দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগল। আহার নিদ্রা কোন বিষয়ে তাঁর মন পরিবর্ত্তিত হয় না। সেই একমাত্র পাবক শিখা দিন দিন ধূ ধূ করে জ্বলতে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেন, যদি বিধাতা কখন দিন দেন—যদি এই রক্ত মাংসময় শরীর দ্বারা কখন পিতৃ-হন্তার সমুচিত দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারি, তা হলে সংসারে প্রবেশ কর্ব্ব; তা হলে মনুষ্যজীবনে সুখের সহিত আলিঙ্গন কর্ব্ব। নতুবা সংসার ত্যাগ করে, যেমন উদাসিনীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছি, চিরদিন এইরূপ কর্ব্ব।

বাপুদেব শাস্ত্রী অরবিলাকে উদাসিনীবেশে সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে নিয়ে বেড়াতেন, কারণ শত্রুপক্ষ তার জীবননষ্ট কর্ত্তেও চেষ্টিত ছিল। পাছে তার সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই সাবধান থাকতেন, এতদিন যে সকল বিষয় গোপন ছিল, আজ সে সব কথা বিচারপতির সম্মুখে প্রকাশ হলো।

এই ঘোর অত্যাচারের কথা শুনে, হাকিমের মনে দয়ার সঞ্চার হলো. তিনি উদাসিনীকে অতি ভদ্রতার সহিত সন্মান কল্লেন।

এই মোকদ্দমায় বাপুদেব শাস্ত্রী তথায় উপস্থিত হয়েছেন। উদাসিনী

তাঁকে দেখেই অশ্রুজল মোচন কর্ত্তে লাগলেন। বিচারপতি বাপুদেব শাস্ত্রীর পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর সাধু ব্যবহারে যারপরনাই সুখী হলেন। ধার্ম্মিকের আদর সংসারে চিরদিনই আছে—ধর্ম্মের গৌরব কত দিন লুক্কায়িত থাকে—মেঘ জগতের চক্ষু হতে সূর্য্যদেব কত দিন আচ্ছাদন করে রাখতে পারে? বাপুদেব শাস্ত্রীর ধর্ম্মের গৌরব চতুর্দ্দিকে আমোদিত হয়ে উঠল।

পাপীরা একে একে সকলেই দণ্ড পেলে—গোবিন্দ বাবু ও গিন্নী—চাঁপা—দস্যুগণ—কেউ দণ্ড হতে বঞ্চিত হলো না, এক আগুণে সকলে দগ্ধ হতে লাগল। সকলগুলি বদমায়েস এক সঙ্গে জড়িত হয়ে, কারো জেল—কারো দ্বীপান্তর দণ্ডের ব্যবস্থা হলো।

বিচারপতি উদাসিনীর পিতৃসম্পত্তি তাকে দেওয়ার জন্য আইনানুসারে ব্যবস্থা কর্ব্বার উদ্যোগ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে উদ্যোগী হলেন এবং তাঁর প্রতি আদেশ কল্লেন। স্বদেশে গমন করে, সুখ স্বচ্ছন্দে পৈত্রিকসম্পত্তি ভোগ কর্ব্বেন। সরকার হতে শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করা হবে।

বিচারপতি এই সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। বদমায়েসেরা জেলে প্রেরিত হলো। পাপের পরিণাম বিষময়—তা জগতের সম্মুখে প্রকাশ হলো। এতদিনের যে গুপ্তকাণ্ড সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে অপ্রকাশ ছিল—তা প্রকাশ হলো।

বাপুদেব শাস্ত্রী ও উদাসিনী কাছারী হতে যেমন বাইরে আসছেন—এমন সময় দেখেন, বলদেব সিংহ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত। বলদেবকে দেখেই—বাপুদেব শাস্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, বৎস! নানা স্থানে তোমার অনুসন্ধান করে, কোথাও বিশেষ সংবাদ না পেয়ে, যারপরনাই উৎকণ্ঠিত ছিলেম। তুমি যে দস্যুগণের চক্রে পতিত হয়ে, মহাবিপদাপন্ন হয়েছিলে—তা অবগত আছি। এক্ষণে সে দস্যুগণ সমুচিত প্রতিফল ভোগ করেছে। এই অরবিলা! অতএব বৎস, যে কারণে এতদিন তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল—সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। এক্ষণে আইস, আমাদের সহিত স্বদেশে গমন কর।

উদাসিনী ও বলদেব সিংহের পরস্পর সহসা দর্শন হওয়াতে, তাঁদের হৃদয়ে যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়েছিল,—যদিও সেখানে তা প্রকাশ কর্ত্তে পারেন নাই—কিন্তু পরস্পরের অকৃত্রিম প্রণয়ব্যঞ্জক

দৃষ্টিতেই যেন সে ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করে দিতে লাগল। হৃদয়ের সম্পত্তি লাভ করিল—শুষ্ককণ্ঠ সুশীতল জলে অভিসিক্ত হলো।

বাপুদেব শাস্ত্রী একজন অদ্বিতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি গণনা দ্বারা স্থির করেন, কিছুদিন বলদেব ও উদাসিনী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থাকলে, সমুদয় শত্রুকুল নির্ম্মূল হবে না এবং তারা উদাসিনীর পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ কর্ত্তে অবসর পাবে না। গণনায় এইরূপ স্থির হওয়ায় তাঁদের পরস্পর পৃথক রাখবার পক্ষে এমন একটী কারণ উপস্থিত করেন যে, সেইজন্য তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এক্ষণে সমুদয় বিঘ্ন অন্তর্হিত হলো—যে মেঘরাশি শরৎচন্দ্রকে আচ্ছাদন করেছিল—সে মেঘখানি আস্তে আস্তে সরে গেল।

বাপুদেব শাস্ত্রীর মনে যে একটী সন্দেহ অধিকার করেছিল—অর্থাৎ নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে, তিনি উদাসিনীর প্রতি যে সন্দেহসূচক ভাব প্রকাশ করেছিলেন,—এখন তার পরিচয় পেয়ে, বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হলেন। ফলকথা, সকল সন্দেহ ঘুচে গেল।

যে মলিনার জন্য গোবিন্দ বাবু সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছেন,—অবশেষে ধনে প্রাণে মারা গেলেন—মনুষ্যজন্মে যত প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ কর্ত্তে হয়,—তার ভাগ্যে সে সকলই হয়েছে—কিন্তু যার জন্য তার এত দুর্গতি—এই বিষময় পরিণাম—তাকে একবার জন্মেরশোধ দেখবার জন্য প্রাণের পিপাসা শতগুণে বৃদ্ধি করে, উদ্ধশ্বাসে কাশী এসেছিলেন,—সেই মলিনার পরিণাম যে কি হলো—সে কথা একবার কার না জানতে ইচ্ছা হয়? মলিনার পরিণাম অতি ভীষণ অগ্নি অক্ষরে বিধাতা লিখে রেখেছেন। হতভাগিনীর এ পোড়া মনুষ্যজন্মে একদিনের জন্যও সুখভোগ ঘটে নাই। সে নিজে কোন পাপে লিপ্ত ছিল না—পাষণ্ড গোবিন্দ বাবুই তার সর্ব্বনাশ করেন—দুরাচার রাহু তাকে সর্ব্বগ্রাস করেছিল বলেই, সংসারে তার সতীত্বের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ হতে পায় নাই। সৌন্দর্য্যাধার কুসুমে কোরকের অবস্থায় দুরাচার কীট প্রবেশ করেই, পুষ্পের মাধুর্য্য নষ্ট করে তুলে। গোবিন্দ বাবু যদিও তার সর্ব্বনাশ করেছেন,—কিন্তু সে একদিনের তরেও বাস্তবিক সুখের মুখ দেখে নাই। তার প্রাণ সর্ব্বদাই বিষমাখা থাকত। সেই বিষে তার ইহজীবনে কোন প্রকার সুখ দর্শন ঘটে নাই। মলিনা যখন শুনলে যে, গোবিন্দ বাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি

ধরা পড়েছেন—তখন পাছে কোন সূত্রে তাকেও পুলিসে গ্রেপ্তার করে—দশজনের মধ্যে কাছারিতে আবার লোক হাসাহাসি—এই আশঙ্কায় সে মনের ঘৃণায়—পাপকথা স্মরণে আত্মহত্যা করে—সকল জ্বালা—সকল কলঙ্ক—সকল পাপের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে।

উদাসিনী প্রভৃতি সকলে যে সময় কাছারী হতে চলে আসেন,—সে সময় পথিমধ্যে আর একটী ভয়ানক দৃশ্য উপস্থিত হয়। উদাসিনী যে মানকুমারীকে দেখবার জন্য এত চঞ্চল ছিলেন,—সেই মানকুমারী এখন যে শোচনীয় মূর্ত্তি ধরে, তার সম্মুখে উপস্থিত—সে দৃশ্য আমরা আর দেখতে ইচ্ছা করি না—শেঠজীর মৃত্যুর পর, মানকুমারী—উদাসিনী মুখে কেবল মাত্র শেঠজীর সেই মুখখানির কথা—সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য—দেখলে প্রাণ ফেটে যায়। মানকুমারীর সুখের রবি চির অস্ত।

পূর্ণশশী ও প্রমোদকানন এতদিন ধরে যে নানা স্থানে ঢলিয়ে বেড়াচ্ছিল,—তাদের এখন আর সেরূপ মনের ভাব নাই—দস্যুগণের হাত হতে মুক্তিলাভ করে, তাদের কেমন মন ফিরে গেছে—তারা যোগিনীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছে—ধর্ম্মপথে মন ফিরেছে। ঘটনাক্রমে আজ তারাও এই ঘটনাস্থলে উপস্থিত। সকলেরই মুখে সুখের জ্যোতিঃ, কেবল মানকুমারীর মুখে হাহাকার শব্দ!!

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায়
উপসা, বাবুর বাড়ী।
পোঃ উপসী, (ফরিদপুর)।
নং

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা,—৩৩৩ নং আপার চিৎপুর রোড, শীলপ্রেসে
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীলদ্বারা মুদ্রিত

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা ....

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
2৮ ৮.০১			
১৭৮/৭/১১০৪			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফৎ নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃসৃত হইতে পারে।